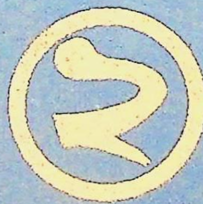


মূল আরবীসহ বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ ও
অর্থ এবং প্রয়োজনীয়
ব্যাখ্যা সম্বলিত



বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ
৩৯, বাংলা বাজার-ঢাকা-১

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۝

[ইন্নাহু লাক্বোর্আনুন্ কারীম্ ; ফী কিতাবিম্ মাক্নূন্]

"ইহা বড় মর্যাদাপূর্ণ কোরআন্, যাহা লউহে মাহ্ফুজে সংরক্ষিত রহিয়াছে"

পবিত্র ক্বোরআন শরীফ

[দ্বিতীয় খণ্ড]

।। মূল আরবীসহ বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ,
অর্থ এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সম্বলিত ।।

মাওলানা এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্সী

[এম. এম. (ফার্ষ্ট ক্লাস) ; ডি. এফ.; বি. এ. (অনার্স) ; এম. এ.;
এম. ফিল. রিসার্চ ফেলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

বঙ্গানুবাদ ক্বোরআন্ শরীফ, বঙ্গানুবাদ বোখারী শরীফ, রিয়াজুল জান্নাত,
রাহমাতুল্লিল্ আলামীন, বিশ্ব নবীর চার সহচর, মানাফেউল
ক্বোরআন্, আহাদিসে রাসূল (দঃ) ইত্যাদি
বহু ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণেতা।

প্রকাশনায়—
বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী
৩৯, বাংলাবাজার,
ঢাকা—১

প্রাপ্তিস্থান
দি তাজ পাবলিশিং হাউস
৭/বি, প্যারীদাস রোড,
ঢাকা—১

প্রকাশক ঃ
মোঃ নাজিম উদ্দিন ভূঁইয়া
বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী
৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা—১

প্রথম সংস্করণ
জুলাই, ১৯৭৬ ইং

হাদিয়া—প্লাষ্টিক বাইণ্ডিং ৬৮.০০ টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ
আলহাজ্জ এস. ভূঁইয়া
মডেল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা—১

॥ ছুরা সমূহের সূচী ॥

।। পারা সমূহের সূচী ।।

।। ছিজ্বদাহ্ সমূহের সূচী ।।

৭৫- قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ○ ৭৬- قَالَ

ক্বালা আলাম্ আক্বুল্লাকা ইন্নাকা লান্ তাছ্তাত্বীয়া' মায়ি'আ ছাব্রা। ৭৬। ক্বালা

(৭৫) খেজের বলিল আমি তোমাকে বলি নাই যে আমার সাথে ছবর করা তোমার দ্বারা কখনও বরদাশ্ত হইবে না। (৭৬) মুসা বলিল

اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِىْ ج قَدْ بَلَغْتَ

ইন্ ছাআল্তুকা আন্ শাইয়্যীন্ বা'দাহা ফালা তুছাহিব্নি, ক্বাদ বালাগ্ত্তা

ইহার পর আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে আপনি আমাকে আপনার সাথে রাখিবেন না, কারণ আপনি পৌঁছিয়াছেন

مِنْ لَّدُنِّىْ عُذْرًا ○ ৭৭- فَانْطَلَقَا وقف حَتّٰىٓ اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ

মিল্লা দুন্নি উ'জ্রা। ৭৭। ফান্ত্বালাক্বা ; হাত্তা ইজা আতাইয়া আহ্লা

আমার দিক হইতে ওজরের সীমায়। (৭৭) অতঃপর উভয়ে অগ্রসর হইল, এ-পর্য্যন্ত যে, যখন উভয়ে পোঁছিল এক

قَرْيَةِنِ اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا

ক্বারইয়াতি নিছ্তাত্ব্আ'মা আহ্লাহা ফাআবাউ আইয়্যু দ্বাইয়্যিফু হুমা

গ্রামবাসীদিগের কাছে, তথাকার লোকদিগের নিকট খাবার চাহিল, তখন তাহারা ইহাদিগকে দাওয়াত দিতে অস্বীকার করিল,

فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ط قَالَ

ফাওয়াজ্বাদা ফিহা জ্বিদারাই ইউরীদু আঁইয়্যান ক্বাদ্দ্বা ফাআক্বামাহ্ ; ক্বালা

ইতিমধ্যে ইহারা উভয়ে সেই গ্রামে একটি প্রাচীর দেখিল, যাহা পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, তখন খেজের সেই প্রাচীরটিকে দাঁড় করিয়া দিল ; মুসা বলিল,

لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ○ ৭৮- قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ

লাউশি'তা লাত্তাখাজ্তা আলাইহি আজ্বরা। ৭৮। ক্বালা হাজা ফিরাক্ব বাইনি

আপনি ইচ্ছা করিলে প্রাচীর দাঁড় করিয়া দেওয়ার পারিশ্রমিক লইতে পারিতেন। (৭৮) খেজের বলিল ইহাই ছাড়া-ছাড়ি আমার মধ্যে

وَبَيْنِكَ ج سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ○

ওয়া বাইনিক্ ; ছাউনাব্বিউকা বিতা'বিলি মা লাম্ তাছ্তাত্বি' আ'লাইহি ছাব্রা।

ও তোমার মধ্যে, আমি এখন তোমাকে তাহার ভেদতত্ত্ব বলিয়া দিতেছি যাহাতে তোমার বরদাশ্ত হয় নাই।

٧٩- اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ

৭৯। আম্মাছ্ ছাফিনাতু ফাকা-নাত্ লিমাছাকিনা ইয়া'মালুনা ফিল্ বাহ্রি ফাআরাদ্তু
(৭৯) সেই যে নৌকা উহা দরিদ্রদের ছিল তাহারা সমুদ্রে চালনা করিত, কাজেই আমি ইচ্ছা করিলাম

اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاۤءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ

আন্ আয়ি'বাহা ওয়াকানা ওয়ারাআহুম্ মালিকুঁই ইয়া-খুজু কুল্লা ছাফিনাতিন্
যে, নৌকাখানিকে দোষযুক্ত করিয়া দিই, কারণ উহাদের সম্মুখ দিকে এক অত্যাচারী বাদ্শাহ্ ছিল,
সেই বাদ্শাহ প্রত্যেক নৌকা বাজেয়াফ্ত করিয়া লইত,

غَصْبًا ٥ ٨٠- وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا

গ্বাছ্বা। ৮০। ওয়া আম্মাল্ গ্বোলামু ফাকানা আবাওয়াহু মু'মিনীনা ফাখাশিনা
জোরপূর্ব্বক। (৮০) আর সেই যে বালক উহার মাতা-পিতা উভয়ে ঈমানদার ছিল। কাজেই আমার
এই চিন্তা জাগিল

اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ج ٨١- فَاَرَدْنَا اَنْ

আঁইয়ু্যর হিকা হুমা ত্বুগ্বইয়ানাঁউ ওয়া কুফ্রা। ৮১। ফাআরাদ্না আই
যে, এই বালক প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া কষ্ট দেয় উহাদিগকে ছরকশী ও কুফরীর জন্য। (৮১) অতএব
আমি ইচ্ছা করিলাম এই যে

يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ

ইয়্যোব্দিলা হুমা রাব্বুহুমা খাইরাম্ মিন্হু যাকাতাঁও ওয়া আক্বরাবা
উহাদের উভয়ের প্রভু ঐ বালকের বদলে উহাদের উভয়কে উহা হইতে বিশুদ্ধাত্মা ও দয়ার্দ্র চিত্ত

رُحْمًا ٥ ٨٢- وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ

রুহ্মা। ৮২। ওয়া আম্মাল্ জ্বিদারু ফাকানা লিগ্বুলামাইনি ইয়াতিমাইনি ফিল্ মাদিনাতি
উত্তম সন্তান দান করেন। (৮২) আর সেই যে প্রাচীর—তাহা শহরের দুইটি এতীম বালকের ছিল,

وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ج فَاَرَادَ

ওয়া কানা তাহ্তাহু কান্যুল্লাহুমা ওয়া কানা আবুহুমা ছালিহা ; ফাআরাদা
আর প্রাচীরের নিম্নে উহাদেরই ধন ছিল, আর উহাদের পিতা ছিল পূণ্যবান, কাজেই হে মুসা! তোমার

رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا صلى ق

রাব্ব্‌কা আঁইয়্যাবলুগা আশুদ্দাহুমা তয়াইয়্যাছ্‌ তাখ্‌রিজা কান্‌যাহুমা ;
প্রভু ইচ্ছা করিলেন যে, উভয় বালক নিজেদের যৌবনে উপনীত হয়, এবং উভয়ের ধন উভয়ে বাহির করিয়া লয়,

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ج وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ ط ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ

রাহমাতাম্‌ মির্‌রাব্বিকা ; ওয়ামা ফাআল্‌তুহু আন্‌ আম্‌রি, জালিকা তা'বিলু
তোমার প্রভুর ইহা এক অনুগ্রহ ছিল, আর আমি যাহা কিছু করিয়াছি নিজের ইচ্ছায় করি নাই, ইহাই ভেদতত্ত্ব

مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ع ٨٣- وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ط

ع ১০ — ১০ রুকু
মা লাম্‌ তাছ্‌ত্বি' আ'লাইহি ছাব্‌রা। ع ৮৩। ওয়া ইয়াছ্‌আলূনাকা আ'ন্‌জিল্‌ কার্‌নাইন্‌ ;
যাহাতে তোমার বরদাশ্‌ত হয় নাই। (৮৩) আর হে নবী। লোক তোমাকে জোল্‌কার্‌নাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে,

قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ط ٨٤- اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ

কুল ছাআত্‌লু আলাকুইম্‌ মিন্‌হু জিক্‌রা। ৮৪। ইন্না মাকান্না লাহু ফিল্‌ আর্‌দ্বি
বল, আমি তোমাদিগকে উহার আলোচনা হইতে কিছু আলোচনা পড়িয়া শুনাইতেছি। (৮৪) আমি উহাকে ভূ-জগতে অত্যাধিক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলাম,

وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا لا ٨٥- فَاَتْبَعَ سَبَبًا ٨٦- حَتّٰى

ওয়া আতাইনাহু মিন্‌ কুল্লি শাইয়্যীন ছাবাবা। ৮৫। ফাআত্‌বাআ' ছাবাবা। ৮৬। হাত্তা
আর আমি উহাকে সর্ব্ব প্রকারের আসবাবপত্র দান করিয়াছিলাম। (৮৫) তৎফলে সে এক কাজের পিছনে পড়িয়া গেল। (৮৬) এ-পর্যন্ত যে

اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ

ইজা বালাগা মাগ্‌রিবাশ্‌ শাম্‌ছি ওয়াজাদাহা তাগ্‌রুবু ফি আ'ইনিন্‌ হামিআতিঁউ
যখন চলিতে চলিতে সূর্য্যাস্ত-স্থলে উপনীত হইল, তখন তাহাকে এরূপ বোধ হইল যেন কাল রংএর কাদার গর্ত্তে অস্ত যাইতেছে,

وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ط قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ

ওয়া ওয়াজাদা ইন্দাহা কাওমা ; কুল্‌না ইয়া জাল্‌ কার্‌নাইনি ইম্মা আন্‌
আর দেখিল উহার নিকটে একটি সম্প্রদায়ও বসবাস করিতে রহিয়াছে, আমি বলিলাম হে জোল্‌কারনাইন। তুমি বাদশাহ্‌, উভয় ক্ষমতাই তোমার রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলে

تُعَذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ٥ ٨٧- قَالَ اَمَّا

তুআজ্জিবা ওয়া ইম্মা আন্ তাত্তাখিজা ফিহিম্ হুছ্না। ৮৭। কালা আম্মা
তুমি ইহাদিগকে সাজা দিতে পার, আর ইচ্ছা করিলে ইহাদের মধ্যে তুমি সদ্ব্যবহার করিতে পার।
(৮৭) ইহা শুনিয়া জোল্ কারনাইন বলিল যে, কেহ

مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ

মান্ জালামা ফাছাওফা নুআ'জ্জিবুহু ছুম্মা ইউরাদ্দু ইলা রাব্বিহি
জালেম তাহাকে ত আমি সাজা দিবই, তারপর সেই ব্যক্তিকে তাহার প্রভুর হুজুরে ঘুরাইয়া আনা হইবে,

فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ٥ ٨٨- وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

ফাইউ আজ্জিবুহু আজাবান্ নুক্রা। ৮৮। ওয়া আম্মা মান্ আ-মানা ওয়া আমিলা ছালিহান্
তখন তিনি তাহাকে আরও কঠিন সাজা দিবেন। (৮৮) আর কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান আনিবে, এবং সৎকাজ করিবে,

فَلَهٗ جَزَآءَنِ الْحُسْنٰى ج وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ط ٥

ফালাহু জ্বাযাআনিল্ হুছ্না; ওয়া ছানা কুলু লাহু মিন্ আমরিনা ইউছ্রা।
তাহা হইলে উহার বিনিময়ে তাহাকে উপকার মিলিবে, আর আমিও নিজের কার্য্য হইতে তাহাকে সহজ সহজ কাজ করিতে বলিব।

٨٩- ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ٥ ٩٠- حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا

৮৯। ছুম্মা আত্ বাআ' ছাবাবা। ৯০। হাত্তা ইজা বালাগা মাত্বলিয়াশ্ শাম্‌ছি ওয়াজ্বাদাহা
(৮৯) ইহার পর জোলকারনাইন অন্য এক যোগাড়যন্ত্রের পশ্চাতে লাগিল। (৯০) এ পর্য্যন্ত যে চলিতে চলিতে যখন সুর্য্যোদয়-স্থলে উপনীত হইল, তখন সুর্য্যকে এরূপ বোধ হইল

تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا لا ٥ ٩١- كَذٰلِكَ ط

তাত্বলুউ আলা কাউমিল্লাম্ নাজ্বআ'ল্লাহুম্ মিন্ দু নিহা ছিত্রা। ৯১। কাজালিকা;
যেন কতক লোকের প্রতি উদিত হইয়াছে যাহাদের জন্য আমি সুর্য্যের এদিকে কোন আড়াল রাখি নাই।
(৯১) আর বস্তুতঃ এইরূপই ছিল,

وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ٥ ٩٢- ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ٥ ٩٣- حَتّٰٓى

ওয়া কাদ্ আহাত্ব্না বিমা লাদাইহি খুব্রা। ৯২। ছুম্মা-আত্ বাআ' ছাবাবা। ৯৩। হাত্তা
আর জোল্ কার্ নাইনের সঙ্গে যাহা কিছু ছিল তৎসম্বন্ধে আমার পুরা পুরা খবর ছিল। (৯২) ইহার পর জোল্ কার্ নাইন অপর এক ছফরের সাজপাটের যোগাড়ে লাগিল। (৯৩) এ পর্য্যন্ত যে

إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ

ইজা বালাগা বাইনাছ্ ছাদ্দাইনি ওয়াজাদা মিন্ দুনিহিমা ক্বাউমাল্লা ইয়াকাদুনা

যখন দুই প্রাচীরের মধ্যভাগে উপনীত হইল, তখন দেখিল যে প্রাচীরদ্বয়ের ওদিকে এক কওম রহিয়াছে যে, নিকটে পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না

يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝ ٩٤- قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

ইয়াফ্ ক্বাহুনা কাউলা। ৯৪। ক্বালু ইয়াজাল্ ক্বারনাইনি ইন্না ইয়াজুজা ওয়া মা'জুজা

কথা বুঝিবার। (৯৪) উঁহারা বলিল হে, জোল্ কার্‌নাইন ওদিকে অর্থাৎ পাহাড়ের ওপারে ইয়াজুজ মাজুজ-এর কওম রহিয়াছে

مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ

মুফ্‌ছিদুনা ফিল্ আরদ্বি, ফাহাল্ নাজ্‌আলু লাকা খার্‌জান্ আলা আন্ তাজ্‌আ'লা

উহারা দেশে যুদ্ধ হাঙ্গামা বাধায়, আমরা কি আপনার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দিব, এই শর্ত্তে যে আপনি তৈয়ার করিয়া দিবেন

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝ ٩٥- قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ

বাইনানা ওয়া বাইনাহুম্ ছাদ্দা। ৯৫। ক্বালা মা মাক্বান্নি ফীহি রাব্বি খাইরুন্

অমাদের ও ইয়্যাজুজ-মাজুজের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীর? (৯৫) জোল্-কার্‌নাইন বলিল সেই অর্থ যাহাতে আমার প্রভু আমাকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া রাখিয়াছেন যথেষ্ট,

فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝ ٩٦- آتُونِي

ফাআয়িনুনী বি ক্বুওয়াতিন্ আজ্‌আল্ বাইনাকুম্ ওয়া বইনাহুম্ রাদ্‌মা। ৯৬। আ-তুনী

অথচ তোমারা হস্ত-পদের শক্তি দ্বারা আমার সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও ইয়া-জুজ-মাজুজ-এর মধ্যস্থলে একটি মোটা প্রাচীর নির্মিত করিয়া দিই। (৯৬) এক্ষণ তোমরা লইয়া আস আমার কাছে

زُبَرَ الْحَدِيدِ ط حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ط

যুবারাল্ হাদিদি; হাত্তা ইজা ছাওয়া বাইনাছ্ ছাদা ফাইনি ক্বালান্ ফুখু

লোহখণ্ড এ-পর্য্যন্ত যে, যখন জোল্-কার্‌নাইন উভয় পর্ব্বত-প্রাচীরের মধ্যভাগ সমান করিয়া দিল তখন নির্দ্দেশ করিল যে এক্ষণ তোমরা ইহাকে ফুঁকিতে থাক,

(৯৪) ইয়াজুজ্ এবং মাজুজ্ হইল একদল জংলী স্বভাবের দস্যুলোক। তাহারা ঘর তৈরী করিয়া বসবাস করা ও গৃহের ছাদ নির্মাণ করা, ইত্যাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। তাহারা লুট-তরাজ করিয়া বেড়াইত। (মুক্তেছল কোরআন্)

حَتّٰى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا لا قَالَ اٰتُوْنِىْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ○

হাত্তা ইজা জ্বাআ'লাহু নারা ; কালা আ-তুনী উফ্‌রিগ্ব্‌ আ'লাইহি কিত্ব্‌রা।
এ-পর্য্যন্ত যে যখন আগুন সেই লৌহখণ্ডসমূহকে অঙ্গার করিয়া দিল তখন উহাদিগকে বলিল এক্ষণ তোমরা আমাকে তাম্র আনিয়া দাও, আমি এই প্রাচীরের উপর গলিত তাম্র ঢালিয়া দিই

٩٧- فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ○ ٩٨- قَالَ هٰذَا

৯৭। ফামাছ্‌ত্বাউ আইঁয়্যাজ্‌হারুহু ওয়ামাছ্‌তাত্বাউ লাহু নাক্‌বা। ৯৮। কালা হাজা
(৯৭) ফল কথা ইয়াজূজ-মাজুজ না-ত উহার উপর আহোরণ করিতে সক্ষম হইত, আর না তাহাতে ছিদ্র করিতে পারিত। (৯৮) জোল-কারনাইন বলিল ইহা

رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ ج فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ج

রাহমাতাম্ মির্‌রাব্বি ; ফাইজা জ্বাআ ওয়া'দু রাব্বি জ্বাআ'লাহু দাক্কাআ,
আমার প্রভুর অনুগ্রহ, কিন্তু যখন আমার প্রভুর ওয়াদা উপস্থিত হইবে, তখন ইহাকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করিয়া দিবে,

وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا ط ٩٩- وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ

ওয়া কানা ওয়াদু রাব্বি হাক্কা। ৯৯। ওয়াতারাকনা বা'দ্বাহুম্ ইয়াউ মাইজিঁই ইয়ামুজু
আর আমার প্রভুর ওয়াদা সত্য। (৯৯) আর হে নবী। আমি সে-দিবস ছাড়িয়া দিব উহাদের কাহাকেও কাহাকেও যে ঢেউ সমুহের মত একের মধ্যে

فِىْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا لا ○ ١٠٠- وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ

ফি বা'দ্বিউঁ ওয়া নুফিখা ফিছ্‌ ছুরি ফাজ্বামা' নাহুম্ জ্বাম্‌আ'। ১০০। ওয়া আ'রাদ্‌না জ্বাহান্নামা
অন্য মিলিত হইয়া যাইবে আর 'ছুর' ফুৎকার করা যাইবে, অনন্তর আমি সমস্ত লোককে হাশর-ময়দানে জড় করিব। (১০০) আর আমি পেশ করিব দোজখকে

يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا لا ○ ١٠١- نِ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ

ইয়াউমা ইজিল্‌ লিল্‌ কাফিরিনা আরাদ্বা। ১০১। নিল্লাজিনা কানাত্‌ আ'ইউনুহুম্
সেই দিবস কাফেরদিগের সম্মুখে, পেশ করিয়া দেওয়ার মত। ১০১। উহাদের চক্ষুগুলি ছিল

(৯৭) প্রথম লোহা দ্বারা বড় বড় তক্তা তৈরী করা হয়। অতঃপর একটির উপর অন্যটিকে সংস্থাপিত করা হয়। এবং দুইটি পাহাড়ের সংযোগ স্থলে উহা দ্বারা মিলাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর উহাতে গলানো তামা ঢালিয়া দিলে ইহা শক্ত পাহাড়ের মত হইয়া যায়। জান ও মালের হেফাজতের জন্য এই পাহাড় ছিল আল্লাহর রহমত স্বরূপ। (মোজেহুল কোরআন)

৪
১৯
১৯
রুকু

فِىْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِىْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ع ١٠٢- اَفَحَسِبَ

ফি গ্বিত্বাইন্‌ আন্‌ জিক্‌রী ওয়া কানু লা ইয়াছ্‌ তাত্বিউনা ছাব্‌আ'। ৪ ১০২। আফাহাছিবাল্‌

আমার জেকের হইতে গাফ্‌লতীর পর্দ্দার মধ্যে আর হকের দিক হইতে উহাদের কর্ণগুলিতে বোঝা ছিল যে উহারা শুনিতে পাইত না। (১০২) এই খেয়াল কি রহিয়াছে

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْٓ اَوْلِيَآءَ ط اِنَّآ

াজিনা কাফারূ আঁইয়াত্তাখিজু ইবাদী মিন্‌ দূনী আওলিয়াআ ; ইন্না

এই কাফেরেরা, যে ইহারা আমাকে ছাড়িয়া বান্দাগণকে কারসাজ ধরে নিশ্চয় আমি

اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ٥ ١٠٣- قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ

আ'তাদ্‌না জ্বাহান্নামা লিল্‌ কাফিরিনা নুজুলা। ১০৩। ক্বুল্‌ হাল্‌ নুনাব্বিউ কুম

কাফেরদিগকে জেয়াফতের জন্য জাহান্নাম তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি। ১০৩। হে নবী। কাফেরদিগকে বল যে, তোমরা যদি বল তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে খবর দিই

بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ٥ ١٠٤- اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

বিল্‌ আখ্‌ছারিনা আ'মা-লা। ১০৪। আল্লাজিনা দ্বাল্লা ছা'ইউ হুম্‌ ফিল্‌ হায়াতিদ্দুন্‌ইয়া

সেই লোকদিগের, যাহারা আমাদের দিক দিয়া খুবই ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে। (১০৪) ইহারা সেই লোক যাহাদের পার্থিব জীবনের চেষ্টা অনর্থক গিয়াছে.

وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ٥ ١٠٥- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

ওয়া হুম্‌ ইয়াহ্‌ছাবুনা আন্নাহুম্‌ ইউহ্‌ ছিনুনা ছুন্‌আ'। ১০৫। উলাইকাল্লাজিনা কাফারূ

আর উহারা এই খেয়ালের মধ্যে রহিয়াছে যে উহারা ভাল কাজ করিতেছে। (১০৫) ইহারাই সেই লোক যাহারা মানে নাই

بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ

বিআয়াতি রাব্বিহিম্‌ ওয়া লিকাইহি ফাহাবিত্বাত্‌ আ'মালুহুম্‌ ফালানুক্বিমু

নিজেদের প্রভুর আয়াতগুলিকে, আর তাঁহার হুজুরে হাজির হওয়াকে, ফলে অনর্থক গিয়াছে উহাদের আমলগুলি, কাজেই আমি প্রতিষ্ঠিত রাখিব না

لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ٥ ١٠٦- ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا

লাহুম্‌ ইয়াউমাল্‌ ক্বিয়ামাতি ওয়াজ্‌না। ১০৬। জালিকা জ্বাযাউহুম্‌ জ্বাহান্নামা বিমা

কেয়ামত দিবসে ইহাদের জন্য ওজন। (১০৬) এই জাহান্নাম উহাদের সেই কু-কার্য্যাবলীর বিনিময় যে

كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِىْ وَرُسُلِىْ هُزُوًا ٥ ١٠٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

কাফারূ ওয়াত্তাখাজু আয়াতী ওয়া রুছুলী হুযুওয়া। ১০৭। ইন্নাল্লাজিনা আমানূ

উহারা কুফরী করিয়াছিল, আর গ্রহণ করিয়াছিল আমার আয়াতগুলি ও আমার পয়গম্বরগণকে ঠাট্টারূপে।

(১০৭) অবশ্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ٥

ওয়া আ'মিলুছ্‌ ছালিহাতি কানাত লাহুম্‌ জ্বান্নাতুল ফিরদাউছি নুযুলা।

আর নেক আমলও করিয়াছে, তাহাদের জেয়াফতের জন্য ফেরদাউছের বাগান হইবে,—

١٠٨- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ٥ ١٠٩- قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ

১০৮। খালিদিনা ফিহা লা ইয়াব্‌গূনা আন্‌হা হিওয়ালা। ১০৯। ক্বুল্‌ লাউ কানাল্‌ বাহ্‌রু

(১০৮) উহাতে উহারা চিরকাল অবস্থিতি করিবে আর কখনও তথা হইতে সরিতে চাহিবে না।

(১০৯) হে নবী! ইহাদিগকে বল যে, যদি আমার প্রভুর বিষয়াবলী লিখিবার জন্য সমুদ্রের

مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ

মিদাদাল্লি কালিমাতি রাব্বি লানাফিদাল্‌ বাহ্‌রু ক্বাব্‌লা আন্‌তান্‌ফাদা

পানি কালি হয়, তবে ইহার অগ্রে যে আমার প্রভুর বিষয়াবলী সম্পূর্ণ হয় সমুদ্র

كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ٥ ١١٠- قُلْ اِنَّمَآ اَنَا

কালিমাতু রাব্বি ওয়া লাউজ্বি'না বিমিছ্‌লিহি মাদাদা। ১১০। ক্বুল্‌ ইন্নামা আনা

নিঃশেষ হইয়া যায়, যদিও আমি অনুরূপই অন্য সমুদ্র উহার সাহায্যার্থ লইয়া আসি। (১১০)

হে নবী! ইহাদিগকে বল যে, আমিও

بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ

বাশারুম্‌ মিছ্‌লুকুম্‌ ইউ হা- ইলাইয়্যা আন্নামা ইলাহুকুম্‌ ইলাহুঁউ

তোমাদেরই মত একজন মানুষ আমার নিকট আল্লাহর দিক হইতে এই অহী আসে যে, তোমাদের

উপাস্য অদ্বিতীয়

وَاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا

ওয়াহিদ ; ফামান্ কানা ইয়ারজু লিক্বাআ রাব্বিহী ফাল্ইয়া'মাল্ আমালান্

উপাস্য, অতএব যাহার স্বীয় প্রভুর সহিত সাক্ষাতের বাসনা থাকে, তবে উচিত যে, সেই ব্যক্তি সৎ

صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ع

ছালিহাঁউ ওয়ালা ইয়ুশ্রিক্ বিই'বাদাতি রাব্বিহী আহাদা। ع

কাজ করে আর কাহাকেও নিজের প্রভুর উপাসনার মধ্যে শরীক না করে।

ছুরা—মার্ইয়াম্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্মিল্লা হির্ রাহ্মানির্ রাহীম অতি দয়াময় ও পরম কৃপাময় আল্লাহ্র নামে	ইহাতে ৯৮ আয়াত ও ৬ রুকু

١- كٓهٰيٰعٓصٓ قف ٢- ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ

১। কাফ্-হা-ইয়া-আ'ইন্-ছাদ্। ২। জিক্রু রাহ্মাতি রাব্বিকা-আ'বদাহু

কা—ফ, হা-ইয়া—আ'য়ি—ন, ছোয়া—দ, (২) হে নবী! ইহা সেই অনুগ্রহের বর্ণনা যাহা তোমার প্রভু, তাঁহার বান্দা

زَكَرِيَّا ۚ ٣- اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ○ ٤- قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ

যাকারিয়্যা। ৩। ইজ্ নাদা রাব্বাহু নিদাআন্ খাফিয়্যা। ৪। ক্বালা রাব্বি ইন্নী ওয়াহানা

জাকারিয়ার প্রতি করিয়াছিলেন। (৩) যখন জাকারিয়া তাহার প্রভুকে নিঃশব্দে ডাকিয়াছিল। (৪) আর দোয়া করিয়াছিল যে, হে আমার প্রভু, নিশ্চয় আমার

الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَآئِكَ

আজ্মু মিন্নী ওয়াশ্তাআলার্ রা'ছু শাইবাঁউ ওয়ালাম্ আকুম্ বিদুআ'ইকা

অস্থিসমূহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, আর মস্তক বার্দ্ধক্যের অগ্নি দ্বারা গজ্জিয়া উঠিয়াছে, আর হে আমার প্রভু, তোমার দরবারে দোয়া করিয়া আমি কখনও

رَبِّ شَقِيًّا ○ ٥- وَاِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ

রাব্বি শাকিয়্যা। ৫। ওয়া ইন্নী খিফ্তুল্ মাওয়ালিয়া মিঁউ ওয়ারাই ওয়া কানাতিম্ রাআতী

বঞ্চিত ছিলাম না। (৫) আর আমার ভাই বন্ধু হইতে ভয় রহিয়াছে যে, নিজের পরে উহারা দীনের মধ্যে কোন গর্হিত কাজ করিয়া বসে, আর আমার স্ত্রী হইতেছে

عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙ ٦- يَرِثُنِيْ وَيَرِثُ

আ'ক্বিরান্ ফাহাব্‌লী মিল্লাতুন্‌কা ওয়ালিয়্যা। ৫। ইয়ারিছুনী ওয়া ইযারিছু

বন্ধ্যা, আর আপনি নিজের দিক হইতে আমাকে একটি উত্তরাধীকারী দান করুন। (৬) যে আমার ও উত্তরাধিকারী হয়

مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ○ ٧- يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا

মিন্ আলি ইয়া'ক্বূবা; ওয়াজ্‌আ'লহু রাব্বি রাদ্বিয়্যা। ৭। ইয়া যাকারিয়্যা ইন্না

ইয়াকুবের বংশেরও আর হে আমার প্রভু, উহাকে সকলের প্রিয়পাত্র করিয়া দিন। (৭) আল্লাহ্ তখন ফরমাইলেন হে জাকারিয়া! আমি

نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِۨ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ

নুবাশ্‌শিরুকা বিগু্‌লামি নিছ্‌মুহু ইয়াহ্‌ইয়া লামনাজ্‌আ'ল্‌লাহু মিন্ ক্বাব্‌লু

তোমাকে একটি পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি যাহার নাম হইবে ইয়াহ্‌ইয়া, আর ইহার পূর্ব্বে আমি কাহাকেও সৃজন করি নাই

سَمِيًّا ○ ٨- قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ

ছামিয়্যা। ৮। ক্বালা রাব্বি আন্না ইয়াকুনু লী গু্‌লামুঁউ ওয়া কানাতিম্ রাআতী

এই নামের। (৮) জাকারিয়া আরজ করিল, হে আমার প্রভু, কি প্রকারে আমার পুত্র হইবে, আর অবস্থা ত এই যে আমার স্ত্রী

عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ○ ٩- قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ

আক্বিরাঁউ ওয়াক্বাদ্ বালাগ্‌তু মিনাল্ কিবারি ই'তিয়্যা। ৯। ক্বালা কাজালিকা; ক্বালা

বন্ধ্যা, আর আমি বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছি। (৯) আল্লাহ্ ফরমাইলেন, এমনই ফরমাইতেছেন

رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ

রাব্বুকা হুয়া আলাইয়্যা হায়্যিনুঁউ ওয়া ক্বাদ খালাক্বতুকা মিন্ কাব্‌লু

তোমার প্রভু, তোমাকে বৃদ্ধ বয়সে পুত্র দান করা আমার পক্ষে সহজ, আর ইহা হইতে অগ্রেও আমি তোমাকে সৃজন করিয়াছি,

---

(৮) সন্তান জন্মদান ও সন্তান ধারণের জন্যে স্ত্রী ও পুরুষের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কাল ও সময় রহিয়াছে। উক্ত সময়ের পরে আর সন্তানের আশা করা যায় না। কিন্তু আল্লাহরাব্বুল ইজ্জত স্বীয় ক্বুদরতের দ্বারা এমন কাজও কখনো কখনো করিয়া থাকেন, যাহা সাধারণ নিয়মের বাহিরে। হজরত ইয়াহ্‌হিয়ার জন্মও ইহার একটি নজীর স্বরূপ। (খাজেন)

وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝ ١٠- قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ

ওয়ালাম্ তাকু শাইআ। ১০। ক্বালা রাব্বিজ্‌আ'ল্‌লী আয়াহ; ক্বালা আয়াতুকা

অথচ তুমি তখন কিছুই ছিলে না। (১০) জাকারিয়া আরজ করিল, হে আমার প্রভু, কোন চিহ্ন-এর কথা আমায় বলুন, আল্লাহ্ ফরমাইলেন, তোমার চিহ্ন

اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝ ١١- فَخَرَجَ عَلٰى

আল্লা তুকাল্লিমান্ না-ছা ছালাছা লায়ালিন্ ছাবিয়্যা। ১১। ফা-খারাজা আ'লা

এই যে, তুমি একাধিক ক্রমে তিন রাত লোকের সহিত কথা বলিবে না। (১১) অনন্তর জাকারিয়া যথারীতি ওয়াজ নসিহত শুনাইবার জন্য বাহির হইয়া

قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰىٓ اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً

ক্বাউমিহী মিনাল্ মিহ্‌রাবি ফাআউহা ইলাইহিম্ আন্ ছাব্বিহু বুক্‌রাতাঁউ

নিজের লোকের কাছে আসিল হুজরা হইতে, তখন আল্লাহ্ ইশারায় জাকারিয়াকে বুঝাইয়া দেন যে আল্লাহর এবাদতে নিমগ্ন থাকিও সকাল

وَّعَشِيًّا ۝ ١٢- يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ

ওয়া আ'শিয়্যা। ১২। ইয়া-ইয়াহ্‌ইয়া খুজিল্ কিতবা বিক্বুওয়াহ্; ওয়া আতাইনাহুল্ হুক্‌মা

ও সন্ধ্যায়। (১২) হে ইয়াহ্ইয়া তওরাত কিতাবকে দৃঢ়তাসহকারে ধারণ করিও, আর আমি উহাকে পয়গাম্বরী প্রদান করিয়াছিলাম

صَبِيًّا ۝ ١٣- وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ۝ ١٤- وَبَرًّا

ছাবিয়্যা। ১৩। ওয়া হানানাম্ মিল্লাদুন্না ওয়া যাকাতাঁউ ওয়া কানা তাক্বিয়্যা। ওয়া বার্‌রাম্

বাল্যাবস্থায়ই। (১৩) এবং দয়াশীলতা ও আত্মশুদ্ধিতা নিজের পক্ষ হইতে, আর এ সমুদয় ছাড়া ইয়াহ্ইয়া পরহেজগার ছিল। (১৪) আর খেদমতকারীও ছিল

(১৬) হজরত ইয়াহ্ইয়াকে কিতাব দিয়াছিলেন। তৎসঙ্গে পয়গাম্বরী ও রিয়াছতের অধিকারীও তিনি হইয়াছিলেন। নবী ও রাসুলগণের মধ্যে সবাই কিতাব ও রিয়াছতের অধিকারী ছিলেন না। যাহারা এতদুভয় মর্যাদার আসনে সমাসীন ছিলেন, তাঁহাদের কর্তব্য ছিল অনেক উর্ধে। হজরত ইয়াহ্ইয়া ছিলেন, বিনয় স্বভাব, পুতঃ চরিত্র ও নেক বান্দাগণের অন্তর্গত। তাঁহার আদব ও আখলাক সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে ও তৌরিতে অনেক প্রশংসা বাণী নাযিল হইয়াছে। (তাফহীম)

بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ٥ ১৫- وَسَلَامٌ عَلَيْهِ

বিওয়ালি দাইহি ওয়া লাম্ ইয়াকুন্ জাব্বারান্ আ'ছিয়্যা। ১৫। ওয়া ছালামুন আ'লাইহি

নিজের মাতা-পিতার, আর উদ্ধত এবং অবাধ্য ছিল না। (১৫) আর উহার প্রতি আল্লার পক্ষ হইতে শান্তি

يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ٥ ع

ইয়াওমা বুলিদা ওয়া ইয়াওমা ইয়ামুতু ওয়া ইয়াওমা ইউব্‌আ'ছু হাইয়্যা। ع

যে দিবস সৃষ্ট হইয়াছে, আর যে দিবস মৃত্যু হইবে, আর যে-দিবস পুনর্ব্বার জীবিত উঠাইয়া দাঁড় করানো যাইবে।

১৬- وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ م إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا

ওয়াজ্‌কুর ফিল্ কিতাবি মারইয়াম; ইজিন্ তাবাজাত্ মিন্ আহ্‌লিয়া মাকানান্

(১৬) আর হে নবী। কোরআনে উদ্ধৃত মরিয়মের কথাও লোকদিগকে বর্ণনা কর, যখন মরিয়ম নিজের লোক হইতে পৃথক হইয়া যাইয়া বলিল পুর্ব্বমুখী

شَرْقِيًّا ٥ لا ১৭- فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ف فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا

শার্‌কিয়া। ১৭। ফাত্তা খাজাত্ মিন্ দুনিহিম্ হিজাবা; ফাআরছাল্‌না ইলাইহা

গৃহে। (১৭) আর লোকদিগের দিক হইতে পর্দ্দা করিয়া লইল, তখন আমি উহার দিকে পাঠাইলাম

رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ٥ ১৮- قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ

রুহানা ফাতামাছ্‌ছালা লাহা বাশারান্ ছাবিয়্যা। ১৮। ক্বালাত্ ইন্নী আউজু

নিজের রূহকে, অনন্তর জিব্রাইল উত্তম খাষা মানুষের আকৃতি ধরিয়া মরিয়মের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। (১৮) মরিয়ম বলিল আমি তোমাকে আল্লাহর

بِالرَّحْمَٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ٥ ১৯- قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ

বির্‌রাহ্‌মানি মিন্‌কা ইন্ কুন্তা তাকিয়্যা। ১৯। ক্বালা ইন্নামা আনা রাছুলু

সম্বন্ধে দোহাই দিতেছি যে আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাও যদি তুমি পরহেজগার হও। (১৯) তখন জিব্রিল বলিল, আমিত প্রেরীত ফেরেশ্‌তা

(১৭) হজরত জিব্রাইলে আমিন একজন সুন্দর পুরুষের আকার ধারণ করিয়া বিবি মরিয়মের এবাদত খানায় প্রবেশ করিলেন এবং বিবি মরিয়মকে একখানা ফুল প্রদান করিলেন। মরিয়ম উক্ত ফুলের ঘ্রান গ্রহণ করিলে তাঁহার উদরে হজরত ঈসার জন্ম হয়। (মোয়ালেম)

৪ / ১ / ১ রুকু

ওয়াক্‌ফে লাজিম

رَبِّكِ ق لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ۝ ٢٠- قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ

রাব্বিকি ; লিআহাবা লাকি গুলামান্ যাকিয়্যা। ২০। কালাত্ আন্না ইয়াকুনু লী
তোমার প্রভুর, আর এ-জন্য আসিয়াছি যে তোমাকে একটি পবিত্র স্বভাব পুত্র দিয়া যাইব। (২০) মারিয়ম বলিল কি প্রকারে আমার

غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ۝ ٢١- قَالَ

গুলামুন্ ওয়ালাম্ ইয়াম্ছাছ্নি বাশারুঁউ ওয়ালাম্ আকু বাগিয়্যা। ২১। কালা
পুত্র হইতে পারে, কারণ না-ত আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করিয়াছে আর না-ত কখনও আমি ব্যাভিচারিণী ছিলাম। (২১) জিব্রাইল বলিল

كَذٰلِكِ ج قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ج وَلِنَجْعَلَهٗ

কাজালিকা ; কালা রাব্বুকি হুয়া আ'লাইয়্যা হায়্যিনুন্ ; ওয়ালিন নাজ্আ'লাহু
এমনই হইবে, তোমার প্রভু ফরমাইতেছেন বিনা পিতায় সন্তান সৃষ্টিকরণ আমার পক্ষে সহজ, উদ্দেশ্য এই রহিয়াছে যে, আমি করিব উহাকে

اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ج وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝

আয়াতাল্লিন্নাছি ওয়া রাহ্মাতাম্ মিন্না ; ওয়াকানা আম্রাম্ মাক্দ্বিয়্যা।
এক নিদর্শন লোকদিগের জন্য, আর উহাকে নিজের রহমত-এর উপলক্ষ করিব, আর এই বিষয় ফয়ছালা হইয়া চুকিয়াছে।

٢٢- فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ۝ ٢٣- فَاَجَاۤءَهَا الْمَخَاضُ

২২। ফাহামালতাহু ফান্তাবাজাত্ বিহী মাকানান্ কাছিয়্যা। ২৩। ফাআজ্বা আহাল্ মাখদ্বু
(২২) অনন্তর মরিয়মের হামল স্থির হইল তখন মরিয়ম হামলের সহিত দূরবর্তী স্থলে গমন করিল। (২৩) তারপর প্রসব-বেদনা মরিয়মকে

اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ج قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ

ইলা জ্বিজ্ইন্নাখ্লাতি ; কালাত ইয়া লাইতানী মিত্তু কাব্লা হাজা ওয়া কুন্তু
এক খর্জ্জুর বৃক্ষমূলে লইয়া উপস্থিত করিল, বলিল হায় আক্ষেপ, আমি যদি ইহার অগ্রে মরিয়া যাইতাম, আর হইয়া যাইতাম

---

(২১) হজরত ঈসার জন্ম ছিল, আল্লাহ তাআলার রহমত ও মানুষের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। কেননা তিনি আল্লাহর নির্দেশে পিতৃহীন অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে দুনিয়ার লোকের জন্য এই নিদর্শন ছিল যে, সর্ব শক্তিমান আল্লাহর সৃষ্টি করিবার কৌশল কেবলমাত্র মানুষের দেখার ও উপলব্ধির জিনিষ, প্রয়োগ করিবার জিনিষ নহে। (আজিজী।

نَسْيًا مَنْسِيًّا ○ ٢٤- فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ

নাছ্‌ইয়াম্ মান্‌ছিয়্যা। ২৪। ফানাদাহা মিন্ তাহ্‌তিহা—আল্লা তাহ্‌জানি ক্বাদ্
দুনিয়ার পর্দ্দা হইতে নিশ্চিহ্ন স্মৃতির অতীতে (২৪) অতঃপর মরিয়মের নিম্ন হইতে মরিয়মকে
উচ্চশব্দে বলিল যে, তুমি মনোকষ্ট করিও না

جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ○ ٢٥- وَهُزِّيْ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ

জ্বাআ'লা রাব্বুকি তাহ্‌তাকি ছারিয়্যা। ২৫। ওয়া হুয্যি ইলাইকি বিজ্বিজ্‌ইন্ নাখ্‌লাতি
তোমার প্রভু তোমার নীচে একটি নদী বহাইয়া দিয়াছেন। (২৫) আর তুমি খর্জ্জুর বৃক্ষের কাণ্ড
ধরিয়া নিজের দিকে হেলাও,

تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ز ٢٦- فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ج

তুছাক্বিত্ব্ আ'লাইকি রুত্বাবান্ জ্বানিয়্যা। ২৬। ফাকুলি ওয়াশ্‌রাবি ওয়া ক্বার্‌রি আ'ইনা ;
তোমার উপর পাকা পাকা খেজুর ঝরিয়া পড়িবে। (২৬) তখন তুমি সেই খেজুর খাইবে ও নদীর
পানি পান করিবে, আর তোমার পুত্রকে দেখিয়া চক্ষু ঠাণ্ডা করিবে,

فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا لا فَقُوْلِيْٓ إِنِّيْ نَذَرْتُ

ফাইম্মা তারায়ীন্না মিনাল্ বাশারি আহাদা, ফাকুলি ইন্নী নাজারতু
অপিচ পথে যদি কোন লোক তোমার চক্ষে পড়ে আর সেই ব্যক্তি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে
তাহা হইলে তুমি বলিবে যে, আমি মানত মানিয়া রাখিয়াছি

لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ج ٢٧- فَأَتَتْ بِهٖ

লির্‌রাহ্‌মানি ছাউমান ফালান্ উকাল্লিমাল্ ইয়াওমা ইন্‌ছিয়্যা। ২৭। ফাআতাত্ বিহী
রহমানের জন্য রোজার, কাজেই আমি আজ কোন লোকের সাথে কথা বলিতে পারি না। (২৭)
তারপর মরিয়ম নিজের পুত্রকে কোলে করিয়া আসিল

قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ط قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ○

কাউমাহা তাহ্‌মিলাহু ; কালু ইয়া মার্‌ইয়ামু লাক্বাদ জ্বি'তা শাইআন্ ফারিয়া।
নিজের কওমের নিকটে, উহারা বলিল যে মরিয়ম! ইহা ত তুমি এক আশ্চর্য্যজনক বস্তু লইয়া
আসিয়াছ।

(২) হজরত ঈসাকে দেখিয়া মানুষ আশ্চর্য্য হইয়া বিবি মরিয়মকে জিজ্ঞাসা করিল, হে মরিয়ম! এই ছেলে কোথা হইতে আসিল। ইহাত অভিনব ঘটনা। এমন ত কোন দিন দেখা যায় নাই। উত্তরে বিবি মরিয়ম বলিলেন, তোমাদের প্রশ্নের উত্তর আমি দিব না বরং এই ছেলেই দিবে। (কবীর)

২৮- يَـٰٓأُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ

২৮। ইয়া উখ্‌তা হারূনা মা কানা আবুকিম্‌রাআ ছাউইও ওয়ামা কানাত্‌ উম্মুকি

(২৮) ওহে হারূনের ভগ্নি। তোমার পিতাও অসৎ লোক ছিল না, আর তোমার মাতাও ছিল না

بَغِيًّا ۝ ২৯- فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ

বাগিয়্যা। ২৯। ফাআশারাত ইলাইহি, ক্বালু কাইফা নুকাল্লিমু মান্‌ কানা

ব্যাভিচারিণী। (২৯) তখন মরিয়ম ইশারা করিল তাহার পুত্রের দিকে ; উহারা তখন বলিল আমরা কিরূপে কথা বলিব

فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ৩০- قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ۖ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَـٰبَ

ফিল্‌ মাহদি ছাবিয়্যা। ৩০। ক্বালা ইন্নী আব্দুল্লাহি, আতানিয়াল কিতাবা

কোলের শিশুর সাথে। (৩০) ইহা শুনিয়া মরিয়মের শিশু পুত্র বলিয়া উঠিল, আমি আল্লার বান্দা, তিনি আমাকে ইঞ্জিল কিতাব দান করিয়াছেন

وَجَعَلَنِى نَبِيًّا ۝ ৩১- وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ

ওয়া জ্বাআ'লানী নাবিয়্যা। ৩১। ওয়া জ্বাআ'লানী মুবারাকান্‌ আ'ইনা মা কুন্তু

আর তিনি আমাকে নবী করিয়াছেন। (৩১) আর তিনি আমাকে বরকত বিশিষ্ট করিয়াছেন আমি যেখানেই অবস্থান করি,

وَأَوْصَـٰنِى بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ ৩২- وَبَرًّا

ওয়া আউছানী বিছ্‌ ছালাতি ওয়ায্‌ যাকাতি মা দুম্‌তু হাইয়্যা। ৩২। ওয়া বার্‌রাম্‌

আর তিনি আমাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, আমি নামায পড়িতে ও জাকাত দিতে থাকি, যতদিন জীবিত থাকিব। (৩২) আর তিনি আমাকে খেদমতগার বানাইয়াছেন

(৩০) হজরত ঈসা নিজেই নিজের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি একজন আল্লাহর বান্দা! আমাকে আল্লাহ্‌র কিতাব দেওয়া হইয়াছে এবং আমাকে রেছালতের মর্যাদায় সমাসীন করিয়াছেন। আমাকে বরকত করা হইয়াছে, এবং আমাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেন, নামাজ পাঠকরি ও জাকাত প্রদান করি এবং আমার মাতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করি এবং আমি যেন কঠোরতা প্রদর্শন না করি। যদিও আমি দুগ্ধ পোষ্য শিশু, তথাপি পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য আমার নবুওতীকে মানিয়া লইয়াই তোমাদিগকে চলিতে হইবে। (কবীর)

بِوَالِدَتِي ز وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ٥ ٣٣- وَالسَّلَامُ عَلَيَّ

বিওয়ালিদাতী, ওয়া লাম ইয়াজ্‌ আল্‌নী জ্বাব্বারান্‌ শাকিয়া। ৩৩। ওয়াছ্‌ ছালামু আ'লাইয়্যা
আমার মাতার আর তিনি আমাকে অবাধ্য ও দুর্ভাগ্যবান করেন নাই। (৩৩) আর আমার প্রতি আল্লার শান্তি

يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ٥ ٣٤- ذَٰلِكَ

ইয়াওমা বুলিত্তু ওয়া ইয়াওমা আমুতু ওয়া ইয়াওমা ইউব্‌আছু হাইয়্যা। ৩৪। জালিকা
যে-দিবস আমি ভুমিষ্ট হইয়াছি, আর যে-দিবস আমার মৃত্যু ঘটিবে, আর যে-দিবস আমাকে জীবিত অবস্থায় উঠাইয়া দাঁড় করান যাইবে। (৩৪) হে নবী। ইহাই

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ج قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ٥ ٣٥- مَا كَانَ

ঈছাব্‌নু মারইয়ামা ; ক্বাউলাল্‌ হাক্ব-ক্বিল্লাজি ফীহি ইয়ামতারূন্‌। ৩৫। মা-কানা
মারিয়মের পুত্র ঈসার ভেদতত্ত্ব, সত্য যাহাতে লোক কলহ করিতেছে। (৩৫) শোভনীয় নহে

لِلّٰهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ لا سُبْحَانَهُ ط إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا

লিল্লাহি আঁইয়াত্তাখিজা মিঁউ ওয়ালাদিন, ছুব্‌হানাহু ; ইজা ক্বাদা আম্‌রান্‌
আল্লাহ্‌র পক্ষে যে তিনি কাহাকেও পুত্র গ্রহণ করেন, তিনি পবিত্র, যখন তিনি কাজ করিতে মনস্থ করেন

فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ط ٣٦- وَإِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ

ফাইন্নামা ইয়াক্বুলু লাহু কুন্‌ ফাইয়া কুন্‌। ৩৬। ওয়া ইন্নাল্লাহা রাব্বী ওয়া রাব্বুকুম্‌
তখন তাহার উদ্দেশ্য এই টুকুই মাত্র বলেন যে 'হইয়া যাও' তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া যায়। (৩৬) আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌, আমারও প্রভু আর তোমাদেরও প্রভু

فَاعْبُدُوهُ ط هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٥ ٣٧- فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ

ফা'বুদুহু ; হাজা ছিরাত্বুম্‌ মুছ্‌তাক্বীম্‌। ৩৭। ফাখ্‌তালাফাল্‌ আহ্‌যাবু
অতএব তোমারা তাঁহারই এবাদত কর, ইহাই সোজা পথ। (৩৭) অনন্তর মতভেদ উপস্থিত করিল উভয়দল

مِنْ بَيْنِهِمْ ج فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٥

মিম্‌ বাইনিহিম্‌ ; ফাওয়াইলুল্‌ লিল্লাজীনা কাফারূ মিম্‌ মাশ্‌হাদি ইয়াওমিন্‌ আজীম্‌।
পরস্পরে, অপিচ তাহাদের প্রতি এজন্য আক্ষেপ যাহার কুফরী করিতে রহিয়াছে যে ভীষণ দিনে আল্লার হুজুরে হাজির হইতে হইবে।

٣٨- أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ

৩৮। আছ্‌মি' বিহীম্‌ ওয়া আব্‌ছির্‌, ইয়াওমা ইয়া'তু-নানা লা কিনিজ্‌ জ্বালিমুনাল্‌ ইয়াওমা

(৩৮) উহারা কি উত্তম শুনিতে ও দেখিতে থাকিবে—যে দিবস উহারা আমার হুজুরে হাজির হইবে, কিন্তু অদ্যকার দিবস ত এই জালেমরা

فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○ ٣٩- وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ

ফী দ্বালালিম্‌ মুবীন্‌। ৩৯। ওয়া আন্‌জিরহুম্‌ ইয়াওমাল্‌ হাছ্‌রাতি ইজ ক্বুদ্বিয়াল

প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে পড়িয়া আছে। (৩৯) আর হে নবী। উহাদিগকে ভয় দেখাও আক্ষেপের দিন হইতে যখন শেষ ফয়ছালা করিয়া দেওয়া হইবে

الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○ ٤٠- إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ

আম্‌রু; ওয়া হুম্‌ ফী গ্বাফ্‌লাতিঁউ ওয়া হুম্‌ লা ইউ'মিনুন। ৪০। ইন্না নাহ্‌নু নুরিছুল্‌

কার্য্যের, আর উহারা গফ্‌লতীর মধ্যে রহিয়াছে, আর ঈমান আনিতেছে না। (৪০) অবশেষ নিশ্চয় আমিই ওয়ারেছ হইব

الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ع ٤١- وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ

আরদ্বা ওয়ামান্‌ আ'লাইহা ওয়া ইলাইনা ইউরজাউন। ع ৪১। ওয়াজকুর্‌ ফিল্‌ কিতাবি

ভূমির আর সে সমুদয়ের যাহা ভূমির উপর রহিয়াছে আর আমারই দিকে সকলেরই ঘুরিয়া আসিতে হইবে। (৪১) আর হে নবী। স্মরণ কর, কোরআনে উক্ত

إِبْرَاهِيمَ ط إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ○ ٤٢- إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ

ইব্‌রাহীমা; ইন্নাহু কানা ছিদ্দিকান্‌ নাবিয়্যা। ৪২। ইজ্‌ ক্বালা লিআবীহি

ইব্রাহীমের কথাও, নিঃসন্দেহ ইব্রাহীম খুবই সত্য নবী ছিলেন। (৪২) যখন ইব্রাহীম নিজের পিতাকে বলিল

يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا

ইয়া আবাতি লিমা তা'বুদু মা লা ইয়াছমাউ' ওয়ালা ইউব্‌ছিরু ওয়ালা

হে পিতঃ। অপনি কেন উহাদের পূজা করেন, যাহা না-ত কিছু শুনে আর না কিছু দেখে, আর না

يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ○ ٤٣- يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ

ইউগ্ব্‌নী আ'ন্‌কা শাইয়া। ৪৩। ইয়া আবাতি ইন্নী ক্বাদ্‌ জ্বা-আনি মিনাল্‌

আপনার কিছু কাজে লাগিতে পারে। (৪৩) হে পিতঃ। নিশ্চয় আল্লাহর তরফ হইতে হইয়াছে আমার এরূপ

ওয়াক্বফে লাজিম

ع ২ | ২ রুকু

الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْٓ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ○

ই'ল্‌মি মা লাম্‌ ইয়া'তিকা ফাত্তাবি'নী আহ্‌দিকা ছিরাতান্‌ ছাবিয়্যা।

জ্ঞানলাভ, যাহা আপনার লাভ হয় নাই, অতএব আপনি আমার পশ্চাৎ অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সোজা পথ দেখাইয়া দিব।

٤٤- يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۖ إِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ

৪৪। ইয়া আবাতি লা তা'বুদিশ্‌ শাইত্বান্‌; ইন্নাশ্‌ শাইত্বানা কানা লির্‌ রাহ্‌মানি

(৪৪) হে পিতঃ! আপনি শয়তানকে পূজিবেন না, নিঃসন্দেহ শয়তান রহ্‌মানের

عَصِيًّا ○ ٤٥- يَٰٓأَبَتِ إِنِّيْٓ أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ

আ'ছিয়্যা। ৪৫। ইয়া আবাতি ইন্নী আখাফু আঁই ইয়ামাছ্‌ছাকা আ'জাবুম্‌

অবাধ্য! (৪৫) হে পিতঃ! আমার এই বিষয়ে ভয় হইতেছে যে, আপনাকে কোন আজাব স্পর্শ করে

مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ○ ٤٦- قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ

মিনার্‌ রাহ্‌মানি ফাতাকুনা লিশ্‌ শাইত্বানি ওয়ালিয়্যা। ৪৬। ক্বালা আরাগ্বিবুন্‌ আন্‌তা

রহ্‌মানের তরফ হইতে, যদ্দরুণ আপনি শয়তানের বন্ধু হইয়া যান। (৪৬) ইব্রাহীমের পিতা বলিল, তুমি কি অসন্তুষ্ট

عَنْ اٰلِهَتِيْ يَٰٓإِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ

আ'ন্‌ আলিহাতী ইয়া ইব্‌রাহিমু; লাইল্লাম্‌ তান্‌তাহি লাআরজুমান্নাকা

আমার মা'বুদগুলি হইতে হে ইব্রাহীম! যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তোমাকে ছঙ্গছার করিব,

وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ○ ٤٧- قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ

ওয়াহ্‌জুরনি মালিয়্যা। ৪৭। ক্বালা ছালামুন্‌ আ'লাইকা, ছাআছ্‌তাগ্‌ফিরু লাকা

আর আমার সম্মুখ হইতে দূর হও বহুকাল পর্য্যন্ত। (৪৭) ইব্রাহীম বলিল পিতঃ! আপনার প্রতি ছালাম, আমি আপনার জন্য মাগ্‌ফেরাতের দোয়া করিব,

رَبِّيْ ۖ إِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ○ ٤٨- وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ

রাব্বী; ইন্নাহু কানা বী হাফিয়্যা। ৪৮। ওয়া'তাজিলুকুম্‌ ওয়ামা তাদ্‌উ'না

আমার প্রভুর কাছে, কারণ তিনি রহিয়াছেন আমার প্রতি দয়াবান। (৪৮) আর আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব আর যাহাদিগকে তোমরা ডাকিয়া থাক,

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّىْ ۖ عَسٰٓى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّىْ

মিন্ দু নিল্লাহি ওয়া আদ্ উ' রাব্বী ; আ'ছা আল্লা আকুনা বিদুআ'ই রাব্বী

আল্লাহর ছাড়া, আর আমি ডাকিতে রহিব আমার প্রভুকেই, আশা আছে যে, আমি নিজের প্রভুর কাছে দোয়া প্রার্থনা করাতে

شَقِيًّا ۝ ٤٩- فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا

শাক্বিয়্যা। ৪৯। ফালাম্মা' তাযালাহুম্ ওয়ামা ইয়া'বুদূনা মিন্ দু নিল্লাহি, ওয়া হাব্‌না

বিফলকাম থাকিব না। (৪৯) অতঃপর যখন ইব্রাহীম উহাদের হইতে আর তাহাদের হইতে, যাহাদিগকে আল্লাহ্‌ ছাড়া পূজা করিত, পৃথক হইয়া পড়িল, তখন আমি দান করিয়াছিলাম

لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝ ٥٠- وَوَهَبْنَا لَهُمْ

লাহু ইছ্‌হাকা ওয়া ইয়া'ক্ব্‌ব ; ওয়া কুল্লান্ জ্বাআ'ল্‌না নাবিয়্যা। ৫০। ওয়া ওয়াহাব্‌না লাহুম্

তাহাকে পুত্র এছহাক এবং পৌত্র ইয়াকুব, আর সকলকে, নবুয়তীর সম্মান দ্বারা ভুষিত করিয়াছিলাম। (৫০) আর আমি তাহাদিগকে দান করিয়াছিলাম

ع ৩/৩ রুকু

مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝ ع ٥١- وَاذْكُرْ

মির্‌রাহ্‌মাতিনা ওয়া জ্বাআ'ল্‌না লাহুম্ লিছানা ছিদ্‌ক্বিন্ আ'লিয়্যা। ع ৫১। ওয়াজ্‌কুর্

নিজের রহমত হইতে আর আমি করিয়া রাখিয়াছি তাহাদের জন্য উচ্চ ধরণের সৎনাম। (৫১) আর হে নবী। স্মরণ কর

فِى الْكِتٰبِ مُوْسٰٓى ۘ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝

ফিল্ কিতাবি মুছা ; ইন্নাহু কানা মুখ্‌লাছাঁউ ওয়া কানা রাছুলান্ নাবিয়্যা।

কোরআনে বর্ণিত মূসার কথা ও মূসা ছিল আমার খালেছ বান্দা ও শরিয়তধারী পয়গাম্বর।

٥٢- وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ۝

৫২। ওয়া নাদাইনাহু মিন্ জ্বানিবিত্ ত্বূরিল্ আইমানি ওয়া ক্বার্‌রাব্‌নাহু নাজিয়্যা।

(৫২) আর আমি মূসাকে তুর পাহাড়-এর ডান দিক হইতে সশব্দে ডাকিয়াছিলাম আর আমি মূসাকে নিজের নিকটবর্তী করিয়াছিলাম কথা বলিতে বলিতে।

(৫১) যাহার নিকট আল্লাহর অহী অবতীর্ণ হয়, তিনি হইলেন নবী। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা আসমানী কিতাব ও নতুন শরীয়ত প্রাপ্ত হন তাঁহারা হইল রাছুল। হজরত মূসার (আঃ) মর্যাদা ছিল নবুওত ও রেছালত উভয়বিধ। এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে তিনি সরাসরি কথাবার্তা বলিতেন। এই কথাবার্তা কোন ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে আদান প্রদান হইত না। একই সময়ে হজরত হারুন ছিলেন নবী। কিন্তু তাঁহার রেছালতের মর্যাদা ছিল না। (মুজেহুল কোরআন)

٥٣- وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ○ ٥٤- وَاذْكُرْ

৫৩। ওয়া ওয়াহাব্‌না লাহু মির্‌রাহ্‌মাতিনা আখাহু হারুনা নাবিয়্যা। ৫৪। ওয়াজ্‌কুর
(৫৩) আর আমি দান করিয়াছিলাম মুসাকে নিজের রহমত হইতে তাহার ভ্রাতা হারুনকে পয়গাম্বর করিয়া। (৫৪) আর হে নবী! স্মরণ কর,

فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ز اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ج

ফিল্ কিতাবি ইছ্‌মাঈলা; ইন্নাহু কানা ছাদিক্কাল ওয়াই'দি ওয়া কানা রাছুলান্ নাবিয়্যা।
কোরআনে বর্ণিত ইসমাইলের কথা, ইসমাইল ছিল ওয়াদার বড় সত্য আর ছিল প্রেরিত পয়গাম্বর।

٥٥- وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ

৫৫। ওয়া কানা ইয়া'মুরু আহ্‌লাহু বিছ্‌ছালাতি ওয়াজ্‌ জাকাতি ওয়া কানা ই'ন্দা রাব্বিহী
(৫৫) ইসমাইল নিজের পরিবারবর্গকে নামায ও জাকাতের জন্য আদেশ করিতে ছিল আর নিজের প্রভুর দরবারে

مَرْضِيًّا ○ ٥٦- وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ز اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا لا

মারদ্বিয়্যা। ৫৬। ওয়াজ্‌কুর ফিল্ কিতাবি ইদ্‌রীছা, ইন্নাহু কানা ছিদ্দিকান্ নাবিয়্যা।
প্রিয়পাত্র ছিল। (৫৬) আর হে নবী! কোরআনে বর্ণিত ইদ্‌রীসের কথাও স্মরণ কর, ইদ্‌রীসও ছিল অতি সত্যবাদী পয়গাম্বর।

٥٧- وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ○ ٥٨- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ

৫৭। ওয়া রাফা'নাহু মাকানান্ আ'লিয়্যা। ৫৮। উলাইকাল্‌লাজীনা আন্‌আ'মাল্লাহু
(৫৭) আর আমি ইদরীসকে তুলিয়া লইয়া অতি উচ্চস্থানে দাখিল করিয়াছি। (৫৮) ইহারাই আল্লাহ্‌ অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছেন

(৫৪) অঙ্গীকার পূর্ণ করা প্রশংসনীয় গুণ এবং অঙ্গীকার ভঙ্গকরা নিকৃষ্ট স্বভাবের পরিচায়ক। আবুদাউদ শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, "একদা আমি হুজুর করিম (দঃ) এর সহিত কোনও দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করি। কিন্তু মহানবী (দঃ) এর নিকট বিক্রীত জিনিসের কয়েকটি টাকা বাকী ছিল। আমি বলিয়াছিলাম যে, আগামী দিন এইস্থানে আসিয়া টাকা লইয়া যাইব। কিন্তু পর পর দুই দিন আমার এই কথা স্মরণে আসিল না। সুতরাং তৃতীয় দিন স্মরণ হইলে সেখানে যাইয়া দেখিলাম যে, মহানবী (দঃ) টাকা লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন এবং হুজুর (দঃ) বলিলেন, "আমি তিন দিন যাবত এই স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছি"। (রুহুল বয়ান)

عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ

আ'লাইহিম্ মিনান্ নাবীয়্যীনা মিন্ জুর্‌রিয়্যাতি আদাম, ওয়া মিম্মান্ হামাল্‌না মাআ'

যাহাদের প্রতি নবীগণ আদমের বংশধর, আর তাহাদের বংশধর যাহাদিগকে আমি উঠাইয়া লইয়াছিলাম নুহের

نُوحٍ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَاءِيْلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا

নুহি'উ ওয়া মিন্ যুর্‌রিয়্যাতি ইব্‌রাহীমা ওয়া ইছ্‌রাঈলা ; ওয়া মিম্মান্ হাদাইনা

সঙ্গে, আর ইব্রাহীম ও এসরাঈলের বংশধর, আর সেই লোকদিগের মধ্যেকার যাহাদিগকে আমি সোজা পথ দেখাইয়াছি,

وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا

ওয়াজ্‌তাবাইনা ; ইজা তুত্‌লা আ'লাইহিম্ আয়াতুর্ রাহ্‌মানি খার্‌রূ

এবং আমি টানিয়া লইয়াছি উহাদিগকে নিজের দিকে, যখনই রহ্‌মানের আয়াতগুলি উহাদিগকে পড়িয়া শুনান যাইত তখনই উহারা পড়িয়া যাইত

সিজ্‌দা

سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ۝ ٥٩ - فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ

ছুজ্‌জাদাউ ওয়া বুকিয়্যা। ৫৯। ফাখালাফা মিম্‌বা'দিহিম্ খাল্‌ফুন্ আদ্বাউ'ছ্‌ ছালাতা

ছেজ্‌দায় ও কাঁদিয়া ফেলিত। (৫৯) অনন্তর ইহাদের পরে এরূপ অসৎলোক ইহাদের স্থলাভিষিক্ত হইল, যাহারা নামাজকে নষ্ট করিয়া বসিল,

وَّاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝ ٦٠ اِلَّا مَنْ تَابَ

ওয়াত্তাবাউ'শ্‌ শাহাওয়াতি ফাছাউফা ইয়াল্‌কাউনা গাইয়্যা। ৬০। ইল্লা মান্ তা বা

এবং রিপুর পিছনে পড়িয়া গেল সুতরাং শীঘ্রই উহারা গোমরাহির সাক্ষাৎ করিবে। (৬০) কিন্তু যে ব্যক্তি তওবাহ করিল

وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ

ওয়া আ-মানা ওয়া আ'মিলা ছালিহান্ ফাউলা-ইকা ইয়াদ্ খুলুনাল্‌ জান্নাতা

ও ঈমান আনিল এবং সৎকাজ করিল, তবে এই শ্রেণীর লোকেরা বেহেশতে প্রবেশ করিবে,

(৫৯) নামাজকে নষ্ট করার অর্থ হইল, পরিপূর্ণ ভাবে নামাজ ছাড়িয়া দেওয়া। এই অভিমত হইল—ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম জায়েদ ও ইমাম ছাদির (রঃ)। ইব্‌নে জারীরও এই মত পছন্দ করিয়াছেন। উমর বিন আবদুল আজীজ বলেন, "নামাজের সময়ের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনও নামাজ নষ্ট করার শামিল। (ইব্‌নে কাছির)

وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ۝ ٦١ جَنّٰتِ عَدْنِ نِ الَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ

ওয়ালা ইউজলামুনা শাইয়্যা। ৬১। জান্নাতি আ'দ্নি নিল্লাতী ওয়াদার্‌রাহ্‌মানু ই'বাদাহু
আর ইহাদের অনুমাত্রও অধিকার-বঞ্চিত করা হইবে না। (৬১) আর বেহেশ্‌ত চির বসবাসের বাগান;
যাহার ওয়াদা আল্লাহ্‌ নিজের বন্দাগণের সহিত

بِالْغَيْبِ ط اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ۝ ٦٢ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا

বিল্‌গ্বাইবি ; ইন্নাহু কানা ওয়াহুহু মা'তিয়্যা। ৬২। লা ইয়াছ্‌মাউ'না ফীহা
গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, আর নিঃসন্দেহ তাঁহার ওয়াদা সম্মুখেই। (৬২) বেহেশ্‌তে উহাদের
কর্ণে প্রবেশ করিবে না।

لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ط وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝

লাগ্ব্‌ওয়ান্ ইল্লা ছালামা ; ওয়ালাহুম্ রিজ্‌ক্কুহুম্ ফীহা বুকরাতাঁউ ওয়া আ'শিয়্যা।
কোন খারাপ কথা কিন্তু ছালামই ছালাম আর তথায় উহাদের খাদ্য সকাল ও সন্ধ্যায় মিলিবে।

٦٣ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝

৬৩। তিল্‌কাল্ জান্নাতুল্লাতী নুরিছু মিন্ ই'বাদিনা মান্ কা-না তাক্বিয়্যা।
(৬৩) এই বেহেশ্‌ত, আমার বান্দাগণের মধ্যেকার পরহেজগারদিগকে যাহার ওয়ারেছ বানাইব।

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ج لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا

৬৪। ওয়ামা তাতানাজ্‌জালু ইল্লা বিআম্‌রি রাব্বিকা ; লাহু মা বাইনা আইদীনা ওয়ামা খাল্‌ফানা
(৬৪) আর আমরা তোমার প্রভুর হুকুম ছাড়া দুনিয়ায় আসিতে সক্ষম নহি, তাঁহারই হুকুমে
যাহা কিছু আমাদের সম্মুখে ঘটিবে আর যাহা কিছু আমাদের পশ্চাতে ঘটিয়াছে,

وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ج وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ج ٦٥ رَبُّ السَّمٰوٰتِ

ওয়ামা বাইনা জালিকা ; ওয়ামা কা-না রাব্বুকা নাছিয়্যা। ৬৫। রাব্বুছ্ ছামাওয়াতি
আর যাহা কিছু এতদুভয় সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে ঘটিবার রহিয়াছে, আর তোমার প্রভু কোন জিনিষ
ভুলিবার নহে। (৬৫) তিনিই আসমানের প্রভু

(৬৪) হজরত জিব্রাইলে আমিন কয়েকদিন পর মহানবী (দঃ) এর নিকট আগমন করিলে, হুজুর (দঃ) বলিলেন যে, "হে ভাই জিব্রাইল। আপনি কেন প্রত্যেক দিন আমার নিকট আগমন করেন না?" অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং নবী করিম (দঃ) কে সান্ত্বনা প্রদান করেন। (লুবাব ও মুজেহুল ক্বোরআন)

وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ط

ওয়াল, আরদ্বি ওয়ামা বাইনা হুমা ফা'বুদ্হু ওয়াছ্ত্বাবির্ লিই'বাদাতিহী

ও জমীনের আর এতদুভয়ের মধ্যস্থলে যাহা রহিয়াছে অতএব তুমি তাঁহারই এবাদতে লাগিয়া থাক, আর বরদাশ্ত কর তাঁহার এবাদত করিতে সেই কষ্ট

هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ع ٦٦ وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ

ع ৪ — ৪ রুকু

হাল্তা'লামু লাহু ছামিয়্যা। ع ৬৬। ওয়া ইয়াকুলুল্ ইন্ছানু আইজা মা মিত্তু লাছাউফা

তোমার জ্ঞানে তাঁহার মত কেহ আরও আছে কি? (৬৬) আর যে লোক জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে প্রকৃতপক্ষে যখন আমি মরিয়া যাইব, তখনও কি আমাকে নিশ্চয়ই মৃত্তিকা হইতে

اُخْرَجُ حَيًّا ٦٧ اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ

আখ্রাজু হাইয়্যা। ৬৭। আওয়ালা ইয়াজ্কুরুল্ ইন্ছানু আন্না খালাক্নাহু

বাহির করা যাইব জীবিত করিয়া? (৬৭) মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাহাকে সৃজন করিয়াছিলাম

مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ٦٨ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ

মিন্ ক্বাব্লু ওয়ালাম্ ইয়াকু শাইয়্যা। ৬৮। ফাওয়া রাব্বিকা লানাহ্ শুরান্নাহুম্

অগ্রেও, অথচ সে তখন কিছুই ছিল না। (৬৮) অতএব হে নবী। তোমার প্রভুর কছম যে, আমি জড় করিব সমস্ত মানুষকে

وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ٦٩ ثُمَّ

ওয়াশ্ শায়াত্বীনা ছুম্মা লানুহ্দ্বিরান্নাহুম্ হাউলা জ্বাহান্নামা জ্বিছিয়্যা। ৬৯। ছুম্মা

আর শয়তানদিগকে তারপর উহাদিগকে দোযখের কিনারে লইয়া উপস্থিত করিব উভয় হাঁটুতে বসা অবস্থায়। (৬৯) তারপর

لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ

লানান্জি আ'ন্না মিন্ কুল্লি শিআ'তিন্ আইয়ুহুম্ আশাদ্দু আলার্ রাহ্মানি

প্রত্যেক দলের মধ্য হইতে আমি তাহাদিগকে পৃথক বাহির করিয়া দাঁড় করিব যাহারা রহমান হইতে বহু

عِتِيًّا ٧٠ ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ٥

ই'তিয়্যা। ৭০। ছুম্মা লানাহ্নু আ'লামু বিল্লাজীনা হুম্ আউলা বিহা ছিলিয়্যা।

বক্র বক্র ফিরিত। (৭০) তারপর যাহারা দোজখে দাখিল হওয়ার অধিকতর উপযোগী, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে বিশেষরূপ জানি।

٧١- وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

৭১। ওয়া ইম্মিন্‌কুম্ ইল্লা ওয়া-রিদুহা ; কানা আ'লা রাব্বিকা হাত্‌মাম্ মাক্ব্‌দ্বিয়্যা।

(৭১) আর তোমাদের মধ্যকার কেহই নাই যে-ব্যক্তি দোজখের উপর হইয়া না যাইবে, ইহা ফয়ছালাকৃত অকাট্য ওয়াদা তোমার প্রভুর প্রতি অবশ্যকরণীয়।

٧٢- ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ٥ ٧٣- وَإِذَا

৭২। ছুম্মা নুনাজ্বিল্লাজীনাত্তাকা'উ ওয়া নাযারুজ্‌ জালিমীনা ফীহা জ্বিছিয়্যা। ৭৩। ওয়া ইজা

(৭২) পূনশ্চ আমি পরহেজগারদিগকে রক্ষা করিব, আর অবাধ্যগণকে উহাতে উভয় হাঁটু দ্বারা ছাড়িব। (৭৩) আর যখন

تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

তুত্‌লা আ'লাইহিম্ আয়াতুনা বাইয়্যিনাতিন্ ক্বালাল্লাজীনা কাফারূ

আমার সুস্পষ্ট আহকাম লোকদিগকে পড়িয়া শুনান হয়, তখন কাফেরগণ জিজ্ঞাসা করিতে থাকে

لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ

লিল্লাজীনা আ-মানু আইয়্যুল ফারীকাইনি খাইরুম্‌ মাক্বামাঁউ ওয়া আহ্‌ছানু

মুছলমানদিগকে যে, উভয় দলের মধ্য হইতে গৃহ উত্তম কাহার আর অধিক গুরুত্বপূর্ণ

نَدِيًّا ٥ ٧٤- وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا

নাদিয়্যা। ৭৪। ওয়া কাম্‌ আহলাক্‌না ক্বাব্‌লাহুম্‌ মিন্ ক্বার্‌নিন্ হুম্‌ আহ্‌ছানু আছা ছাঁউ

কাহার বৈঠক। (৭৪) আর আমি ইহাদের অগ্রে বহু দলকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, যাহাদের সাজ-শয্যা এবং নাম-নক্সা

وَرِئْيًا ٥ ٧٥- قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ

ওয়া রি'ইয়া। ৭৫। ক্বুল, মান্ কা-না ফিদ্ব্‌দ্বালা-লাতি ফাল্‌ইয়াম্‌দুদ্ লাহুর রাহ্‌মানু

উত্তম ছিল। (৭৫) হে নবী। ইহাদিগকে বল যে, যে-ব্যক্তি গোমরাহিতে লিপ্ত রহিয়াছে রহ্‌মান তাহাকে দিয়া যাইতেছেন

مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ط

মাদ্দা ; হাত্তা ইজা রাআউ মা ইউআ'দুনা ইম্মাল্‌ আ'জাবা ওয়া ইম্মাছ্‌ ছাআতা ;

অবকাশ, এ-পর্য্যন্ত যে যখন সেই জিনিষের দেখিয়া লইবে যাহার ইহাদের সাথে ওয়াদা করা হইতেছে, হয় ত আজাবের কিম্বা কেয়ামতের,

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ۝

ফাছাইয়া'লামুনা মান্ হুয়া শাররুম্ মাকানাঁউ ওয়া আদ্বআ'ফু জুনদা।

তখন ইহাদের জানা হইয়া যাইবে যে কাহার গৃহ কদর্য্য আর কাহার লস্কর দুর্ব্ব'ল।

٧٦- وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ط وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

৭৬। ওয়া ইয়াযিদুল্লাহু ল্লাজীনাহ্ তাদাউ হুদান্ ; ওয়াল বাক্বিয়াতুছ্ ছালিহাতু

(৭৬) আর যাহারা সোজা পথের উপর রহিয়াছে আল্লাহ, তাহাদিগকে অধিক হেদায়েত দিতে থাকেন, আর নেক আমলসমূহ বাকী থাকে

خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝ ٧٧- أَفَرَأَيْتَ الَّذِي

খাইরুন্ ই'ন্দা রাব্বিকা ছাওয়াবাঁউ ওয়া খাইরুম্ মারাদ্দা। ৭৭। আফারাআই তাল্লাজী

ছওয়াবের দিক দিয়াও উত্তম তোমার প্রভুর নিকটে আর ফলের দিক দিয়াও উত্তম। (৭৭) হে নবী! তুমি সেই ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছ কি, যে ব্যক্তি

كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ط ۝ ٧٨- أَطَّلَعَ

কাফারা বিআয়াতিনা ওয়া ক্বালা লাউতাইয়ান্না মালাঁউ ওয়া ওয়ালাদা। ৭৮। আত্ত্বালাআ'ল্

আমার আয়তগুলির সহিত এনকার করিয়াছে আর বলিতে রহিয়াছে যে নিশ্চয় আমি ধন ও সন্তান প্রাপ্ত হইব। (৭৮) ইহাকে কি খবর মিলিয়াছে

الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ۝ ٧٩- كَلَّا ط سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ

গ্বাইবা আমিত্তাখাজা ইন্দার্‌রাহ্‌মানি আহ্‌দা। ৭৯। কাল্লা ; ছানাক্‌তুবু মা ইয়াকুলু

গায়েবের না-কি এই ব্যক্তি রহমানের নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়া লইয়াছে। (৭৯) কখনই না, যাহা কিছু এই ব্যক্তি বলিতেছে, নিশ্চয় আমি সমস্তই লিখিয়া লইতেছি

وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝ ٨٠- وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا

ওয়া নামুদ্দু লাহু মিনাল্ আ'জাবি মাদ্দা। ৮০। ওয়া নারিছুহু মা ইয়াকুলু ওয়া ইয়া'তিনা

আর ইহার প্রতি আমি আজাব বৃদ্ধি করিতে থাকিব বৃদ্ধি করার মত,—আর এই ব্যক্তি যে নাম লইতেছে। (৮০) অবশেষে আমি তাহার ওয়ারেছ হইব, আর এই ব্যক্তি আমার হুজুরে হাজীর হইবে

---

(৭৬) যাহারা আল্লাহর হেদায়েতের উপর রহিয়াছে, তাহদিগকে আরও অধিক হেদায়েতের দিকে ধাবিত করিবেন এবং ঈমানের নূরের আলোকে তাহাদের অন্তর সমূহ আরও আলোকিত করিয়া দিবেন। ইহা আল্লাহর আশ্বাস বাণী। (ফতহুল্ আজিজ)

فَرْدًا ۝ ٨١- وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝

ফার্‌দা। ৮১। ওয়াত্তাখাজু মিন্‌ দুনিল্লাহি আলিহাতাল্‌ লিইয়াকুনু লাহুম্‌ ই'জ্জা।

একাকী। (৮১) আর মোনকেরগণ আল্লার ছাড়া অন্যান্য মা'বুদ এই আশায় গ্রহণ করিয়াছে, যাহাতে ইহাদের সাহায্যকারী হয়।

٨٢- كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝ ع ٥

৮২। কাল্লা; ছাইয়াক্‌ ফুরূনা বি ইবাদাতিহিম্‌ ওয়া ইয়াকুনুনা আলাইহিম্‌ দ্বিদ্দা। ع ৫

(৮২) কখনই না, এই সকল মিথ্যা মা'বুদ নিশ্চয়ই ইহাদের এবাদতের এন্‌কার করিবে আর উল্টা ইহাদের শত্রু হইয়া যাইবে। রুকু

٨٣- أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ

৮৩। আলাম তারা আন্না আরছাল্‌নাশ্‌ শায়াত্বীনা আলাল্‌ কাফিরীনা তাউজ্জুহুম্‌

(৮৩) হে নবী! তুমি দৃষ্টিপাত কর নাই যে আমি শয়তানদিগকে কাফেরদিগের প্রতি ছাড়িয়া দিয়া রাখিয়াছি, উহারা উহাদিগকে উস্কাইতে থাকে

أَزًّا ۝ ٨٤- فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۝ ٨٥- يَوْمَ

আজ্জা। ৮৪। ফালা তাজ্‌আ'ল্‌ আ'লাইহিম্‌; ইন্নামা নাউ'দ্দু লাহুম্‌ আ'দ্দা। ৮৫। ইয়াউমা

উস্কানের মত। (৮৪) অতএব হে নবী! তুমি উহাদের প্রতি আজাব নাজেল হওয়ার বিষয়ে দ্রুততা করিও না, কারণ আমি ইহাদের জন্য দিন গণনা করিতেছি, গণনা করার মত। (৮৫) যে দিবস

نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ۝ ٨٦- وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

নাহ্‌শুরুল্‌ মুত্তাক্বিনা ইলার্‌রাহ্‌মানি ওয়াফ্‌দা। ৮৬। ওয়া নাছুকুল্‌ মুজ্‌রিমীনা

আমি পরহেজগারদিগকে রহমানের নিকটে মেহমানভাবে জড় করি। (৮৬) আর গোনাহগারদিগকে আমি তাড়াইয়া লইয়া যাইব

(৮) এই আয়াতের মর্ম হইল এই যে, শয়তান হইল তিন প্রকার। (১) আযাজিল শয়তান, যে সকল শয়তানের গুরু। (২) মানুষ শয়তান, যাহারা শয়তানী খাছলত গ্রহণ করিয়াছে। (৩) জিন শয়তান, যাহারা আযাজিল শয়তানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। এই আয়াতে এই ত্রিবিধ প্রকার শয়তানের কথাই বুঝান হইয়াছে। গোমরাহীর প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা এই তিন প্রকারের শয়তানদের দ্বারাই সংগঠিত হইয়া থাকে। (খাজেন)

ওয়াক্ফ্ লাজিম

إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۝ ٨٧- لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ

ইলা জ্বাহান্নামা বির্‌দা। ৮৭। লাইয়াম্‌লিকুনাশ্‌ শাফাআ'তা ইল্লা মানিত্তাখাজা

দোজখের দিকে পিপাসিত অবস্থায়। (৮৭) তথায় লোক কাহারও সুপারীশের অধিকার রাখিবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছে

ওয়াক্ফ্ লাজিম

عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ۝ ٨٨ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ط ٨٩- لَقَدْ جِئْتُمْ

ই'ন্দার্‌রাহ্‌মানি আ'হ্‌দা। ৮৮। ওয়া ক্বালুত্তা খাজার্‌রাহ্‌মানু ওয়ালাদা। ৮৯। লাকাদ্ জ্বি'তুম্

রহ্‌মানের নিকট হইতে ওয়াদা। (৮৮) আর কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, নিশ্চয়ই তোমরা বানাইয়া আনিয়াছ

شَيْئًا إِدًّا ٩٠- تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ

শাইআন্ ইদ্দা। ৯০। তাকাদুছ্ ছামাওয়াতু ইয়াফাত্তার্‌না মিন্‌হু ওয়া তান্‌শাক্‌কুল্

অতি কঠিন কথা যাহাতে অসম্ভব নহে যে আছমানগুলি ফাটিয়া যায় আর খণ্ডিত হইয়া যায়

الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝ ٩١- أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ج

আরদ্বু ওয়া তাখির্‌রুল্ জ্বিবালু হাদ্দা। ৯১। আন্ দাআ'উ লির্‌রাহ্‌মানি ওয়ালাদা।

ভুমি এবং পাহাড়গুলি কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া যায়। (৯১) এতদ্‌ফলে যে লোক রহ্‌মানের জন্য সন্তান স্থির করিয়াছে।

٩٢- وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ط ٩٣- إِنْ كُلُّ مَنْ

৯২। ওয়ামা ইয়াম্বাগি লির্‌রাহ্‌মানি আঁইয়াত্তাখিজা ওয়ালাদা। ৯৩। ইন্ কুল্লু মান্

(৯২) অথচ রহ্‌মনের উপযুক্তই নহে যে তিনি সন্তান গ্রহণ করেন। (৯৩) যত কিছু

فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ٩٤- لَقَدْ

ফিছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ইল্লা আ-তির্‌রাহ্‌মানি আ'ব্দা। ৯৪। লাকাদ

আছমানগুলিতে ও জমিনে রহিয়াছে, সমস্তই ত রহমানের সম্মুখে তাঁহার গোলাম সাজিয়া উপস্থিত হইবে। (৯৪) অবশ্য নিশ্চয়ই

---

(৯০) আকাশ বিলয় হইয়া যাওয়া কোন কঠিন কাজ নহে। ইহা কিয়ামতের সময় সংগঠিত হইবে। যাহারা নাস্তিক তাহাদিগকে আকাশ বিদীর্ণ করিবার জন্য বলা হইতেছে। যদি তাহাদের সাধ্য থাকে। (তাফহিম)

أَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝٩٥ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

আহ্‌ছাহুম্ ওয়া আ'দ্দাহুম্ আ'দ্দা। ৯৫। ওয়া কুল্লুহুম্ আতীহি ইয়াউমাল্ ক্বিয়ামাতি

আল্লাহ উহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন আর উহাদের সকলকে গণনা করিয়াও রাখিয়াছেন গণনা করার মত। (৯৫) আর উহারা সকলে কেয়ামত-দিবসে তাঁহার হুজুরে হাজীর হইবে

فَرْدًا ۝٩٦ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ

ফার্‌দা। ৯৬। ইন্নাল্লাজীনা আ-মানু ওয়া আমিলুছ্ ছালি হা তি ছাহিয়াজ্ আলু

একাকী। (৯৬) নিঃসন্দেহ যাহারা ঈমান আনিয়াছে আর সৎকাজও করিয়াছে, অতি সত্বর করিবেন

لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۝٩٧ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ

লাহুমুর্ রাহ্‌মানু বুদ্দা। ৯৭। ফাইন্নামা ইয়াছ্ ছার্‌নাহু বিলিছানিকা

রহ্‌মান তাহাদের জন্য ভালবাসা লোকদিগের অন্তঃকরণে। (৯৭) অতএব ইহা ছাড়া নহে যে হে নবী। আমি ইহাকে তোমার আরবী ভাষায় সহজ করিয়া দিয়াছি,

لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا

লিতুবাশ্‌শিরা বিহিল্ মুত্তাক্বিনা ওয়া তুন্‌জিরা বিহী ক্বাউমাল্লুদ্দা।

যাহাতে তুমি ইহার দ্বারা পরহেজগারদিগকে সুসংবাদ শুনাও, আর ইহার দ্বারা কলহকারী লোকদিগকে আল্লাহর আজাব হইতে ভয় প্রদর্শন কর।

۝٩٨ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ؕ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ

৯৮। ওয়া কাম্ আহ্‌লাক্‌না ক্বাব্‌লাহুম্ মিন্ ক্বার্‌নিন্ হাল তুহিস্সু মিন্‌হুম্

(৯৮) আর আমি ইহাদের পূর্ব্বে কত দলকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, তুমি কি দেখিতেছ তাহাদের মধ্যেকার

مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ع

মিন্ আহাদিন আউ তাছ্‌মাউ' লাহুম রিক্‌যা। ع

কাহাকেও অথবা তাহাদের সাড়াও শুনিতেছ কি?

রুকু ৬ | ৬ ৫ অর্দ্ধাংশ

(৯৮) আল্লাহ্‌র নাফরমানী করাতে অনেক কওম ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সুতরাং মুছলমানদের জন্য এই গুলি হইল হেদায়েতের পথে থাকিবার সতর্ক বাণী। (কবীর)

ছুরা—ত্বা হা ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা হির্ রাহ্‌মানির্ রাহীম অতি দয়াময় ও পরম কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে	ইহাতে ১৩৫ আয়াত ও এবং ৮ রুকু

١- طٰهٰ ج ٢- مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى ۝ لا ٣- اِلَّا

১। ত্বা-হা। ২। মা-আনআল্‌না আ'লাইকাল কোর্‌আনা লিতাশ্‌ক্বা। ৩। ইল্লা

(১) ত্বা-হা (২) হে নবী! আমি তোমার প্রতি কোরআন এইজন্য নাজেল করি নাই যে, তুমি কষ্ট বরণ কর। (৩) কোরআন ত

تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝ لا ٤- تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ

তাজ্‌কিরাতাল্‌ লিমাঁইয়াখ্‌শা। ৪। তান্‌যিলাম্‌ মিম্মান্‌ খালাক্বাল্‌ আরদ্বা

উপদেশ তাহারই জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে। (৪) এই কোরআন তাঁহার কর্তৃক অবতারিত যিনি সৃজন করিয়াছেন জমীন

وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۝ ط ٥- اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۝ ٦- لَهٗ مَا

ওয়াছ্‌ ছামাওয়াতিল্‌ উ'লা। ৫। আর্‌রাহ্‌মানু আলাল্‌ আর্‌শিছ্‌তাওয়া। ৬। লাহুমা

ও উচ্চ আছমানগুলি। (৫) তাঁহারই এক নাম রহ্‌মান যিনি অরশের উপর হইতে শোভা বিস্তার করিয়াছেন। (৬) তাঁহারই যাহা কিছু

فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۝

ফিছ্‌ ছামাওয়াতি ওয়ামা ফিল্‌ আরদ্বি ওয়ামা বাইনাহুমা ওয়ামা তাহ্‌তাছ্‌ ছারা

আছমানসমূহে আর যাহা কিছু জমীনে আর যাহা কিছু এতদুভয়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে আর যাহা কিছু মৃত্তিকা খণ্ডের নিম্নে।

٧- وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ۝ ٨- اَللّٰهُ

ওয়া ইন্‌ তাজ্‌হার বিল্‌ ক্বাউলি ফান্নাহু ইয়া'লামুছ্‌ ছির্‌রা ওয়া আখ্‌কা। ৮। আল্লাহু

(৭) আর তুমি যদি সশব্দে কথা বল তবে তিনি নিঃশব্দ আর গুপ্ততথ্যও জ্ঞাত আছেন। (৮) তিনিই আল্লাহ্‌

(২) এই ছুরায় হজরত মূসা (আঃ) এর ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। যেহেতু তৌরাত গ্রন্থ হজরত মূসার (আঃ) জন্য ভারী ছিল না তদ্রূপ পবিত্র কোরআনও হুজুর করিম (দঃ) এর জন্য ভারী ও কষ্টকর ছিল না। (তাফহীম)

لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۝ ٩ وَهَلْ أَتَاكَ

লা-ইলাহা ইল্লাহু, লাহুল্ আছ্‌মাউল্ হুছ্‌না। ৯। ওয়া হাল্ আতাকা

তাঁহার ছাড়া কেহই মা'বুদ নাই, তাঁহারই রহিয়াছে উত্তম নাম সমূহ। (৮) আর হে নবী। তোমার কাছে পৌঁছিয়াছে কি

حَدِيثُ مُوسَىٰ ۝ ١٠ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي

হাদিছু মুছা। ১০। ইজ্‌রাআ নারান্ ফাক্বালা লিআহ্‌লিহিম্ কুছু ইন্নী

মূসার বর্ণনা। (১০) যখন মূসা দূর হইতে আগুন দেখিতে পাইয়াছিল, তখন মূসা নিজের গৃহের লোকদিগকে বলিয়াছিল যে তোমরা একটু অপেক্ষা কর আমি

ওয়াক্‌ফে লাজিম

آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ

আ-নাছতু না-রাল্, লাআ'ল্লি আতিকুম্ মিন্‌হা বিক্বাবাছিন্ আউ আজ্বিদু

আগুন দেখিয়াছি ঐস্থানে আশ্চর্য্যের নয় যে উহা হইতে তোমাদের জন্য একটি ফিন্‌কী লইয়া আসি, অথবা আমি খুঁজিয়া লই

عَلَى النَّارِ هُدًى ۝ ١١ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ ۝ ١٢ إِنِّي أَنَا

আ'লান্নারি হুদা। ১১। কালাম্মা আতাহা নুদিয়া ইয়া মুছা। ১২। ইন্নী আনা

অগুনের আলোক দ্বারা পথ। (১১) অনন্তর মূসা যখন তথায় উপস্থিত হইল। (১২) তখন শব্দ শুনিতে পাইল যে, হে মুছা,—আমিই

(আছ্‌মাউল হুছ্‌না) আল্লাহ্‌র ৯৯টি উত্তম নাম রহিয়াছে। তাহা ছাড়া আল্লাহ্ নামটি হইল ইছমে জাত। বাকী ৯৯টি হইল ইছমে ছিফাত। আল্লাহ্‌র এই নামগুলি পবিত্র ক্বোরআনে রছিয়াছে। এই নামগুলির ফজিলত ও মর্তবা অত্যন্ত বেশী। যাহারা এই নামগুলি নিয়মিত পাঠ করিবে, তাহাদের অশেষ নেকী হাছিল হইবে। এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, অধম নামের সঙ্গে আল্লাহ্‌র কোনও গুণের সংমিশ্রণ অত্যন্ত দোষণীয়। যাহারা এই রূপ করিবে, তাহাদের কাফের হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। আল্লাহর নামের বিকৃত সাধন করা কুফুরীর শামিল। (আজিজী)

رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ج اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ط ٥

রাব্বুকা ফাখ্‌লা' না'লাইকা, ইন্নাকা বিল ওয়াদিল্ মুকাদ্দাছি ত্বুয়া।

তোমার প্রভু এখন তুমি নিজের জুতা খুলিয়া ফেল, কারণ তুমি পবিত্র ময়দানে উপস্থিত হইয়াছ।

১৩- وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ٥ ১৪- اِنَّنِیْٓ اَنَا اللّٰهُ

১৩। ওয়া আনাখ্‌তার তুকা ফাছ্‌তামি' লিমা ইউহা। ১৪। ইন্নানী আনাল্লাহু

(১৩) আর আমি তোমাকে পয়গাম্বরীর জন্য পছন্দ করিয়াছি অতএব যাহা কিছু নির্দ্দেশ করা যাইতেছে তাহা তুমি শুন। (১৪) নিঃসন্দেহ আমিই আল্লাহ্‌,

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِیْ لا وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ ٥

লা-ইলাহা ইল্লা আনা ফা'বুদ্‌নি, ওয়া আক্বিমিছ্ ছালাতা লিজিক্‌রী।

আমার ছাড়া কেহই মা'বুদ নাই, অতএব তুমি আমারই এবাদত কর, আর আমারই স্মরণার্থে নামাজ পড়িতে থাক।

১৫- اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِیَةٌ اَكَادُ اُخْفِیْهَا لِتُجْزٰی كُلُّ نَفْسٍ

১৫। ইন্নাছ্ ছাআ'তা আতিয়াতুন্ আকাদু উখ্‌ফীহা লিতুজ্ব্‌যা কুল্লু নাফছিম্

(১৫) নিশ্চয় কেয়ামত আগমন করিবে আর আমি তাহার সময়কে গোপন রাখিয়াছি, যাহাতে প্রত্যেক লোক কেয়ামতের ভয়ে সৎকাজ করিতে চেষ্টা করে আর কেয়ামতে তাহাকে ফল মিলে

بِمَا تَسْعٰی ٥ ১৬- فَلَا یَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا یُؤْمِنُ بِهَا

বিমা তাছআ'। ১৬। ফালা ইউ ছাদ্দান্নাকা আ'ন্‌হা মাল্লা ইউ'মিনু বিহা

তাহার চেষ্টার। (১৬) সুতরাং উহার চিন্তায় তোমাকে আবদ্ধ না রাখে যে, যে ব্যক্তি কেয়ামতে বিশ্বাসী নহে।

وَاتَّبَعَ هَوٰهُ فَتَرْدٰی ٥ ১৭- وَمَا تِلْكَ بِیَمِیْنِكَ یٰمُوْسٰی ٥

ওয়াত্তাবাআ' হাওয়াহু ফাতার্‌দা। ১৭। ওয়ামা তিল্‌কা বিয়ামিনিকা ইয়া মুছা।

আর নিজেরা কু-খেয়ালের পশ্চাতে পড়িয়া থাকে তাহা হইলে তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে। (১৭) আর ইহা কি তোমার দক্ষিণ হস্তে—হে মূসা।

১৮ قَالَ هِیَ عَصَایَ ج اَتَوَكَّؤُا عَلَیْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰی

১৮। ক্বালা হিয়া আ'ছায়া ; আতাওয়াক্ কাউ আ'লাইহা ওয়া আহুশ্ শু-বিহা আ'লা

(১৮) মূসা আরজ করিল, ইহা আমার লাঠি, আমি ইহার প্রতি ভর দিয়া থাকি আর আমি ইহার দ্বারা বৃক্ষ পত্র ঝাড়িয়া থাকি

غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ۝ ١٩- قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ ۝

গ্বানামি ওয়ালিয়া ফীহা মাআরিবু উখ্‌রা। ১৯। ক্বালা আল্‌ক্বিহা ইয়া মুছা।

নিজের ছাগিদিগের আর ইহার মধ্যে আমার আরও উপকার রহিয়াছে। আল্লাহ্‌ ফরমাইলেন হে মূসা, ইহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ কর।

٢٠- فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۝ ٢١- قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ قف

২০। ফাআল্‌ক্বাহা ফাইজা হিয়া হাইয়্যাতুন্ তাছ্‌আ। ২১। ক্বালা খুজ্‌হা ওয়ালা তাখাফ্‌ ;

(২০) অনন্তর মূসা লাঠি নিক্ষেপ করিল তখন হঠাৎ দেখিল যে, উহা আজ্‌দাহা দৌড়িতেছে। (২১) আল্লাহ্‌ ফরমাইলেন মূসা উহাকে ধর, আর তুমি ভয় করিও না,

---

سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ۝ ٢٢- وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ

ছানুয়ী'দুহা ছিরাতাহাল্‌ উলা। ২২। ওয়াদ্ব্‌মুম ইয়াদাকা ইলা জানাহিকা

আমি এখনই উহাকে প্রথম অবস্থা করিয়া দিব। (২২) আর হে মূসা তুমি নিজের হস্তকে নিজের বগলের মধ্যে রাখিয়া দাও,

---

تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ لا ٢٣- لِنُرِيَكَ

তাখরুজ্ব বাইদ্বাআ মিন্ গ্বাইরি ছুইন্ আইয়াতান্ উখ্‌রা। ২৩। লিনুরিয়াকা

এবং তৎপর বাহির কর শ্বেত অবস্থায় বাহির হইবে বিনা পীড়া সত্ত্বে দ্বিতীয় মো'জেযাহ্‌। (২৩) যে আমি আগামীতে তোমাকে দেখাইব

مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ج ٢٤- اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ع

মিন্ আইয়াতিনাল কুব্‌রা। ২৪। ইজ্‌হাব্‌ ইলা ফির্‌আ'উনা ইন্নাহু ত্বাগ্বা। ع

নিজের মহা নিদর্শনসমূহ (২৪) এখন তুমি ফেরআউনের নিকট গমন কর, কারণ ফেরআউন খুব উদ্ধত হইয়াছে।

ع ১ — ১ রুকু

٢٥- قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي لا ٢٦- وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي لا ٢٧- وَاحْلُلْ عُقْدَةً

২৫। ক্বালা রাব্বিশ্‌ রাহ্‌লী ছাদ্‌রী। ২৬। ওয়া ইয়াছ্‌ ছির্‌লী আম্‌রী। ২৭। ওয়াহ্‌লুল্‌ উ'ক্বদাতাম্

(২৫) মূসা আরজ করিল হে আমার প্রভু আমার অন্তঃকরণকে খুলিয়া দিন। (২৬) আর সহজ করুন আমার জন্য আমার কাজকে। (২৭) আর খুলিয়া দিন গাঁইট

مِنْ لِسَانِي لا ٢٨- يَفْقَهُوا قَوْلِي ص ٢٩ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ط ٣٠- هَارُونَ

মিল্লিছানী। ২৮। ইয়াফ্‌ক্বাহু কাউলী। ২৯। ওয়াজ্বআ'ল্লী ওয়াজিরাম্ মিন্ আহ্‌লী। ৩০। হারূনা

আমার জিহ্বা হইতে। (২৮) যাহাতে লোক আমার কথা ভালরূপ বুঝিতে পারে। (২৮) আর করুন আমার জন্য মন্ত্রী, আমার আত্মীয় হইতে। (৩০) আমার ভ্রাতা

أَخِى ۙ ٣١ اشْدُدْ بِهٖٓ أَزْرِىْ ۙ ٣٢ وَأَشْرِكْهُ فِىْٓ أَمْرِىْ ۙ ٣٣ كَىْ نُسَبِّحَكَ

আখি। ৩১। উশ্‌দুদ্ বিহী আয্‌রী। ৩২। ওয় আশ্‌রিক্‌হু ফী আম্‌রী। ৩৩। কাই নুছাব্বিহাকা

হারূণকে। (৩১) সুদৃঢ় করুন উহার সাথে আমার শক্তিকে। (৩২) আর অংশী করুন উহাকে আমার কাজের মধ্যে। (৩৩) যাহাতে আমরা অপনার তছবীহ, করিতে থাকি

كَثِيْرًا ۙ ٣٤ وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ط ٣٥ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ٣٦ قَالَ

কাছীরা। ৩৪। ওয়া নাজ্‌কুরাকা কাছীরা। ২৫। ইন্নাকা কুন্তা বিনা বাছীরা। ৩৬। ক্বালা

অধিক সংখ্যায়। (৩৪) আর আপনার স্মরণে লাগিয়া থাকি অধিক সংখ্যায়। (৩৫) নিশ্চয় আপনি আমাদের অবস্থা বিশেষরূপে দেখিতেছেন। (৩৬) আল্লাহ, ফরমাইলেন

قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ٣٧ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرٰىٓ ۙ

ক্বাদ্ উতীতা ছু'লাকা ইয়া মুছা। ৩৭। ওয়া লাক্বাদ্ মানান্না আ'লাইকা মার্‌রাতান্ উখ্‌রা।

তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম হে মুছা। (৩৭) আর আমি তোমার প্রতি আরও একবার এহ্‌ছান করিয়া চুকিয়াছি,

٣٨ إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلٰىٓ أُمِّكَ مَا يُوْحٰىٓ ۙ ٣٩ أَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ

৩৮। ইজ্ আওহাইনা ইলা উম্মিকা মা ইউহা। ৩৯। আনিক্‌জি ফীহি ফিত্তাবুতি

(৩৮) যখন আমি তোমার মাতার কাছে অহী প্রেরণ করিয়াছিলাম। (৩৯) অহী দ্বারা তোমাকে জানান যাইতেছে যে,—মুছাকে সিন্দুক পুরিয়া

فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ

ফাক্বজি ফীহি ফিল্ ইয়াম্মি ফাল্ ইউল্ ক্বিহিল্ ইয়াম্মু বিছ্‌ছা-হিলি ইয়া' খুজ্‌হু

উহাকে সমুদ্র ফেলিয়া দাও, যাহাতে সমুদ্র সিন্দুককে কিনারায় ধাক্কা দিয়া দেয়, যাহাতে মুসাকে লইয়া লয়

عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ط وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ ج

আদুব্বুল্লী ওয়া আদুব্বুল্লাহু; ওয়া আল্‌ক্বাইতু আ'লাইকা মুহাব্বাতাম্ মিন্নী

আমার শত্রু ও মূসার শত্রু আর আমি তোমার প্রতি নিজের পক্ষ হইতে ভালবাসা নিক্ষেপ করিয়াছি

وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ م ٤٠ إِذْ تَمْشِىْٓ أُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ أَدُلُّكُمْ

ওয়ালি তুছ্‌নাআ' আলা আইনি। ৪০। ইজ্ তাম্‌শি উখ্‌তুকা ফাতাকুলু হাল আদুল্লুকুম

আর উদ্দেশ্য এই যে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও। (৪০) যখন তোমার ভগ্নি ফেরাউনের লোকদিগকে বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতেছিল যে তোমরা যদি বল তবে আমি তোমাদিগকে এক দাইয়ের সন্ধান বলিয়া দিই

ওয়াক্‌ফে নাজিম

عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ؕ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا

আ'লা মাইয়াক্ ফুলুহু ; ফারাজ্বা'নাকা ইলা উম্মিকা কাই তাক্বার্‌রা আ'ইনুহা
যে ইহাকে পালন করে, অথচ হে মূসা। তোমাকে পুনর্ব্বার তোমার মাতার কাছে পৌঁছাইয়া ছিলাম যাহাতে উহার চক্ষু ঠাণ্ডা থাকে

وَلَا تَحْزَنَ ؕ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ

ওয়ালা তাহজান্ ; ওয়া ক্বাতাল্‌তা নাফছান্ ফানাজ্জাইনাকা মিনাল্ গাম্মি ওয়া ফাতান্নাকা
আর কষ্ট না করে আর হে মূসা তুমি একজন কিব্‌তীকে মারিয়া ফেলিয়াছ তখন আমি সেই পেরেশানী হইতেও তোমাকে মুক্তি দিয়াছিলাম, আর আমি তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছি

فُتُوْنًا ۟ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ۙ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى

ফুতুনান্ ফালাবিছ্‌তা ছিনিনা ফী আহ্‌লি মাদ্‌ইয়ানা, ছুম্মা জ্বি'তা আলা
পরীক্ষা করার মত, তারপর তুমি কয়েক বৎসর মদ্‌য়্যানের লোকের মধ্যে ছিলে। তারপর তুমি আমার হুজুরে হাজীর হইয়াছিলে

قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ۝٤٠ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ۝٤١ اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ

ক্বাদারিইয়া মুছা। ৪১। ওয়াছ্‌ত্বানা'তুকা লিনাফ্‌ছী। ৪২। ইজ্‌হাব আন্তা ওয়া আখুকা
বয়সের পরিপক্কতার সীমায় পোঁছিয়া হে মূসা। (৪১) আর আমি তোমাকে নিজের জন্য পছন্দ করিয়াছি (৪২) অতএব তুমি ও তোমার ভ্রাতা গমন কর।

(৪১) আল্লাহ তাআলা নিজের মনোনিত দ্বীনের হেদায়েত ও বাস্তবায়নের জন্য যুগে যুগে বিশিষ্ট বান্দাগণকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। যাহাতে পথ হারা বান্দাগণ সুপথ পাইতে পারে। যাহারা আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণের কথা ও কাজ অনুযায়ী জীবনকে পরিচালনা করে, তাহারাই আল্লাহ্‌র দয়া রহমত এবং করুনা লাভে ধন্য হয়। আর যাহারা আল্লাহ্‌র প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থাতে নিজের জীবন প্রতিপালিত করে না, তাহারা পৃথিবীর জীবনে যেমন গজবে পতিত হয়, তদ্রূপ আখেরাতেও কঠিন আজাবে নিপতিত হইবে। তাহাদের মুক্তির কোন ব্যবস্থাই তাহারা পাইবে না। দুনিয়াতেও না এবং আখেরাতেও না। ইহাই হইল আল্লাহর বিধান। এই বিধান লঙ্ঘন হইবার যো নাই। ইহা চির সত্য শাশ্বত ব্যবস্থা। (মোয়ালেম)

بِـاٰيٰتِىْ وَلَا تَنِيَا فِىْ ذِكْرِىْ ٥ ٤٣- اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ

বিআইয়াতী ওয়ালা তানিয়া ফী জিক্‌রী। ৪৩। ইজ্‌হাবা ইলা ফিরআ'উনা ইন্নাহু

আমার মো'জেযাহ, সহ এবং আমার স্মরণ বিষয়ে শৈথিল্য করিও না। (৪৩) তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট গমন কর, কারণ ফেরাউন

طَغٰى ع صلے ٤٤- فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ

ত্বাগা। ৪৪। ফাক্বুলা লাহু ক্বাউলাল্ লাইয়্যিনাল্ লাআ'ল্লাহু ইয়াতাজাক্কারু আউ

ছেরকশী করিয়াছে। (৪৪) অথচ তোমরা উভয়ে তাহার সাথে নরম ভাবে কথা বলিও, যাহাতে সে বুঝ মানে অথবা

يَخْشٰى ٥ ٤٥- قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ

ইয়াখ্‌শা। ৪৫। ক্বালা রাব্বানা ইন্নানা নাখাফু আঁইয়্যাফ্‌রুত্বা আ'লাইনা

আমাকে ভয় করে। (৪৫) উভয়ে আরজ করিল হে আমাদের প্রভু আমরা ভয় করিতেছি যে ফেরাউন আমাদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করে,

اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ٥ ٤٦- قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِىْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ

আউ আঁইয়াত্ব্‌গা। ৪৬। ক্বালা লা তাখাফা ইন্নানী মাআ'কুমা আছমাউ'

অথবা আরও বেশী ছের্‌কশী করিতে লাগে। (৪৬) আল্লাহ্ ফরমাইলেন, তোমরা ভয় করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছি আর সমস্তই শুনিতেছি

وَاَرٰى ٥ ٤٧- فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا

ওয়া আরা। ৪৭। ফা'তিয়াহু ফাকুলা ইন্না রাছুলা রাব্বিকা ফাআর্‌ছিল্ মাআ'না

ও দেখিতেছি। (৪৭) অতএব তোমরা উহার নিকট গমন কর এবং বল যে, আমরা আপনার প্রভুর প্রেরিত, অতএব আপনি আমার সাথে পাঠাইয়া দিন

بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ لا وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ط قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ

বানী ইছরাইলা, ওয়ালা তুআ'জ্জিব্‌হুম্; ক্বাদ্ জ্বি'নাকা বিআইয়াতিম্

বানী—ইসরায়ীলকে,- আর উহাদিগকে কষ্ট দিবেন না, নিশ্চয়ই আমরা আপনার কাছে আনিয়াছি মো'জেযাহ্।

(৪৩) তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও কেননা সে অত্যন্ত ছেরকশ। এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, শক্তিমানদের কাছেই সর্ব প্রথম দ্বীনের দাওয়াত পেশ করিতে হইবে। অধিকন্তু শক্তি ও বীর্য বত্তার মধ্যে সেই দ্বীনকে কায়েম করিতে ও ইহার সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। মোয়ালেম

مِن رَّبِّكَ ط وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ○ ٤٨۔ اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ

মির্‌রাব্বিকা, ওয়াছ্‌ ছালামু আ'লা মানিত্তাবাআ'ল্‌ হুদা। ৪৮। উহিয়া

আপনার প্রভুর নিকট হইতে, আর নিরাপদ তাহারই জন্য যে-ব্যক্তি সোজা পথের অনুসরণ করে। (৪৮) নিশ্চয় আল্লার পক্ষ হইতে অহী নাজেল হইয়াছে

اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ○ ٤٩۔ قَالَ

ইলাইনা আন্নাল্‌ আ'জাবা আ'লা মান্‌ কায্‌যাবা ওয়াতাওয়াল্লা। ৪৯। ক্বালা

আমাদের প্রতি এই যে আল্লার আজাব তাহারই প্রতি নাজেল হইবে যে ব্যক্তি আল্লার আয়াত-গুলিকে মিথ্যা জানে আর তাহার হুকুম হইতে মুখ ঘুরায়। (৪৯) ফেরাউন গর্ব্ব ভরে জিজ্ঞাসা করিল,

فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ٥٠۔ قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ

ফামার্‌ রাব্বুকুমা ইয়া মুছা। ৫০। ক্বালা রাব্বুনাল্লাজি আ'ত্বা কুল্লা

কে তোমাদের প্রভু ওহে মূসা। (৫০) মূসা বলিল আমাদের প্রভু তিনি, যিনি দান করিয়াছেন প্রত্যেক

شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ○ ٥١۔ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ○ ٥٢۔ قَالَ

শাইয়ীন্‌ খাল্‌ক্বাহু ছুম্মা হাদা। ৫১। ক্বালা ফামা বালুল্‌ কুরুনিল্‌ উলা। ৫২। ক্বালা

সৃষ্টিকে তাহার জন্ম-তথ্য তৎপর পথ প্রদর্শন করিয়াছেন (৫১) ফেরাউন জিজ্ঞাসা করিল, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের কি অবস্থা হইবে। (৫২) মূসা বলিল

عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتٰبٍ ج لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسَى ز ٥٣۔ الَّذِىْ

ই'ল্‌মুহা ই'ন্দা রাব্বী ফী কিতাব; লাইউদ্বিল্লু রাব্বী ওয়ালা ইয়ান্‌ছা। ৫৩। আল্লাজি

উহার এল্‌ম আমার প্রভুর নিকটে লওহে-মাহ্‌ফুজ গ্রন্থে মওজুদ রহিয়াছে, আমার প্রভু বিচ্যুত হন না এবং বিস্মৃত হন না। (৫৩) যিনি

جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ

জ্বাআ'লা লাকুমুল্‌ আরদ্বা মাহ্‌দাউ ওয়া ছালাকা লাকুম্‌ ফীহা ছুবুলাউ ওয়া আন্‌যালা

তোমাদের জন্য মৃত্তিকাকে শয্যা করিয়াছেন আর তোমাদের গমনের জন্য মৃত্তিকার বহু পথ বাহির করিয়াছেন আর বসাইয়াছেন।

(৫৩) এই আয়াত ও পরবর্ত্তি আয়াতে আল্লাহর কতিপয় শ্রেষ্ঠ গুনের কথার উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন প্রত্যেক জীবকে আল্লাহ্‌ উৎপাদন ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন তারপর প্রত্যেকের জন্য হেদায়েতের পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবং তিনিই মানুষের জন্য পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করিয়াছেন। গমনাগমনের জন্য রাস্তা ঘাটের ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছেন। (থাজেন)

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ط فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ

মিনাছ্ ছামাই মাআ ; ফাআখরাজ্না বিহী আজওয়াজাম্ মিন্নাবাতিন্

আসমান হইতে পানি, আমি পানির দ্বারা উৎপাদন করিয়াছি

شَتّٰى ط ٥٤- كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

শাত্তা। ৫৪। কুলু ওয়ারআ'উ আন্আ'মাকুম্ ; ইন্না ফি জালিকা লাআইয়াতিল্

বিভিন্ন রকমের শস্য। (৫৪) যাহাতে সেগুলিকে তোমরাও ভক্ষণ কর আর তোমাদের পশুগুলিকেও চারণ করাও, নিঃসন্দেহ ইহাতে বহু নিদর্শন রহিয়াছে

ع ২ — ২ রুকু

لِّاُولِى النُّهٰى ع ٥٥- مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا

লিউলিন্ নুহা। ৫৫। মিন্হা খালাক্নাকুম্ ওয়া ফীহা নুয়ী'দুকুম্ ওয়া মিন্হা

জ্ঞানীগণের জন্য। (৫৫) হে লোক সকল, আমি মৃত্তিকা হইতে তোমাকে সৃজন করিয়াছি, আর উহারই মধ্যে পুনর্ব্বার আমি তোমাদিগকে লইয়া যাইব, আর মৃত্তিকা হইতেই

نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ٥ ٥٦- وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا

নুখ্রিজুকুম্ তারাতান্ উখ্রা। ৫৬। ওয়ালাকাদ আরাইনাহু আইয়াতিনা কুল্লাহা

আমি আবার তোমাদিগকে বাহির করিব। (৫৬) আর ফেরাউনকে আমি নিজের সমস্ত নিদর্শন প্রদর্শন করা সত্ত্বেও

فَكَذَّبَ وَاَبٰى ٥ ٥٧ قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا

ফাকায্যাবা ওয়া আবা। ৫৭। ক্বালা আজি'তানা লিতুখ্রিজানা মিন্ আরদ্বিনা

সে মিথ্যা জানিতে ও অস্বীকার করিতে থাকে। (৫৭) বলিল যে, হে মুসা তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য আসিয়াছ যে, আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবে।

(৫৫) আল্লাহ তাআলা মানুষের দেহ কাঠামোকে মাটির দ্বারা তৈরী করিয়াছেন। এই দেহ কাঠামো মাটি হইতে উদ্ভূত ফল ও ফসলের সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারাই শক্তি, ও উৎকর্ষতা লাভ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ দেহ কাঠামোর উন্নতি, অবনতি ও ভালমন্দ মাটির সঙ্গেই সর্বোতভাবে জড়িত। পৃথিবীর এই ভূমণ্ডলকেই আল্লাহ, তাআলা মানুষের ব্যবহারের প্রয়োজনীয় উপাদানে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। অধিকন্তু মানুষের মৃত্যুর পর এই মাটিতেই তাহাদিগকে দাফন কাফন করা হয়। এই ভাবে মাটির দেহ আবার মাটিতে মিশিয়া যায়। অতঃপর কেয়ামতের দিন মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নিকাশের জন্য আল্লাহ তাআলা কবর হইতেই মানুষকে উত্থিত করিবেন। (বারজাখী)

بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ۝ ٥٨ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ

বিছিহ্রিকা ইয়া মুছা। ৫৮। ফালা না'তিয়ান্নাকা বিছিহ্রীম্ বিমিছ্লিহী ফাজ্আ'ল্

নিজের যাদু মন্ত্রের বলে ওহে মূসা। (৫৭) অতএব ছবর কর নিশ্চয় আমিও তোমার কাছে আনিয়া উপস্থিত করিতেছি ঐ প্রকারই যাদু অতএব ধার্য্য কর

بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا

বাইনানা ওয়া বাইনাকা মাউই'দাল্ লানুখ্লিফুহু নাহ্নু ওয়ালা আন্তা মাকানান্

আমাদের ও তোমাদের মধ্যস্থলে একটা ওয়াদা-স্থান, যাহাতে না-ত আমরা উহার খেলাপ করি, আর না তুমি এক সমতল

سُوًى ۝ ٥٩ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝

ছুয়া। ৫৯। কালা মাউয়ি'দুকুম্ ইয়াউমাজ্ জীনাতি ওয়া আইয়ুহ্ শারান্নাছু দ্বুহা।

ক্ষেত্রে, মূসা বলিল আমার তোমাদের ওয়াদা-স্থান সাধারণ শোভনের দিনে আর এই-যে দিন চড়িয়া উঠিলে, যেন লোক জড় করা হয়

٦٠ فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ۝ ٦١ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى

৬০। ফাতাওয়াল্লা ফির্আ'উনু ফাজামাআ' কাইদাহু ছুম্মা আতা। ৬১। কালা লাহুম্ মুছা

অনন্তর ফেরাউন ফিরিয়া গেল, তৎপর ফেরাউন নিজের যাদুগরকে জড় করিল তারপর উপস্থিত হইল। (৬১) মূসা উহাদিগকে বলিল

وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ

ওয়াইলাকুম লাতাফ্তারু আ'লাল্লাহি কাজিবান্ ফাইউছ্হিতাকুম্

তোমাদের বিপদ উপস্থিত, তোমরা আল্লার প্রতি যাদুর মিথ্যা দুর্ণাম চাপাইওনা, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে নিপাত করিয়া দিবেন,

(৫৯) হজরত মূসা (আঃ) ফেরাউনের লোকদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে উৎসবের দিন ফায়ছালা হইয়া যাইবে। উৎসবের দিন বলতে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন কিংবা ফেরাউনের জন্ম দিন অথবা ঈদের দিনের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। কেননা এই দিন কোনও কাজ বা বৈঠকে সমবেত ভাবে অনেকেই উপস্থিত থাকিতে পারে। মানুষকে ব্যাপকভাবে আল্লাহ্র কুদরতের নমুনা দেখাইবার জন্যই আল্লাহ তাআলা এই ব্যবস্থার কথা বলিয়া দিয়াছেন। কেননা আল্লাহ্র প্রত্যেক কাজেই হেকমত রহিয়াছে। (আজিজী)

بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ٦٢ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ

বিআজাব ; ওয়া ক্বাদ খাবা মানিফ্‌তারা। ৬২। ফাতানাজাউ' আমরাহুম বাইনাহুম্

আজাব দ্বারা, আর যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি মিথ্যা দুর্ণাম চাপাইবে সে ব্যক্তি নিশ্চয় বরবাদ হইয়া গেল। (৬২) অতঃপর উহারা নিজেদের কার্য্য সম্বন্ধে ঝগড়া শুরু করিল আপোষে

وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ ٦٣ قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ

ওয়া আছারুরুন্ নাজ্‌ওয়া। ৬৩। ক্বালু ইন্ হাজানি লাছাহিরানি ইউরিদানি

আর গোপনে গোপনে ছেরকশী করিতে লাগিল। (৬৩) অবশেষে সকলে বলিল যে, ইহারা উভয় ভ্রাতাই যাদুকর, ইহারা এই ইচ্ছা করিতেছে

أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ

আইয়ুখ্‌রিজাকুম্ মিন্ আরদ্বিকুম্ বিছিহ্‌রিহিমা ওয়া ইয়াজ্‌হাবা বিত্বারিক্বাতি কুমুল্‌

যে, ইহারা তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দেয় নিজেদের যাদু দ্বারা, আর বিলুপ্ত করিয়া দেয় তোমাদের

الْمُثْلَىٰ ٦٤ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ

মুছ্‌লা। ৬৪। ফাআজ্‌মিউ' কাইদাকুম্ ছুম্মা'তু ছাফ্‌ফা ; ওয়া ক্বাদ্ আফ্‌লাহাল্‌

মাজ্‌হাবকে। (৬৪) অতএব তোমরাও নিজেদের তদ্বির ছাড়িও না, তারপর সারিবদ্ধ হইয়া ইহাদের বিরুদ্ধে চলিয়া আস, আর নিশ্চয় নাজাত পাইল

الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ٦٥ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا

ইয়াওমা মানিছ্‌তা'লা। ৬৫। ক্বালু ইয়া মুছা ইম্মা আন্ তুল্‌ক্বিয়া ওয়া ইম্মা

আজিকে সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি বিজয়ী হইল। (৬৫) অবশেষে যাদুগরগণ বলিল হে মূসা। হয় এই হউক যে তুমি নিজের লাঠি ময়দানে নিক্ষেপ কর, আর কিম্বা

أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ٦٦ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ

আন্নাকুনা আউয়ালা মান্ আল্‌ক্বা। ৬৬। ক্বালা বাল্ আল্‌ক্বু ; ফাইজা হিবালুহুম্

এই হউক যে, আমরাই আগে নিক্ষেপকারী সাজি। (৬৬) মূসা বলিল বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর তখন হঠাৎ উহাদের রশিগুলি

وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ

ওয়া ইছিয়্যুহুম্ ইউখাইয়্যালু ইলাইহি মিন্ ছিহ্‌রিহীম্ আন্নাহা তাছ্‌আ'।

ও উহাদের লাঠিগুলি উহাদের যাদুর কারণে মূসার এইরূপ বোধ হইল যে, সেগুলি সাপ হইয়া এ-দিকে ও-দিকে ছুটাছুটি করিতেছে।

٦٧- فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ○ ٦٨- قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ

৬৭। ফাআউ জ্বাছা ফী নাফ্ছিহী খিফাতাম্ মুছা। ৬৮। ক্বুল্না লা-তাখাফ্ ইন্নাকা
(৬৭) তখন মূসা নিজের মনে ভয় পাইল। (৬৮) আমি বলিলাম মূসা ভয় পাইও না নিশ্চয় তুমি-ই

أَنْتَ الْأَعْلَى ○ ٦٩- وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ط إِنَّمَا

আন্তাল্ আ'লা। ৬৯। ওয়া আলক্বি মা ফী ইয়ামিনিকা তাল্ক্বাফ্ মা ছানাউ'; ইন্নামা
বিজয়ী হইবে। (৬৯) আর তুমি নিক্ষেপ কর যাহা তোমার দক্ষিণ হস্তে রহিয়াছে, গিলিয়া ফেলিবে
যাহা যাদুদ্বারা দাঁড় করিয়াছে· কারন যাহা কিছু

صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ط وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ○

ছানাউ' কাইছু ছাহির; ওয়ালা ইউফ্লিহুছ্ ছাহিরু হাইছু আতা।
উহারা দাঁড় করিয়াছে এ-সমুদয় যাদুর ফন্দি, আর যাদুকর যেখানেই যাউক তাহার মুক্তি নাই।

٧٠- فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ○

৭০। ফাউল্‌কিয়াছ্ ছাহারাতু ছুজ্জাদান্ ক্বালু আমান্না বি রাব্বি হারুনা ওয়া মুছা।
ফলকথা মূসার লাঠি আজদাহা হইয়া যাদুকরদিগের যাদুর সমস্ত সাপগুলিকে যখন গিলিয়া ফেলিল।
(৭০) তখন যাদুকরগণ ছেজদায় পড়িয়া গেল এবং বলিতে লাগিল যে, আমরা হারুণ ও মূসার
প্রভুর প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

٧١- قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ط إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي

৭১। ক্বালা আমান্তুম্ লাহু ক্বাব্‌লু আন্ আজানা লাকুম্; ইন্নাহু লাকাবীরু কুমুল্লাজী
(৭১) ফেরাউন বলিল তোমরা মূসার উপর ঈমান আনিয়াছ ইহার আগেই কি যে, আমি তোমাদিগকে
অনুমতি প্রদান করি, নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি অবশ্যই তোমাদের পক্ষে

عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ج فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

আ'ল্লামা কুমুছ্ ছিহ্‌রা; ফালাউক্বাত্তিআ'ন্না আইদিয়াকুম ওয়া আরজুলাকুম্
তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে, অতএব নিশ্চয়ই আমি কাটিয়া ফেলিব তোমাদের হস্ত ও তোমাদের
পদগুলিকে

مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ز وَلَتَعْلَمُنَّ

মিন্ খিলাফিউ ওয়ালাউছাল্লি বান্নাকুম্ ফী জুজুইন্নাখ্লি, ওয়ালাতা'লামুন্না
উল্টা ভাবে, আর নিশ্চয়ই আমি শূলে চড়াইব তোমাদিগকে খর্জ্জুর শাখার মধ্যে, আর নিশ্চয়ই
তোমরা জানিতে পারিবে যে,

أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۝ ٧٢ قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ

আইয়ুনা আশাদ্দু আ'জাবা'উ ওয়া আবক্বা। ৭২। ক্বালু লান্নু ছিরুকা

আমাদের উভয় দলের কাহার মার অধিক কঠিন ও অধিক স্থায়ী। (৭২) যাদুকরগণ বলিল, আমরা কখনই তোমাকে গুরুত্ব দিতে পারি না

عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا

আ'লা মা-জ্বাআনা মিনাল্ বাইয়্যিনাতি ওয়াল্লাজী ফাত্বারানা ফাক্বদ্বিমা

সুস্পষ্ট মো'জেযাহ সকল, যাহা আমাদের সম্মুখে আসিয়াছে তৎসমূহের উপর, আর যে আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার উপর ; অতএব তুমি করিয়া ফেল যাহা

أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ ٧٣ إِنَّا

আন্তা ক্বাদ ; ইন্নামা তাক্বদ্বী হাজিহিল্ হায়াতা দ্দুনইয়া। ৭৩। ইন্না

তুমি করিবে, ইহা ছাড়া নয় যে তুমি হুকুম চালাইতে পার এই পার্থিব জীবনে। (৭৩) আমরা ত

آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا

আমান্না বিরাব্বিনা লিয়াগ্ফিরালানা খাত্বাইয়ানা ওয়ামা আক্রাহ্তানা

আমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আনিয়াছি, যাহাতে তিনি আমাদের গোনাহ্গুলি ক্ষমা করেন আর তুমি আমাদিগকে জবরদস্তী বাধ্য করিয়াছ,

عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝ ٧٤ إِنَّهُ مَن يَأْتِ

আ'লাইহি মিনাছ্ছিহ্রী ; ওয়াল্লাহু খাইরু'উ ওয়া আব্ক্বা। ৭৪। ইন্নাহু মা'ইইয়া'তি

ইহার প্রতি যাদুকে আর আল্লাহ্র দায়েন তোমার অপেক্ষা উত্তম এবং দীর্ঘস্থায়ী। (৭৪) নিঃসন্দেহ যে ব্যক্তি উপস্থিত হইবে

رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا

রাব্বাহু মুজ্বরিমান্ ফাইন্নালাহু জ্বাহান্নাম ; লা ইয়ামূতু ফীহা ওয়ালা

দোষী হইয়া নিজের প্রভুর সম্মুখে, তাহার জন্য দোজখ রহিয়াছে, দোজখে না-ত সেই ব্যক্তি মরিবে আর না

(৭৩) এই আয়াতের মর্ম হইল এই যে, প্রকৃত ঈমান আল্লাহর রহমতের পরিচায়ক এবং রহমত বেহেশতের পরিচায়ক। সুতরাং ঈমানই হইল বেহেশত পাওয়া না পাওয়ার চাবিকাঠি। (মাদারেক)

يَحْيٰى ۝ ٧٥- وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ

ইয়াহ্ইয়া। ৭৫। ওয়া মাঁঈয়া'তিহী মু'মিনান্ ক্বাদ্ আমিলাছ্ ছালিহাতি ফাউলা-ইকা
জীবিত থাকিবে। (৭৫) আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে আল্লাহর হুজুরে হাজির হইবে, সেই ব্যক্তি সৎকাজও করিয়া থাকিবে, তবে ইহারাই

لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ۙ ٧٦- جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا

লাহুমুদ্দারা জ্বাতুল্ উ'লা। ৭৬। জান্নাতু আ'দ্নিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্তিহাল্
যাহাদের মহা পদলাভ ঘটিবে। (৭৬) চির বসবাসের বাগান, যাহার নিম্নে বহিতে থাকিবে

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ع

আন্হারু খালিদিনা ফিহা ; ওয়া জালিকা জ্বাযাউ মান্ তাযাক্কা। ৪
বহু নদী, উহাতে চিরকাল বাস করিবে, আর ইহাই পুরস্কার যে ব্যক্তি পাক থাকে।

৪ ৩ / ৩ রুকু

٧٧- وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ

৭৭। ওয়ালাক্বাদ্ আউহাইনা ইলা মূছা, আন্ আছ্রি বিই্বাদী ফাদ্ব্রিব্ লাহুম্
(৭৭) আর আমি মূসার দিকে অহী পাঠাইয়াছিলাম যে, আমার বান্দাগণকে রাতারাতি মিশর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাও, তারপর তুমি লাঠির আঘাত করিয়া উহাদের জন্য

طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ۝

ত্বারিক্বান্ ফিল্ বাহ্রি ইয়াবছা ; লাতাখাফু দারাকাঁউ ওয়ালা তাখ্শা।
সমুদ্রে শুষ্ক রাস্তা তৈয়ার করিয়া দাও, না-ত তোমার কাহারও পশ্চাৎ-অনুসরণের ভয় থাকিবে, আর না তুমি ডুবিয়া যাওয়ার আশঙ্কা করিবে।

٧٨- فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ

৭৮। ফাআত্বাআ'হুম্ ফির আ'উনু বিজ্বুনুদিহি ফাগ্বাশিয়াহুম্ মিনাল্ ইয়াম্মি
(৭৮) অনন্তর পশ্চাদ্ধাবন করিল ফেরাউন উহাদের তাহার লস্করসহ, তৎপর সমুদ্রের যাহা কিছু উহাদের প্রতি আসিল

مَا غَشِيَهُمْ ط ٧٩- وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ۝

মা গ্বাশিয়াহুম্। ৭৯। ওয়া আদ্বাল্লা ফিরআ'উনু কাউমাহু ওয়ামা হাদা।
তাহা ত আসিল। (৭৯) আর ফেরাউন নিজের কওমকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং সোজা পথ দেখায় নাই।

৮০- يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ

৮০। ইয়াবানি ইছ্‌রাইলা ক্কাদ্ আন্‌জাইনাকুম্ মিন্ আ'দুব্বিকুম ওয়া ওয়াআ'দ্‌না কুম্

(৮০) হে বনি-ইসরাঈল। আমি নাজাত দিয়াছিলাম তোমাদিগকে তোমাদের শত্রু হইতে এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করিয়াছিলাম

جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ○

জ্বানিবাত্ব, ত্বূরিল আইমানা ওয়া নাজ্‌জালনা আ'লাইকুমুল মান্না ওয়াছ্‌ছাল্‌ওয়া।

তুর এর ডান দিকের আর আমি অবতরণ করিয়াছিলাম তোমাদের প্রতি মান্না ও ছালওয়া।

৮১- كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ

৮১। কুলূ মিন্ ত্বায়্যিবাতি মা রাযাক্বনা কুম ওয়ালা তাত্বগাউ ফীহি ফাইয়াহিল্লা

(৮১) আর আমি তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, এই উত্তম আহারীয় বস্তু, যাহা আমি তোমাদিগকে দিয়াছি, তোমরা খাইতে থাক, আর সীমা লংঘন করিও না ইহার মধ্যে, তাহা হইলে আসিয়া উপস্থিত হইবে

عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى ○ ৮২- وَاِنِّىْ

আ'লাইকুম গ্বাদ্বাবি ; ওয়া মাঁইইয়াহ্‌লিল্ আ'লাইহি গ্বাদ্বাবি ফাক্বাদ্ হাওয়া। ৮২। ওয়া ইন্নী

তোমাদের প্রতি আমার আজাব, আর যাহার প্রতি আমার আজাব আসিয়া উপস্থিত হইল, তবে সেই ব্যক্তি দোজখের গহ্বরে যাইয়া পড়িল। (৮২) আর আমি

لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ○

লা-গ্বাফ্‌ফারুল্লিমান্ তাবা ওয়া আমানা ওয়া আমিলা ছালিহান ছুম্মাহ্‌তাদা।

অতিশয় ক্ষমাকারী সেই ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি তও্‌বাহ করিল ও ঈমান আনিল এবং সৎকাজ করিল, তৎপর সোজা পথের উপর রহিল।

৮৩- وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ○ ৮৪- قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى

৮৩। ওয়ামা আ'জ্বালাকা আ'ন্ ক্বাউমিকা ইয়া মূছা। ৮৪। কালাহুম উলা ই আ'লা

(৮৩) আর তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে মূসা! তুমি কিরূপে এত দ্রুততার সহিত নিজের কওম হইতে আগে আসিয়া পড়িলে? (৮৪) মূসা আরজ করিল উহারাও এই যে আমার

(৮১) আল্লাহ পবিত্র রিজিক খাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন এবং নাফরমানী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই পবিত্র রিজিকের দ্বারা যে দেহ ও মন গঠিত হয়, তাহা নাফরমানীর ছোঁয়াচ হইতে সর্বদাই মুক্ত থাকে। (খাজেন)

أَثَرِي ج وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ○ ٨٥- قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا

আছারী ; ওয়া আ'জ্বিল্‌তু ইলাইকা রাব্বি লিতারদ্বা। ৮৫। ক্বালা ফাইন্না ক্বাদ্ ফাতান্না

পিছনে পিছনেই চলিয়া আসিতেছে, আর আমি ত্বরিৎ আপনার দিকে এজন্য আসিয়াছি, হে আমার প্রভু। যাহাতে আপনি অসন্তুষ্ট না হন। (৮৫) আল্লাহ্‌ ফরমাইলেন, আমি বিপদে লিপ্ত করিয়া দিয়াছি

قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ٨٦- فَرَجَعَ مُوسَىٰ

ক্বাউমাকা মিম্ বা'দিকা ওয়া আদ্বাল্লাহুমুছ্‌ ছামিরিয়্যু। ৮৬। ফারাজ্বাআ' মূছা

তোমার কওমকে, তোমার পশ্চাতে আর উহাদিগকে ছামেরী গোমরাহ করিয়াছে। (৮৬) তখন মূসা ফিরিয়া আসিল

إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ج قَالَ يَٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ

ইলা ক্বাউমিহী গ্বাদ্ব্‌বানা আছিফা ; ক্বালা ইয়া ক্বাউমি আলাম্ ইয়াই'দ্‌কুম্

নিজের কওমের দিকে ক্রোধ ও আক্ষেপ-অবস্থায় ; বলিল ভ্রাতৃগণ। তোমাদের সহিত কি ওয়াদা করেন নাই

رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ط أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُّمْ

রাব্বুকুম্ ওয়া'দান্ হাছানান্ ; আফাত্বালা আ'লাইকুমুল্ আ'হ্‌দু আম্ আরাত্তুম্

তোমাদের প্রভু, উত্তম ওয়াদা ? তবে কি লম্বা বোধ হইয়াছিল সেই ওয়াদা তোমাদের প্রতি অথবা তোমরা কি ইচ্ছা করিয়াছিলে

أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِي ○

আঁইয়্যাহিল্লা আ'লাইকুম্ গ্বাদ্বাবুম্ মির্‌রাব্বিকুম্ ফাআখ্‌লাফতুম্ মাওয়ি'দী

যে, তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর আজাব আসিয়া উপস্থিত হয় এই কারণেই কি তোমরা উল্টা করিয়াছ যাহা আমার সাথে অঙ্গীকার করিয়াছে ?

٨٧- قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا

৮৭। ক্বালু মা আখলাফনা মাউয়ি'দাকা বিমাল্‌কিনা ওয়ালা কিন্না হুম্মিল্‌না

(৮৭) উহারা বলিল, আমরা স্বেচ্ছায় তোমার সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করি নাই বরং আমাদের উপর চাপানো হইয়াছিল

أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ

আউযারাম্ মিন্ জিনাতিল্‌ ক্বাউমি ফাক্বাজাফনাহা ফাকাজালিকা

কওমের গহনাগুলির বোঝা, তখন ছামেরীর কথামত আমরা উহা আগুনে নিক্ষেপ করি অনুরূপই

أَلْقَى السَّامِرِيُّ ٥ ٨٨- فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ

আল্ক্বাছ্ ছামিরিয়্যু। ৮৮। ফাআখ্রাজ্বা লাহুম্ ই'জ্ব্লান্ জ্বাছাদাল্লাহু খুয়ারুন্

ছামেরীও নিক্ষেপ করিয়াছিল। (৮৮) তারপর ছামেরী-ই লোকদিগের জন্য একটি বাছুর তৈয়ার করিয়া খাড়া করে, উহার আওয়াজও বাছুরের ন্যায় ছিল,

---

فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ لا فَنَسِيَ ط ٨٩- أَفَلَا يَرَوْنَ

ফাক্বালু হাজা ইলাহুকুম্ ওয়া ইলাহু মূছা, ফানাছিয়া। ৮৯। আফালা ইয়ারাউনা

তখন বলিতে লাগিল এই ত তোমাদের মা'বুদ আর মূসার মা'বুদ ও এই-ই ; অথচ মুসা ভুলিয়া তুর পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছে। (৮৯) ইহাদের কি এতটুকু কথাও বুঝে আসে নাই

أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا لا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا

আল্লা ইয়ার্জ্বিউ' ইলাইহিম্ ক্বাউলাঁউ ওয়ালা ইয়ামলিকু লাহুম্ দ্বার্রাঁউ

যে, বাছুর ইহাদের কথার না-ত উল্টাইয়া উত্তর দিত, আর না ইহাদের কোন ক্ষতির মালিক ছিল,

---

ع 4/4 রুকু

وَلَا نَفْعًا ع ٩٠- وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ

ওয়ালা নাফ্আ'। ع ৯০। ওয়ালাক্বাদ্ ক্বালা লাহুম্ হারুনু মিন্ ক্বাব্লু ইয়া ক্বাউমি

আর না কোন লাভের মালিক। (৯০) আর অবশ্য নিশ্চয়ই বাছুরের পূজা করার অগ্রে হারুণ ইহাদিগকে বলিয়াছিল ভ্রাতৃগণ।

إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ج وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا

ইন্নামা ফুতিন্তুম্ বিহী ; ওয়া ইন্না রাব্বাকুমুর্ রাহ্মানু ফাত্তাবিউ'নী ওয়া আত্বিয়া'

ইহার দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করা হইয়াছে মাত্র, নচেৎ তোগাদের প্রভু ত রহমান, অতএব তোমরা আমার কথা অনুযায়ী চল এবং মান্য কর

أَمْرِي ٥ ٩١- قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا

আম্রী। ৯১। ক্বালু লান্নাব্রাহা আ'লাইহি আ'কিফীনা হাত্তা ইয়ারজ্বিয়া' ইলাইনা

আমার নির্দ্দেশ। (৯১) উহারা বলিল, আমরা বরাবরই ইহার উপর জমিয়া বসিয়া থাকিব, সেই সময় পর্য্যন্ত যে ঘুরিয়া আসে আমাদের নিকটে

---

(৯১) পাপীগণ পাপের কাজের প্রতি আসক্ত থাকে। সহজে তাহারা হেদায়েতের দিকে আসিতে চায়না। এই আয়াতই হইল ইহার প্রকৃত উদাহরণ। (কবীর)

مُوسٰى ○ ٩٢- قَالَ يٰهٰرُونُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ○ ٩٣- اَلَّا

মূছা। ৯২। ক্বালা ইয়া হারূনু মা মানাআ'কা ইজ্ রাআইতাহুম্ দ্বাল্লু। ৯৩। আল্লা

মুসা। (৯২) মূসা হারুণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হারুণ। তখন কোন বস্তু তোমার প্রতিবন্ধক দাঁড়াইয়াছিল, যখন তুমি দেখিয়াছিলে ইহাদিগকে গোমরাহ্ হইয়া গিয়াছে। (৯৩) যাহার জন্য কর নাই

تَتَّبِعَنِ ط اَفَعَصَيْتَ اَمْرِى ○ ٩٤- قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ

তাত্তাবিয়া'নি, আফা আ'ছাইতা আম্‌রী। ৯৪। ক্বালা ইয়াব্‌নাউম্মা লাতা'খুজ

তুমি আমার উপদেশের অনুসরণ, তুমি কি আমার হুকুমের অবাধ্যতা করিয়াছিলে? (৯৪) হারুণ বলিল, ওহে আমার সহোদর ভ্রাতা। তুমি ধরিও না

بِلِحْيَتِىْ وَلَا بِرَاْسِىْ ج اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ

বিলিহ্‌ইয়াতী ওয়ালা বিরা'ছি; ইন্নী খাশীতু আন্ তাকুলা ফার্‌রাক্‌তা বাইনা

আমার দাড়ি ও আমার চুল, আমি ভয় পাইয়াছিলাম এই বিষয়ে যে তুমি ফিরিয়া আসিয়া ইহা না বলিয়া বস যে, তুমি বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ

بَنِىْٓ اِسْرَاءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِىْ ○ ٩٥- قَالَ فَمَا خَطْبُكَ

বানী ইছরাইলা ওয়ালাম্ তার্‌কুব ক্বাউলি। ৯৫। ক্বালা ফামা খাত্ব্‌বুকা

বানি-ইসরায়ঈলের মধ্যে, আর তুমি আমার কথার পরোয়া কর নাই। (৯৫)তখন মূসা ছামেরীকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি অবস্থা

يٰسَامِرِىُّ ○ ٩٦- قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ

ইয়া ছামিরিয়্যু। ৯৬। ক্বালা বাছার্‌তু বিমা লাম্ ইয়াবছুরূ বিহী ফাক্বাবাদ্ব্‌তু

ওহে ছামেরী। (৯৬) সে বলিল, আমি দেখিয়াছিলাম যাহা অন্য লোকেরা দেখে নাই তখন আমি এক মুষ্টি ভর্ত্তি করিয়া লইলাম

---

(৯৬) হজরত জিব্রাইল আমিনের ঘোড়ার বা বাহনের পা যেখানে পড়িত, সেখানে নতুন গাছের উদ্ভব ঘটিত। ঘটনা চক্রে ইহা ছামেরী দেখিয়াছিল এবং সেই স্থানের একটু মাটি সে নিজের সঙ্গে করিয়া আনিয়া ছিল। ফলে মাটির বাছুরের মুখের মধ্যে উক্ত মাটি রাখিলে উহা সুন্দর আওয়াজ দিতে পারিত। বস্তুতঃ ইহা ছিল আল্লাহর তরফ হইতে হজরত মূসার উম্মত গণের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। এই পরীক্ষায় অনেকেই ঈমান হারা হইয়াছিল। (মোয়ালেম)

قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِىْ

ক্বাব্‌দ্বাতাম্ মিন্ আছারির্‌রাছুলী ফানাবাজতুহা ওয়া কাজালিকা ছাউওয়ালাত্‌লী

ফেরেশ্‌তার পদ চিহ্ন এর মৃত্তিকা হইতে, তারপর আমি উহাকে সাঁধাইয়া দিলাম ঐ বাছুরে, আর তখন এইরূপই যুক্তি দিয়াছিল, আমাকে

نَفْسِىْ ○ ٩٧- قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ

নাফ্‌ছী। ৯৭। ক্বালা ফাজ্‌হাব ফাইন্নালাকা ফিল্ হায়াতি আন্ তাকুলা

আমার মন। (৯৭) বলিল, যাও, দূর হও, ইহ জীবনে তোমাদের এই শাস্তি যে তুমি বলিয়া বেড়াইতে থাক যে,

لَا مِسَاسَ ص وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ج وَانْظُرْ اِلٰى

লামিছাছা ; ওয়া ইন্না লাকা মাউয়িদাল্লান্ তুখ্‌লাফাহু ; ওয়ান্‌জুর্ ইলা

ছুঁইও না ; তোমার জন্য এক আরও ওয়াদা রহিয়াছে, যাহা তোমার উপর হইতে টলিবার নহে, আর তুমি দৃষ্টিপাত কর তোমার

اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ط لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ

ইলাহিকা ল্লাজি জাল্‌তা আ'লাইহি আ'কিফা ; লানুহার্‌রিকান্নাহু ছুম্মা

বাছুর-এর দিকে, যাহার পূজার উপর তুমি জমিয়া বসিয়াছিলে, উহাকে আমি জালাইয়া দিব, তারপর

لَنَنْسِفَنَّهٗ فِى الْيَمِّ نَسْفًا ○ ٩٨- اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ

লানান্‌ছিফান্নাহু ফিল্ ইয়াম্মি নাছ্‌ফা। ৯৮। ইন্নামা ইলাহুকুমুল্লাহুল্লাজী

আমি উহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিব। (৯৮) হে লোক সকল। তোমাদের প্রকৃত মা বুদ আল্লাহ্‌-ই, যাঁহার

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ○ ٩٩- كَذٰلِكَ

লা ইলাহা ইল্লাহু ; ওয়াছিয়া' কুল্লা শাইয়ীন্ ই'ল্‌মা। ৯৯। কাজালিকা

ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই আর তাঁহার এল্‌ম সর্ব জিনিসের উপর ছাইয়া রহিয়াছে। (৯৯) এই প্রকারে

نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ج وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ

নাকুছ্‌ছু আ'লাইকা মিন্ আম্বা-ই মা-ক্বাদ্ ছাবাক্বা ; ওয়াক্বাদ্ আ তাইনা-কা

আমি অতীত ঘটনাবলীর বিষয়ে তোমাকে শুনাইতেছি, আর নিশ্চয় আমি তোমাকে দান করিয়াছি

مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ۚ ١٠٠ - مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ

মিল্লা দুন্না জিক্‌রা। ১০০। মান্ আ'রাদ্বা আ'ন্‌হু ফাইন্নাহু ইয়াহ্‌মিলু ইয়াউমাল্

নিজের নিকট হইতে কোরআন। (১০০) যে ব্যক্তি মুখ ঘুরাইল উহা হইতে, নিশ্চয় সেই ব্যক্তি উঠাইবে কেয়ামত

الْقِيَامَةِ وِزْرًا ١٠١ - خَالِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ক্বিয়ামাতি বিয্‌রা। ১০১। খা-লিদীনা ফীহি; ওয়া ছাআ লাহুম্ ইয়াউমাল্ ক্বিয়ামাতি

দিবসে এক গুরু বোঝা। (১০১) আর এই অবস্থাতেই চিরকাল উহাতে থাকিবে, আর কি-ই জঘন্যতর বোঝা, যাহা ইহারা কেয়ামত দিবসে

حِمْلًا ١٠٢ - يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ

হাম্‌লা। ১০২। ইয়াওমা ইউন্‌ফাখু ফিছ্‌ছুরী ওয়া নাহশুরুল্ মুজ্‌রিমীনা

উঠাইবে। (১০২) যে দিবস "ছুরে" ফুৎকার করা যাইবে, আর আমি পাপীগণকে জড় করিব

يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۚ ١٠٣ - يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا

ইয়াউমায়িজিন্ যুর্‌কা। ১০৩। ইয়াতাখাফাতূনা বাইনাহুম্ ইল্লাবিছ্‌তুম্ ইল্লা

সে দিবস উহাদের চক্ষুগুলি ভয়ে নীলবর্ণ হইবে। (১০৩) উহারা আপোষে চুপে চুপে বলিতে থাকিবে যে, দুনিয়ায় তোমরা ছিলে মাত্র

عَشْرًا ١٠٤ - نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ

আ'শ্‌রা। ১০৪। নাহনু আ'লামু বিমা ইয়াকূলুনা ইজ্ ইয়াকূলু আম্‌ছালুহুম্

দশ দিবস। (১০৪) আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যদ্রূপ কথা ইহারা বলিবে যে ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে অধিক উত্তম হইবে, সে ব্যক্তি বলিবে

طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ع ١٠٥ - وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ ع

ত্বারীকাতান্ ইল্লাবিছ্‌তুম্ ইল্লা ইয়াউমা। ع ১০৫। ওয়া ইয়াছ্ আলুনাকা আ'নিল্ জ্বিবালি ৫

না-হে তোমরা থাকিয়া থাকিবে মাত্র একদিন। (১০৫) আর তোমার কাছে পাহাড়গুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে ৫ রুকু

(১০৫) পাহাড় আল্লাহ তাআ'লার এক আজব সৃষ্টি। এই পাহাড়ের দিকে তাকাইলে আল্লাহর বিশাল কুদরতের নমুনা অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাহাড়গুলিতে রহিয়াছে আল্লাহর কুদরতের অশেষ নমুনা। (ইবনে জারীর)

فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۙ ١٠٦- فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۙ

ফাকুল্ ইয়ান্ছিফুহা রাব্বি নাছ্ফা। ১০৬। ফাইয়াজারুহা ক্বাআন্ ছাকছাফা।

অতএব তুমি ইহাদিগকে বল যে, আমার প্রভু ঐ গুলিকে ধূলা করিয়া চতুর্দ্দিকে উড়াইয়া দিবেন। (১০৬) এবং ভূমিকে সমতল ময়দান করিয়া ছাড়িবেন,—

١٠٧- لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ط ١٠٨- يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ

১০৭। লা-তারা ফীহা ইওয়াজ্বাউ ওয়ালা আম্তা। ১০৯। ইয়াউমাইজিঁই য়্যাত্তাবিউনাদ্ দাইয়া

(১০৭) তখন না-ত তুমি উহাতে কোথাও বক্রতা দেখিবে, আর না উচ্চ নীচ দেখিবে (১০৮) সে দিবস পিছন ধরিবে লোক আহ্বানকারীর

لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ

লা-ইওয়াজ্বালাহু ; ওয়াখাশাআতিল্ আছওয়াতু লির্‌রাহমানি ফালা তাছমাউ

উহার, এদিকে ওদিকে না ঘুরিয়া আর রহমানের সম্মুখে সকলেরই বাক্য বন্ধ হইয়া যাইবে, অতএব তুমি আর কিছু শুনিবে না

إِلَّا هَمْسًا ۝ ١٠٩- يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ

ইল্লা হামছা। ১০৯। ইয়াউমাইজিল্লা তান্ফাউশ শাফা আতু ইল্লা মান্ আজিনা

চুপ চুপের কথা ছাড়া। (১০৯) সে দিবস কাহারও সুপারিশ ফলদায়ক হইবে না, কিন্তু যাহাকে অনুমতি দান করেন

لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝ ١١- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

লহুর রাহ্‌মানু ওয়া রাদ্বিয়া লাহু ক্বাউলা। ১১০। ইয়া'লামু না বাইনা আইদিহীম্

রহমান, আর যাহার কথা পছন্দ করেন। (১১০) তিনি তৎসমুদয়ই অবগত আছেন যাহা কিছু লোকের সম্মুখে হইতেছে

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝ ١١١- وَعَنَتِ الْوُجُوهُ

ওয়ামা খাল্ফাহুম্ ওয়ালা ইয়োহিত্বুনা বিমী ইল্মা। ১১১। ওয়া আনাতিল্ বুজ্বুহু

আর যাহা কিছু উহাদের অগ্রে হইয়া গিয়াছে আর লোক দিগের এলম তাঁহাকে বেষ্টন করিতে পারেনা। (১১১) আর কেয়ামত দিবসে সকলেরই মুখ অবনমিত রহিবে

لِلْحَىِّ الْقَيُّوْمِ ط وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ٥ ١١٢- وَمَنْ يَّعْمَلْ

লিল্ হায়্যিল্ ক্বাইয়ুম্ ; ওয়া ক্বাদ্ খাবা মান্ হামালা জুল্ মা ; ১১২। ইয়া মাইয়া' মাল্

জীবিত ও চিরস্থায়ীর সম্মুখে সে দিবস তাহারই ধ্বংসত্ব রহিয়াছে যে ব্যক্তি কোনও প্রকারের জুলুমের বোঝা উঠাইবে (১১২) আর যে ব্যক্তি আমল করিবে

مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا

মিনাছ্ ছালিহাতি ওয়া হুয়া মুমিনুন্ ফালা ইয়া খাফু জুল্ মাউ ওয়ালা

সৎকাজের, আর সেই ব্যক্তি মো'মেনও হইবে, তবে তাহার না-ত অবিচারের ভয় থাকিবে, আর না

هَضْمًا ١١٣- وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا

হাদ্ব্ মা। ১১৩। ওয়া কাজালিকা আনযাল্নাহু কোর্আনান্ আরাবিয়্যাউ ওয়া ছার্রাফনা

অধিকার বঞ্চিতের আশঙ্কা থাকিবে। আর কোরআন যদ্রূপ এক্ষণ আরবী ভাষায় রহিয়াছে (১১৩) আমি অনুরূপই উহাকে আরবী ভাষায় কোরআন নাজেল করিয়াছি এবং আমি নানা প্রকারে শুনাইয়া দিয়াছি

فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ٥

ফিহী মিনাল্ ওয়াইদী লাআল্লাহুম্ ইয়াত্তাকূনা আউ ইয়োহদিছু লাহুম জিক্রা

উহাতে ভীতির বিষয় যাহাতে লোক ভয় করে, কিম্বা ইহার দ্বারা উহাদের মধ্যে সুক্ষ্মচিন্তার উদ্রেক হয়।

١١٤- فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ

১১৪। ফাতাআ লাল্লাহুল্ মালিকুল্ হাক্-ক্বু ; ওয়ালা তাজ্আল্ বিল্ কোরআনি

(১১৪) অপিচ আল্লাহ্, উচ্চমর্য্যাদাশালী প্রকৃত সম্রাট, আর হে নবী। তুমি দ্রুততা প্রকাশ করিও না কোরআন পাঠ সম্বন্ধে,

مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ز وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ٥

মিন্ ক্বাব্ লি আইয়ূক্দ্বা ইলাইকা ওয়াহ্ইহু ; ওয়া কুর্ রাব্বি জিদ্নী ইলমা

অহী সমাপ্ত হওয়ার আগে, তোমার দিকে কোরআনের যে অহী করা যাইতেছে, আর তুমি প্রার্থনা করিতে থাক যে হে আমার প্রভু, আমাকে আরও বেশী এল্ম দান করুন।

(১১৩) পবিত্র কোরআন আরবী ভাষায় নাজিল হইয়াছে। এই ভাষার মর্তবা অত্যন্ত বেশী। কেননা ইহা আল্লাহর পছন্দনীয় পবিত্র ভাষা। কবরে, হাশরে, বেহেশতেও আরবী ভাষায়ই কথা বার্তা বলিতে হইবে। ইহার মত নেয়ামত আর কিছু নাই। (ফতহুল ক্বাদীর)

১১৫- وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ

১১৫। ওয়ালাক্বাদ আহিদ্না ইলা আদামা মিন্ ক্বাব্লু ফানাছিয়া ওয়া'লাম নাজ্বিদ্
(১১৫) আর আমি পুর্ব্ববর্ত্তী যুগে আদমের নিকট হইতে ওয়াদা লইয়াছিলাম, অথচ আদম সে ওয়াদার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, আর আমি প্রাপ্ত হই নাই

لَهُ عَزْمًا ع ১১৬- وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

৪ ৬ — ৬ রুকু

লাহু আজমা। ع ১১৬। ওয়া ইজক্বুল্না নিল্মালাই কাতিছ্ জুদু লিআদাবা ফাছাজাহু
উহার মধ্যে সহ্যগুণ। (১১৬) আর আমি যখন ফেরেশ্তাদিগকে বলিয়াছিলাম যে তোমরা আদমের সম্মুখে ছেজ্দাহ কর,, তখন সকলেই ছেজ্দাহ্ করিল,

إِلَّا إِبْلِيسَ ط أَبَىٰ ○ ১১৭- فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا

ইল্লা ইব্লিছা ; আবা। ১১৭। ফাক্বুলনা ইয়া আদামু ইন্না হাজা
কিন্তু ইব্লীছ—এন্কার করিল (১১৭) তখন আমি আদমকে বলিলাম আদম! নিশ্চয় এ

عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ

আদুবুল্লাকা ওয়ালি জাউজ্বিকা ফালা ইয়োখ্রিজ্বান্না কুমা মিনাল্ জান্নাতি
তোমার ও তোমার ভার্য্যার শত্রু, অতএব যেন এরূপ না হয় যে, তোমাদের উভয়কে বেহেশ্ত হইতে বাহির করিয়া দেয়

فَتَشْقَىٰ ○ ১১৮- إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ১১৯- وَأَنَّكَ

ফাআশক্বা। ১১৮। ইন্নালাকা আল্লা তাজু্আ ফিহা ওয়ালা তা'রা। ১১৯। ওয়া আন্নাকা
ফলে তোমাদের বিপদ ঘটিয়া বসে। (১১৮) আর এখানে তুমি না-ত উপবাস থাক, আর না বিবস্ত্র থাক। (১১৮) আর এই যে

(১১৬) ছেজদার অর্থ দুই প্রকার। এক হইল, মাথা অবনত করিয়া সম্মান প্রদর্শন করা। দ্বিতীয় হইল জমীনে কপাল লাগাইয়া প্রণিপাত করা। হজরত আদমের জন্য এই উভয়বিধ সেজদার মধ্যে কোন প্রকার সেজদার জন্য আল্লাহ্ ফিরিশ্তাদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে এই সেজদার দ্বারা যে হজরত আদমের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানো হইয়াছে ইহা সহজেই অনুমেয়। (কবীওর ফতহুল্ বারী)

لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحٰى ٥ ١٢٠- فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ

ল-তাজমাউ ফিহা ওয়ালা তাদ্‌হা। ১২০। ফাওয়াছ্‌ওয়াছা ইলাইহিশ্‌ শাইত্বানু ক্বালা

এখানে না-ত তোমার পিপাসা লাগে আর না তুমি রৌদ্রে থাক। (১২০) তখন শয়তান আদমকে ফুসলাইল এবং বলিল

يٰاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ

ইয়া আদামু হাল্‌ আদুল্লুকা আলা শাজারাতিল্‌ খুল্‌দি ওয়া মুল্‌কিল্‌

আদম! তুমি যদি বল, আমি তোমাকে বলিয়া দিই চিরকাল জীবিত থাকা-র বৃক্ষে-র সন্ধান, যাহা খাইলে তুমি চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে আর তোমাকে বলিয়া দিই এরূপ বাদশাহীর সন্ধান

لَّا يَبْلٰى ٥ ١٢١- فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا

লা-ইয়াবলা। ১২১। ফাআকলা মিন্‌হা ফাবাদত লাহুমা ছাউআতুহুমা

যাহা কখনও পুরানো না হয়। (১২১) অনন্তর উভয়ে উহা হইতে খাইয়া বসিল, তখন প্রকাশ হইয়া পড়িল উহাদের উভয়ের প্রতি নিজ নিজ লজ্জাস্থান

وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ز وَعَصٰى

ওয়া ত্বাফিক্বা ইয়াখ্‌ছিফানি আলাইহিমা মিঁউ ওয়ারাক্বিল্‌ জান্নাহ; ওয়া আছা

আর উভয়ে বেহেশ্‌ত বাগানের পাতাগুলি নিজেদের লজ্জাস্থানের উপর ঢাকা দিতে, লাগিল আর যখন না-ফরমানী করিল

اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ج صلے ١٢٢- ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ

আদামুর্‌রাব্বাহু ফাগ্বাওয়া। ১২২। ছুম্মাজ্‌তাবাহু রাব্বুহু ফাতাবা আলইহি

আদম নিজের প্রভুর, তখন পথ বিচ্যুত হইল। (১২২) তৎপর উহার প্রভু উহাকে নিজের অনুকম্পা দান করিলেন এবং উহার তাওবাহ্‌ কবুল করিলেন

وَهَدٰى ٥ ١٢٣ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج

ওয়া হাদা। ১২৩। ক্বালাহবিত্বা মিন্‌হা জামিআম্‌ বা'দ্বুকুম্‌ লিকা'দ্বিন্‌ আদুব্বুন্‌;

আর সুপথ দেখাইলেন। (১২৩) আদম আল্লাহর না-ফরমানী করিলে তখন আল্লাহ্‌ শয়তানকে ও আদমকে হুকুম করিলেন যে তোমরা সকলে বেহেশ্‌ত হইতে নীচে নামিয়া যাও তোমরা একে অন্যের শত্রু

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا

ফাইন্না ইয়া তিয়ান্নাকুম্ মিন্নি হুদান্; ফামানিত্তাবাআ হুদায়া ফালা

অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ হইতে হেদায়েত আসে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি হেদায়েতের উপর চলিবে, তবে না-ত

يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ○ ١٢٤- وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً

ইয়াদ্বিল্লু ওয়ালা ইয়াশ্‌কা। ১২৪। ওয়া মান্ আ'রাদ্বা আন্ জিক্‌রি ফাইন্নালাহু মাই শাতান্

সেই ব্যক্তি বিচ্যুত হইবে, আর না ধ্বংসত্বের মধ্যে পতিত হইবে। (১২৪) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে, তবে তাহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে

ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ○ ١٢٥- قَالَ رَبِّ لِمَ

দ্বান্‌কাউ ওয়া নাহ্‌শুরুহু ইয়াউমাল্ ক্বিয়ামাতি আ'মা। ১২৫। ক্বালা রাব্বি লিমা

অশান্তির মধ্যে, আর আমি তাহাকে কেয়ামত-দিবসে অন্ধ করিয়া উঠাইব। (১২৫) সেই ব্যক্তি বলিবে হে আমার প্রভু, কেন

حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ○ ١٢٦- قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ

হাশারতানি আ'মা ওয়া ক্বাদ্ কুন্তু বাছিরা। ১২৬। ক্বালা কাজালিকা আতাত্‌কা

আপনি আমাকে অন্ধ করিয়া উঠাইয়াছেন, আমি ত দুনিয়ায় উত্তমরূপ দেখিতাম। (১২৬) আল্লাহ্ তখন ফরমাইবেন, এইরূপই তোর কাছে আসিয়াছিল

اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ج وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ○ ١٢٧- وَكَذٰلِكَ

আয়াতুনা ফানাছিতাহা; ওয়া কাজালিকাল্ ইয়াউমা তুন্‌ছা। ১২৭। ওয়া কাজালিকা

আমার আয়াতসমূহ, কিন্তু তুই তাহার কিছুই খবর নিস নাই, আর অনুরূপই আজ তোরও খবর লওয়া হইবে না। (১২৭) আর এইরূপই

نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ط وَلَعَذَابُ

নাজ্‌জি মান্ আছরাফা ওয়ালাম্ ইয়ো' মিম্ বিআয়াতি রাব্বিহি; ওয়ালা আজাবুল্

আমি তাহাকে বিনিময় প্রদান করিয়া-থাকি, যে-ব্যক্তি অতিরিক্ততা করে এবং নিজের প্রতিপালকের আয়াতগুলির প্রতি ঈমান না আনে, আর নিশ্চয়ই পরকালের

(১২৪) আল্লাহর জিকির বল্‌তে এই আয়াতে নামাজকে বুঝানো হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহা দ্বারা তরীকতের জিকির এর প্রতি অনুপ্রাণীত করা হইয়াছে। তবে যে কোন প্রকার জিকিরই হউক না কেন, যদি উহার দ্বারা আল্লাহর রেজামন্দির আশা না করা হয়, তবে সবই বিফল হইয়া যাইবে। (হাকায়েকুল আখবার)

ولَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ٥ ١٢٨- اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا

আখিরাতি আশাদ্দু ওয়া আবক্বা। ১২৮। আফালাম্ ইয়াহদি লাহুম্ কাম্ আহলাকনা
শাস্তি খুবই কঠোর এবং দীর্ঘস্থায়ী। (১২৮) লোকদিগের কি ইহার দ্বারা শিক্ষালাভ হয় নাই যে, আমি কত দলকে ধ্বংস করিয়া মারিয়াছি

قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ

ক্কাব্লাহুম্ মিনাল্ ক্কুরুনি ইয়ামশুনা ফি মাছাকিনিহীম্; ইন্না ফি জালিকা
ইহাদের অগ্রে আর এক্ষণ ইহারা উহাদেরই বসবাসের স্থানগুলিতে চলিতেছে, নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে

لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ع ١٢٩- وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ

লাআয়াতিল্ লিউলিন্নুহা। ع ১২৯। ওয়া লাউলা কালিমাতুন্ ছাবাক্বাত্ মির্‌রাব্বিকা
বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে জ্ঞানীগণের জন্য। (১২৯) আর হে নবী। লোকদিগের কার্য্যাবলী ত, এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, যদি এক কথা তোমার প্রভু আগে না ফরমাইয়া দিতেন

ع ৭ / ৭ রুকু

لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ط ١٣٠- فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ

লাকানা লিজামাউ ওয়া আজ্বালুন্ মুছাম্মা। ১৩০। ফাছ্‌বির আলা মাইয়া ক্কুলুনা
আর নির্দ্ধারিত সময় ধার্য্য না হইত, তবে এক অনিবার্য্য বিষয় ছিল। (১৩০) অতএব হে নবী! তুমি ছবর কর যদ্রূপ কথা ইহারা বলিতেছে,

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ج وَمِنْ

ওয়া ছাব্বিহ্ বিহাম্‌দি রাব্বিকা ক্কাবলা ত্বুলুইশ্ শাম্‌ছি ওয়া ক্কাবলা গ্বুরুবিহা; ওয়া মিন্
আর তুমি তোমার প্রভুর হাম্‌দ্ ও ছানা-এর সাথে তাঁহার তছবীহ করিতে থাক, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও উহার অস্ত যাওয়ার পূর্ব্বে আর রাত্রির

اٰنَاۤئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ٥

আনাইল্লাইলী ফাছাব্বিহ ওয়া আত্বরাফান্নাহারি লাআল্লাকা তারদ্বা
সময়ে, আর দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি তছবীহ করিতে থাক, যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাও।

١٣١- وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ

১৩১। ওয়ালা তামুদ্দান্না আইনাইকা ইলা মা মাত্তানা বিহী আজ ওয়াজ্বাম্ মিন্‌হুন্
(১৩১) আর হে নবী। তুমি নিজের দৃষ্টি চালনা করিও না তাহার দিকে, যাহার দ্বারা আমি উপকার প্রদান করিয়াছি বিভিন্ন রকমের লোকদিগকে,

زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ط وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ

জাহরাতাল্ হায়াতিদ্দুন্ইয়া ; লিনাফ্তিনাহুম্ ফিহী ; ওয়া রিজ্কু রাব্বিকা খাইরুউ

পার্থিব জীবনের শোভন—যাহাতে আমি উহাদিগকে উহাতে পরীক্ষা করি, আর হে নবী। তোমার প্রভুর প্রদত্ত রুজী উত্তম

وَّاَبْقٰى ০ ١٣٢ وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ط

ওয়া আবক্বা। ১৩২। ওয়ামুর আহ্লাকা বিছ্ছালাতি ওয়াছত্বাবির আলাইহা

ও দীর্ঘস্থায়ী। (১৩২) আর তুমি নিজের পরিবারভুক্ত লোকদিগকে নামাজের তাকীদ কর, আর নিজেও উহার পা-বন্দ থাক,

---

لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ط نَحْنُ نَرْزُقُكَ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ০

লা-নাছ আলুকা রিয্ক্বা ; নাহনু নারজু ক্বুকা ; ওয়াল আক্বিবাতু লিত্তাকওয়া।

আমি তোমার কাছে ত রুজী চাহিনা, বরং আমিই তোমাকে রুজী দিয়া থাকি, আর পরিণাম ত পরহেজগারীরই রহিয়াছে।

١٣٣- وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ط اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ

১৩৩। ওয়া ক্বালু লাউলা ইয়া'তিনা বিআয়াতিন্ মির্রাব্বীহি ; আওয়ালাম্ তা'তিহিম্

(১৩৩) আর য়িহুদী ও খৃষ্টানগণ বলিয়া থাকে যে, এই পয়গাম্বর কেন আনয়ন করে না আমাদের নিকটে কোনও নিদর্শন, নিজের প্রভুর দিক হইতে, ইহাদের নিকট কি পৌঁছে নাই

بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ০ ١٣٤ وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنٰهُمْ

বাইয়্যিনাতু মা ফিছ্ ছুহুফিল্ উলা। ১৩৪। ওয়া লাউ আন্না আহলাকনাহুম্

পুরাকালীনের গ্রন্থগুলির সাক্ষ্য। (১৩৪) আর যদি আমি ইহাদিগকে হালাক করিয়া দিতাম

---

(১৩২) এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, শুধু কেবল নিজে নামাজী হইলেই চলিবেনা, বরং পরিবার পরিজনদিগকে নামাজী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কেননা নামাজ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের জন্য এমন একটি এবাদত যাহাতে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের পথ সুগম রহিয়াছে। নামাজী ব্যক্তি মূলতঃ মুর্দার ব্যক্তির লাশের মত। মুর্দারের লাশের যেমন আল্লাহ ছাড়া গতি নাই, তদ্রূপ নামাজী ব্যক্তি ও নামাজের মধ্যে আল্লাহর ইচ্ছার উপরই আত্ম সমর্পন করিয়া থাকে। (মোয়ালেম)

بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا

বিআজাবি মিন্ ক্বাব্‌লিহি লাক্বালু রাব্বানা লাউলা আরছাল্‌তা ইলাইনা

কোনও আজাব দ্বারা কোরআনের অগ্রে, তাহা হইলে ইহারা নিশ্চয়ই বলিত যে, হে আমাদের প্রভু, আপনি কেন আমাদের দিকে প্রেরণ করেন নাই

رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ٥

রাছুলান্ ফানাত্তাবিয়া আয়াতিকা মিন্ ক্বাব্‌লি আন্নাজিল্লা ওয়া নাখ্‌যা।

কোনও রাছুল, তাহা হইলে আমরা অপনার হুকুমের উপরে চলিতাম অপদস্থ ও ঘৃণাহ হওয়ার অগ্রে।

١٣٥- قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ج فَسَتَعْلَمُوْنَ

১৩৫। কুল্‌, কুল্লুম মুতারাব্বিছুন্ ফাতারাব্বাছু ; ফাছাতা' লামুনা

(১৩৫) হে নবী। ইহাদিগকে বল যে, সকলেই প্রতীক্ষা করিতেছে অতএব তোমরাও প্রতীক্ষা কর, অপিচ ত্বরিত তোমরা জানিতে পারিবে যে,

مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِىِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ع ٥

মান্ আছহাবুছ্‌ ছিরাত্বিছ্‌ ছাবিয়্যি ওয়া মানিহ তাদা

কে সোজাপথধারী আর কে পথপ্রাপ্ত।

ع ৮ — ৮ রুকু

(১৩৬) হেদায়েত দুই প্রকার। প্রথম হইল মূল রাস্তা প্রদর্শন করা। এই রাস্তা দেখানো শরীর দ্বারা, অন্য কোন বস্তু দ্বারা কিংবা বাক্য দ্বারা যাহা কিছু দ্বারাই হউক সব কিছুই শামিল রহিয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার হেদায়েত হইল মঞ্জিলে মাকছুদে উপনীত হওয়া ও আকাঙ্খা পূর্ণ হওয়া। এই আয়াতে প্রথম প্রকার হেদায়েত ও দ্বিতীয় প্রকার হেদায়েত, উভয়ই বুঝানো হইয়াছে। কেননা সোজা পথে চলিয়া যে ব্যক্তি আল্লাহ, রাব্বুল ইজ্জতের প্রকৃত হেদায়েতের সন্ধান লাভ করিয়াছে, তাহার জন্য উভয়বিধ হেদায়েতই কার্যকরী হইয়াছে। কিন্তু যাহারা সোজা পথ অর্থাৎ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিবে না, তাহারা প্রকৃতই হেদায়েত হইতে বঞ্চিত থাকিবে। বস্তুতঃ আগে মুসলমান হওয়া এবং পরে হেদায়েতের আশা পোষণ করিতে হইবে। (তাফহীম)

ছুরা—আল্আম্বিয়া ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিছ্মিল্লাহির্ রাহ্মানির্ রাহীম অতি দয়াময় ও পরম কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে।	এই ছুরায় ৭ রুকু ও ১১২ আয়াত।

١ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۚ ٢- مَا يَاْتِيْهِمْ

১। ইক্‌তারাবা লিন্নাছি হিছাবুহুম্ ওয়াহুম্ ফী গাফ্‌লাতিম্ মু'রিদ্বূন। ২। মা ইয়া'তীহিম্

(১) লোকদের নিকট তাহাদের বিচারকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে, অথচ ইহারা গাফ্‌লতিতে পড়িয়া আছে, বিশ্বাস আনয়নে বিরত রহিয়াছে।

مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۙ

মিন্ জিক্‌রিম্ মির্‌রাব্বিহিম্ মুহ্‌দাছিন্ ইল্লাছ্‌ তামাউ'হু ওয়াহুম্ ইয়াল্ আ'বুন।

(২) তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে যে কোন নূতন নছীহতই তাহাদের নিকট পেঁৗছে, তাহারা উহাকে বিদ্রূপ সহকারে, অন্য মনস্কভাবে শ্রবণ করে।

٣- لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ط وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ق صلے الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ق صلے هَلْ هٰذَا

৩। লাহিয়াতান্ ক্বুলূবুহুম্, ওয়া আছার্‌রুন্ নাজ্‌ওয়াল্লাজীনা জালামু ; হাল্‌ হাজা

(৩) এই জালেমরা হঠকারী চিত্তে কানাঘুসা করেঃ এই ব্যক্তি

اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ج اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ٥ ٤- قَلَ

ইল্লা বাশারুম্ মিছ্‌লুকুম, আফাতা'তূনাছ্‌ ছিহ্‌রা ওয়া আন্তুম্ তুব্‌ছিরূন। ৪। ক্বালা

তোমাদেরই মত একজন মানুষ মাত্র। তবু কি তোমরা দেখিয়া শুনিয়া যাদুর দিকে গমন করিবে?

(৪) রাসূল বলিল,

رَبِّىْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ز وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥

রাব্বি ইয়া'লামুল্‌ কাউলা ফিছ্‌ছামাই ওয়াল্‌ আর্‌দ্বি, ওয়াহুয়াছ্‌ ছামীউ'ল আ'লীম।

আমার প্রভু আসমানে ও জমীনে আলোচিত সকল কথাই অবহিত আছেন। বস্তুতঃ তিনি অতিশয় শ্রোতা, জ্ঞাতা (৫) অধিকন্তু তাহারা ইহাও বলে, কোরআন প্রলাপ উক্তি,

٥- بَلْ قَالُوْا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلِ افْتَرٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ج صلے

৫। বাল্ ক্বালূ আদ্ব্‌গাছু আহ্‌লামিম্ বালিফ্‌তারাহু বাল্‌ হুয়া শাই'র,

(৫) বরং সে ইহাকে নিজ হইতে রচনা করিয়াছে, বরং সে একজন কবি,

فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ○ ٦- مَا آمَنَتْ

ফাল্‌ইয়া'তিনা বিআইয়াতিন্‌ কামা উর্‌ছিলাল্‌ আউওয়ালুন। ৬। মা আমানাত

যদি সে রাসূলই হয়, তবে আমাদের সামনে কোন নিদর্শন উপস্থিত করুক—যেভাবে পূর্ব্ববর্তীগণ রাসূল রূপে প্রেরিত হইতেন। (৬) ইহাদের পূর্ব্বে

قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ج أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ○

ক্বাব্‌লাহুম্‌ মিন্‌ ক্বার্‌ইয়াতিন্‌ আহ্‌লাক্‌নাহা, আফাহুম্‌ ইউ'মিনূন।

আমার কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত কোন বস্তিই ঈমান আনয়ন করে নাই, তবে ইহারা কি ঈমান আনিবে?

٧- وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا

৭। ওয়ামা আর্‌ছাল্‌না ক্বাব্‌লাকা ইল্লা রিজ্বান্‌ নূহী ইলাইহিম্‌ ফাছ্‌আলূ

(৭) এবং তোমার পূর্ব্বেও আমি আমার অহীপ্রাপ্ত কয়েকজন মানবকেই রাসূল বানাইয়াছি

أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○ ٨- وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا

আহ্‌লাজ্‌ জিক্‌রি ইন্‌ কুন্তুম্‌ লা তা'লামূন। ৮। ওয়ামা জ্বাআ'ল্‌নাহুম্‌ জ্বাছাদাল্‌

যদি ইহা তোমাদের জানা না থাকে, তবে কিতাবীগণকে জিজ্ঞাসা কর। (৮) এবং আমি তাহাদিগকে

لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ○ ٩- ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ

লা ইয়া'কুলূনাত্ব্‌ ত্বাআ'মা ওয়ামা কানূ খালিদীন। ৯। ছুম্মা ছাদাক্‌না হুমুল্‌

খাদ্য অভোজী দেহবিশিষ্ট বানাইয়াছিলাম, না তাহারা চিরস্থায়ী ছিল। (৯) অতঃপর আমি তাহাদের প্রতি ওয়াদা পূর্ণ করিয়াছি—

الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ○ ١٠- لَقَدْ

ওয়া'দা ফাআন্‌জ্বাইনাহুম্‌ ওয়া মান্নাশাউ ওয়া আহ্‌লাক্‌নাল্‌ মুছ্‌রিফীন। ১০। লাক্বাদ্‌

আমি তাহাদিগকে এবং যাহাদিগকে চাই নাজাত দিয়াছি এবং সীমা লংঘনকারীদিগকে ধ্বংস করিয়াছি।

(৮) পাপীগণের আত্মা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে চায় না। মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য পালাইবার জন্য যায়গা খুঁজিতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ ডাকিয়া বলেন যে, হে উমুক ব্যক্তি, কোথায় ভাগিতেছ? এখন ভাগিবার কোন পথই নাই। (মোজেহুল কোরআন)

ع
১
—
১
রুকু

أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ط أَفَلَا تَعْقِلُونَ ع

আন্‌যাল্‌না ইলাইকুম্‌ কিতাবান্‌ ফীহি জিক্‌রুকুম্‌ ; আফালা তা'ক্বিলুন। ع

(১০) হে অবিশ্বাসীগণ, আমি তোমাদের প্রতি তোমাদের জন্য নছীহত সমন্বিত এক কিতাব নাজেল করিয়াছি ; তারপরও কি তোমরা উপলব্ধি করিবে না ?

١١- وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا

১১। ওয়াকাম্‌ ক্বাছাম্‌না মিন্‌ ক্বার্‌ইয়াতিন্‌ কানাত্‌ জালিমাতাঁউ ওয়া আন্‌শা'না বা'দাহা

(১১) এবং আমি জালেম অধ্যুষিত কত বস্তিকে ধ্বংস করিয়াছি এবং পয়দা করিয়াছি তাহাদের পরে

قَوْمًا آخَرِينَ ○ ١٢- فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا

ক্বাউমান্‌ আখারীন। ১২। ফালাম্মা আহাছ্‌ছু বা'ছানা ইজা হুম্‌ মিন্‌হা

অন্য সম্প্রদায়কে। (১২) যখনই তাহারা আমার আজাব প্রত্যক্ষ করিয়াছে তৎক্ষণাৎ উহা হইতে তাহারা পলায়ন-পর হইয়াছে।

يَرْكُضُونَ ط ١٣- لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ

ইয়ার্‌কুদ্বুন। ১৩। লা তার্‌কুদ্বূ ওয়ার্‌জ্বিউ' ইলা মা উত্‌রিফ্‌তুম্‌ ফীহি

(১৩) পলাইও না, তোমাদের বিলাসদ্রব্য ও

وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ○ ١٤- قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا

ওয়ামাছাকিনিকুম্‌ লাআ'ল্লাকুম তুছ্‌আলূন। ১৪। ক্বালূ ইয়া ওয়াইলানা ইন্না

বাসস্থান অভিমুখে ফিরিয়া যাও। হয়তো তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে। (১৪) তাহারা বলিতে লাগিল, হায় দুর্ভাগ্য।

كُنَّا ظَالِمِينَ ○ ١٥- فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ

কুন্না জালিমীন। ১৫। ফামা যালাত্‌ তিল্‌কা দা'ওয়াহুম্‌ হাত্তা জ্বাআ'ল্‌না হুম্‌

সত্যই আমরা জালেম ছিলাম। (১৫) অতঃপর তাহাদের এই প্রলাপ চলিতেছিল—যতক্ষণ না আমি তাহাদিগকে কাটা ফসল, নিভান আগুন সদৃশ করিয়াছি।

---

(১১) পৃথিবীর জন সংখ্যার ক্রম বিবর্তন, সংকোচন, পরিবর্ধন ইত্যাদির দ্বারা মানুষের উপদেশ গ্রহণ করা উচিৎ। কেননা এই পৃথিবীর দুইটি দ্বার রহিয়াছে। একটি আসার এবং অপরটি যাওয়ার। এই আসা যাওয়ার পান্থশালায় কোন কিছুরই স্থিতিশীলতা নাই। (তাফহীম)

حَصِيدًا خَامِدِينَ ۝ ١٦- وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

হাছিদান্ খামিদীন। ১৬। ওয়ামা খালাক্‌নাছ্‌ ছামাআ ওয়াল্ আর্‌দ্বা ওয়ামা বাইনাহুমা

(১৬) এবং আমি আছমান, জমীন ও তন্মধ্যবর্ত্তী বস্তু সমূহকে ক্রিড়াচ্ছলে পয়দা করি নাই।

لَاعِبِينَ ۝ ١٧- لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ

লাই'বীন। ১৭। লাউ আ'রাদ্‌না আন্নাত্তাখিজা লাহ্‌ওয়াল্‌ লাত্তাখাজ্‌নাহু

(১৭) যদি আমি কোন বাহুল্যতা গ্রহণের ইচ্ছা করিতাম, নিশ্চয়ই আমার নিজের নিকটস্থ বস্তু দিয়াই গ্রহণ করিতাম—

مِنْ لَدُنَّا قلے إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ۝ ١٨- بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ

মিল্লাহুন্না ইন্‌কুন্না ফাই'লীন। ১৮। বাল্‌নাক্বজিফু বিল্‌হাক্‌কি

যদি আমি তাহাই করিতাম। (১৮) বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি

عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ط وَلَكُمُ الْوَيْلُ

আ'লাল্‌ বাত্বিলি ফাইয়াদ্‌মাগ্‌হু ফাইজা হুয়া জাহিক্ব ; ওয়ালাকুমুল্‌ ওয়াইলু

ফলে উহা ইহার মস্তক বিচূর্ণ কারিয়া দেয় ও ইহা বিলুপ্ত হইয়া যায় ; তোমাদের ঐরূপ বিবৃতিতে তোমাদের জন্য বড়ই আক্ষেপ।

مِمَّا تَصِفُونَ ۝ ١٩- وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَمَنْ عِنْدَهُ

মিম্মা তাছিফুন্। ১৯। ওয়ালাহু মান্ ফিছ্‌ ছামাওয়াতি ওয়াল্‌ আর্‌দ্বি ; ওয়ামান্ ই'ন্দাহু

(১৯) এবং যাহা কিছু আসমান সমূহে ও জমীনে আছে, সব তাঁহারই।

لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ج ٢٠- يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ

লা ইয়াছ্‌তাক্‌বিরূনা আ'ন্ ই'বাদাতিহী ওয়ালা ইয়াছ্‌তাহ্‌ ছিরূন। ২০। ইউছাব্বিহুনা ল্লাইলা

তাঁহার ঘনিষ্টগণও তাঁহার এবাদতে সঙ্কোচ ও ক্লান্তি বোধ করে না। (২০) তাহারা রাত-দিন

وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝ ٢١- أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ

ওয়ান্নাহারা লা ইয়াফ্‌তুরূন। ২১। আমিত্তাখাজু আলিহাতাম্ মিনাল্‌ আর্‌দ্বি হুম্

অবিশ্রান্ত ভাবে তাঁহার তছ্‌বীহ্‌ পাঠ করে। (২১) ইহারা কি জমীন হইতে

এমন সব প্রতিপালক বানাইয়াছে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে ?

يُنْشِرُوْنَ ○ ٢٢- لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ج

ইউন্‌শিরূন্। ২২। লাউকানা ফীহিমা আলিহাতুন্ ইল্লাল্লাহু লাফাছাদাতা,

(২২) যদি তদুভয় মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত বহু আল্লাহ্ থাকিত নিশ্চয়ই উভয়ে ধ্বংস হইয়া যাইত,

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ ٢٣- لَا يُسْـَٔلُ

ফাছুব্‌হানাল্লাহি রাব্বিল্ আ'র্‌শি আ'ম্মা ইয়াছিফূন। ২৩। লা ইউছ্‌আলু

সুতরাং আরশের অধিপতি আল্লাহ ইহাদের বর্ণিত বিষয় সমূহ হইতে পবিত্র।

عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ○ ٢٤- اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ط

আ'ম্মা ইয়াফ্‌আ'লু ওয়াহুম্ ইউছ্‌আলূন। ২৪। আমিত্তাখাজূ মিন্‌দুনিহী আলিহাহ্ ;

(২৩) তাঁহার কার্য্যাবলী সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হন না কিন্তু ইহারা জিজ্ঞাসিত হয়। (২৪) ইহারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে মা'বুদ বানাইয়া লইয়াছে ?

قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ج هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ ط

কুল্ হাতু বুরহানাকুম, হাজা জিক্‌রু মাম্মায়ি'আ ওয়াজিক্‌রু মান্ ক্বাব্‌লী ;

বল, তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। আমার পক্ষে এই যে আমার সমসাময়িকদের কিতাব ও আমার পূর্ব্ববর্তীদের কিতাব রহিয়াছে।

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ لا الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○ ٢٥- وَمَآ اَرْسَلْنَا

বাল্ আক্‌ছারুহুম্ লা ইয়া'লামূনাল্ হাক্‌ক্বা ফাহুম্ মু'রিদ্বূন। ২৫। ওয়ামা আর্‌ছাল্‌না

কিন্তু ইহাদের অনেকেই সত্যকে বিশ্বাস করে না ফলে তাহারা মুখ ফিরাইয়া আছে।

مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ

মিন্ ক্বাব্‌লিকা মির্ রাছুলিন্ ইল্লা নূহী ইলাইহি আন্নাহু লা ইলাহা

(২৫) তোমার পূর্ব্বে যে কোনও রাসূলই আমি প্রেরণ করিয়াছি, তাহার প্রতি এই অহী নাজেল করিয়াছি আমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই।

(২২) আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়। আল্লার একত্বকে প্রকাশ করিবার জন্য আল্লাহ্ই পৃথিবীতে পয়গম্বর-দিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এবং আসমানী কিতাব সমূহ নাজিল করিয়াছিলেন। ধর্মের মূল মন্ত্রই হইল এই তৌহিদ বাদ। এই তোহিদকে অস্বীকার করিয়া যাহারা নাফরমান হইয়া যায়, তাহারা নিস্তার পাইবার পাত্র নহে। (জাহুল্ মাআদ)

إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ٢٦ - وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ

ইল্লা আনা ফা'বুদূন। ২৬। ওয়া ক্বালুত্তাখাজার্ রাহ্‌মানু ওয়ালাদান্ ছুব্‌হানাহু,

অতএব আমার এবাদত করিতে থাক। (২৬) ইহারা আরো বলে আল্লা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন তিনি এই সব হইতে পবিত্র

بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ٢٧ - لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ

বাল্ ই'বাদুম্ মুক্‌রামূন। ২৭। লা ইয়াছ্‌বিক্বূনাহু বিল্‌ক্বাউলি ওয়াহুম্ বিআম্‌রিহী

বরং উহারা সম্মানিত বান্দা। (২৭) উহারা কথায় তাঁহার অগ্রগামী হয় না এবং উহারা তাঁহার হুকুম অনুযায়ী কাজ করে।

يَعْمَلُونَ ٢٨ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ

ইয়ামালুন। ২৮। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম্ ওয়ামা খাল্‌ফাহুম্ ওয়ালা ইয়াশ্‌ফাউ'ন,

(২৮) উহারা বিশ্বাস করে যে, তিনি উহাদের অগ্র পশ্চাৎ সবকিছু অবহিত আছেন। উহারা শুধু তাহারই পক্ষে সোপারেশ করিবে, যাহার পক্ষে

إِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ٢٩ - وَمَنْ يَقُلْ

ইল্লা লিমানির্‌তাদ্বা ওয়াহুম্ মিন্ খাশ্‌ইয়াতিহী মুশ্‌ফিকূন। ২৯। ওয়া মাইইয়াকুল্

তিনি সম্মতি দিবেন, এবং উহারা আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।

مِنْهُمْ إِنِّي إِلٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ

মিন্‌হুম্ ইন্নী ইলাহুম্ মিন্‌দুনিহী ফাজালিকা নাজ্‌যীহি জ্বাহান্নাম্;

(২৯) এবং উহাদের যে বলিবে, আমিও মা'বুদ, তিনি ছাড়া। আমি তাহাকে শাস্তি দিব দোজখে।

كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِينَ ع ٣٠ - أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا ع ২/২ রুকু

কাজালিকা নাজ্‌যিজ জালিমীন। ع ৩০। আওয়ালাম্ ইয়ারাল্লাজীনা কাফারূ

আমি জালেমদিগকে এরূপ শাস্তিই দিয়া থাকি। (৩০) এই কাফেরগণ কি দেখে না যে,

أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا

আন্নাছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল্ আর্‌দ্বা কানাতা রাত্‌ক্বান্ ফাফাতাক্ব্‌নাহুমা

আসমান সমূহ ও জমীন বদ্ধ ছিল পরে আমি উহাদিগকে মুক্ত করিয়াছি;

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ٥

ওয়া জ্বাআ'ল্না মিনাল্ মা-ই কুল্লা শাইইন্ হাইয়্যিন্ ; আফালা উ'মিনূন।

এবং পানির দ্বারা প্রত্যেক জিনিষ পয়দা করিয়াছি ; এতদ্ সত্ত্বেও কি ইহারা ঈমান আনিবে না।

٣١- وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ص وَجَعَلْنَا فِيهَا

৩১। ওয়া জ্বাআ'ল্না ফিল্ আর্দ্বি রাওয়াছিয়া আন্ তামীদা বিহীম্ ওয়া জ্বাআ'ল্না ফীহা

(৩১) এবং আমি জমীনে বহু পাহাড় স্থাপন করিয়াছি, যাহাতে উহা তাহাদিগকে লইয়া না কাঁপে ও উহাতে

فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٥ ٣٢- وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا

ফিজ্বাজ্বান্ ছুবুলাল্ লায়া'ল্লাহুম্ ইয়াহ্তাদূন। ৩২। ওয়া জ্বাআ'ল্নাছ্ ছামাআ ছাক্ফাম্

বহু প্রশস্ত রাস্তা স্থাপন করিয়াছি, এই জন্য যে, তাহারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিবে। (৩২) এবং আমি আসমানকে সুরক্ষিত ছাদ বানাইয়াছি

مَحْفُوظًا صلے ج وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ٥ ٣٣- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ

মাহ্ফুজা, ওয়াহুম্ আ'ন্ আইয়াতিনা মু'রিদ্বূন। ৩৩। ওয়া ওয়াল্লাজী খালাক্বাল্লাইলা

কিন্তু ইহারা উহার নিদর্শনরাজি হইতে অমনোযোগী রহিয়াছে। (৩৩) এবং তিনিই রাত দিন ও

وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ٥ ٣٤- وَمَا

ওয়ান্নাহারা ওয়াশ্ শাম্ছা ওয়াল্ ক্বামার, কুল্লুন্ ফী ফালাকিʼই ইয়াছ্ বাহুন। ৩৪। ওয়ামা

চন্দ্র-সূর্য্যকে পয়দা করিয়াছেন ; প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষ্য পথে ভাসিয়া বেড়ায়।

جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ط أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ

জ্বাআ'ল্না লিবাশারিম্ মিন্ ক্বাব্লিকাল্ খুল্দা ; আফাইম্ মিত্তা ফাহুমুল্

(৩৪) এবং তোমার পূর্ব্বের কোন মানবকেও আমি চিরঞ্জীব করি নাই ; অতঃপর যদি তোমার মৃত্যু হইয়া যায়, তবে তাহারা কি অমর ?

الْخَالِدُونَ ٥ ٣٥- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ

খালিদুন। ৩৫। কুল্লু নাফ্ছিন্ জাইকাতুল্ মাউত ; ওয়ানাব্লু কুম্ বিশ্ শার্রি

(৩৫) প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে ; বস্তুতঃ আমি তোমাদিগকে ভাল ও মন্দ অবস্থা দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতেছি।

وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ط وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝٣٦- وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ

ওয়াল্‌ খাইরি ফিত্‌নাহ্‌ ; ওয়া ইলাইনা তুর্‌জাউ'ন। ৩৬। ওয়া ইজা রাআ কাল্লাজীনা
কিন্তু তোমরা সকলেই আমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। (৩৬) এবং যখন এই কাফেরগণ তোমাকে দেখে

كَفَرُوْا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ط اَهٰذَا الَّذِىْ يَذْكُرُ

কাফারূ ইই ইয়াত্তাখিজ্‌নাকা ইল্লা হুজুওয়া ; আহাজাল্লাজী ইয়াজ্‌কুরু
তোমার প্রতি শুধু বিদ্রূপ করে এই নাকি, যে তোমাদের মাবুদগণের সমালোচনা করে,

اٰلِهَتَكُمْ ج وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝٣٧- خُلِقَ الْاِنْسَانُ

আলিহাতাকুম্‌; ওয়াহুম্‌ বিজিক্‌রির্‌ রাহ্‌মানি হুম্‌ কাফিরূন। ৩৭। খুলিকাল ইন্‌ছানু
অথচ তাহারা আল্লাহর জিকিরে কুফরী করে। (৩৭) মানুষ যেন দ্রুততা দিয়াই পয়দা করা হইয়াছে।

مِنْ عَجَلٍ ط سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِىْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ۝٣٨- وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى

মিন্‌ আ'জ্বাল্‌ ; ছাউরীকুম্‌ আইয়াতী ফালা তাছ্‌তা'জ্বিলূন। ৩৮। ওয়া ইয়াকূলূ না মাতা
সত্ত্বরই আমি তোমাদিগকে আমার আজাবরূপ নিদর্শন সমূহ দেখাইব। অতএব আমার কাছে
দ্রুতাগমন চাহিও না। (৩৮) ইহারা আরো বলে,

هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٣٩- لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ

হাজাল্‌ ওয়া'দু ইন্‌ কুন্তুম্‌ ছাদিক্বীন। ৩৯। লাউ ইয়া'লামুল্লাজীনা কাফারূ হীনা
কবে এই ওয়াদা পূর্ণ হইবে — যদি তোমাদের কথা সত্যই হয়? (৩৯) যদি কাফেরগণ তখনকার অবস্থা
সম্পর্কে অবহিত হইবে,

لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ

লা ইয়াকুফ্‌ফূনা আ'ও উজ্বূহিহিমুন্নারা ওয়ালা আ'ন্‌ জুহুরিহিম্‌ ওয়ালা হুম্‌
যখন তাহারা নিজেদের সম্মুখে-পশ্চাৎ হইতে আগুনকে নিবারণ করিতে পারিবে না এবং পাইবে না
কোন সাহায্য।

يُنْصَرُوْنَ ۝٤٠- بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ

ইউন্‌ছারূন্‌। ৪০। বাল্‌তা'তীহিম্‌ বাগ্‌তাতান্‌ ফাতাব্‌হাতুহুম্‌ ফালা ইয়াছ্‌তাত্বীউ'না
(৪০) কিন্তু উহারা আকস্মাৎ আসিবে ও তাহাদিগকে বিমূঢ় করিয়া দিবে। তখন তাহারা উহাকে
প্রতিরোধ করিতে পারিবে না,

رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ٥ ٤١- وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ

রাদ্দাহা ওয়ালা হুম্ ইউন্জারূন। ৪১। ওয়ালাকাদিছ্‌তুহ্‌যিআ বিরুছুলিম্ মিন্
না অবকাশ পাইবে। (৪১) বস্তুতঃ তোমার পূর্ববর্ত্তী বহু রাসূলকেও বিদ্রূপ করা হইয়াছে।

قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٥ ع

ع ৩ ৩ রুকু

ক্বাব্‌লিকা ফাহা-ক্বা বিল্লাজীনা ছাখিরূ মিন্‌হুম্ মাকানূ বিহী ইয়াছ্‌তাহ্‌যিউন। ع
তৎপর বিদ্রূপকারীদিগকে উহাদের সেই বিষ-গ্রাস করিয়াছিল।

٤٢- قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ط بَلْ هُمْ

৪২। ক্বুল্ মাইঁয়াক্‌লাউকুম্ বিল্‌লাইলি ওয়ান্নাহারি মিনার রাহমানি ; বাল্‌হুম্
(৪২) বল, কে তোমাদিগকে ও রাত-দিন আল্লাহর আজাবের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতেছে বরং তাহারা

عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ٥ ٤٣- أَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ

আ'ন্ জিকরি রাব্বিহিম্ মু'রিদ্বূন। ৪৩। আম্‌লাহুম্ আলিহাতুন্ তাম্‌নাউহুম্ মিন্
স্বীয় রবের চিন্তা হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকে। (৪৩) তাহাদের কি আমি ব্যতীত এমন মা'বুদ আছে, যাহারা ইহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে?

دُونِنَا ط لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ

দুনিনা ; লাইয়াছ্‌তাত্বিউ'না নাছ্‌রা আন্‌ফুছিহিম্ ওয়ালাহুম্ মিন্না ইউছ্‌হাবুন।
উহারা না নিজেদেরই কোন সাহায্য করিতে পারে, না আমার বিপক্ষে কেহ উহাদের সহযোগিতা করিতে পারে।

٤٤- بَلْ مَتَّعْنَا هٰؤُلَاءِ وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ

৪৪। বাল্ মাত্তা'না হা-উলাই ওয়া আবাআহুম্ হাত্তা ত্বালা আলাইহিমুল
(৪৪) বরং আমি ইহাদিগকে ও ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগকে সুদীর্ঘকাল যাবৎ প্রচুর মাল-দৌলৎ দিয়া আসিয়াছি।

الْعُمُرُ ط أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ

উ'মুরু ; আফালা ইয়ারাউনা আন্না না'তিল্ আর্‌দ্বা নান্‌ক্বুছুহা মিন্
তবে ইহারা কি দেখিতেছে না যে, আমি ইহাদের চতুর্দ্দিক হইতে জমীনকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দিতেছি?

اَطْـرَافِهَـا ط اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ○ ٤٥- قُلْ اِنَّمَا اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْىِ ز صلے

আত্ব্‌রাফিহা ; আফাহুমুল্‌ গ্বালিবূন। ৪৫। ক্কুল ইন্নামা উন্‌যিরুকুম্‌ বিল্‌ ওয়াহ্‌ই,
তবে ইহারা কি বিজয়ী হইবে? (৪৫) বল, আমি শুধু অহী অনুযায়ীই তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছি,

وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ○ ٤٦- وَلَئِنْ

ওয়ালা ইয়াছ্‌মাউ'ছ্‌ ছুম্মুদ্‌ দুআ'আ ইজা মা ইউন্‌জারূন। ৪৬। ওয়ালাইম্‌
কিন্তু এই বধিরেরা, যখন ভয় প্রদর্শিত হয়, আহ্বানে কর্ণপাতই করে না। (৪৬) বস্তুতঃ

مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ

মাছ্‌ছাত্‌হুম্‌ নাফ্‌হাতুম্‌ মিন্‌ আ'জাবি রাব্বিকা লাইয়াক্কূলুন্না ইয়া ওয়াইলানা
যদি তোমার প্রভুর আজাবের এক ঝাপটাও ইহাদিগকে সমর্থ করে, ইহারা বলিবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য।

اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○ ٤٧- وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ

ইন্না কুন্না জালিমীন। ৪৭। ওয়া নাদ্বাউল্‌ মাওয়াযিনাল্‌ ক্বিছ্‌ত্বা লিইয়াউমিল্‌
আমরা জালেমই ছিলাম। (৪৭) এবং কেয়ামতের দিন ন্যায়ের মানদণ্ড স্থাপন করিব

الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ط وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ

ক্বিয়ামাতি ফালা তুজ্‌লামু নাফ্‌ছুন্‌ শাইআ ; ওয়া ইন্‌ কানা মিছ্‌ক্কালা হাব্বাতিম্‌
ফলে কেহই আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না ; বস্তুতঃ যদি সরিষার একটি দানা বরাবরও হয়, উহাকে আমি হাজির করিব।

مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ط وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ○ ٤٨- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا

মিন্‌ খার্‌দালিন্‌ আতাইনা বিহা ; ওয়া কাফা বিনা হাছিবীন্‌। ৪৮। ওয়ালাক্বাদ্‌ আতাইনা
এবং হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট। (৪৮) বস্তুতঃ আমি দিয়াছিলাম

مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ○ لا

মুছা ওয়া হারূনাল্‌ ফোর্‌কানা ওয়া দ্বিয়াআঁউ ওয়া জিক্‌রাল্লিল্‌ মুত্তাকীন্‌।
মূসা ও হারূণকে ফয়সালাকারী ও উজ্জ্বল এবং নছীহত বাণী মোত্তাকীদের জন্য।

৪৯- الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ○

৪৯। আল্লাজীনা ইয়াখ্‌শাউনা রাব্বাহুম্‌ বিল্‌গাইবি ওয়াহুম্‌ মিনাছ্‌ ছাআ'তি মুশ্‌ফিকূন।

(৪৯) যাহারা না দেখিয়াও স্বীয় রবের ভয় করে ও ভয় রাখে কেয়ামতের।

ع ৪/৪ রুকু

৫০- وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ع

৫০। ওয়া হাজা জিক্‌রুম্‌ মুবারাকুন্‌ আন্‌যাল্‌নাহু ; আফাআন্তুম্‌ লাহু মুন্‌কিরূন। ع

(৫০) এবং কোরআনও আমার অবতীর্ণ এক মোবারক নছীহত তবু কি তোমরা ইহাকে অমান্য করিবে ?

৫১- وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ

৫১। ওয়ালাক্বাদ্‌ আতাইনা ইব্‌রাহীমা রুশ্‌দাহু মিন্‌ ক্বাব্‌লু ওয়াকুন্না বিহী

(৫১) আরও পূর্ব্বে আমি ইব্রাহীমকে তাহার উপযোগী প্রজ্ঞা দান করিয়াছিলাম, এবং তাহার সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত ছিলাম।

عَالِمِينَ ج ৫২- إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي

আ'লিমীন। ৫২। ইজ্‌ক্বালা লিআবীহি ওয়া ক্বাউমিহি মা হাজিহিত্‌ তামাছীলুল্লাতী

(৫২) স্মরণ কর, যখন সে পিতা ও কওমকে বলিয়াছিল, এই মূর্ত্তিসকল, তোমরা যাহাদের ধ্যানে রহিয়াছ, এসব কি ?

أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ○ ৫৩- قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ○

আন্তুম্‌ লাহা আ'কিফুন। ৫৩। ক্বালু ওয়াজাদ্‌না আবাআনা লাহা আ'বিদীন।

(৫৩) তাহারা বলিল, উহারা আমাদের মা'বুদ ; কারণ আমরা আমাদের পূর্ব্ববর্তীগণকে উহাদের এবাদতে মশগুল দেখিয়াছি।

৫৪- قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○ ৫৫- قَالُوا

৫৪। ক্বালা লাক্বাদ্‌ কুন্তুম্‌ আন্তুম্‌ ওয়া আবাউকুম্‌ ফী দ্বালালিম্‌ মুবীন। ৫৫। ক্বালু

(৫৪) সে বলিল, নিশ্চয়ই তোমরা এবং তোমাদের পুর্ব্ববর্তীগণ সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছ।

أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ○ ৫৬- قَالَ بَل رَّبُّكُمْ

আজি'তানা বিল্‌ হাক্‌ক্বি আম্‌ আন্তা মিনাল্‌লাই'বীন। ৫৬। ক্বালা বার্‌রাব্বুকুম্‌

(৫৫) তাহারা বলিল, তুমি কি ইহা সত্যভাবে আমাদের কাছে পেশ করিতেছ, না ঠাট্টা করিতেছ ?

(৫৬) সে বলিল, উহারা তোমাদের প্রভু নহে, বরং তোমাদের প্রভু হইতেছেন

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِىْ فَطَرَهُنَّ زصلے وَاَنَا عَلٰى

রাব্বুছ্‌ ছামাওয়াতি ওয়াল্‌ আরদ্বিল্লাজী ফাত্বারা হুন্না ওয়াআনা আ'লা

যিনি আসমান সমূহ ও জমীনের প্রভু যিনি উহাদিগকে পয়দা করিয়াছেন, এবং আমি উহার উপর

ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○ ৫৭- وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ

জালিকুম্‌ মিনাশ্‌ শাহিদীন। ৫৭। ওয়াতাল্লাহি লাআকিদান্না আছ্‌নামাকুম্‌ বা'দ্বা

সাক্ষী প্রমাণও রাখি। (৫৭) আল্লাহর কছম, আমি তোমাদের বুতগুলির সহিত এক চক্রান্ত করিব,

---

اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ○ ৫৮- فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ

আন্‌ তুওয়াল্লু মুদ্‌বিরীন। ৫৮। ফাজ্বাআ'লাহুম্‌ জ্বুজাজান্‌ ইল্লা কাবীরাল্লাহুম্‌

তোমরা কোথাও চলিয়া যাওয়ার পর। (৫৮) অতঃপর একদা সে উহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল, প্রধানটিকে ব্যতীত—এই আশায় যে,

---

لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ○ ৫৯- قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا

লাআল্লাহুম্‌ ইলাইহি ইয়ারজ্বিউ'ন। ৫৯। ক্বালু মান্‌ ফাআ'লা হাজা বিআলিহাতিনা

হয়ত তাহারা তাহার কাছে ফিরিয়া আসিবে। (৫৯) অতঃপর তাহাদের কতক লোক বলিল, আমাদের দেবতাদের সহিত কে ইহা করিল?

اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ ৬০- قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ

ইন্নাহু লামিনাজ্‌ জালিমীন। ৬০। ক্বালু ছামি'না ফাতাঁই ইয়াজকুরু হুম্‌ ইউক্বালু

নিশ্চয়ই সে বড় অন্যায় করিয়াছে। (৬০) অপর কয়েকজন বলিল, আমরা ইব্রাহীম নামক একটি যুবককে উহাদের সমালোচনা করিতে শুনিয়াছি।

لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ○ ৬১- قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ

লাহু ইব্‌রাহীম। ৬১। ক্বালু ফা'তুবিহী আ'লা আ'ইউনিন্নাছি লাআ'ল্লাহুম্‌

(৬১) উহারা বলিল, তবে তাহাকে সকলের সম্মুখে উপস্থিত কর। যাহাতে তাহারা সাক্ষী হইতে পারে।

يَشْهَدُوْنَ ○ ৬২- قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ○

ইয়াশ্‌হাদুন্‌। ৬২। ক্বালু আআন্তা ফাআ'ল্‌তা হাজা বিআলিহাতিনা ইয়া ইব্‌রাহীম্‌।

(৬২) তাহারা বলিল, হে ইব্রাহীম, আমাদের দেবতাদের সহিত তুমিই কি ইহা করিয়াছ?

-٦٣ قال بل فعله ۚ كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ٥

৬৩। ক্বালা বাল্ ফাআ'লাহূ, কাবীরুহুম্ হাজা ফাছ্আলূহুম্ ইন্ কানূ ইয়ান্‌ত্বিকূন।

(৬৩) সে বলিল, বরং উহাদের এই বড়টিই ইহা করিয়াছে। তবে উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যদি উহারা কথা বলিতে পারে।

-٦٤ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ٥

৬৪। ফারাজাউ' ইলা আন্‌ফুছিহিম্ ফাক্বালূ ইন্নাকুম্ আন্‌তুমুজ্ জালিমুন।

(৬৪) অতঃপর তাহারা মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিল, তোমরাই তো অন্যায়কারী।

-٦٥ ثم نكسوا على رءوسهم ج لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ٥

৬৫। ছুম্মা নুকিছূ আ'লা রুউছিহীম্ লাক্বাদ্ আ'লিম্‌তা মা হাউলাই ইয়ান্‌ত্বিকূন্।

(৬৫) তৎপর তাহারা আবার সাবেক অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তিত হইল ইহা কি বলিতেছ? তুমি ত জানই যে, ইহারা কথা বলিতে পারে না।

-٦٦ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا

৬৬। ক্বালা আফাতা'বুদূনা মিন্ দুনিল্লাহি মালা ইয়ান্‌ফাউকুম্ শাইআঁউ ওয়ালা

(৬৬) সে বলিল, তোমরা কি তবুও আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন বস্তুর এবাদত করিতেছ, যাহা তোমাদের কোন উপকার করিতে পারে না ও অপকার করিতে পারে না।

يضركم ط -٦٧ أف لكم ولما تعبدون من دون الله ط أفلا

ইয়াদ্বুর্‌রুকুম্। ৬৭। উফ্‌ফিল্লাকুম্ ওয়ালিমা তা'বুদূনা মিন্ দুনিল্লাহি; আফালা

(৬৭) ধিক, তোমাদের ও তোমাদের ভণ্ড মা'বুদদের।

تعقلون ٥ -٦٨ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ٥

তা'ক্বিলূনা। ৬৮। ক্বালূ হার্‌রিক্বূহু ওয়ানুছুরূ আলিহাতাকুম্ ইন্‌কুন্তুম্ ফাই'লীন্।

তোমরা কি উপলব্ধি কর না? (৬৮) তাহারা বলিয়া উঠিল, একে পুড়াইয়া ফেল এবং প্রতিশোধ গ্রহণ কর আপন মা'বুদদের—যদি তোমরা কিছু করিতে চাও।

-٦٩ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لا -٧٠ وأرادوا به

৬৯। কুল্‌না ইয়া নারু কূনী বার্‌দাঁউ ওয়া ছালামান্ আ'লা ইব্‌রাহীম। ৭০। ওয়া আরাদূ বিহী

(৬৯) আমি বলিলাম, হে আগুন, ইব্রাহীমের উপর শীতল ও শান্ত হইয়া যাও।

كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ج ٧١- وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى

কাইদান্‌ ফাজ্বাআ'ল্‌না হুমুল্‌ আখ্‌ছারীন। ৭১। ওয়ানাজ্জ্বাইনাহু ওয়া লূত্বান্‌ ইলাল্‌

(৭০) বস্তুতঃ তাহারা তাহার অনিষ্ট কামনা করিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাদিগকে লজ্জিত করিয়া দিয়াছি। (৭১) এবং আমি তাহাকে ও লুতকে

الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ۝ ٧٢- وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ

আর্‌দ্বিল্লাতী বারাক্‌না ফীহা লিল্‌ আ'লামীন। ৭২। ওয়াওয়াহাব্‌না লাহু ইছ্‌হাক্বা

বিশ্বের জন্য কল্যাণপ্রদ দেশটিতে বাঁচাইয়া লইয়াছিলাম। (৭২) এবং তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইছহাককে,

وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ط وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ۝ ٧٣- وَجَعَلْنٰهُمْ

ওয়া ইয়া'ক্বূবা নাফিলাহ্‌; ওয়াকুল্লান্‌ জ্বাআ'ল্‌না ছালিহীন্‌। ৭৩। ওয়া জ্বাআ'ল্‌না হুম্‌

ও পৌত্র ইয়াকুবকে তাহারা সকলেই ছিল নেককার। (৭৩) এবং আমি তাহাদিগকে

اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ

আইম্মাতাঁই ইয়াহ্‌দুনা বিআম্‌রিনা ওয়া আওহাইনা ইলাইহিম্‌ ফি'লাল্‌ খাইরাতি

ইমাম বানাইয়াছিলাম—তাহারা আমার হুকুম মোতাবেক হেদায়েত করিত এবং আমি তাহাদের প্রতি নেক কাজ,

وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ ج وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۝ لا ٧٤- وَلُوْطًا

ওয়া ইক্বামাছ্‌ ছালাতি ওয়া ইতাআয্‌ যাকাতি, ওয়া কানু লানা আ'বিদীন্‌। ৭৪। ওয়া লুত্বান্‌

নামাজ আদায় ও জাকাত প্রদান করিতে হুকুম প্রেরণ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাহারা আমার এবাদতে নিমগ্ন ছিল।

اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ

আতাইনাহু হুক্‌মাউ ওয়া ই'ল্‌মাউ ওয়া নাজ্জাইনাহু মিনাল্‌ ক্বার্‌ইয়াতিল্লাতী

(৭৪) এবং আমি লুতকে হেকমত ও এলেম দিয়াছিলাম, এবং তাহাকে কুকর্ম্ম-রত গ্রাম হইতে মুক্তি দিয়াছিলাম

كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ۝ لا

কানাত্‌ তা'মালুল্‌ খাবাইছা ইন্নাহুম্‌ কানূ ক্বাউমা ছাউইন্‌ ফাছিক্বীন্‌।

নিশ্চয়ই উহারা দুষ্ট পাপাসক্ত কওম ছিল।

ع ৫ — ৫ রুকু

٧٥- وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ع ٧٦- وَنُوحًا إِذْ

৭৫। ওয়া আদ্‌খাল্‌নাহু ফী রাহ্‌মাতিনা ইন্নাহু মিনাছ্‌ ছালিহীন। ع ৭৬। ওয়া নূহান্‌ ইজ্‌,

(৭৫) এবং তাহাকে আমার স্নেহপুটে দাখেল করিয়াছিলাম। কারণ নিশ্চয়ই সে একজন বড় নেককার ছিল। (৭৬) এবং নুহের ব্যাপারও স্মরণ কর

نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ

নাদা মিন্‌ ক্বাব্‌লু ফাছ্‌তাজ্বাব্‌না লাহু ফানাজ্ব্‌জ্বাইনাহু ওয়া আহ্‌লাহু মিনাল্‌

আরও পূর্ব্বে যখন সে তাহার কওমের কাফেরগণ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আমার নিকট আবেদন করিয়াছিল, আমি তাহার আবেদন কবুল করতঃ তাহাকে ও তাহার সংশ্লিষ্টগণকে মহাচিন্তা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ع ٧٧- وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ

কার্‌বিল্‌ আ'জীম্‌। ৭৭। ওয়ানাছার্‌নাহু মিনাল্‌ ক্বাউমিল্লাজীনা কাজ্জাবু বিআইয়াতিনা ;

(৭৭) প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহার জন্য, আমার আয়াতে অবিশ্বাসীদের হইতে ;

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٧٨- وَدَاوُدَ

ইন্নাহুম্‌ কানূ ক্বাউমা ছাউইন্‌ ফাআগ্‌রাক্‌নাহুম্‌ আজ্ব্‌মায়ী'ন। ৭৮। ওয়া দাউদা

তাহারা অত্যন্ত দুষ্ট লোক ছিল। তাই আমি তাহাদের সকলকে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছিলাম। (৭৮) এবং দাউদ

وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ

ওয়া ছুলাইমানা ইজ্‌ ইয়াহ্‌কুমানি ফিল্‌ হার্‌ছি ইজ্‌ নাফাশাত্‌ ফীহি গ্বানামুল্‌

ও ছোলায়মানের কথাও স্মরণ কর : যখন তাহারা একটি ক্ষেত সম্পর্কে বিচার করিতেছিল, যখন উহাতে রাত্রে লোকদের ছাগপাল পড়িয়া ছিল,

الْقَوْمِ ج وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ٧٩- فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ج

ক্বাউমি, ওয়া কুন্না লিহুক্‌মিহিম্‌ শাহিদীন্‌। ৭৯। ফাফাহ্‌হাম্‌নাহা ছুলাইমানা,

বস্তুতঃ আমি তাহাদের সম্পর্কিত বিচার প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। (৭৯) তখন আমি ছোলায়মানকে উহার মীমাংসা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম

(৭৮) এই আয়াতের দিকে মনোনিবেশ করিয়া অনেক ইহুদী নাছারাগণ হজরত দাউদ ও ছোলায়মানের নামে অনেক কল্পিত মিথ্যা কাহিনীর সংযোজন করিয়াছে। পবিত্র হাদীস ও পবিত্র কোরআনের বিরোধীতা করাই উহাদের লক্ষ্য। সুতরাং ইহুদী ও নাছারাদের মিথ্যা কাহিনীতে কান না দিয়া আল্লাহ যতটুকু বলিয়াছেন, তাহাই মানিয়া লওয়া উচিৎ। অন্যথায় ঈমান নষ্ট হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। (হুরার)

وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ز وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ

ওয়া কুল্লান্‌ আতাইনা হুকুমাউ ওয়া ই'ল্‌মাউ ওয়া ছাখ্‌খার্‌না মা'আ দাউদাল্‌ জ্বিবালা

এবং আমি উভয়কে হেকমত ও এলেম দিয়াছিলাম, এবং আমি পাহাড় সমূহ ও পাখীকুলকে দাউদের অনুসারী বানাইয়া দিয়াছিলাম—

يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ط وَكُنَّا فَاعِلِينَ ٥ ٨٠- وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ

ইউছাব্বিহ্‌না ওয়াত্ত্বাইরা ; ওয়া কুন্না ফাই'লীন্‌। ৮০। ওয়া আ'ল্লাম্‌নাহু ছান্‌আ'তা

উহারা তছবীহ্‌ পড়িত ; এবং আমি ছিলাম এসবের কর্তা। (৮০) এবং আমি তাহাকে বর্ম্ম বানান শিখাইয়াছিলাম

لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ ج فَهَلْ أَنْتُمْ شٰكِرُونَ ٥

লাবুছিল্লাকুম্‌ লিতুহ্‌ছিনাকুম্‌ মিম্‌ বা'ছিকুম্‌, ফাহাল্‌ আন্তুম্‌ শাকিরূন।

তোমাদের কল্যাণের জন্য—তদ্দ্বারা তোমাদের আত্মরক্ষার জন্য, তবে তোমরা কি শোকর গুজারী করিবে ?

٨١- وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهٖٓ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي

৮১। ওয়ালি ছুলাইমানার্‌ রীহা আ'ছিফাতান্‌ তাজ্বরী বিআ'ম্‌রিহী ইলাল্‌ আর্‌দ্বিল্লাতী

(৮১) এবং আমি প্রচণ্ড হাওয়াকে ছোলায়মানের অনুগত বানাইয়া ছিলাম ; উহা আমার বরকত প্রযুক্ত দেশ অভিমুখে তাহার হুকুমে প্রবাহিত হইত ;

بٰرَكْنَا فِيهَا ط وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِينَ ٥ ٨٢- وَمِنَ الشَّيٰطِينِ

বারাকনা ফীহা ; ওয়া কুন্না বিকুল্লি শাইইন্‌ আ-লিমীন্‌। ৮২। ওয়া মিনাশ্‌ শাইয়াত্বীনি

এবং আমি সবই অবহিত ছিলাম। (৮২) কোন কোন শয়তানও এমন ছিল যে,

(৮০) আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দে'শে হজরত দাউদ (আঃ) নিজ হস্তে শক্ত লোহা ও ইস্পাত দ্বারা যুদ্ধের বর্ম তৈরী করিতে পারিতেন। তিনি যখনই কোন শক্ত লোহায় হাত রাখিতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহা নরম মাটির মত হইয়া যাইত। ইহা ছিল আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নবী দাউদ (আঃ) এর এক মোজেযা। এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, মুসলমানদিগকে দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করিবার জন্য বিরোধী শক্তির মোকাবেলার নিয়তে প্রয়োজনীয় সমরোপকরণ সংগ্রহ করা ও তৈরী করাই হইল আল্লাহর বিধান। শুধু কেবল ধ্বংসের নিয়তে নহে বরং দেশ ও জাতির হেফাজতের জন্য মুসলমান দিগকে সর্বদাই সজাগ থাকিতে হইবে। (খাজেন ও কবীর)

مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ

ম'ইয়াগু ছুনা লাহু ওয়া ইয়া'লামূনা আ'মালান্ দূনা জালিকা, ওয়া কুন্না লাহুম্

তাহারা তাহার জন্য সাগরে ডুব দিত এবং তাহা ছাড়া আরও কাজ করিত। বস্তুতঃ আমিই ছিলাম তাহাদের নিয়ন্তা।

حٰفِظِيْنَ ۙ ٨٣- وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ

হাফিজীন। ৮৩। ওয়া আইয়ু্যবা ইজ্ না-দা রাব্বাহু আন্নী মাছ্ছানিয়াদ্ দ্বুরুরু

(৮৩) এবং আইউবের কথাও যখন সে অত্যন্ত কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বীয় রবের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিল, আমি এই মছিবতে আক্রান্ত হইয়াছি

وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۚ صلے ٨٤- فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ

ওয়া আন্তা আরহামুর্ রাহিমীন্। ৮৪। ফাছ্তাজ্বাব্না লাহু ফাকাশাফ্না মা বিহী

কিন্তু তুমিত শ্রেষ্ঠতম দয়ালু। (৮৪) তখন আমি তাহার দোয়া কবুল করতঃ তাহার কষ্ট নিবারণ করিয়াছিলাম,

مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ

মিন্ দ্বুর্রিউ ওয়া আ-তাইনাহু আহ্লাহু ওয়া মিছ্লাহুম্ মাআ'হুম্ রাহ্মাতাম্ মিন্

এবং তাহাকে তাহার পরিজনকে প্রদান করিয়াছিলাম এবং তৎসঙ্গে আরও তৎপরিমাণ— আমার পক্ষে হইতে রহমত,

عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ٥ ٨٥- وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَاالْكِفْلِ ط كُلٌّ

ই'ন্দিনা ওয়াজিক্রা লিল্ আ'বিদীন। ৮৫। ওয়া ইছমায়ীলা ওয়া ইদ রীছা ওয়াজাল কিফ্লি ; কুল্লুম্

এবং আমার বান্দাদের পক্ষে স্মৃতিস্বরূপ। (৮৫) এবং ইসমাঈল, ইছাহক ও জুল্কিফ্লের কথাও স্মরণ কর :

مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ۚ صلے ٨٦- وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا ط اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ٥

মিনাছ্ ছাবিরীন। ৮৬। ওয়া আদ্খাল্না হুম্ ফী রাহ্মাতিনা, ইন্নাহুম্ মিনাছ্ ছালিহীন্।

ইহারা সকলেই ধৈর্যশীল ছিল। (৮৬) এবং আমি তাহাদিগকে আমার রহমতের মধ্যে দাখেল করিয়াছিলাম তাহারা ছিল নেককার লোক।

(৮৫) নবী ও রাসূলদিগকে আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীল ও সহনশীল এই গুণে পবিত্র কোরআনের বহুস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর দ্বীনের অনুসারীদিগকেও ধৈর্যের সহিত কাজ করিয়া যাইতে হইবে। তাহাদিগকে অধৈর্য হইলে চলিবে না। (আবারাত)

৮৭- وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى

৮৭। ওয়া জান্নুনি ইজ্‌ জাহাবা মুগাদ্বিবান্‌ ফাজান্না আল্লান্‌ নাক্‌দিরা আ'লাইহি ফান্‌দা

(৮৭) এবং ইউনুছ যখন স্বীয় কাওমের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং ভাবিয়া ছিল যে, আমি তাহাকে দায়ী করিব না। অতঃপর সে অন্ধকার-পুঞ্জ মধ্য হইতে প্রার্থনা করিল,

فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ق صلے اِنِّىْ كُنْتُ

ফিজ্‌ জুলুমাতি আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ছুব্‌হানাকা ইন্নী কুন্তু

হে আল্লা, তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই, তুমি পাক। আমি সত্যই অপরাধী।

مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ج صلے ৮৮- فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ لا وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ

মিনাজ্‌ জালিমীন। ৮৮। ফাছ্‌তাজাব্‌না লাহু ওয়া নাজ্‌জাইনাহু মিনলাল্‌ গাম্মি, ওয়া কাজালিকা

(৮৮) তখন আমি তাহার দোয়া কবুল করিয়াছিলাম ও তাহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ ৮৯- وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَاتَذَرْنِىْ

নুন্‌জিল্‌ মু'মিনীন। ৮৯। ওয়া যাকারিয়্যা ইজ্‌ না-দা রাব্বাহু রাব্বি লা তাজার্‌নী

এইভাবে আমি মু'মেনগণকেও উদ্ধার করিয়া থাকি। (৮৯) এবং জাকারিয়ার কথাও স্মরণ কর: যখন সে স্বীয় প্রভুর কাছে আরজ করিয়াছিল, হে আমার রব, আমাকে একাকী রাখিও না

فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ج ৯০- فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ز وَوَهَبْنَا لَهٗ

ফার্‌দাউ ওয়া আন্তা খাইরুল্‌ ওয়ারিছীন্‌। ৯০। ফাছ্‌তাজাব্‌না লাহু, ওয়া ওয়াহাব্‌না লাহু

অবশ্য তুমিই শ্রেষ্ঠতম ওয়ারেছ। (৯০) তখন আমি তাহার দোয়া কবুল করিয়াছিলাম এবং তাহাকে ইয়াহ্‌ইয়াকে দান করিয়াছিলাম

يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ

ইয়াহ্‌ইয়া ওয়া আছ্‌লাহ্‌না লাহু যাউজাহু; ইন্নাহুম্‌ কানূ ইউছারিউ'না

ও তাহার বিবিকে তাহার জন্য সংশোধন করিয়া দিয়াছিলাম। তাহারা সকলেই সৎকাজে অগ্রণী হইত,

فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ۖ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ۝

ফিল্ খাইরাতি ওয়া ইয়াদউ'নানা রাগ্বাবাঁউ ওয়া রাহ্বাবা ; ওয়া কানূ লানা খাশিঈ'ন্।
আগ্রহ ও ভয় সহকারে আমার এবাদত করিত এবং আমার সামনে বিনত থাকিত।

৯১- وَالَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا

৯১। ওয়াল্লাতী আহ্ছানাত্ ফার্জাহা ফানাফাখ্না ফীহা মির্‌রূহিনা ওয়া জ্বাআ'ল্না হা
(৯১) এবং সেই নারীর কথাও স্মরণ কর : যে স্বীয় লজ্জাস্থানকে রক্ষা করিয়াছিল, তদবস্থায় আমি জিব্রাঈলের মারফত তাহার মধ্যে আমার তরফ হইতে ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এক আত্মা এবং তাহাকে

وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ ৯২- اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً

ওয়াব্নাহা আইয়াতাল্লিল্ আ'লামীন্। ৯২। ইন্না হাজিহী উম্মাতুকুম্ উম্মাতাঁউ
ও তাহার পুত্রকে জগদ্বাসীর জন্য এক নিদর্শন বিশেষ বানাইয়া দিয়াছিলাম। (৯২) হে লোক সকল, নিশ্চয়ই ইহাই হইতেছে তোমাদের একমাত্র গ্রহণীয় তরীকা

وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ۝ ৯৩- وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ

ওয়াহিদাতাঁউ ওয়া আনা রাব্বুকুম্ ফা'বুদুন্। ৯৩। ওয়া তাকাত্ত্বাউ' আম্‌রাহুম্ বাইনাহুম্ ;
এবং আমি তোমাদের রব, অতএব আমার এবাদত কর। (৯৩) কিন্তু ইহারা নিজেদের ব্যাপারকে পরস্পর বিভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে ;

كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ۝ ع ৯৪- فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ

ع ৬ — ৬ রুকু

কুল্লুন্ ইলাইনা রাজ্বিউ'ন। ع ৯৪। ফাম্যাঁইয়া'মাল্ মিনাছ্ ছালিহাতি ওয়া হুয়া
কিন্তু ইহাদের সকলেই আমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। (৯৪) সুতরাং যে মু'মেন হইয়া নেক আমল করিতেছে

مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ۝ ৯৫- وَحَرٰمٌ

মু'মিনুন্ ফালা কুফ্রানা লিছা'ইহী, ওয়া ইন্না লাহু কাতিবূন। ৯৫। ওয়া হারামুন্
তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না এবং আমি তাহার জন্য উহা লিখিয়া রাখিব।

---

(৯১) হজরত মরিয়ম (আঃ) পূতঃ চরিত্রা ও পূণ্যশীলা মহিলা ছিলেন। পিতা ছাড়াও যে আল্লাহ সন্তান দান করিতে পারেন, ইহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইল মরিয়ম (আঃ) এর গর্ভে হজরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম। ইহাতে আল্লাহর অশেষ কুদরতের লীলা নিহিত রহিয়াছে। (বুরহান)

عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝ ٩٦- حَتّٰى

আ'লা ক্কার্‌ইয়াতিন্‌ আহ্‌লাক্‌না-হা। আন্নাহুম্‌ লা ইয়ার্‌জিউ'ন। ৯৬। হাত্তা

(৯৫) কিন্তু আমার বিধ্বস্ত পল্লীর অধিবাসীদের পক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব হইবে না। (৯৬) যাবত না

اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ۝

ইজা ফুতিহাত্‌ ইয়া'জূজু ওয়া মা'জূজু ওয়াহুম্‌ মিন্‌ কুল্লি হাদাবিঁই ইয়ান্‌ছিলুন।

ইয়াজুজ ও মাজুজ উন্মুক্ত ও প্রত্যেক উচ্চভূমি দিয়া বহির্গত হয়।

٩٧- وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِىَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ

৯৭। ওয়াক্ক্‌তারাবাল্‌ ওয়া'দুল্‌ হাক্‌ক্কু ফাইজা হিয়া শাখিছাতুন্‌ আব্‌ছারুল্লাজীনা

(৯৭) এবং ঘনাইয়া আসে সেই খাঁটি ওয়াদা তারপরই অবস্থা এই দাঁড়াইবে যে, এই কাফেরদের চক্ষু সমূহ ভয়ে খুলিয়া থাকিবে

كَفَرُوْا ط يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا

কাফারূ; ইয়া ওয়াইলানা ক্কাদ্‌ কুন্না ফী গাফ্‌লাতিম্‌ মিন্‌ হাজা বাল্‌ কুন্না

এবং তাহারা বলিতে থাকিবেঃ হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের। আমরা ইহা হইতে বেখেয়াল ছিলাম বরং আমরা অন্যায়ে রত ছিলাম।

ظٰلِمِيْنَ ۝ ٩٨- اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ط

জালিমীন। ৯৮। ইন্নাকুম্‌ ওয়ামা তা'বুদূনা মিন্‌ দূনিল্লাহি হাছাবু জ্বাহান্নাম;

(৯৮) তোমরা ও তোমাদের মিথ্যা মাবুদগণ হইতেছে দোজখের ইন্ধন;

اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ۝ ٩٩- لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَاۤءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ط

আন্তুম্‌ লাহা ওয়ারিদূন। ৯৯। লাউ কানা হা-উলা-ই আলিহাতাম্‌ মা ওয়ারাদুহা;

তোমরা উহাতে অবতরণ করিবে। (৯৯) যদি উহারা খোদাই হইত, কেন উহাতে অবতরণ করিবে?

---

(৯৭) আল্লাহর ওয়াদাকে মানুষ অনেক দূরে বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। আসলে তাহা দূরে নহে বরং অতি নিকটে। যাহারা আল্লাহর লীলা-খেলা দেখিয়াও তাহা অনুধাবন করিতে চায় না, বস্তুতঃ তাহারাই জঘন্য পাপী ও অপরাধী। (বুরহান)

وَكُلٌّ فِيهَا خٰلِدُونَ ٥ ١٠٠- لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَّهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ٥

ওয়া কুল্লুন্ ফীহা খালিদূন। ১০০। লাহুম্ ফীহা যাফিরুঁউ ওয়া হুম্ ফীহা লা ইয়াছ্‌মাউ'ন।

এবং সকলেই হইবে উহাতে চিরবাসী। (১০০) সেখানে তাহাদের হইবে শোর-গোল এবং সেখানে তাহারা কিছুই শুনিতে পাইবে না।

١٠١- اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ٥

১০১। ইন্নাল্লাজীনা ছাবাকাত্ লাহুম্ মিন্নাল্ হুছ্‌না উলা-ইকা আ'ন্‌হা মুব্‌আদুন্।

(১০১) যাহাদের জন্য আমার পক্ষ হইতে কল্যাণ নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে তাহারা উহা হইতে বহু দূরে সংস্থাপিত হইবে।

١٠٢- لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ج وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ج

১০২। লা ইয়াছ্‌মাউ'না হাছীছাহা, ওয়াহুম্ ফী মাশ্‌তাহাত্ আন্‌ফুছুহুম্ খালিদূন্।

(১০২) তাহারা উহার কোন আভাসও শুনিতে পাইবে না, তাহারা স্বীয় আকাঙ্খিত বস্তুতে চিরস্থায়ী হইবে।

١٠٣- لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ط

১০৩। লা ইয়াহ্‌জানু হুমুল্ ফাজাউ'ল্ আক্‌বারু ওয়া তাতালাক্কাহুমুল্ মালাইকাতু;

(১০৩) কেয়ামতের মহাত্রাস তাহাদিগকে চিন্তান্বিত করিবে না এবং ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইবে:

هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ٥ ١٠٤- يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ

হাজা ইয়াউমু কুমুল্লাজী কুন্তুম্ তূআ'দূন। ১০৪। ইয়াউমা নাত্ব্‌বিছ্ ছামাআ

ইহাই তোমাদের প্রতি প্রতিশ্রুত সেই দিবস। (১০৪) সেদিনের কথা স্মরণীয়:

كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ط كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ

কাত্বাইয়্যিছ্ ছিজ্বিল্লি লিল্ কুতুব; কামা বাদা'না আউওয়ালা খাল্‌কিন্

যেদিন আমি লিখিত কাগজকে গুটানর মত আছমান সমূহকে গুটাইয়া ফেলিব এবং আমি সৃষ্টিকে প্রথম দফা যেভাবে পয়দা করিয়াছি সেইভাবে উহাকে আবার পয়দা করিব;

نُّعِيْدُهٗ ط وَعْدًا عَلَيْنَا ط اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ٥ ١٠٥- وَلَقَدْ كَتَبْنَا

নুই'দুহু; ওয়া'দান্ আ'লাইনা; ইন্না কুন্না ফাই'লীন্। ১০৫। ওয়া লাক্বাদ্ কাতাব্‌না

ইহা আমার দায়িত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি; আমি ইহা সাধন করিবই। (১০৫) এবং

فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ٥

ফিয্‌ যাবূরি মিম্‌বা'দিজ্‌ জিক্‌রি আন্নাল্‌ আর্দ্বা ইয়ারিছুহা ই'বাদিয়াছ্‌ ছালিহূন্‌।

আমি লওহে-মাহ্‌ফুজের উপরে আছমানী কিতাবসমূহে লিখিয়া দিয়াছি যে, বেহেশ্‌ত ভূমির মালিক হইবে আমার নেক বান্দাগণই।

١٠٦- إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ط ١٠٧- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

১০৬। ইন্না ফী হাজা লাবালাগ্বাল্‌ লিক্বাউমিন্‌ আ'বিদীন। ১০৭। ওয়ামা আর্‌ছাল্‌নাক্বা

(১০৬) নিশ্চয়ই ইহাতে এবাদতকারী লোকদের জন্য যথেষ্ট উপদেশ রহিয়াছে। (১০৭) এবং আমি তোমাকে তৎসহ প্রেরণ করিয়াছি

إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ٥ ١٠٨- قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ

ইল্লা রাহ্‌মাতাল্লিল্‌ আ'লামীন। ১০৮। ক্বুল্‌ ইন্নামা ইউহা ইলাইয়্যা

শুধু জগৎ বাসীর প্রতি দয়া পরবশ হইয়াই (১০৮) বল, আমার কাছে শুধু এই অহীই প্রেরিত হয় যে

أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ج فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥

আন্নামা ইলাহুকুম্‌ ইলাহুউ ওয়াহিদ্‌, ফাহাল্‌ আন্তুম্‌ মুছ্‌লিমূন।

তোমাদের মা'বুদ এক, তবে তোমরা তাহা মানিবে কি?

١٠٩- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ط وَإِنْ أَدْرِي

১০৯। ফাইন্‌ তাওয়াল্লাউ ফাক্বুল্‌ আজান্‌তুকুম্‌ আ'লা ছাওয়াইন্‌; ওয়া ইন্‌ আদ্‌রী

(১০৯) অতঃপরও যদি তাহারা গ্রাহ্য না করে. তবে বল, আমি তোমাদিগকে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছি এবং আমি জানি

أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ٥ ١١٠- إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ

আক্বারীবুন্‌ আম্‌ বাই'দুম্‌ মা তুআ'দূন্‌। ১১০। ইন্নাহু ইয়া'লামুল্‌ জ্বাহ্‌রা মিনাল্‌

তোমাদের প্রতি প্রদত্ত সেই প্রতিশ্রুতি নিকটে না দূরে। (১১০) কেননা তিনি অবহিত আছেন তোমাদের প্রকাশ্য কথা

الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ٥ ١١١- وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ

ক্বাউলি ওয়া ইয়া'লামু মা তাক্‌তুমূন। ১১১। ওয়া ইন্‌ আদ্‌রী লাআ'ল্লাহু ফিত্‌নাতুল্‌

এবং তিনি ইহাও অবহিত আছেন, যাহা তোমরা মনে মনে পোষণ কর। (১১১) জানি না, হয়তঃ ইহা তোমাদের জন্য পরীক্ষা

لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ○ ١١٢- قَـٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَرَبُّنَا

লাকুম্ ওয়া মাতাউ'ন্ ইলা হীন। ১১২। ক্বালা রাব্বিহ্কুম্ বিল্ হাক্কি, ওয়া রাব্বুনার্

এবং কিছুকালের জন্য উপভোগ মাত্র। (১১২) তখন রাসূল বলিল, হে আমার প্রভু, তুমি ন্যায় বিচার করিয়া দাও।

ع ৭ — ৭ রুকু

الرَّحْمَـٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ع

রাহ্মানুল্ মুছ্তাআ'নু আ'লা মা তাছিফুন্। ع

এবং আমাদের প্রভু দয়ালু আশ্রয়স্থল—তোমাদের মন্তব্যসমূহের বিরুদ্ধে।

ছুরা—হাজ্ব্	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ○	ইহাতে ৭৮ আয়াত
ইহা মদীনায় অবতীর্ণ	বিছ্মিল্লাহির্ রাহ্মানির্ রাহীম অতি দয়াময় ও পরম কৃপাময় আল্লাহ্র নামে	ও ১০ রুকু

١- يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ؕ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ

১। ইয়া আইয়্যুহান্নাছুত্তাকু রাব্বাকুম্, ইন্না যাল্ যালাতাছ্ ছাআ'তি শাইউন্

(১) হে লোকগণ, তোমাদের প্রভুকে ভয় কর, নিশ্চয়ই কেয়ামতের আলোড়ন ভীষণ ব্যাপার।

عَظِيمٌ ○ ٢- يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا

আ'জীম। ২। ইয়াউমা তারাউনাহা তাজ্হালু কুল্লু মুর্দ্বিআ'তিন্ আ'ম্মা

(২) তোমরা যেদিন উহাকে দেখিবে, সেদিন প্রত্যেক ধাত্রী স্বীয় দুগ্ধ পোষ্যকে ভুলিয়া যাইবে

أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَـٰرَىٰ

আর্দ্বাআ'ত্, ওয়া তাদ্বাউ' কুল্লু জাতি হাম্লিন্ হাম্লাহা ওয়া তারান্নাছা ছুকারা

এবং প্রত্যেক গর্ভবতী স্বীয় গর্ভ ত্যাগ করিবে এবং তুমি লোকদিগকে মাতাল দেখিতে পাইবে,

وَمَا هُمْ بِسُكَـٰرَىٰ وَلَـٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ○ ٣- وَمِنَ النَّاسِ

ওয়ামাহুম্ বিছুকারা ওয়ালাকিন্না আ'জাবাল্লাহি শাদীদ। ৩। ওয়ামিনান্নাছি

অথচ তাহারা নেশা গ্রস্থ নহে কিন্তু আল্লাহর আজাব বড়ই কঠিন বস্তু। (৩) এবং কোন

مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ

মাইয়ুজাদিলু ফিল্লাহি বিগাইরি ই'ল্‌মিঁউ ওয়া ইয়াত্তাবিউ' কুল্লা শাইত্বানিম্

লোক এমন আছে যে, তাহারা না জানিয়া শুনিয়া আল্লাহর ব্যাপারে বিবাদ করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে।

مَّرِيْدٍ ۝ ٤ كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ

মারীদ। ৪। কুতিবা আ'লাইহি আন্নাহু মাল তাওয়াল্লাহু ফাআন্নাহু ইউদ্বিল্লুহু

(৪) যাহার সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে : যে কেহ তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে সে তাহাকে গোমরাহ করিবে

وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝ ٥ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ

ওয়া ইয়াহ্‌দিহি ইলা আ'জাবিছ্ ছায়ী'র। ৫। ইয়া আইয়্যুহান্নাছু ইন্ কুন্তুম্

এবং দোজখের আজাবের পথ প্রদর্শন করিবে। (৫) হে লোকগণ, যদি তোমরা

فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ

ফী রাইবিম্ মিনাল্ বা'ছি ফাইন্না খালাক্‌নাকুম্ মিন্ তুরাবিন্ ছুম্মা মিন্

পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হও তবে দেখ, আমি মাটি হইতে তোমাদিগকে পয়দা করিয়াছি

نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ

নুত্ব্‌ফাতিন্ ছুম্মা মিন্ আ'লাক্বাতিন্ ছুম্মা মিন্ মুদ্ব্‌গ্বাতিম্ মুখাল্লাক্বাতিঁউ

তৎপর শুক্র হইতে তৎপর জমাট রক্ত হইতে তৎপর আকৃতিযুক্ত ও আকৃতিহীন মাংসপিণ্ড হইতে

وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ

ওয়া গ্বাইরি মুখাল্লাক্বাতিল্ লিনুবাইয়্যিনা লাকুম্ ওয়া নুক্বিরু ফিল্ আর্‌হামি

তোমাদের নিকট প্রকাশ করার জন্য; এবং আমি যাহাকে

مَا نَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

মা নাশাউ ইলা আজালিম্ মুছাম্মান ছুম্মা নুখ্‌রিজুকুম্ ত্বিফ্‌লান্

এক নির্দ্দিষ্ট কাল যাবৎ পেটে রাখিয়া পরে তোমাদিগকে শিশুরূপে বাহির করি—

ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ج وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ

ছুম্মা লিতাব্‌লুগূ আশুদ্দাকুম, ওয়া মিন্‌কুম্ মাই ইয়াতাওয়াফ্‌ফা ওয়া মিন্‌কুম্

যাহাতে তোমরা যৌবনে উপনীত হইতে পার ; অবশ্য তোমাদের কেহ কেহ যৌবনের পূর্ব্বেই মরিয়া যায়

مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ

মাই ইউরাদ্দু ইলা আর্‌জালিল্ উ'মুরি লিকাইলা ইয়া'লামা মিম্ বা'দি

এবং কাহাকেও যৌবন ছাড়িয়া অকর্ম্মণ্য বয়সে পৌঁছান হয় ফলে তাহার কিছু জানিয়া পরে অজ্ঞ হইয়া যায় ;

عِلْمٍ شَيْئًا ط وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

ই'ল্‌মিন্ শাইআ ; ওয়া তারাল্ আর্‌দ্বা হামিদাতান্ ফাইজা আন্‌যাল্‌না আ'লাইহাল্

এবং তুমি জমীনকে দেখিতে পাও শুষ্ক কিন্তু যখন আমি উহার উপর পানি বর্ষণ করি,

الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ ۝٥ ذٰلِكَ

মা আহ্‌তায্‌যাত্ ওয়া রাবাত্ ওয়া আম্‌বাতাত্ মিন্ কুল্লি যাওজিম্ বাহীজ্ব। ৬। জালিকা

উহা সজীব ও রসময় হয় এবং নানা রকম সুন্দর উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। (৬) এইসব হয়

بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ

বিআন্নাল্লাহা হুয়াল্ হাক্‌কু ওয়া আন্নাহু ইউহ্‌ইল্ মাওতা ওয়া আন্নাহু

এজন্য যে আল্লাহই পরিপূর্ণ সত্তা, তিনি মুরদাকে জিন্দা করেন,

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٧ وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ

আ'লা কুল্লি শাইইন্ ক্বাদীর। ৭। ওয়া আন্নাছ্ ছাআ'তা আতিয়াতুল্ লা রাইবা

তিনিই সর্বশক্তিমান। (৭) কেয়ামত আসিবেই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই

فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ٥ ٨ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ

ফিহা, ওয়া আন্নাল্লাহা ইয়াব্‌আ'ছু মান্‌ ফিল্‌ কুবুর। ৮। ওয়া মিনান্নাছি মাঁই

এবং আল্লাহ কবরস্থগণকে আবার পয়দা করিবেন। (৮) এবং এমন লোকও আছে,

يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ

ইউজ্বাদিলু ফিল্লাহি বিগ্বাইরি ই'ল্‌মিঁউ ওয়ালা হুদাঁউ ওয়ালা কিতাবিম্‌

যে বিনা জ্ঞান, বিনা দলীলে ও বিনা স্পষ্ট কিতাবে আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে।

مُنِيرٍ ٩ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ط لَهُ فِي الدُّنْيَا

মুনীর। ৯। ছানিয়া ই'ত্ব্‌ফিহী লিইউদ্বিল্লা আ'ন্‌ ছাবিলিল্লাহ ; ফিদ্দুন্‌ইয়া

(৯) আল্লাহর রাস্তা হইতে লোকদিগকে গোমরাহ্‌ করার জন্য ; তাহার জন্য দুনিয়াতে

خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ٥ ١٠ ذَٰلِكَ

খিয্‌ইউ ওয়া নুজিক্বুহু ইয়াউমাল্‌ ক্বিয়ামাতি আ'জাবাল্‌ হারীক। ১০। জালিকা

লাঞ্ছনা নির্দ্ধারিত আছে এবং কেয়ামতে আমি তাহাকে জ্বলন্ত আগুনের আজাব ভোগ করাইব।

(১০) ইহা

بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ع ع ১ — ১ রুকু

বিমা ক্বাদ্দামাত্‌ ইয়াদাকা ওয়া আন্নাল্লাহা লাইছা বিজাল্লা মিল্লিল্‌ আ'বীদ। ع

তোমার হস্তদ্বয়ের কৃতকর্ম্মের ফল। এবং আল্লাহ বান্দাদের উপর জুলুমকারী নহেন।

١١ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ج فَإِنْ أَصَابَهُ

১১। ওয়া মিনান্নাছি মাঁইয়া'বুদুল্লাহা আ'লা হার্‌ফিন, ফাইন্‌ আছাবাহু

(১১) এবং কোন লোক এমনও আছে ; যে কিনারায় বসিয়া আল্লাহর এবাদত করে, ফলে যদি তাহার কল্যাণ হয়,

خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ج وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ

খাইরু নিত্ব্‌মাআন্না বিহী, ওয়া ইন্‌ আছাবাত্‌হু ফিত্‌নাতুনিন্‌ ক্বালাবা আ'লা

তদ্দরুণ বাহ্যতঃ স্থির থাকে কিন্তু যদি কোন বিপদ ঘটে, মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায় ;

وَجْهِهِ قف ج خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ط ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ

ওয়াজ্ব্‌হিহী ; খাছিরাদ্দুন্‌ইয়া ওয়াল্‌ আখিরাহ ; জালিকা হুয়াল্‌ খুছ্‌রানুল্‌

নষ্ট করিয়া দেয় ইহকাল ও পরকাল ; ইহাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

اَلْمُبِيْنُ ۝ ١٢- يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ط

মুবীন্। ১২। ইয়াদ্উ' মিন্দুনিল্লাহি মা-লা ইয়াদ্বুর্রুহু ওয়ামা লা ইয়ান্ফাউ'হু ;
(১২) সে এমন মিথ্যা খোদার এবাদতে লাগিয়া যায়, যাহা না তাহার কোন অপকার করিতে পারে, না উপকার ;

ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ج ١٣- يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗ اَقْرَبُ

জালিকা হুয়াদ্ব্ দ্বালালুল্ বাঈ'দ। ১৩। ইয়াদ্উ' লামান্ দ্বার্রুহু আক্রাবু
ইহা হইতেছে বহু দূরবর্ত্তী গোম্রাহী। (১৩) সে এমন বস্তুর এবাদত করে, যাহার উপকারিতা হইতে অনিষ্টকারিতা নিকটতর।

مِنْ نَّفْعِهٖ ط لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ۝ ١٤- اِنَّ اللّٰهَ

মিন্নাফ্ই'হী ; লাবিছাল্ মাউলা ওয়ালা বিছাল্ আ'শীর। ১৪। ইন্নাল্লাহা
এরূপ বন্ধুও মন্দ, এরূপ সঙ্গীও মন্দ। (১৪) নিশ্চয় আল্লাহ

يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ

ইউদ্খিলুল্লাজীনা আ-মানু ওয়া আ'মিলুছ্ ছালিহাতি জান্নাতিন্ তাজ্রী মিন্
মোমেন ও নেককারগণকে দাখেল করিবেন, এমন সব বাগানে, যাহার নীচ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হয় ;

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝ ١٥- مَنْ كَانَ

তাহ্তিহাল্ আন্হারু ; ইন্নাল্লাহা ইয়াফ্আ'লু মা ইউরীদ। ১৫। মান্ কা-না
নিশ্চয় আল্লাহ যাহা করিতে চাহেন, করিয়া ফেলেন। (১৫) যে ব্যক্তি

يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

ইয়াজুন্নু আল্লাইয়ান্ ছুরাহুল্লাহু ফিদ্দুন্ইয়া ওয়াল্ আখিরাতি
মনে করে যে, আল্লাহ ইহকাল ও পরকালে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন না,

فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ

ফাল্ইয়াম্দুদ্ বিছাবাবিন্ ইলাছ্ ছামাই ছুম্মাল্ ইয়াক্ত্বা' ফাল্ইয়ান্জুর্
সে আসমানের দিকে একটি রশি টাঙ্গাইয়া তথায় উঠিয়া অহীকে স্থগিত করুক তবে চিন্তা করিয়া দেখুক :

هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ۝ ١٦- وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ

হাল্ ইয়াজ্হাবান্না কাইদাহু মা ইয়াগ্বীজ্। ৬। ওয়া কাজালিকা আন্যাল্নাহু

তাঁহার এই তদবীর তাহার অভিপ্রেত বস্তুকে বারণ করিতে পারিবে কি? (১৬) এবং এইরূপেই আমি ইহাকে

اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لا وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يُّرِيْدُ ۝

আইয়াতিম্ বাইয়্যিনাতিঁউ ওয়া আন্নাল্লাহা ইয়াহ্দি মাঁই ইউরীদ্।

সুস্পষ্ট প্রমাণ পুঞ্জীরূপে অবতীর্ণ করিয়াছি। কিন্তু ব্যাপার এই যে, আল্লাহ যাহাকে চাহেন, তাহাকেই হেদায়েত করেন।

١٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئِيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ

১৭। ইন্নাল্লাজীনা আ-মানূ ওয়াল্লাজীনা হাদূ ওয়াছ ছাবিইনা ওয়ান্নাছারা ওয়াল্ মাজুছা

(১৭) নিশ্চয়ই মোমেন, ইহুদী, ছাবেয়ী, নাছারা, মাজূস

وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط

ওয়াল্লাজীনা আশ্রাকু, ইন্নাল্লাহা ইয়াফ্ছিলু বাইনাহুম্ ইয়াউমাল ক্বিয়ামাতি;

ও মোশ্রেক—ইহাদের মধ্যে আল্লাহ কেয়ামতের দিন মীমাংসা করিয়া দিবেন।

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ۝ ١٨- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ

ইন্নাল্লাহা আ'লা কুল্লি শাইইন্ শাহীদ। ১৮। আলাম্ তারা আন্নাল্লাহা

অবশ্য আল্লাহ সব কিছু অবহিত আছেন। (১৮) তুমি কি দেখিতে পাও না,

يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

ইয়াছজ্বুদু লাহু মান্ ফিছ্ ছামাওয়াতি ওয়া মান্ ফিল্ আর্দ্বি ওয়াশ্ শাম্ছু ওয়াল্ ক্বামারু

যত সব আসমানী ও জমীনী, সূর্য্য, চন্দ্র,

وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ط

ওয়ান্নুজুমু ওয়াল জ্বিবালু ওয়াশ্ শাজ্বারু ওয়াদ্দাওয়াব্বু ওয়া কাছীরুম্ মিনান্নাছি;

নক্ষত্ররাশি, পর্ব্বতরাজী, বৃক্ষ, জীবজন্ত এবং বহু সংখ্যক মানব তাহাদের যোগ্যভাবে আল্লাহর কাছে নত হয়;

وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ط وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ

ওয়া কাছীরুন্ হাক্ক্বা আ'লাইহিল্ আ'জাবু; ওয়া মাঁই ইউহিনিল্লাহু ফামা লাহু

কিন্তু অনেকে এমন আছে, যাহার উপর আজাব সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ আল্লাহ যাহাকে হেয় করেন,

مِنْ مُّكْرِمٍ ط اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝ ١٩ هٰذٰنِ

মিম্ মুক্‌রিম্ ; ইন্নাল্লাহা ইয়াফ্‌আ'লু মা ইশাউ। ১৯। হাজানি
তাহার মর্যাদাদায়ক কেহই থাকে না। আল্লাহ সম্পন্ন করেন, যাহা তিনি করিতে চাহেন। (১৯) ইহারা

خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ ز فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ

খাছ্‌মানিখ্‌তাছামু ফী রাব্বিহিম্, ফাল্লাজীনা কাফারূ কুত্ত্বিআ'ত্ লাহুম্ ছিয়াবুম্
ছিল স্বীয় প্রভুর ব্যাপারে বিরোধকারী দুইটি দল। অতঃপর কাফেরদের জন্য আগ্নেয় বস্ত্র কাটা হইবে—

مِّنْ نَّارٍ ط يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ج ٢٠ يُصْهَرُ

মিন্নার ; ইউছাব্বু মিন্ ফাউকি রুউছিহিমুল্ হামীম। ২০। ইউছ্‌হারু
ঢালা হইবে তাহাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি। (২০) যাহাতে

بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ط ٢١ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ۝

বিহী মা ফী বুত্বূনিহিম্ ওয়াল্ জুলুদ। ২১। ওয়া লাহুম্ মাক্কামিউ মিন্ হাদীদ্।
তাহাদের উদরের বস্তুসমূহ ও চামড়াসমূহ গলিয়া যাইবে। (২১) তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত আছে লোহার মুদ্‌গর সকল।

٢٢ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا

২২। কুল্লামা আরাদূ আঁইয়াখ্‌রুজু মিন্‌হা মিন্ গাম্মিন্ উয়ি'দু ফীহা,
(২২) তাহার যন্ত্রণায় যখন উহা হইতে বাহির হইতে চাহিবে, পুনঃরায় উহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং বলা হইবে,

ع وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ع ٢٣ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

২ ওয়া জুকূ আ'জাবাল্ হারীক। ع ২৩। ইন্নাল্লাহা ইউদ্‌খিলুল্লাজীনা আ-মানূ
২ রুকু জলন্ত আজাব আস্বাদন করিতে থাক। (২৩) নিশ্চয় আল্লাহ মোমেন

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

ওয়া আ'মিলুছ্ ছালিহাতি জান্নাতিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হারু
ও নেককারগণকে এমন উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাইবেন, যাহার নিম্ন দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ط

ইউহাল্লাউনা ফীহা মিন্ আছাবিরা মিন্ জাহাবিঁউ ওয়া লু'লুআ ;
তাহাদিগকে উহাতে পরান হইবে সোনার বালা ও মুক্তা ;

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝ ٢٤ وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ

ওয়ালিবাছুহুম্‌ ফীহা হারীর। ২৪। ওয়া হুদূ ইলাত্ব্‌ ত্বাইয়্যিবি মিনাল্‌ ক্বাউলি,

এবং উহাতে তাহাদের পোষাক হইবে রেশমের। (২৪) বস্তুতঃ তাহারা কলেমা তৈয়বের দিকে চালিত হইয়াছিল

وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ۝ ٢٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن

ওয়া হুদূ ইলা ছিরাত্বিল্‌ হামীদ। ২৫। ইন্নাল্লাজীনা কাফারূ ওয়া ইয়াছুদ্দূনা আ'ন্‌

আরও চালিত হইয়াছিল প্রসংশনীর পথের দিকে। (২৫) যাহারা কুফরী করে এবং বাধা দেয় আল্লাহর রাস্তা হইতে

سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ

ছাবীলিল্লাহি ওয়াল্‌ মাছ্‌জিদিল্‌ হারামিল্লাজী জ্বাআ'ল্‌নাহু লিন্নাছি

ও মসজিদে হারাম হইতে, যাহাকে আমি সমুদয় মানবের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছি,

سَوَآءً ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ

ছাওয়াআনিল্‌ আকিফু ফীহি ওয়াল্‌ বাদ; ওয়া মাঁই ইউরিদ ফীহি বিল্‌হাদিম্‌

তাহারা স্থানীয়ই হউক অথবা বহিরাগত—এবং যে উহাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায়ভাবে ধর্ম বিগর্হিত কাজ করে,

بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ع ٢٦ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ ع ٣

বিজুল্‌মিন্‌নুজিক্ব্‌হু মিন্‌ আ'জাবিন্‌ আলীম। ع ২৬। ওয়া ইজ্‌ বাউওয়া'না লিইব্‌রাহীমা ৩

আমি তাহাকে কঠোর আজাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব। (২৬) এবং যখন আমি ইব্রাহীমকে রুকু

مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ

মাকানাল্‌ বাইতি আল্লা তুশ্‌রিক্‌ বী শাইআঁউ ওয়া ত্বাহ্‌হির বাইতিয়া

বাইতুল্লার স্থান জানাইয়া দিয়াছিলাম, কোন বস্তুকেই আমার সহিত শরীক করিও না এবং আমার এই ঘরকে

لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ۝ ٢٧ وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ

লিত্ব্‌ ত্বাইফীনা ওয়াল্‌ ক্বাইমীনা ওয়ার্‌ রুক্কাইছ্‌ ছুজুদ। ২৭। ওয়া আজ্‌জিন্‌ ফিন্নাছি

তাওয়াফ, কেয়াম, রুকু ও ছেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ। (২৭) এবং লোকদের মধ্যে হজ্বের কথা ঘোষণা করিয়া দাও

بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ

বিল্ হাজ্ব্ জ্বি ইয়া'তুকা রিজ্বালাঁউ ওয়া আ'লা কুল্লি দ্বামিরিই ইয়া'তীনা মিন কুল্লি

তাহারা এই কাবার দিকে পদব্রজে এবং ক্লিষ্ট দূরাগত উষ্ট্রারোহণে আগমন করে

فَجٍّ عَمِيْقٍ ۙ ٢٨- لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ

ফাজ্ব্জিন্ আ'মীক্। ২৮। লিয়াশ্ হাদু মানাফিআ' লাহুম্ ওয়াইয়াজ্ কুরুছ্ মাল্লাহি

(২৮) ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভের জন্য। যেন এই ভাবে তাহারা তাহাদের উপকারের জন্য হাজির হইতে পারে

فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ

ফী আইয়্যামিম্ মা'লুমাতিন্ আ'লা মা রাযাকাহুম্ মিম্ বাহীমাতিল্ আন্ আ'ম্ ;

এবং নির্ধারিত দিবস সমূহে আল্লাহ প্রদত্ত চতুষ্পদ পশু জবেহ কালে আল্লাহর নাম লইতে পারে।

فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ٢٩- ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ

ফাকুলূ মিন্ হা ওয়া আত্ব্ই'মুল্ বা-ইছাল্ ফাকীর। ২৯। ছুম্মাল্ ইয়াক্ দ্বূ তাফাছাহুম্

অতঃপর উহা হইতে খাও এবং দুর্দ্দশা ও অভাবগ্রস্তদিগকে খাইতে দাও। (২৯) তারপর তাহারা যেন স্বীয় আবর্জ্জনা সমূহ বিদূরিত

وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ٣٠- ذٰلِكَ ق

ওয়াল্ ইউফূ নুজুরাহুম ওয়াল্ ইয়াত্ব্ত্বাওয়াফূ বিল্ বাইতিল্ আ'তীক। ৩ । জালিকা

ও মানত সমূহ সম্পন্ন করে এবং এই নিরাপদ গৃহের তাওয়াফ সম্পাদন করে। (৩০) ইহা

وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ط

ওয়া মাঁই ইউআ'জ্ জিম্ হুরুমাতিল্লাহি ফাহুওয়া খাইরুল্লাহু ই'ন্দা রাব্বিহ্ ;

এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর যে কোন মহান হুকুম সমূহের মর্যাদা করিবে, প্রতিপালকের নিকট উহা তাহার পক্ষে কল্যাণকর হইবে।

وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ

ওয়া উহিল্লাৎ লাকুমুল্ আন্ আ'মু ইল্লা মা ইউত্ লা আ'লাইকুম্

আর তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে সমস্ত পশু, কিন্তু যেগুলি সম্বন্ধে তোমাদের নিকট জানান হইয়াছে।

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝ ٣١ حُنَفَاءَ

ফাজ্‌তানিবুর্‌ রিজ্‌ছা মিনাল্‌ আউছানি ওয়াজ্‌তানিবু ক্বাউলায্‌ যূর্‌। ৩১। হুনাফাআ
অতএব মূর্ত্তি সমূহের অপবিত্রতা হইতে বাঁচিয়া থাক এবং বাঁচিয়া থাক মিথ্যা কথা হইতে। (৩১) আল্লাহর অভিমুখী হইয়া

لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهٖ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا

লিল্লাহি গ্বাইরা মুশ্‌রিকীনা বিহী ; ওয়া মাঁই ইউশ্‌রিক বিল্লাহি ফাকাআন্নামা
তাহার সহিত কাহাকেও অংশীদার বানাইয়া নয়। যে আল্লার সহিত শরীক করে,

خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ

খার্‌রা মিনাছ্‌ ছামাই ফাতাখ্‌ত্বাফুহুত্ব ত্বাইরু আউ তাহবী বিহির্‌ রিহু
সে যেন আসমান হইতে পতিত হয় তখন পাখীরা তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া যায় অথবা হাওয়া তাহাকে

فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۝ ٣٢ ذٰلِكَ ۖ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا

ফী মাকানিন্‌ ছাহীক্ব। ৩২। জালিকা ওয়া মাঁই ইউআ'জ্জিম শাআ'ইরাল্লাহি ফাইন্নাহা
দূরে লইয়া গিয়া নিক্ষেপ করে। (৩২) আরও শুন, যে আল্লাহর দ্বীনের স্মারক সমূহকে সম্মান করে,

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝ ٣٣ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى

মিন্‌ তাক্ব্‌ওয়াল ক্বুলুব। ৩৩। লাকুম্‌ ফীহা মানাফিউ' ইলা আজালিম্‌ মুছাম্মান্‌
তবে উহা হয় হৃদয়ের ধর্মানুরাগ হইতে। (৩৩) তোমাদের জন্য উহাতে বহু উপকার রহিয়াছে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত।

ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ ع ٣٤ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا

ছুম্মা মুহিল্লুহা ইলাল্‌ বাইতিল্‌ আ'তিক্ব। ৩৪। ওয়ালিকুলি উম্মাতিন্‌ জ্বাআ'ল্‌না
তৎপর বয়তুল আতীকের নিকটে হইতেছে উহা হালাল, হওয়ার স্থান। (৩৪) এবং আমি প্রত্যেক কাওমের জন্যই কোরবানী নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলাম,

ع ৪/২ রুকু

مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ

মান্‌ছাকাল্‌ লিইয়াজকুরুছ্‌ মাল্লাহি আ'লা মা রাযাক্বাহুম্‌ মিম্‌ বাহিমাতিল্‌
তাহারা আল্লাহর দান চতুষ্পদ জন্তু সমূহের উপর আল্লাহর নাম গ্রহণ করার জন্য

الْأَنْعَامِ ط فَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ أَسْلِمُوْا ط وَبَشِّرِ

আন্‌আ'ম ; ফাইলাহুকুম্ ইলাহু'উ ওয়াহিহুন্ ফালাহু আছ্‌লিমূ ; ওয়াবাশ্‌শিরিল্

অতএব তোমাদের মা'বুদ একই মাবুদ। সুতরাং তারই কাছে নত হও ; হে রাসূল। সুসংবাদ দান কর আল্লাহর নিকট অবনত লোকদিগকে।

الْمُخْبِتِيْنَ ۙ ۳۵- الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

মুখ্‌বিতীন। ৩৫। আল্লাজীনা ইজা জুকিরাল্লাহু ওয়াজ্বিলাত্- ক্বুলূবুহুম

(৩৫) যাহারা এমন যে, তাহাদের অন্তর আল্লাহর নাম উল্লিখিত হইলে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে,

وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ لا وَمِمَّا

ওয়াছ্‌ ছাবিরীনা আ'লা মা আছাবাহুম্ ওয়াল্ মুক্বিমিছ্‌ছালাতি ওয়া মিম্মা

তাহাদের উপর আপতিত মছিবতে ধৈর্যধারণ করে, নামাজ কায়েম করে এবং

رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ ۳۶- وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ

রাযাক্বনাহুম্ ইউন্‌ফিক্বূন। ৩৬। ওয়াল্ বুদ্‌না জ্বাআ'ল্‌নাহা লাকুম্ মিন্

আমার প্রদত্ত সম্পদ হইতে ব্যয় করে। (৩৬) আমি কোরবানীর পশুকে তোমাদের জন্য বানাইয়াছি

شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ قصلے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا

শাআ'ইরিল্লাহি লাকুম্ ফীহা খাইরুন্, ফাজ্‌কুরুছ্‌মাল্লাহি আ'লাইহা

আল্লাহর দীনের স্মারক উহাতে রহিয়াছে তোমাদের জন্য কল্যাণ। অতএব উহাদিগকে খাড়া করিয়া উহাদের উপর আল্লাহর নাম গ্রহণ কর,

صَوَآفَّ ج فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا

ছাওয়াফ্‌ফ, ফাইজা ওয়াজ্বাবাত্‌ জ্বুনুবুহা ফাকুলূ মিন্‌হা ওয়া আত্ব্‌ই'মুল্

অতঃপর যখন উহারা ঢলিয়া পড়িবে তখন উহা হইতে ভক্ষণ কর এবং

(৩৫) এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, আল্লাহ্‌র জিকির দ্বারা মুমেন ব্যক্তির অন্তরে এক প্রকার অনুকম্পনের সৃষ্টি হয়। এই অনুকম্পন আল্লাহ্‌র আজাবের ভয় এবং রহমত লাভের আশায় ঘটিয়া থাকে এবং উহার ফলে দিলের মধ্যে আল্লাহ্‌র মহব্বত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্‌র জিকির করিবার সময় ছালেকগণ অন্তরের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থা অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা এই অনুকম্পনেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। (জিয়াউল ক্বুলুব)

الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ط كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ

কানিআ' ওয়াল্ মু'তার্‌রা ; কাজালিকা ছাখ্‌খার্‌নাহা লাকুম্ লাআ'ল্লাকুম্
অব্যাকুল ও ব্যাকুল দরিদ্রদিগকে ভক্ষণ করাও। এইভাবে আমি উহাদিগকে তোমাদের অধিনস্থ করিয়া দিয়াছি, এই আশায় যে

تَشْكُرُوْنَ ○ ٣٧- لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ

তাশ্‌কুরূন। ৩৭। লাঁই ইনালাল্লাহা লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিঁই
তোমরা শোকর করিবে। (৩৭) আল্লাহর নিকট কখনও না উহাদের গোশ্‌ত পৌঁছে, না খুন ; বরং

يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ

ইয়ানালুহুত্‌ তাক্‌ওয়া মিনকুম্ ; কাজালিকা ছাখ্‌খারাহা লাকুম্ লিতুকাব্বিরুল্লাহা
তার নিকট পৌঁছে তোমাদের সাধুতা ; এই ভাবে আল্লাহ উহাদিগকে তোমাদের অধিনস্থ করিয়া দিয়াছেন

عَلٰى مَا هَدٰكُمْ ط وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ○ ٣٨- اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ

আ'লা মা হাদাকুম্ ; ওয়াবাশ্‌শিরিল্ মুহ্‌ছিনীন। ৩৮। ইন্নাল্লাহা ইউদাফিউ'
তোমরা তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করার জন্য আল্লাহ তোমাদিগকে হেদায়েত করিয়াছেন বিধায়, এইরূপ সৎকর্ম্মীদিগকে সুসংবাদ প্রদান কর। (৩৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ মোমেনদের হইতে কাফেরদের প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করিয়া দিবেন।

عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ع ○ ع ৫

আ'নিল্লাজীনা আ-মানূ ; ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্ব্ কুল্লা খাওয়ানিন্ কাফুর। ع
আল্লাহ দাগাবাজ কাফেরদিগকে কখনও পছন্দ করেন না। ৫ রুকু

٣٩- اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَاِنَّ اللّٰهَ

৩৯। উজুনা লিল্লাজীনা ইউক্বাতাল্‌না বিআন্নাহুম্ জুলিমু ; ওয়া ইন্নাল্লাহা
(৩৯) যুদ্ধাক্রান্তগণকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদত্ত হইল, যেহেতু তাহারা নির্যাতিত।

(৩৭) জাহেলিয়তের জমানায় মানুষ কোরবানীর পশুর মাংস এবং রক্ত আল্লাহ্‌র ঘরের নামে উৎসর্গ করিত। অতঃপর ইসলামের আবির্ভাবের পর মহানবী (দঃ)-এর আসহাবগণও এই কাজ করিতে মনস্থ করিলে আল্লাহ্‌ তাআলা এই আয়াত নাজিল করিলেন এবং এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। (ইব্‌নে কাছির)

عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ نِ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ

আ'লা নাছ্‌রিহিম্ লাকাদীর। ৪০। নিল্লাজীনা উখ্‌রিজু মিন্ দিয়ারিহিম্

আল্লাহ তাহাদিগকে বিজয়ী করিতে নিশ্চয়ই সক্ষম। (৪০) তাহারা এমন যে, তাহারা স্বগৃহ হইতে অন্যায় ভাবে শুধু এই জন্য বিতাড়িত হইয়াছে যে,

بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۭ وَلَوْلَا

বিগ্বাইরি হাক্‌কিন্ ইল্লা আঁই ইয়াকূলূ রাব্বুনাল্লাহু ; ওয়ালাউ লা

তাহারা বলিয়া থাকে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। বস্তুতঃ যদি

دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ

দাফ্‌উ'ল্লাহিন্নাছা বা'দ্বাহুম্ বিবা'দ্বিল্ লাহুদ্দিমাত্ ছাওয়ামিউ' ওয়াবিয়াউ'

মানুষের একদলকে অপরদল দ্বারা আল্লাহর দমন কার্য্য না চলিত, নিশ্চয়ই স্ব স্ব যুগে নাছারাদের আশ্রম ও গির্জ্জা

وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۭ

ওয়া ছালাওয়াতুঁউ ওয়া মাছাজিদু ইউজ্‌কারু ফীহাছ্‌মুল্লাহি কাছীরা ;

এবং ইহুদীদের উপাসনালয় আর মুছলমানদের মসজিদ যাহাতে বিপুলভাবে আল্লাহর নাম জিকির করা হয়, বিধ্বস্ত হইত।

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ

ওয়া লাইয়ানছুরান্নাল্লাহু মাঁই ইয়ানছুরুহু ; ইন্নাল্লাহা লাকাবিইয়্যুন্

আল্লাহ অবশ্যই তাহাকে সাহায্য করিবেন যে তাঁহার সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান

عَزِيْزٌ ۝ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ

আ'যীয। ৪১। আল্লাজীনা ইম্মাক্কান্নাহুম্ ফিল্ আর্‌দ্বি আকামুছ্ ছালাতা

প্রতাপশালী। (৪১) তাহারা এমন যে, আমি তাহাদিগকে দুনিয়াতে হুকুমত প্রদান করি, তাহারা নামাজ আদায়,

(৪০) যাহারা আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্মের সাহায্য করিবে এবং তাঁহার রাসূলের সাহায্য ও সহানুভূতি করিবে তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে এক নিমিষেই তাহাকে প্রতিফল প্রদান করিতে পারেন। কেননা আল্লাহ মহান শক্তিশালী। (মোজেহুল কোরআন)

وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

ওয়া আতাউয্‌ যাকাতা ওয়া আমারূ বিল্‌ মা'রূফি ওয়া নাহাউ আ'নিল্‌ মুন্‌কার্‌;
জাকাত প্রদান, ভাল কাজের হুকুম ও মন্দ কাজে নিষেধ করিবে;

وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝ ۴۲ وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ

ওয়া লিল্লাহি আ'ক্বিবাতুল্‌ উমূর। ৪২। ওয়াইঁই ইউকাজ্জিবুকা ফাকাদ্‌ কাজ্জাবাত্‌
বস্তুতঃ সব ব্যাপারের পরিণাম আল্লাহরই হাতে। (৪২) এবং যদি ইহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে পূর্ব্বে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ۝ ۴۳ وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ

কাব্‌লাহুম্‌ ক্বাউমু নূহিঁউ ওয়া আ'দুঁউ ওয়া ছামূদ। ৪৩। ওয়া ক্বাউমু ইব্‌রাহীমা ওয়া ক্বাউমু
নূহ, আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়। (৪৩) ইব্রাহীমের কওম ও লুতের কওম।

لُوْطٍ ۝ ۴۴ وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ

লূত্ব্‌। ৪৪। ওয়া আছ্‌হাবু মাদ্‌ইয়ান্‌ ওয়া কুজ্জিবা মূছা ফাআম্‌লাইতু লিল্‌ কাফিরীনা
(৪৪) মদরান বাসীগণও এবং মুসাও অভিহিত হইয়াছিল মিথ্যাবাদী বলিয়া। তখন আমি সেই কাফেরদিগের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছিলাম

ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝ ۴۵ فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ

ছুম্মা আখাজ্‌তুহুম্‌, ফাকাইফা কা-না নাকীর। ৪৫। ফাকাআইয়্যিম্‌ মিন্‌ ক্বার্‌ইয়াতিন্‌
তারপর তাহাদিগকে আমি গ্রেফতার করিয়াছিলাম তখন কেমন হইয়াছিল আমার শাস্তি। (৪৫) কত পল্লী রহিয়াছে,

اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا

আহ্‌লাক্‌নাহা ওয়াহিয়া জালিমাতুন্‌ ফাহিয়া খাবিয়াতুন্‌ আ'লা উ'রূশিহা,
যাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, উহারা অন্যায়ে রত থাকা অবস্থায়, ফলে উহারা স্বীয় ছাদের উপর পড়িয়া আছে,

(৪৩) হজরত আবু মূসা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা জালেমদিগকে কেবল সময় দিতে থাকেন। এই পর্যন্ত যে যখন তিনি তাহাকে খিঁচিয়া টানিতে শুরু করেন, তখন আর তাহার নিস্তার মিলে না। (ফতহুল কাদীর)

وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ۝ ٤٦- أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْأَرْضِ

ওয়া বি'রিম্ মুআ'ত্ত্বালাতিঁউ ওয়া ক্বাছ্‌রিম্ মাশীদ। ৪৬। আফালাম্ ইয়ছীরূ ফিল্ আর্‌দ্বি

অকর্ম্মন্য কূপ ও সুদৃঢ় উচ্চ অট্টালিকা। (৪৬) তবে ইহারা কি সে সব দেশে ভ্রমণ করে না,

فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ أَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ

ফাতাকূনা লাহুম্ ক্বুলুবুঁই ইয়া'ক্বিলূনা বিহা আও আজানুঁই ইয়াছ্‌মাউ'না

যাহাতে ইহারা বুঝিবার মত অন্তর অথবা শুনিবার মত কান লাভ করে

بِهَا ج فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ

বিহা, ফাইন্নাহা লা তা'মাল্ আব্‌ছারু ওয়ালা কিন্ তা'মাল্ ক্বুলুবুল্লাতী

কিন্তু ব্যাপার এই যে, ইহাদের চক্ষু অন্ধ হয় না বটে, কিন্তু ইহাদের বক্ষস্থিত অন্তর অন্ধ।

فِى الصُّدُوْرِ ۝ ٤٧- وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ

ফিছ্‌ছুদুর। ৪৭। ওয়া ইয়াছ্‌তা'জিলূনাকা বিল্‌আ'জাবি ওয়ালাঁই ইউখ্‌লিফাল্লাহু

(৪৭) ইহারা তোমার কাছে আজাবের দ্রুতাগমন চাহিতেছে আল্লাহ স্বীয় ওয়াদা কখনও খেলাফ করিবেন না।

وَعْدَهٗ ط وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝

ওয়া'দাহু ; ওয়াইন্না ইয়াওমান্ ই'ন্দা রাব্বিকা কাআল্‌ফি ছানাতিম্ মিম্মা তাউ'দ্দূন।

অধিকন্তু তোমার রবের নিকটে একদিন হইবে তোমাদের হিসাবের সহস্র বৎসরের মত।

٤٨- وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ

৪৮। ওয়াকা আইয়্যিম্ মিন্ ক্বার্‌ইয়াতিন্ আম্‌লাইতু লাহা ওয়াহিয়া জালিমাতুন্ ছুম্মা

(৪৮) আরও বহু পল্লী রহিয়াছে, আমি যাহাদের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তাহারা অন্যায়ে লিপ্ত থাকা অবস্থায়। তারপর

(৪৬) পৃথিবী ভ্রমণ করিলে আল্লাহর কুদরতের অনেক নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিভাবে আল্লাহ এতসব বস্তু ও সামগ্রীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ঈমান ও একীনের দৃঢ়তা লাভ করা যায়। (তাফ্‌হীম)

أَخَذْتُهَا ج وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ع ٤٩- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

আখাজ্‌তুহা, ওয়া ইলাইয়্যাল্‌ মাছীর। ৪৯। কুল্‌ ইয়া আইয়ুহান্নাছু

আমি তাহাদিগকে গ্রেফতার করিয়াছি; বস্তুতঃ আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্ত্তন। (৪০) বল, হে লোকগণ,

ع ৬ — ৬ রুকু

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ج ٥٠- فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

ইন্নামা আনা লাকুম্ নাজীরুম্ মুবীন। ৫০। ফাল্লাজীনা আ-মানু ওয়া আ'মিলুছ্‌

আমি কেবল তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শক মাত্র। (৫০) অতঃপর যাহারা ঈমান আনিবে ও নেককাজ করিবে,

الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ o ٥١- وَالَّذِينَ سَعَوْا

ছালিহাতি লাহুম্ মাগ্‌ফিরাতুঁউ ওয়া রিয্‌কুন্ কারীম। ৫১। ওয়াল্লাজীনা ছাআ'উ

তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। (৫১) পক্ষান্তরে যাহারা

فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ o ٥٢- وَمَا

ফী আইয়াতিনা মুআ'জ্বিযীনা উলা-ইকা আছ্‌হাবুল্‌ জ্বাহীম। ৫২। ওয়ামা

আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে রাসূল ও মু'মেনগণকে অপদস্থ করার চেষ্টা করিতে থাকে, তাহারা দোজখী। (৫২) আর

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ

আর্‌ছাল্‌না মিন্ ক্বাব্‌লিকা মির্ রাছুলিঁউ ওয়ালা নাবিয়্যিন্ ইল্লা ইজা তামান্না

তোমার পূর্ব্বেও যে কোন রাসূল ও নবীকে প্রেরণ করিয়াছি, যখনই সে পাঠ করিত,

أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ج فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي

আল্‌কাশ্‌ শাইত্বানু ফী উম্‌নিইয়্যাতিহ্‌, ফাইয়ান্‌ছাখুল্লাহু মা ইউল্‌কীশ্‌

শয়তান তাহার পাঠ সম্পর্কে সন্দেহ নিক্ষেপ করিত। তখন আল্লাহ শয়তানের নিক্ষেপকে বিনষ্ট করিয়া

الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

শাইত্বানু ছুম্মা ইউহ্‌কিমুল্লাহু আইয়াতিহ্‌; ওয়াল্লাহু আ'লীমুন্ হাকীম।

স্বীয় আয়াতকে মজবুত করিতেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মহাজ্ঞানী পরম বিজ্ঞ।

٥٣- لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ

৫৩। লিইয়াজ্‌আ'লা মা ইউল্‌ক্বিশ্‌ শাইত্বানু ফিত্‌নাতাল্‌ লিল্লাজীনা ফী ক্বুলূবিহিম্‌

(৫৩) রুগ্নচিত্ত কঠিনমনা লোকদিগকের জন্য শয়তানের অনিষ্টতাকে পরীক্ষা করিবার জন্য,

مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ط وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍ

মারাদ্বুঁউ ওয়াল্‌ ক্বাছিয়াতি ক্বুলূবুহুম্‌ ; ওয়া ইন্নাজ্‌ জালিমীনা লাফী শিক্বাকিম্‌

বস্তুতঃ এইরূপ জালেমগণ অতীব বিরোধিতার মধ্যে রহিয়াছে।

بَعِيْدٍ لا ٥٤- وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ

বায়ী'দ। ৫৪। ওয়া লিইয়া'লামাল্লাজীনা উতুল্‌ ই'ল্‌মা আন্নাহুল্‌ হাক্‌ক্বু মির্‌ রাব্বিকা

(৫৪) এই জন্য যে, এলেম প্রদত্তগণ যাহাতে জানিতে পারে যে, উহা তোমার রবের নিকট হইতে আগত সত্য,

فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ

ফাইউ'মিনূ বিহী ফাতুখ্‌বিতা লাহু ক্বুলূবুহুম্‌ ; ওয়া ইন্নাল্লাহা লাহা-দিল্লাজীনা

ফলে উহাতে ঈমান আনিয়া তাহাদের মন তৎপ্রতি আরও ঝুঁকিয়া পড়ে। বস্তুতঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ

اٰمَنُوْا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ٥ ٥٥- وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

আ-মানূ ইলা ছিরাতিম্‌ মুছ্‌তাক্বীম্‌। ৫৫। ওয়ালা ইয়াযালুল্লাজীনা কাফারূ

মু'মেনগণকে সরল পথ পানে চালিত করিয়া থাকেন। (৫৫) আর কাফেরগণ

فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ

ফী মির্‌ইয়াতিম্‌ মিন্‌হু হাত্তা তা'তিয়াহুমুছ্‌ ছাআ'তু বাগ্‌তাতান্‌ আউ

তৎসম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিতে থাকিবে যাবৎ তাহাদের নিকট হঠাৎ কেয়ামত সমাগত না হয়।

(৪৪) যাহাদিগকে আল্লাহ জ্ঞান দান করিয়াছেন, তাহারা উক্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারে। কিন্তু যাহারা সত্যকে বুঝিবার পরও নাফরমানী করে তাহারাই জাহেল। এই জাহেলদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন আজাব। (বুরহান)

يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۝ ٥٦- اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ ط

ইয়া'তিয়াহুম্ আ'জাবু ইয়াওমিন্ আ'ক্বীম। ৫৬। আল্ মুল্কু ইয়াওমা ইজিল্ লিল্লাহ্ ;

অথবা এক বন্ধ্যা দিবসের আজাব আসিয়া না পড়ে। (৫৬) সেদিন কর্তৃত্ব আল্লাহরই হইবে

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

ইয়াহ্কুমু বাইনাহুম্ ; ফাল্লাজীনা আ-মানূ ওয়া আ'মিলুছ্ ছালিহাতি

তিনি তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবেন। ফলে মু'মেন ও নেককারগণ স্বস্থিময় উদ্যান সমূহে

فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝ ٥٧- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ

ফী জ্বান্নাতিন্ নায়ী'ম্। ৫৭। ওয়াল্লাজীনা কাফারূ ওয়াকাজ্জাবু বিআইয়াতিনা ফাউলা–ইকা

অবস্থান করিবে। (৫৭) পক্ষান্তরে কাফের ও আমার আয়াত সমূহে অস্বীকারকারীগণ

لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ع ٥٨- وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ ع ৭/৭

লাহুম্ আ'জাবুম্ মুহীন। ৫৮। ওয়াল্লাজীনা হা-জারূ ফী ছাবীলিল্লাহি ছুম্মা

পাইবে অপমানকর শাস্তি। (৫৮) আর যাহারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করিয়া রুকু

قُتِلُوْا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ط

ক্বুতিলূ আও মা-তূ লাইর্‌যুকান্‌না হুমুল্লাহু রিয্‌ক্বান্ হাছানা ;

নিহত হয় অথবা মারা যায়, আল্লাহ তাহাদিগকে উত্তম রিজিক দান করিবেন।

وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝ ٥٩- لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا

ওয়া ইন্নাল্লাহা লাহুওয়া খাইরুর্ রাযিক্বীন। ৫৯। লাইউদ্‌খিলান্নাহুম্ মুদ্‌খাল'াই

বস্তুতঃ আল্লাহ অবশ্যই উত্তম রিজিক দাতা। (৫৯) তিনি তাহাদিগকে তাহাদের পছন্দ মাফিক স্থানে দাখিল করিবেন।

(৫৬) সর্বময় ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও নাই। এই দুনিয়া, আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সুর্য্য, গ্রহ, তারকা সব কিছুই আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই পৃথিবীতে যাহারা ক্ষমতার বড়াই করিতেছে, তাহারা নিতান্তই ভুল করিতেছে। (তাফহীম)

يَرْضَوْنَهُ ط وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ○ ٦٠- ذٰلِكَ ج وَمَنْ عَاقَبَ

ইয়ার্‌দ্বাউ নাহু ; ওয়া ইন্নাল্লাহা লা আ'লীমুন্ হালীম। ৬০। জালিকা, ওয়ামান্ আ'ক্বাবা

এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় জ্ঞানবান ধৈর্য্যশীল। (৬০) এ তো গেল আরও শুন, যে প্রতিশোধ গ্রহণ করে,

بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ط

বিমিছ্‌লি মা উ'ক্বিবা বিহী ছুম্মা বুগিয়া আ'লাইহি লিইয়ান্‌ছুরান্নাহুল্লাহ্ ;

নিজের উপর আঘাতের অনুরূপ তৎপর আবার তাহার উপর জুলুম হয়, আল্লাহ তাহাকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন।

اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ○ ٦١- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ

ইন্নাল্লাহা লাআ'ফুউউন্ গ্বাফুর। ৬১। জালিকা বিআন্নাল্লাহা ইউলিজুল্ লাইলা

আল্লাহ নিশ্চয়ই উপেক্ষাকারী ক্ষমাশীল। (৬১) ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান

فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ○

ফিন্নাহারি ওয়া ইউলিজুন্নাহারা ফিল্লাইলি ওয়া আন্নাল্লাহা ছামীউ'ম্ বাছীর।

এবং দিনকেও প্রবেশ করান রাতের মধ্যে এবং আল্লাহ শ্রোতা দ্রষ্টা।

(৬১) আল্লাহ তাআলার নিয়ম শৃঙ্খলা অনুযায়ী কখনও কখনও রাত্র বড় হয় এবং দিন ছোট হয়। আবার কখনও কখনও দিন বড় হয় এবং রাত্র ছোট হয়। এই ছোট এবং বড় হওয়ার মধ্যে কোন রকম অনিয়ম সৃষ্টি করা অন্য কাহারও সাধ্য নাই। মানুষ যাহা কিছুই করুক না কেন, কালের গতির বিবর্ত কে প্রতিরোধ ও পরিবর্তন করিতে পারিবে না। (তাফহীম)

৬২- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ

৬২। জালিকা বিআন্নাল্লাহা হুয়াল্ বাক্‌ক্কু ওয়া আন্না মা ইয়াদ্‌উ'না মিন্ দুনিহী
(৬২) ইহা এ জন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং আল্লাহ ব্যতীত যাহাকে মা'বুদ বলিয়া ডাকে

هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ○ ৬৩- اَلَمْ تَرَ

হুওয়াল্ বা-ত্বিলু ওয়া আন্নাল্লাহা হুওয়াল্ আ'লিইউল্‌ কাবীর। ৬৩। আলাম্ তারা
সে মিথ্যা আর এ জন্যও যে, তিনি উচ্চ মহান। (৬৩) তুমি কি দেখিতে পাওনা

اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً ز فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ

আন্নাল্লাহা আন্‌যালা মিনাছ্‌ছামাই মা আন্, ফাতুছ্‌বিহুল্‌ আর্‌দ্বু
আল্লাহ আছমান হইতে পানি বর্ষণ করেন ফলে জমীন শ্যামল হইয়া যায়;

مُخْضَرَّةً ط اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ج ৬৪- لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا

মুখ্‌দ্বার্‌রাহ্; ইন্নাল্লাহা লাত্বীফুন্ খাবীর। ৬৪। লাহু মা ফিছ্ ছামাওয়াতি ওয়ামা
আল্লাহ বড়ই সুক্ষ্মদর্শী সুপরিজ্ঞাত। (৬৪) তাঁহারই হইতেছে আসমান ও জমীনের সবকিছু;

فِى الْاَرْضِ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ع ○ ৬৫- اَلَمْ تَرَ

ফিল্‌ আর্‌দ্ব্‌; ওয়া ইন্নাল্লাহা লাহুওয়াল্‌ গ্বানিইউল্‌ হামীদ। ৬৫। আলাম্‌ তারা
বস্তুতঃ আল্লাহ এমন সত্তা অমুখাপেক্ষী প্রশংসাভাজন। (৬৫) তুমি কি দেখ না যে,

ع ৮/৮ রুকু

اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ

আন্নাল্লাহা ছাখ্‌খারা লাকুম্ মা ফিল্‌ আর্‌দ্বি ওয়াল্‌ ফুল্‌কা তাজ্‌রী ফিল্‌ বাহ্‌রি
আল্লাহ জমীনের সবকিছুকে তোমাদের অনুগত করিয়া দিয়াছেন এবং জলযান তাঁহারই হুকুমে
সাগরে সন্তরণ করে

بِاَمْرِهٖ ط وَيُمْسِكُ السَّمَاۗءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا

বিআম্‌রিহ্‌ ; ওয়া ইউম্‌ছিকুছ্‌ ছামাআ আন্‌ তাক্বাআ' আ'লাল্‌ আর্‌দ্বি ইল্লা

এবং আছমানকে তাঁর বিনা অনুমতিতে ভূমিতে পতন হইতে ধরিয়া রাখেন।

بِاِذْنِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ ٦٦- وَهُوَ الَّذِيْٓ

বিইজ্‌নিহ্‌ ; ইন্নাল্লাহা বিন্নাছি লারাউফুর্‌ রাহীম। ৬৬। ওয়া হুওয়াল্লাজী

নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই স্নেহশীল দয়াময়। (৬৬) আর তিনি এমন সত্তা, যে

اَحْيَاكُمْ ز ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط اِنَّ الْاِنْسَانَ

আহ্‌ইয়াকুম্‌, ছুম্মা ইউমীতুকুম্‌ ছুম্মা ইউহ্‌য়ীকুম্‌ ; ইন্নাল্‌ ইন্‌ছানা

তোমাদিগকে জিন্দা করিয়াছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন, আবার তোমাদিগকে জিন্দা করিবেন। সত্যই মানব

لَكَفُوْرٌ ۝ ٦٧- لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا

লাকাফুর। ৬৭। লিকুল্লি উম্মাতিন্‌ জ্বাআ'ল্‌না মান্‌ছাকান্‌ হুম্‌ নাছিকূহু ফালা

বড়ই অকৃতজ্ঞ। (৬৭) প্রত্যেক জাতির জন্য আমি ইবাদতের একটি পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছি, যেন উহার অনুসরণ করে।

يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ط اِنَّكَ لَعَلٰى

ইউনা যিউ'ন্নাকা ফিল্‌ আম্‌রি ওয়াদ্‌উ' ইলা রাব্বিক্‌ ; ইন্নাকা লাআ'লা

অতএব ইহাদের উচিৎ যে, তোমাদের সহিত এই ব্যাপারে ঝগড়া না করে। তবে তুমি ইহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর যেহেতু নিশ্চয়ই তুমি

(৬৬) আল্লাহ জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। এই জীবন দান ও মৃত্যু দানের মধ্যে কেবল মাত্র আল্লাহর কুদরতই কার্যকরী থাকে। আল্লাহর দেওয়া প্রাণকে মানুষ নষ্ট করিতে পারে কিন্তু গড়িয়া তুলিতে পারে না। (আল্লামা জামী)

هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ○ ٦٨- وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا

হুদাম্ মুছ্‌তাক্বীম। ৬৮। ওয়া ইন্ জ্বাদালুকা ফাকুলিল্লাহু আ'লামু বিমা

ঠিক পথের উপর রহিয়াছ। (৬৮) তবুও যদি ইহারা তোমার সহিত ঝগড়া করে, তবে বল, আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত আছেন।

تَعْمَلُوْنَ ○ ٦٩- اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا

তা'মালূন। ৬৯। আল্লাহু ইয়াহ্‌কুমু বাইনাকুম্ ইয়াওমাল্‌ ক্বিয়ামাতি ফী মা

(৬৯) আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবেন—তোমরা যে

كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○ ٧٠- اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ

কুন্তুম্ ফীহি তাখ্‌তালিফুন। ৭০। আলাম্ তা'লাম্ আন্নাল্লাহা ইয়া'লামু

ব্যাপারে এখ্‌তেখাফ করিতেছ। (৭০) তুমি কি জান না যে,

مَا فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ط اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتٰبٍ ط اِنَّ ذٰلِكَ

মা ফিছ্ ছামাই ওয়াল্‌ আর্‌দ্ব্‌; ইন্না জালিকা ফী কিতাব; ইন্না জালিকা

আছমান জমীনের সবকিছু আল্লাহ অবহিত আছেন। অধিকন্তু উহা আমল-নামায় রক্ষিত আছে। নিঃসন্দেহ উহা

عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○ ٧١- وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ

আ'লাল্লাহি ইয়াছীর। ৭১। ওয়া ইয়া'বুদুনা মিন্ দুনিল্লাহি মা লাম্ ইউনায্‌যিল্‌

আল্লাহর নিকট খুবই সহজ। (৭১) আর ইহারা এমন গায়্‌রুল্লার ইবাদত করে, যৎসম্পর্কে তিনি কোন প্রমাণ নাজেল করেন নাই,

بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ

বিহী ছুল্‌ত্বানাউ ওয়া মা লাইছা লাহুম্ বিহী ই'ল্‌মু ; ওয়া মা লিজ্‌ জালিমীনা

তাদের নিজেদেরও তৎসম্পর্কে কোন জ্ঞান নাই এবং কিয়ামতে কেহ এই জালেমদের সহায়ক হইবে না।

مِنْ نَّصِيْرٍ ٧٢- وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ

মিন্ নাছীর। ৭২। ওয়া ইজা তুত্‌লা আ'লাইহিম্ আইয়াতুনা বাইয়্যিনাতিন্ তা'রিফু

(৭২) এবং যখন ইহাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ পঠিত হয়,

فِىْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ط يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ

ফী বুজুহিল্লাজীনা কাফারুল্ মুন্‌কার ; ইয়াকা দুনা ইয়াছ্‌ত্বূনা বিল্লাজীনা

তুমি এই কাফেরদের চেহারায় বিরক্তি দেখিতে পাইবে ; যেন অতি সত্তরই আক্রমণ করিয়া বসে পাঠকারীদিগের প্রতি

يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ط قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ

ইয়াত্‌লূনা আ'লাইহিম্ আ-ইয়াতিনা ; ক্বুল্ আফা উনাব্বিউকুম্ বিশার্‌রিম্ মিন্

যাহারা তাহাদের নিকট আমার আয়াত সমূহ পাঠ করিতেছে ; ইহাদিগকে বলিয়া দাও, তবে আমি কি তোমাদিগকে তদপেক্ষা অধিক মন্দের খবর দিব ?

ع ৯ / ৯ রুকু

ذٰلِكُمْ ط اَلنَّارُ ط وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ع

জালিকুন্ ; আন্নার ; ওয়াআ'দাহাল্লা হুল্লাজীনা কাফারূ ; ওয়া বি'ছাল্ মাছীর। ع

উহা দোজখ। আল্লাহ কাফেরদের প্রতি উহার ওয়াদা দিয়াছেন। বস্তুতঃ উহা বড় মন্দ ঠিকানা।

٧٣- يٰاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ط اِنَّ الَّذِيْنَ

৭৩। ইয়া আইয়্যুহান্ নাছু দ্বুরিবা মাছালুন্ ফাছ্‌তামিউ লাহু ; ইন্নাল্লাজীনা

(৭৩) হে লোকগণ, একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে, উহা মনোযোগ দিয়া শুন ;

تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ط

তাদ্‌উ'না মিন্‌দুনিল্লাহি লা'ই ইয়াখ্‌লুকু জুবাবাঁউ ওয়ালাবিজ্‌, তামাউ' লাহু ;

তোমরা যে সব গায়্‌রুল্লার ইবাদত করিতেছ, উহারা কখনও একটি মাছিও পয়দা করিতে পারিবে না—যদিও তজ্জন্য সকলে সম্মিলিত হয়।

وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ط

ওয়া য়িঁই ইয়াছ্‌লুব্‌ হুমুজ্‌ জুবাবু শাইআল্‌ লা ইয়াছ্‌ তান্‌কিজুহু মিন্‌হু ;

এমন কি যদি কোন মাছি উহাদের নিকট হইতে কিছু কাড়িয়া নেয়, উহারা উহার নিকট হইতে তাহা ছাড়াইয়া লইতে পারে না।

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ۝ ٧٤- مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ

দ্বাউ'ফাত্ব্‌ ত্বালিবু ওয়াল্‌ মাত্ব্‌লূব। ৭৪। মা ক্বাদারুল্লাহা হাক্ব্‌কা ক্বাদ্‌রিহু ; ইন্নাল্লাহা

এরূপ আবেদ মা'বুদ উভয়েই দুর্ব্বল। (৭৪) আল্লাহর যোগ্য সম্মান ইহারা প্রদান করে নাই। নিশ্চয় আল্লাহ

لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝ ٧٥- اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا

লাক্বাবিইয়্যুন্ আ'যীয্‌। ৭৫। আল্লাহু ইয়াছ্‌ত্বাফী মিনাল্‌ মালা ইকাতি রুছুলাঁউ

শক্তিমান প্রতাপশালী। (৭৫) আল্লাহ ফেরেশতা হইতে সংবাদবাহক মনোনীত করেন

وَّمِنَ النَّاسِ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ج ٧٦- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ

ওয়া মিনান্ নাছ ; ইন্নাল্লাহা ছামীউ'ম্ বাছীর। ৭৬। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম্

এবং মানব হইতেও ; আল্লাহ শ্রোতা ও দ্রষ্টা। (৭৬) তিনি তাহাদের ভাবীকালের ও অতীতের সব অবস্থা অবহিত আছেন।

وَمَا خَلْفَهُمْ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○ ٧٧- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ

ওয়া মা খাল্‌ফাহুম্ ; ওয়া ইলাল্লাহি তুর্‌জ্বাউ'ল্‌ উমূর। ৭৭। ইয়া আইয়্যু হাল্লাজীনা

বস্তুতঃ সব ব্যাপারই তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। (৭৭) হে মু'মিনগণ,

اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

আ-মানুর্‌কাউ' ওয়াছ্‌জু্দু ওয়া'বুদূ রাব্বাকুম্ ওয়াফ্‌আ'লুল্‌ খাইরা লাআ'ল্লাকুম্

তোমরা রুকু-ছেজ্দাহ্, স্বীয় রবের ইবাদত ও সৎকাজ করিতে থাক, আশা হয় যে, তোমরা সফলকাম হইবে।

تُفْلِحُوْنَ ج ٧٨- وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَ اجْتَبٰكُمْ

তুফ্‌লিহুন। ৭৮। ওয়া জ্বাহিদু ফিল্লাহি হাক্‌কা জ্বিহাদিহ্ ; হুয়াজ্‌ তাবাকুম্

(৭৮) এবং আল্লাহর কাজে যথাযোগ্য সাধনা করিতে থাক ; তিনি তোমাদিগকে বিশিষ্ট করিয়াছেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ط

ওয়া মা জ্বাআলা আ'লাইকুম্ ফিদ্দীনি মিন্ হারাজ্ব ; মিল্লাতা আবীকুম্ ইব্‌রাহীম ;

এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনরূপ কঠোরতা করেন নাই। স্বীয় পিতা ইব্রাহিমের দ্বীনে অধিষ্ঠিত থাক।

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لا مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ

হুওয়া ছাম্মাকুমুল্‌ মুছ্‌লিমীন, মিন্ ক্বাব্‌লু ওয়া ফী হা-জা লিইয়াকূনার্ রাছুলু

তিনি তোমাদিগকে মুসলমান নাম দিয়াছেন—ইহার পূর্ব্বে এবং এই কোরআনেও যাহাতে রাসূল

شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ج صلے فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

শাহীদান্ আ'লাইকুম্ ওয়া তাকূনু শুহাদাআ আ'লান্নাছ, ফাআক্বীমুছ্‌ ছালাতা

সাক্ষী হয় তোমাদের ব্যাপারে এবং তোমরা সাক্ষী হও লোকদের ব্যাপারে। অতএব নামাজ আদায় কর

وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ

ওয়া আ-তুয্‌ যাকাতা ওয়া'তাছীমু বিল্লাহ্‌; হুওয়া মাউলাকুম্‌,

জাকাত দাও ও আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর; তিনি তোমাদের অভিভাবক।

فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ع

ফানি'মাল্‌ মাউলা ওয়া নি'মান্নাছীর। ع

এবং তিনি বড় উত্তম অভিভাবক ও উত্তম সহায়ক। ع ১০/১০ রুকু

(ফায়দা) আল্লাহই উত্তম সহায়ক এবং সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম অভিভাবক। কিন্তু এই সন্তুষ্টির ও নিরাপদ আশ্রয়ের বাণী লাভ করিবার পরেও মানুষ পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন শক্তি ও সহযোগীর উপর নির্ভর করিয়া চলে এবং তাহাদের মধ্যে চুক্তি-পত্র ও সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া থাকে। তাহারা আল্লাহর রহমত ও আশ্বাস-বাণীর কথা ভুলিয়া যায়। তাহারা মনে করে বৃহৎ শক্তির সহিত জোট ভূক্ত না থাকিলে বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধা ও উপকার লাভ করা যাইবে না। প্রকৃত পক্ষে মানুষের নিকট হইতে যে সব সাহায্য, সহানুভূতি ও বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ পাওয়া যায় তাহা সাময়িক সময়ের জন্য। চিরস্থায়ী কোন যোগ-সুত্র মানুষের দ্বারা কায়েম হওয়া সম্ভব নহে। তবুও যাহারা আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ রূপে ভরসা করিয়া চলিতে থাকে, তাহাদের বন্ধুর ও সহযোগীর অভাব মাটিতে কখনও দেখা যায় না। কথায় বলে,

من له المولى فله الكل

অর্থাৎ আল্লাহ যাহার জন্য অভিভাবক আছেন তাহার জন্য সবকিছুই সহজ ও আছান হইয়া যায় এবং তাহার কোন কিছুরই অভাব ঘটিতে দেখা যায় না। আল্লাহ আমাদিগকে তাঁহার উপর পূর্ণ ভরসা করিবার তৌফিক দান করুন।

ছুরা—মু'মিনূন ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লাহির্‌ রাহ্‌মানির্‌ রাহীম অতি দয়াময় ও পরম কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে	এই ছুরায় ৬ রুকু ও ১১৮ আয়াত

۱- قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ ۲- الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ○

১। ক্বাদ্‌ আফ্‌লাহাল্‌ মু'মিনূন। ২। আল্লাজীনা হুম্‌ ফী ছালাতিহিম্‌ খাশিউ'ন।

(১) মু'মেনগণ নিজেদের সফলতায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। (২) এবং সেই লোক যাহারা নিজেদের নামাজের মধ্যে নম্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

۳- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ○ ۴- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ

৩। ওয়াল্লাজীনা হুম্‌ আ'নিল্‌ লাগ্‌বি মু'রিদ্বূন। ৪। ওয়াল্লাজীনা হুম্‌ লিয্‌যাকাতি

(৩) এবং উহারা যাহারা বাহুল্য কাজ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। (৪) এবং যাহারা জাকাত

فَاعِلُوْنَ ○ ۵- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ○ ۶- اِلَّا عَلٰى

ফাই'লূন। ৫। ওয়াল্লাজীনা হুম্‌ লিফুরূজিহিম্‌ হাফিজুন। ৬। ইল্লা আ'লা

দিয়া থাকে। (৫) এবং যাহারা নিজেদের লজ্জা স্থানের রক্ষাণাবেক্ষণ করে। (৬) কিন্তু

اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ○ج

আয্‌ওয়াজিহিম্‌ আউমা মালাকাত্‌ আইমানুহুম্‌ ফাইন্নাহুম্‌ গ্বাইরু মালূমীন।

নিজেদের ভার্য্যাগণের উপর কিম্বা নিজেদের হস্তের মাল দ্বারা যাহার অধিকারী হইয়াছে ইহাতে উহাদের উপর কিছুই দোষ নাই।

۷- فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ○ج ۸- وَالَّذِيْنَ

৭। ফামানিব্‌তাগ্বা ওয়ারা-আ জালিকা ফাউলা-ইকা হুমুল্‌ আ'দূন। ৮। ওয়াল্লাজীনা

(৭) কিন্তু যে ব্যক্তি ইহা ছাড়া অন্বেষী হইবে তাহা হইলে উহারাই গণ্ডী হইতে বাহিরে অবস্থিত। (৮) আর উহারা

هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ○ ۹- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ

হুম্‌ লিআমা-নাতিহিম্‌ ওয়া আহ্‌দিহিম্‌ রাউ'ন। ৯। ওয়াল্লাজীনা হুম্‌ আ'লা ছালাওয়াতিহিম্‌

যাহারা নিজেদের আমানৎগুলির ও নিজেদের অঙ্গীকারগুলির খেয়াল রাখিয়া থাকে। (৯) এবং উহারা যাহারা নিজেদের নামাজগুলির

ওয়াক্‌ফ্‌ গি' লাজিম

يُحَافِظُوْنَ ۘ ١٠- اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ۙ ١١ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ

ইউহা-ফিজ়ূন। ১০। উলা-ইকা হুমুল্ ওয়ারিছুন। ১১। আল্লাজীনা ইয়ারিছুনাল্
পা-বন্দ রহিয়াছে। (১০) ইহারাই আসল উত্তরাধিকারী। (১১) যাহারা মীরাছ প্রাপ্ত হইবে

الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ١٢- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ

ফির্‌দাওছা; হুম্ ফীহা খালিদূন। ১২। ওয়া লাক্বাদ্, খালাক্‌নাল্ ইন্‌ছানা মিন্
ফেরদাওছ্, বেহেশ্‌তের; উহারা উহাতে চির কাল থাকিবে। (১২) এবং আমি মানুষকে তৈয়ার করিয়াছি

سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۚ ١٣- ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۪

ছুলা লাতিম্ মিন্ ত্বীন। ১৩। ছুম্মা জ্বাআ'ল্‌নাহু নুত্ব্‌ফাতান্ ফী ক্বারারিম্ মাকীন।
ছানিত মাটি হইতে। (১৩) তারপর আমিই তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণের স্থলে নোৎফা করিয়া রাখিয়াছি।

١٤- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

১৪। ছুম্মা খালাক্‌নান্ নুত্ব্‌ফাতা আ'লাক্বাতান্ ফাখালাক্‌নাল্ আ'লাক্বাতা মুদ্ব্‌গ্বাতান্
(১৪) তারপর আমিই করিয়াছি নোৎফাকে জমাট রক্ত তারপর আমিই জমাট রক্তকে মাংস খণ্ড করিয়াছি

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ

ফাখালাক্‌নাল্ মুদ্ব্‌গ্বাতা ই'জামান্ ফাকাছাওনাল্ ইজামা লাহ্‌মা, ছুম্মা
তারপর আমিই করিয়াছি মাংস খণ্ডকে হাড় তারপর আমিই হাড়ের উপর মাংস সম্বলিত করিয়াছি, তারপর

اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ؕ

আন্‌শা'নাহু ত্বাল্‌ক্বান্ আখার্; ফাতাবা-রাকাল্লাহু আহ্‌ছানুল্ খা-লিক্বীন।
আমিই তাহাকে অন্য সৃষ্টি তৈয়ার করিয়া দাঁড় করিয়াছি, অতএব আল্লাহ্ অতি মহান সর্বোত্তম সৃষ্টিকারী।

---

(১৪) আল্লাহ কাহাকে কি ভাবে সৃষ্টি করিবেন এবং কেন করিবেন তাহার এলেম ও জ্ঞান কেবল মাত্র আল্লাহই জানেন। ইহার উপর এক্বীন রাখিয়া সর্বদাই মানুষকে চলা উচিৎ। (ফতহুল ক্বাদীর)

١٥- ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ط ١٦- ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ

১৫। ছুম্মা ইন্নাকুম্ বা'দা জালিকা লামায়্যিতূন। ১৬। ছুম্মা ইন্নাকুম্ ইয়াওমাল্

(১৫) অতঃপর ইহার পরে তোমাদের সকলকে মরিতে হইবে। (১৬) অতপরঃ তোমাদের সবলকে কেয়ামত

الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ١٧- وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ صلے ق

ক্বিয়ামাতি তুব্আ'ছূন। ১৭। ওয়া লাক্বাদ্ খালাক্না ফাওক্বাকুম্ ছাব্আ' ত্বারা-ইক্,

দিবসে উঠাইয়া দাঁড় করানো হইবে। (১৭) আর আমিই তোমাদের উপর সপ্তখণ্ড আসমান তৈয়ার করিয়াছি,

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ١٨- وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً

ওয়া মা কুন্না আ'নিল্ খাল্ক্বি গ্বাফিলীন। ১৮। ওয়া আন্যাল্না মিনাছ্ ছামাই মা-আম্

এবং সৃজন করার মধ্যে আমি বে-খবর ছিলাম না। (১৮) এবং আমিই আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছি

بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِي الْاَرْضِ صلے ق وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ

বিক্বাদারিন্ ফাআছ্ কান্নাহু ফিল্ আর্দ্ব্, ওয়া ইন্না আ'লা জাহাবিম্ বিহী

পরিমাণ মত তৎপর তাহাকে মাটিতে স্থিত করিয়া রাখিয়াছি, আর আমি উহাকে লইয়া যাওয়ার পক্ষেও

لَقٰدِرُوْنَ ج ١٩- فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ م

লাক্বাদিরূন। ১৯। ফাআন্শা'না লাকুম্ বিহী জ্বান্নাতিম্ মিন্ নাখীলিউ ওয়া আ'নাব।

ক্ষমতাবান। (১৯) তৎপর উহার দ্বারা আমি তোমাদের জন্য খেজুর এবং আঙ্গুরের বাগান তৈয়ার করিয়াছি।

ওয়াক্ফে লাজিম

(১৮) এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে আল্লাহ পৃথিবীতে পরিমাণ ও আন্দাজ মত পানি বৃষ্টি রূপে বর্ষাইয়া থাকেন। কখন কোথায় এবং কি পরিমাণ পানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে, তাহা আল্লাহই নিয়ন্ত্রণ করেন। (মাদারেক)

لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ۙ ٢٠- وَشَجَرَةً

লাকুম্ ফীহা ফাওয়া-কিহু কাছীরাতুঁউ ওয়া মিন্‌হা তা'কুলূন। ২০। ওয়া শাজ্বারাতান্

তোমাদের জন্য সেগুলিতে বহু মেওয়া রহিয়াছে এবং সেগুলির মধ্যে হইতে কতকগুলিকে তোমরা খাইয়া থাক। (২০) এবং আমিই জয়তুনের সেই গাছ

تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ○

তাখ্‌রুজ্বু মিন্ তূরি ছাইনা আ তাম্‌বুতু বিদ্দুহ্‌নি ওয়া ছিব্‌গ্বিল্ লিল্ আকিলীন।

সৃজন করিয়াছি যাহা ছিনা পাহাড়ে জন্মিয়া থাকে এবং ভক্ষণকারীদের জন্য তৈল ও তরকারীসহ উৎপাদিত হয়।

٢١- وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا

২১। ওয়া ইন্না লাকুম্ ফিল্ আন্ আ'মি লাই'ব্‌রাহ্; নুছ্‌ক্বীকুম্ মিম্মা ফী বুতুনিহা

(২১) এবং হে লোকসকল তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও শিক্ষণীয় রহিয়াছে যে, যাহা তাহাদের পেটে রহিয়াছে তাহারই মধ্য হইতে আমি তোমাদিগকে দুধ পান করাইয়া থাকি

وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۙ ٢٢- وَعَلَيْهَا

ওয়া লাকুম্ ফীহা মানা ফিউ' কাছীরাতুঁউ ওয়া মিন্‌হা তা'কুলূন। ২২। ওয়া আ'লাইহা

এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলির মধ্যে তোমাদের জন্য আরও বহু উপকার রহিয়াছে এবং উহাদের মধ্য হইতে কতকগুলিকে তোমরা খাইয়া থাক। (২২) এবং তাহাদের উপরে

وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ع ٢٣- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ

ওয়া আ'লাল্ ফুল্‌কি তুহ্‌মালূন। ২৩। ওয়া লাক্বাদ্ আর্‌ছাল্‌না নুহান্ ইলা ক্বাউমিহী

এবং নৌকাগুলির উপরে তোমরা চড়িয়া বেড়াইয়া থাক। (২৩) এবং নিশ্চয় আমি নুহ্‌কে তাহার সম্প্রদায়ের কাছে পয়গাম্বর করিয়া পাঠাইয়াছিলাম

ع ১/১ রুকু

فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط

ফাক্বালা ইয়া ক্বাউমি'বুদুল্লাহা মা লাকুম্ মিন্ ইলাহিন্ গ্বাইরুহু;

তখন নূহ্, লোকদিগকে বলিল যে ভ্রাতৃগণ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর তিনি ছাড়া তোমাদের কোনও মা'বুদ নাই,

أَفَلَا تَتَّقُونَ ○ ٢٤- فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَا

আফালা তাত্তাক্বূন। ২৪। ক্বালাল্ মালাউল্লাজীনা কাফারূ মিন্ ক্বাউমিহী মা হা জা

তবে কি তোমাদের ভয় লাগে না? (২৪) ইহাতে উহাদের কওমের সরদার যাহারা মোনকের ছিল বলিতে লাগিল যে, এ ও

إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لا يُرِيْدُ أَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ط وَلَوْ

ইল্লা বাশারুম্ মিছ্‌লুকুম্, ইউরীদু আঁই ইয়াতাফাদ্‌দ্বালা আ'লাইকুম্; ওয়া লাউ

তোমাদেরই মত মানুষ আর তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বনিতে চাহিতেছে, আর যদি

شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً صلے ج مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا

শা—আল্লাহু লাআন্‌যালা মালা-ইকাতাম্ মা ছামি'না বিহা-জা

আল্লাহর পয়গাম্বরই প্রেরণের অভিপ্রায় থাকিত তাহা হইলে ফেরেশ্‌তাগণকে পাঠাইতেন, আমরা তো শুনি নাই এরূপ কথা

فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ج صلے ٢٥- اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ

ফী আ-বা ইনাল্ আউওয়ালীন। ২৫। ইন্ হুয়া ইল্লা রাজুলুম্ বিহী জ্বিন্নাতুন্

আমাদের অগ্রবর্তি পিতা-পিতামহদিগের মধ্যে হইতে। (২৫) এই ব্যক্তি একজন মানুষ যাহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে

فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ○ ٢٦- قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ○

ফাতারাব্বাছু বিহী হাত্তা হীন্। ২৬। ক্বালা রাব্বিন্ ছুর্‌নী বিমা কাজ্জাবূন।

অতএব এক বিশেষ সময় পর্যন্ত ইহার অপেক্ষা কর। (২৬) নুহ্ আল্লাহ সকাশে প্রার্থনা করিলেন হে আমার পালনকারী, আপনি আমার সাহায্য করুন যদ্রূপ ইহারা আমাকে মিথ্যা জানিয়াছে।

٢٧- فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ز

২৭। ফাআউ হাইনা ইলাইহি আনিছ্ নাই'ল্ ফুল্‌কা বি আয়'উনিনা ওয়া ওয়াহ্‌য়িনা,

(২৭) তখন আমি নুহের দিকে অহী পাঠালাম যে, আমার চক্ষের সম্মুখে এবং আমার ইচ্ছা অনুযায়ী একটা নৌকা প্রস্তত কর,

فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ لا فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ

ফাইজা জ্বা আ আম্‌রুনা ওয়া ফারাত্তান্ নূর, ফাছ্‌লুক্ ফীহা মিন্ কুল্লিন্

তৎপর যখন আমার শাস্তির নির্দ্দেশ আসার উপক্রম হইবে তন্দুর হইতে পানি ছাপাইতে লাগিবে, তখন বসাইয়া লও নৌকায় প্রত্যেক জীব হইতে

زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ج

যাওজ্বাইনিছ্‌, নাইনি ওয়া আহ্‌লাকা ইল্লা মা ছাবাক্বা আ'লাইহিল্‌ ক্বাওলু মিন্‌হুম্‌,
দুই দুই-এর জোড়া আর উহাদের সঙ্গে নিজের গৃহবাসীগণকেও কিন্তু উহাদের মধ্য হইতে যাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে ডুবিবার হুকুম হইয়াছে তাহাদিগকে নহে,

---

وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ج اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ٥ ٢٨- فَاِذَا اسْتَوَيْتَ

ওয়ালা তুখা ত্বিব্‌নী ফিল্লাজীনা জালামূ, ইন্নাহুম্‌ মুগ্‌রাকূন। ২৮। ফা ইজাছ্‌ তাওয়াইতা
আর যাহারা নাফরমানী করিয়াছে তাহাদের জন্য আমার কাছে কিছুই আরজ জানাইও না, কারণ উহাদিগকে ডুবিতে হইবে। (২৮) তারপর যখন বসিয়া যাইবে

اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ

আন্তা ওয়া মাম্‌ মাআ'কা আ'লাল্‌ ফুল্‌কি ফাকুলিল্‌ হাম্‌দু লিল্লা হিল্লাজী
তুমি ও তোমার সঙ্গীরা সকলে ঠিকভাবে নৌকায়, তখন বলিবে যে, আল্লাহর শোকর যিনি

نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ٥ ٢٩- وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا

নাজ্জা না মিনাল্‌ ক্বাউমিজ্‌ জালিমীন। ২৯। ওয়াক্বুর্‌ রাব্বি আন্‌যিল্‌নী মুন্‌যালাম্‌
আমাদিগকে জালেমগণ হইতে মুক্তি দিয়াছেন। (২৯) এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া করিবে যে, হে আমার পালনকারী, আমাকে জমীনের উপর অবতরণ করিবেন

مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ٥ ٣٠- اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

মুবারাকাউ ওয়া আন্তা খাইরুল্‌ মুন্‌যিলীন। ৩০। ইন্না ফী জালিকা লাআ-ইয়া-তিঁউ
বরকতের অবতরনে আর আপনিই সকল অবতরণকারীর মধ্যে উত্তম অবতরণকারী। (৩০) নিঃসন্দেহ ইহার মধ্যে আমার কুদেরতের বহু নিদর্শন রহিয়াছে

وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ٥ ٣١- ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

ওয়া ইন্‌ কুন্না লামুব্‌তালীন। ৩১। ছুম্মা আন্‌শা'না মিম্‌ বা'দিহিম্‌ ক্বার্‌নান্‌
আর লোকদিগের ঈমানের পরীক্ষা লওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর উহাদের পরে আমি বাহির করিয়া দাঁড় করিলাম অন্য

آخَرِينَ ع ٣٢- فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ

আ-খারীন। ৩২। ফাআরছাল্‌না ফীহিম্ রাছুলাম্ মিন্‌হুম্ আনি'বুদুল্লাহা মা লাকুম্

উম্মতকে। (৩২) অতঃপর উহাদেরই মধ্য হইতে ছালেহকে রাসূল করিয়া উহাদের মধ্যে পাঠাইলাম তোমরা আল্লারই এবাদত কর, তোমাদের নাই

ع ২/২ রুকু

مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ط أَفَلَا تَتَّقُونَ ع ٣٣- وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ

মিন্ ইলা হিন্ গাইরুহু ; আফালা তাত্তাকূন। ৩৩। ওয়া কালাল্ মালাউ মিন্

তাঁহার ছাড়া কোনই মা'বুদ, তোমাদের কি ভয় লাগে না? (৩৩) আর বলিতে লাগিল তাহাদের কওমের সরদারগণ,

قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ

কাউমিহিল্লাজীনা কাফারূ ওয়া কাজ্জাবু বিলিকা-ইল্ আখিরাতি ওয়া আত্‌রাফ্‌নাহুম্

যাহারা মোনকের ছিল আর পরকাল-এর আগমনকে মিথ্যা জানিত, আর আমি উহাদিগকে অভীষ্টসিদ্ধিও দান করিয়াছিলাম

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ لا يَأْكُلُ

ফিল্ হাইয়া তিদ্দুন্‌ইয়া, মা হা জা ইল্লা বাশারুম্ মিছ্‌লুকুম্, ইয়া'কুলু

পার্থিব জীবনে, এই ব্যক্তি তোমাদেরই ন্যায় মানুষ সেই প্রকারের খাদ্য এ-ও খাইতেছে

مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٥ ٣٤- وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ

মিম্মা তা'কুলূনা মিন্‌হু ওয়া ইয়াশ্‌রাবু মিম্মা তাশ্‌রাবুন। ৩৪। ওয়ালা ইন্ আত্বা'তুম্

যে-খাদ্য তোমরা খাইতেছ, আর যাহা তোমরা পান করিতেছ সেই প্রকারের পানি এ-ও পান করিতেছে। (৩৪) যদি তোমরা অনুসরণ কর

بَشَرًا مِثْلَكُمْ لا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ لا ٣٥- أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ

বাশারাম্ মিছ্‌লাকুম্ ইন্নাকুম্ ইজাল্ লাখা-ছিরূন। ৩৫। আইয়া ই'হুকুম আন্নাকুম্

নিজেদের মত মানুষের তবে তদবস্থায় নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে জ্ঞানের অভাব রহিয়াছে। (৩৫) এই ব্যক্তি কি তোমাদিগকে বলিতেছে যে,

إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ لا

ইজা মিত্তুম্ ওয়া কুন্তুম্ তুরাবাউ ওয়া ই'জামান্ আন্নাকুম্ মুখরাজুন।

যখন তোমরা মরিয়া যাইবে এবং তোমাদের মাটি ও হাড় থাকিয়া যাইবে, তৎপর তোমাদের বাহির করা হইবে।

٣٦- هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۝ لاص ٣٧- إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا

৩৬। হাইহাতা হাইহাতা লিমা তুআ'দুন। ৩৭। ইন্ হিয়া ইল্লা হাইয়া তুনাদ্দুন্‌ইয়া

(৩৬) এই কথা যাহা তোমাদিগকে বলা হইতেছে জ্ঞানের সম্পূর্ণ বহির্ভূত এবং ধারণা হইতে সম্পূর্ণ দূরে। (৩৭) এই-ই আমাদের দুনিয়ার জেন্দেগী

نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ صلا ٣٨- إِنْ هُوَ إِلَّا

তামূতু ওয়া নাহ্ইয়া ওয়ামা নাহ্নু বিমাব্উ'ছীন। ৩৮। ইন্ হুয়া ইল্লা

যে, আমরা মরিয়াও থাকি এবং জীবিতও থাকি আর আমাদিগকে পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিতে হইবে না। (৩৮) হউক না-হউক

رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۝

রাজুলুনিফ্তারা আ'লাল্লাহি কাজিবাঁউ ওয়ামা নাহ্নু লাহু বিমু'মিনীন।

এই ব্যক্তি এরূপ ব্যক্তি, যে-ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা কুৎসা চাপাইয়াছে আর আমরা ইহা বিশ্বাস করি না।

٣٩- قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۝ ٤٠- قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ

৩৯। ক্বালা রাব্বিন্ ছুর্নী বিমা কাজ্জাবূন। ৪০। ক্বালা আ'ম্মা ক্বালীলিল্ লাইউছ্বিহুন্না

(৩৯) ছালেহ দোয়া করিল যে ওহে আমার পালনকারী, যদ্রূপ ইহারা আমাকে মিথ্যা জানিয়াছে আপনি আমার সাহায্য করুন। (৪০) আল্লাহ ফরমাইলেন একটু ছবর কর শত্রীই ইহারা নিশ্চয়ই

نَادِمِينَ ۝ ج ٤١- فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ

না-দিমীন। ৪১। ফাআখাজাত্ হুমুছ্ ছাইহাতু বিল্হাক্কি ফাজাআল্নাহুম্

লজ্জিত হইবে। (৪১) তখন কঠিন শব্দ আসিয়া ধরিল তখন আমি উহাদিগকে করিয়া দিলাম

غُثَاءً ج فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ ٤٢- ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ

গুছাআন্ ফাবু'দাল্ লিল্ ক্বাউমিজ্ জালিমীন। ৪২। ছুম্মা আন্শা'না মিন্

আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল-এর ন্যায়, জালেম লোকদিগের উপর অভিসম্পাৎ পুনরায়। আমি সৃজন করিয়াছি

بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ۝ ط ٤٣- مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا

বা'দিহিম ক্বুরূ-নান্ আখারীন। ৪৩। মা তাছ্বিক্বু মিন্ উম্মাতিন্ আজালাহা ওয়ামা

উহাদের পরে আরও অনেক ওম্মত। (৪৩) কোনও উম্মত নিজের নির্দিষ্ট সময় হইতে না অগ্রসর হইতে পারে, আর না

يَسْتَأْخِرُوْنَ ۝ ٤٤- ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ط كُلَّمَا جَاءَ

ইয়াছ্ তা'খিরূন। ৪৪। ছুম্মা আর্ছাল্না রুছুলানা তাত্রা ; কুল্লামা জ্বাআ
উহা হইতে পশ্চাতে থাকিতে পারে। (৪৪) পুনশ্চ আমি ক্রমাগতভাবে নিজের পয়গাম্বর প্রেরণ করিতে থাকি, যখনই আসিত

اُمَّةً رَسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ

উম্মাতার্ রাছুলুহা কাজ্জাবুহু ফাআৎবা'না বা'দ্বহুম্ বা'দ্বাঁউ ওয়া জ্বাআ'ল্না হুম্
কোনও উম্মতের রাসূল তাহাদের কাছে, তাহাকে তাহারা মিথ্যা জানিত তখন আমিও একের পিছনে একেক হালাক করিতে থাকিলাম এবং আমি তাহাদিগকে করিয়া দিলাম

اَحَادِيْثَ ج فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝ ٤٥- ثُمَّ اَرْسَلْنَا

আহা-দীছ, ফাবু'দাল্ লিক্বাউমিল্ লা ইউ'মিনূন। ৪৫। ছুম্মা আর্ছাল্না
কেচ্ছা-কাহিনী, অতএব যাহারা ঈমান আনে না তাহাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাৎ। (৪৫) অতপরঃ আমি পাঠাইলাম

مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۙ

মূছা ওয়া আখাহু হারূনা, বিআ-ইয়া তিনা ওয়া ছুল্ত্বানিম্ মুবীন।
মূসা এবং তাঁহার ভ্রাতা হারূনকে নিজের নিদর্শন এবং সুস্পষ্ট দলীলসহ।

٤٦- اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ج ٤٧- فَقَالُوْا

৪৬। ইলা ফির্আ'উনা ওয়া মালাইহী ফাছ্তাক্বারূ ওয়া কা-নূ ক্বাওমান্ আ'লীন। ৪৭। ফাক্বা-লূ
(৪৬) ফেরাউন ও তাহার দরবারীদিগের দিকে পয়গাম্বর করিয়া তখন উহারা সকলে অহঙ্কার করিয়া বসিল আর উহারা ছিল ঔদ্ধত লোক। (৪৭) উহারা বলিতে লাগিল

اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ج

আনু'মিনু লিবাশারাইনি মিছ্লিনা ওয়া ক্বাউমু হুমা লানা আ'-বিদুন।
আমরা কি এই ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি ঈমান আনিব অথচ তাহারা যে আমাদেরই ন্যায় মানুষ, তাহাদের কওম আমাদেরই দাসানুদাস।

(৪৬) ধনী ও বণিক শ্রেণীর মধ্যে কিংবা কূলীন দাবীদারগণের মধ্যে নিজের মত ও পথের শ্রেষ্ঠতা বজায় রাখিবার প্রবনতা অতীতেও ছিল আজও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। তবে যাহারা সত্যানুরাগী তাহারা এই দল ভুক্ত নহে। (বালাজুরী)

٤٨- فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ۝ ٤٩- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى

৪৮। ফাকাজ্জাবু হুমা ফাকানূ মিনাল্ মুহ্‌লাকীন। ৪৯। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা মূছাল্

(৪৮) ফলকথা, উহারা উভয়কে মিথ্যা জানিল তখন ফল এই দাঁড়াইল যে, উহাদিগকে হালাক করিয়া দেওয়া হইল। (৪৯) এবং আমি দান করিয়াছিলাম মূসাকে

الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝ ٥٠- وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ

কিতাবা লাআ'ল্লাহুম্ ইয়াহ্‌তাদূন। ৫০। ওয়া জ্বাআল্‌নাব্‌না মার্‌ইমা ওয়া উম্মাহু

তওরাত কিতাব এ-উদ্দেশ্যে যে লোক উহা দ্বারা পথপ্রাপ্ত হইবে। (৫০) এবং আমি বানাইয়াছিলাম মরিয়মের পুত্র ঈসা ও তাহার মাতা মরিয়মকে

آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ع

আ-ইয়াতাঁউ ওয়া আ-ওয়াইনা হুমা ইলা রাব্‌ওয়াতিন্ জাতি ক্বারারি'উ ওয়া মাঈ'ন।

নিজের কুদ্‌রতের নিদর্শন আর তাঁহাদের উভয়কে একটি উচ্চস্থানে যাহা অবস্থানের উপযোগী এবং শস্য ও শ্যামল ছিল আশ্রয় দিয়াছিলাম।

ع ৩ | ৩ রুকু

٥١- يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي

৫১। ইয়া আইয়্যুহার্ রুছুলু কুলু মিনাত্ব্ ত্বাইয়্যিবাতি অয়া'মালু ছালিহা ; ইন্নী

(৫১) হে পয়গাম্বরগণ। তোমরা বিশুদ্ধ জিনিষ ভক্ষণ কর এবং সৎকাজ করিতে থাক, আমি সে সকলই

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ط ٥٢- وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

বিমা তা'মালূনা আলীম্। ৫২। ওয়া ইন্না হা-জিহী উম্মাতুকুম্ উম্মাতুঁউ ওয়া-হিদাতাঁউ

অবগত আছি যদ্রূপ আমল তোমরা করিতেছ। (৫২) আর ইহা তোমাদের একই দল

---

(৫২) যাহারা হালাল হারামকে মান্য করিয়া চলে এবং সর্বদা পবিত্র জীবন যাপন করিতে প্রয়াসী তাহারা আল্লাহর রহমতের আওতাভুক্ত দলহিসাবে চিহ্নিত হইয়া থাকে। তাহারা সর্বোত্তভাবে আল্লাহ এবং তাহার রাসূলের জীবন ব্যবস্থাকে শ্রদ্ধা করিয়া ও মানিয়া চলিতে থাকে। তাহারা পরকালেও একই জমাতভুক্ত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে হাজির হইবে। তাহাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিবে না। (খাজেন)

وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ٥ ৫৩- فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ط

ওয়া আনা রাব্বুকুম্ ফাত্তাকূন। ৫৩। ফাতাকাত্ত্বাউ' আম্‌রাহুম্ বাইনাহুম্ যুবুরা ;
এবং আমিই তোমাদের সকলের পালনকারী অতএব আমাকেই ভয় করিতে থাকিবে। (৫৩) তৎপর লোকেরা আপোষে জেদ করতঃ নিজের দ্বীন পৃথক পৃথক করিয়া লইল ;

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٥ ৫৪- فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ

কুল্লু হিয্‌বিম্ বিমা লাদাইহিম্ ফারিহুন। ৫৪। ফাজার্‌হুম্ ফা গ্বাম্‌রাতিহিম্
এক্ষণ যাহা যে দলের কাছে রহিয়াছে সে দল তাহাতেই সন্তুষ্ট আছে। (৫৪) অতএব হে নবী। তুমি ইহাদিগকে ইহাদের গাফ্‌লতিতে পড়িয়া থাকিতে দাও

حَتَّى حِينٍ ٥ ৫৫- أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ٥ لا

হাত্তা হীন। ৫৫। আ-ইয়াহ্‌ছাবূনা আন্নাম্মা নুমিদ্দুহুম্ বিহী মিম্ মালিঁউ ওয়া বানীন।
এক বিশেষ সময় পর্যন্ত। (৫৫) ইহারা কি এরূপ ধারণা পোষণ করে যে, আমি মাল এবং সন্তান সন্ততি দ্বারা ইহাদের সাহায্য করিয়া যাইতেছি।

৫৬- نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ط بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ٥ ৫৭- إِنَّ الَّذِينَ هُمْ

৫৬। নুছারিউ' লাহুম্ ফিল্ খাইরাত ; বাল্ লা ইয়াশ্‌উ'রূন। ৫৭। ইন্নাল্লাজীনা হুম্
(৫৬) ইহাদের উপকার পৌঁছাইতে আমি দ্রুততা করিতেছি বরং ইহারা বুঝেই না যে, ইহাও এক পরীক্ষা। (৫৭) যাহারা

مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ٥ لا ৫৮- وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

মিন্ খাশ্‌ইয়াতি রাব্বিহিম্ মুশ্‌ফিকূন। ৫৮। ওয়াল্লাজীনা হুম্ বিআ-ইয়াতি রাব্বিহিম্
নিজেদের পালনকারীর ভয়ে ভীত থাকে। (৫৮) এবং যাহারা নিজেদের পালনকারীর আয়াতগুলির প্রতি

يُؤْمِنُونَ ٥ لا ৫৯- وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ٥ لا ৬০- وَالَّذِينَ

ইউ'মিনুন। ৫৯। ওয়াল্লাজীনা হুম্ বিরাব্বিহিম্ লা ইউশ্‌রিকূন। ৬০। ওয়াল্লাজীনা
বিশ্বাস রাখে। (৫৯) এবং যাহারা নিজেদের পালনকারীর সহিত কাহাকেও শরীক করে না (৬০) এবং যাহারা

يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ

ইউ'তূনা মা আ তাও ওয়া কুলূবুহুম্ ওয়াজিলাতুন্ আন্নাহুম্ ইলা রাব্বিহিম্
যতটা দান করা সম্ভব দান করিয়া থাকে এবং অন্তঃকরণে এ-বিষয়ে খট্‌কা লাগিয়া থাকে যে, তাহাদিগকে তাহাদের পালনকারীর দিকে

رٰجِعُوْنَ ۙ ٦١- اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ۝

রাজ্বিউ'ন। ৬১। উলা-ইকা ইউছারিউ'না ফিল্ খাইরাতি ওয়া হুম্ লাহা ছাবিক্বূন।

ঘুরিয়া যাইতে হইবে। (৬১) ইহারা সৎকার্যে তৎপরতা প্রদর্শন করিতে থাকে এবং ইহার জন্য আগ্রহাতিশর্য্য প্রকাশ করে।

٦٢- وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ

৬২। ওয়া লা নুকাল্লিফু নাফ্‌ছান্ ইল্লা উছ্‌আ'হা, ওয়া লাদাইনা কিতাবুঁই ইয়ান্‌ত্বিক্ব্

(৬২) এবং আমি কাহারও সাধ্যের অতীত বোঝা তৎপ্রতি চাপাই না, এবং আমারই নিকট লোকদিগের কার্যাবলীর রেজিষ্ট্রী রহিয়াছে, যাহা দেখাইয়া দেয়

بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ ٦٣- بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِىْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا

বিল্‌হাক্ক্‌কি ওয়া হুম্ লা ইউজ্‌লামূন। ৬৩। বাল্ ক্বুলু বুহুম্ ফী গ্বাম্‌রাতিম্ মিন্ হাজা

প্রত্যেকের যথাযথ অবস্থা এবং তাহাদের অধিকার লোপ হইবে না। (৬৩) কিন্তু ইহাদের অন্তঃকরণ ইহা হইতে গাফলতিতে রহিয়াছে

وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ۝ ٦٤- حَتّٰٓى اِذَآ

ওয়া লাহুম্ আ'মালুম্ মিন্ দুনি জালিক, হুম্ লাহা আ'মিলূন। ৬৪। হাত্তা ইজা

এবং ইহাদের আমল রহিয়াছে যেগুলির ইহারা আমল করিয়া থাকে, আর ইহারা সেই আমলগুলি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না। (৬৪) এ-পর্য্যন্ত যে যখন

اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْئَرُوْنَ ط ٦٥- لَا تَجْئَرُوا

আখাজ্‌না হুম্ মুত্‌রাফীহিম্ বিল্ আ'জাবি ইজা হুম্ ইয়াজ্ব্‌আরূন। ৬৫। লা তাজ্ব্‌আরুল্

আমি ইহাদের স্বচ্ছল অবস্থার লোকদিগকে নিজের আজাবে গ্রেফতার করিব, তখন ইহারা ত্বরিত চীৎকার করিয়া উঠিবে। (৬৫) তোমরা যুগব্যাপী চীৎকার কর

---

(৬২) আল্লাহ সাধ্যের অতিরিক্ত কোন প্রকার বোঝা বা দায়িত্ব কাহাকেও দেন না। কিন্তু এই দায়িত্বকে মানুষ ঠিকভাবে পালন করে না বলিয়াই তাহারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হারা হইয়া যায় এবং মুশরেক ও কাফের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহর দেওয়া দায়িত্বকে নেয়ামত স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ইহার যথাযথ মর্যাদা দেওয়াই কর্তব্য। (জামী)

اَلْيَوْمَ قف اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ٥ ٦٦- قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى

ইয়াউমা ইন্নাকুম্ মিন্না লা তুন্‌ছারূন। ৬৬। ক্বাদ্ কানাত্ আইয়াতি তুত্‌লা

তোমাদের আমার নিকট হইতে কোনও প্রকারের সাহায্য পৌঁছিবে না। (৬৬) আমার আয়াতগুলি পড়িয়া শুনান হইত

عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ لا ٦٧- مُسْتَكْبِرِيْنَ صلے ق بِهٖ

আলাইকুম্ ফাকুন্তুম্ আ'লা আ'ক্বাবিকুম্ তান্‌কিছুন। ৬৭। মুছতাক্‌বিরীনা বিহী

তোমাদিগকে তখন তোমরা নিজেদের উল্টাপায়ে পলায়ন করিতে। (৬৭) অহঙ্কার করিতে করিতে, উহার সাথে

سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ٥ ٦٨- اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ

ছা-মিরান্ তাহ্‌জুরূন। ৬৮। আফালাম্ ইদ্‌দাব্বারুল্ ক্বাউলা আম্ জ্বা-আহুম্

কেচ্ছা-কাহিনী ভাবের কথা বলিতে বলিতে যা-তা বকিতে। (৬৮) ইহারা কি আমার এই নির্দ্দেশের মধ্যে মনোযোগই দেয় নাই। কিম্বা ইহাদের নিকট এক নূতন কথা আসিয়াছে

مَّا لَمْ يَأْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ز ٦٩- اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ

মা লাম্ ইয়া'তি আ-বা-আ হুমুল্ আউওয়ালীন। ৬৯। আম্ লাম্ ইয়া'রিফু রাছুলাহুম্

যাহা ইহাদের অগ্রবর্ত্তী পিতা-পিতামহদিগের নিকট আসে নাই। (৬৯) অথবা ইহারা নিজেদের রাসূলের সত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল না

فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ز ٧٠- اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ط بَلْ جَآءَهُمْ

ফাহুম্ লাহু মুন্‌কিরূন। ৭০। আম্ ইয়াক্বূলূনা বিহী জ্বিন্নাতুন্ ; বাল্ জ্বা-আহুম্

ইহারা রাসূল-এর রেছালৎ সম্বন্ধে মোন্‌কের রহিয়াছে। (৭০) অথবা বলিয়া থাকে যে, ইহার মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগ আছে, বরং আসিয়াছে

بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ٥ ٧١- وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ

বিল্ হাক্‌কি ওয়া আক্‌ছারুহুম্ লিল্ হাক্‌কি কা রিহুন। ৭১। ওয়ালাবিত্ তাবাআল্ হাক্‌কু

রাসূল ইহাদের নিকট হক-কথা লইয়া, এবং ইহাদের অধিকাংশই হক হইতে বিরত। (৭১) এবং যদি হইত হক

اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط بَلْ

আহ্ ওয়া আহুম্ লাফাছাদাতিছ্ ছামা-ওয়াতু ওয়াল্ আরদ্বু ওয়া মান্ ফীহিন্না ; বাল্

ইহাদের ইচ্ছা অনুযায়ী, তবে আছমান ও জমীন এবং যাহা কিছু এতদুভয়ের মধ্যে রহিয়াছে বরং

أَتَيْنَٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ۝ ٧٢- أَمْ

আতাইনা-হুম্ বিজিক্‌রিহিম্ ফাহুম্ আ'ন্ জিক্‌হিম্ মু'রিদূন্। ৭২। আম্

আমি ইহাদিগকে ইহাদের অবস্থা আনিয়া শুনাইলাম এক্ষণ ইহারা নিজেদের অবস্থার কথা শুনিয়া পালায়ন করিতেছে। (৭২) অথবা

تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ۝

তাছ্‌আলুহুম্ খার্‌জান্ ফাখারাজু রাব্বিকা খাইরুঁউ ওয়া হুওয়া খাইরুর্ রা-যিক্বীন।

হে নবী! তুমি ইহাদের হইতে কিছু পারিশ্রমিক চাহিতেছ, তাহা হইলে তোমার পালনকারীর দান উত্তম, এবং আল্লাহ্ সকল রুজিদাতা অপেক্ষা উত্তম।

٧٣- وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ ٧٤- وَإِنَّ ٱلَّذِينَ

৭৩। ওয়া ইন্নাকা লাতাদ্‌উ'হুম্ ইলা ছিরাত্বীম্ মুছতাকীম। ৭৪। ওয়া ইন্নাল্লাজীনা

(৭৩) এবং হে নবী! তুমি ইহাদিগকে সোজা পথের দিকে ডাকিতেছ। (৭৪) এবং যাহাদের

لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَٰطِ لَنَٰكِبُونَ ۝ ٧٥- وَلَوْ رَحِمْنَٰهُمْ

লা ইউ'মিনূনা বিল্ আ-খিরাতি আ'নিছ্ ছিরাতি লানা-কিবূন। ৭৫। ওয়া লাউ রাহিম্ না-হুম্

পরকালের প্রতি বিশ্বাস নাই তাহারাই সরল পথ হইতে দুরে রহিয়াছে। (৭৫) আর যদি আমি ইহাদের অবস্থার প্রতি দয়া করি

وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا۟ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

ওয়া কাশাফ্‌না মা বিহিম্ মিম্ দ্বুররিল্লা লাজ্জ্বু ফী তুগ্‌ইয়া নিহিম্ ইয়া'মাহুন্।

এবং যেই সমস্ত কষ্ট ইহাদিগকে পৌঁছিতে রহিয়াছে সেই গুলিকে দূরও করি, তবুও ইহারা নিজেদের ছেরকশীর উপর জিদ করিবে আর সোজা পথ হইতে বিচ্যুত অবস্থায় ফিরিবে।

٧٦- وَلَقَدْ أَخَذْنَٰهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۝

৭৬। ওয়া লাক্বাদ্ আখাজ্‌নাহুম্ বিল্ আ'জাবি ফামাছ্‌তাকানু লিরাব্বিহিম্ ওয়ামা ইয়াতাদ্বার্‌রাউন্।

(৭৬) এবং যদি আমি ইহাদিগকে আজাবে লিপ্ত করি তথাপিও ইহারা নিজেদের পালনকারীর সম্মুখে নমিত হইবে না, আর বিনয়-কাকুতি করা তো ইহাদের আদৎই নয়।

(৭২) আল্লাহ তাআলা কাজ ও পরিশ্রমের বিনিময়ে যাহা প্রদান করেন, তাহাই মানুষের জন্য সর্ব শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এই নেয়ামতের শুক্‌রিয়া আদায় করা আমাদের কর্তব্য। (মাদারেক)

٧٧- حَتّٰى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ

৭৭। হাত্তা ইজা ফাতাহ্না আ'লাইহিন্ বা-বান্ জা আজাবিন্ শাদীদিন্ ইজা হুম্

(৭৭) এ পর্যন্ত যে যখন আমি ইহাদের প্রতি কঠিন শাস্তির দ্বার খুলিয়া দিলাম, তখন ইহারা

فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ع ٧٨- وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ

ع ২ — ৪ রুকু

ফীহি মুব্‌লিছুন। ع ৭৮। ওয়া হুওয়াল্লাজী আন্‌শাআ লাকুমুছ্ ছাম্‌আ'

হতাশ আশা ভঙ্গ করিয়া বসিল। (৭৮) এবং হে লোক সকল। তিনিই দয়াময় আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য কর্ণ

وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ط قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ٥ ٧٩- وَهُوَ الَّذِىْ

ওয়াল্‌ আব্‌ছারা ওয়াল্‌ আফ্‌ইদাহ্ ; ক্বালীলাম্ মা তাশ্‌কুরূন। ৭৯। ওয়া হুওয়াল্লাজী

ও চক্ষু এবং অন্তঃকরণ সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু তোমারা খুবই কম শোকর করিয়া থাক। (৭৯) এবং তিনিই সর্ব্বশক্তিমান যিনি

ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ٥ ٨٠- وَهُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ

জারাআকুম্ ফিল্‌ আর্‌দ্বি ওয়া ইলাইহি তুহ্‌শারূন। ৮০। ওয়া হুওয়াল্লাজী ইউহ্‌য়ী

তোমাদিগকে ভূমিতে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন এবং কিয়ামত-দিবসে তোমাদের সকলকে একত্রিত করিয়া তাহারই নিকটে লইয়া আসা হইবে। (৮০) এবং তিনিই সর্ব্বশক্তিমান যিনি জীবিত করেন

وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ٥

ওয়া ইউমীতু ওয়া লাহুখ্‌ তিলাফুল্‌ লাইলি ওয়ান্নাহার ; আফালা তা'ক্বিলূন।

এবং মৃত্যুদান করেন এবং রাত্র ও দিবসের পরিবর্ত্তনও তাঁহারই কাজ, তবে কি তোমরা এতটুকু কথাও বুঝ না ?

٨١- بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ٥ ٨٢- قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا

৮১। বাল্‌ ক্বালু মিছ্‌লা মা ক্বালাল্‌ আউওয়ালূন। ৮২। ক্বালূ আ-ইজা মিত্‌না ওয়া কুন্না

(৮১) ইহাদের নিকট কোন সন্তোষজনক উত্তর ত আসে নাই, বরং যে-কথা অগ্রবর্ত্তী লোকেরা বলিয়া আসিয়াছে তদ্রূপই ইহারাও বলিতেছে। (৮২) তাহারা বলিতেছে যে, যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং মরিবার পর হইয়া যাইব

(৭৯) আল্লাহ মানুষকে ভূমিতে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। তাই দেখা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রং ও আকারের মানুষ বসবাস করিতেছে। ইহা আল্লাহর এক বিশেষ কুদরতের নমুনা। (রাগেব)

تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُوْنَ ۝ ٨٣- لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ

তুরাবাঁউ ওয়া ই'জামান্ আ-ইন্না লামাব্উ'ছুন। ৮৩। লাক্বাদ্ বুই'দ্না নাহ্নু

মাটি এবং হাড়গুলি বাকী থাকিয়া যাইবে তখন কি আমাদিগকে উঠাইয়া দাঁড় করানো হইবে। (৮২) আমাদের হইতে ওয়াদা চলিয়া আসিয়াছে

وَاٰبَاؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَا اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ

ওয়া আ-বা উনা হা-জা মিন্ ক্বাব্লু ইন্ হা-জা ইল্লা আছা-ত্বীরুল্

এবং আমাদের পূর্ব্বেকার আমাদের পিতা-পিতামহ হইতে ইহা কেবল কাহিনী মাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী

الْاَوَّلِيْنَ ۝ ٨٤- قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

আউওয়ালীন। ৮৪। ক্বুল্ লিমানিল্ আর্দ্বু ওয়ামান্ ফীহা ইন্ কুন্তুম্ তা'লামূন।

লোকদিগের। (৮৪) হে নবী। তুমি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, যদি তোমরা জ্ঞাত থাক তবে জমীন এবং যাহা কিছু উহাতে আছে এসমস্ত কাহার?

٨٥- سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ ٨٦- قُلْ مَنْ رَّبُّ

৮৫। ছাইয়াক্বুলূনা লিল্লাহি ক্বুল্ আফালা তাজাক্কারূন। ৮৬। ক্বুল্ মার্ রাব্বুছ্

(৮৫) ইহারা ত্বরিত এই উত্তর দিবে যে, আল্লাহরই, হে নবী। তুমি ইহাদিগকে বল যে, তবে তোমরা কেন চিন্তা কর না? (৮৬) হে নবী। তুমি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে

السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ ٨٧- سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ

ছামা-ওয়াতিছ্ ছাব্ই' ওয়া রাব্বুল্ আ'র্শিল্ আজীম্। ৮৭। ছাইয়া ক্বুলূনা লিল্লাহি ; ক্বুল্

সাত আসমানের এবং স্বর্গে আলিশানের মালিক কে? (৮৭) উহারা ত্বরিত এই উত্তর দিবে যে এই সমস্ত আল্লাহরই, তুমি ইহাদিগকে বল যে,

---

اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ ٨٨- قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ

আফালা তাত্তাকুন। ৮৮। ক্বুল্ মাম্ বিইয়াদিহী মালাকূতু কুল্লি শাইয়িঁউ ওয়া হুওয়া

তবে কি তোমাদের তাহা হইতে ভয় লাগে না? (৮৮) হে নবী। তুমি ইহাদিগকে বল যে, তোমরা এতটুকু জানাও কে এরূপ সর্ব্বশক্তিমান আছে, যাহার হস্তে সকল জিনিষের ক্ষমতা রহিয়াছে, আর তিনি

يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ ٨٩- سَيَقُوْلُوْنَ

ইউজ্বীরু ওয়ালা ইউজ্বারু আ'লাইহি ইন্ কুন্তুম্ তা'লামূন। ৮৯। ছাইয়া ক্বুলূনা

যাহাকে ইচ্ছা আশ্রয় দান করেন আর তাঁহার মোকাবেলায় কেহ কাহাকেও আশ্রয় দানে সক্ষম নহে যদি তোমরা জ্ঞাত থাক। (৮৯) ইহারা ত্বরিত এই উত্তর দিবে যে,

لِلّٰهِ ط قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ۝ ٩٠- بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ

লিল্লাহ্ ; ক্বুল্ ফাআন্না তুছ্‌হারূন। ৯০। বাল্ আতাইনা-হুম্ বিল্ হাক্ব্‌কি

এসমস্ত প্রসংশা কেবল আল্লাহরই জন্য ; এক্ষণ হে নবী। তুমি ইহাদিগকে বল যে তবে কোথা হইতে তোমরা যাদুকৃত হইতেছ। (৯০) কথা হইতেছে এই যে সত্য কথা আমি ইহাদিগকে পৌঁছিয়া দিয়াছি

وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝ ٩١- مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ

ওয়া ইন্নাহুম্ লাকা-জিবূন। ৯১। মাত্তাখাজাল্লাহু মিঁউ ওয়ালাদিঁউ ওয়ামা কা-না মাআ'হু

এবং নিশ্চয়ই ইহারা মিথ্যাবাদী। (৯১) নাত আল্লাহ কাহাকেও পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং না তাঁহার সহিত

مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا

মিন্ ইলা-হিন্ ইজাল্ লাজাহাবা কুল্লু ইলাহিম্ বিমা খালাক্বা ওয়া লাআ'লা

অন্য কোন খোদা আছে, নচেৎ প্রত্যেক খোদা নিজ নিজ সৃষ্টিসমূহকে লইয়া ফিরিত এবং পরস্পরে যুদ্ধ করিত ও অবশেষে বিজয়ী হইত

بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۙ ٩٢- عٰلِمِ

বা'দ্বুহুম্ আ'লা বা'দ্ব ; ছুব্‌হা-নাল্লাহি আ'ম্মা ইয়াছিফুন। ৯২। আ'-লিমিল্

একে অন্যের উপর ; ইহারা যাহা বর্ণনা করিতেছে আল্লাহ তৎসমুদয় হইতে পবিত্র। (৯২) তিনি

ع
৫
—
৫
রুকু

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ع ٩٣- قُلْ رَّبِّ

গ্বাইবি ওয়াশ্ শাহা-দাতি ফাতাআ'-লা আ'ম্মা ইয়ুশ্‌রিকূন। ع ৯৩। ক্বুর্ রাব্বি

অবগত গুপ্ত ও প্রকাশ্যকে এবং তিনি লোকদিগের শের্ক হইতে বহু উর্দ্ধে। (৯৩) হে নবী। তুমি এই দোয়া কর যে, হে আমার পালনকারী,

---

اِمَّا تُرِيَنِّىْ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ ٩٤- رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ

ইম্মা তুরিইয়ান্নী মা ইউআ'দূন। ৯৪। রাব্বি ফালা তাজ্‌আ'ল্‌নী ফিল্ ক্বাউমিজ্

যে আজাবের ওয়াদা এই কাফেরগণের সহিত করা হইতেছে, যদি সে আজাব আপনি আমাকে দেখাইতেন। (৯৪) হে আমার পালক, আমাকে সামিল করিবেন না এই জালেম

الظّٰلِمِيْنَ ۝ ٩٥ وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ۝

জা-লিমীন। ৯৫। ওয়া ইন্না আ'লা আন্ নুরিয়াকা মা নাই'দুহুম্ লাক্বাদিরূন।

লোকদিগের মধ্যে। (৯৫) এবং হে নবী। আমি ইহাতেও সক্ষম যে আজাবের ওয়াদা, ইহাদের সহিত করিতেছি তোমার জীবদ্দশায় তাহা ইহাদের প্রতি নাজেল করি, এবং তোমাকে দেখাই।

٩٦- ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ط نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٥

৯৬। ইদ্‌ফা' বিল্লাতী হিইয়া আহ্‌ছানুছ্‌ ছাইয়্যিআহ্‌ ; নাহ্‌নু আ'লামু বিমা ইয়াছিফুন।
(৯৬) হে নবী! তাহার প্রতিরোধ এরূপ ব্যবহার দ্বারা করিবে যাহাতে সেই ব্যবহার দেখা দৃষ্টান্তে উত্তম হয়, আর যাহা কিছু ইহারা তোমার সম্বন্ধে বলিতেছে আমি তদ্বিষয়ে জ্ঞাত আছি।

٩٧- وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ٥ ٩٨- وَأَعُوذُ بِكَ

৯৭। ওয়াক্বুর্‌ রাব্বি আউ'জু বিকা মিন্‌ হামাযাতিশ্‌ শাইয়াত্বীন। ৯৮। ওয়া আউ'জু বিকা
(৯৭) এবং হে নবী তুমি ইহাও দোয়া কর যে, হে আমার পালনকারী, আমি শয়তানী কুচিন্তা হইতে আপনার আশ্রয়প্রার্থী হইতেছি। (৯৮) এবং আশ্রয়প্রার্থী হইতেছি আপনার

رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ٥ ٩٩- حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

রাব্বি আই ইয়াহ্‌দ্বুরূন। ৯৯। হাত্তা ইজা জ্বা-আ আহাদা হুমুল্‌ মাউতু
হে আমার পালনকারী, ইহা হইতেও যে শয়তানগণ আমার নিকটে আসে। (৯৯) এ পর্যন্ত যে যখন উহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয়

قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ٥ ١٠٠- لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

ক্বালা রাব্বির্‌ জিঊ'ন। ১০০। লাআ'ল্লী আ'মালু ছা-লিহান্‌ ফী মা তারাক্‌তু
তখন দোয়া করে যে, হে আমার পালনকারী আপনি আমাকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠাইয়া দিন। (১০০) সেথায় পুনরায় যাইয়া আমি সৎকাজ করিব যাহা আমি ছাড়িয়া আসিয়াছি

كَلَّا ط إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ط وَمِن وَرَائِهِم

কল্লা ; ইন্নাহা কালিমাতুন্‌ হুওয়া ক্বা-ইলুহা ; ওয়ামিংউ ওয়ারা-ইহিম্‌
কখনই নহে, উহাদের কেহ বলিতেছে উহাকে বলিতে দাও এবং লোকদিগের মরণের পরে

(৯৭) আ'উজু বিল্লাহ পাঠ করিলে শয়তান দূর হইয়া যায়। সে পাঠকারীর উপর কোনও অমঙ্গল সাধন করিতে পারে না। এই জন্য কোরআন তেলাওয়াতের পূর্বে বা কোনও মছিবতের সময় আউজু বিল্লাহ পাঠ করিলে শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা এবং আছর হইতে নিরাপদ থাকা যায়। ইমাম রাগেব বলেন 'আউজু বিল্লাহ' হইল শয়তানের সহিত যুদ্ধ করিবার ঢাল স্বরূপ। যে উহা ব্যবহার করিবে সে শয়তানের উপর অস্ত্রাঘাত করিতে সক্ষম হইবে। (বুরহান)

بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ٥ ١٠١- فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ

বার্‌যাখুন্ ইলা ইয়াউমিঁই ইউব্‌আ'ছুন। ১০১। ফাইজা নুফিখা ফিছ্‌উ'রি ফালা

বরযখ রহিয়াছে যাহাতে পুনর্ব্বার জীবিত করিয়া দাঁড় করানো হইবে। (১০১) তারপর যখন শিঙ্গায় ফুৎকার করা হইবে তখন না

اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ٥ ١٠٢- فَمَنْ ثَقُلَتْ

আন্‌ছা-বা বাইনাহুম্ ইয়াউমা ইজিঁউ ওয়ালা ইয়াতাছা আলূন। । ১০২। ফামান্ ছাকুলাত্

লোকদিগের মধ্যে সম্বন্ধ বজায় থাকিবে আর না কেহ কাহারো বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। (১০২) তখন যাহার ভারি হইবে

مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٥ ١٠٣- وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ

মাওয়া যীনুহু ফা-উলা-ইকা হুমুল মুফ্‌লিহুন। ১০৩। ওয়া মান্ খাফ্‌ফাত্ মাওয়া যীনুহু

পাল্লা, তাহারাই নাজাত পাইবে। (১০৩) আর যাহার নেক আমলের পাল্লা হালকা হইবে

فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ج

ফা-উলা-ইকাল্লাজীনা খাছিরূ আন্‌ফুছাহুম্ ফী জ্বাহান্নামা খা-লিদূন।

তবে তাহারাই যাহারা নিজদিগকে নিজেরা বিনষ্ট করিল উহারা চিরকালই দোজখে থাকিবে।

١٠٤- تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ٥ ١٠٥- اَلَمْ تَكُنْ

১০৪। তাল্‌ফাহু উজ্বূহা হুমুন্নারু ওয়া হুম্ ফীহা কা-লিহুন। ১০৫। আলাম্ তাকুন্

(১০৪) দোজখের আগুন উহাদের মুখমণ্ডলিকে ঝলসাইতে থাকিবে আর উহারা তথায় খারাপ মুখ বলিয়া কথিত হইবে। (১০৫) আমি সেদিন উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব যে, হইত নাকি

اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ٥ ١٠٦- قَالُوْا رَبَّنَا

আ-ইয়া-তী তুত্‌লা আ'লাইকুম্ ফাকুন্তুম্ বিহা তুকাজ্জিবূন। ১০৬। কালূ রাব্বানা

আমার আয়াতগুলি তোমাদিগকে পড়িয়া শুনানো আর তোমরা সেগুলিকে শুনিয়া বুঝিয়াও মিথ্যা জানিতে। (১০৬) উহারা তখন বলিবে যে ওহে আমাদের পালনকারী

غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ ○ ١٠٧- رَبَّنَا

গ্বালাবাত্‌ আ'লাইনা শিক্‌ওয়াতুনা ওয়া কুন্না ক্বাউমান্‌ দ্বা-ল্লীন। ১০৭। রাব্বানা
আমাদিগকে আমাদের দুর্ভাগ্য আসিয়া ধরিয়াছিল আর আমরা গোমরাহ লোক ছিলাম। (১০৭) ওহে আমাদের পালনকারী

اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ○ ١٠٨- قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا

আখ্‌রিজ্‌না মিন্‌হা ফাইন্‌ উ'দ্‌না ফাইন্না জালিমূন। ১০৮। ক্বালাখ্‌ছাউ ফীহা
আমাদিগকে কোনও প্রকারে ইহা হইতে বাহির করুন, পুনরায় যদি আমরা আবার এরূপ দোষ করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা দোষী। (১০৮) আল্লাহ তখন বলিবেন আমার সম্মুখ হইতে দূর হও আর ইহাতেই অবস্থান কর

وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ○ ١٠٩- اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِىْ يَقُوْلُوْنَ

ওয়ালা তুকাল্লিমূন। ১০৯। ইন্নাহু কা না ফারীক্বুম্‌ মিন্‌ ই'বাদী ইয়াক্বূলূনা
এবং আমার সাথে কথা বলিও না। (১০৯) আমার বান্দাগণের মধ্যে একদল এরূপও ছিল যাহারা বলিত যে

رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ صلے ج

রাব্বানা আ-মান্না ফাগ্বফির্‌লানা ওয়ারহাম্‌না ওয়া আন্তা খাইরুর্‌ রা-হিমীন।
ওহে আমাদের পালনকারী। আমরা ঈমান আনিয়াছি আমাদের দোষ ক্ষমা করুন, এবং আমাদের প্রতি রহম করুন, এবং আপনি সমস্ত রহমকারী অপেক্ষা উত্তম রহমকারী।

١١٠- فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِىْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ

১১০ ফাত্তাখাজ্‌তুমূহুম্‌ ছিখ্‌রিই ইয়্যান্‌ হাত্তা আন্‌ছাওকুম্‌ জিক্‌রী ওয়া কুন্তুম্‌ মিন্‌হুম্‌
(১১০) তখন তোমরা উহাদিগকে তাচ্ছিল্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে এপর্যন্ত যে উহারা তোমাদিগকে আমার স্মরণও ভুলাইয়া দিয়াছিল আর তোমরা উহাদের সহিত

تَضْحَكُوْنَ ○ ١١١- اِنِّىْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْا لا اَنَّهُمْ هُمُ

তাদ্ব্‌হাকূন। ১১১। ইন্নী জ্বাযাইতুহুমুল্‌ ইয়াওমা বিমা ছাবারূ, আন্নাহুম্‌ হুমুল্‌
বিদ্রূপ করিতেছিলে। (১১১) আজ আমি উহাদিগকে উহাদের ধৈর্যের বিনিময় দান করিলাম উহারাই নিজেদের সফলতায়

الْفَائِزُوْنَ ○ ١١٢- قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ○ ١١٣- قَالُوْا لَبِثْنَا

ফা-ইযূন। ১১২। ক্বা-লা কাম্‌ লাবিছতুম্‌ ফিল্‌ আরদ্বি আদাদা ছিনীন। ক্বা-লূ লাবিছ্‌না
উপনীত হইল। (১১২) আল্লাহ্‌ পুনর্ব্বার দোজখীগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে তোমরা জমীনে গণনায় কত বৎসর ছিলে। (১১৩) উহারা বলিবে আমরা বসবাস করিয়া ছিলাম

يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَادِّيْنَ ۝ ١١٤- قٰلَ إِنْ لَّبِثْتُمْ

ইয়াওমান্ আউ বা'দ্বা ইয়াওমিন্ ফাছ্আলিল্ আ'-দ্দীন। ১১৪। ক্বা-লা ইল্ লাবিছ্তুম্
একদিন কিম্বা একদিন হইতেও কম, সঠিক স্মরণ নাই, যাহারা দিন ও মাস গণিত তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন। (১১৪) তখন আল্লাহ বলিলেন নিশ্চয়ই তোমরা ছিলে

إِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ ١١٥- أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا

ইল্লা ক্বালীলাল্ লাউ আন্নাকুম্ কুন্তুম্ তা'লামূন। ১১৫। আফাহাছিব্তুম্ আন্নামা
সামান্য সময়ই, কিন্তু আফছোছ যদি তোমরা এই কথা ছুনিয়ায় থাকিতে বুঝিতে। (১১৫) হে লোক সকল, তোমরা কি ধারণা কর যে

خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ۝ ١١٦- فَتَعٰلَى اللّٰهُ

খালাক্না-কুম্ আ'বাছাউ ওয়া আন্নাকুম্ ইলাইনা লা তুর্জ্বাউ'ন্। ১১৬। ফাতাআ'লাল্
আমি তোমাদিগকে এমনই অনর্থক সৃজন করিয়াছি এবং তোমাদিগকে আমার দিকে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। (১১৬) অতঃপর আল্লাহ্

الْمَلِكُ الْحَقُّ ج لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ج رَبُّ الْعَرْشِ

লা-হুল্ মালিকুল্ হাক্ক্বু, লা ইলাহা ইল্লা হুওয়া রাব্বুল্ আ'র্শিল্
যিনি বরহক বাদশাহ অনর্থক কাজ হইতে তিনি অতি উৰ্দ্ধে, তাঁহার ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, তিনিই মালিক আর্শে

الْكَرِيْمِ ۝ ١١٧- وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ لا

কারীম। ১১৭। ওয়া মাঁই ইয়াদ্উ মাআ'ল্লাহি ইলাহান্ আখারা লা বুর্হানা লাহু বিহী,
বোজর্গে'র। (১১৭) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত অন্য মা'বুদকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ডাকিয়া থাকে, তাহার নিকট উহার কোনও দলিল নাই

فَإِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ط إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

ফাইন্নামা হিছাবুহু ই'ন্দা রাব্বিহ্; ইন্নাহু লা ইউফ্লিহুল্ কাফিরূন।
অতঃপর তাহার পালনকারীর নিকটেই তাহার হিসাব হইবে; কিন্তু যেন জানা থাকে যে কাফেরদিগের কোনও প্রকারে নাজাত হইবে না।

١١٨- وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ع

১১৮। ওয়া কুর্ রাব্বিগ্ফির্ ওয়ার্হাম্ ওয়া আন্তা খাইরুর্ রা-হিমীন। ع
(১১৮) এবং হে নবী তুমি দোয়া কর যে হে আমার পালনকারী, আমাদের দোষ ক্ষমা করুন আর আমাদের অবস্থার উপর রহম করুন, আর আপনি উত্তম রহমকারী।

ع ৬/৬ রুকু

ছুরা—নূর ইহা মদীনায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ বিছ্মিল্লাহির্ রাহ্মানির্ রাহীম অতি দয়াময় ও পরম কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে।	এই ছুরায় ৯ রুকু ও ৬৪ আয়াত।

١- سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۭ

১। ছুরাতুন্ আন্যাল্না-হা ওয়া ফারাদ্না-হা ওয়া আন্যাল্না ফীহা আ-ইয়া-তিম্

(১) ইহা একটি ছুরা ইহাকে আমি নাজেল করিয়াছি আর এই কার্যপ্রণালী আমারই নির্দ্দিষ্টকৃত এবং আমি ইহাতে নাজেল করিয়াছি আহ্কাম

بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٥ ٢- اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا

বাইয়্যিনা-তিল্ লাআ'ল্লাকুম্ তাজাক্কারূন। ২। আয্ যা-নিয়াতু ওয়ায্ যা–নী ফাজ্লিদু

সুস্পষ্ট যাহাতে তোমরা স্মরণ রাখ আর সেগুলির প্রতি আমল কর। (২) স্ত্রীলোক ও পুরুষলোক যদি ব্যাভিচার করে তাহা হইলে দোররা মারিবে

كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا

কুল্লা ওয়া-হিদিম্ মিন্হুমা মিয়াতা জ্বাল্দাহ্, ওয়া লা তা'খুজ্কুম্ বিহিমা

এতদউভয়ের প্রত্যেককে একশত করিয়া, আর তোমাদের তাহাদের অবস্থার প্রতি কোনও প্রকারে না জাগে

رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

রা'ফাতুন্ ফী দীনিল্লাহি ইন্ কুন্তুম্ তু'মিনূনা বিল্লাহি ওয়াল্ ইয়াউমিল্

ভীতি আল্লাহর নির্দ্দেশ পালন কারিতে, যদি তোমরা বিশ্বাস পোষণ কর আল্লাহ্ ও পরকাল

الْاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥

আখির্, ওয়াল্ ইয়াশ্হাদ্ আ'জা-বাহুমা ত্বা-ইফাতুম্ মিনাল্ মু'মিনীন্।

দিবসের, আর উহাদের সাজা দেওয়া কাজে যেন মুসলমানদিগের একটিদল উহাদের ভৎসনার জন্য উপস্থিত থাকে

٣- اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ز

৩। আয্ যা-নী লা ইয়ান্কিহু ইল্লা যা-নিয়াতান্ আও মুশ্রিকাহ্,

(৩) দুশ্চরিত্র পুরুষ নিজের ইচ্ছায় যখন নেকাহ করিবে তখন দুশ্চরিত্রা নারী অথবা মোশরেকা নারীকেই

وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ج

ওয়ায, যা-নিয়াতু লা ইয়ান্‌কিহুহা ইল্লা যা-নিন্ আও মুশ্‌রিক্,

এবং দুশ্চরিত্রা নারীও দুচরিত্র অথবা মোশ্‌রেক ছাড়া অন্য কেহ যেন নেকাহ না করে,

---

وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ٤- وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ

ওয়া হুর্‌রিমা জা-লিকা আ'লাল্ মু'মিনীন। ৪। ওয়াল্লাজীনা ইয়ার্‌মূনাল্ মুহ্‌ছানা-তি

মুছলমানদিগের প্রতি এ প্রকারের বিবাহ হারাম। আর যাহারা নির্দ্দোষ স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যাভিচারের দোষ চাপায়

ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً

ছুম্মা লাম্ ইয়া'তূ বিআর্‌বাআ'তি শুহাদা-আ ফাজ্‌লিদূ হুম্ ছামা-নীনা জ্বাল্‌দাতাঁউ

তারপর চারিটি সাক্ষী উপস্থিত করিতে না পারে, তবে তাহাদিগকে আশী দোররা মারিবে

وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ج وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

ওয়া লা তাক্‌বালূ লাহুম্ শাহা-দাতান্ আবাদা, ওয়া উলা-ইকা হুমুল্ ফাছিকূন।

আর আগামীতে কখনও তাহাদের সাক্ষ্য মঞ্জুর করিবে না, আর উহারা নিজেরাই বদকার।

٥- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ج فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৫। ইল্লাল্লাজীনা তা-বূ মিম্‌বা'দি জা-লিকা ওয়া আছ্‌লাহু, ফাইন্নাল্লা গাফুরুর্ রাহীম।

কিন্তু যাহারা এরূপ করার পরে তাওবাহ করিবে এবং নিজেদের চরিত্র সংশোধন করিবে, তবে আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু।

---

(৪) বস্তুতঃ যাহারা পুতঃ চরিত্রের অধিকারিণী রমণীগণের প্রতি ব্যাভিচার বা পাপ কার্যের দোষ আরোপ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না এবং তাহারা কোন প্রকার সাক্ষীও যোগাড় করিতে সক্ষম হয় না শরীয়তের বিধান অনুসারে তাহাদিগকে ৮০টি দোররা মারিতে হইবে। এবং তাহাদের সাক্ষী কখনই কবুল করা হইবে না। সুতরাং তাহারাই ফাছেক এবং বদকারগণের শামীল। (বুরহান)

٦- والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا

৬। ওয়াল্লাজীনা ইয়ারমূনা আয্‌ওয়া জ্বাহুম্ ওয়া লাম্ ইয়া কুল্লাহুম্ শুহাদা-উ ইল্লা

এবং যাহারা নিজেদের ভার্য্যাগণে প্রতি ব্যাভিচারের দোষ চাপায় অথচ উহাদের কোন সাক্ষী না থাকে নিজেদের

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهدت بالله إنه

আন্‌ফুছুহুম্ ফাশাহা-দাতু আহাদিহিম্ আর্‌বাউ' শাহাদা-তিম্ বিল্লাহ্‌ ইন্নাহু

ছাড়া তবে এ-শ্রেণীর দাবীদারগণের মধ্য হইতে প্রত্যেকের প্রমাণ এই হইতেছে যে সেই ব্যক্তি চারি বার আল্লাহর কছম খাইয়া বলিবে যে, নিঃসন্দেহরূপে সেই ব্যক্তি

لمن الصدقين ۝ ٧- والخامسة أن لعنت الله عليه إن

লামিনাছ্‌ ছা-দিক্বীন। ৭। ওয়াল্‌ খা-মিছাতু আন্না লা'নাতাল্লাহি আ'লাইহি ইন্

নিজের দাবীতে সত্য। (৭) আর পঞ্চমবার বলিবে যে, তাহার প্রতি আল্লাহর লানৎ যদি

كان من الكذبين ۝ ٨- ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع

কা-না মিনাল্‌ কা-জিবীন। ৮। ওয়া ইয়াদ্‌রাউ আ'ন্‌হাল্‌ আ'জাবা আন্ তাশ্‌হাদা আর্‌বাআ'

সে মিথ্যা বলিয়া থাকে। (৮) এবং স্ত্রীলোক হইতে এই প্রকারে সাজা টলিতে পারে, সে চারিবার

شهدت بالله إنه لمن الكذبين ۝ ٩- والخامسة أن

শাহা-দা-তিম্ বিল্লাহ্‌, ইন্নাহু লামিনাল্‌ কা-জিবীন। ৯। ওয়াল্‌ খামিছাতা আন্না

বলে আল্লাহর কছম খাইয়া এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মিথ্যুক। (৯) এবং পঞ্চম বার এরূপ বলে

غضب الله عليها إن كان من الصدقين ۝ ١٠- ولولا فضل الله

গাদ্বাবাল্লাহি আ'লাইহা ইন্ কা-না মিনাছ্‌ ছা-দিক্বীন। ১০। ওয়া লাউ লা ফাদ্ব্‌লুল্লাহি

যে যদি এই ব্যক্তি নিজের দাবীতে সত্যবাদী হয় তবে আমার প্রতি আল্লাহর গজব পড়ে। (১০) আর যদি না হইত আল্লাহর দয়া

عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ع ١١- إن الذين ع ১

আ'লাইকুম্ ওয়া রাহ্‌মাতুহু ওয়া আন্নাল্লাহা ত.উওয়া বুন্ হাকীম্। ع ইন্নাল্লাজীনা ১

ও তাঁহার করুণা তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহ অতিশয় তাওবাহ কবুলকারী জ্ঞাত। রুকু

(১১) যাহারা

جَاءُوْ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ط لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ط بَلْ هُوَ

জ্বা-উ বিল্ ইফ্‌কি উ'ছবাতুম্ মিন্‌কুম্ ; লা তাহ্‌ছাবুহু শার্‌রাল্ লাকুম্ ; বাল্ হুওয়া

উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা সম্বন্ধে তুফান তুলিয়াছিল, তাহারা তোমাদের মধ্যকার একটি দল, ইহাকে তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে মন্দ ভাবে নাই, বরং ইহা

خَيْرٌ لَّكُمْ ط لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ج وَالَّذِى

খাইরুল্ লাকুম্ লিকুল্লিম রিইম্ মিন্‌হুম্ মাক্‌তাছাবা মিনাল্ ইছ্‌মি, ওয়াল্লাজী

তোমাদের সম্বন্ধে উত্তম হইল ; তুফান উঠানকারীগণের মধ্যে যতটা গোণা যে ব্যক্তি উঠাইল তাহার সাজা সেই ব্যক্তি ভোগ করিবে, আর যে ব্যক্তি

تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٥ ١٢- لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ

তাওয়াল্লা কিব্‌রাহু মিন্‌হুম্ লাহু আ'জাবুন্ আ'জীম। ১২। লাউলা ইজ্ ছামি'তুমূহ

উহাদের মধ্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার সাজা অতি কঠোরতর হইবে। (১২) কেন কর নাই ওহে মুসলমানগণ। যখন তোমরা এরূপ কথা শুনিয়াছিলে

ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا لا وَّقَالُوْا هٰذَآ

জান্নাল্ মু'মিনূনা ওয়াল্ মু'মিনাতু বিআন্‌ফুছিহিম্ খাইর'উ ওয়া ক্বা-লূ হা-জা

মু'মিন পুরুষগণ এবং মু'মিনা নারীগণ নিজেদের সম্মুখে উত্তম ধারণা আর কেন বলিয়া উঠ নাই ইহা

اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ٥ ١٣- لَوْلَا جَاءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ج

ইফ্‌কুম্ মুবীন। ১৩। লাউ লা জ্বা-উ আ'লাইহি বিআর্‌বাআ'তি শুহাদাআ;

সুস্পষ্ট অপবাদ। (১৩) যাহারা এই তুফান তুলিয়াছে, তাহারা কেন আনে নাই নিজেদের কথার প্রমাণরূপে চারজন সাক্ষী,

فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ٥

ফাইজ্‌লাম ইয়া'তু বিশ্‌শুহাদাই ফাউলা-ইকা ই'ন্দাল্লাহি হুমুল্ কা-জিবুন।

অতঃপর সাক্ষী আনিতে না পারায় আল্লাহর নিকট উহারাই মিথ্যুক।

١٤- وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

১৪। ওয়া লাউ লা ফাদ্‌লুল্লাহি আ'লাইকুম্ ওয়া রাহ্‌মাতুহূ ফিদ্দুন্‌ইয়া ওয়াল্ আখিরাতি

(১৪) আর যদি তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও পরকালে আল্লাহর ফজল আর তাঁহার করম না থাকিত

لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ج صلے ١٥- إِذْ تَلَقَّوْنَهُ

লামাছ্‌ছাকুম্‌ ফীমা আফাদ্ব্‌তুম্‌ ফীহি আ'জাবুন্‌ আ'জীম। ১৫। ইজ্‌ তালাক্‌ক্বাউনাহু

তবে যদ্রূপ তোমরা কু কথার চর্চা করিয়াছিলে তদ্রূপ তোমাদের প্রতি নিশ্চয়ই কোন ভয়ানক বিপদ আসিয়া পড়িত। (১৫) তোমরা লাগিয়া গেলে

بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

বিআল্‌ছিনাতিকুম্‌ ওয়া তাক্বূলুনা বিআফওয়া হিকুম্‌ মা লাইছা লাকুম্‌ বিহী ই'ল্‌মুঁউ

আপনার জিহ্বাসমূহ হইতে তাহার নকল করিতে আর নিজেদের মুখ দ্বারা এরূপ কথা বলিতে যাহার সম্বন্ধে তোমাদের মোটেই জানা ছিল না

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا صلے ق وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ ٥ ١٦- وَلَوْلَا إِذْ

ওয়া তাহ্‌ছাবু নাহু হাইয়্যিনা ; ওয়া হুওয়া ই'ন্দাল্লাহি আ'জীম। ১৬। ওয়া লাও লা ইজ্‌

আর তোমরা উহাকে হাল্‌কা বিষয় বুঝিলে, অথচ উহা আল্লাহর নিকট ভয়ানক কঠিন বিষয় ছিল। (১৬) আর কেননা যখন

سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا صلے ق

ছামি'তুমূহু ক্বুল্‌তুম্‌ মা ইয়াকূনু লানা আন্না তাকাল্লামা বিহা জা

তোমরা এরূপ কু কথা শুনিয়াছিলে এবং শুনিবার সাথে সাথে তোমরা বলিয়াছিলে যে আমাদের এরূপ কথা বলা শোভনীয় নহে,

سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ٥ ١٧- يَعِظُكُمُ اللّٰهُ أَنْ تَعُودُوا

ছুব্‌হালাকা হা-জা বুহ্‌তানুন্‌ আ'জীম। ১৭। ইয়াই'জুকুমুল্লাহু আন্‌ তাউ'দু

আল্লাহ তুমি পবিত্র ইহা মারাত্মক অপবাদ। (১৭) আল্লাহ তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে তোমরা

لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ج ١٨- وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ

লিমিছ্‌লিহী আবাদান্‌ ইন্‌ কুন্তুম্‌ মু'মিনীন। ১৮। ওয়া ইউবাইয়্যিনুল্লাহু

কখনও এরূপ করিও না যদি তোমরা মু'মিন হও। (১৮) আর আল্লাহ খুলিয়া বর্ণনা করিতেছেন

(১৭) আল্লাহ তাআলা কঠিন গোনাহের কাজ বা তাঁহার নাফরমানীর কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা মুখের দ্বারা কোন কোন সময় এমন কথাও আসিয়া পড়ে যাহার ফলে ঈমান নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়া পড়ে। সুতরাং রসনাকে সংযত রাখা নেহায়েত দরকার। (শেখ সাদী)

لَكُمُ الْاٰيٰتِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٥ ١٩- اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ

লাকুমুল্ আ-ইয়াত ; ওয়াল্লাহু আ'লীমুন হাকীম। ১৯। ইন্নাল্লাজীনা ইউহিব্বূনা
নিজের আহকাম তোমাদের সহিত, আর আল্লাহ সকলের অবস্থা জ্ঞাত এবং সুকৌশলী।
(১৯) যাহারা ইহা ভালবাসে

اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ لا

আন্ তাশিআ'ল ফাহিশাতু ফিল্লাজীনা আ-মানু লাহুম্ আ'জাবুন আলীমুন্
যে মুসলমানদিগের মধ্যে কু-প্রথার চর্চা হউক তাহাদের জন্য ব্যাথাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ٥

ফিদ্দুন্ইয়া ওয়াল্ আখিরাহ্ ; ওয়াল্লাহু ইয়া'লামু ওয়া আন্তুম্ লা তা'লামূন।
দুনিয়াতে এবং আখেরাতে, আর এ প্রকার লোকদিগকে আল্লাহ জানেন, তোমরাই জান না।

৪
২
—
২
রুকু

٢٠- وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ع

২০। ওয়া লাউ লা ফাদ্ব্লুল্লাহি আ'লাইকুম ওয়া রাহ্মাতুহু ওয়া আন্নাল্লাহা রাউ-ফুর্ রাহীম।
(২০) যদি তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও দয়া না হইত তবে তোমরাও রক্ষা পাইতে না নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় সদয় ও মেহেমান।

٢١- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط

২১। ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানু লা তাত্তাবিউ' খুতুওয়াতিশ্ শাইত্বান ;
(২১) হে মুসলমানগণ তোমরা শয়তানের পায়ে পায়ে চলিও না,

وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ

ওয়া মাঁই ইয়াত্তাবি' খুত্বুওয়াতিশ্ শাইত্বানি ফাইন্নাহু ইয়া'মুরু বিল্ ফাহ্শাই
এবং যে ব্যক্তি শয়তানের পায়ে পায়ে চলিবে শয়তান তাহাকে বলিবে নিরলজ্জতা

وَالْمُنْكَرِ ط وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى

ওয়াল্ মুন্কার ; ওয়া লাউ লা ফাদ্ব্লুল্লাহি আ'লাইকুম্ ওয়া রাহ্মাতুহু মা যাকা
ও কু-কার্য করিতে, আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর ফজল ও তাঁহার করম না থাকিত তবে পাক হইত না

مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ ۭ

মিন্‌কুম মিন আহাদিন্ আবাদা, ওয়ালা কিন্নাল্লাহা ইউযাক্কি মা'ই ইয়াশাউ ;
তোমাদের মধ্যকার কেহই কখনও, কিন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা পাক করিয়া থাকেন,

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ ٢٢ وَلَا يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ

ওয়াল্লাহু ছামীউ'ন্ আ'লীম । ২২ । ওয়া লা ইয়া'তালি উলুল্ ফাদ্বলি মিন্‌কুম্ ওয়াছ্ছাআ'তি
আর আল্লাহ জানেন ও শুনেন সব কিছুই। (২২) আর কছম খাইয়া না বসে তোমাদের মধ্যকার যাহারা বোজগ' এবং অবস্থাপন্ন

اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ

আঁই ইউ'তূ উলিল্ ক্বুর্‌বা ওয়াল্ মাছাকীনা ওয়াল্ মুহাজ্বিরীনা
এবিষয়ে যে সাহায্য দেও পড়শী, অভাবগ্রস্ত ও দেশত্যাগীগণকে

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ۭ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ

ফী ছাবীলিল্লাহ্, ওয়াল্ ইয়া'ফু ওয়াল্ ইছ্‌ফাহূ ; আলা তুহিব্বূনা আঁই ইয়াগ্ব ফিরাল্লাহু
আল্লাহর পথে, বরং উচিত যে উহাদের দোষ ক্ষমা করে এবং ছাড়িয়া দেয়, মুসলমানগণ তোমরা কি ভালবাসনা যে আল্লাহ ক্ষমা করেন

لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ ٢٣ اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ

লাকুম ; ওয়াল্লাহু গ্বাফুরুর্ রাহীম। ২৩। ইন্নাল্লাজীনা ইয়ার্‌মূনাল্ মুহ্‌ছানাতিল্
তোমাদের, আর আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু। (২৩) যাহারা ব্যাভিচারের দোষ চাপাইয়া থাকে নির্দ্দোষ

الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۠ وَلَهُمْ

গ্বাফিলাতিল্ মু'মিনাতি লুই'নু ফিদ্‌দুন্‌ইয়া ওয়াল্ আখিরাতি ওয়ালা হুম্
বে-খবর মোমেনা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি এই শ্রেণীর লোক ছুনিয়া ও আখেরাতে অভিসম্পাৎ -প্রাপ্ত, উহাদের জন্য

عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ ۝ ٢٤ يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ

আ'জাবুন আ'জীম। ২৪। ইয়াউমা তাশ্‌হাদু আ'লাইহিম্ আল্‌ছিনাতুহুম্ ওয়া আইদীহিম্
কঠিন শাস্তি রহিয়াছে। (২৪) সে দিন সাক্ষ্য দিবে ইহাদের বিরুদ্ধে ইহাদের জিহ্বাগুলি হস্তগুলি

وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ٢٥- يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ

ওয়া আর্‌জুলুহুম্ বিমা কা-নূ ইয়া'মালুন। ২৫। ইয়াউমা ইজিঁই ইউওয়াফ্‌ফীহিমুল্লাহু

এবং ইহাদের পদগুলি ইহাদের কৃত কার্যাবলির। (২৫) আর সে দিন আল্লাহ ইহাদিগকে পুরা পুরা দিবেন

دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۝

দীনা হুমুল্ হাক্‌কা ওয়া ইয়া'লামূনা আন্নাল্লাহা হুওয়াল্ হাক্‌কুল্ মুবীন।

ইহাদের প্রাপ্য বিনিময় আর ইহারা তখন জানিয়া লইবে যে, আল্লাহ সত্য এবং সত্যকে প্রকাশকারী।

٢٦- اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ج وَالطَّيِّبَاتُ

আল্ খাবীছাতু লিল্ খাবীছীনা ওয়াল্ খাবীছুনা লিল্ খাবীছাত, ওয়াত্ত্ব ত্বাইয়্যিবাতু

(২৬) নাপাক নারীগণ নাপাক পুরুষদিগের জন্য আর নাপাক পুরুষগণ নাপাক নারীগণের জন্য, আর পাক নারীগণ

لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ج أُولٰئِكَ مُبَرَّءُونَ

লিত্ব্‌ত্বাইয়্যিবীনা ওয়াত্ত্ব্‌ত্বাইয়্যিবুনা লিত্ব্‌ত্বাইয়্যিবাত, উলা-ইকা মুবার্‌রাউ-না

পাক পুরুষদিগের জন্য আর পাক পুরুষগণ পাক নারীগণের জন্য, ইহারা সম্পূর্ণ পাক

ع ৩/৩ রুকু

مِمَّا يَقُولُونَ ط لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ع ٢٧ يَآأَيُّهَا

মিম্মা ইয়াক্‌লুন ; লাহুম মাগ্‌ফিরাতুঁউ ওয়া রিয্‌কুন্ কারীম। ২৭। ইয়া আইয়্যুহাল্

যাহা বলিয়া বেড়ায় তাহা হইতে, ইহাদের জন্য পরকালে ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি রহিয়াছে। (২৭) ওহে

---

(২৬) এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের মধ্যেই একটা মিল বা মমতা থাকা সুখ এবং শান্তির জন্য নেহায়েত দরকার। সংসারে স্বামী এবং স্ত্রীর বনি-বনা বা চাল চলন, স্বভাব চরিত্র বিভিন্ন মুখী হইলে কখনও সুখের আশা করা যায় না। বরং সংসার জীবনটা নরকের মত যন্ত্রণা ও নিগ্রহ ভোগের সরাই খানা বলিয়া মনে হয়। (মাখাজেন)

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا

লাজীনা আ-মানু লা তাদ্খুলু বুইউতান্ গাইরা বুইউতিকুম্ হাত্তা তাছ্ তা'নিছু

মুসলমান! তোমরা নিজ গৃহ ছাড়া অন্য গৃহগুলিতে প্রবেশ করিও না বিনা অনুমতিতে

وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ

ওয়া তুছাল্লিমু আ'লা আহ্লিহা; জা-লিকুম খাইরুল্ লাকুম্ লাআ'ল্লাকুম

এবং ছালাম করা ছাড়া গৃহবাসীকে, উহা তোমাদের পক্ষে উত্তম যাহাতে যখন এরূপ সুযোগ আসিবে তখন

تَذَكَّرُوْنَ ○ ٢٨- فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى

তাজাক্কারূন। ২৮। ফাইল্লাম্ তাজ্বিদু ফীহা আহাদান্ ফালা তাদ্খুলুহা হাত্তা

তোমরা ইহার খেয়াল রাখ। (২৮) আবার যদি তোমাদের জানা হয় যে গৃহে কোন লোক নাই ততক্ষণ পর্যন্ত উহাতে প্রবেশ করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত

(২৮) কাহারও গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে নাই। কারণ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিলে শক্ত গোনাহ হইবে। নিয়ম হইল এই যে, প্রথমতঃ, গৃহস্বামী বা গৃহের মধ্যে অবস্থানকারীদিগের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে; কিংবা ছালাম প্রদান করিয়া নিজের আগমন বার্তা জানাইয়া দিবে। যদি গৃহস্বামী বা বসবাসকারী অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে প্রবেশ করিবে নতুবা গৃহের সম্মুখে না দাঁড়াইয়া একটু দুরে অবস্থান করিবে। দ্বিতীয়তঃ, যে গৃহে কেহ বসবাস করে না কিন্তু সেই গৃহে কাহারও মালপত্র থাকে, তাহা হইলে সে উক্ত মালপত্রের জন্য বিনা অনুমতিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে। তৃতীয়তঃ, কাহারও বাড়ী বা গৃহে প্রবেশানুমতি লাভ করার সময় নিজের দৃষ্টিকে সংযত ও নিম্নমুখী করিয়া রাখিবে। অন্যথায় গোনাহগার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দৃষ্টিকে সংযত রাখাই হইল সর্বোত্তম কার্য। কেননা ইহাতে লজ্জাশীলতা প্রকাশ পায়।

(খাজিনাতুল আরবার)

يُؤْذَنَ لَكُمْ ج وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ط

ইউ'জানা লাকুম্' ওয়াইন্ ক্বীলা লাকুমুর্‌জ্বিউ' ফারজ্বিউ' হুওয়া আয্‌কা লাকুম্;

তোমাদিগকে বিশেষ অনুমতি দেওয়া না হয় আর যদি তোমাদিগকে বলা হয় যে, ফিরিয়া যাও তবে ফিরিয়া আসিবে ইহা তোমাদের জন্য অধিক সাফায়ীর বিষয়,

---

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥ ٢٩- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا

ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালুনা আ'লীম। ২৯। লাইছা আ'লাইকুম্ জুনাহুন্ আন্ তাদ্‌খুলু

এবং যাহা কিছু তোমরা করিতেছ আল্লাহ তাহা জানেন। (২৯) তোমাদের প্রতি কিছুই দোষ নাই যে তোমরা প্রবেশ কর

بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ

বুইউতান্ গ্বাইরা মাছ্‌কুনাতিন্ ফীহা মাতাউল্লাকুম্; ওয়া'ল্লাহু ইয়া'লামু

জনশূন্য গৃহে যাহাতে তোমাদের আসবাব থাকে আর আল্লাহই সমস্ত জানেন

مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٥ ٣٠- قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

মা তুব্‌দুনা ওয়ামা তাক্‌তুমূন। ৩০। ক্বুল্ লিল্‌মু'মিনীনা ইয়াগ্বুদ্বুদ্বূ মিন্ আব্‌ছারিহিম্

যাহা তোমরা প্রকাশ্যভাবে করিয়া থাক আর যাহা গোপনে করিয়া থাক। (৩০) হে নবী। তুমি মুসলমানদিগকে বল যে তাহারা যেন দৃষ্টি নীচে করিয়া রাখে

وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ط ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

ওয়া ইয়াহ্‌ফাজু ফুরূজ্বাহুম; জা-লিকা আয্‌কা লাহুম্, ইন্নাল্লাহা খাবীরুম্ বিমা

এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে, ইহাতে তাহাদের অধিক সাফাই রহিয়াছে, আল্লাহর সমস্ত খবর রহিয়াছে লোক যাহা কিছুই

يَصْنَعُونَ ٥ ٣١- وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

ইয়াছ্‌নাউ'ন। ৩১। ওয়া ক্বূল লিল্ মু'মিনাতি ইয়াগ্বদ্বুদ্বনা মিন্ আব্‌ছারিহিন্না

করিয়া থাকে। (৩১) আর হে নবী তুমি মুসলমান নারীদিগকে বল যে তাহারাও যেন নিজেদের দৃষ্টি নীচে করিয়া রাখে

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

ওয়া ইয়াহ্‌ফাজনা ফুরূজাহুন্না ওয়ালা ইউব্‌দীনা যীনাতাহুন্না ইল্লা মা জাহারা

আর নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে তার নিজেদের শোভনস্থলকে প্রকাশ হইতে না দেয় কিন্তু যতটুকু খোলা অবস্থায় থাকে তাহা ব্যতীত

مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِينَ

মিন্‌হা ওয়ালা ইয়াদ্বরিব্‌না বিখুমুরি হিন্না আ'লা জুয়ুবি হিন্না, ওয়ালা ইউব্‌দীনা

আর যেন নিজেদের ছাতির উপর দোপাট্টার ব্যবহার করে আর কাহারও প্রতি প্রকাশ হইতে না দেয়

زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ

যীনাতাহুন্না ইল্লা লিবুউ'লাতিহিন্না আউ আ-বা-ই হিন্না আউ আ-বা-ই

নিজেদের অলঙ্কারাদি কিন্তু নিজেদের স্বামীদিগের প্রতি কিম্বা নিজেদের পিতাগণের প্রতি কিম্বা

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

বুউ'লাতিহিন্না আউ আব্‌নাই হিন্না আউ আব্‌নাই বুউ'লাতিহিন্না আউ

নিজেদের স্বামীগণের পিতা কিম্বা নিজেদের পুত্রগণের প্রতি কিম্বা নিজেদের স্বামীদের পুত্রগণের প্রতি কিম্বা

إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ

ইখ্‌ওয়ানি হিন্না আউ বানী ইখ্‌ওয়ানি হিন্না আউ বানী আখাওয়াতিহিন্না

নিজেদের ভ্রাতাগণের প্রতি কিম্বা নিজেদের ভ্রাতুষ্পুত্রগণের প্রতি কিম্বা নিজের ভাগিনীয়দিগের প্রতি

أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ

আও নিছাই-হিন্না আউ মা মালাকাত্‌ আইমানু হুন্না আবিত্‌ তাবিই'না

কিম্বা নিজেদের স্ত্রীলোকদিগের প্রতি কিম্বা নিজেদের হস্তের মালের প্রতি কিম্বা গৃহসংলগ্ন এরূপ খেদমতকারীদিগের প্রতি যে পুরুষ তো বটে

غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا

গ্বাইরি উলিল্‌ ইর্‌বাতি মিনার্‌ রিজা-লি আবিত্ত্‌ তিফ্‌লিল্লাজীনা লাম ইয়াজ্‌হারূ

কিন্তু গরজ ও মতলব রাখে না কিম্বা বালকগণের প্রতি যাহারা খবর রাখে না

কায়দা ঃ—কাহার সহিত দেখা করা যাইবে এবং কাহার সহিত দেখা করা যাইবে না, এই সীমা পবিত্র ক্বোরআনে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মোট কথা স্ত্রীলোকদের যাহার সহিত বিবাহ হারাম, তাহার সহিত দেখা করিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু যাহাদের সহিত বিবাহ জায়েজ তাহাদের সহিত দেখা দেওয়া হারাম ও দুরস্ত নাই। (তাক্‌মেলায়ে শামী)

عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ

আ'লা আওরা-তিন্ নিছায়ি, ওয়ালা ইয়াদ্ব্রিব্না বিআরজুলিহিন্না
স্ত্রীলোকদিগের গোপন বিষয় হইতে, আর স্ত্রীলোকেরা চালাফেরা করিতে নিজেদের পা এরূপ জোরে না ফেলে

لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا

লিইউ'-লামা মা ইউখ্ফীনা মিন্ যীনাতি হিন্না ওয়া তূ-বু ইলাল্লাহি জ্বামীআ'ন্
যেন লোকদিগের উহাদের ভিতরকার গহনার খবর হইয়া যায় ; এবং তোমরা সকলে আল্লাহর হুজুরে তাওবা কর

اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ ٣٢- وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى

আইয়ুহাল মু'মিনূনা লাআ'ল্লাকুম তুফ্লিহূন্। ৩২। ওয়া আন্কিহুল আইয়া-মা
মুসলমানগণ—যাহাতে তোমরা নাজাত পাও। (৩২) এবং তোমরা বিধবাদের নিকাহ দিয়া দাও

مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ

মিন্কুম্ ওয়াছ্ ছালিহীনা মিন্ ই'বাদিকুম্ ওয়া ইমাইকুম্ ইঁই-ইয়া-কূনূ ফুকারা-আ
নিজেদের এবং নিজেদের গোলাম এবং বাঁদীগণের মধ্য হইতে যাহারা নেকবখত হয়, যদি ইহারা অভাবগ্রস্ত হইয়া থাকে

يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

ইউগ্নিহিমুল্লাহু মিন্ ফাদ্লিহী, ওয়াল্লাহু ওয়া-ছিউ'ন আ'লীম্।
তবে আল্লাহ নিজের ফজল দ্বারা ইহাদিকে ধনবান করিয়া দিবেন ; এবং আল্লাহই জানেন।

٣٣- وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ

৩৩। ওয়াল্ ইয়াছ্ তা'ফিফিল্লাজীনা লা ইয়াজিদূনা নিকা-হান্ হাত্তা ইউগ্নিইয়া হুমুল্লা-হু
(৩৩) এবং যাহারা নিকাহ-এর শক্তি রাখে না তাহাদের উচিত যে নিজেদেরকে নিবৃত্ত করে এ-পর্যন্ত যে তাহাদিগকে আল্লাহ ধনী করিয়া দেন

مِنْ فَضْلِهٖ ط وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

মিন্ ফাদলিহী ; ওয়াল্লাজীনা ইয়াব্তাগ্নাল্ কিতাবা মিম্মা মালাকাত্ আইমানুকুম্
নিজের ফজল দ্বারা ; এবং যাহারা লেখাপড়া করিতে ইচ্ছুক তোমাদের হস্ত যাহাদের মালিক

فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا قلے وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْٓ

ফাকা-তিবুহুম্ ইন্ আ'লিম্‌তুম ফীহিম্ খায়রা, ওয়াআ-তূহুম্ মিম্ মা-লিল্লাহিল্লাজী

তবে তোমরা তাহাদের সাথে লেখাপড়া করিয়া লও এই শর্তে যে তোমরা উহাদের মধ্যে উত্তম চিহ্ন পাও, আর তাহাদিগকে তাহাও দিয়া দাও আল্লাহর মালের মধ্য হইতে যাহা

اٰتٰىكُمْ ط وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ

আ-তা কুম, ওয়ালা তুক্‌রিহূ ফাতাইয়া-তিকুম্ আ'লাল্ বিগায়ি ইন্ আরাদ্‌না

তোমাদিগকে দিয়া রাখিয়াছে ; এবং তোমরা বাধ্য করিও না তোমাদের বাঁদীগুলিকে হারামকারীতে যাহারা চায়

تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ

তাহাছ্‌ছুনাল্ লিতাব্‌তাগূ আ'রাদাল্ হাইয়া-তাদ্দুন্‌ইয়া ; ওয়া মাঁই ইয়ুক্‌রিহ্হুন্না

নিষ্কলঙ্কা থাকিতে পার্থিব জীবনের উপকারের উদ্দেশ্যে ; এবং যে ব্যক্তি তাহাদিগকে বাধ্য করিবে,

فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ ٣٣ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ

ফাইন্নাল্লাহা মিম্ বা'দি ইক্‌রাহিহিন্না গাফুরুর্ রাহীম্। ৩৪। ওয়ালাক্বাদ্ আন্‌যাল্‌না

তবে আল্লাহ উহাদের বাধ্য করার পশ্চাতে ক্ষমাকারী দয়ালু। (৩৪) এবং আমি পাঠাইয়াছি

(ফায়দা) পারিবারিক জীবনে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে যোগসূত্রের সূচনা তাহা অটুট ও নিষ্কলুষ রাখিতে হইলে কতিপয় সহনশীল মনোবৃত্তি নারী ও পুরুষ উভয়কেই গ্রহণ করিতে হয়। তাহা না হইলে সংসার কখনও সুখের হয় না। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের অনেক যায়গায় এই সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এবং স্বামী এবং স্ত্রীকে দাম্পত্য জীবনে পরস্পর পরস্পরের ভূষণ হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। এই ভূষণের মধ্যে উভয়ের দায় দায়িত্ব উভয়কেই পালন করিয়া যাইতে হইবে। বরং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক হইবে মধুর এবং নিষ্কলঙ্ক ও সহনশীলতা পূর্ণ। অন্যথায় আল্লাহর রেজামন্দি ও রহমত লাভ করা কিছুতেই সম্ভব নহে। কবি গালেব বলিয়াছেন, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক যদি মধুরতম না হয়, তাহা হইলে উভয়ের দেহেই উভয়ে কাঁটা বিধাইতে থাকে। যার ফলে কখনও বিষফোড়ার আকারে মনে মেজাজে ও দেহে ক্ষত দেখা দেয় ও পারস্পরিক সহ-অবস্থান ও যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। (দিওয়ান-ই গালেব)

إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا

ইলাইকুম আ-ইয়া-তিম্ মুবাইয়্যিনাতিঁউ ওয়া মাছালাম্ মিনাল্লাজীনা খালাউ

তোমাদের নিকটে সুস্পষ্ট আহ্‌কাম এবং তাহাদের দৃষ্টান্ত যাহারা গত হইয়া গিয়াছে

ع ২/৪ রুকু

مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ع -٣٥ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ

মিন্ কাব্‌লিকুম্ ওয়া মাওইজাতাল্‌লিল্ মুত্তাকীন। ৩৫। ع আল্লাহু নূরুছ্ ছামা-ওয়াতি

তোমাদের অগ্রে এবং পরহেজগারদিগের জন্য উপদেশের কথা। (৩৫) আল্লাহর নুর দ্বারাই আসমান

وَالْأَرْضِ ط مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ط الْمِصْبَاحُ

ওয়াল্ আরদ্বি, মাছালু নূরিহী কামিশ্‌কাতিন্ ফীহা মিছ্‌বাহ্ ; আল্‌মিছবা-হু

ও জমীনের রোশনাই ; তাঁহার নুরের দৃষ্টান্ত এরূপ যদ্রূপ একটি তাক এবং তাকে একটি প্রদীপ রহিয়াছে ; আর প্রদীপ

فِي زُجَاجَةٍ ط الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ

ফী যুজ্বাজ্বাহ্ ; আয্‌যুজ্বাজ্বাতু কাআন্নাহা- কাওকাবুন্ দ্বুর্‌রিইউঁই

একটি কাঁচের লণ্ঠনে রহিয়াছে ; এবং কাঁচ এ-পরিমাণ পরিষ্কার যেন, তাহা মুতির ন্যায় উজ্জ্বল একটি তারকা,

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ

ইউকাদু মিন্ শাজ্বারাতিম্ মুবা-রাকাতিন্ যাইতুনাতিল্ লা শার্‌ক্বিইয়্যাতিঁউ

জ্বালানো হয় সেই প্রদীপ জাতুনের ন্যায় একটি বরকত-বিশিষ্ট গাছের তৈল দ্বারা যাহা নাত পূর্ব্বদিকে রহিয়াছে

وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ

ওয়ালা গ্বার্‌বীইয়াহ্ ; ইয়াকা-দু যাইতুহা ইউদ্বীউ' ওয়া লাউ লাম্ তাম্ ছাছ্‌হু

এবং না পশ্চিমদিকে, উহার তৈল এত পরিষ্কার যে যদি ইহাকে নাও স্পর্শ করে

نَارٌ ط نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ط يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ط

না-র ; নূরুন্ আ'লা নূ-র ; ইয়াহ্‌দিল্লাহু লিনূ-রিহী মাইঁইয়াশা-উ ;

অগ্নি তথাপি বোধ হয় যে আপনা আপনিই জ্বলিয়া উঠিবে ; ফলকথা একটি নুর নয় বরং নুরের উপর নুর আল্লাহ নিজের নুরের দিকে যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখান ;

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لا

ওয়া ইয়াদ্ব্‌রিবুল্লা-হুল্ আম্‌ছালা লিন্নাছি ; ওয়াল্লাহু বিকুল্লি শাইয়িন্ আ'লীম্।

এবং আল্লাহ লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছেন ; এবং আল্লাহ সবই জ্ঞাত।

٣٦- فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ لا

৩৬। ফী বুয়ুতিন্ আজিনাল্লাহু আন্ তুর্‌ফাআ' ওয়া ইউয্‌কারা ফী হাছ্‌মুহূ

(৩৬) এরূপ ঘরগুলির মধ্যে জ্বালানো হয় যেগুলির সম্বন্ধে আল্লাহ নির্দেশ করিয়াছেন যে সেগুলির প্রাধান্য লওয়া হয়, এবং সেগুলিতে আল্লাহর নাম লওয়া হয়,

يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ لا ٣٧- رِجَالٌ لا لَا تُلْهِيهِمْ

ইউছাব্বিহু লাহূ ফী-হা বিল্‌গুদুউবি ওয়াল্ আ-ছাল্। ৩৭। রিজ্বালুল্ লা তুলহী-হিম্

সেগুলিতে সকাল ও সন্ধ্যায় এরূপ লোক আল্লাহর নামের তছ্‌বীহ করিতে থাকে।
(৩৭) যাহাদিগকে অভয়চিত্ত করিতে পারে না

تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ

তিজ্বারাতুঁউ ওয়ালা বাইউ'ন্ আ'ন্ জিক্‌রিল্লাহি ওয়া ইক্বামিছ্‌ছালা-তি

সওদাগরী ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর জেকের এবং নামাজ পাঠ

وَإِيتَاءِ الزَّكٰوةِ ص يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ

ওয়া ই-তা ইয্ যাকাতি, ইয়াখা-ফুনা ইয়াউমান্ তাতাক্বাল্লাবু ফীহিল্ ক্বুলুবু

ও জাকাত দান হইতে, কারণ তাহারা সে দিন হইতে ভয় করে যখন ভয়ে অন্তঃকরণ উল্‌টাইয়া যাইবে।

(৩৭) আল্লাহর কতিপয় পিয়ারা বান্দা এরূপও আছে যে, যাহারা যে কোন অবস্থায়ই থাকুক না কেন, কোন কিছুই তাহাদিগকে আল্লাহর জিকির হইতে বিরত রাখিতে পারে না। সর্বদাই তাহাদের সঙ্গে ও মা'বুদের সঙ্গে যোগাযোগ ও রূহানী সম্পর্ক বজায় থাকে। আল্লাহকে ছাড়িয়া থাকিতে তাহারা কখনও চায় না। সর্বদাই আল্লাহকে সঙ্গে লইয়া থাকিতে ভালবাসে। শেখ সাদী (রঃ) বলিয়াছেন যে, যাহারা মাশুকের দরবারে উপস্থিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য ও মর্তবা অবলোকন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহারা কখনও প্রেমের সাগর হইতে ভাসিতে চাহিবেন না। চিরকাল আল্লাহর প্রেমে মজিয়া থাকিতে দৃঢ়সংকল্প হইবে। (মারেফাতের মূলতত্ত্ব)

وَالْاَبْصَارُ ۝ ٣٨- لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ

ওয়াল্ আবছার। ৩৮। লিইয়াজ্‌যিয়াহুমুল্লাহু আহ্‌ছানা মা-আ'মিলু ওয়া ইয়াযীদাহুম্

এবং চক্ষুগুলি নিথর হইয়া যাইবে। (৩৮) এবং এই আশাতেই যে আল্লাহ উহাদিগকে উহাদের আমলগুলির উত্তম হইতে উত্তম বিনিময় দিবেন এবং কিছু বেশীও দিবেন

مِّنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۗءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ ٣٩- وَالَّذِيْنَ

মিন্‌ফাদ্ব্‌লিহী, ওয়াল্লাহু ইয়ার্‌যুকু ম'াই ইয়াশাউ বিগাইরি হিছা-ব্। ৩৯। ওয়াল্লাজীনা

উহাদিকে নিজের ফজল দ্বারা; এবং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বেশুমার রুজী দিয়া থাকেন। (৩৯) আর যাহারা

كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ

কাফারু আ'মা-লুহুম্ কাছারা-বিম্ বিক্বীয়া'তি'ই ইয়াহ্‌ছাবুহুজ্‌ জাম্‌আ-নু

ইসলামের মোনকের তাহাদের আমলগুলি ধোকাবাজী যথা সমতল মাঠ চাকচিক্যযুক্ত বালি পিপাসার্ত উহাকে দূর হইতে

مَاۗءً ط حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ

মা-আ; হাত্তা ইজা জ্বা-আহু লাম্ ইয়াজ্বিদ্‌হু শাই'য়াউ ওয়া ওয়াজ্বাদাল্লাহা

পানি মনে করে; এ-পর্যন্ত সে উহার সন্নিকটে আসে, তখন উহাকে কিছুই পায় না এবং যখন দেখে তখন আল্লাহকে মওজুদ পায়

عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ط وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۙ ٤٠- اَوْ كَظُلُمٰتٍ

ই'ন্‌দাহূ ফাওয়াফ্‌ফা-হু হিছা-বাহু; ওয়াল্লাহু ছারীউ'ল হিছাব। ৪০। আউকা জুলুমাতিন্

নিজের কাছে এবং উহার হিসাব পুরা পুরা চুকাইয়া দেওয়া হয়; এবং আল্লাহ ত্বরিত হিসাব গ্রহণ কারী। (৪০) অথবা উহাদের আমল বড় গভীর অন্ধকারের মত

فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ

ফী বাহ্‌রিল্ লুজ্ব্‌জ্বীইয়ি'ই ইয়াগ্‌শাহু মাওজুম্ মিন্ ফাউক্বিহী মাউজ্ম্ মিন্

সমুদ্রের মধ্যেকার, যে সমুদ্রকে ঢেউয়ে ঢাকিয়াছে এবং ঢেউয়ের উপর ঢেউ

فَوْقِهٖ سَحَابٌ ط ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ط اِذَآ

ফাউক্বিহী ছাহাব, জুলুমাতুম্ বা'দ্বুহা ফাউকা বা'দ্ব; ইজা

তাহার উপর বৃষ্টি, ফলকথা অন্ধকার রহিয়াছে একের উপর

أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ

আখ্‌রাজা ইয়াদাহু লাম্ ইয়াকাদ্ ইয়ারাহা, ওয়ামাল্ লাম্ ইয়াজ্‌আ'লিল্লাহু লাহূ

এক যখন নিজের হাত বাহির করে তবে ভরসা নাই যে তাহাকে দেখিতে পায় এবং যাহাকে খোদাই না দেন

نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّوْرٍ ۝ ٤١ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ

ع ৫/৫ রুকু

নূরান্ ফামা লাহু মিন্ নূর। ৪১। আলাম্ তারা আন্নাল্লাহা ইউছাব্বিহু

নুর অর্থাৎ হেদায়েত তবে তাহার নুর এর ছাহারা নাই। (৪১) তুমি কি এ-কথার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর নাই যে সমস্তই আল্লাহর তছবীহ করিতেছে

لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ۗ كُلٌّ قَدْ

লাহু মান্ ফিছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ওয়াত্ত্বাইরু ছা-ফ্‌ফাত; কুল্লুন্ ক্বাদ্

যত সৃষ্টি আসমান ও জমীনে রহিয়াছে এবং পাখাবিশিষ্ট জীব ও যাহারা পাখা বিছাইয়া উড়িয়া বেড়ায়; সকলেরই

عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝

আ'লিমা ছালাতাহু ওয়া তাছ্‌বীহাহূ, ওয়াল্লাহু আ'লীমুম্ বিমা ইয়াফ্‌আ'লূন্।

জানা আছে নিজের নামাজ ও নিজের তছ্‌বীহ এর-নিয়মাবলী, আর যাহা কিছুই ইহারা করিতেছে আল্লাহ্ তদ্বিষয়ে জ্ঞাত।

٤٢ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

৪২। ওয়ালিল্লাহি মুল্‌কুছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল্ আর্‌দ্বি, ওয়া ইলাল্লাহিল্ মাছীর।

(৪২) আর আছমান ও জমীনের রাজত্ব আল্লাহরই, আর আল্লাহরই দিকে সকলের ঘুরিয়া যাইতে হইবে।

(৪১) যে সকল পক্ষীকুল বা জীব আকাশে উড়িয়া বেড়ায় সেইগুলিও আল্লাহর নির্দেশিত সময়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করিয়া থাকে। ইহারা আল্লাহ তাআলার তাসবীহের কথা কখনও বিস্মৃত হয় না। কিন্তু জ্ঞানবান মানুষ পদে পদে ভুল করে ও অনেক ক্ষেত্রেই আপন ভোলা হইয়া থাকে। সেই সকল খেচর জীব হইতে মানুষের উপদেশ গ্রহণ করা উচিৎ। কেননা যে বা যাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া যায়, তাহারা সেই খেচর প্রাণী হইতেও অধম ও হতভাগ্য। কেননা মনিবের পায়রবী করাই গোলামের কর্তব্য। যে গোলাম মনিবের পায়রবী করে না সে নিমকহারাম ও অভিশপ্ত। (খানেজ)

٤٣- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ

৪৩। আলাম্ তারা আন্নাল্লাহা ইউজ্‌যী ছাহাবান্ ছুম্মা ইউওয়াল্লিফু বাইনাহু

(৪৩) তুমি কি দৃষ্টিপাত কর নাই যে আল্লাহ্‌ই মেঘকে চালাইয়া থাকেন তারপর মেঘ-এর খণ্ডগুলিকে পরস্পর জুড়িয়া থাকেন

ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهِ ج

ছুম্মা ইয়াজ্‌আ'লুহু রুকামান্ ফাতারাল্ ওয়াদ্‌ক্বা ইয়াখ্‌রুজু মিন্ খিলালিহী,

তারপর তাহাদিগকে স্তরে স্তরে রাখিয়া থাকেন তারপর তুমি মেঘের মধ্য হইতে পানিকে বাহির হইতে দেখিয়া থাক,

---

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ

ওয়া ইয়ুনায্‌যিলু মিনাছ্ ছামাই মিন্ জ্বিবালিন্ ফীহা মিম্ বারাদিন্ ফাইউছীবু

এবং বর্ষণ করিয়া থাকেন আসমান হইতে যেখানে শীলার পর্ব্বত রহিয়াছে উহা হইতে শীলা অতএব শিলা বর্ষাইয়া থাকেন

بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ط يَكَادُ سَنَا

বিহী মা'ই ইয়াশাউ, ওয়া ইয়াছ্‌রিফুহু আ'ম্ মা'ই ইয়াশাউ ; ইয়াকা-দু ছানা

যাহার উপর ইচ্ছা এবং যাহা হইতে ইচ্ছা তাহাকে সরাইয়া দেন ; মেঘের বিদ্যুতের

بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ط ٤٤- يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط

বারক্বিহী ইয়াজ্‌হাবু বিল্ আব্‌ছার। ৪৪। ইউক্বাল্লিবুল্লাহুল্ লাইলা ওয়ান্নাহার ;

চাকচিক্য যেন চোখগুলির জ্যোতি ছো মারিয়া লইয়া যায়। (৪৪) আল্লাহ রাত্র ও দিনের বিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকেন

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ٥ ٤٥- وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ

ইন্না ফী জা-লিকা লাই'ব্‌রাতাল্ লিউলিল্ আবছা-র। ৪৫। ওয়াল্লাহু খালাকা কুল্লা

যাহারা সূক্ষ্মদর্শী তাহাদের জন্য ইহাতে খুবই শিক্ষণীয় রহিয়াছে। (৪৫) আল্লাহই সৃজন করিয়াছেন সমস্ত

دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ج فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلٰى بَطْنِهِ ج وَمِنْهُمْ

দা-ব্‌বাতিম্ মিম্ মা-ই, ফামিন্‌হুম্ মা'ই ইয়াম্‌শী আ'লা বাত্ব্‌নিহী, ওয়া মিন্‌হুম্

জীবগুলিকে পানি হইতে তারপর উহাদের মধ্যে এরূপ আছে যাহারা নিজেদের পেটের সাহায্যে চলিয়া থাকে আর উহাদের মধ্যে এরূপ আছে

مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى اَرْبَعٍ ط

ম'াই ইয়াম্‌শী আ'লা রিজ্‌ব্‌লাইন, ওয়া মিন্‌হুম্‌ ম'াই ইয়াম্‌শী আ'লা আর্‌বাই' ;

যাহারা দুই পায়ের সাহায্যে চলিয়া থাকে, আর উহাদের মধ্যে এরূপ আছে যাহারা চারি পায়ের উপর চলিয়া থাকে ;

يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ٥

ইয়াখ্‌লুকুল্লাহু ম'াই ইয়াশাউ ইন্নাল্লাহা আ'লা কুল্লি শাইইন্‌ ক্কাদীর।

আল্লাহ যাহা ইচ্ছা বানাইয়া থাকেন ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।

٤٦ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ط وَاللّٰهُ يَهْدِىْ

৪৬। লাক্কাদ্ আন্‌যাল্‌না আ-ইয়া-তিম্‌ মুবাইয়্যিনাত ; ওয়াল্লাহু ইয়াহ্‌দী

(৪৬) আমিই এই আয়াতগুলি নাজেল করিয়াছি যাহা দেখাইয়া দিয়া থাকে, এবং আল্লাহ হেদায়েত করেন

مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ٥ ٤٧ وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ

ম'াই ইয়াশাউ ইলা ছিরাতিম্‌ মুছ্‌তাক্কীম্‌। ৪৭। ওয়া ইয়াকূলূনা আ-মান্না বিল্লাহি

যাহাকে ইচ্ছা সোজা পথের দিকে। (১৭) এবং মোনাফেক লোকেরা বলে যে আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছি

وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ

ওয়াবির্‌ রাছুলি ওয়া আত্বা'না ছুম্মা ইয়াতাওয়াল্লা ফারীক্কুম্‌ মিন্‌হুম্‌ মিম্‌ বা'দি

এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নির্দ্দেশ মান্য করিয়াছি পুনশ্চ উহাদের একটি দল মুখ ঘুরাইয়া লইতেছে ইহার

ذٰلِكَ ط وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ٥ ٤٨ وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ

জা-লিক ; ওয়ামা উলা-ইকা বিল্‌ মু'মিনীন্‌। ৪৮। ওয়া ইজা দুউ' ইলাল্লাহি

পরে আর উহারা মুসলমানই নহে। (৪৮) এবং যখন উহাদিগকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা হয়

(৪৬) সোজা রাস্তা যেমন অত্যন্ত সরল ও সুগম তদ্রূপ উহা হইতে বিচ্যুত হইলে একদম রসাতলে যাইতে হয়। যেমন সুপারী গাছ অত্যন্ত সোজা কিন্তু যদি কেহ উহার উপর হইতে পা ফসকিয়া পড়িয়া যায়, তবে সে নীচের দিকে পড়িবার সময় কোথাও আটকাইবে না। একদম গোড়ায় পড়িয়া খুব্‌ড়িয়া যাইবে।

وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ۝ ٤٧ وَإِن

ওয়া রাছুলিহী লিইয়াহ্কুমা বাইনাহুম্ ইজা ফারীকুম্ মিন্হুম্ মু'রিদ্বূন। ৪৯। ওয়া ইই
ও তাঁহার রাসূলের দিকে যাইতে উহাদের মধ্যে মিটমাট করিয়া দেওয়া যায়, তখন উহাদের মধ্যে একদল পালায়নপর হয়। (৪৯) এবং যদি

يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۝ ٥٠ أَفِي قُلُوبِهِم

ইয়াকুল্লাহুমুল্ হাক্কু ইয়া'তূ ইলাইহি মুজ্‌ই'নীন। ৫০। আফী ক্বুলূবিহিম্
ন্যায় ইহাদের দিকে থাকে তাহা হইলে কান দাবাইয়া রাসূলের দিকে আসিয়া থাকে। (৫০) ইহাদের মনের মধ্যে কি

مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

মারাদ্বুন্ আমির্‌তা-বু আম্ ইয়াখা-ফুনা আঁই ইয়াহীফাল্লাহু আ'লাইহিম্
রোগ রহিয়াছে অথবা ইহারা সন্দেহে পতিত হইয়াছে কিম্বা ভয় পাইতেছে যে, ইহাদের অধিকার বঞ্চিত করিয়া আল্লাহ

ع ৬ — ৬ রুকু

وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ٥١ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ

ওয়া রাছুলুহু ; বাল্ উলা-ইকা হুমুজ্‌ জা-লিমূন। ع ৫১। ইন্নামা কানা ক্বাউলাল্
ও তাঁহার রাসূল ; বরং ইহারা নিজেরা বে-ইনছাফ। ৫১। মুসলমানগণকে যখন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দিকে আহবান করা যায়,

الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

মু'মিনীনা ইজা দুউ' ইলাল্লাহি ওয়া রাছুলিহী লিইয়াহ্কুমা বাইনাহুম্
যাহাতে উহাদের মধ্যে মিটমাট করিয়া দেওয়া হয়

أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

আঁই ইয়া ক্বূলূ ছামি'না ওয়া আতা'না ; ওয়া উলা-ইকা হুমুল্ মুফ্‌লিহুন।
তখন উহারা বলিয়া থাকে যে, আমরা শ্রবণ করিয়াছি এবং নির্দ্দেশ মান্য করিয়াছি, এবং ইহারাই মুক্তি পাইবে।

٥٢ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ

৫২। ওয়া মাঁই ইউত্বিই ল্লাহা ওয়া রাছুলাহু ওয়া ইয়াখ্‌শাল্লাহা ওয়া ইয়াত্তাক্‌হি ফাউলা-ইকা
(৫২) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নির্দ্দেশ পালন করিল এবং আল্লাহকে ভয় করিল এবং তাঁহার অসন্তুষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিল, তবে এ শ্রেণীর লোক

هُمُ الْفَائِزُوْنَ ۝ ٥٣ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ

হুমুল্ ফা-ইযুন। ৫৩। ওয়া আক্ব্ছামূ বিল্লাহি জ্বাহ্দা আই-মানিহিম্ লাইন্

সফলতায় পৌঁছিবে। (৫৩) এবং তাহারা বড় পাকা কছম খাইয়া বলে যে যদি

اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ط قُلْ لَا تُقْسِمُوْا ج طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ط

আমার্তাহুম্ লাইয়াখ্রুজ্বান্না ; ক্বুল্ লা তুক্ব্ছিমূ, ত্বা-আ'তুম্ মা'রূফাহ্ ;

আপনি নির্দ্দেশ করেন, আমরা বিনা ওজরে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া বাহির হই, ইহাদিগকে বল যে, তোমরা কছম খাইও না, তোমাদের আনুগত্যের অবস্থা জানা আছে,

---

اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ ٥٤ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ج

ইন্নাল্লাহা খাবীরুম্ বিমা তা'মালূন। ৫৪। ক্বুল্ আত্বীউ'ল্লাহা ওয়া আত্বীউ'র্ রাছুল,

যাহা কিছু তোমরা করিতেছ, আল্লাহ উহার খবর জানেন। (৫৪) ইহাদিগকে বল যে, তোমরা আল্লাহর নির্দ্দেশ মান্য কর এবং রাসুলের নির্দ্দেশ মান্য কর।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ

ফাইন্ তাওল্লাউ ফাইন্নামা আ'লাইহি মা হুম্মিলা ওয়া আ'লাইকুম্

অতঃপর যদি তোমরা মুখ ঘুরাইয়া লও যে জিম্মাদারী রাসূলের প্রতি রহিয়াছে, উহার জওয়াব রাসূল দিবে এবং জিম্মাদারী তোমাদের প্রতি রহিয়াছে

---

(৫৪) আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের এতায়াত ও ফর্মাবরদারী বলিতে ব্যাপক অবস্থাকে বুঝানো হইয়াছে। এই এতায়াত কয়েক প্রকারে হইতে পারে। (১) ঈমানের ব্যাপারে, (২) আমলের ব্যাপারে (৩) মুয়ামালাতের ব্যাপারে এবং (৪) এন্তেজাম ও নিয়ম শৃঙ্খলার ব্যাপারে। সুতরাং আল্লাহর ফর্মাবরদারী ও তাঁহার রাসূলের এতায়াত এই সমস্ত জিনিসের সব কিছুর সঙ্গেই ওৎপ্রোত ভাবে জড়িত রহিয়াছে। ইহার একটিকে বাদ দিয়া অন্যটিকে গ্রহণ করিলে প্রকৃত এতায়াত পাওয়া যাইবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ যাহা চান বা যাহাতে রাজী আছেন, এমন সব কাজ-কর্ম ও অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী থাকিতে হইবে। এই আয়াতে এতায়াতকে পূর্ণভাবে গ্রহণ ও প্রতি-পালন করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (তাফহীম)

مَا حُمِّلْتُمْ ط وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ط وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ

মা হুম্মিল্তুম্ ; ওয়া ইন্ তাত্বীউ'হু তাহ্তাদু ; ওয়া মা আ'লার্ রাছুলি ইল্লাল্ বালাগ্'ুল্
উহার জওয়াব তোমাদিগকে দিতে হইবে, যদি তোমরা রাসূলের অনুসরণ কর তবে তোমরা পথপ্রাপ্ত এবং রাসূলের জিম্মা তো মাত্র পৌঁছিয়া দেওয়া

الْمُبِيْنُ ٥ ٥٥- وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

মুবীন। ৫৫। ওয়া আ'দাল্লাহুল্লাজীনা আ-মানু মিন্কুম্ ওয়া আমিলুছ্ ছা-লিহা-তি
পরিষ্কাররূপে। (৫৫) তাহাদের সহিত আল্লাহর ওয়াদা রহিয়াছে যে, তোমাদের মধ্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে আর সৎকাজ করিয়া থাকে

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص

লাইয়াছ্ তাখ্লিফান্নাহুম ফিল্ আর্দ্বি কামাছ্ তাখ্লাফাল্লাজীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম্
তাহাদিগকে দেশের খেলাফৎ নিশ্চয়ই তিনি দান করিবেন—যদ্রূপ সেই লোকদিগকে খেলাফৎ দান করিয়াছিলেন যাহারা ইহাদের অগ্রে ছিল,

---

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ

ওয়া লাইউমাক্কিনান্না লাহুম্ দীনা হুমুল্লাজির্ তাদ্বা লাহুম্
এবং যে দ্বীনকে তিনি ইহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন তাহাকে ইহাদের জন্য জমা করা থাকিবে

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ

ওয়া লাইউবাদ্দিলান্নাহুম্ মিম্ বা'দি খাউফিহিম্ আম্না ; ইয়া'বুদূ নানী
এবং যে ভয় ইহাদের রহিয়াছে ইহার পরে সত্বরই ইহার বদলে শান্তি দান করিবে, যাহাতে আমার ইবাদত করিতে থাকে,

---

لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ

লা ইউশ্রিকূনা বী শাইয়া ; ওয়া মান্ কাফারা বা'দা জা-লিকা ফাউলা-ইকা
কোনও কিছুকে আমার শরিক স্থির না করে, এবং যে ব্যক্তি এই সমস্তের উপর না-শোক্‌রী করিবে এ শ্রেণীর লোকই

هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ٥ ٥٦- وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

হুমুল্ ফা-ছিকূন। ৫৬। ওয়া আক্বীমুছ্ ছালাতা ওয়া আ-তুয্ যাকাতা ওয়া আত্বীউ'র্ রাছুলা
নাফরমান। (৫৬) তোমরা নামাজ পড়িতে থাকিবে ও জাকাত দিবে এবং রাসূলের অনুসরণ করিবে

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○ ٥٧- لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ

লাআ'ল্লাকুম্ তুর্‌হামূন। ৫৭। লা তাহ্‌ছাবান্নাল্লাজীনা কাফারূ মু'জ্বিযীনা
যাহাতে তোমাদের প্রতি রহম করা যায়। (৫৭) এরূপ ধারণা করিও না যে, কাফেরগণ জমীনে
আমাদিগকে হারাইয়া দিব

فِي الْأَرْضِ ج وَمَأْوٰهُمُ النَّارُ ط وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ع ٥٨- يٰٓأَيُّهَا

ফিল্ আর্‌দ্ব, ওয়া মা'ওয়া হুমুন্নার ; ওয়ালা বি'ছাল্ মাছীর। ع ৫৮। ইয়া আইয়্যুহাল্
কথনই না ইহারা নিজেরাই হারিবে আর অবশেষ ইহাদের ঠিকানা হইতেছে দোজখ, আর নিঃসন্দেহ
উহা নিতান্তই কদর্য্য ঠিকানা। (৫৮) ওহে

ع ৭ — ৭ রুকু

الَّذِينَ اٰمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

লাজীনা আ-মানূ লিইয়াছ্ তা'জিন্ কুমুল্লাজীনা মালাকাত্ আইমা-নুকুম্
মুসলমানগণ! তোমাদের হইতে যেন অনুমতি লয় তোমাদের বাঁদী ও গোলাম

وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ط مِنْ قَبْلِ

ওয়াল্লাজীনা লাম্ ইয়াব্‌লুগুল্ হুলুমা মিন্‌কুম্ ছালা ছা মার্‌রা-ত্ ; মিন্ ক্বাব্‌লি
এবং তোমাদের মধ্যেকার যাহারা সাবালকত্বের সীমায় পৌঁছে নাই তিন সময়ে ; অগ্রে

صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ

ছালাতিল্ ফাজ্বরি ওয়া হীনা তাদ্বাউ'-না ছিইয়া বাকুম্ মিনাজ্ জাহীরাতি ওয়া মিম্ বা'দি
ফজরের নামাজের এবং যখন তোমরা দ্বিপ্রহরে কাপড় খুলিয়া ফেল এবং পরে

صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ط ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا

ছালাতিল্ ই'শা-ই ; ছালা-ছু আ'উরা-তিল্লাকুম্ ; লাইছা আ'লাইকুম্ ওয়া লা
এশার নামাজের এই তিনটি সময় তোমাদের পর্দ্দার ; ইহা ছাড়া না তোমাদের প্রতি কিছু গোনাহ
আর না

عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ط طَوّٰفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى

আ'লাইহিম্ জ্বুনাহুম্ বা'দা হুন্না ; ত্বাউওয়া ফুনা আ'লাইকুম্ বা'দ্বুকুম্ আ'লা
উহাদের প্রতি কিছু গোনাহ, কারণ উহারা প্রায় তোমাদের নিকটে যাতায়াত করিয়া থাকে কেহ
তোমাদের কাহারও কাহারও

بَعْضٍ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۭ وَاللّٰهُ

বা'দ্ব ; কাজা-লিকা ইউবাইয়্যিনুল্লাহু লাকুমুল্ আ ইয়া-ত ; ওয়াল্লাহু

উপর ; এমনি আল্লাহ নিজের নির্দ্দেশাবলী তোমাদের নিকট খুলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, আর আল্লাহ

عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ ٥٩- وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

আ'লীমুন্ হাকীম। ৫৯। ওয়া ইজা বালাগ্বাল্ আত্ব্ফালু মিন্কুমুল্ হুলুমা

জ্ঞাতা হেকমত বিশিষ্ট। ৫৯। এবং মুসমানগণ। যখন তোমাদের ছেলেরা সাবালকত্বের সীমায় পৌঁছিবে

فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَذٰلِكَ

ফাল্ইয়াছ্ তা'জিনূ কামাছ্ তা'জানা লাফাল্লাজীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম্ ; কাজা-লিকা

তখন যদ্রূপ ইহাদের অগ্রবর্ত্তীগণ প্রার্থনা করিয়া থাকে অনুরূপই ইহাদিগকেও অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে, এমনি

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

ইউবাইয়্যিনুল্লাহু লাকুম্ আ-ইয়া তিহী ; ওয়াল্লাহু আ'লীমুন্ হাকীম।

আল্লাহর নিজের নির্দ্দেশাবলী তোমাদের নিকট খুলিয়া বর্ণনা করিতেছেন এবং আল্লাহ জ্ঞাতা হেকমত বিশিষ্ট।

٦٠- وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاۗءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ

৬০। ওয়াল্ ক্বাওয়াই'দু মিনান্ নিছা-ইল্লা-তী লা ইয়ারজুনা নিকাহান্ ফালাইছা

(৬০) এবং বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা যাহাদের নেকাহর আশা নাই তাহারা যদি নিজেদের বস্ত্র খুলিয়া রাখে তাহা হইলে নাই

عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ

আ'লাইহিন্না জুনা-হুন্ আঁই ইয়াদ্বা'না ছিয়াবাহুন্না গ্বাইরা মুতাবাররিজা-তিম্

উহাতে উহাদের প্রতি কিছুই গোনাহ এই শর্ত্তের উপর যে উহাদের অভিপ্রায় না থাকে

بِزِيْنَةٍ ۭ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ

বিযীনাহ্ ; ওয়া আঁই ইয়াছ্ তা'ফিফ্না খাইরুল্লাহুন্না ; ওয়াল্লাহু ছামীউ'ন্

পরিপাটি প্রদর্শনের, এবং যদি লক্ষ্য রাখে তবে তাহাদের পক্ষে উত্তম, এবং আল্লাহ সকলের কথা শুনেন

عَلِيْمٌ ○ ٦١ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ

আ'লীম। ৬১। লাইছা আ'লাল্‌ আ'মা হারাজুঁউ ওয়া লা আ'লাল্‌ আ'রাজি হারাজুঁউ

এবং সমস্তই জানেন। (৬১) না অন্ধ লোকের জন্য কিছু দোষ আছে, আর না ল্যাংড়ার জন্য কিছু দোষ আছে

وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا

ওয়া লা আলাল্‌ মারীদ্বি হারাজুঁউ ওয়া লা আ'লা আন্‌ফুছিকুম্ আন্ তা'কুলূ

এবং না পীড়িতের জন্য কিছু দোষ আছে, এবং না তোমাদের মুসলমানগণের জন্য যে তোমরা আহার কর

مِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ

মিম্ বুয়ূতিকুম্ আউ বুয়ূতি আ-বা-ইকুম্ আউ বুয়ূতি উম্মাহা-তিকুম্ আউ

নিজেদের গৃহে অথবা নিজেদের পিতৃগৃহে অথবা নিজেদের মাতৃগৃহে অথবা

بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ

বুয়ূতি ইখ্‌ওয়া নিকুম্ আউ বুয়ূতি আখ্‌ওয়া তিকুম্ আউ বুয়ূতি আ'মা-মিকুম্

নিজেদের ভ্রাতৃগৃহে অথবা নিজেদের ভগ্নিপতি গৃহে অথবা নিজেদের চাচার গৃহে

اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ

আউ বুয়ূতি আ'ম্মা-তিকুম্ আউ বুয়ূতি আখ্‌ওয়া লি কুম্ আউ বুয়ূতি

অথবা নিজেদের ফুফির গৃহে অথবা নিজেদের মামুর গৃহে অথবা নিজেদের

خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ط لَيْسَ

খা-লা-তিকুম্ আউমা মালাক্‌তুম্ মাফাতিহাহু আউ ছাদীক্বিকুম্; লাইছা

খালার গৃহে কিম্বা সেই গৃহে যাহার চাবি তোমাদের অধিকারে রহিয়াছে অথবা নিজেদের বন্ধুর গৃহে, নাই

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ط فَاِذَا

আ'লাইকুম্ জুনাহুন্ আন্ তা'কুলূ জামীআ'ন্ আউ আশ্‌তা'-তা; ফাই জা

তোমাদের প্রতি কিছু গোনাহ যে, সকলে মিলিয়া আহার কর কিম্বা পৃথক পৃথক ভাবে, অতএব যখন

دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ

দাখাল্‌তুম্ বুয়ূতান্ ফাছাল্লিমূ আ'লা আন্‌ফুছিকুম্ তাহিইয়্যাতাম্ মিন্ ই'ন্‌দিল্লাহি

তোমরা গৃহে প্রবেশ করিতে থাকিবে তখন নিজের লোকদিগকে ছালাম করিবে উত্তম দোয়া আল্লাহর দিক হইতে

مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ

মুবা-রাকাতান্ ত্বাইয়্যিবাহ্ ; কাজা-লিকা ইউবায়্যিনুল্লাহু লাকুমুল্

বরকত বিশিষ্ট ও উত্তম ; এমনি আল্লাহ তোমাদের নিকট খুলিয়া বর্ণনা করিতেছেন

ع ৮ / ৮ রুকু

الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ع ٦٢- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

আ-ইয়া-তি লাআ'ল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন। ع ৬২। ইন্নামাল্ মু'মিনূনাল্লাজীনা আ মানূ

নিৰ্দ্দেশাবলী যাহাতে তোমরা বুঝ। (৬২) মুসলমান তো কেবল সেই লোকেরাই যাহারা ঈমান আনিয়াছে

بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰۤى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا

বিল্লাহি ওয়া রাছুলিহী ওয়া ইজা কা-নূ মাআ'হু আ'লা আম্‌রিন্ জ্বা-মিই'ল্ লাম্ ইয়াজহাবু

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি এবং যখন এরূপ কথার জন্য লোকদিগের জড় হওয়ার আবশ্যকতা রহিয়াছে পয়গাম্বরের নিকট তখন

حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

হাত্তা ইয়াছ্‌তা'জিনূহু ; ইন্নাল্লাজীনা ইয়াছ্‌তা'জিনূ নাকা উলা-ইকাল্লাজীনা

যে-পর্য্যন্ত পয়গাম্বরের অনুমতি না লইবে যাইবে না। যাহারা তোমার অনুমতি লইয়া থাকে প্রকৃতপক্ষে তাহারাই যাহারা সত্য মনে

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ

ইউ'মিনূনা বিল্লাহি ওয়া রাছুলিহী, ফাযিজাছ্‌তা'জানূকা লিবা'দ্বি শা'নিহিম্

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, অতএব যখন ইহারা নিজেদের কোন কার্যের জন্য তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিবে ;

(৬২) যাহারা পূর্ণ ঈমানদার তাহারা কখনো কোন কথার মীমাংসা আল্লাহ ও তাহার রাসূলের মীমাংসকে ডিঙ্গাইয়া চলিতে ইচ্ছা করে না। ইহা তাহারা সর্বান্তকরণে মনিয়া চলে। তাহাদের অন্তরে আল্লাহ ও তাহার রাসূলের মহব্বত অত্যন্ত বেশী থাকে। ফলে তাহারা এই মহব্বতের সাগর হইতে দূরে সরিতে চাহেন না। বস্তুতঃ যাহারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রবর্তিত নির্দেশ নামাকে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করে তাহারাই আল্লাহর পিয়ারা বান্দা। (রুহুল বয়ান)

فَأْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ

ফা'জাল্‌ লিমান্ শি'তা মিন্‌হুম্ ওয়াছ্‌ তাগ্‌ফিলাহুমুল্লাহ্, ইন্নাল্লাহা

তখন তুমি ইহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা অনুমতি দিবে এবং আল্লাহর হুজুরে তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ ٦٣ لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ

গ্বাফুরুর্ রাহীম। ৬৩। লা তাজ্‌আ'লু দুআ' আর্‌রাছুলি বাইনাকুম্ কাদুআ'ই বা'দ্বিকুম্

ক্ষমাকারী দয়ালু। (৬৩) যখন পয়গাম্বর তোমাদের মধ্যে কাহাকেও আহবান করিবে, তখন তাহার আহ্বানকে আপোষে মনে করিও না যেরূপ আহবান করিয়া থাকে তোমাদের মধ্যে একজনকে

بَعْضًا ط قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ج

বা'দ্বা ; ক্বাদ ইয়া'লামুল্লাহুল্লাজীনা ইয়াতাছাল্লালুনা মিন্‌কুম্ লিওয়া-জা,

অন্যজন ; আল্লাহ সেই লোকদিগকে বিশেষরূপে জানেন যাহারা তোমাদের মধ্য হইতে লুকাইয়া সরিয়া পড়ে,

---

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ

ফাল্‌ইয়াহ্‌ জারিল্লাজীনা ইউখা-লিফুনা আ'ন্ আম্‌রিহী আন্ তুছীবাহুম্

অতএব যাহারা রাসূলের নির্দ্দেশের বিরুদ্ধতা করে তাহাদিগকে ইহা হইতে ভীতি প্রদর্শন করা উচিত যে তাহাদের প্রতি না আসিয়া পড়ে

فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ ٦٤ اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ

ফিত্‌নাতুন্ আউ ইউছীবাহুম্ আজা'বুন্ আলীম। ৬৪। আলা ইন্না লিল্লাহি

কোনও বিপদ অথবা তাহাদের প্রতি অন্য কোন ব্যাথাদায়ক আজাব নাজেল হয়। (৬৪) অবহিত হও— নিশ্চয় আল্লারই

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ط

মা ফিছ্‌ ছামা-ওয়াতি ওয়াল্‌ আর্‌দ্ব্ ; ক্বাদ্ ইয়া'লামু মা আন্তুম্ আলাইহি,

যাহা কিছু আসমানে ও জমীনে রহিয়াছে ; তোমরা যাহার উপর চলিতেছ আল্লাহ তাহা জানেন ;

وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ط وَاللّٰهُ

ওয়া ইয়াউমা ইউর্‌জাউ'না ইলাইহি ফাইউনাব্বিউহুম্ বিমা আ'মিলু ; ওয়াল্লাহু

এবং যে-দিবস আল্লাহর দিকে ঘুরাইয়া লইয়া আসা হইবে তখন যেরূপ আমল করিয়াছে উহাদিগকে দেখাইয়া দিবেন, এবং আল্লাহ্

ع ৯ | ৯ রুকু

بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ع

বিকুল্লি শাইয়িন্ আ'লীম। ع

সমস্তই জানেন।

ছুরা—ফোর্কান ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ বিছ্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহীম অতি দয়াময় ও পরম কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে	এই ছুরায় ৬ রুকু ও ৭৭ আয়াত

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ

১। তাবা-রাকাল্লাজী নায্‌যালাল্ ফুর্‌কানা আ'লা আ'বদীহি লিইয়াকূনা লিল্ আ'লামীনা

(১) আল্লাহ খুবই বরকতবিশিষ্ট যিনি আপন বান্দার প্রতি কোরআন নাজেল করিয়াছেন যাহাতে সমস্ত জাহানের জন্য

نَذِيْرَا لا ۟ ۨالَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ

নাজীরা। ২। নিল্লাজী লাহু মুলকুছ্ ছামা-ওয়াতি ওয়াল আর্‌দ্বি ওয়া লাম ইয়াত্তাখিজ্

ভীতি প্রদর্শনকারী হয়। (২) তিনিই যে আসমান ও জমীনের রাজত্ব তাঁহারাই এবং তিনি রাখেন না

وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ

ওয়ালাদাউঁ ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহু শারীকুন্ ফিল্ মুল্‌কি ওয়া খালাকা কুল্লা শাইয়িন্

কোন পুত্র কন্যা এবং না রাজত্বেও কেহ তাঁহার শরিক আছে এবং তিনিই প্রত্যেক জিনিসের সৃজনকারী

فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ٥ ٣- وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ

ফাক্বাদ্দারাহু তাক্ব্‌দীরা। ৩। ওয়াত্তাখাজু মিন্ দুনিহী আ-লিহাতাল্ লা ইয়াখ্‌লুক্বূনা
তারপর প্রত্যেক জিনিসের জন্য এক পরিমাণ স্থির করিয়া দিয়াছেন। (৩) কাফেরগণ আল্লাহ ছাড়া মা'বুদ ধরিয়া আছে যাহারা সৃজন করিতে পারে না

شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا

শাইআঁউ ওয়াহুম্ ইউখ্‌লাক্বূনা ওয়া লা ইয়াম্‌লিকূনা লিআন্‌ফুছিহিম্ দ্বার্‌র'াও
কোনও জিনিসকে বরং উহারা নিজেরাই অন্যের সৃজিত আর উহাদের ক্ষমতাধীন নহে উহাদের নিজেদের ভাল

وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ٥

ওয়া লা নাফ্‌আঁউ ওয়া লা ইয়াম্‌লিকূনা মাউতাঁউ ওয়া লা হাইয়াতাঁউ ওয়ালা নুশূরা।
ও মন্দ এবং না মরা এবং না বাঁচা এবং উঠা উহাদের ক্ষমতাধীন।

٤- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ نِ افْتَرٰىهُ

৪। ওয়া ক্বালাল্লাজীনা কাফারূ ইন্ হা-জা ইল্লা ইফ্‌কুনিফ্ তারাহু
(৪) কাফেরগণ কোরআন সম্বন্ধে বলিয়া থাকে যে ইহাত সুস্পষ্ট তুফান গড়িয়া লইয়াছে

وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ج فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ج

ওয়া আ'আনাহু আ'লাইহি ক্বাউমুন্ আখারূন্, ফাকাদ্ জ্বা-উ জুল্‌মাঁউ ওয়াযুরা,
ইহাকে এই ব্যক্তি আর অন্যান্য লোকেরা এই কার্যে উহার সাহায্য করিয়াছে, নিশ্চয়ই উহারা খুবই জুলুম এবং মিথ্যাবাদী হইয়াছে।

٥- وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ

৫। ওয়া ক্বালু আছাত্বীরুল আউওয়ালী নাক্‌তাতাবাহা ফাহিইয়া তুম্‌লা আ'লাইহি
(৫) আর বলে যে কোরআন পূর্ববর্ত্তী লোকদিগের কাহিনী মাত্র ইহাকে এই ব্যক্তি কাহারো দ্বারা লিখাইয়া লইয়াছে এবং এই ব্যক্তি ইহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছে

بُكْرَةً وَّأَصِيلًا ۝ ٦- قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ

বুক্‌রাতাঁউ ওয়া আছীলা। ৬। ক্বুল্ আন্‌যালাহুল্লাজী ইয়া'লামুছ্ ছির্‌রা ফিছ্ ছামা-ওয়া-তি

সকাল ও সন্ধ্যায়। (৬) তুমি ইহাদিগকে বল যে, এই কোরআন আল্লাহ নাজেল করিয়াছেন যিনি সমস্ত গোপন অবগত আছেন

وَالْأَرْضِ ط إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ ٧- وَقَالُوا مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ

ওয়াল আর্‌দ্ব্; ইন্নাহু কা-না গ্বাফুরার্ রাহীমা। ৭। ওয়া ক্বা-লু মা-লি হা-জার্ রাছুলি

আসমান ও জমীনের, তিনি অতিশয় দয়ালু যিনি সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যার শাস্তি প্রদান করেন না। (৭) কাফেরগণ বলিয়া থাকে এই ব্যক্তি কিরূপ রাসূল যে

يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ط لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ

ইয়া'কুলুত্ব ত্বাআ'মা ওয়া ইয়াম্‌শী ফিল্ আছ্‌ওয়াক্ব; লাউ লা উন্‌যিলা ইলাইহি

আহার করে বাজারে বেড়ায়, ইহার কাছে কেন পাঠান হয় নাই

مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ۝ ٨- أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ

মালাকুন্ ফাইয়াকূনা মাআ'হু নাজীরা। ৮। আউ ইউল্‌ক্বা ইলাইহি কান্‌যুন্

কোনও ফেরেশতাকে যাহাতে সেই ফেরেশতা তাঁহার সাথী হইয়া লোকদিগকে আল্লাহর আজাবের ভয় দেখাইতে পারে। (৮) কিম্বা উহার উপর কোন ধনভাণ্ডার বর্ষাণো হইত

أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ط وَقَالَ الظَّالِمُونَ

আউ তাকূনু লাহু জ্বান্নাতুঁই ইয়া'কুলু মিন্‌হা; ওয়া ক্বালাজ্ জা-লিমূনা

কিম্বা বেশী না হইলেও ইহার একটি বাগান থাকিত তাহা হইতে সে আহার করিত এবং জালেমেরা মুসলমানদিগকে বলিয়া থাকে যে

إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝ ٩- انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ

ইন্ তাত্তাবিউ'না ইল্লা রাজুলাম মাছ্‌হূরা। ৯। উন্‌জুর কাইফা দ্বারাবু লাকাল

তোমরা এক যাত্নগীরের পিছনে ঘুরিতেছ। (৯) তোমার সম্বন্ধে বলিতেছে ইহারা

ع ১ — ১ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ع ۝ ١٠- تَبَارَكَ الَّذِي

আম্‌ছালা ফাদ্বাল্লু ফালা ইয়াছ্‌তাত্বীউ'না ছাবীলা। ع ১০। তাবা-রাকাল্লাজী

রুকু কিরূপ কথা, ইহারা পথভ্রষ্ট, কোন অবস্থায় পথে আসিতে পারিতেছে না। (১০) আল্লাহর নিকট কোন কিছুরই কমি নাই তিনি এরূপ বরকতধারী যে

اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ

ইন্ শা-আ জ্বাআ'লা লাকা খাইরাম্ মিন্ জা-লিকা জান্নাতিন্ তাজ্বরী মিন্

যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে উহা অপেক্ষা উত্তম বাগান তোমার উদ্দেশ্যে তৈয়ার করিয়া দেন প্রবাহিত হইতে থাকে যাহারা

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ۝ ١١- بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ

তাহ্‌তিহাল্, আন্‌হারু, ওয়া ইয়াজ্‌আ'ল্‌লাকা ক্বুছূরা। ১১। বাল্, কাজ্জাবু বিছ্‌ছা-আ'তি

তলদেশ দিয়া একাধিক নদী, এবং তোমার অবস্থানের জন্য মহল তৈয়ার করিয়া দেন। (১১) এই সমস্ত দুষ্টামী এজন্য যে ইহারা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করে,

وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۝ ١٢- اِذَا رَاَتْهُمْ

ওয়া আ'তাদ্‌না লিমান্, কাজ্জাবা বিছ্, ছা-আ'তি ছায়ী'রা। ১২। ইজা রাআত্‌হুম্

এবং যাহারা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করে তাহাদের জন্য আমি দোজখ তৈয়ার করিয়াছি। (১২) দোজখ যখন কাফেরগণকে দেখিতে পাইবে

مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ۝ ١٣- وَاِذَآ اُلْقُوْا

মিম্ মাকা-নিম্ বায়ী'দিন্ ছামিউ' লাহা তাগাইয়্যুযাউ ওয়া যাফীরা। ১৩। ওয়া ইজা উলক্

দুর হইতে গর্জ্জিয়া উঠিবে উহারা তাহা শুনিতে পাইবে। (১৩) যখন উহাদিগকে নিক্ষেপ করা হইবে

مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ۝

মিন্‌হা মাকা-নান্ দ্বাই'য়্যিকাম মুক্বার্‌রানীনা দাআ'উ হুনা-লিকা ছুবুরা।

দোজখের কোনও সঙ্কীর্ণ স্থানে তখন তথায় তাহারা কেবল মৃত্যুর ডাক ছাড়িবে।

١٤- لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ۝ ١٥- قُلْ

১৪। লা তাদ্‌উ'ল্, ইয়াউমা ছুবু'রাউ ওয়া-হিদাঁউ ওয়াদ্‌উ' ছুবুরান্, কাছীরা। ১৫। ক্বুল

(১৪) আজ মাত্র একটি মৃত্যুকে ডাকিও না বরং বহু মৃত্যুকে ডাকিতে থাক। (১৫) ইহাদিগকে বল যে

(১২) দোজখের ভীষণ গর্জ্জন অত্যন্ত ভীতিপ্রদ ও ভয়ঙ্কর হইবে। হাদীস শরীফে আছে যে, দোজখের ভীষণ গর্জ্জন এমন কঠিন হইবে যে, ইহার গর্জ্জনের অনুমাত্র শব্দও যদি পৃথিবীতে পতিত হইত তাহা হইলে এই বিশ্বের সমস্ত জানদার বধির হইয়া যাইত। এমন কি সব কিছু ওলট পালট হইয়া যাইত। (মাদারেক)

أَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط كَانَتْ

আজা-লিকা খাইরুন্ আম্ জান্নাতুল্ খুল্‌দিল্লাতী বুই'দাল্ মুত্তাকূন ; কা-নাত্

ইহা উত্তম না চিরকাল থাকিবার বাগান উত্তম যাহার ওয়াদা পরহেজগারদিগের সহিত করা হইয়াছে ; রহিয়াছে

لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا ٥ ١٦- لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ط كَانَ

লাহুম্ জাযা-আ'উ ওয়া মাছীরা। ১৬। লাহুম্ ফীহা মা ইয়াশ-উনা খা-লিদীন ; কা-না

উহাতে উহাদের বিনিময় এবং উহাদের প্রত্যাবর্ত্তনস্থল। যাহা কিছু উহারা ইচ্ছা করিবে উহাদের জন্য তখন মৌজুদ হইবে, উহারা এই অবস্থায় চিরকাল থাকিবে ; ইহা একটি

عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ٥ ١٧- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ

আ'লা রাব্বিকা ওয়া'দাম মাছ্‌উ-লা। ১৭। ওয়া ইয়াউমা ইয়াহ্‌শুরুহুম্ ওয়া মা ইয়া'বুদূনা

ওয়াদা তোমার পালনকারীর প্রতি প্রার্থনা করা যাইতে পারে। (১৭) যে দিবস আল্লাহ সমস্ত কাফেরকে আর যাহাদিগকে ইহারা পূজা করিতেছে

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ

মিনদু নিল্লাহি ফাইয়াকূলু আ আন্তুম্ আদ্বলাল্‌তুম্ ই'বা-দী হা-উলা-ই আম্‌হুম্

আল্লার ছাড়া জড় করিবেন, তারপর জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তোমরা কি আমার এই বান্দাগণকে

ضَلُّوا السَّبِيْلَ ط ١٨- قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِىْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ

দ্বাল্‌লুছ্ ছাবীল। ১৮। কালু ছুব্‌হা-নাকা মা কা-না ইয়াম্‌বাগী লানা আন্ নাত্তাখিজা

পথভ্রষ্ট করিয়াছিল কিম্বা ইহারা নিজেরাই পথ হইতে বিচ্যুৎ হইয়াছিল? (১৮) আরজ করিবে যে ওহে খোদা, আপনি পাক আমাদের ইহা কি প্রকারে শোভন ছিল যে আমরা বানাইতাম

مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى

মিন্ দূনিকা মিন্ আউলিইয়া-আ ওয়ালা-কিম্‌মাত্তা'তাহুম্ ওয়া আ-বা আহুম্ হাত্তা

আপনার ছাড়া অন্য কারসাজ বরং আপনি ইহাদিগকে এবং ইহাদের পিতা-পিতামহদিগকে স্বচ্ছলাবস্থা দান করিয়াছিলেন, উহা এপর্যন্ত যে

نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ١٩٥ - فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ لا

নাছুজ্ জিক্‌রা, ওয়া কা নূ ক্বাউমাম্ বুরা। ১৯। ফাক্বাদ্ কাজ্জাবুকুম্ বিমা তাক্বুলুনা,
আপনার স্মরণকে তাহারা ভুলাইয়া দিয়াছিল, আর ইহারা ধ্বংসকামী লোক ছিল। (১৯) তাহাদের মা'বুদগণ তো তোমাদের সমস্ত কথায় তোমাদের মিথ্যাবাদী বানাইল

فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ج وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ

ফামাছ্ তাত্বীউ'না ছার্ফাউ ওয়ালা নাছ্রা, ওয়া মাঁই ইয়াজলিম্ মিন্কুম্ নুজিক্হু
অতএব এক্ষণ তোমরা না আমার আজাবকে নিজেদের উপর হইতে টলাইতে পার, না কাহারো হইতে সাহায্য লইতে পার, যে ব্যক্তি তাহাদের মধ্য হইতে শেরেক করিয়া জুলুম করিবে তাহাকে ভোগ করাইব

عَذَابًا كَبِيرًا ٥ ٢٠ - وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا

আ'জা-বান্ কাবীরা। ২০। ওয়া মা আর্ছাল্না ক্বাব্লাকা মিনাল্ মুর্ছালীনা ইল্লা
মহা কঠিন শাস্তির আস্বাদ। (২০) ওহে নবী। আমি তোমার অগ্রে যত রাসূল প্রেরণ করিয়াছি

إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ط وَجَعَلْنَا

ইন্নাহুম্ লাইয়া'কুলুনাত্ব্ ত্বাআ'মা ওয়া ইয়াম্শুনা ফিল্'অছ্ওয়াক্ব; ওয়া জ্বাআ'ল্না
তাহারা আহারও করিত, বাজারে চলাফেরাও করিত এবং আমি করিয়াছি

بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ط أَتَصْبِرُونَ ج وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ع

বা'দ্বাকুম্ লিবা'দ্বিন্ ফিত্নাহ্; আতাছ্বিরূনা, ওয়া কা না রাব্বুকা বাছীরা। ع
তোমাদের মধ্যে একজন অন্যজনের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ; অতএব মুসলমানগণ তোমরা এক্ষণ কাফেরদিগের কষ্ট দানের প্রতি ছবর করিবে কি না, এবং তোমার পালনকারী সকলের অবস্থা দেখিতেছেন।

ع ২ / ২ রুকু

(২০) নবী ও রাসূলগণের চলাফেরা আচরণ সধারণ মানুষের মত মনে হইলেও তাহা সম-পর্যায়ের নহে। কেননা নবী ও রাসুলগণ সর্বোতভাবে আল্লাহর নির্দেশ ও অভিপ্রায় অনুসারে চলাফেরা ও কাজ কর্ম করিয়া থাকেন। নিজের কল্পনা ও চিন্তা অনুসারে যাহাতে আল্লাহর রেজামন্দি রহিয়াছে বলিয়া মনে করেন তাহাতেই তাহারা সম্পতি প্রদান করেন। (তাফ্হীম)

٢١- وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ

২১। ওয়া ক্বালাল্লাজী-না লা ইয়ারজু্না লিক্বা-আনা লাউ লা উন্‌যিলা

(২১) তাহারা বলিল যাহারা আমার সাক্ষাতের আকাঙ্খা রাখে না—কেন অবতীর্ণ করা হয় নাই।

عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ

আ'লাইনাল মালা-ইকাতু আউ নারা রাব্বানা লাক্বাদিছ্‌ তাক্‌বারূ ফী আন্‌ফুছিহিম্‌

আমাদের প্রতি ফেরেশ্‌তা অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখি নাই। তাহারা আপন মনে গর্ব্বিত হইল

وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ○ ٢٢- يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى

ওয়া আ'তাউ উ'তুউওয়ান্‌ কাবীরা। ২২। ইয়াউমা ইয়ারাউনাল্‌ মালা-ইকাতা লা বুশ্‌রা

এবং অত্যন্ত অবাধ্যতা প্রকাশ করিল। (২২) যেদিন তাহারা ফেরেশ্‌তা দেখিবে কোনই সুসংবাদ থাকিবে না।

يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ○ ٢٣- وَقَدِمْنَآ

ইয়াউমাইজিল্‌ লিল্‌ মুজ্‌রিমীনা ওয়া ইয়াকু্লুনা হিজ্‌-রাম্‌ মাহ্‌জু্রা। ২৩। ওয়া ক্বাদিম্‌না

সেদিন পাপীদের জন্য এবং গোনাহ্‌গারগণ বলিবে পর্দা পর্দা। (২৩) এবং আমি উপস্থিত করিব

اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ○

ইলা মা আ'মিলু মিন্‌ আ'মালিন্‌ ফাজাআ'লনা-হু হাবা-আম্‌ মান্‌ছুরা।

ঐ সমস্ত কার্য যাহা তাহারা করিয়াছে এবং উহা বিক্ষিপ্ত ধুলিবৎ করিব।

٢٤- اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ○

২৪। আছ্‌হা-বুল্‌ জান্নাতি ইয়াউমাইজিন্‌ খাইরুম্‌ মুছ্‌তাকার্‌রাঁউ ওয়া আহ্‌ছানু মাকীলা।

(২৪) বেহেশ্‌তবাসিগণের জন্য সে দিন উত্তম বাসস্থান এবং অতি সুন্দর শয়নাগার।

٢٥- وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ

২৫। ওয়া ইয়াউমা তাশাক্ব্‌ ক্বাকু্ছ্‌ ছামা-উ বিল্‌ গ্বামা-মি ওয়া নুয্‌যিলাল্‌ মালা-ইকাতু

(২৫) যেদিন মেঘসহ আকাশ বিদীর্ণ হইবে এবং 'অবতীর্ণ' হইবে ফেরেশ্‌তা

تَنْزِيْلًا ٥ ٢٦- اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ نِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ط وَكَانَ

তান্‌যীলা। ২৬। আল্ মুল্‌কু ইয়াউমাইজি্‌নিল হাক্কু লির রাহ্‌মান, ওয়া কা-না।
অবতারিতরূপে। (২৬) প্রকৃত রাজত্ব সে দিন আল্লাহ্ রহ্‌মানেরই জন্য। এবং হইবে

يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ٥ ٢٧- وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ

ইয়াউমান্ আ'লাল্ কা-ফিরীনা আ'ছীরা। ২৭। ইয়াউমা ইয়াআ'দ্‌দ্বুজ্ জা-লিমু
সে দিনটি কাফেরগণের উপর কঠোর। (২৭) সেদিন গোনাহ্‌গার দংশন করিবে

عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ٥

আ'লা ইয়াদাইহি ইয়াকূলু ইয়া লাইতানিত্তা খাজ্‌তু মাআ'র্ রাছুলি ছাবীলা।
নিজ হস্তদ্বয় এবং বলিবে, পরিতাপ। যদি রাসূলের সঙ্গে পথ ধরিতাম।

٢٨- يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ٥ ٢٩- لَقَدْ اَضَلَّنِىْ

২৮। ইয়া ওয়াইলাতা লাইতানী লাম্ আত্তাখিজ্ ফুলানাল্ খালীলা। ২৯। লাক্বাদ্ আদ্বাল্লানী
(২৮) হায় পরিতাপ। আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিতাম। (২৯) সে আমাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে

عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ٥

আ'নিজ্ জিক্‌রি বা'দা ইজ্ জ্বা-আনী ওয়া কা-নাশ্ শাইত্বা-নু লিল্ ইন্‌ছা-নি খাজুলা।
আমার নিকট নছিহত আসার পর এবং শয়তান হইতেছে মানুষের জন্য অপদস্থকারী।

٣٠- وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ٥

৩০। ওয়া কা-লার রাছুলু ইয়া রাব্বি ইন্না কাউমিত্তাখাজু হা-জাল্ কূর্‌আনা মাহ্‌জুরা।
(৩০) এবং রাসূল বলিলেন—হে আমার প্রতিপালক। আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে পরিত্যক্তরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

٣١- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ط

৩১। ওয়া কাজা-লিকা জ্বাআ'ল্‌না লিকুল্লি নাবিয়্যিন্ আ'তুউওয়াম্ মিনাল্ মুজ্‌রিমীন্;
(৩১) এইরূপেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য গোনাহ্‌গারদের হইতে শত্রু ঠিক করিয়াছি।

وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ٥ ٣٢- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا

ওয়া কাফা বিরাব্বিকা হা-দিয়াউ ওয়া নাছীরা। ৩২। ওয়া ক্বালাল্লাজীনা কাফারূ লাউ লা
তোমার প্রতিপালক যথেষ্ট হেদায়েতকারী ও সাহায্যকারী। (৩২) কাফেরগণ বলিল, কেন

نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ج كَذٰلِكَ ج

নুয্‌যি'লা আ'লাইহিল্ ক্বুর্‌আনু জুম্‌লাতাঁউ ওয়াহিদাতান্ কাজা-লিক্,
তাহার প্রতি একবারেই সম্পূর্ণ ক্বোরআন অবতীর্ণ করা হয় নাই? আর এইরূপেই

لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ٥ ٣٣- وَلَا يَاْتُوْنَكَ

লিনুছাব্বিতা বিহী ফুআ-দাকা ওয়ারাত্তাল্‌না-হু তার্‌তীলা। ৩৩। ওয়ালা ইয়া'তুনাকা
আমি উহাদ্বারা তোমার অন্তরকে সুদৃঢ় করি এবং আমি উহা ধীরে ধীরে স্পষ্টরূপে পড়াইয়াছি। (৩৩) আর তাহারা তোমার নিকট আসিবে না

بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ط ٥ ٣٤- اَلَّذِيْنَ

বিমাছালিন্ ইল্লা জ্বি'না-কা বিল্‌হাক্‌ক্বি ওয়া আহ্‌ছানা তাফ্‌ছীরা। ৩৪। আল্লাজীনা
এমন কোন জটিল প্রশ্ন নিয়া কিন্তু আমি উহার চেয়েও সত্য ও উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা তোমাকে বলিয়া দিব। (৩৪) যাহাদিগকে

يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ لا اُولٰٓئِكَ شَرٌّ

ইউহ্‌শারূনা আ'লা বুজ্বুহিহিম্ ইলা জ্বাহান্নামা উলা-ইকা শার্‌রুম্
তাহার মুখের উপর দিয়া দোজখের দিকে সমবেত করা হইবে তাহাদের জন্য অতি নিকৃষ্ট

ع ৩ — ৩ রুকু

مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ع ٥ ٣٥- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا

মাকা-না'উ ওয়া আদ্বাল্‌লু ছাবীলা। ৩৫। ওয়ালাক্বাদ্ আ-তাইনা মূছাল্ কিতাবা ওয়া জ্বাআ'ল্‌না
স্থান এবং তাহারা অতিশয় পথভ্রষ্ট। (৩৫) নিশ্চয় আমি মুসাকে কিতাব দিয়াছি এবং নিযুক্ত করিয়াছি

مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ج ٥ صلے ٣٦- فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ

মাআ'হূ আখা-হু হারূনা ওয়াযীরা। ৩৬। ফাক্বুল্‌নাজ্‌হাবা ইলাল্ ক্বাউমিল্লাজীনা
তাহার ভাই হারূনকে তাহার সহিত পরামর্শদাতা। (৩৬) অতঃপর আমি বলিলাম—তোমরা উভয়ে যাও ঐ সম্প্রদায়ের দিকে

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ط فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ط ٥ ٣٧- وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا

কাজ্জাবু বিআ-ইয়া-তিনা ফাদাম্মার্‌নাহুম্ তাদ্‌মীরা। ৩৭। ওয়া ক্বাউমা নুহিল্‌লাম্মা
যাহারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করিয়াছে। অতঃপর আমি তাহাদিগকে সমূলে উৎখাত করিলাম। (৩৭) এবং নূহের সম্প্রদায় যখন

كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ط وَاَعْتَدْنَا

কাজ্জাবুর্ রুছুলা আগ্‌রাক্‌না হুম্, ওয়া জ্বাআ'ল্‌না হুম্, লিন্নাছি আ-ইয়াহ্ ; ওয়া আ'তাদ্‌না

রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিল আমি তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম এবং তাহাদিগকে মানব-জাতির জন্য নিদর্শন রাখিলাম। এবং আমি প্রস্তুত রাখিলাম

لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ج صلے ٣٨- وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ

লিজ্‌জা-লিমীনা আ'জা-বান্ আলীমা। ৩৮। ওয়া আ-দাঁউ ওয়া ছামূদা ওয়া আছ্‌হাবার্ রাছ্‌ছি

জালেমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৩৮) এবং আ'দ ছামুদ ও 'রাছবাসী' এবং ইহাদের

وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ٥ ٣٩- وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ز

ওয়া কুরূনাম্ বাইনা জা লিকা কাছীরা। ৩৯। ওয়া কুল্‌লান্ দ্বারাব্‌না লাহুল্ আম্‌ছা-লা

মধ্যবর্ত্তী অধিকাংশ বংশধরের জন্যও। (৩৯) আমি প্রত্যেকের জন্য উপমা বর্ণনা করিয়াছি,

وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ٥ ٤٠- وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِىْٓ

ওয়া কুল্‌লান্ তাব্বারনা তাৎবীরা। ৪০। ওয়ালাক্বাদ্ আ-তাউ আ'লাল্ ক্বারইয়াতিল্‌লাতী

এবং সকলকে উৎপাটিতরূপে বিনষ্ট করিয়াছি। (৪০) এবং নিশ্চিত যে, তাহারা এমন লোকালয়ে দিন যাপন করিয়াছে

اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ط اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ج بَلْ كَانُوْا لَا

ওম্‌ত্বিরাৎ মাত্বারাছ্‌ছাউই ; আফালাম্ ইয়াকূনু ইয়ারাউনাহা, বাল্ কা-নু লা

যাহার উপর অতি মন্দ বর্ষণ বর্ষিত হইয়াছে। তাহারা কি দেখে নাই? বরং তাহারা

(৩৮) আল্লাহ তাআলার গজবে নিপতিত হইয়া অনেক কওম, অনেক সম্প্রদায় ও অনেক জাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের অনেকের নাম জানা যায় আবার অনেকের নাম জানা যায় না। তাহারা বিস্মৃতির অতল তলে হারাইয়া গিয়াছে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক যুগে আল্লাহর এই রীতি ও নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আত্মভোলা মানুষ দেখিয়া শুনিয়াও বুঝিতেছে না। কেমন করিয়াই বা বুঝিবে? সত্য বুঝ ও সত্য জ্ঞান ধারণ করিবার ক্ষমতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল। (কাসাস)

يَرْجُونَ نُشُورًا ۝ ٤١ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ط

ইয়ারজুনা নুশূরা। ৪১। ওয়া ইজা রাআউকা ইইয়াত্তাখিজুনাকা ইল্লা হুযুওয়া ;

পুনরুত্থানের আশা রাখিত না। ৪১। এবং যখন তাহারা তোমাকে দেখিল তোমাকে বিদ্রূপের বস্তুরূপে গ্রহণ করিল।

أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝ ٤٢ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ

আহা-জাল্লাজী বাআ'ছাল্লাহু রাসূলা। ৪২। ইন্ কা-দা লাইউদ্বিল্লুনা আ'ন্

বলিল ইহাকেই কি আল্লাহ্ রাসূলরূপে পাঠাইয়াছে? শীঘ্রই সে আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিত

آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ط وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ

আ-লিহাতিনা লাউ লা আন্ ছা'বার্না আ'লাইহা ; ওয়া ছাউফা ইয়া'লামুনা হীনা

আমাদের উপাস্যসমূহ হইতে, যদি আমরা উহাদের প্রতি ধৈর্য্য ধরিয়া না থাকিতাম। অতি শীঘ্র তাহারা জানিতে পারিবে যখন

يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝ ٤٣ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ

ইয়ারাউনাল্ আ'জা-বা মান্ আদ্বাল্লু ছাবীলা। ৪৩। আরাআইতা মানিত্তাখাজা ইলা-হাহূ

প্রত্যক্ষ করিবে সেই আজাব, কে সমধিক পথভ্রষ্ট। ৪৩। তুমি কি দেখিয়াছ ঐ ব্যক্তিকে যে তাহার উপাস্য ঠিক করিয়া লইয়াছে

هَوَاهُ ط أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝ ٤٤ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ

হাওয়া-হু আফাআন্তা তাকুনু আ'লাইহি ওয়াকীলা। ৪৪। আম্ তাহ্ছাবু আন্না

তাহার প্রবৃত্তিকে ; হে নবী। তুমি কি তাহার রক্ষক হইবে। ৪৪। অথবা তুমি মনে কর যে, নিশ্চয়

أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ط إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ

আক্ছারাহুম্ ইয়াছ্মাউ'না আউ'ইয়া'ক্বিলুন ; ইন্ হুম ইল্লা কাল্ আন্আ'মি

তাহাদের অধিকাংশ শুনিবে কিম্বা বুঝিবে? তাহারা পশুবৎ

ع ৪ — ৪ রুকু

بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ع ٤٥ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ج

বাল্হুম্ আদ্বাল্লু ছাবীলা। ع ৪৫। আলাম্ তারা ইলা রাব্বিকা কাইফা মাদ্দাজ্ জিল্লা

বরং তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট পথভ্রষ্ট। (৪৫) তুমি কি লক্ষ্য কর নাই তোমাদের প্রতিপালকের কার্যের প্রতি কেমন করিয়া তিনি ছায়া বর্দ্ধিত করেন,

وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ج ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ

ওয়া লাউ শা—আ লাজ্বআ'লাহু ছা-কিনান্ ছুম্মা জ্বাআ'ল্‌নাশ্‌শাম্‌ছা আ'লাইহি
যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে স্থির রাখিতে পারেন। আবার আমি সূর্য্যকে রাখিয়াছি উহার

دَلِيْلًا ۙ ٤٦ ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ٥ ٤٧ وَهُوَ الَّذِيْ

দালীলা। ৪৬। ছুম্মা ক্বাবাদ্ব্‌নাহু ইলাইনা ক্বাব্‌দ্বাঁই ইয়াছীরা। ৪৭। ওয়া হুওয়াল্লাজী
পথ প্রদর্শক। (৪৬) আবার আমি উহাকে ধীরে টানিবার মত আমার নিকট টানিয়া লইয়াছি।
(৪৭) এবং তিনিই

جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ

জ্বাআ'লা লাকুমুল্‌লাইলা লিবা-ছাঁউ ওয়ান্ নাউমা ছুবা-তাঁউ ওয়া জ্বাআ'লান্ নাহারা
রাত্রিকে তোমাদের জন্য আবরণ এবং নিদ্রাকে আরামদায়ক করিয়াছেন এবং দিবাকে করিয়াছেন

نُشُوْرًا ٥ ٤٨ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ

নুশূরা। ৪৮। ওয়া হুওয়াল্লাজী আর্‌ছালার্ রিয়াহা বুশ্‌রাম্ বাইনা ইয়াদাই
চলা-ফেরার জন্য। (৪৮) এবং তিনিই বায়ুকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার করুণায় পুরোভাগে সুসংবাদরূপে

رَحْمَتِهٖ ج وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا ۙ ٤٩ لِّنُحْيِيَ

রাহ্‌মাতিহী ওয়া আন্‌যাল্‌না মিনাছ্‌ছামা'ই মা-আন্ ত্বাহূরা। ৪৯। লিনুহ্‌য়িয়া
এবং তিনি আকাশ হইতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করিয়াছেন, (৪৯) সঞ্জীবিত করিতে

بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّ

বিহী বালদাতাম্ মাইতাঁউ ওয়ানুছ্‌ক্বিয়াহূ মিম্মা খালাক্‌না আন্‌আ'মাঁউ
উহা দ্বারা মৃতবৎ দেশকে এবং উহা পান করাইতে আমার সৃষ্ট বহু পশু

(৪৭) আল্লাহ তাআলা রাত্রকে আবরণ স্বরূপ, এবং নিদ্রাকে আরাম-প্রদ ও দিবসকে কাজ কর্ম ও চলা ফিরার জন্য স্থির করিয়া দিয়াছেন। শান্তি দায়িনী, সুখ প্রসরিণী রাত্রিতেই আল্লাহর জিকির ও এবাদতের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়। নীরব নির্জন পরিবেশে আল্লাহকে সামনে লইয়া বসিলে মানুষ কোথায় কোথায়, কি অবস্থার পৌছিয়া যায় তাহা ভুক্ত-ভোগী ছাড়া কেহই অনুভব করিতে পরিবে না। (আল্‌হুব্ব্ ফিল্লাহ)

أَنَاسِيَّ كَثِيرًا ○ ٥٠ - وَلَقَدْ صَرَّفْنَٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا صلے ز

ওয়া আনাছিইয়্যা কাছীরা। ৫০। ওয়ালাকাদ ছার্‌রাফ না–হু বাইনাহুম্ লিইয়াজ্‌জাক্কারূ
ও মানুষকে (৫০) এবং আমি ইহা বন্টন করিয়াছি পরিমাণ মত উহাদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করিতে

فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ○ ٥١ - وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا

ফাআবা আক্‌ছারুন্ নাছি ইল্লা কুফুরা। ৫১। ওয়া লাউ শি'না লাবাআ'ছ্‌না
কিন্তু বহু লোক অকৃতজ্ঞতার সহিত অস্বীকার করিল। (৫১) এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম নিশ্চয় পাঠাইতাম

فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ز صلے ٥٢ - فَلَا تُطِعِ الْكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدْهُم

ফী কুল্লি ক্বার্‌ইয়াতিন্ নাজীরা। ৫২। ফালা তুত্বিই'ল্ কা-ফিরীনা ওয়া জ্বাহিদ হুম্
প্রত্যেক লোকালয়ে ভীতি প্রদশনকারী। (৫২) অতএব তুমি বিধর্মীদের কথা মান্য করিও না এবং
তাহাদের সম্মুখীন হও

بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا ○ ٥٣ - وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ

বিহী জ্বিহা-দান্ কাবীরা। ৫৩। ওয়া হুওয়াল্লাজী মারাজ্বাল্ বাহ্‌রাইনি হা-জা আ'জ্‌বুন্
উহা দ্বারা প্রবল সম্মুখীনরূপে। (৫৩) এবং তিনি দুইটি সমুদ্রকে মিলিত করিয়াছেন ইহা একটি
সুপেয় মিষ্ট

فُرَاتٌ وَّهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ج وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا

ফুরাতুঁউ ওয়া হা-জা মিল্‌হুন্ উজ্বাজ্, ওয়া জ্বাআ'লা বাইনাহুমা বার্‌যাখাঁউ
এবং অপরটি লবণাক্ত। এবং তিনি উভয়ের মধ্যস্থলে অবরোধ সৃষ্টি করিয়াছেন

وَّحِجْرًا مَّحْجُورًا ○ ٥٤ - وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

ওয়া হিজ্‌রাম্ মাহ্‌জুরা। ৫৪। ওয়া হুওয়াল্লাজী খালাকা মিনাল্ মা-ই বাশারান্
এবং দৃঢ় আড়াল। (৫৪) এবং তিনিই পানি হইতে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন

فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَّصِهْرًا ط وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ○ ٥٥ - وَيَعْبُدُونَ

ফাজাআ'লাহু নাছাবাঁউ ওয়া ছিহ্‌রা ; ওয়া কা-না রাব্বুকা ক্বাদীরা। ৫৫। ওয়া ইয়া'বুদুনা
অতঃপর উহার বংশীয় ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন এবং তোমার প্রতিপালক শক্তিশালী।
(৫৪) এবং তাহারা উপাসনা করে

(৫৪) মানুষকে আল্লাহ গোত্র, বংশ ও বিবাহ বন্ধনের আবেষ্টনীর মধ্যেই পরিচালিত করিতেছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে বিবাহের মাধ্যমেই প্রকৃত মানব ধর্ম প্রতিপালিত হইবে এবং নিয়ম ও শৃঙ্খলা বজায় থাকিবে। এই দুনিয়ার এন্তেজাম ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য বংশ পরিচয় ও বিবাহ ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হইবে।

مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ

মিন্ দুনিল্লাহি মা লা ইয়ান্‌ফাউ'হুম্ ওয়ালা ইয়াদ্বুরুরুহুম ; ওয়া কা-নাল্ কা-ফিরু
আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর যাহা তাহাদের কোন উপকার করিতে পারে না এবং তাহাদের অপকার ও করিতে পারে না এবং বিধর্ম্মী হইতেছে

عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۝ ٥٦- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

আ'লা রাব্বিহী জাহীরা। ৫৬। ওয়ামা আর্‌ছাল্‌নাকা ইল্লা মুবাশ্‌শিরা'উ ওয়া নাজীরা।
তাহার প্রতিপালকের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী। (৫৬) তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে আমি পাঠাইয়াছি।

٥٧- قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ

৫৭। ক্বুল্‌মা আছ্‌আলুকুম্ আ'লাইহি মিন্ আজরিন্ ইল্লা মান্ শা-আ
(৫৭) বল, হে মোহাম্মদ আমি তোমাদের নিকট কোনই প্রতিদান চাহি না কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে

أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝ ٥٨- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي

আঁই ইয়াত্তাখিজা ইলা রাব্বিহী ছাবীলা। ৫৮। ওয়া তাওয়াক্কাল আ'লাল্ হাইয়িল্লাজী
তাহার প্রতিপালকের দিকে পথ ধরিতে। (৫৮) এবং তুমি নির্ভর কর সেই চিরজীবির প্রতি যাহার

لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝

লা ইয়ামূতু ওয়া ছাব্বিহ্ বিহাম্‌দিহী ; ওয়াকাফা বিহী বিজুনূবি ই'বাদিহী খাবীরা।
মৃত্যু নাই এবং তাঁহার প্রশংসার সহিত পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তিনি তাঁহার বান্দাদের গোনা-সমূহ সূক্ষ্মরূপে জানিতে যথেষ্ট।

٥٩- نِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ

৫৯। নিল্লাজী খালাকাছ্ ছামা-ওয়া তি ওয়াল্ আর্‌দ্বা ওয়ামা বাইনাহুমা ফী ছিত্তাতি
(৫৯) তিনি আকাশসমূহ, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যস্থিত বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন ছয়

(৫৭) আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করার অর্থ এই নহে যে, আল্লাহর এবাদত বন্দেগী ছাড়িয়া দিয়া শুধু মৌখিক ভরসার দ্বারা কাজ করিয়া যাইবে। বরং প্রকৃত ভরসা হইল এই যে আল্লাহর এতায়াত ও ফরমাবরদারীর সাথে খোদা তাআলার মর্জির উপর আত্মসমর্পণ করা। কেননা আল্লাহ তাআলার মর্জি সব চেয়ে উত্তম ও উৎকৃষ্ট। (বুরহান)

أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ج اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ۝

আইয়্যা'মিন্ ছুম্মা'ছ্‌তাওয়া আ'লাল্ আর্‌শ, আর্‌রাহ্‌মা–নু ফাছ্‌আল্ বিহী খাবীরা।
দিনে, পুনরায় তিনি আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তিনিই দয়ালু তাহার সম্বন্ধে জ্ঞানবান কে জিজ্ঞাসা কর।

৬০- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ق اَنَسْجُدُ

৬০। ওয়া ইজা-ক্বীলালাহুমুছ্‌জুদু লির্‌রাহ্‌মা-নি ক্বা-লু ওয়ামার্‌রাহ্‌মা-নু, আনাছ্‌জুদু
(৬০) এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইল তোমরা 'রাহমান'কে ছেজ্‌দা কর, তাহারা বলিল রহমান কোন বস্তু? আমরা কি ছেজ্‌দা করিব

لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ع ৬১- تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ

লিমা তা'মুরুনা ওয়া যা-দাহুম্ নূফুরা। ع ৬১। তাবা-রাকাল্লাজী জ্বাআ'লা
তাঁহাকেই যাহাকেই তুমি আমাদের আদেশ করিবে, ইহা তাহাদের অবজ্ঞা বৃদ্ধি করিল। (৬১) তিনিই মহিমাময় যিনি স্থাপন করিয়াছেন

فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ۝

ফিছ্‌ছামা—ই বুরুজ'াউ ওয়া জ্বাআ'লা ফী-হা ছিরা-জ'াউ ওয়া ক্বামারাম্ মুনীরা।
আকাশে রাশিসমূহ এবং উহার মধ্যে প্রদীপ ও উজ্জ্বল চন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন।

৬২- وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ

৬২। ওয়া হুওয়াল্লাজী জ্বাআ'লাল্ লাইলা ওয়ান্ নাহা-রা খিল্‌ফাতাল লিমান আরা-দা
(৬২) এবং তিনিই দিবারাত্র পরস্পর পশ্চাদগামী করিয়াছেন তাহার জন্য যে ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে

اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ۝ ৬৩- وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ

আঁই ইয়াজ্‌জাক্কারা আউ আরা-দা শুকুরা। ৬৩। ওয়া ইবাদুর্ রাহ্‌মা-নিল্লাজীনা ইয়ামশুনা
অথবা যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চাহে। (৬৩) রহমানের দাস তাহারই যাহারা বিচরণ করে

عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝

আ'লাল্ আর্‌দ্বি হাউন'াউ ওয়া ইজা খা-তাবা-হুমুল্‌জা-হিলুনা ক্বা-লু ছালা-মা।
পৃথিবীতে শান্তভাবে এবং যখন মুর্খেরা তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে চাহে তাহারা বলে 'সালাম''

মঞ্জিল ৪ ع ৫ | ৫ রুকু

٦٤- وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ٥ ٦٥- وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ

৬৪। ওয়াল্লাজীনা ইয়াবীতুনা লিরাব্বিহিম্ ছুজ্জ্বাদাঁউ ওয়াক্বিয়া-মা। ৬৫। ওয়াল্লাজীনা ইয়াক্বুলুনা

(৬৪) এবং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের জন্য ছেজ্বদা করিয়া ও দাঁড়াইয়া রাত্রিযাপন করে (৬৫) এবং তাহারা বলে

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ قصلے اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا قصلے

রাব্বানাছ্‌রিফ্ আন্না আজা-বা জ্বাহান্নামা,- ইন্না আজা-বাহা কা-না গ্বারা-মা।

হে আমাদের প্রতিপালক। দোজখের শাস্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন নিশ্চয় উহার শাস্তিভয়াবহ

٦٦- اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ٥ ٦٧- وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا

৬৬। ইন্নাহা ছাআৎ মুছ্‌ক্বাররাঁউ ওয়া মুক্বা-মা। ৬৭। ওয়াল্লাজীনা ইজা আন্‌ফাক্বূ

নিশ্চয় উহা মন্দ বাসস্থান ও মন্দ আবাস। (৬৭) এবং যখন তাহারা ব্যয় করে

لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ٥ ٦٨- وَالَّذِيْنَ

ওয়ালাম্ ইউছ্‌রিফু ওয়া লাম্ ইয়াক্ব্‌তুরু ওয়া কা-না বাইনা জা লিকা ক্বাওয়া-মা। ৬৮। ওয়াল্লাজীনা

তখন অতিরিক্ত ব্যয় করে না বা কৃপনতা করে না বরং উহার মধ্যবর্ত্তী যথোপযুক্ত ভাবে ব্যয় করে। (৬৮) এবং তাহারা

لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ

লা-ইয়াদ্‌উ'না মাআ'ল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খারা ওয়া লা ইয়াক্ব্‌তুলুনান্ নাফ্‌ছাল্লাতী

আল্লাহর সহিত অপরকে উপাস্যরূপে ডাকে না এবং তাহারা হত্যা করে না সেই প্রাণীকে

حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ط وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ

হার্‌রামাল্লাহু ইল্লা বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি ওয়া লা ইয়ায্‌নুন্; ওয়া মাঁই ইয়াফ্‌আ-ল-জা-লিকা

যাহাকে হত্যা করিতে আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন কিন্তু ন্যায়ভাবে, এবং তাহারা ব্যভিচার করে না এবং যে ব্যক্তি ঐরূপ করে

يَلْقَ اَثَامًا لا ٦٩- يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

ইয়ালক্বা আছামা। ৬৯। ইউদ্বা-আফ্‌লাহুল আ'জ্বাবু ইয়াউমাল ক্বিইয়ামাতি

সে শাস্তি পাইবে। (৬৯) কিয়ামতের দিনে তাহার শাস্তি দ্বিগুণ হইবে

وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ق صلے ٧٠- إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا

ওয়া ইয়াখ্‌লুদ্‌ ফীহি মুহানা। ৭০। ইল্লা মান্‌ তা-বা ওয়া আ-মানা ওয়া আ'মিলা আ'মালান্‌

এবং তথায় চিরস্থায়ী ভাবে ঘৃণিত অবস্থায় থাকিবে। (৭০) কিন্তু যে ব্যক্তি অনুতাপ করিবে এবং বিশ্বাস করিবে ও

صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ط

ছা-লিহান্‌ ফাউলা-ইকা ইউবাদ্দিলু ল্লাহু ছায়্যিআ-তিহিম্‌ হাছানা-ত;

সৎকার্য করিবে, অনন্তর আল্লাহ্‌ তাহাদের গোনাহ্‌ সমূহ সৎকার্যে পরিবর্ত্তিত করিবেন।

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٧١- وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ

ওয়া কা-নাল্লাহু গাফুরার্‌ রাহীমা। ৭১। ওয়ামান্‌ তা-বা ওয়া আ'মিলা ছা-লিহান্‌ ফাইন্নাহূ

এবং আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশালী দয়াবান। (৭১) আর যে ব্যক্তি তওবা করিল এবং সৎকার্য করিল সে নিশ্চয়

يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ٧٢- وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا

ইয়াতূবু ইল্লালাহি মাতা-বা। ৭২। ওয়াল্লাজীনা লা ইয়াশ্‌হাদুনায্‌ যুরা ওয়া ইজা মার্রূ

আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্ত্তন করে। (৭২) আর তাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন তাহারা শ্রবণ করে

بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ٧٣- وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

বিল্‌লাগ্‌বি মার্রূ কিরামা। ৭৩। ওয়াল্লাজীনা ইজা জুক্কিরূ বিআ-ইয়া-তি রাব্বিহিম্‌

কোন তুচ্ছ ব্যাপার তখন তাহারা সম্মানের সহিত অতিক্রম করে। (৭৩) এবং যখন তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়

لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ٧٤- وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

লাম্‌ ইয়াখির্‌রূ আ'লাইহা ছুম্‌মাউ ওয়া উ'ম্‌ইয়া-না। ৭৪। ওয়াল্লাজীনা উক্‌লুনা রাব্বনা

তখন তাহারা উহার উপর বধির ও অন্ধের মত পতিত হয় না। (৭৪) আর তাহারা বলে—হে আমাদের প্রতিপালক।

(৭১) বান্দার গোনাহ্‌ মাফের জন্য একমাত্র পন্থা হইল খালেছভাবে আল্লাহর দরবারে তওবা করা। এই তওবা দ্বারা গোনাহ মাফ হয় এবং ঈমান তাজা হয়। যার ফলে নেক আমলের আকাঙ্খা বর্দ্ধিত হয় এবং বদ আমল হইতে বাঁচিয়া থাকার সুযোগ লাভ ঘটে। সুতরাং আল্লাহর দরবারে সর্বদাই তওবা করা উচিত। (মানাফে)

هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

হাব্‌লানা মিন্ আয্‌উয়াজ্বিনা ওয়া জুর্‌রিয়্যাতিনা ক্বুর্‌রাতা আ'ইউনিঁউ

আমাদের স্ত্রীগণের ও বংশধরদের মধ্য হইতে আমাদিগকে নয়ন তৃপ্তিকর বস্তু প্রদান করুন

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٥ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ

ওয়াজ্ব-আল্‌না লিল্ মুত্তাক্বীনা ইমা-মা। ৭৫। উলা—ইকা ইউজ্ব্‌যাউনাল্ গু্‌রুফাতা

এবং আমাদিগকে ধর্ম্মভীরুগণের নেতা করুন। (৭৫) এবং তাহাদিগকে প্রতিদান দেওয়া হইবে অট্টালিকা

بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ٧٦ خَالِدِينَ

বিমা ছাবারূ ওয়া ইউলাক্ক্বাউনা ফীহা তাহিয়্যাতাঁউ ওয়া ছালা-মা। ৭৬। খা লিদীনা

যেমন তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল এবং উপস্থাপিত হইবে সাদর-সম্ভাষণ। (৭৬) তথায় দীর্ঘায়ু ও শান্তি চিরস্থায়ী থাকিবে

فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ٧٧ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ

ফীহা হাছুনাৎ মুছ্‌তাক্বার্‌রাঁউ ওয়া মুক্বা-মা। ৭৭। কুল্ মা ইয়া'বাউ বিকুম্

অতি সুন্দর বাসস্থান ও সুন্দর আবাস। (৭৭) বল, তোমাদিগকে গ্রাহ্য করেন না

رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ع

রাব্বী লাউ লা দুআ'উকুম্, ফাক্বাদ্ কাজ্জাব্‌তুম্ ফাছাউফা ইয়াকুনু লিযামা। ع

আমার প্রতিপালক, যদি তোমরা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তোমরা মিথ্যা জানিয়াছ অতএব শীঘ্রই শাস্তি পাইবে।

চতুর্থাংশ ع ৬ | ৬ রুকু

(৭৭) বান্দা যত বড় শক্তিশালী ও বিত্ত বিভবের অধিকারী হউক না কেন, আল্লাহ তাআলা তাহাকে পারোয়া করার কিছুই নাই। কেননা বান্দার সব কিছুই সসীম ও ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ীত্বের দাবী বান্দা কোন দিনই করিতে পারে না বা করিতে সক্ষম নহে। এই জন্য বান্দার উচিৎ যে, আল্লাহর নিকট সর্বদা অত্মসমর্পণ করা। একান্তভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া চলা। সর্বদাই আল্লাহর রহমত লাভের আশায় আশান্বিত থাকা। কেননা নম্রতা এবং বিনয়ের দ্বারাই আল্লাহর রহমতের আশা করা যাইতে পারে। তাকাব্বরী ও ফখরের দ্বারা নহে। (আজিজী)

ছূরা—শুআ'রা ইহা মদীনায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহীম অতি দয়াময় ও পরম কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে।	এই ছূরায় ১১ রুকু ও ২২৭ আয়াত।

١- طٰسٓمّٓ ج ٢- تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝ ٣- لَعَلَّكَ

১। ত্বা—ছীন—মীম্। ২। তিল্‌কা আ-ইয়াতুল্ কিতা-বিল্‌ মুবীন্। ৩। লাআ'ল্লাকা
(১) ত:—ছীম্‌—মম্। (২) এই নিদর্শনগুলি স্পষ্ট কিতাবের। (৩) সম্ভবতঃ তুমি

بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝ ٤- اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ

বা-খিউন্ নাফ্‌ছাকা আল্লা ইয়াকুনূ মু'মিনীন্। ৪। ইন্ নাশা' নুনায্‌যিল্‌ আ'লাইহিম্
তোমার প্রাণ বিনষ্ট করিতে উদ্যত যে, কেন তাহারা ঈমান আনিবে না। (৪) যদি আমি ইচ্ছা করি তবে অবতীর্ণ করিব তাহাদের উপর

مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ۝ ٥- وَمَا

মিনাছ্‌ছামা-ই আ-ইয়াতান্ ফাজাল্লাৎ আ'নাকুহুম্ লাহা খা-দ্বিয়ী'ন। ৫। ওয়ামা
আকাশ হইতে এমন নিদর্শন যাহাতে তৎপ্রতি তাহাদের গ্রীবাদেশ অবনত হইবে। (৫) এবং

يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ

ইয়া'তীহিম্ মিন্ জিক্‌রিম্ মিনার্ রাহ্‌মানি মুহ্‌দাছিন্ ইল্লা কা-নূ আ'ন্‌হু
তাহাদের নিকট এমন কোন নূতন উপদেশ আল্লাহর তরফ হইতে আসে না যাহা হইতে তাহারা

مُعْرِضِيْنَ ۝ ٦- فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ

মু'রিদীন। ৬। ফাক্বাদ্‌ কাজ্জাবু ফাছাইয়া'তীহিম্ আম্‌বা-উ মা কা-নূ বিহী
মুখ ফিরাইয়া লয় না। (৬) অতঃপর নিশ্চয় তাহারা মিথ্যা জানিয়াছে সুতরাং শীঘ্রই তাহাদের নিকট আসিবে উহার প্রতিফল যাহার প্রতি

يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ ٧- اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا

ইয়াছ্‌তাহ্‌জিউন। ৭। আওয়া লাম্ ইয়ারাউ ইলাল্‌ আর্‌দ্বি কাম্ আম্‌বাত্‌না ফীহা
তাহারা বিদ্রূপ করিত। (৭) তাহারা কি পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে নাই যে, আমি কত প্রকার উৎপন্ন করিয়াছি উহাতে

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝ ٨- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ

মিন্ কুল্লি যাউজ্বিন্ কারীম্। ৮। ইন্না ফী জা লিকা লাআ-ইয়াহ্; ওয়ামা কা-না
বিভিন্ন শ্রেণীর ভাল বস্তু। (৮) নিশ্চয় ইহাতে শিক্ষণীয় নিদর্শন আছে। আর তাহাদের

أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝ ٩- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ع

আক্ছারুহুম্ মু'মিনীন্। ৯। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহুওয়াল্ আযীযুর্ রাহীম্। ع

অনেকেই ধর্ম্মবিশ্বাসী নহে। (৯) নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক—তিনি পরাক্রমশালী দয়ালু।

ع ১ — ১ রুকু

١٠- وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ ١١- قَوْمَ فِرْعَوْنَ ط

১০। ওয়া ইজ্ না-দা রাব্বুকা মুছা আনি'তিল্ ক্বাউমাজ্ জা-লিমীন। ১১। কাউমা ফির্আ'উনা

(১০) এবং যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে আহ্বান করিলেন অত্যাচারী সম্প্রদায়ের নিকট যাইতে। (১১) ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট।

أَلَا يَتَّقُونَ ۝ ١٢- قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ط

আলা ইয়াত্তাকূন্। ১২। ক্বা লা রাব্বি ইন্নী আখা-ফু আঁই ইউকাজ্জিবুন।

কেন তাহারা আমাকে ভয় করে না? (১২) সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক। আমি ভয় করি যে, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিবে।

١٣- وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ۝ ١٤- وَلَهُمْ

১৩। ওয়া ইয়াদ্বীকু ছাদ্রী ওয়ালা ইয়ান্ত্বালিক্ব লিছা-নী ফা-আর্ছিল্ ইলা হারুন। ১৪। ওয়ালাহুম

(১৩) এবং আলাপ করিতে আমার বক্ষ সঙ্কীর্ণ হইবে এবং আমার রসনা চলে না অতএব হারুনের প্রতি পয়গাম প্রেরণ করুন। (১৪) আর তাহাদের

عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ج ١٥- قَالَ كَلَّا ج فَاذْهَبَا

আ'লাইয়্যা জাম্বুন্ ফা আখা-ফু আঁই ইয়াক্ তুলুন। ১৫। ক্বা-লা কাল্লা, ফাজহাবা

এক দাবীর অভিযোগ আছে আমার বিরুদ্ধে তাই আমি ভয় করি যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিবে। (১৫) তিনি বলিলেন—ইহা কখনও হইবে না অতএব তোমরা উভয়ে যাও

بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ۝ ١٦- فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ

বিআ-ইয়া-তিনা ইন্না মাআ'কুম্ মুছ্ তামিউ'ন। ১৬। ফা'তিইয়া ফির্‌অউ'না

আমার নিদর্শনাবলীসহ আমি তোমাদের সহিত শ্রবণকারী রহিলাম। (১৬) তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট

فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ١٧- أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا

ফাকূলা ইন্না রাছুলু রাব্বিল্ আ'লামীন। ১৭। আন্ আর্ছিল্ মাআ'না

গিয়া বল—নিশ্চয় আমরা সমস্ত জগতের প্রতিপালকের রাসূল। (১৭) আমাদের সহিত প্রেরণ কর

بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ ط ١٨- قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا

বানী ইছ্‌রা-য়ীল্‌। ১৮। ক্বা-লা আলাম্‌ নুরাব্বিকা ফীনা ওয়ালীদাঁউ ওয়া লাবিছ্‌তা ফীনা

বনী-ইসরাইলকে। (১৮) সে বলিল—আমরা কি তোমাকে সন্তানবৎ লালন পালন করি নাই আমাদের মধ্যে আর তুমি কি অতিবাহিত কর নাই আমাদের মধ্যে

مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ٥ ١٩- وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِىْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ

মিন্‌ উমুরিকা ছিনীন। ১৯। ওয়া ফাআ'ল্‌তা ফাআ'লাতাকাল্লাতী ফাআ'ল্‌তা ওয়া আন্তা

তোমার বয়সের বহু বৎসর। (১৯) এবং তুমি করিলে তোমার এমন কাজ যাহা তুমি করিলে এবং তুমি

مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ٥ ٢٠- قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ط

মিনাল্‌ কা-ফিরীন। ২০। ক্বা-লা ফাআ'ল্‌তুহা ইজাঁউ ওয়া আ না মিনাদ্ব্‌দ্বা-ল্লীন।

অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (২০) সে বলিল—আমি তখন উহা ভুলে করিয়াছিলাম।

٢١- فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِىْ رَبِّىْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِىْ

২১। ফাফারার্‌তু মিন্‌কুম্‌ লাম্মা খিফ্‌তুকুম্‌ ফাওয়াহাবালী রাব্বী হুক্‌মাঁউ ওয়া জাআ'লানী

(২১) তৎপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হইলাম তখন তোমাদের নিকট হইতে পালাইলাম অতঃপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করিলেন এবং তিনি আমাকে

مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ ٢٢- وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ اَنْ

মিনাল্‌ মুর্‌ছালীন। ২২। ওয়া তিল্‌কা নি'মাতুন্‌ তামুন্নুহা আ'লাইয়্যা আন্‌

একজন রাসূল করিলেন। (২২) আর ইহা আমার প্রতি কিরূপ উপকার যাহার প্রশংসা করিতেছ, উহাতো এই যে,

(১৮) হজরত মুসা (আঃ) শৈশবে ফেরাউনের গৃহেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। অতঃপর সেখান হইতে প্রাণভয়ে পালায়ন করিয়া তিনি মাদায়েন চালিয়া গেলেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করিবার পর তিনি তূর পাহাড়ে আল্লাহর প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইলেন। তারপর মিশরে ফিরিয়া আসিয়া 'কিবতী'দিগকে সত্য ধর্মের প্রতি আহবান করিলেন। কিন্তু 'কিবতী'গণ উপহাস করিতে লাগিল। নানা প্রকার বিদ্রুপবানে তাঁহাকে জর্জরিত করিয়া তুলিল। হজরত মুসা (আঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহর প্রেরীত রাসূল। ইহা আল্লাহর দান। এই দান আমি লাভ করিয়াছি। (তাফহীম)

عَبَّدْتَّ بَنِىٓ اِسْرَاۤءِيْلَ ۝ ٢٣- قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

আ'ব্‌বাদ্‌তা বানী ইছ্‌রা-য়ীল। ২৩। ক্বা-লা ফির্‌আউনু ওয়ামা রাব্বুল্ আ'-লামীন।

তুমি বনী ইসরাইল বংশধরকে দাসে পরিণত করিয়াছ। (২৩) ফেরাউন বলিল—কে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক?

٢٤- قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۝

২৪। ক্বা-লা রাব্বুছ্ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌দ্বি ওয়ামা বাইনাহুমা ইন্ কুন্তুম্ মুক্বিনীন।

(২৪) সে বলিল—তিনি আকাশসমূহ, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যস্থিত সকলেরই প্রতিপালক; যদি তোমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হও।

٢٥- قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ۝ ٢٦- قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ

২৫। ক্বা-লা লিমান হাউলাহূ আলা তাছ্‌তামিউ'ন। ২৬। ক্বা-লা রাব্বুকুম্ ওয়া রাব্বু

(২৫) তাহার পার্শ্বস্থিত পরিষদ সকলকে বলিল—তোমরা কি মূসার কথা শুনিতেছ না? (২৬) বলিল—তিনি তোমাদের ও

اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ ٢٧- قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ

আ-বা-ইকুমুল আউওয়ালীন। ২৭। ক্বা লা ইন্না রাছুলাকুমুল্লাজী উর্‌ছিলা

তোমাদের পুর্ব্বপুরুষগণের প্রতিপালক। (২৭) ফেরাউন বলিল—নিশ্চয় তোমাদের রাসূল যাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছে

اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ۝ ٢٨- قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝

ইলাইকুম্ লামাজ্‌নুন। ২৮। ক্বা-লা রাব্বুল্ মাশ্‌রিক্বি ওয়াল্ মাগ্‌রিবি ওয়ামা বাইনাহুমা;

তোমাদের নিকট সে উন্মাদ। (২৮) মূসা বলিল—তিনি পুর্ব্ব-পশ্চিম ও উভয়ের মধ্যস্থ সকলের প্রতিপালক।

اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ ٢٩- قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ

ইন্ কুন্তুম্ তা'ক্বিলুন। ২৯। ক্বা-লা লা ইনিত্তাখাজ্‌তা ইলা-হান্ গ্বাইরী লা আজ্‌আ'লান্নাকা

যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও। (২৯) ফেরাউন বলিল—যদি তুমি আমা ব্যতীত আর কাহাকেও উপাস্যরূপে গ্রহণ কর তবে নিশ্চয় আমি নিক্ষেপ করিব তোমাকে

(২৭) ফেরাউন নিজেকে খোদা বলিয়া দাবী করিয়াছিল। তাহার এই খোদায়িত্ব যে অস্বীকার করিত, তাহাদিগকে সে কঠোর শাস্তি প্রদান করিত এবং যে তাহাকে প্রভু বলিয়া মান্য করিত তাহাকে সে অনেক সম্মান ও পদমর্যাদা প্রদান করিত। (হুসাইনী)

مِنَ الْمَسْجُونِينَ ۝ ٣٠- قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ج ٣١- قَالَ

মিনাল্ মাছ্‌জুনীন্। ৩০। ক্বা-লা আ ওয়া লাউ জ্বি'তুকা বিশাইয়িম্ মুবীন। ৩১। ক্বা-লা

কারাগারে। (৩০) মূসা বলিল—আমি যদি তোমার নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন করি? (৩১) ফেরাউন বলিল—

فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ ٣٢- فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ

ফা'তি বিহী ইন্ কুন্তা মিনাছ্ছা-দিক্বীন্। ৩২। ফা আল্‌ক্বা আ'ছাহু ফা ইজা হিইয়া

উহা আনয়ন কর যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৩২) তৎপর মূসা নিক্ষেপ করিল তাহার লাঠি, তখন উহা

ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ج صلے ٣٣- وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ

ছু'বানুম্ মুবীন্। ৩৩। ওয়া নাযাআ' ইয়াদাহূ ফা ইজা হিইয়া বাইদ্বা-উ

স্পষ্ট অজগরে পরিণত হইল। (৩৩) এবং মূসা নিজ হস্ত বাহির করিল তখন উহা শুভ্র উজ্জ্বল দেখাইতেছিল

ع ২ — ২ রুকু

لِلنَّاظِرِينَ ع ٣٤- قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ

লিন্‌না-জিরীন্। ع ৩৪। ক্বা-লা লিল্‌মালা-ই হাউলাহূ ইন্না হা-জা লাছা-হিরুন

দর্শকদের নিকট। (৩৪) ফেরাউন তাহার পার্শ্ববর্ত্তী পরিষদ্‌গণকে বলিল—এই ব্যক্তি একজন অভিজ্ঞ

عَلِيمٌ لا ٣٥- يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ ق صلے

আ'লীম। ৩৫। ইউরীদু আঁই ইউখ্‌রিজাকুম্ মিন্ আরদ্বিকুম, বিছিহ্‌রিহী,

যাদুকর; (৩৫) সে নিজের যাদুবলে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিতে চাহে

فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝ ٣٦- قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ

ফামা-জা-তা'মুরূন। ৩৬। ক্বা-লু আরজ্বিহ্ ওয়া আখা-হু ওয়াব্‌আ'ছ ফিল্‌মাদা-ইনি

এ বিষয়ে তোমরা কি পরামর্শ দিতেছ? (৩৬) তাহারা ফেরাউনকে বলিল—উহাকে এবং উহার ভাইকে অবকাশ দাও, শহরে শহরে প্রেরণ কর

حَاشِرِينَ لا ٣٧- يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ۝ ٣٨- فَجُمِعَ السَّحَرَةُ

হা-শিরীন। ৩৭। ইয়া'তুকা বিকুল্লি ছাহ্হা-রিন আ'লীম্। ৩৮। ফাজ্বুমিআ'ছ্‌ছাহারাতু

একত্র আহ্বান কারীগণ। (৩৭) তাহারা তোমার নিকট প্রত্যেকটি অভিজ্ঞ যাদুকর লইয়া আসিবে। (৩৮) অতঃপর যাদুকরগণকে একত্রিত করা হইল

لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ٥ ٣٩- وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ٥

লিমীকা-তি ইয়াউমিম্ মা'লুম। ৩৯। ওয়া কীলা লিন্নাছি হাল্ আন্তুম্ মুজ্‌তামিউ'ন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে। (৩৯) এবং লোকদিগকে বলা হইল—তোমরাও কি একত্রিত হইতেছ।

٤٠- لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ٥ ٤١- فَلَمَّا

৪০। লা আ'ল্লানা নাত্তাবিউ'ছ ছাহারাতা ইন্ কা-নু হুমুল গা-লিবীন্। ৪১। ফালাম্মা

(৪০) এই জন্য যে, আমরা অনুসরণ করিব ঐ যাদুকরদিগের যদি তাহারা জয়ী হয়। (৪১) তৎপর যখন

جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا

জা-আছ্ ছাহারাতু কা-লু লিফির্আ'উনা ওয়া ইন্না লানা লাআজ্‌রান ইন্ কুন্না

যাদুকরগণ আসিল ফেরাউনকে বলিল—আমরা কি কোন পুরস্কার পাইব যদি আমরা

نَحْنُ الْغَالِبِينَ ٥ ٤٢- قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ٥

নাহ্নুল্ গা-লিবীন। ৪২। কা-লা নাআ'ম্ ওয়া ইন্নাকুম্ ইজাল্ লামিনাল মুকার্‌রাবীন্।

জয়যুক্ত হই? (৪২) ফেরাউন বলিল—হঁা, নিশ্চয় তোমরা তখন আমার নিকটবর্ত্তীদের মধ্য পরিগণিত হইবে।

٤٣- قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ٥ ٤٤- فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ

৪৩। কা-লা লাহুম্ মুছা আল্‌কু মা আন্তুম্ মুল্‌কূন্। ৪৪। ফাআল্‌কাউ হিবা-লাহুম্

(৪৩) তাহাদিগকে মুসা বলিল—যাহা নিক্ষেপ করিবে নিক্ষেপ কর। (৪৪) তাহারা তাহাদের দড়ি ও

وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ٥

ওয়া ই'ছিয়্যাহুম্ ওয়া কা-লু বিই'য্‌যাতি ফিরআ'উনা ইন্না লানাহ্নুল্ গা-লিবুন্।

লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং বলিল—ফেরাউনের শক্তিবলে নিশ্চয় আমরাই জয়ী হইব।

(৩৯) হজরত মূসা (আঃ) এর নাম পবিত্র কোরআনে ১০৮ বার উল্লেখ করা হইয়াছে। হজরত মূসা (অঃ) শক্তিমান ও মদমত্ত ফেরাউনের সঙ্গে বুঝা-পড়া করিয়াছিলেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত ফেরাউন ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। শুধু কেবল ফেরাউনই নয় বরং তাহার স্বগোত্রীয় কাফেরগণও ধ্বংস হইয়াছিল। (কাসাসুন কোরআন)

٤٥- فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

৪৫। ফা আল্‌ক্বা মূছা আ'ছা-হু ফাইজা হিইয়া তাল্‌ক্বাফু মা ইয়া'ফিকূন।

(৪৫) তৎপর মূসা নিজের লাঠি নিক্ষেপ করিল তখন উহা গিলিয়া ফেলিল যাহা তাহারা বানাইয়াছিল।

٤٦- فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ٤٧- قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

৪৬। ফাউল্‌ক্বিইয়াছ্‌ ছাহারাতু ছা-জ্বিদীন। ৪৭। ক্বা-লু আ-মান্না বিরাব্বিল্‌ আ'-লামীন্‌।

(৪৬) ইহা দেখিয়া যাদুকরগণ সেজ্‌দায় পতিত হইল। (৪৭) তাহারা বলিল, আমরা সারা জগতের প্রতি-পালকের প্রতি ঈমান আনিলাম।

٤٨- رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٤٩- قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ

৪৮। রাব্বি মূছা ওয়া হা-রূন্‌। ৪৯। ক্বা-লা আ-মান্‌তুম্‌ লাহু ক্বাব্‌লা আন্‌ আ-জ্বানা লাকুম্‌

(৪৮) তিনিই মূসা ও হারূনের প্রতিপালক। (৪৯) ফেরাউন বলিল—কি? আমার অনুমতি লইবার পূর্ব্বেই তোমরা তাহার প্রতি ঈমান আনিলে?

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

ইন্নাহু লাকাবীরু কুমুল্লাজী আ'ল্লামাকুমুছ্‌ ছিহ্‌রা, ফালাছাওফা তা'লামূন্‌;

নিশ্চয় সে তোমাদেরই শিক্ষাগুরু, সে তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে, সুতরাং অতি শীঘ্র তোমরা ইহার প্রতিফল পাইবে,

لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ

লাউক্বাত্তিআ'ন্না আইদিইয়াকুম্‌ ওয়া আর্‌জু লাকুম্‌ মিন্‌ খিলা-ফিঁউ ওয়ালা উছাল্লিবান্নাকুম্‌

নিশ্চয় আমি তোমাদের হস্ত-পদ বিপরীত দিগের কাটিয়া দিব এবং নিশ্চয় আমি শূলে চড়াইব তোমাদের

أَجْمَعِينَ ٥٠- قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ٥١- إِنَّا

আজ্‌মাঈ'ন্‌। ৫০। ক্বা-লু লা দ্বাইরা, ইন্না ইলা রাব্বিনা মুন্‌ ক্বালিবুন। ৫১। ইন্না

সকলকে। (৫০) তাহারা বলিল—কোনই ক্ষতি নাই, আমাদের তো আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়া যাইতেই হইবে। (৫১) নিশ্চয় আমরা

نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا

নাত্ব্‌মাউ' আঁই ইয়াগ্‌ফিরালানা রাব্বুনা খাত্বা-ইয়া-না আন্‌ কুন্না

আশা রাখি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করিবেন এই জন্য যে, আমরাই

اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ع ٥٢- وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْٓ ع ৩ — ৩ রুকু

আউওয়ালাল্ মু'মিনীন্। ع ৫২। ওয়া আউহাইনা ইলা মুছা আন্ আছ্‌রি বিই'বাদী
প্রথম ইমানদার। (৫২) আর আমি মুসাকে আদেশ করিলাম যে, রাতারাতি আমার দাসগণসহ বাহির হইয়া পড়

اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ٥٣- فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ج

ইন্নাকুম্ মুত্তবাউ'ন্। ৫৩। ফাআর্‌ছালা ফির্‌আ'উনু ফিল্ মাদা-ইনি হা-শিরীন্।
নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদানুসরণ করা হইবে। (৫৩) অতঃপর ফেরাউন শহরে শহরে অহ্বানকারী পাঠাইল।

٥٤- اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ لا ٥٥- وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ لا

৫৪। ইন্না হা-উলা-ই লাশির্‌জিমাতুন্ ক্বালীলুন্। ৫৫। ওয়া ইন্নাহুম্ লানা লাগা-ইজুন্।
(৫৪) নিশ্চয় উহারা ক্ষুদ্র দল। (৫৫) আর প্রকৃত পক্ষে তাহারা আমাদের বড় দুশমন।

٥٦- وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ط ٥٧- فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّ

৫৬। ওয়া ইন্না লাজামীউ'ন্ হা-জিরূন্। ৫৭। ফাআখরাজ্‌না-হুম্ মিন্ জান্নাতিঁউ ওয়া
(৫৬) এবং নিশ্চয় আমরা সকলে সতর্ক আছি। (৫৭) অতঃপর আমি বাহির করিলাম তাহাদিগকে উদ্যানসমূহ

عُيُوْنٍ لا ٥٨- وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ لا ٥٩- كَذٰلِكَ ط وَاَوْرَثْنٰهَا

উ'ইয়ুন্। ৫৮। ওয়া কুনূযিঁউ ওয়া মাক্বা-মিন্ কারীম্। ৫৯। কাজা-লিক ; ওয়া আওরাছ্‌না-হা
ঝরণা ; (৫৮) ধনভাণ্ডারগুলি ও মনোরম আবাস হইতে। (৫৯) এইরূপে এবং উহাদের ওয়ারিস করিলাম

بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ط ٦٠- فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ٦١- فَلَمَّا تَرَآءَ

বানী ইছ্‌রা-ঈল। ৬০। ফাআত্‌বাউ'হুম্ মুশ্‌রিক্বীন্। ৬১। ফালাম্মা তারা-আল্
বানী-ইছ্‌রাইলকে। (৬০) অতঃপর তাহারা সকলেই তাহাদের অনুসরণ করিল। (৬১) পুনরায় যখন দুইদল পরস্পরকে দেখিতে পাইল

الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ج ٦٢- قَالَ كَلَّا ج اِنَّ

জাম্‌আ'-নি ক্বা-লা আছ্‌হা-বু মূছা ইন্না লামুদ্‌রাকুন্। ৬২। কা-লা কাল্লা, ইন্না
তখন মূসার সহচরেরা বলিল—নিশ্চয় আমরা ধরা পড়িলাম। (৬২) সে বলিল-ইহা কখনও নয়—নিশ্চয়

(৬০) এক রাত্রে আল্লাহর হুকুমে মিশর শহরে কলেরার আবির্ভাব হয়। প্রত্যেক পরিবারের বড় ছেলে সেই রাত্রে মারা যায়। বনী ইছরাইলের প্রতি পূর্বেই নির্দেশ ছিল যে, এই রাত্রেই তাহারা ভাগিয়া যাইবে। সুতরাং কিব্‌তীগণ কয়েক দিন যাবৎ মাতম জারী করিল। অবশেষে ফেরাউনের নির্দেশে বনী ইসরাইলের পিছু ধাওয়া করিল। (ইব্‌নে কাছির, ফতহুল বয়ান)

مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝ ٦٣ - فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ

মাই'য়া রাব্বী ছাইয়াহ্দীন্। ৬৩। ফাআওহাইনা ইলা মূছা আনিদ্ব্‌রিব্‌ বিআ'ছাকাল্‌
আমার সহিত আমার প্রতিপালক আছেন তিনি সত্বর আমাকে মুক্তির পথ দেখাইবেন। (৬৩)
অতঃপর আমি মুসার প্রতি আদেশ দিলাম যে, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত কর

الْبَحْرَ ط فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ج ٦٤ - وَأَزْلَفْنَا

বাহ্‌র্ ; ফান্‌ফালাক্বা ফাকা-না কুল্লু ফির্‌ক্বিন্ কাত্ব্‌ত্বাউদিল আ'জিম্। ৬৪। ওয়া আয্‌লাফ্‌না
সমুদ্রে ; অতঃপর সমুদ্র অবশ্য ফটিয়া খণ্ডে খণ্ডে পরিণত হইল—প্রত্যেক খণ্ড উচ্চ পাহাড়ের ন্যায়।
(৬৪) এবং আমি নিকটবর্ত্তী করিলাম

ثَمَّ الْآخَرِينَ ج ٦٥ - وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ج ٦٦ - ثُمَّ

ছুম্মাল্ আখারীন্। ৬৫। ওয়া আন্‌জাইনা মূছা ওয়ামাম্ মাআ'হু আজ্‌মাঈ'ন। ৬৬। ছুম্মা
সেই স্থলে দ্বিতীয় দলকে। (৬৫) এবং রক্ষা করিলাম আমি মূসা ও তাহার সঙ্গী সকলকে। (৬৬)
আবার

أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ط ٦٧ - إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ط وَمَا كَانَ

আগ্‌রাক্‌নাল্ আখারীন্। ৬৭। ইন্না ফী জা-লিকা লাআ-ইয়াহ্ ; ওয়ামা কা-না
ডুবাইলাম আমি দ্বিতীয় ফেরাউনের দলকে। (৬৭) নিশ্চয় ইহাতে নিদর্শন আছে ; আর তাহাদের

ع ৪ — ৪ রুকু ওয়াক্‌ফ্ লাজেম

أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝ ٦٨ - وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ع

আক্‌ছারুহুম্ মু'মিনীন্। ৬৮। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহুওয়াল্ আ'যীযুর্ রাহীম্। ع
অধিকাংশ-ই ঈমানদার নহে। (৬৮) এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী দয়ালু।

٦٩ - وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ م ٧٠ - إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ

৬৯। ওয়াত্‌লু আ'লাইহিম্ নাবাআ ইব্‌রা-হীম্। ৭০। ইজ্‌ ক্বা লা লিআবীহি ওয়া কাওমিহী
(৬৯) হে নবী। তাহাদিগকে ইব্রাহীমের ঘটনা পড়িয়া শুনাও। (৭০) যখন সে তাহার পিতা
ও সম্প্রদায়কে বলিল—

مَا تَعْبُدُونَ ۝ ٧١ - قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ۝

মা তা'বুদূন্। ৭১। কা-লু না'বুদু আছ্‌না মান্ ফানাজাল্লু লাহা আ'-কিফীন্।
তোমরা কাহার উপাসনা করিতেছ? (৭১) তাহারা বলিল,—আমরা মূর্ত্তির উপাসনা করিতেছি এবং
তাহাদেরই সেবা করিতেছি।

(৬৮) এই আয়াতের أَكْثَرُهُم এর هُم জমীর দ্বারা ঐ সকল মানুষের কথা তুলিয়া ধরা হইয়াছে যাহারা ফেরাউনের সঙ্গী ও সহচর ছিল। তাহাদের মধ্যে সবাই দরিয়ায় ডুবিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনার পরে কিব্‌তীদের কিছুলোক ঈমানও আনিয়াছিল। (ফতেহুল বয়ান)

۷۲- قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۝ ۷۳- أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۝

৭২। ক্বা-লা হাল্ ইয়াছ্‌মাউ'নাকুম্ ইজ্ তাদ্‌উ'ন। ৭৩। আউ ইয়ান্‌ফাউ'নাকুম্ আউ ইয়াদ্বুর্রূন।
(৭২) সে বলিল—যখন তোমরা তাহাদিগকে ডাক তখন তাহারা কি শুনিতে পায়। (৭৩) অথবা তাহারা কি তোমাদের কোন উপকার করিতে পারে?

۷۴- قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ۝ ۷۵- قَالَ

৭৪। ক্বা-লু বাল্ ওয়াজাদ্‌না আ-বা-আনা কাজা-লিকা ইয়াফ্‌আ'লুন্। ৭৫। ক্বা-লা
(৭৪) তাহারা বলিল—তাহা কিছুই নহে বরং আমরা পিতৃ-পিতামহদের এইরূপ করিতে দেখিয়াছি। (৭৫) সে বলিল—তোমরা কি সে বিষয়ে

أَفَرَءَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ ۷۶- أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ۝ صلے

আফারা আইতুম্ মা কুন্‌তুম্ তা'বুদূন্। ৭৬। আন্‌তুম্ ওয়া আ-বা-উকুমুল্ আক্‌দামূন।
চিন্তা করিয়াছ যে তোমরা ও (৭৬) তোমাদের পুর্ব্ববর্ত্তী পিতৃ-পিতামহ যাহাদের উপাসনা করিয়া আসিতেছ?

۷۷- فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ ۷۸- الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ

৭৭। ফাইন্নাহুম্ আদুউয়্যুল্লী ইল্লা রাব্বাল আ'লামীন্। ৭৮। আল্লাজী খালাকানী ফাহুওয়া
(৭৭) তাহারা আমার শত্রু আমি তামাদের উপাসনা করি না কিন্তু সারা জগতের প্রতিপালক (৭৮) যিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই

يَهْدِينِ ۝ ۷۹- وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۝ ۸۰- وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ

ইয়াহ্‌দীন। ৭৯। ওয়াল্লাজী হুয়া ইউত্ব্‌ই'মুনী ওয়া ইয়াছ্‌কীন। ৮০। ওয়া ইজা মারিদ্ব্‌তু ফাহুওয়া
আমাকে সুপথ দেখান। (৭৯) তিনি আমাকে আহার করান ও পান করান। (৮০) আর যখন পীড়িত হই, তিনিই

يَشْفِينِ ۝ ۸۱- وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝ ۸۲- وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ

ইয়াশ্‌ফীন্। ৮১। ওয়াল্লাজী ইউমীতুনী ছুম্মা ইউহ্‌ঈ'ন। ৮২। ওয়াল্লাজী আত্‌মাউ' আঁই
আমাকে রোগমুক্ত করেন। (৮১) তিনিই আমাকে মারিবেন এবং পুনরায় আমাকে পুনরুর্জ্জীবিত করিবেন। (৮২) এবং তাঁহারই নিকট আমি আশা রাখি যে,

يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝ ط ۸۳- رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي

ইয়াগ্‌ফিরালী খাত্বী-আতী ইয়াউমাদ্দীন। ৮৩। রাব্বি হাব্‌লী হুক্‌মাঁউ ওয়া আল্‌হিক্‌নী
তিনিই কেয়ামতের দিন আমার ক্রটিসমূহ ক্ষমা করিবেন। (৮৩) হে আমার প্রতিপালক। আমাকে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করুন এবং মিলিত করুন আমাকে

بِالصّٰلِحِيْنَ ۙ ٨٤- وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۙ ٨٥- وَاجْعَلْنِيْ مِنْ

বিছ্‌ছালিহী। ৮৪। ওয়াজ্‌আ'ল্‌লী লিছানা ছিদ্‌কিন্ ফিল্ আ-খিরীন। ৮৫। ওয়াজ্‌ আ'ল্‌নী মিঁউ

নেককারদের সহিত। (৮৪) এবং ভাবী বংশধরদের নিকট আমার সুখ্যাতি জারী রাখুন।
(৮৫) আমাকে ওয়ারিস করুন

وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۙ ٨٦- وَاغْفِرْ لِاَبِيْۤ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۙ

ওয়ারাছাতি জান্না-তিন্ নাঈ'ম। ৮৬। ওয়াগ্‌ফির্ লিআবী ইন্নাহু কা-না মিনাদ্‌দ্বা—ল্লীন।

নেয়ামত সম্ভারে পূর্ণ বেহেশ্‌তের। (৮৬) এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয় সে
পথভ্রান্তদের মধ্যে।

٨٧- وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۙ ٨٨- يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۙ

৮৭। ওয়ালা তুখ্‌যিনী ইয়াউমা ইউব্‌আ'ছূন। ৮৮। ইয়াউমা লা ইয়ান্‌ফাউ' মা-লুঁউ ওয়ালা বানুন।

(৮৭) পুনরুত্থানের দিনে আমাকে অপদস্থ করিবেন না। (৮৮) সে দিন ধনসম্পদ সন্তান সন্ততি কোন
উপকারে আসিবে না।

٨٩- اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ؕ ٩٠- وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ

৮৯। ইল্লা মান আতাল্লাহা বিক্বাল্‌বিন্ ছালীম্। ৯০। ওয়া উয্‌লিফাতিল্ জ্বান্নাতু

(৮৯) কিন্তু যে ব্যক্তি নীরোগ অন্তর লইয়া আমার নিকট সমুপস্থিত হইবে। (৯০) এবং সেদিন
বেহেশ্‌ত নিকটবর্ত্তী হইবে

لِلْمُتَّقِيْنَ ۙ ٩١- وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ۙ ٩٢- وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا

লিল্ মুত্তাক্বীন। ৯১। ওয়া বুর্‌রিযাতিল্ জাহীমু লিল্ গ্বা বীন। ৯২। ওয়া ক্বীলা লাহুম্ আইনামা

ধর্ম্মভীরুগণের জন্য। (৯১) এবং দোজখ প্রকাশিত হইবে অবাধ্যগণের জন্য। (৯২) আর তাহাদিগকে
বলা হইবে—এখন তাহারা কোথায়—

كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۙ ٩٣- مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ؕ

কুন্তুম্ তা'বুদুন। ৯৩। মিন্ দুনিল্লাহি; হাল্ ইয়ান্‌ছুরূনাকুম্ আউ ইয়ান্‌তাছিরূন।

(৯৩) আল্লাহকে ছাড়িয়া তোমরা যাহাদের উপাসনা করিতে? তাহারা এখন কি তোমাদের কোন
সাহায্য করিতে পারিবে অথবা প্রতিকার করিতে পারিবে?

٩٤- فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ۙ ٩٥- وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ؕ ٩٦- قَالُوْا وَهُمْ

৯৪। ফাকুব্‌কিবু ফীহা হুম্ ওয়াল্ গ্বা বুন। ৯৫। ওয়া জ্বুনূদু ইব্‌লীছা আজ্ব্‌মাউ'ন। ৯৬। ক্বা-লু ওয়াহুম্

(৯৪) অতঃপর তাহাদিগকে, অবাধ্যগণকে ও (৯৬) ইবলিছের সৈন্যগণকে দোজখে নতমুখ করিয়া
নিক্ষেপ করা হইবে। (৯৬) তাহারা

فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۙ ٩٧- تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِى ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ ٩٨- اِذْ

ফীহা ইয়াখ্‌তাছিমূন। ৯৭। তাল্লা-হি ইন্ কুন্না লাফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ৯৮। ইজ্

পরস্পর ঝগড়া করিতে থাকিবে। (৯৭) আল্লার শপথ আমরা নিশ্চয়ই প্রকাশ্য ভ্রান্তপথে ছিলাম, (৯৮) যখন

نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٩٩- وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ○

নুছাউবীকুম বিরাব্বিল আ'-লামীন। ৯৯। ওয়ামা আদ্বাল্লানা ইল্লাল্ মুজ্‌রিমূন।

আমরা তোমাদিগকে সারা জগতের প্রতিপালকের সমতুল্য জ্ঞান করিতাম। (৯৯) আমাদিগকে অপর পাপীরা পথভ্রান্ত করিয়াছে।

١٠٠- فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ۙ ١٠١- وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ١٠٢- فَلَوْ اَنَّ لَنَا

১০০। ফামা-লানা মিন্ শা-ফিঈ'ন। ১০১। ওয়ালা ছাদীকিন্ হামীম্। ১০২। ফালাউ আন্না লানা

(১০০) এখন তো কেহই আমাদের সুপারেশকারী নাই। (১০১) বা দুঃখকাতর অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই। (১০২) যদি আমরা

كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ١٠٣- اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا

কার্‌রাতান্ ফানাকূনা মিনাল্ মু'মিনীন। ১০৩। ইন্না ফী জা-লিকা লাআ-ইয়াহ্; ওয়ামা

আর একবার পৃথিবীতে ফিরিয়া যাইতে পারিতাম তবে আমরা ঈমানদার হইতাম। (১০৩) নিশ্চয় ইহাতে শিক্ষণীয় নিদর্শন আছে।

كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ١٠٤- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ع

কা-না আক্‌ছারুহুম্ মু'মিনীন। ১০৪। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহু ওয়াল্ আযীযুর রাহীম। ع

কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ঈমানদার নহে। (১০৪) আর নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী দয়ালু।

ع ৫/৫ রুকু

١٠٥- كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ ١٠٦- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ

১০৫। কাজ্জাবাত কাউমু নূহিনিল্ মুরছালীন। ১০৬। ইজ্ কালা লাহুম্ আখুহুম্ নূহুন্

(১০৫) এইরূপে নুহের সম্প্রদায় রাসুলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করিল। (১০৬) যখন তাহাদিগকে তাহাদের ভাই নুহ্ বলিল

اَلَا تَتَّقُوْنَ ج ١٠٧- اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ ١٠٨- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ج

আলা তাত্তাকূন। ১০৭। ইন্নী লাকুম্ রাছুলুন আমীন। ১০৮। ফাত্তাকুল্লাহা ওয়া আতীউ'ন।

তোমরা কেন আল্লাহকে ভয় কর না? (১০৭) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। (১০৮) সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর।

(১০৯) আল্লাহর নাফরমান ও কাফের বান্দাগণ আখেরাতের কঠিন ও ভয়াবহ আজাবকে প্রত্যক্ষ করিয়া মনে মনে আশা করিবে যে, যদি পুনরায় আমরা পৃথিবীতে ফিরিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আল্লাহর মু'মিন বান্দাগণের মধ্যে অবশ্যই শামিল হইব। কিন্তু তাহাদের আশা পূর্ণ হইবে না। তাহাদিগকে আজাব ভোগ করিতেই হইবে। (ইব্‌নে কাছির ও খাজেন)

١٠٩- وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى

১০৯। ওয়ামা আছ্আলুকুম আ'লাউহি মিন্ আজ্‌রিন, ইন্ আজ্‌রিয়া ইল্লা অ।'লা

(১০৯) আমি তোমাদের নিকট ইহার বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ ١١٠- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۭ ١١١- قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ

রাব্বিল্ আ'লামীন্। ১১০। ফাত্তাকুল্লাহা ওয়া আতীউ'ন্। ১১১। ক্বা-লু আনু'মিনু লাকা

সারা জগতের প্রতিপালকের নিকট আছে। (১১০) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর। (১১১) তাহারা বলিল—আমরা তোমার প্রতি কেমন করিয়া ঈমান আনিব

وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ۭ ١١٢- قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ ١١٣- اِنْ

ওয়াত্তাবাআ'কাল্ আর্‌জালুন। ১১২। ক্বা-লা ওয়ামা ই'ল্মী বিমা কা-নূ ইয়া'মালুন। ১১৩। ইন্

নীচ লোকেরা তোমার অনুগত হইয়াছে। (১১২) সে বলিল—তাহারা যাহা করে তাহা আমি জানি না। (১১৩) আর

حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۚ ١١٤- وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ

হিছাবুহুম্ ইল্লা আ'লা রাব্বী লাউ তাশ্উ'রূন। ১১৪। ওয়ামা আনা বিত্বা-রিদিল্

তাহাদের হিসাব আমার প্রতিপালকের নিকট যদি তোমরা বুঝিতে। (১১৪) আমি বিতাড়নকারী নই

الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ ١١٥- اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۭ ١١٦- قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ

মু'মিনীন। ১১৫। ইন্ আনা ইল্লা নাজীরুম্ মুবীন। ১১৬। ক্বালু লাইল্লাম্ তান্তাহি

ধর্ম্ম বিশ্বাসীদের। (১১৫) কেবলমাত্র আমি খোদার শাস্তির বিষয়ে প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী। (১১৬) তাহারা বলিল—যদি তুমি বিরত না হও,

يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ۭ ١١٧- قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ

ইয়া নূহু লানাকূনান্না মিনাল্ মার্‌জুমীন। ১১৭। ক্বালা রাব্বি ইন্না ক্বাউমী

হে নুহ্। তবে নিশ্চয় তোমাকে পাথর মারা হইবে। (১১৭) সে বলিল—হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমার সম্প্রদায়

(১০৯) হজরত নুহ (আঃ) স্বীয় কওমের লোকদিগকে বলিলেন, "হে আমার কওম। আমি যে হেদায়েতের পথ তোমাদিগকে বলিয়া দিতেছি, ইহার জন্য পারিশ্রমিক বা উজরত আমি দাবী করিতেছি না। কেননা আমি শুধু আল্লাহর বানী পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত। আল্লাহর নির্দে'শের ছায়াতলে তোমরা আশ্রয় গ্রহণ কর। কিন্তু কেহই তাঁহার কথা মানিল না। (খাজেন)

كَذَّبُوْنِ ج صلے ١١٨- فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ

কাজ্‌জাবুন। ১১৮। ফাফ্‌তাহ্ বাইনী ওয়া বাইনাহুম্ ফাত্‌হাঁউ ওয়া নাজ্জিনী ওয়া মাম্ মাই'য়া

আমাকে মিথ্যাবাদী জানিয়াছে। (১১৮) অতঃপর আমার ও তাহাদের মাধ্যে চুড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দেন এবং রক্ষা করুন আমাকে

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ ١١٩- فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ج

মিনাল্ মু'মিনীন্। ১১৯। ফাআন্‌জাইনা-হু ওয়ামাম্ মাআ'হু ফিল্ ফুল্‌কিল্ মাশ্‌হুন।

ও আমার ঈমানদার সঙ্গীকে। (১১৯) তৎপর আমি তাহাকে ও জাহাজে বোঝাইকৃত তাহার সঙ্গীগণকে রক্ষা করিলাম।

١٢٠- ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ط ١٢١- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا

১২০। ছুম্মা আগ্‌রাক্‌না বা'দুল্ বাক্বীন। ১২১। ইন্না ফী জা-লিকা লাআ-ইয়াহ্, ওয়ামা

(১২০) পুনরায় অবশিষ্টগুলিকে ডুবাইয়া দিলাম। (১২১) ইহাতে শিক্ষণীয় নিদর্শন আছে ; আর তাহাদের

كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ٥ ١٢٢- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ع

কা-না আক্‌ছারুহুম্ মু'মিনীন,। ১২২। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহুওয়াল্ আ'যীযুর্ রাহীম্। ع

অধিকাংশই ঈমানদার নহে। (১২২) আর তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী দয়ালু।

ع ৬/৬ রুকু

١٢٣- كَذَّبَتْ عَادُ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ج صلے ١٢٤- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا

১২৩। কাজ্জাবাত্ আ'-হুনিল্ মুর্‌ছালীন্। ১২৪। ইজ্ ক্বা-লা লাহুম্ আখূহুম্ হূদুন্ আলা

(১২৩) এইরূপ 'আদ' সম্প্রদায় রাসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করিয়াছিল। (১২৪) যখন তাহাদের ভাই হূদ তাহাদিগকে বলিল—কেন

تَتَّقُوْنَ ج ١٢٥- اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ لا ١٢٦- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ج ١٢٧- وَمَا

তাত্তাকূন। ১২৫। ইন্নী লাকুম্ রাছূলুন্ আমীন। ১২৬। ফাত্তাকুল্লাহা ওয়া আতীউ'ন। ১২৭। ওয়া মা

তোমরা আল্লাহকে ভয় করিতেছ না ? (১২৫) আমি তোমাদের বিশস্ত রাসূল। (১২৬) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর। (১২৭) আর

اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ

আছ্‌আলুকুম্ আ'লাইহি মিন্ আজ্‌রিন্, ইন্ আজ্‌রিইয়া ইল্লা আ'লা রাব্বিল

আমি তোমাদের নিকট ইহার বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাহি না, সারা জগতের প্রতিপালকের নিকট আমার প্রতিদান রহিয়াছে।

الْعٰلَمِيْنَ ۙ ١٢٨- اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ۙ ١٢٩- وَتَتَّخِذُوْنَ

আ'লামীন্। ১২৮। আতাব্‌নূন বিকুল্লি রীই'ন্ আ-ইয়াতান্ তা'বাছুন। ১২৯। ওয়া তাত্তাখিজুনা

(১২৮) তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চ স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিতেছ। (১২৯) এবং

مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ۚ ١٣٠- وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ۚ

মাছা-নিয়া' লাআ'ল্লাকুম্ তাখ্‌লুদুন। ১৩০। ওয়া ইজা বাতাশ্‌তুম্ বাতাশ্‌তুম্ জাব্বারীন।

কারুকার্য্য শোভিত আট্টালিকাসমূহ প্রস্তুত করিতেছ এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হইবে? (১৩০) এবং যখন তোমরা কাহারও উপর হস্তক্ষেপ কর খুবই নির্দ্দয় ভাবে তাহাকে ধর।

١٣١- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ ١٣٢- وَاتَّقُوا الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ۚ

১৩১। ফাত্তাকুল্লাহা ওয়া আতীউ'ন। ১৩২। ওয়াত্তাকুল্লাজী—আমাদ্দাকুম্ বিমা তা'লামুন।

(১৩১) অনন্তর আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর। (১৩২) ভয় কর তাহাকে যিনি তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন যাহা তোমরা অবগত আছ।

١٣٣- اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ۙ ١٣٤- وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۚ ١٣٥- اِنِّيْٓ اَخَافُ

১৩৩। আমাদ্দাকুম্ বিআন্‌আ'মিঁউ ওয়া বানীন। ১৩৪। ওয়া জান্নাতিঁউ ওয়া উ'ইউন। ১৩৫। ইন্নী আখা-ফু

(১৩৩) তিনি অগণিত পশু, সন্তান-সন্ততি, (১৩৪) উদ্যানসমূহ ও ঝরণাগুলি দান করিয়া তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। (১৩৫) নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۭ ١٣٦- قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ

আ'লাইকুম্ আ'জা-বা ইয়াউমিন্ আ'জীম্। ১৩৬। ক্বা-লু ছাওয়া-উন্ আ'লাইনা আওয়া আ'জ্‌তা

তোমাদের প্রতি সেই ভীষণ দিনের শাস্তির। (১৩৬) তাহারা বলিল আমাদিগকে তোমার উপদেশ দেওয়া

(১৩০) এই আয়াতের ফযিলত অত্যন্ত বেশী। ঝড়, তুফান বা কোনও কঠিন বিপদের সময় এই আয়াত অজু করিয়া কেবলা রোখ হইয়া বসিয়া ২,০০০ বার পাঠ করিলে আল্লাহর রহমতে উক্ত মছিবত কাটিয়া যাইবে। যদি কোন প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর আক্রমণ বা কোনও জালেমের জুলুম হইতে বাঁচিয়া থাকিবার কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে অন্ধকার গৃহে বসিয়া এই আয়াত ১ লক্ষ বার পাঠ করিলে উক্ত শত্রু ও জালেম ধ্বংস হইয়া যাইবে। কোন দিন শত্রুতার হাত প্রসারিত করিতে পারিবে না। (মানাফেউল কোরআন)

اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ۝ ١٣٧- اِنْ هٰذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

আম্ লাম্ তাকুম্ মিনাল্ ওয়া-ই'জীন্। ১৩৭। ইন্ হা-জা ইল্লা খুলুকুল্ আউওয়ালীন্।
না দেওয়া সমান কথা। (১৩৭) ইহা তো পুর্ব্বেকার লোকদের রীতি।

١٣٨- وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ج ١٣٩- فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ط اِنَّ فِيْ

১৩৮। ওয়ামা নাহ্নু বিমুয়া'জ্জিবীন। ১৩৯। ফাকাজ্জাবুহু ফা-আহ্লাক্নাহুম্ ; ইন্না ফী
(১৩৮) আমাদের তো আজাবেই হইবে না। (১৩৯) ফলতঃ তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী জানিল
সুতরাং আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলাম ; নিশ্চয়

ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ ١٤٠- وَاِنَّ رَبَّكَ

জা-লিকা লাআ-ইয়াহ্ ; ওয়ামা কা-না আকছারুহুম্ মু'মিনীন্। ১৪০। ওয়া ইন্না রাব্বাকা
ইহাতে শিক্ষণীয় নিদর্শন আছে। আর তাহাদের অধিকাংশই ইমানদার নহে। (১৪০) এবং নিশ্চয়
তোমার প্রতিপালক

لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ع ١٤١- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ج صلے ١٤٢- اِذْ قَالَ ع ৭ — ৭ রুকু

লাহুওয়াল আযীযুর রাহীম্। ১৪১। কাজ্জাবাত ছামূদুল্ মুর্ছালীন। ১৪২। ইজ কা-লা
পরাক্রমশালী দয়ালু। (১৪১) এইরূপ ছামুদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিল।
(১৪২) যখন বলিল

لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ج ١٤٣- اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ لا

লাহুম্ আখূহুম ছালিহুন্ আ-লা তাত্তাকূন্। ১৪৩। ইন্না লাকুম্ রাছুলুন্ আমীন।
তাহাদিগকে তাহাদের ভাই ছালেহ্ কেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করিতেছ না? (১৪৩) নিশ্চয় আমি
তোমাদের বিশ্বস্ত রাসূল।

١٤٤- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ج ١٤٥- وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج

১৪৪। ফাত্তাকুল্লাহা ওয়া আত্বীউ'ন। ১৪৫। ওয়ামা আছ্আলুকুম্ আ'লাইহি মিন্ আজরিন,
(১৪৪) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর। (১৪৫) আমি তোমাদের
নিকট ইহার বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাহি না,

اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط ١٤٦- اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَا

ইন্ আজ্রিইয়া ইল্লা আ'লা রাব্বিল্ আ'লামীন। ১৪৬। আ তুৎরাকূনা ফী-মা হা-হুনা
সারা জগতের প্রতিপালকের নিকট আমার প্রতিদান আছে। (১৪৬) তোমরা কি এখানে ঐ নেয়ামত
গুলি ছাড়িয়া যাইবে

اٰمِنِيْنَ لا ١٤٧- فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ لا ١٤٨- وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ج

আ মিনীন্। ১৪৭। ফীজান্নাতিঁউ ওয়া উ'ইউন্। ১৪৮। ওয়া যুরুইউ ওয়া নাখ্লিন্ ত্বাল্উহা হাদ্বীম
অক্ষয়রূপে। (১৪৭) যাহা উদ্যানসমূহে ঝরণাতে ক্ষেতগুলিতে। (১৪৮) ও খেজুরের মধ্যে যাহার কোষগুলি
ফল ভারে নীচু হইয়া পড়িতেছে?

١٤٩- وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ۚ ١٥٠- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ

১৪৯। ওয়া তান্‌হিতূনা মিনাল্‌ জি বালি বুইউতান্‌ ফা-রিহীন। ১৫০। ফাত্তাক্বুল্লাহা ওয়া আত্বীউ'ন

(১৪৯) আর তোমরা পাহাড়সমূহে খোদিত করিয়া গৃহগুলি নির্ম্মাণ করিতেছ ? (১৫০) তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর।

١٥١- وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ۙ ١٥٢- الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ

১৫১। ওয়ালা তুত্বীউ' আম্‌রাল্‌ মুছ্‌রিফীন্‌। ১৫২। আল্লাজীনা ইউফ্‌ছিদুনা ফিল্‌ আর্‌দ্বি

(১৫১) আর ঐ সমস্ত অসৎ লোকের কথা মানিও না। (১৫২) যাহারা সীমাতিক্রম করে তাহারাই পৃথিবীতে দৌরাত্ম্য করে,

وَلَا يُصْلِحُوْنَ ○ ١٥٣- قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۚ ١٥٤- مَآ اَنْتَ

ওয়ালা ইউছ্‌লিহুন। ১৫৩। ক্বালু ইন্নামা আন্‌তা মিনাল্‌ মুছাহ্‌হারীন। ১৫৪। মা আন্‌তা

এবং সৎকার্য করে না। (১৫৩) তাহারা বলিল নিশ্চয় তুমি যাদুমুগ্ধ। (১৫৪) তুমি তো

اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

ইল্লা বাশারুম্‌ মিছ্‌লুনা' ফা'তি বিআ-ইয়াতিন্‌ ইন্‌ কুন্‌তা মিনাছ্‌ ছা-দিক্বীন।

আমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও, যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে কোন নিদর্শন আন।

١٥٥- قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۚ

১৫৫। ক্বালা হা-জিহী না-ক্বাতুল্লাহা শিরবু'উ ওয়ালাকুম্‌ শিরবু ইয়াউমিম্‌ মা'লূম।

(১৫৫) সে বলিল—এই উষ্ট্রি রহিল, নির্দ্ধারিত দিনে ইহা এক দিন পানি পান করিবে এবং তোমরাও এক দিন পানি পান করিবে।

١٥٦- وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

১৫৬। ওয়ালা তামাছ্‌ছুহা বিছুইন্‌, ফাইয়া'খুজাকুম্‌ আজা-বু ইয়াউমিন্‌ আ'জীম।

(১৫৬) এবং ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে উহাকে স্পর্শ করিও না, তাহা হইলে তোমাদের উপর ভীষণ দিনের শাস্তি আসিবে।

١٥٧- فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ۙ ١٥٨- فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ اِنَّ فِىْ

১৫৭। ফাআ'ক্বারুহা ফাআছ্‌বাহু না-দিমীন্‌। ১৫৮। ফাআখাজা হুমুল আজ-ব, ইন্না ফী

(১৫৭) অনন্তর তাহারা উহার পায়ের শিরা কাটিয়া ফেলিল, অতঃপর তাহারা অনুতপ্ত হইল। (১৫৮) পরিশেষে তাহাদের উপর শাস্তি আসিল। নিশ্চয় ইহার মধ্যে

(১৫২) যাদুর দ্বারা মূল জিনিষের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। বরং দর্শকদের চোখের দৃষ্টিতে এক রকম পর্দা পড়িয়া যায়, যাহাতে যাদুকরের কথা ও কাজ সঠিক বলিয়া মনে হয়। যাদু শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, ব্যবহার করা হারাম। (কবীর)

ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۖ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ ١٥٩- وَاِنَّ رَبَّكَ

জা-লিকা লাআ-ইয়াহ্া, ওয়ামা-কা-না আক্ছারুহুম্ মু'মিনীন। ১৫৯। ওয়া ইন্না র.ব্বাকা
শিক্ষণীয় নিদর্শন আছে। আর তাহাদের অধিকাংশই ঈমানদার নহে। (১৫৯) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক

لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ع ١٦٠- كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِنالْمُرْسَلِيْنَ ج صلے ١٦١- اِذْ قَالَ

লাহুওয়াল্ আযীযুর রাহীম। ع ১৬০। কাজ্জাবাত্ক্বাওমু লুত্বি নিল্ মুরছালীন। ১৬১। ইজ্ ক্বা-লা
পরাক্রমশালী দয়ালু। (১৬০) এইরূপে লুতের সম্প্রদায়ও রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী জানিয়াছিল। (১৬১) যখন

لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ج ١٦٢- اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ○ لا

লাহুম্ আখূহুম্ লুত্বুন্ আলা তাত্তাক্বূন্। ১৬২। ইন্নী লাকুম্ রাছূলুন্ আমীন।
তাহাদের ভাই লুত তাহাদিগকে বলিল—কেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করিতেছ না? (১৬২) নিশ্চয় আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রাসূল,

١٦٣- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ج ١٦٤- وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج

১৬৩। ফাত্তাক্বুল্লাহা ওয়া আত্বীউ'ন্। ১৬৪। ওয়ামা আছ্আলুকুম্ আ'লাইহি মিন্ আজ্রিন্
(১৬৩) অতএব তোমরা ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর। (১৬৪) আমি তোমাদের নিকট ইহার বিনিময়ে প্রতিদান চাহি না,

اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط ١٦٥- اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ

ইন্ আজ্রিইয়া ইল্লা আ'লা রাব্বিল আ'লামীন। ১৬৫। আতা'তূনাজ্ জুকরা-না
সারা জগতের প্রতিপালকের নিকট আমার প্রতিদান আছে। (১৬৫) তোমরা কি জগতের পুরুষদের পিছনে দৌড়াইতেছ?

مِنَ الْعٰلَمِيْنَ لا ١٦٦- وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ط

মিনাল আ'লামীন। ১৬৬। ওয়াতা জারূনা মা-খালাক্বা লাকুম্ রাব্বুকুম্ মিন্ আযওয়া-জিকুম্
(১৬৬) এবং তোমাদের বৈধ স্ত্রীদিগকে পরিত্যাগ করিবে। যাহাদিগকে তোমাদের উপভোগের জন্য তোমাদের প্রতিপালক সৃজন করিয়াছেন।

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ○ ١٦٧- قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ

বাল্ আন্তুম্ কাওমুন্ আ'-দুন। ১৬৭। ক্বা-লু লাইল্লাম্ তান্তাহি ইয়া লুত্বু
বরং তোমরা প্রকৃতির সীমা লঙ্ঘনকারী সদম্প্রায়। (১৬৭) তাহারা বলিল—হে লুত। যদি তুমি বিরত না হও

ع ৮ — ৮ রুকু

(১৬২) আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরীত প্রত্যেক নবী ও রাসূল ছিলেন বিশ্বাসী ও সত্যের ধারক ও বাহক। তাঁহারা আমানতে কখনও খেয়ানত করিতেন না। খেয়ানতের মত নিকৃষ্ট গুণ কোন নবীরই থাকিতে পারে না। (হক্কানী)

لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ۝ ١٦٨- قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ

লাতাকূনান্না মিনাল্‌মুখ্‌রাজীন। ১৬৮। ক্বালা ইন্নী লিআ'মালিকুল মিনাল্‌
তবে নিশ্চয় তোমাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। (১৬৮) সে বলিল—নিশ্চয় আমি তোমাদের এই কার্য অতিশয় ঘৃণা করি।

الْقَالِينَ ط ١٦٩- رَبِّ نَجِّنِي وَاَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۝ ١٧٠- فَنَجَّيْنٰهُ

ক্বা-লীন্‌। ১৬৯। রাব্বি নাজ্জিনী ওয়া আহ্‌লি মিম্মা ইয়া'মালুন। ১৭০। ফানাজ্জাইনা-হু
(১৬৯) হে আমার প্রতিপালক। আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে তাহাদের এই কার্য হইতে মুক্ত রাখুন। (১৭০) তারপর আমি

وَاَهْلَهٗ اَجْمَعِيْنَ ۝ ١٧١- اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ۝ ١٧٢- ثُمَّ دَمَّرْنَا

ওয়া আহ্‌লাহু আজ্‌মায়ীন্‌। ১৭১। ইল্লা আ'জুযান ফিল্‌গ্বা-বিরীন। ১৭২। ছুম্মাদাম্মার্‌নাল্‌
তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে রক্ষা করিলাম। (১৭১) একজন পশ্চাদ্বর্তিণী বৃদ্ধা ব্যতীত। (১৭২) পুনরায় অবশিষ্টগুলিকে তুলিয়া আছাড়া

الْاٰخَرِيْنَ ج ١٧٣- وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ج فَسَاءَ مَطَرُ

আ-খারীন। ১৭৩। ওয়া আম্‌ত্বারনা আ'লাইহিম্‌ মাত্বারান্‌, ফাছা-আ মাত্বারুল
মারিলাম। (১৭৩) এবং প্রস্তর বর্ষণ করিলাম, যাহাদিগকে ভয় দেখান হইয়াছিল তাহাদের উপর, কি বিভৎসরূপে বর্ষণ করা

الْمُنْذَرِيْنَ ۝ ١٧٤- اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ

মুনজারীন। ১৭৪। ইন্না ফী-জা-লিকা লাআ-ইয়াহ্বা, ওয়ামা কা-না আক্‌ছারুহুম্‌
হইয়াছিল। (১৭৪) নিশ্চয় ইহাতে শিক্ষণীয় নিদর্শন আছে। আর তাহাদের অধিকাংশই

مُّؤْمِنِيْنَ ۝ ١٧٥- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ع ١٧٦- كَذَّبَ اَصْحٰبُ

ع ৯ — ৯ রুকু

মু'মিনীন্‌। ১৭৫। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহুওয়াল আ'যীযুর রাহীম্‌। ع ১৭৬। কাজ্জাবা আছ্‌হা-বুল
ঈমানদার নহে। (১৭৫) এবং তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী দয়ালু। (১৭৬) এইরূপে মিথ্যাবাদী জানিল মাদ্‌ইয়ানের নিকটবর্ত্তী

لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ج صلے ١٧٧- اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ج ١٧٨- اِنِّي

আইকাতুল মুরছালীন। ১৭৭। ইজ্‌ ক্বা-লা লাহুম্‌ শুআ'ইবুন আলা তাত্তাক্বুন। ১৭৮। ইন্নী
জঙ্গলবাসীরাও রাসূলগণকে। (১৭৭) যখন শোয়ায়েব বলিল—কেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করিতেছ না। (১৭৮) নিশ্চয় আমি

(১৭৬) মাদায়েন শহরের উপকণ্ঠে কিছুলোক জঙ্গলে বসবাস করিত। তাহারা ছিল গোনাহগার ও নাফরমান। তাহাদিগকে হজরত শোয়াইব (আঃ) অনেক বুঝাইয়া ছিলেন। কিন্তু তাহারা ঠকবাজী ত্যাগ করিল না। ফলে ধ্বংস হইয়া গেল। (মায়ালেম)

لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۙ ١٧٩ - فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۚ ١٨٠ - وَمَا أَسْأَلُكُمْ

লাকুম্‌ রাছুলুন আমীন। ১৭৯। ফাত্তাক্বুল্লালা ওয়া আত্বীউ'ন। ১৮০। ওয়ামা আছ্‌আলুকুম্‌
তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। (১৭৯) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর। (১৮০) নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ ١٨١ - أَوْفُوا

আ'লাইহি মিন্‌ আজ্‌রিন্‌, ইন্‌ আজ্‌রিইয়া ইল্লা আ'লা রাব্বিল আ'লামীন। ১৮১। আউফুল্‌
ইহার বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাহি না সারা জগতের প্রতিপালকের নিকট আমার প্রতিদান আছে। (১৮১) তোমরা পূর্ণ কর

الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۚ ١٨٢ - وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ

কাইলা ওয়ালা তাকূনূ মিনাল্‌ মুখ্‌ছিরীন। ১৮২। ওয়াযিনূ বিল্‌কিছ্‌ত্বাছিল মুছ্‌তাকীম্‌।
পরিমাপ এবং পমিমাপে কমকারী হইও না। (১৮২) সঠিকভাবে ওজন কর।

١٨٣ - وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ

১৮৩। ওয়ালা তাব্‌খাছুন্নাছা আশ্‌ইয়া আহুম্‌ ওয়ালা তা'ছাউ ফিল আর দ্বি মুফছিদীন্‌।
(১৮৩) এবং লোকদিগকে ওজনে তাহাদের জিনিষ কম দিও না, আর দেশে উপদ্রব বাড়াইও না।

١٨٤ - وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ۖ ١٨٥ - قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ

১৮৪। ওয়াত্তাক্বুল্লাজী খালাকাকুম্‌ ওয়াল জিবিল্লাতাল আউওয়ালীন। ১০৫। ক্বা-লু ইন্নামা- আন্‌তা
(১৮৪) যিনি তোমাদিগকে এবং তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী গোত্রকে সৃজন করিয়াছেন তাহাকে তোমরা ভয় কর। (১৮৫) তাহারা বলিল-নিশ্চয় তোমাকে

مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۙ ١٨٦ - وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ

মিনাল্‌ মুছাহ্‌হারীন্‌। ১৮৬। ওয়া-মা আন্‌তা ইল্লা বাশারুম মিছ্‌লুনা ওয়া ইন্‌
যাদুমুগ্ধ করা হইয়াছে। (১৮৬) তুমি ত আমাদেরই মত একজন মানুষ;

نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۚ ١٨٧ - فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ

নাজুন্নুকা লাগিনাল্‌ কা-জিবীহ। ১৮৭। ফা-আছ্‌ক্বিত্ব আ'লাইনা কিছাফাম্‌ মিনাছ্‌
তোমাকে আমরা মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করি। (১৮৭) তবে আমাদের উপর আকাশ হইতে এক খণ্ড শিলা বর্ষণ কর

السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۖ ١٨٨ - قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

ছামা-য়ি ইন্‌ কুন্‌তা মিনাছ ছা দিকীন। ১৮৮। ক্বা-লা রাব্বী আ'লামু বিমা তা'মালুন্‌।
যদি তুমি সত্যবাদী হও। (১৮৮) শোয়ায়েব বলিল—তোমরা যাহা করিতেছ আমার প্রতিপালক তাহা ভালরূপে জ্ঞাত আছেন।

١٨٩- فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ط إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ

১৮৯। ফাকাজ্জাবুহু ফাআখাজাহুম্ আজা-বু ইয়াউমিজ্ জুল্লাহ্ ; ইন্নাহু কা-না আজা-বা
(১৮৯) অতঃপর তাহারা শোয়ায়েবকে মিথ্যাবাদী জানিল কাজেই 'ছায়ার দিনের শাস্তি, তাহাদিগকে ঘিরিয়া লইল। নিশ্চয় উহা ভীষণ দিনের

يَوْمٍ عَظِيمٍ ٥ ١٩٠- إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ط وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

ইয়াউ মিন্ আ'জীম। ১৯০। ইন্না ফী জা-লিকা লাআ-ইয়াহ্ ; ওয়া মা কা-না আক্ ছারুহুম্
ভয়াবহ শাস্তি ছিল। (১৯০) নিশ্চয় ইহাতে শিক্ষণীয় নিদর্শন আছে। আর তাহাদের অধিকাংশই

ع
১০
—
১০
রুকু

مُؤْمِنِينَ ٥ ١٩١- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ع ١٩٢- وَإِنَّهُ

মু'মিনীন্। ع ১৯১। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহুওয়াল্ আযীযুর রাহীম। ع ১৯২। ওয়া ইন্নাহু
ঈমানদার নহে। (১৯১) আর নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী দয়ালু। (১৯২) এবং নিশ্চয় উহা

لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥ ١٩٣- نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ لا ١٩٤- عَلَىٰ

লাতান্‌যীলু রাব্বিল আ'লামীন। ১৯৩। নাযাল বিহির্ রূহুল্ আমীন্। ১৯৪। আ'লা
সারা জগতের প্রতিপালকই নাজিল করিয়াছেন। (১৯৩) বিশ্বস্ত জিব্রাইল উহা নিয়া আসিয়াছে

قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ لا ١٩٥- بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ط

ক্কাল্‌বিকা লাতাকূনা মিনাল মুন্‌জিরীন। ১৯৫। বিলিছানিন্ আ'রাবিইয়্যিম্ মুবীন্।
(১৯৪) আপনার অন্তরে যেন আপনি ভর প্রদর্শন কারী হইতে পারেন। (১৯৫) স্পষ্ট আরবী ভাষায়।

١٩٦- وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ٥ ١٩٧- أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً

১৯৬। ওয়া ইন্নাহু লাফী-যুবুরিল আউওয়ালীন্। ১৯৭। আওয়া লাম্ ইয়াকুল্ লাহুম্ আ-ইয়াতান
(১৯৬) আর নিশ্চয় উহার সংবাদ পূর্ব্বের কিতাবগুলিতে রহিয়াছে। (১৯৭) ইহা কি তাহাদের জন্য এক নিদর্শন নহে

(১৯৪) এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যে অহী হজরত জিব্রাইল (আঃ) মহা নবী (সঃ) এর নিকট লইয়া আসিতেন, তাহা মহানবী (সঃ) এর অন্তরে গ্রহিত হইয়া যাইত। পাথরে খোদাই অক্ষরের মত তাহা বসিয়া যাইত। তিনি কখনও তাহা ভুলিতেন না। তথাপিও তিনি মুখে মুখে উচ্চারণ করিয়া সর্বদা পড়িতেন। (মাদারেক)

أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَٰٓؤُا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ط ١٩٨- وَلَوْ نَزَّلْنَٰهُ

আঁই ইয়া'লামাহু উ'লামা-উ বানী ইছ্‌রাইল্। ১৯৮। ওয়া লাউ নায্‌যাল্‌না-হু

যে, উহার সম্বন্ধে বানী-ইছ্‌রাইলের জ্ঞানীগণ জানে। (১৯৮) যদি আমি অবতীর্ণ করিতাম

عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ لا ١٩٩- فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ط

আ'লা বা'দ্বিল্ আ'জামীন্। ১৯৯। ফাক্বারা-আহু আ'লাইহিম্ মা কা-নূ বিহী মু'মিনীন্।

অন্য কোন ভাষা ভাষীর উপর। (১৯৯) এবং সে উহা তাহাদের নিকট পড়িয়া শুনাইত তথাপি উহারা ঈমান আনিত না।

٢٠٠- كَذَٰلِكَ سَلَكْنَٰهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ط ٢٠١- لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ

২০০। কাজা-লিকা ছালাক্‌নাহু ফী ক্বুলুবিল্ মুজ্‌রিমীন্। ২০১। লা-ইউ'মিনূনা বিহী

(২০০) এইরূপেই আমি গোনাহ্‌গারদের অন্তরে উহা প্রবিষ্ট করাইয়াছি। (২০১) তাহারা উহার প্রতি ঈমান আনিবে না

حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ لا ٢٠٢- فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا

হাত্তা ইয়ারাবুল্ আ'জা-বাল্ আলীম্। ২০২। ফাইয়া'তিইয়াহুম্ বাগ্‌তাতাঁউ ওয়াহুম্-লা

যতক্ষণ না তাহারা যন্ত্রনায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে। (২০২) অতঃপর হঠাৎ তাহাদের উপর উহা আসিবে আর তাহারা

يَشْعُرُونَ لا ٢٠٣- فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ط ٢٠٤- أَفَبِعَذَابِنَا

ইয়াশউ'রূন্। ২০৩। ফাইয়া ক্বুলু হাল্ নাহ্‌নু মুন্‌জারুন। ২০৪। আফাবিআজা-বিনা

বুঝিতে পারিবে না। (২০৩) তখন তাহারা বলিবে—আমাদিগকে কি অবকাশ দেওয়া হইবে?

(২০৪) কেন আমার শাস্তির জন্য

يَسْتَعْجِلُونَ ٥ ٢٠٥- أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ لا ٢٠٦- ثُمَّ جَآءَهُم مَّا

ইয়াছ তা'জিলূন্। ২০৫। আফারা আইতা ইম্ মাত্তা'নাহুম্ ছিনীন্। ২০৬। ছুম্মা জা-আ হুম্ মা

তাহারা তাড়াতাড়ি করিতেছে? (২০৫) হে নবী। আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন যদি আমি কতিপয় বৎসরের জন্য তাহাদিগকে পার্থিব সম্পদ দানও করি, (২০৬) পুনরায় তাহাদের প্রতি আসিয়া পড়ে যাহার সম্বন্ধে

---

(২০৪) আল্লাহর আজাব তাড়াতাড়ি আপতিত হউক বা যাহারা আল্লাহর নাফরমানী করিতেছে, তাহাদের উপর কেন আল্লাহর আজাব নাজিল হইতেছে না? এই ধরনের কামনা বা আকাঙ্খা করা ইসলামের বিধান মতে হারাম। কেননা কখন, কাহাকে আজাব দিবেন বা দিবেন না, তাহা আল্লাহর ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল। (তাকমেলায়ে শামী)

كَانُوا يُوعَدُونَ ۙ ٢٠٧- مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ۗ ٢٠٨- وَمَا

কানূ ইউআ'দূন্। ২০৭। মা-আগ্বনা আ'ন্হুম্ মা কা-নূ ইউমাত্তাউ'ন্। ২০৮। ওয়া মা
তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করা হইতেছে। (২০৭) তবে তাহাদের সেই পার্থিব সম্পদ কোনই কাজে আসিবে না। (২০৮) আর

أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۛ ٢٠٩- ذِكْرَىٰ وقف وَمَا كُنَّا

আহ্লাক্না মিন্ ক্বার্ইয়াতিম্ ইল্লা লাহা মুন্জিরূন। ২০৯। জিক্‌রা ; ওয়া মা কুন্না
আমি প্রথমে কোন লোকালয়ে ভীতি প্রদর্শনকারী না পাঠাইয়া উহা বিনষ্ট করি না। (২০৯) ইহা উপদেষ্টা, আর আমি

ظَالِمِينَ ۝ ٢١٠- وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ۝ ٢١١- وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ

জা-লিমীন। ২১০। ওয়া মা তানায্‌যালাত্‌ বিহিশ্‌ শাইয়া-ত্বীন। ২১১। ওয়া মা ইয়াম্‌বাগ্বী লাহুম্
অবিচারক নহি। (২১০) এবং ইহা শয়তানেরা আনে নাই। (২১১) এবং অনিবার উপযুক্ত তাহারা নয়

وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۝ ٢١٢- إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۝ ٢١٣- فَلَا تَدْعُ

ওয়ামা ইয়াছ্‌তাত্বীউ'ন। ২১২। আন্নাহুম্ আনিছ্‌ ছাম্‌য়ি' লামা'যুলুন। ২১৩। ফালা তাদ্‌উ'
সক্ষমও নয়। (২১২) নিশ্চয় তাহারা উহা শুনিবার স্থান হইতে দূরে বিতাড়িত। (২১৩) অতএব হে নবী। আপনি ডাকিবেন না

مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ۝ ٢١٤- وَأَنذِرْ

মাআ'ল্লাহি ইলাহান্ আ-খারা ফাতাকূনা মিনাল্ মুয়া'জ্জিবীন। ২১৪। ওয়া আন্জির
আল্লাহর সহিত অপরকে উপাস্যরূপে, তাহা হইলে আপনাকেও শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। (২১৪) এবং আপনি খোদার আজাবের ভয় প্রদর্শন করুন

عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۙ ٢١٥- وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

আ'শীরাতাকাল্ আক্বরাবীন। ২১৫। ওয়াখ্‌ফিদ্ব্‌ জানা-হাকা লিমানিত্তাবাআ'কা মিনাল্
আপনার নিকট আত্মিয়গণকে, (২১৫) এবং বিনয় নম্র ব্যবহার করুন আপনার অনুগত

الْمُؤْمِنِينَ ج ٢١٦- فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ج

মু'মিনীন। ২১৬। ফাইন্ আ'ছাউকা ফাকুল্ ইন্নী বারীউম্ মিম্মা তা'মালুন।
ঈমানদারগণের সহিত। (২১৬) অতঃপর তাহারা যদি আপনার কথা মান্য না করে তবে বলুন—তোমাদের কৃতকার্যের জন্য আমার দায়িত্ব নাই।

২১৭- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۙ ٢١٨- الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۙ

২১৭। ওয়া তাওয়াক্কাল্ আ'লাল্ আ'যীযির্ রাহীম। ২১৮। আল্লাজী ইয়ারা-কা হীনা তাকুম।
(২১৭) আর নির্ভর করুন পরাক্রমশালী দয়ালুর উপর। (২১৮) যিনি আপনাকে নামাজে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখেন,

২১৯- وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ۝ ٢٢٠- إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ٢٢١- هَلْ

২১৯। ওয়া তাক্বাল্লুবাকা ফিছ্ ছা-জিদীন। ২২০। ইন্নাহু হুওয়াছ্ ছামী-উ'ল আলীম। ২২১। হাল
(২১৯) এবং নামাজীদের সহিত আপনার অঙ্গচালনা করুণ (২২০) নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী জ্ঞাতা।

أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِينُ ۝ ط ٢٢٢- تَنَزَّلُ عَلَى

উনাব্বিউকুম্ আলা-মান্ তানায্যালুশ শাইয়া-ত্বীন। ২২২। তানায্যালু আ'লা
(২২১) বলুন, আমি কি বলিয়া দিব যে, কাহাদের নিকট শয়তানেরা আসে? (২২২) তাহারা আসে

كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۙ ٢٢٣- يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كٰذِبُونَ ۝

কুল্লি আফ্ফাকিন্ আছীম্। ২২৩। ইউল্কুনাছ্ ছাম্আ' ওয়া আক্ছারুহুম্ কা-জিবুন্।
প্রত্যেক অসৎ ও মিথ্যাবাদীর নিকট। (২২৩) আসিয়া জানায় তাহাদের শ্রুত কথাগুলি আর তাহাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।

٢٢٤- وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ۝ ط ٢٢٥- أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي

২২৪। ওয়াশ্ শুআ'রা-উ ইয়াত্তাবিউ' হুমুল্ গ্বাবুন্। ২২৫। আলাম্ তারা আনাহুম্-ফী
(২২৪) এবং কবিগণ পথভ্রষ্টরাই তাহাদিগকে অনুসরণ করে। (২২৫) আপনি কি লক্ষ্য করেন নাই যে, নিশ্চয় তাহারা

كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۝ ۙ ٢٢٦- وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۝

কুল্লি ওয়া-দিʼই ইয়াহীমূন্। ২২৬। ওয়া আন্নাহুম্ ইকুলুনা মা লা ইয়াফ্আ'লুন্।
প্রত্যেক কল্পনার মাঠে ভ্রান্তভাবে বিচরণ করে। (২২৬) এবং নিশ্চয় তাহারা যাহা বলে তাহা করে না,

(২২০) আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন এবং শুনেন। এই জগতে মানুষ যখন যেখানে, যে অবস্থায়, যে কোন চিন্তা, কাজ বা অনুষ্ঠান করে, আল্লাহ তাহা জানেন। আল্লাহর জানার বাহিরে কোন কিছুই সংগঠিত হয় না। মানুষ যাহা-গোপন করিতে চায়, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর নিকট তাহা গোপন থাকে না। এই সতর্কবাণীর পরেও যারা আল্লাহর নাফরমানী করিতে চায়, তাহাদের কোন রকম মুক্তির আশা করা বৃথা। (কাশ্শাক)

٢٢٧- اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا

২২৭। ইল্লাল্লাজীনা আ'মানূ ওয়া আ'মিলুছ ছালিহা-তি ওয়াজাকারুল্লাহা কাছীর'াউ

(২২৭) কিন্তু যাহারা ধর্ম্ম বিশ্বাস ও সৎকার্য করে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে

وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَىَّ

ওয়ান্‌তাছারূ মিন্ বা'দি মা জুলিমূ ওয়া ছাইয়া'লামুল্লাজীনা জালামূ আই-ইয়া

এবং অত্যাচারিত হইবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং অত্যাচারীরা ইহা সত্বর জানিবে যে

مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ع

মুন্‌কালাবি'ই ইয়ান্‌কালিবুন।

তাহারা কোন স্থানে পার্শ্ব পরিবর্তন করিবে।

ع ১১ — ১১ রুকু

ছুরায়ে—আন্‌নাম্‌লু
ইহা মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

বিছ্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহীম
অতি দয়াময় ও পরম কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে।

এই ছুরায় ৭ রুকু
ও ৯৩ আয়াত।

١- طٰسٓ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ لا ٢- هُدًى وَّ

১। ত্বা-ছীন্, তিল্‌কা আ-ইয়া-তুল্ কুরআ-নি ওয়া কিতা-বিম্ মুবীন। ২। হুদাউ ওয়া

(১) ত্বা-ছী-ন্-ইহা কিতাব-ও কোরআনের কতিপয় স্পষ্ট আয়াত। (২) পথ প্রদর্শক

بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ لا ٣- الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

বুশ্‌রা লিল্ মু'মিনীন্। ৩। আল্লাজীনা ইউ'কীমূনাছ্ ছালা-তা ওয়া ইউ'তূনায্‌যাকা-তা

এবং বিশ্বাসীদের জন্য সুসংবাদ। (৩) যাহারা নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী ও জাকাত প্রদানকারী।

وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○ ٤- اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

ওয়া হুম্ বিল্ আ-খিরাতি হুম্ ইউক্বিনুন। ৪। ইন্নাল্লাজীনা লা ইউ'মিনুনা

এবং তাহারা পরকালে দৃঢ় বিশ্বাসী। (৪) নিশ্চয় যাহারা পরকালের প্রতি বিশ্বাসী নহে

(২) যাহারা মুমিন নয়, তাহাদের জন্য এই কোরআন খোশ খবর নহে। কেননা যার মধ্যে নিম্নলিখিত তিন গুণ পাওয়া না যাইবে, তাহার জন্য কোআনের হেদায়েত কোন কাজে আসিবে না। (১) নামাজ কায়েম করা (২) জাকাত প্রদান করা, এবং (৩) আখেরাতকে বিশ্বাস করা। (খাজেন)

بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ط ٥- اُولٰٓئِكَ

বিল্ আ-খিরাতি যাই ইয়ান্না লাহুম্ আ'মা-লাহুম্ ফাহুম্ ইয়া'মাহূন্। ৫। উলা-য়িকাল্

আমি তাহাদের কার্যসমূহকে তাহাদের জন্য বাহ্যতঃ মনোরম করিয়াছি কাজেই তাহারা মুগ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছে। (৫) তাহাদেরই

اَلَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۝

লাজীনা লাহুম্ ছু-উল আজা-বি ওয়াহুম্ ফিল্ আ-খিরাতি হুমুল আখ্ছারূন।

জন্য ভয়াবহ শাস্তি এবং তাহারাই পরকালে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

٦- وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۝

৬। ওয়া ইন্নাকা লাতুলাক্ক্বাল কুর্আ-না মিল্লাহুন্ হাকীমিন্ আ'লীম।

(৬) এবং নিশ্চয় হে নবী আপনাকে বিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানীর পক্ষ হইতে কোরআন প্রদান করা হইতেছে।

٧- اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ط سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا

৭। ইজ্ ক্বা-লা মূছা লিআহ্লিহী ইন্নী আ-নাছ্তু নারা; ছাআ-তীকুম্ মিন্হা

(৭) জ্ঞানীলোকদিগকে এই ঘটনা বলুন যে, যখন মুসা তাহার পরিজনকে বলিলেন—আমি অগ্নি দেখিয়াছি। আমি এখনই তোমাদের নিকট আনিব

بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝

বি খাবারিন্ আউ আ-তীকুম্ বিশিহা-বিন্ ক্বাবাছিল্ লাআ'ল্লাকুম তাছ্ত্বালুন।

তথাকার সংবাদ অথবা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা এই জন্য যে, তোমরা উত্তাপ লইতে পার।

٨- فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ط

৮। ফালাম্মা জা-আহা নুদিইয়া আম্বুরিকা মান্ ফিন্ না-রি ওয়া মান্ হাউলাহা;

(৮) অতঃপর মূসা যখন উহার নিকট আসিলেন শব্দ হইল বরকত হউক এই অগ্নিতে যাহা আছে এবং যে উহার চতুঃপার্শ্বে আছে।

وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ٩- يٰمُوْسٰىٓ اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ

ওয়া ছুব্হা-নাল্লাহি রাব্বিল আ'-লামীন। ৯। ইয়া মূছা ইন্নাহু আনাল্লাহুল্

আর সারা জগতের প্রতিপালক হইতেছেন পবিত্র। (৯) হে মূসা। নিশ্চয় আমিই আল্লাহ্

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۙ ١٠- وَاَلْقِ عَصَاكَ ط فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ

আ'যিযুল্ হাকীম্। ১০। ওয়া আল্কি আ'ছা-কা ; ফালাম্মা রাআ-হা তাহ্তায্যু

পরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ। (১০) এবং আপনি নিজের লাঠি নিক্ষেপ করুন। অতঃপর তিনি যখন দেখিলেন উহাকে চলন্ত

كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ط يٰمُوْسٰى

কাআন্নাহা জা-ন্নুঁউ ওয়াল্লা মুদ্বিরাঁউ ওয়ালাম্ ইউআ'ক্কিব্ ; ইয়া মুছা

সর্পরূপে তখন পশ্চাৎ ফিরিয়া পালাইলেন এমনকি পিছনের দিকেও তাকাইলেন না ; আমি বলিলাম হে মূসা।

لَا تَخَفْ قف اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ ق صلے ١١- اِلَّا مَنْ ظَلَمَ

লা তাখাফ্, ইন্নী লা ইয়াখাফু লাদাইইয়াল্ মুর্ছালুন। ১১। ইল্লা মান্ জালামা

তুমি ভয় করিও না, নিশ্চয় আমার দরবারে রাসূলগণ ভয় পায় না। (১১) কিন্তু যে ব্যক্তি ত্রুটি করে

ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥ ١٢- وَاَدْخِلْ

ছুম্মা বাদ্দালা হুছ্নাম্ বা'দা ছূইন্ ফাইন্নী গাফুরুর্ রাহীম। ১২। ওয়া আদ্খিল

পুনরায় মন্দ কার্যের পর উহা সৎকার্যে পরিবর্ত্তিত করিল, নিশ্চয় আমি ক্ষমাকারী দয়ালু। (১২) এবং প্রবেশ করান

يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ قف فِىْ تِسْعِ

ইয়াদাকা ফী জাইবিকা তাখ্রুজ বাইদ্বা-আ মিম্ গাইরি ছুইন্, ফী তিছয়ি'

আপনার হস্ত গাত্রাবাসের ভিতর বাহির হইবে ত্রুটিহীন উজ্জ্বলরূপে ; নয়টি নিদর্শনের শামিল

اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ٥

আ-ইয়া-তিন্ ইলা-ফিরআউনা ওয়া কাউমিহী ; ইন্নাহুম্ কা-নু কাউমান্ ফা-ছিক্বীন্।

যাহা ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থাপিত করা হইতেছে। নিশ্চয় তাহারা আদেশ অমান্যকারী সম্প্রদায়।

(১১) এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, কিব্তী বংশের কিছু সংখ্যক লোক ফেরাউনের ধ্বংসের পরে হজরত মূসার (আঃ) উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছিল। তাহারাই ছিল প্রকৃত ভাগ্যবান। তাহারা ঈমান আনয়নের ফলে আল্লাহ তাআলা তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। (মাদারেক)

١٣- فَلَمَّا جَاۤءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۚ ۝

১৩। ফালাম্মা জ্বা-আত্‌হুম্ আ ইয়া-তিনা মুবছিরাতান্ ক্বা-লূ হা-জা ছিহ্‌রুম্ মুবীন।

(১৩) তারপর যখন তাহাদের নিকট চক্ষু উন্মিলনকারী আমার নিদর্শনসমূহ আসিল তাহারা বলিল— ইহা স্পষ্ট যাদু।

١٤- وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَاۤ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ۗ فَانْظُرْ

১৪। ওয়া জাহাদু বিহা ওয়াছ্‌তাইকানাত্‌হা আন্‌ফুছুহুম্ জুল্‌মাঁউ ওয়া উ'লুউওয়া ; ফান্‌জুর

(১৪) তাহাদের অন্তর দৃঢ় বিশ্বাস করিল তথাপি তাহারা অত্যাচার ও গর্ব্ব করিয়া উহা অস্বীকার করিল। অতএব লক্ষ্য কর

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ ع ١٥- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ ع ১

কাইফা কা-না আ'ক্বিবাতুল্ মুফ্‌ছিদীন। ع ১৫। ওয়ালাক্বাদ্ আ-তাইনা দাউদা —

ছুষ্কৃতিকারীদের পরিণাম ফল কিরূপ হইয়াছিল। (১৫) এবং আমি নিশ্চয় প্রদান করিলাম দাউদ ১ রুকু

وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا

ওয়া ছুলাইমা-না ইল্‌মা, ওয়াক্বা-লাল হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাজী ফাদ্দ্বালানা

ও সুলাইমানকে ইহ-পরকালের জ্ঞান। এবং তাঁহারা উভয়ে বলিলেন—সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালারই জন্য, যিনি আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন

عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ١٦- وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ

আ'লা কাছীরিম্ মিন্ ই'বা দিহিল মু'মিনীন। ১৬। ওয়া ওয়ারিছা ছুলাইমা-না দাউদা

তাঁহার অধিকাংশ ধর্ম্মবিশ্বাসী বান্দাদের উপর। (১৬) এবং সুলাইমান দাউদের স্থলাভিষিক্ত হইলেন

وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا

ওয়া কা-লা ইয়া আইয়্যুহান্নাছু উ'ল্লিম্‌না মান্‌ত্বিকাত্ত্বাইরা ওয়া উতী-না

এবং সুলাইমান বলিলেন—হে লোকসকল। আমাদিগকে পক্ষীর বুলিও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং প্রদান করা হইয়াছে আমাদিগকে

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ۝ ١٧- وَحُشِرَ

মিন্ কুল্লি শাইইন্, ইন্না হা-জা লাহুওয়াল ফাদ্বলুল্ মুবীন। ১৭। ওয়া হুশিরা

প্রত্যেক প্রকারের বস্তু ; নিশ্চয় ইহা তাঁহার প্রকাশ্য অনুগ্রহ। (১৭) এবং একত্রিত করা হইল

لِسُلَيْمٰنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ○

লিছুলাইমা-না জুনূদাহূ মিনাল্ জিন্নি ওয়াল্ ইন্‌ছি ওয়াত্ত্বাইরি ফাহুম্ ইউযাউ'ন।
সুলাইমানের পরিদর্শনের জন্য তাঁহার সৈন্যসমূহ—জ্বিন, মানব ও পক্ষী পর্যন্ত সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান হইল।

১৮- حَتّٰىٓ إِذَآ أَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓأَيُّهَا

১৮। হাত্তা ইজা আ-তাউ আ'লা ওয়াদিন্ নাম্‌লি, ওয়া ক্বা-লাত্ নামলাতুঁই ইয়া-আইয়ুহান্
(১৮) এমন কি যখন তাহারা পিপীলিকার মাঠে আসিল তখন একটি পিপীলিকা বলিল—হে পিপীলিকা সকল,

النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُودُهُ ۙ

নামলুদ্ খুল্ মাছা-কিনাকুম্, লা ইয়াহ্‌ত্বিমান্নাকুম্ ছুলাইমা-নু ওয়া জুনূদাহু,
তোমরা নিজ নিজ আবাসে প্রবেশ কর, যাহাতে সুলাইমান ও তাহার সৈন্যগণ তোমাদিগকে পদদলিত না করে

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○ ১৯- فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ

ওয়া-হুম্ লা ইয়াশ্‌উ'রূন্। ১৯। ফাতাবাছ্‌ছামা দ্বা হিকাম্ মিন্ কাউলিহা ওয়া ক্বা-লা রাব্বি
অজ্ঞাতভাবে। (১৯) পিপীলিকার কথায় তিনি সানন্দে হাসিলেন এবং বলিলেন—হে আমার প্রতিপালক!

أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى

আউ যি'নী আন্ আশ্‌কুরা নি'মাতাকাল্লাতী আন্‌আ'ম্‌তা আ'লাই ইয়া ওয়া আ'লা
আমাকে শক্তি প্রদান করুন যাহাতে আমার প্রতি আপনার প্রদত্ত দানসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি এবং

وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صٰلِحًا تَرْضٰهُ وَأَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ

ওয়া-লিদাই ইয়া ওয়া আন্ আ'মালা ছা-লিহান্ তার্‌দ্বা-হু ওয়া আদ্‌খিল্‌নী বিরাহ্‌মাতিকা
যাহা আমার পিতা-মাতার প্রতি তাহারও এবং এমন ভাল কাজ করিতে পারি যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন ও অনুগ্রহ করিয়া পরিগণিত করুন আমাকে

فِى عِبَادِكَ الصّٰلِحِينَ ○ ২০- وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِىَ لَآ

ফী ইবা-দিকাছ্ ছা-লিহীন্। ২০। ওয়া তাফাক্বক্বাদাত্ ত্বাইরা ফাক্বা-লা মা-লিইয়া লা
আপনার নেককার বান্দাদের মধ্যে। (২০) এবং তিনি পক্ষীদের খোঁজ লইলেন অতঃপর বলিলেন কি ব্যাপার!

(১৯) হজরত সুলাইমান পাখীর এবং কীট পতঙ্গের ভাষার উপরও দক্ষতা রাখিতেন। ইহা ছিল আল্লাহ প্রদত্ত মোজেজা। কেননা পাখী ও কীট পতঙ্গের ভাষা সম্বন্ধে ওয়াকিফ হাল হওয়া একটি বিশেষ গুণ। এইগুণের সঙ্গে অন্য কেহ গুণান্বিত হইতে পারে নাই। (বুরহান)

اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ○ ٢١- لَاُعَذِّبَنَّهٗ

আরাল্ হুদ্‌হুদা, আম্ কা-না মিনাল্ গা-ইবীন্। ২১। লাউআ'জ্‌জিবান্নাহু
'হুদহুদ'কে দেখিতেছি না, সে কি তবে অনুপস্থিত। (২১) নিশ্চয় আমি তাকে ভীষণ

عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗۤ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ

আজা-বান্ শাদীদান্ আউ লাআজ্‌বাহান্নাহু আউ লাইয়া'তিইয়ান্নী
শাস্তি দিব অথবা নিশ্চয় আমি তাহাকে জবেহ্ করিব নচেৎ সে আমার নিকট তাহার নির্দ্দোষিতার

بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○ ٢٢- فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ

বিছুল্‌ত্বা-নিম্ মুবীন। ২২। ফামাকাছা গাইরা বাঈ'দিন্ ফাকা-লা আহাত্তু
স্পষ্ট কারণ অনয়ন করুক। (২২) হুদহুদ অনতিবিলম্বে উপস্থিত হইয়া বলিল—আমি জ্ঞাত হইয়াছি

بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ○ ٢٣- اِنِّيْ

বিমা লাম্ তুহিত্ব্‌বিহী ওয়াজি'তুকা মিন্ ছাবাইম্ বিনাবাই ইয়াকীন। ২৩। ইন্নী
এমন বিষয় যাহা এখনও আপনি জ্ঞাত নহেন এবং আমি 'ছাব' শহরের এক সুনিশ্চিত সংবাদ আনিয়াছি। (২৩) নিশ্চয়

وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا

ওয়াজাদ্‌তুম্‌রাআতান্ তাম্‌লিকুহুম্ ওয়া উতিইয়াত্ মিন্ কুল্লি শাইইউ ওয়ালাহা
আমি তথায় এমন একজন স্ত্রী-লোককে দেখিয়াছি যিনি তাহাদের রাণী এবং তাঁহাকে প্রত্যেক প্রকারের বস্তু দেওয়া হইয়াছে আরও তাঁহার আছে

عَرْشٌ عَظِيْمٌ ○ ٢٤- وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ

আর্‌শুন্ আ'জীম্। ২৪। ওয়া জ্বাদ্‌তুহা ওয়া কাউমাহা ইয়াছ্‌জুদুনা লিশ্‌শাম্‌ছি
এক প্রকাণ্ড সিংহাসন। (২৪) এবং আমি তাঁহাকে ও তাঁহার সম্প্রদায়কে সেজ্‌দা করিতে দেখিয়াছি সূর্য্যকে

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ

মিন্ দুনিল্লাহি ওয়া যাই ইয়ানা লাহুমুশ্ শাইত্বা নু আ'মা-লাহুম্ ফাছাদ্দাহুম্
আল্লাহকে ছাড়িয়া, এবং শয়তান তাহাদের কার্যসমূহকে মনোরমরূপে সাজাইয়া রাখিয়াছে অতঃপর তাহাদের গতিরোধ করিয়াছে

(২৩) এই আয়াতের দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতিমান হয় যে, হজরত সুলাইমানের রাজত্ব সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী পরিব্যাপ্ত ছিল না। বস্তুতঃ যতটুকু স্থানে মানুষ ও জ্বিনের বসতি ছিল, ততটুকু স্থানের উপরই তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। (খাজেন)

সেজ্‌দাহ্‌

عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ۙ ٢٥- اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ

আ'নিছ্‌ ছাবীলি ফাহুম্‌ লা ইয়াহ্‌তাদূনূ। ২৫। আল্লা ইয়াছ্‌জুদু লিল্লাহিল্লাজী

সৎপথ হইতে কাজেই তাহারা সৎপথ পায় না। (২৫) কেন তাহারা আল্লাহ্‌ তায়ালার উদ্দেশ্যে সেজ্‌দা করে না যিনি

يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ

ইয়াখ্‌রুজুল খাব্‌আ ফিছ্‌ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌দ্বি ওয়া ইয়া'লামু মা তুখ্‌ফুনা

পৃথিবী ও আকাশের গুপ্ত বস্তুকে প্রকাশ করেন এবং তোমরা যাহা গোপনে বা প্রকাশ্যে কর তাহা

وَمَا تُعْلِنُوْنَ ٥ ٢٦- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

ওয়া মা তু'লিনুন। ২৬। আল্লাহু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়া রাব্বুল আর্‌শিল্‌

তিনি জানেন। (২৬) আল্লাহ্‌ তায়ালা ব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই এবং তিনিই অধিকারী অত্যুচ্চ

الْعَظِيْمِ ٥ ٢٧- قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ٥

আ'জীম। ২৭। ক্বালা ছানান্‌জুরু আছাদ্দাক্‌তা আম্‌ কুন্‌তা মিনাল কা-জিবীন।

আরশের। (২৭) তিনি বলিলেন—এখনই আমরা দেখিব যে, তুমি সত্য বলিতেছ অথবা মিথ্যা।

٢٨- اِذْهَبْ بِّكِتٰبِىْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ

২৮। ইজ্‌হাব্‌ বিকিতা-বী হা-জা ফাআল্‌ক্বিহ্‌ ইলাইহিম্‌ ছুম্মা তাওয়াল্লা আ'ন্‌হুম্‌

(২৮) তুমি আমার এই পত্র লইয়া যাও তৎপরে তাহাদিগকে দাও এবং ফিরিয়া আসিও তাহাদের কাছ হইতে

---

(২৮) হজরত সুলাইমান (আঃ) রাণী বিলকিছ-এর নিকট পত্র লিখিলেন। এই পত্রও ছিল তাঁহার মোজেজা। এই পত্রে ২১ টি অক্ষর এবং ৫ টি শব্দ। দুনিয়ার কোন পণ্ডিত ব্যক্তি ২১ অক্ষরে ও ৫ শব্দে অদ্যাবধি কোন পত্র রচনা করিতে পারে নাই, এবং কেয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করিলেও পারিবে না। ২১টি অক্ষরের মধ্যে ৩টি নোক্‌তাওয়ালা আর বাকী ১৮টি নোক্‌তা হীন অক্ষর। ৫টি শব্দে মনের সম্পুর্ণ ভাব প্রকাশ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। (মানাকেউল কোরআন)

فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ۝ ٢٩- قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّىْۤ

ফান্‌জুর মা-জা ইয়ারজিঊ'ন্। ২৯। ক্বা-লাত্ ইয়া আইয়্যুহাল্ মালাউ ইন্নী
অতঃপর দেখ তাহারা কি উত্তর দেয়। (২৯) তিনি উহা পড়িয়া বলিলেন—হে পরিষদবর্গ।

اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ۝ ٣٠- اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ

উল্‌ক্বিইয়া ইলাইয়্যা কিতা-বুন কারীম। ৩০। ইন্নাহু মিম্ ছুলাইমা-না ওয়া ইন্নাহূ
আমাকে এক সম্মানিত আদেশপত্র দেওয়া হইয়াছে। (৩০) উহা সুলাইমানের তরফ হইতে আর উহাতে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ ٣١- اَلَّا تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ع

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির্ রাহীম। ع ৩১। আল্লা তা'লূ আ'লাইয়্যা ওয়া আ-তূনী মুছ্‌লিমীন। ع ২ — ২ রুকু
আছে—পরম দায়ালু ও কৃপাময় আল্লাহ্ তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি। (৩১) তোমরা আমার অবাধ্য হইও না এবং অনুগতরূপে আমার নিকট উপস্থিত হও'।

٣٢- قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِىْ فِىْۤ اَمْرِىْ ج مَا كُنْتُ

৩২। ক্বা-লাত্ ইয়া আইয়্যুহাল্ মালাউ আফ্‌তূনী ফী আম্‌রী, মা কুন্‌তু
(৩২) বিল্‌কীছ বলিলেন—হে পরিষদবর্গ। আমার এই ব্যাপারে আপনাদের অভিমত জ্ঞাপন করুন, আমি

قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ۝ ٣٣- قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا

কা ত্বিআ'তান্ আম্‌রান্ হাত্তা তাশ্‌হাদুন। ৩৩। ক্বা-লূ নাহ্‌নু উলূ ক্বুউওয়াতি'উ ওয়া উলূ
আপনাদের অনুপস্থিতিতে কোন বিষয় মীমাংসা করি না। (৩৩) তাহারা বলিল—আমরা খুব শক্তিশালী ও

بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۵ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِىْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ۝ ٣٤- قَالَتْ

বা'ছিন্ শাদীদিন্ ওয়াল্ আম্‌রু ইলাইকি ফান্‌জুরী মা-জা তা'মুরীন্। ৩৪। ক্বা-লাত্
যুদ্ধে পটু আপনার ইচ্ছারই উপর নির্ভর, তবে আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিবেন। (৩৪) তিনি বলিলেন—

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْۤا اَعِزَّةَ

ইন্নাল্ মুলুকা ইজা দাখালূ ক্বারইয়াতান্ আফ্‌ছাদুহা ওয়া জ্বাআ'লূ আয়ি'য্‌য্‌াতা
যখন কোন রাজা বলপুর্ব্বক কোন শহরে প্রবেশ করে তখন উহাকে ভুমিস্মাৎ করে এবং সম্মানিগণকে

اَهْلِهَاۤ اَذِلَّةً ج وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ۝ ٣٥- وَاِنِّىْ مُرْسِلَةٌ

আহ্‌লিহা আজিল্লাহ্, ওয়া কাজা-লিকা ইয়াফ্‌আ'লুন্। ৩৫। ওয়া ইন্নী মুরছি-লাতুন্
অপমানিত করে। তাহারা এইরূপই করিয়া থাকে। (৩৫) আমি দূত পাঠাইয়া দেখিব

إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۝

ইলাইহিম্ বিহাদিইয়্যাতিন্ ফানা-জিরাতুম্ বিমা ইয়ার্‌জ্বিউ'ল্ মুর্‌ছালুন্।

তাঁহাদের নিকট উপ-ঢৌকনসহ সে কি উত্তর লইয়া আসে।

٣٦- فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا

৩৬। ফালাম্মা জ্বা-আ ছুলাইমা-না ক্বা-লা আতুমিদ্দূনানি বিমা-লিন্ ফামা

(৩৬) সে যখন সুলাইমানের নিকট আসিল, তিনি বলিলে—তোমরা কি ধন দ্বারা আমাকে সাহায্য করিতে চাও

آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم ج بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ

আ তা নিইয়াল্লাহু খাইরুম্ মিম্মা আ-তা-কুম্, বাল্ আন্‌তুম্ বিহাদিইয়্যাতিকুম্

বরং আল্লাহ্ তায়ালা যাহা আমাকে দিয়াছেন তাহা তোমাদের প্রদত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বরং তোমরা নিজেদের উপ-ঢৌকনে

تَفْرَحُونَ ۝ ٣٧- ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ

তাফ্‌রাহূন্। ৩৭। ইর্‌জ্বি' ইলাইহিম্ ফালানা'তিইয়্যান্নাহুম্ বিজুনূদিল্ লা ক্বিবালা

আনন্দ অনুভব করিতেছ। (৩৭) তুমি তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাও নিশ্চয় আমরা এমন সৈন্যগণ পাঠাইব যাহাদের সহিত সম্মুখীন হইতে

لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ۝ ٣٨- قَالَ

লাহুম্ বিহা ওয়া লিনুখ্‌রিজ্বান্নাহুম্ মিন্‌হা আজিল্লাতাঁউ ওয়াহুম্ ছা-গ্বিরূন। ৩৮। ক্বা-লা

পারিবে না এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে তথা হইতে অপদস্থ ও ঘৃণিতরূপে বাহির করিয়া দিব। (৩৮) তিনি বলিলেন—

يَا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن

ইয়া আইয়্যুহাল্ মালাউ আইয়্যুকম্ ইয়া'তীনী বিআ'র্‌শিহা ক্বাব্‌লা আঁই

হে পরিষদবর্গ। তোমাদের মধ্যে কে তাহার সিংহাসন আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে তাহারা অনুগতরূপে

يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۝ ٣٩- قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ

ইয়া'তূনী মুছ্‌লিমীন্। ৩৯। ক্বা-লা ইফ্‌রীতুম্ মিনাল্ জ্বিন্নি আনা আ-তীকা বিহী

আমার নিকট আসিবার পূর্ব্বে? (৩৯) একজন বলশালী জ্বিন বলিল—আমি উহা আনিয়া দিব

قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ج وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ۝

ক্বাব্‌লা আন্ তাক্বূমা মিম্ মাকা-মিকা, ওয়া ইন্নী আ'লাইহি লাক্বাবিয়্যুন্ আমীন্।

আপনার সিংহাসন হইতে উঠিবার পূর্ব্বে, নিশ্চয় আমি উহা আনিতে বিশ্বস্ত শক্তিমান।

٤٠. قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ

৪০। ক্বা-লাল্লাজী ই'ন্‌দাহূ ই'ল্‌মুম্ মিনাল্ কিতা-বি আনা আ-তীকা বিহী ক্বাব্‌লা

(৪০) যে ব্যক্তি ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে জ্ঞাত ছিল সে বলিল—আমি উহা আনিব

اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ط فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ

আঁই ইয়ারতাদ্দা ইলাইকা ত্বার্‌ফুকা ; ফালাম্মা রাআ-হু মুছ্‌তাকির্‌রান্ ই'ন্‌দাহূ

আপনার চক্ষুর পলক মারিবার পূর্ব্বে। যখন তিনি উহা সন্নিকটে উপস্থিত দেখিলেন

قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ قف صلے لِيَبْلُوَنِىْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ط

ক্বা-লা হা-জা মিন্ ফাদ্ব্‌লি রাব্বী ; লিইয়াব্‌লুওয়ানী আ আশ্‌কুরু আম্ আক্‌ফুর্ ;

তখন বলিলেন—ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ,—ইহা দ্বারা তিনি আমাকে পরীক্ষা করিবেন যে, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ।

وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ

ওয়ামান্ শাকারা ফাইন্নামা ইয়াশ্‌কুরু লিনাফ্‌ছিহী, ওয়ামান্ কাফারা ফাইন্না

যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিশ্চয় নিজের মঙ্গলের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এবং যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল

رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ ٥ ٤١. قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْٓ

রাব্বী গ্বানিইয়্যুন্ কারীম। ৪১। ক্বা-লা নাক্‌কিরূ লাহা আ'র্‌শাহা নান্‌জুর্ আ তাহ্‌তাদী

আমার প্রতিপালক মুখাপেক্ষী নহেন এবং মহৎ দাতা। (৪১) তিনি বলিলেন—তোমরা উহার সিংহাসনের আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া দাও আমরা লক্ষ্য করিব যে, সে উহা চিনিতে পারে

اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ٥ ٤٢. فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ

আম্ তাকূনু মিনাল্লাজীনা লা তাহ্‌তাদুন। ৪২। ফালাম্মা জ্বা আত্ কীলা

না যাহারা সৎপথ পায় না তাহাদের অন্তর্গত। (৪২) যখন তিনি আসিলেন বলা হইল—

(৪০) এলেম দুই প্রকার (১) এলেমে কছূবী অর্থাৎ যে এলেম পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে হাছিল করা যায়। বস্তুতঃ উহা কষ্টলব্ধ জ্ঞান। (২) এলেমে লাদুন্নী অর্থাৎ যে এলেম সরাসরি আল্লাহর দরবার হইতে রহমত স্বরূপ কাহাকেও প্রদান করা হয়। এই প্রকার জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত খাছ জ্ঞান। এই প্রকার জ্ঞান সবার ভাগ্যে জোটে না। ইহা আল্লাহর বিশেষ রহমত।

সেই জ্ঞানে জ্ঞানী যারা
সদা পূজানীয় তারা। (শাদী)

اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا

আ হা-কাজা আ'র্‌শুক ; ক্বা-লাত কাআন্নাহূ হুওয়া, ওয়া উতীনাল্ ই'ল্‌মা মিন্ ক্বাব্‌লিহা

আপনার সিংহাসন কি এইরূপ? তিনি বলিলেন—উহা তাহারই অনুরূপ ; আর আমাদিগকে তো ইহার পূর্ব্ব হইতেই জানান হইয়াছে

وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ۝ ٤٣- وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ

ওয়া কুন্না মুছ্‌লিমীন। ৪৩। ওয়া ছাদ্দাহা মা কা-নাত্ তা'বুদু মিন্ দুনিল্লাহ্ ;

এবং আমরা অনুগত হইয়াছি। (৪৩) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করার জন্যই তাহারা বাধ্য ছিল।

اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝ ٤٤- قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا

ইন্নাহা কা-নাত্ মিন্ ক্বাউমিন্ কা-ফিরীন। ৪৪। ক্বীলা লাহাদ্‌খুলিছ্ ছার্‌হা, ফালাম্মা

নিশ্চয় সে আদেশ অমান্যকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল। (৪৪) তাঁহাকে বলা হইল—আপনি রাজপ্রাসাদের ভিতরে চলুন, অতঃপর যখন

رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ

রাআত্‌হু হাছিবাত্‌হু লুজ্জাতাঁউ ওয়া কাশাফাত্ আ'ন্ ছা-ক্বাইহা ক্বা-লা ইন্নাহু

তিনি উহা দেখিলেন উহা পানি মনে করিলেন এবং তাঁহার পদদ্বয় হাঁটু পর্যন্ত উন্মুক্ত করিলেন। সুলাইমান বলিলেন—নিশ্চয় উক্ত

صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ؕ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ

ছার্‌হুম্ মুমার্‌রাদুম্ মিন্ ক্বাওয়া-রীর। ক্বা-লাত্ রাব্বি ইন্নী জালাম্‌তু নাফ্‌ছী

প্রাসাদ কাঁচ দ্বারা নির্ম্মিত। রাণী, নিজ ত্রুটি জানিয়া বলিলেন—হে আমার প্রতিপালক। আমি নিজের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি

وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ع ٤٥- وَلَقَدْ

ওয়া আছ্‌লাম্‌তু মাআ' ছুলাইমা-না লিল্লাহি রাব্বিল্ আ'লামীন। ৪৫। ওয়া লাক্বাদ্

এবং আমি সুলাইমানের সহিত সারা জগতের প্রতিপালক আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণ করিলাম। (৪৫) এবং নিশ্চয়

ع ৩/৩ রুকু

اَرْسَلْنَا اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ

আরছাল্‌না ইলা ছামূদা আখা-হুম্ ছা-লিহান্ আনি'বুদুল্লাহা ফা ইজা হুম্

আমি ছামুদ সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদের ভাই ছাহেলকে পাঠাইলাম এই আদেশ দিয়া যে, তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার এবাদত কর তৎপর তখন তাহারা

فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ۝ ٤٦- قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ

ফারীক্বা-নি ইয়াখ্‌তাছিমূন। ৪৬। ক্বা-লা ইয়া ক্বাউমি লিমা তাছ্‌তা'জ্বিলুনা বিছ্‌ছায়্যিআতি

দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল। (৪৬) তিনি বলিলেন—হে আমার সম্প্রদায়। কি জন্য তোমরা তাড়াতাড়ি করিতেছ অসৎকার্য করিবার নিমিত্ত

قَبْلَ الْحَسَنَةِ ج لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ০

ক্বাব্ লাল্ হাছানাহ্, লাউ লা তাছ্‌তাগ্‌ফিরূনাল্লাহা লাআ'ল্লাকুম্ তুর্‌হামূন।

সৎকার্য করিবার পূর্ব্বে, কেন তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট মাফ চাহিতেছ না তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে।

٤٧- قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ط قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ

৪৭। ক্বা-লুত্ত্ব্‌ ত্বাইইয়ার্‌না বিকা ওয়া বিমাম্ মাআ'ক ; ক্বা লা ত্বা-ইরুকুম্ ই'ন্‌দাল্লাহি

(৪৭) তাহারা বলিল—তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাদের জন্য এক অশুভ লক্ষণ। তিনি বলিলেন—তোমাদের অশুভ লক্ষণ আল্লাহ্ তায়ালার নিকট হইতে

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ০ ٤٨- وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ

বাল্ আন্তুম্ কাউমুন্ তুফ্‌তানুন্। ৪৮। ওয়া কা-না ফিল্ মাদীনাতি তিছ্‌আ'তু রাহ্ত্বিই

বরং তোমরা এমন সম্প্রদায় যে তোমরা পরীক্ষায় পতিত হইয়াছ। (৪৮) আর সেই শহরে নয়জন দুষ্ট লোক ছিল

يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ০ ٤٩- قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ

ইউফ্‌ছিদুনা ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়া লা ইউছ্‌লিহূন। ৪৯। ক্বা লু তাক্বা-ছামূ বিল্লাহি

তাহারা দেশে উপদ্রব করিয়া বেড়াইত এবং সৎকাজ করিত না। (৪৯) তাহারা বলিল—তোমরা পরস্পর আল্লাহর শপথ কর যে,

---

لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا

লানুবায়্যিতান্নাহূ ওয়া আহ্‌লাহূ ছুম্মা লানাকূলান্না লিওয়ালিয়্যিহী মা শাহিদ্‌না

আমরা নিশ্চয় রাত্রিকালে তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে হত্যা করিব পুনরায় নিশ্চয় আমরা তাহার ওয়ারিশকে বলিব যে, আমরা উপস্থিত ছিলাম না

مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ০ ٥٠- وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا

মাহ্‌লিকা আহ্‌লিহী ওয়া ইন্না লাছা-দিকূন। ৫০। ওয়া মাকারূ মাক্‌রাঁউ ওয়া মাকার্‌না

তাহার পরিবার পরিজনকে হত্যা করিবার সময় এবং নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী। (৫০) এবং তাহারা এক ষড়যন্ত্র করিল

---

(৪৮) হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহারা ছিল ঐ নয় ব্যক্তি, যাহারা হজরত ছাহেল (আঃ) এর উটনীর পা কাটিয়াছিল। এবং তাহারা পরামর্শ করিয়াছিল যে, তাহারা অন্ধকার রাত্রে ছাহেলকে (আঃ) হত্যা করিবে। ফলে কেহই তাহা জানিতে পারিবে না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে বরবাদ করিয়া দিলেন। (ইবনে কাছির)

مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ٥ ٥١- فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ

মাক্‌রাঁউ ওয়া হুম্‌ লা ইয়াশ্‌উ'রূন। ৫১। ফান্‌জুর কাইফা ক্বা-না আ'-ক্বিবাতু মাক্‌রিহিম্‌

আমিও এক ষড়যন্ত্র করিলাম অথচ তাহারা বুঝিতেই পারে নাই। (৫১) হে নবী! আপনি লক্ষ্য করুন তাহাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল

أَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِيْنَ ٥ ٥٢- فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ

আন্না দাম্মার্‌না-হুম্‌ ওয়া ক্বাউমাহুম্‌ আজ্ব্‌মায়ীন। ৫২। ফাতিল্‌কা বুইউতুহুম্‌

নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে ও তাহাদের সম্প্রদায়ের সকলকে বিনষ্ট করিলাম। (৫২) এখন এগুলিই তাহাদের গৃহ

خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا ط إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ

খা-বিইয়াতাম্‌ বিমা জালামু ; ইন্না ফী জা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্‌ লিক্বাউমি্ই

যাহা লোকশূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, যেমন তাহারা অত্যাচার করিয়াছিল। নিশ্চয় ইহাতে শিক্ষণীয় নিদর্শন রহিয়াছে জ্ঞানী

يَّعْلَمُوْنَ ٥ ٥٣- وَأَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ٥ ٥٤- وَلُوْطًا

ইয়া'লামূন। ৫৩। ওয়া আন্‌জ্বাইনাল্লাজীনা আ-মানূ ওয়া কা-নু ইয়াত্তাক্বূন। ৫৪। ওয়া লূত্বান্‌

সম্প্রদায়ের জন্য। (৫৩) এবং আমি ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ও খোদাভীরুগণকে রক্ষা করিলাম। (৫৪) এবং লুত

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ٥

ইজ্‌ ক্বা-লা লিক্বাউমিহী আতা'তুনাল্‌ ফা-হিশাতা ওয়া আন্‌তুম্‌ তুব্‌ছিরূন্‌।

যখন তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিলেন—তোমরা কি দেখিয়াই এরূপ নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত রহিয়াছ?

٥٥- أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ ط بَلْ أَنْتُمْ

৫৫। আ ইন্নাকুম লাতা'তুনার্‌ রিজ্বা-লা শাহ্‌ওয়াতাম্‌ মিন্‌ দুনিন্‌ নিছা-ই, বাল্‌ আন্‌তুম্‌

(৫৫) তোমরা কি স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া কাম চরিতার্থ করিতে পুরুষগণের প্রতি ধাবিত হইতেছ? বরং তোমরাই

(৫৫) যাহারা স্ত্রীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় কাম-লিপ্‌সা চরিতার্থ করিবার জন্য পুরুষের সহিত সঙ্গমে লিপ্ত হয়, তাহারা হারাম কাজ করিল। এই হারাম কাজের জন্য তাহাদিগকে কবরে ও হাশরে কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে। আল্লাহর এই হুকুম, সর্ব অবস্থায়, সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য হইবে। (কাশ্‌শাফ)

قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ٥ ‏٥٦- فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا

ক্বাউমুন্ তাজ্‌হালূন্। ৫৬। ফামা কা-না জাওয়া-বা ক্বাউমিহী ইল্লা আন্ ক্বা-লূ

অজ্ঞ সম্প্রদায়। (৫৬) তাৎপর ইহা ছাড়া তাহাদের কোন উত্তর ছিল না, তাহারা বলিল--

أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ج إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ٥

আখ্‌রিজূ আ-লা লূতিম্ মিন্ কার্‌ইয়াতিকুম্, ইন্নাহুম্ উনা-ছুঁই ইতাত্বাহ্ হারূন।

তোমাদের বাসস্থান হইতে লুতের পরিবারবর্গকে বাহির করিয়া দাও, কেননা তাহারা এমন লোক যে, পবিত্রতা চাহে।

٥٧- فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ز قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ٥

৫৭। ফাআন্‌জাইনা-হু ওয়া আহ্‌লাহূ ইল্লাম্ রাআতুহূ, কাদ্দার্‌না-হা মিনাল্ গ্বা-বিরীন।

(৫৭) তারপর আমি তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাঁহাকে ও তাঁহার অন্যান্য পরিবারবর্গকে রক্ষা করিলাম; আমি তাহাকে পশ্চাদগামীদের সহিত নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম।

٥٨- وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ج فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ع

৫৮। ওয়া আম্‌ত্বার্‌না আ'লাইহিম্ মাত্বারা ফাছা-আ মাত্বারুল্ মুন্‌জারীন। ع

(৫৮) এবং আমি তাহাদের উপর পাথর বর্ষণ করিলাম, ভয় প্রদর্শিত লোকদের প্রতি ইহা কিরূপ মন্দ বর্ষণ ছিল।

ع ৪ — ৪ রুকু

٥٩- قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ط

৬৯। কুলিল্ হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়া ছালা-মুন্ আ'লা ই'বা-দিহিল্লাজীনাছ্‌ত্বাফা;

(৫৯) নবী। আপনি বলুন, আল্লাহ তায়ালার জন্যই সমস্ত প্রশংসা আর তাঁহার মনোনীত বান্দাদের প্রতি ছালাম।

آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ط

আ-ল্লাহু খাইরুন আম্মা ইউশ্‌রিকূন।

আল্লাহ্ তায়ালা উত্তম না যাহাদিগকে তাহার সহিত শরীক করিতেছে উহা উত্তম

(৫৬) হজরত লুতের (আঃ) আমলে নাফরমানের দল বদকারী করিবার মানসে হজরত লুতের পরিবারকে সেই স্থান হইতে তাড়াইয়া দিবার মনস্থ করিল। যাহাতে তাহাদের বদকারী করিতে কোন রকম অসুবিধা না হয়। তাহাদের এই জঘন্য অপকর্মের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপরে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন। ফলে তাহারা ধ্বংস হইয়া গেল। (আজিজী)

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ

৬০। আম্মান্ খালাক্বাছ্ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা ওয়া আন্যালা লাকুম্ মিনাছ্ ছামা-ই

(৬০) কে আকাশ ও পৃথীবিকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কে আকাশ হইতে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ

مَاءً ۚ فَأَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ

মা-আন্, ফাআম্বাত্‌না বিহী হাদা-ইক্বা জা তা বাহ্জ্বাহ্, মা কা-না লাকুম্

করিয়াছেন যদ্দ্বারা আমি সুশোভিত উদ্যানসমূহ উৎপন্ন করিয়াছি ? তোমাদের সাধ্য ছিল না

أَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ هُمْ قَوْمٌ

আন্‌তুম্ বিতু শাজ্বারাহা ; আ ইলা হুম্ মাআ'ল্লাহ্ ; বাল্‌হুম্ ক্বাউমু'ই

একটি বৃক্ষও উৎপন্ন করিতে পার। আল্লাহর সহিত কি অন্য উপাস্য আছে ? বরং তাহারা এমন সম্প্রদায় যে,

يَعْدِلُوْنَ ۗ ٦١- أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَا أَنْهٰرًا وَّ

ইয়া'দিলুন। ৬১। আম্মান্ জ্বাআ'লাল্ আর্‌দ্বা ক্বারা-র'াউ ওয়া জ্বাআ'লা খিলা-লাহা আন্‌হা-র'াউ ওয়া

অন্যায় ভাবে অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ জ্ঞান করিতেছে। (৬১) কে পৃথিবীকে বাসস্থান করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে নদীসমূহ প্রবাহিত করিয়াছেন এবং

(৬০) আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্র, পৃথিবী নদী-নালা ও সুবৃহৎ সমুদ্রমালা, মানুষ এবং নানা প্রকার জীব জন্তু, বাগ বাগিচা, ফল মূল সমস্ত আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সমস্ত মানুষের চোখের সামনেই সমুপস্থিত। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও এই সকল সৃষ্টি পদার্থ তৈয়ার করিবার অধিকার বা শক্তি আছে কি ? যদি আল্লাহ এক ফোটা বৃষ্টির বিন্দু বর্ষ'ণ না করেন, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবীর শক্তি একত্রিত হইলেও এক ফোটা বৃষ্টি আনয়ন করিতে পারিবে না। শুষ্ক ভূ-খণ্ডকে প্রাণবন্ত করা, জমীনে নানা রকম ফল ও ফসলের সমারোহ ঘটানো, রোগাক্রান্তকে নিরাময় প্রদান সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছার ও মর্জির উপর নির্ভর করে। এই সকল নিদর্শনাবলী আল্লাহ্ পাকের তৌহিদ ও একত্বের দলীল স্বরূপ। যে দিকেই তাকাও আল্লাহর একত্বের নিদর্শনাবলী নজরে পড়িবে। (মানাফিউল কোরআন)

جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ط ءَاِلٰهٌ

জ্বাআ'লা লাহা রাওয়া-ছিইয়া ওয়া জ্বাআ'লা বাইনাল্ বাহ্‌রাইনি হা-জ্বিযা ; আইলা-হুম্
উহার জন্য পর্ব্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছেন ? এবং দুই সমুদ্রের মধ্যস্থলে অন্তরাল সৃষ্টি করিয়াছেন ?
আল্লাহ্‌র সহিত

مَّعَ اللّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ ٦٢- اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ

মাআ'ল্লাহ্ ; বাল্ আক্‌ছারুহুম্ লা ইয়া'লামূন। ৬২। আম্মাই ইউজ্বীবুল্ মুদ্ব্‌ত্বার্‌রা
কি অন্য উপাস্য আছে ? বরং তাহাদের অধিকাংশের জ্ঞান নাই। (৬২) অথবা কে দুঃখ কষ্টের প্রার্থনা
গ্রহণ করে

اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ط

ইজা দাআ'-হু ওয়া ইয়াক্‌শিফুছ্ ছু-য়া ওয়া ইয়াজ্ব্‌আ'লুকুম্ খুলাফা-আল্ আর্‌দ্ব্ ;
যখন সে তাঁহাকে ডাকে এবং উহার বিপদ দূরীভূত করেন ও কে তোমাদিগকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেন ?

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ؕ ٦٣- اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ

আইলা-হুম্ মাআ'ল্লাহ্ ; ক্বালীলাম্ মা তাজাক্কারূন। ৬৩। আম্মাই ইয়াহ্‌দীকুম্
আল্লাহর সহিত কি অন্য উপাস্য আছে ? তোমরা অতি অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। (৬৩) অথবা কে
তোমাদিগকে

فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا

ফী জুলুমা-তিল্ বার্‌রি ওয়াল্ বাহ্‌রি ওয়া মাই ইউর্‌ছিলুর্ রিইয়া-হা বুশ্‌রাম্
স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথপ্রদর্শন করেন এবং কে তাঁহার অনুগ্রহের পুরোভাগে সুসংবাদরূপে বায়ু

بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا

বাইনা ইয়াদাই রাহ্‌মাতিহী ; আ ইলা হুম্ মাআ'ল্লাহ্ ; তাআ'-লাল্লাহু আ'ম্মা
সঞ্চালণ করেন ? আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য উপাস্য আছে ? তাহারা যে অংশী স্থাপন করিতেছে তাহা হইতে

(৬২) মানুষ যে পরিমাণে উপদেশ শ্রবণ ও শিক্ষা করিয়া থাকে সেই পরিমাণে স্মরণ করে না বা কার্যক্ষেত্রে আমল করেন। কেননা ভুলিয়া থাকিবার প্রবনতা মানুষের মধ্যে আদিকাল হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। হজরত আদম (আঃ) ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই জন্য আদম সন্তানেরাও ভুলিয়া যাইতেছে। তাই বার বার আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করিতেছেন। (মানাফিউল কোরআন)

يُشْرِكُوْنَ ط ٦٤- اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ

ইউশ্‌রিকূন। ৬৪। আম্মাই ইয়াব্‌দাউল্‌ খাল্‌কা ছুম্মা ইউয়ীদুহূ ওয়া মাঁই ইয়ারযুকুকুম

আল্লাহ বহু উৰ্দ্ধে। (৬৪) অথবা কে সৃষ্টিকে প্রথমে সৃজন করিয়া আবার উহাকে দ্বিতীয় বার গঠন করিবেন এবং কে তোমাদিগকে

مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قُلْ هَاتُوْا

মিনাছ্‌ ছামাই ওয়াল্‌ আরদ্ব; আ ইলা হুম্‌ মাআ'ল্লাহ্‌; কুল্‌ হা-তূ

আকাশ ও পৃথিবী হইতে আহার্য্য দেন? আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য উপাস্য আছে? হে নবী। বল

بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ٥ ٦٥ قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ

বুর্‌হা নাকুম্‌ ইন্‌ কুন্তুম্‌ ছা-দিকীন। ৬৫। কুল্‌ লা ইয়া'লামু মান্‌ ফিছ্‌ ছামা-ওয়া-তি

তোমরা যদি সত্যবাদী হও প্রমাণ আনয়ন কর। (৬৫) বল—আল্লাহ ব্যতীত আকাশ ও পৃথিবীর গোপনীয় বস্তু

وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ط وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ٥

ওয়াল্‌ আরদ্বিল্‌ গ্বাইবা ইল্লাল্লাহ্‌; ওয়ামা ইয়াশ্‌উ'রূনা আইয়্যা-না ইউব্‌আ'ছূন।

আর কেহই জানে না; কখন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে তাহাও তাহারা অবগত নহে।

٦٦- بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ قف بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا زقف بَلْ هُمْ

৬৬। বালিদ্দা-রাকা ইল্‌মুহুম্‌ ফিল্‌ আ-খিরাহ্‌; বাল্‌ হুম্‌ ফী শাক্‌কিম্‌ মিন্‌হা; বাল্‌ হুম্‌

(৬৬) বরং পরকালের ব্যাপারে তাহাদের জ্ঞান নিঃশেষ হইয়াছে অথবা উহাতে তারা সন্দিহান অথবা তাহারা উক্ত বিষয় অন্ধ।

(৬৪) সৃষ্টি বিকাশের প্রথম অবস্থা হইতে শুরু করিয়া সৃষ্টির পরিপূর্ণতার কাজে নিয়োজিত সমুদয় কার্যক্রম এবং সৃষ্টি জগতের ক্রম বিবর্তণের গতিধারা, যিনি সুষ্ঠু ও সু-শৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, সেই আল্লাহর পবিত্র দরবারে নতশিরে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা জ্ঞানবান মানুষের কর্তব্য। এই স্বীকারোক্তিতে যাহারা আত্মনিয়োগ করে না বা আগ্রহ প্রকাশ করে না তাহারা জ্ঞানী হইয়াও অজ্ঞান। সুন্দর হইলেও অসুন্দর ও কদর্য। (ইব্‌নে জারির)

مِنْهَا عَمُوْنَ ع ٦٧- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا

মিন্‌হা আ'মূন। ع ৬৭। ওয়া ক্বা-লাল্ লাজ়ীনা কাফারূ আইজ়া কুন্না তুরা-বাঁউ

(৬৭) আর ধর্ম্মোদ্রোহিগণ বলিল—আমরা ও আমাদের পিতৃপিতামহ মরিয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া গেলেও কি

وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ٥ ٦٨- لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ

ওয়া আ-বা-উনা আ ইন্না লামুখ্‌রাজূ্ন। ৬৮। লাক্বাদ্ বুই'দ্‌না হা-জা নাহ্‌নু

পুনরায় আমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে বহির্গত করা হইবে? (৬৮) প্রথম হইতেই আমাদেরও আমাদের পিতৃপিতামহের

وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ٥

ওয়া আ-বা-উনা মিন্ ক্বাব্‌লু, ইন্ হা-জা ইল্লা আছা-ত্বীরুল্ আউওয়ালীন।

সহিত অনুরূপ অঙ্গীকার করিয়া আসা হইতেছে, ইহা পরকালের কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

٦٩- قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ٥ ٧٠- وَلَا

৬৯। ক্বুল্ ছীরূ ফিল্ আর্‌দ্বি ফান্‌জুরূ কাইফা কা-না আ'-ক্বিবাতুল্ মুজ্‌রিমীন। ৭০। ওয়ালা

৬৯। বল—তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া লক্ষ্য কর যে, পাপীদের পরিণামফল কিরূপ হইয়াছিল।

تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ٥ ٧١- وَيَقُوْلُوْنَ

তাহ্‌যান্ আ'লাইহিম্ ওয়ালা তাকুন্ ফী দ্বাইক্বিম্ মিম্মা ইয়াম্‌কুরূন। ৭১। ওয়া ইয়াকূলুনা

(৭০) আর তুমি তাহাদের জন্য বিষণ্ন হইও না এবং তাহাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ন হইও না। (৭১) আরও তাহারা বলে—

ع ৫ / ৫ রুকু

(৭০) সত্য পথ ও সত্যকে বিশুদ্ধ চিত্তে প্রচার করিয়া যাওয়াই হেদায়েতকারীগণের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে যাহারা বিঘ্নের সৃষ্টি করে অথবা অনর্থক হাঁসি তামাসার অবতারণা করে, তাহাদের এই জঘন্য কাজের জন্য মনঃকষ্ট বা চিন্তান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। কেননা হেদায়েত আল্লাহর হাতে রহিয়াছে। ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই। (মানাফিউল কোরআন)

مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ٥ ٧٢- قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ

মাতা হা-জাল্ ওয়া'হু ইন্ কুন্তুম্ ছা-দিক্বীন। ৭২। কুল্ আ'ছা আঁই ইয়াকূনা রাদিফা

যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল এই অঙ্গীকার কবে পূর্ণ হইবে ? (৭২) বল—যাহার জন্য তোমরা

لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ٥ ٧٣- وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

লাকুম্ বা'দুল্লাজী তাছ্তা'জিলুন। ৭৩। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাজু ফাদ্ব্লিন্ আ লান্না-ছি

ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছে তাহার কিছু অংশ তোমাদের পশ্চাতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। (৭৩) আর নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক মানবের প্রতি অতি দয়ালু।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ٥ ٧٤- وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا

ওয়ালা কিন্না আক্‌ছারাহুম্ লা ইয়াশ্‌কুরূন। ৭৪। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাইয়া'লামু মা

কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৭৪) এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জ্ঞাত আছেন

تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ٥ ٧٥- وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِى السَّمَاءِ

তুকিন্নু ছুদূরুহুম্ ওয়া মা ইউ'লিনূন্। ৭৫। ওয়া মা মিন্ গা-ইবাতিন্ ফিছ্ ছামা-ই

যাহা তাহাদের অন্তরে গুপ্ত আছে ও যাহা তাহারা প্রকাশ্যে করিয়া থাকে। (৭৫) আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোন গুপ্ত বস্তু নাই

وَالْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ٥ ٧٦- اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ

ওয়াল্ আর্‌দ্বি ইল্লা ফী কিতাবিম্ মুবীন। ৭৬। ইন্না হা-জাল্ কুরআনা ইয়াকুছ্‌ছু

যাহা স্পষ্ট কিতাবে নাই। (৭৬) নিশ্চয় এই কোরআন বনী ইছরাইলদের

---

(৭৪) এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রতিটি মানুষের অন্তরের নকল ও হরকৎ পর্যন্ত জানেন বা সেই সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। সুতরাং মানুষ কি লুকাইয়া রাখিবে এবং কি প্রকাশ করিবে তাহা আল্লাহর অজানা নহে। এই জন্য মানুষের উচিৎ লুকোচুরির এই খেলা পরিহার করতঃ উন্মুক্ত হৃদয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হওয়া। যাহাতে অন্তরের সমুদয় কালিমা ধুইয়া মুছিয়া শেষ হইয়া যায়। (ফত্‌হুল বয়ান)

عَلَى بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝ ٧٧- وَاِنَّهٗ

আ'লা বানী ইছ্‌রা-ঈলা আক্‌ছারাল্লাজী হুম্ ফীহি ইয়াখ্‌তালিফুন। ৭৭। ওয়া ইন্নাহু
অধিকাংশ ঘটনা বর্ণনা করে যাহাতে তাহারা মত বিরোধ করিয়া থাকে। (৭৭) নিশ্চয় উহা

لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ٧٨- اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ

লাহুদাউ ওয়া রাহ্‌মাতুল্ লিল্‌মু'মিনীন। ৭৮। ইন্না রাব্বাকা ইউক্‌দী বাইনাহুম্
ধর্ম্মবিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও অনুগ্রহ স্বরূপ। (৭৮) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক স্বীয় আদেশে

بِحُكْمِهٖ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ج ٧٩- فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّكَ

বিহুক্‌মিহী, ওয়া হুওয়াল্ আ'যীযুল্ আ'লীম। ৭৯। ফাতাওয়াক্কাল্ আ'লাল্লাহ্ ; ইন্নাকা
তাহাদের মতবিরোধের মীমাংসা করেন, তিনি পরাক্রমশালী জ্ঞানী। (৭৯) অতএব তুমি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর ; নিশ্চয় তুমি

عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ۝ ٨٠- اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ

আ'লাল্ হাক্‌ক্বিল্ মুবীন। ৮০। ইন্নাকা লা তুছ্‌মিউ'ল্ মাউতা ওয়ালা তুছ্‌মিউ'ছ্
স্পষ্ট সত্যের উপর আছে। (৮০) নিশ্চয় তুমি মৃতগুলিকে শ্রবণ করাইতে অক্ষম এবং

الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ۝ ٨١- وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ

ছুম্মাদ্দু আ'-আ ইজা ওয়াল্লাউ মুদ্‌বিরীন। ৮১। ওয়া মা আন্‌তা বিহা-দিল্ উ'ম্‌ই
বধিরকে আহ্বান শুনাইতে পার না যখন তাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন পূর্ব্বক পলায়ন করে। (৮১) এবং তুমি অন্ধদিগকে তাহাদের

عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ط اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ

আন্ দ্বালা-লাতিহিম্, ইন্ তুছ্‌মিউ' ইল্লা মাই ইউ'মিনু বিআ-ইয়া তিনা ফাহুম্
ভ্রান্তিপথ হইতে সৎপথ প্রদর্শন করিতে পার না ; তুমি কেবল তাহাদিগকে শ্রবণ করাইতে পার যাহারা আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী যেহেতু তাহারা

مُّسْلِمُوْنَ ۝ ٨٢- وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً

মুছ্‌লিমূন। ৮২। ওয়া ইজা ওয়াক্কাআ'ল্ ক্বাউলু আ'লাইহিম্ আখ্‌রাজ্‌না লাহুম্ দাব্বাতাম্
মুসলমান। (৮২) যখন তাহাদের প্রতি অঙ্গীকার পূর্ণ হইবে তখন আমি পৃথিবী হইতে বহির্গত করিব তাহাদের জন্য এক প্রাণী

---

(৮০) এই আয়াতের নাফির বা না-এর দ্বারা যে খাস বা সাধারণ অর্থ বুঝায় তাহাতে খাস বা নির্দিষ্ট ঘটনার নফি বুঝায় না। যেমন বুখারী শরীফে আছে—মহা নবী (সঃ) বদরের যুদ্ধে নিহত কাফের দিগকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন। (ফত্‌হুল বয়ান)

مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ع

মিনাল্ আরদ্বি তুকাল্লিমুহুম্, আন্নান্না-ছা কা-নূ বিআ-ইয়া-তিনা লা ইউক্বিনুন্। ع

সে বলিয়া দিবে মানুষ আমার আয়াত সমুহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিত না।

৬ | ৬ রুকু

৮৩- وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ

৮৩। ওয়া ইয়াওমা নাহ্‌শুরু মিন্ কুল্লি উম্মাতিন্ ফাউজাম্ মিম্মাঁই ইউকাজ্জিবু

৮৩। আর আমি সে দিন প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে দলে দলে একত্রিত করিব যাহারা আমার নিদর্শন সমূহকে

بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٥ ٨٤- حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم

বিআ-ইয়া-তিনা ফাহুম্ ইউযাউ'ন্। ৮৪। হাত্তা ইজা জ্বা-উ ক্বা-লা আকাজ্জাব্‌তুম্

মিথ্যা জানিত অতঃপর তাহাদিগকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান হইবে (৮৪) এমনকি যখন তাহারা উপস্থিত হইবে তখন তিনি বলিলেন

بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

বিআ-ইয়া-তি ওয়া লাম্ তুহীত্বু বিহা ই'ল্‌মান্ আম্মা জা কুন্তুম্ তা'মালুন।

তোমরা অজ্ঞাতসারেই আমার নিদর্শনসমূহ মিথ্যা জানিয়াছিলে অথবা তোমরা কি করিতে?

٨٥- وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٥ ٨٦- أَلَمْ

৮৫। ওয়া ওয়াক্বাআ'ল্ কাউল্ আ'লাইহিম্ বিমা জালামূ ফাহুম্ লা ইয়ান্‌ত্বিকূন্। ৮৬। আলাম্

৮৫। আর তাহাদের কৃত পাপকার্যই তাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবে অতঃপর তাহারা কোন কথাই বলিতে পারিবে না।

يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ

ইয়ারাও আন্না জ্বাআ'ল্‌নাল্লাইলা লিইয়াছ্‌কুনূ ফীহি ওয়ান্নাহা রা মুব্‌ছিরা; ইন্না

৮৬। তাহারা কি লক্ষ্য করে নাই যে, আমি রাত্রিকে বিশ্রামের জন্য এবং দিবাকে দেখিবার জন্য সৃজন করিয়াছি? নিশ্চয়

(৮২) এই আয়াতের দ্বারা দুইটি অর্থ বুঝায়। (১) আল্লাহর গজব পতিত হওয়া (২) ভূমির প্রাণী প্রকাশ পাওয়া। কেননা কিয়ামতের পুর্ব্বে মানুষের উপর আল্লাহর গজব পতিত হইবে এবং ভূমির প্রাণী বাহির হইয়া মানুষের সঙ্গে কথা বলিবে ও মানুষের অন্তর যখম করিয়া দিবে। সুতরাং এই উভয় অর্থই সঠিক এবং যথার্থ। (ফত্‌হুল্ কাদীর)

فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ ٨٧- وَيَوْمَ يُنْفَخُ

ফী জা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বাউমি'ই ইউ'মিনুন। ৮৭। ওয়া ইয়াউমা ইউন্‌ফাখ্

ইহাতে ধর্ম্মবিশ্বাসীদের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন আছে। (৮৭) এবং যে দিন সিঙ্গাতে ফুৎকার করা হইবে

فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ط

ফিছ্‌ছুরি ফাফাযিআ' মান্ ফিছ্‌ছামা-ওয়া-তি ওয়া মান্ ফিল্ আর্‌দ্বি ইল্লা মান্ শা আল্লাহ্ ;

সেদিন আকাশে ও পৃথিবীতে যাহারা আছে সকলেই আতঙ্কিত হইবে কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করিবেন।

وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ۝ ٨٨- وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً

ওয়া কুল্লুন্ আতাউহু দা-খিরীন। ৮৮। ওয়া তারাল্ জ্বিবা-লা তাহ্‌ছিবুহা জ্বা-মিদাতাঁউ

এবং সকলেই তাঁহার সমীপে নতভাবে উপস্থিত হইবে। (৮৮) আর তুমি পর্ব্বতসমূহ দেখিয়া মনে কর যে উহারা সুদৃঢ় ভাবে স্থাপিত

وَّهِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ط صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ط

ওয়া হিইয়া তামুর্‌রু মার্‌রাছ, ছাহা-ব ; ছুন্‌আ'ল্লাহিল্লাজী আত্‌কানা কুল্লা শায়্যিন

কিন্তু উহা মেঘের মত উড়িতে থাকিবে ; ইহাও আল্লাহরই শিল্প নৈপুণ্য যিনি প্রত্যেক বস্তুকে মজবুতভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন

اِنَّهٗ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ۝ ٨٩- مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ

ইন্নাহু খাবীরুম্ বিমা তাফ্‌আ'লূন। ৮৯। মান্ জ্বা-আ বিল্ হাছানাতি ফালাহু

নিশ্চয় তিনি ভালরূপে অবগত আছেন যাহা তোমরা করিতেছ। (৮৯) যে ব্যক্তি সৎকাজসহ উপস্থিত হইবে তাহার জন্য

---

(৮৮) কিয়ামতের সন্নিকট কালে যে দশটি নিদর্শন প্রকাশ পাইবে তন্মধ্যে (১) সাফা পাহাড় হইতে এক জন্তু বাহির হইবে। (২) সূর্য্য পশ্চিম দিক হইতে উদিত হইবে (৩) সেই জন্তুর সহিত হজরত মূসা (আঃ) লাঠি এবং হজরত সুলাইমান (আঃ)-এর আংটি থাকিবে। সে লাঠির দ্বারা ঈমানদারদের কপালে সীল মোহর মারিয়া দিবে। ইহাতে নেককার এবং বদকার পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে। (৪) সেই সময় তওবার দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে। কাহারও তওবা কবুল হইবে না ; মানুষ হায় আফসোস করিতে থাকিবে। (মুসলেম, সুনানে আরবাআ, বায়হাকী, আহমদ)

خَيْرٌ مِّنْهَا ج وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ○ ٩٠- وَمَنْ جَاءَ

খাইরুম্ মিন্‌হা, ওয়া হুম্ মিন্ ফাযায়িঁই ইয়াউমা ইজিন্ আ-মিনুন। ৯০। ওয়া মান্ জ্বা-আ

জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রতিদান পাইবে এবং এরূপ লোকেরা সেদিনের আতঙ্ক হইতে রক্ষা পাইবে। (৯০) আর যাহারা

بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ ط هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا

বিছ ছায়্যিআতি ফাকুব্বাত্, বুজুহু হুম্ ফিন্নারি ; হাল্, তুজ্ব্‌যাউনা ইল্লা

অসৎ কার্যসহ উপস্থিত হইবে তাহাদিগকে অধঃমুখে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে ; বলা হইবে তোমাদিগকে উহারই শাস্তি দেওয়া হইতেছে

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ ٩١- اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ

মা কুন্তুম্ তা'মালুন। ৯১। ইন্না মা উমির্‌তু আন্ আ'বুদা রাব্বা হা-জিহিল্

যাহা তোমরা করিতে। (৯১) হে নবী। তুমি বল, নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হইয়াছি উপাসনা করিবার জন্য

الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَىْءٍ ز وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ

বাল দাতিল্লাজী হার্‌রামাহা ওয়া লাহূ কুল্লু শায়্যিন, ওয়া উমির্‌তু আন্ আকুনা

এই সম্মানিত শহরের প্রতিপালকের তাঁহারই জন্য সমুদয় বস্তু আরও আমি আদিষ্ট হইয়াছি

مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لا ○ ٩٢- وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا

মিনাল্ মুছ্‌লিমীন। ৯২। ওয়া আন্ আত্‌লুওয়াল্ কুরআন, ফামানিহ্‌তাদা ফাইন্নামা

অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য। (৯২) এবং কোরআন পাঠ করিয়া শুনাইবার জন্য ; যে ব্যক্তি সৎপথ প্রাপ্ত

يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ○

ইয়াহ্‌তাদী লিনাফ্‌ছিহ্, ওয়ামান্ দ্বাল্লা ফাকুল ইন্নামা আনা মিনাল্ মুন্‌জিরীন।

হইয়াছে সে নিজের জন্যই সৎপথে আসিল এবং যে ব্যক্তি পথভ্রান্ত হইল নিশ্চয় আমি ভয় প্রদর্শনকারীদের মধ্যে অন্যতম।

(৮৯) শিঙ্গার ফুৎকার এর দুইটি অবস্থা হইবে। প্রথমতঃ মানুষ তীব্র আওয়াজে ঘাবড়াইয়া যাইবে, পরবর্তী সময়ে বেহুশ হইয়া পড়িবে। পরে ক্রমশঃ আওয়াজ এত তীব্র হইবে যে, আকাশ পাতাল সবকিছু উলট পালট হইয়া যাইবে। প্রথম অবস্থার নাম 'নাফখায়ে কাজা' এবং দ্বিতীয় অবস্থার নাম হইল 'নাফখায়ে ছাইক্বা'। (ফত্‌হুল বারী)

৯৩- وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ط

ওয়া ক্কুলিল্ হাম্‌দু লিল্লা-হি ছাইউরীকুম্ আ-ইয়া-তিহী ফাতা'রিফু নাহা ;

(৯৩) আর বল—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য শীঘ্রই তিনি তোমাদিগকে স্বীয় নিদর্শন দেখাইলে তোমরা উহা চিনিতে পারিবে।

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ع

ওয়া মা রাব্বুকা বিগ্বা-ফিলিল আ'ম্মা তা'মালুন। ع

এবং তোমার প্রতিপালক তোমাদের কৃতকার্য হইতে অসতর্ক নহেন।

ع ৭/৭ রুকু

ছুরায়ে—ক্কাছাছ্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ০ বিছ্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহীম অতি দয়াময় ও পরম কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে।	এই ছুরায় ৯ রুকু ও ৮৮ আয়াত।

طٰسٓمٓ ০ ২. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ০ ৩. نَتْلُوا عَلَيْكَ

১। ত্বা-ছীন-মীম্। ২। তিল্‌কা আ-ইয়া-তুল কিতা-বিল্ মুবীন। ৩। নাত্‌লু আ'লাইকা

(১) ত্বা-ছীন-মীম (২) এগুলি স্পষ্ট কিতাবের আয়াত সমূহ যাহার মর্ম্ম সুস্পষ্ট ও সাধারণের বোধগম্য। (৩) হে নবী

مِنْ نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ০ ৪. إِنَّ

মিন্ নাবাই মূছা ওয়া ফির্আ'উনা বিল্‌হাক্‌ক্কি লিক্কাউমি'ই ইউ'মিনুন। ৪। ইন্না

ধর্ম্মবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারের জন্য মুসা ও ফেরাউনের কতক প্রকৃত বিবরণ তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি। (৪) নিশ্চয়

فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ

ফির্আ উনা আ'লা ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়া জ্বাআ'লা আহ্‌লাহা শিইয়াআ'ই ইয়াছ্‌তাদ্ব্'ইফু

ফেরাউন দেশে গর্বোন্নত হইল এবং দেশবাসীকে দলে দলে বিভক্ত করিয়া তাহাদের একদলকে এইরূপ দুর্বল করিয়া রাখিয়াছিল যে,

---

ফায়দা :—এই ছুরায় অনেক নবী ও রাসূলের কাহিনীর সারাংশ তুলিয়া ধরা হইয়াছে। এই জন্য এই ছুরার নামকরণ করা হইয়াছে ছুরায়ে 'ক্কাচ্ছাছ'। যদি ইহাতে বর্ণিত সূত্রগুলিকে পূর্ণ কাহিনী করা হয় তবে ভুল হবে। কেননা নুজুলে অহীর তারতম্যকে না বুঝিয়া, ধারণা করা ঠিক নহে।

(মানাফিউল কোরআন)

طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَآءَهُمْ ط

ত্বা-ইফাতাম্ মিন্‌হুম্ ইউজাব্বিহু আব্‌না-আহুম্ ওয়া ইয়াছ্‌তাহ্‌য়ী নিছা-আহুম্ ;
তাহাদের পুত্রসন্তানদিগকে মারিয়া ফেলিত এবং তাহাদের কন্যাদিগকে জীবিত রাখিত।

اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ٥ ـ٥ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ

ইন্নাহু কা-না মিনাল্ মুফ্‌ছিদীন। ৫। ওয়া নুরীদু আন্ নামুন্না আ'লাল্লাজীনাছ্
নিশ্চয়ই সে একজন উপদ্রবকারী ছিল। (৫) আমি ইচ্ছা করিতেছিলাম যে, তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিব যাহাদিগকে

اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ

তুদ্ব্‌ই'ফু ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়া নাজ্‌আ'লাহুম আইম্মাতাঁউ ওয়া নাজ্‌আ'লাহুমুল্
দেশের মধ্যে দুর্ব্বল করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং তাহাদিকে গণনেতা ও

الْوٰرِثِيْنَ ۙ ـ٦ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ

ওয়া-রিছীন। ৬। ওয়া নুমাক্কিনা লাহুম্ ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়া নুরিইয়া ফির্‌আ'উনা
উত্তরাধিকারী করিব। (৬) এবং উহাদিগকে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিব

وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ٥ ـ٧ وَاَوْحَيْنَآ

ওয়া হা-মা-না ওয়া জুনুদাহুমা মিন্‌হুম্ মা কা-নূ ইয়াহ্‌জারূন। ৭। ওয়া আউহাইনা
এবং ফেরাউন, হামান ও তাহাদের সৈন্যদিগকে দেখাইব তাহারা যাহার আশঙ্কা করিত।

اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ج فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ

ইলা উম্মি মূছা আন্ আর্‌দ্বিয়ী'হি, ফাইজা খিফ্‌তি আ'লাইহি ফাআল্‌কীহি
(৭) এবং মূসার জননীর প্রতি আদেশ দিলাম যে, তুমি উহাকে স্তন্যপান করাও, অতঃপর যখন তুমি তাহাকে লইয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িবে তখন তাহাকে

---

(৬) ফেরাউনের মন্ত্রীর নাম ছিল হামান। সে ছিল ফেরাউনের মন্ত্রণাদাতা, পরামর্শদাতা, শ্রেষ্ঠ সহচর ও ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী। ফেরাউনের খোদায়ীত্বকে টিকাইবার জন্য নানা রকম ফঁন্দি, ফিকির ও ষড়যন্ত্রের জাল সে বুনিয়াছিল। কিন্তু পরিণামে সবই বিফল ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(মানাফিউল কোরআন)

فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِى ۚ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ

ফিল্ ইয়াম্মি ওয়া লা তাখা-ফী ওয়া লা তাহ্‌যানী, ইন্না রা দ্দূহু ইলাইকি ওয়া জ্বা-ই'লূহু
সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে এবং কোনরূপ ভীত বা বিষন্ন হইও না, যেহেতু আমি তাহাকে পুনরায় তোমার নিকট আনিব এবং তাহাকে

مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ ٨ـ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ

মিনাল্ মুর্‌ছালীন্। ৮। ফাল্‌তাক্বাত্বাহু আ-লু ফির্‌আ'উনা লিইয়াকূনা লাহুম্
একজন অন্যতম রাসূল করিব। (৮) অতঃপর ফেরাউনের বংশীয় একজন তাহাকে উঠাইয়া লইল

عَدُوًّا وَحَزَنًا ط إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا

আ'দুউ ওঁয়াও ওয়া হাযানা ; ইন্না ফির্‌আ'উনা ওয়া হা-মা-না ওয়া জ্বনুদাহুমা কা-নু
যেন সে তাহাদের শত্রু ও বিপদের কারণ হয়। নিশ্চয় ফেরাউন, হামান ও তাহাদের সৈন্যগণ

خَاطِئِينَ ۝ ٩ـ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّى وَلَكَ ط

খাত্বিয়ীন্। ৯। ওয়া ক্বা-লাতিম্ রাআতু ফির্‌আ'উনা ক্বুর্‌রাতু আ'ইনিল্ লী ওয়া লাক্ ;
অপরাধী ছিল। (৯) এবং ফেরাউনের স্ত্রী বলিল এই শিশু আমার ও আপনার নয়ন তৃপ্তিদায়ক।

لَا تَقْتُلُوهُ قصلے عَسَى أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَّ

লা তাক্‌তুলূহু, আ'ছা আঁই ইয়ান্ ফাআ'না আউ নাত্তাখিজাহু ওয়ালাদা'উ ওয়া
আপনারা তাহাকে হত্যা করিবেন না, বিচিত্র নয় যে, সে আমাদের উপকারে লাগিবে অথবা আমরা তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিব এবং তাহারা

هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ١٠ـ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا ط إِنْ كَادَتْ

হুম্ লা ইয়াশ্‌উ'রূন্। ১০। ওয়া আছ্‌বাহা ফুআ-দু উম্মি মূছা ফা-রিগা, ইন্ কা-দাত্
বুঝিত না। (১০) এবং এদিকে মূসার জননীর অন্তর বিচলিত হইল। সে অবিলম্বে

---

(৯) আল্লাহ কাহাকে কোথায়, কিভাবে এবং কেমন করিয়া লালন পালন করাইবেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। ফেরাউনের গৃহেই আল্লাহ হজরত মূসাকে (আঃ) প্রতিপালন করাইয়াছিলেন। ইহা আল্লাহর অসীম কুদরতের নমুনা ছাড়া আর কিছুই নহে। (মানাফিউল ক্বোরআন)

لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ

লাতুবদী বিহী লাউলা আর্‌রাবাত্ব্‌না আ'লা ক্বাল্‌বিহা লিতাকূনা মিনাল্‌

তাহার ভেদ প্রকাশ করিয়া ফেলিত যদি আমি তাহার অন্তর শান্ত না করিতাম এই জন্য যে, সে আমার অঙ্গীকারের প্রতি

الْمُؤْمِنِيْنَ ○ ١١- وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ز فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ

মু'মিনীন। ১১। ওয়া ক্বালাত্‌ লিউখ্‌তিহী কুছ্‌ছীহি ফাবাছুরাত্‌ বিহী আ'ন্‌

দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। (১১) আর সে তাহার ভগ্নিকে বলিল—তুমি উহার অনুগমন কর, সেই দূর হইতে নিরীক্ষণ করিতে লগিল

جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۙ ١٢- وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ

জুনুবিঁউ ওয়া হুম্‌ লা ইয়াশ্‌উ'রূন। ১২। ওয়া হার্‌রাম্‌না আ'লাইহিল্‌ মারা-দ্বিআ' মিন্‌

অথচ তাহারা অবগত হইতে পারিল না। (১২) পূর্ব হইতেই আমি তাহার জন্য ধাত্রীদের দুগ্ধ নিষিদ্ধ করিয়াছিলাম

قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ

কাব্‌লু ফাকা-লাত্‌ হাল্‌ আদুল্লুকুম্‌ আ'লা আহ্‌লি বাইতিঁই ইয়াক্‌ফুলূনাহু লাকুম্‌

কাজেই সে বলিল—আমি তোমাদিগকে এমন এক পরিবারের সন্ধান দিতে পরি যে, উহাকে লালন পালন করিবে।

وَهُمْ لَهٗ نَاصِحُوْنَ ○ ١٣- فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا

ওয়া হুম্‌ লাহূ না-ছিহূন। ১৩। ফারাদাদ্‌না-হু ইলা উম্মিহী কাই তাকার্‌রা আ'ইনুহা

এবং তাহারা উহার প্রতি মঙ্গলাকাঙ্খী হইবে। (১৩) তারপর আমি তাঁহাকে তাঁহার জননীর নিকট উপস্থিত করাইলাম এই জন্য যে, তাহার চক্ষু পরিতৃপ্ত হইবে

وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ

ওয়া লা তাহ্‌যানা ওয়া লিতা'লামা আন্না ওয়া'দাল্লাহি হাক্কুঁউ ওয়া লা-কিন্না আক্‌ছারাহুম্‌

এবং সে বিষণ্ণ হইবে না আরও জানিবে যে, নিশ্চয় আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই

لَا يَعْلَمُوْنَ ع ١٤- وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا

ع ১ লা ইয়া'লামূন। ع ১৪। ওয়া লাম্মা বালাগা আশুদ্দাহু ওয়াছ্‌তাওয়া আ-তাইনা-হু হুক্‌মাঁউ

১ রুকু ইহা অবগত নহে। (১৪) এবং মূসা যখন যৌবনে পদার্পন করিলেন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন তখন আমি তাহাকে বিজ্ঞতা

وَعِلْمًا ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ٥ ١٥- وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى

ওয়া ই'ল্মা ; ওয়া কাজা-লিকা নাজ্যিল্ মুহ্ছিনীন। ১৫। ওয়া দাখালাল্ মাদীনাতা আ'লা

ও ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিলাম ; এবং সৎলোকদের আমি এইরূপেই প্রতিদান দিয়া থাকি। (১৫) তিনি এমন সময়ে শহরে প্রবেশ করিলেন যে,

---

حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ز

হীনি গ্বাফ্লাতিম্ মিন্ আহ্লিহা ফাওয়াজাদা ফীহা রাজুলাইনি ইয়াক্ব্তাতিলা-নি,

শহরবাসীরা কোন সংবাদ রাখিত না, অতঃপর তিনি তথায় দুই ব্যক্তিকে পরস্পর মারামারি করিতে দেখিলেন,

---

هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ج فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِى مِنْ شِيْعَتِهٖ

হা-জা মিন্ শীআ'তিহী ওয়া হা-জা মিন্ আ'দুউবিহী, ফাছ্তাগ্বা-ছাহুল্লাজী মিন্ শীআ'তিহী

—একজন তাঁহার দলের অপর ব্যক্তি তাহার শত্রুদলের, অতঃপর তাঁহার দলীয় ব্যক্তি

عَلَى الَّذِى مِنْ عَدُوِّهٖ لا فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ زق قَالَ هٰذَا

আ'লাল্লাজী মিন্ আ'দুউবিহী, ফাওয়াকাযাহূ মূছা ফাক্বাদ্বা আ'লাইহি ক্বা-লা হা-জা

বিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রর্থনা করিলে মূসা তাহাকে ঘুষি মারিলেন উহাতে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল ; তিনি বলিলেন—

مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ٥ ١٦- قَالَ رَبِّ اِنِّى

মিন্ আ'মালিশ্ শাইত্বা-ন ; ইন্নাহু আ'দুউবুম্ মুদ্বিল্লুম্ মুবীন। ১৬। কা-লা রাব্বি ইন্নী

ইহা শয়তানোচিত কার্য ; নিশ্চয় সে মানবের শত্রু ও প্রকাশ্য পথভ্রষ্টকারী। (১৬) তিনি অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন—হে আমার প্রতিপালক। নিশ্চয় আমি

ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَغَفَرَلَهٗ ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ٥ ١٧- قَالَ

জালামতু নাফ্ছী ফাগ্বফিরলী ফাগ্বাফারা লাহু ; ইন্নাহু হুওয়াল্ গ্বাফুরুর্ রাহীম। ১৭। ক্বা-লা

নিজের প্রতি অন্যায় করিয়াছি অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তারপর তাঁহাকে তিনি ক্ষমা করিলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী দয়ালু। (১৭) তিনি বলিলেন

رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ٥

রাব্বি বিমা আন্আ'ম্তা আ'লাইয়্যা ফালান্ আকূনা জাহীরাল্ লিল্ মুজ্রিমীন।

—হে আমার প্রতিপালক। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন অতএব আমিও অসৎ লোকদের সাহায্য করিব না।

১৮- فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ

১৮। ফাআছ্‌বাহা ফিল্‌ মাদীনাতি খা-ইফাঁই ইয়াতারাক্‌ক্বাবু ফাইজাল্লাজিছ্‌ তান্‌ছারাহু
(১৮) পর দিন প্রাতে তিনি শঙ্কিত অবস্থায় শহরে প্রবেশ করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলে দেখিলেন যে, যে ব্যক্তি গতকল্য তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল

بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ط قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ০

বিল্‌ আম্‌ছি ইয়াছ্‌তাছ্‌রিখুহু ; ক্বা-লা লাহু মূছা ইন্নাকা লাগ্বাবিইউম্‌ মুবীন।
অদ্যও সে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। মূসা তাহাকে বলিলেন—নিশ্চয় তুমি প্রকাশ্য কু-পথগামী।

১৯- فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا لا قَالَ

১৯। ফালাম্মা আন্‌ আরা-দা আঁই ইয়াব্‌তিশা বিল্লাজী হুওয়া আদুউবুল্লাহুমা ক্বা-লা
(১৯) পুনরায় যখন তিনি তাঁহাদের উভয়ের শত্রুর দিকে হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা করিলেন তখন সে বলিল

يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ قصلے

ইয়া মূছা আতুরীদু আন্‌ তাক্‌তুলানী কামা ক্বাতাল্‌তা নাফ্‌ছাম্‌ বিল্‌ আম্‌ছি,
হে মূসা! তুমি কি গতকল্য যেরূপ একজনকে হত্যা করিয়াছ আমাকেও তদ্রূপ হত্যা করিতে চাও?

إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ

ইন্‌ তুরীদু ইল্লা আন্‌ তাকূনা জাব্বা-রান ফিল্‌ আর্‌দ্বি ওয়া মা তুরীদু আন্‌ তাকূনা
তুমি দেশে উৎপীড়নকারী হইতে চাও—শান্তি স্থাপনকারী

مِنَ الْمُصْلِحِينَ ০ ২০- وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى ز

মিনাল্‌ মুছ্‌লিহীন। ২০। ওয়া জ্বা-আ রাজু্লুম্‌ মিন্‌ আক্‌ছাল্‌ মাদীনাতি ইয়াছ্‌ আ',
হইতে ইচ্ছা কর না। (২০) অতঃপর এক ব্যক্তি শহর-প্রান্ত হইতে দ্রুতগতিতে আসিয়া

قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ

ক্ব-লা ইয়া মূছা ইন্নাল্‌ মালাআ ইয়া'তামিরূনা বিকা লিইয়াক্‌ তুলূকা ফাখ্‌রুজ্ব্‌
বলিল—হে মূসা! নিশ্চয় পরিষদবর্গ আপনাকে হত্যা করিতে পরামর্শ দিতেছে অতএব আপনি বাহির হইয়া পড়ুন

إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ০ ২১- فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ز قَالَ

ইন্নী লাকা মিনান্‌ না-ছিহীন। ২১। ফাখারাজ্বা মিনহা খা-ফাঁই ইয়াতারাক্‌ক্বাবু, ক্বা-লা
নিশ্চয় আমি আপনার মঙ্গলাকাঙ্খী। (২১) সুতরাং তিনি তথা হইতে শঙ্কিত অবস্থায় প্রতীক্ষা করিতে করিতে বহিঃগ'ত হইয়া চলিলেন এবং বলিলেন—

رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ع ٢٢- وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ

রাব্বি নাজ্জিনী মিনাল্ ক্বাউমিজ্ জা-লিমীন্। ع ২২। ওয়া লাম্মা তাওয়াজ্জাহা তিল্ক্বা-আ

হে আমার প্রতিপালক। অত্যাচারী সম্প্রদায় হইতে আমাকে রক্ষা করুন। (২২) এবং যখন তিনি মাদায়েন অভিমূখী হইলেন

ع ২ — ২ রুকু

مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝

মাদ্ইয়ানা ক্বা-লা আ'ছা রাব্বী আঁই ইয়াহ্দিইয়ানী ছাওয়া আছ্ ছাবীল।

বলিলেন—আমার প্রতিপালকের ভরসা রাখি যে; তিনি আমার সঠিক পথ দেখাইবেন।

٢٣- وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ز

২৩। ওয়া লাম্মা ওয়ারাদা মা-আ মাদ্ইয়ানা ওয়াজাদা আ'লাইহি উম্মাতাম্ মিনান্না-ছি ইয়াছ্ক্বূন,

(২৩) এবং যখন তিনি মাদায়েনের পানির নিকট উপস্থিত হইলেন—একদল লোককে দেখিতে পাইলেন, তাহারা পশুকে পানি পান করাইতেছে

وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ج قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ط

ওয়া ওয়াজাদা মিন্ দূনিহিমুম্রাআতাইনি তাজুদান্, কা-লা মা খাত্বুকুমা;

আরও তাহাদের ব্যতীত দেখিলেন যে, দুইটি মহিলা নিজেদের ছাগলগুলি থামাইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তিনি বলিলেন—তোমাদের অভিপ্রায় কি?

قَالَتَا لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ سكتة وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ۝

ক্বা-লাতা লা নাছ্ক্বী হাত্তা ইউছ্দিরার্ রিআ'-উ, ওয়া আবুনা শাইখুন্ কাবীর।

তাহারা উভয়ে বলিল—যতক্ষণ রাখালগণ সরিয়া না যায় ততক্ষণ আমরা পান করাইতে পারি না, আর আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ।

٢٤- فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ

২৪। ফাছাক্বা লাহুমা ছুম্মা তাওয়াল্লা ইলাজ্ জিল্লি ফাক্বা-লা রাব্বি ইন্নী লিমা

(২৪) তিনি তাহাদের ছাগলগুলিকে পানি পান করাইলেন পুনরায় তিনি ছায়ার দিকে সরিয়া গিয়া বলিলেন—হে আমার প্রতিপালক।

---

(২২) হজরত মূসা (আঃ) মিশর হইতে পলায়ন করিয়া মাদায়েন চলিয়া গেলেন। কিন্তু মাদায়েন যাইবার পথ তাঁহার জানাছিল না। ফলে তিনি আল্লাহর নিকট পথ নির্দেশের জন্য আবেদন জানাইলে আল্লাহ তাহাকে পথের নির্দেশ দিলেন। (মানাফিউল কোরআন)

أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۞ ٢٥- فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي

আন্‌যাল্‌তা ইলাইয়্যা মিন্‌ খাইরিন্‌ ফাক্বীর। ২৫। ফাজ্বা-আত্‌হু ইহ্‌দা হুমা তাম্‌শী
আমি অভাবী আপনি আমার নিকট যাহা প্রেরণ করিবেন উত্তম হইবে। (২৫) ইত্যবসরে উভয়ের মধ্যে একজন মহিলা

عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا

আ'লাছ্‌তিহ্‌ইয়া-য়ি, ক্বা-লাত্‌ ইন্না আবী ইয়াদ্‌উ'কা লিইয়ায্‌যিইয়াকা আজ্ব্‌রামা
সলজ্জ অবস্থায় আসিয়া বলিল—নিশ্চয় আমার পিতা আপনাকে ডাকিয়াছেন পারিশ্রমিক স্বরূপ আপনাকে প্রতিদান দিবার জন্য

سَقَيْتَ لَنَا ط فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ لا قَالَ

ছাক্বাইতা লানা ; ফালাম্মা জ্বা-আহু ওয়া ক্বাছ্‌ছা আ'লাইহিল্‌ কাছাছা, ক্বা-লা
যাহা আপনি আমাদের জন্য পান করাইয়াছেন। অতঃপর যখন তিনি তাঁহার নিকট আসিয়া ঘটনা বিবৃত করিলেন তখন

لَا تَخَفْ قف نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۞ ٢٦- قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا

লা তাখাফ্‌ ; নাজ্বাউতা মিনাল্‌ ক্বাউমিজ্‌ জা-লিমীন। ২৬। ক্বা-লাত্‌ ইহ্‌দাহুমা ইয়া
তিনি বলিলেন—তুমি ভীত হইও না, তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ। (২৬) তাহাদের একজন মহিলা বলিল—

أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ز إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۞ ٢٨- قَالَ

আবাতিছ্‌ তা'জ্বিরহু, ইন্না খাইরা মানিছ্‌ তা'জ্বারতাল্‌ ক্বাবিইয়্যুল্‌ আমীন। ২৮। ক্বা লা
হে পিতা। আপনি তাঁহাকে শ্রমিকরূপে নিযুক্ত করুন, নিশ্চয় আপনি যাহাকে শ্রমিক নিযুক্ত করিবেন তিনি অতি বলিয়ান ও বিশ্বস্ত। (২৭) তিনি বলিলেন

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي

ইন্নী উরীদু আন্‌ উন্‌কিহাকা ইহ্‌দাব্‌নাতাইয়্যা হা-তাইনি আ'লা আন্‌ তা'জ্বুরানী
আমি আমার এই দুই কন্যার একজনের সহিত তোমার বিবাহ দিবার ইচ্ছা করি এই শর্তে যে, তুমি আমার মজুরি করিয়া দিবে

(২৫) এই আয়াতে বর্ণিত বৃদ্ধ ব্যক্তি, যিনি মূসাকে (আঃ) অভয় প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন হজরত শুআইব (আঃ)। হজরত শুআইব সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিবার পর বলিলেন, হে মূসা। ভয় করিও না। তুমি জালেমদের কবল হইতে নিস্তার লাভ করিয়াছ। (ইবনে কাছির)

ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ج فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ج وَمَآ اُرِيْدُ

ছামা-নিইয়া হিজ্বাজ্ব, ফাইন্ আত্‌মাম্‌তা আ'শ্‌রান্ ফামিন্ ই'ন্‌দিক, ওয়া মা উরীদু
আট বৎসর আর যদি দশ বৎসর পূর্ণ কর তাহা হইবে তোমার দিক হইতে, আমি অবশ্য

اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ط سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

আন্ আশুক্‌ক্বা আ'লাইকা ; ছাতাজ্বিদুনী ইন্‌শা আল্লাহু মিনাছ্ ছা-লিহীন।
তোমাকে কষ্ট দিতে চাহি না। আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি আমাকে সৎ লোক পাইবে।

۲۸- قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ط اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا

২৮। ক্বা-লা জা-লিকা বাইনী ওয়া বাইনাকা ; আইয়্যামাল্ আজ্বালাইনি ক্বাদ্বাইতু ফালা
(২৮) তিনি বলিলেন—ইহা আমার ও আপনার মধ্যে রহিল। দুইটি ওয়াদার মধ্যে

عُدْوَانَ عَلَيَّ ط وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ع ۲۹- فَلَمَّا قَضٰى

উ'দ্‌ওয়া-না আ'লাইয়্যা ; ওয়াল্লাহু আ'লা মা নাকূলু ওয়াকীল। ع ২৯। ফালাম্মা ক্বাদ্বা
একটি পূর্ণ করিব, আমার উপর কোন গুরুভার দেওয়া হইবে না ; আমাদের মধ্যে যে অঙ্গীকার
হইল আল্লাহ্ উহার সাক্ষী রহিলেন। (২৯) আর যখন

ع ৩ | ৩ রুকু

مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ج

মূছাল্ আজ্বালা ওয়া ছা-রা বিআহ্‌লিহী আ-নাছা মিন্ জ্বানিবিত্ ত্বূরি না-রা,
মূসা কার্যকাল পূর্ণ করিলেন এবং সস্ত্রীক রওয়ানা হইলেন তখন পর্ব্বত পার্শ্বে অগ্নিবৎ দেখিতে পাইলেন।

قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ

ক্বা-লা লিআহ্‌লিহিম্ কুছু ইন্নী আ-নাছ্‌তু না-রাল্ লায়া'ল্লী আ-তীকুম্
তিনি স্বীয় স্ত্রীকে বলিলেন তোমরা এখানে অবস্থান কর আমি অগ্নি দেখিয়াছি সম্ভবত তোমাদের জন্য

مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝ ۳۰- فَلَمَّا

মিন্‌হা বিখাবারিন্ আউ জ্বাজ্‌ওয়াতিম্ মিনান্না-রি লাআ'ল্লাকুম্ তাছ্‌ত্বালুন। ৩০। ফালাম্মা
কোন পথের সংবাদ অথবা দগ্ধপ্রায় একটি কাষ্ঠখণ্ড আনিব তাহাতে তোমরা উত্তাপিত হইতে
পারিবে। তারপর যখন

اَتٰهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ

আতা-হা নূদিইয়া মিন্ শা-ত্বিয়িল্ ওয়া-দিল্ আইমানি ফিল্ বুক্‌আ'তিল্ মুবা-রাকাতি
তিনি উহার নিকট আসিলেন, তখন ধ্বনিত হইল ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বের

مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّىْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

মিনাশ, শাজ্বারাতি আঁই ইয়া মূছা ইন্নী আনাল্লাহু রাব্বুল, আ'-লামীন।

বৃক্ষস্থিত পবিত্র স্থান হইতে যে, হে মূসা। নিশ্চয় বিশ্বজগতের প্রতিপালক—আমিই আল্লাহ্।

٣١- وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ط فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا

৩১। ওয়া আন্ আলক্বি আ'ছা-কা ; ফালাম্মা রাআ-হা তাহ্তায্যু কাআন্নাহা

(৩১) তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। যখন তিনি উহাকে চলন্ত অবস্থায়

جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ط يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ

জা-ন্নু ঁউ ওয়াল্লা মুদ্‌বির'াউ ওয়ালাম্ ইয়ুআ'ক্‌ক্বিব্ ; ইয়া মূছা আক্‌বিল্

একটি সর্পের ন্যায় দেখিলেন তখন তিনি পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পালায়ন করিলেন এবং পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইলেন না। শব্দ হইল, হে মুসা। তুমি অগ্রসর হও

وَلَا تَخَفْ ف اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ٥ ٣٢- اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ

ওয়া লা তাখাফ্ ; ইন্নাকা মিনাল্ আ-মিনীন। ৩২। উছ্‌লুক্ ইয়াদাকা ফী জ্বাইবিকা

এবং ভয় করিও না ; যেহেতু তুমি নির্ভয়প্রাপ্তদের অন্তর্গত। (৩২) তুমি তোমার হস্ত স্বীয় আস্তিনে প্রবেশ করাও

تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ز وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ

তাখ্‌রুজ্ব্ বাইদ্বা-আ মিন্ গ্বাইরি ছুই, ওয়াদ্‌মুম্ ইলাইকা জ্বানা-হাকা

উহা নিকুত শুভ্রোজ্জলরূপে বহির্গত হইবে এবং তোমার বাহুদ্বয় তোমার দিকে মিলিত কর

مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ط

মিনার্ রাহ্‌বি ফাজা-লিকা বুর্‌হা-না-নি মির্‌রাব্বিকা ইলা ফির্‌আ'উনা ওয়া মালা-ইহী ;

ভয়মুক্ত হইতে সুতরাং এই দুইটি দলিল তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে ফেরাউন ও তাহার পরিষদের জন্য।

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ٥ ٣٣- قَالَ رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ

ইন্নাহুম্ কা-নু ক্বাউমান্ ফা-ছিক্বীন। ৩৩। ক্বা-লা রাব্বি ইন্নী ক্বাতাল্‌তু মিন্‌হুম্

নিশ্চয় তাহারা পাপী সম্প্রদায়। (৩৩) তিনি বলিলেন, "হে আমার প্রতিপালক। আমি তাহাদের এক ব্যক্তিকে

نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ○ ٣٤- وَاَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ

নাফ্‌ছান্‌ ফাআখা ফু আঁই ইয়াক্‌তুলুন। ৩৩। ওয়া আখী হা-রূনু হুওয়া আফ্‌ছাহু মিন্নী

হত্যা করিয়াছি। কাজেই আমি আশঙ্কা করি যে তাহারা আমাকে হত্যা করিতে পারে। (৩৪) আর আমার ভাই হারূণ তিনি আমাপেক্ষা উত্তম বক্তা

لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِىْٓ اِنِّىْٓ اَخَافُ

লিছা-নান্ ফাআর্‌ছিল্‌হু মায়ি'ইয়া রিদ্‌আঁই ইউছাদ্দিক্‌নী, ইন্নী আখা-ফু

সুতরাং তাঁহাকে আমার সাহায্যার্থে প্রেরণ করুন তিনি আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করিবেন কেননা আমি আশঙ্কা করি যে,

اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ○ ٣٥- قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ

আঁই ইউকাজ্জিবুন। ৩৫। কা-লা ছানাশুদ্দু আ'দ্বুদাকা বিআখীকা ওয়া নাজ্‌আ'লু

তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করিতে পারে। (৩৫) তিনি বলিলেন, তোমার ভ্রাতার সাহায্যে তোমার বাহু সুদৃঢ় করিব এবং

لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ج بِاٰيٰتِنَا ج اَنْتُمَا

লাকুমা ছুল্‌ত্বা-নান্ ফালা ইয়াছিলুনা ইলাইকুমা, বিআ-ইয়া-তিনা, আন্‌তুমা

তোমাদের উভয়কে এমন শক্তির অধিকারী করিব যাহাতে তাহারা তোমাদের নিকট পৌঁছিতে পারিবে না; আমার নিদর্শন মহাত্ম্যে,

وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ○ ٣٦- فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا

ওয়া মানিত্তাবাআ'কুমাল্‌ গ্বা-লিবুন। ৩৬। ফালাম্মা জ্বা-আহুম্‌ মূছা বিআ-ইয়া-তিনা

তোমরা ও তোমাদের অনুগামীগণ জয়যুক্ত হইবে। (৩৬) যখন মূসা আমার স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাহাদের নিকট আসিলেন

بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا

বাইয়্যিনা-তিন্ ক্বা-লু মা হা-জা ইল্লা ছিহ্‌রুম্‌ মুফ্‌তারাঁউ ওয়ামা ছামি'না

তখন তাহারা বলিল—ইহা ভীত্তিহীন যাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং আমরা

بِهٰذَا فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ○ ٣٧- وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّىْٓ اَعْلَمُ

বিহা-জা ফী আ-বা-ইনাল্‌ আউওয়ালীন। ৩৭। ওয়া ক্বা-লা মূছা রাব্বী আ'লামু

পিতৃপিতামহ পূরুষগণের নিকট এই সম্বন্ধে শ্রবণ করি নাই। (৩৭) আর মূসা বলিলেন—আমার প্রতিপালক খুব অবগত আছেন

بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ط

বিমান্ জ্বা-আ বিল্ হুদা মিন্ ইন্‌দিহী ওয়া মান্ তাকুনু লাহূ আক্বিবাতুদ্ দা-র্ ;
যে, কে তাঁহার নিকট হইতে হেদায়েত আনিয়াছে এবং কাহার জন্য পরকাল শুভ-পরিণতি ;

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ○ ٣٨- وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا

ইন্নাহু লা ইউফ্‌লিহুজ্ জা-লিমূন। ৩৮। ওয়া ক্বা লা ফির্‌আ'উনু ইয়া আইয়্যুহাল্
নিশ্চয় অত্যাচারীদের কোন কল্যাণ হইবে না। (৩৮) অতঃপর ফেরাউন বলিল—ওহে

الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي ج فَأَوْقِدْ لِي

মালাউ মা আ'লিম্‌তু লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন্ গ্বাইরী, ফাআউক্বিদ্‌লী
পরিষদবর্গ। আমা ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে বলিয়া আমি জানি না, অতএব হে হামান!
মৃত্তিকায় অগ্নি সংযোগ কর

يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ

ইয়া হা-মা-নু আ'লাত্ব্‌ত্বীনি ফাজ্ব্‌আ'ল্‌লী ছার্‌হাল্ লাআ'ল্লী আত্ত্বালিউ' ইলা
এবং আমার জন্য এক উচ্চ অট্টালিকা প্রস্তুত কর এই জন্য যে, আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব

إِلَٰهِ مُوسَىٰ لا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ○ ٣٩- وَاسْتَكْبَرَ هُوَ

ইলা-হি মূছা, ওয়া ইন্নী লা আজুন্নুহূ মিনাল্ কা-জিবীন। ৩৯। ওয়াছ্‌তাক্‌বারা হুওয়া
মূসার খোদার প্রতি আমি তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করি। (৩৯) সে

وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا

ওয়া জ্বুনুদুহূ ফিল্ আর্‌দ্বি বিগ্বাইরিল্ হাক্‌ক্বি ওয়া জান্নূ আন্নাহুম্ ইলাইনা
ও তাহার সৈন্যগণ দেশে অন্যায়ভাবে অহংকার করিল এবং মনে ভাবিল আমার দিকে

لَا يُرْجَعُونَ ○ ٤٠- فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي

লা ইউর্‌জ্বাউ'ন। ৪০। ফাআখাজ্‌না-হু ওয়া জ্বুনুদাহু ফানাবাজ্‌না-হুমু ফিল্
তাহারা ফিরিয়া আসিবে না। (৪০) অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার সৈন্যগণকে ধৃত করিলাম
এবং তাহাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম

الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ○ ٤١- وَجَعَلْنَاهُمْ

ইয়াম্মি, ফান্‌জুর্ কাইফা কা-না আ'-ক্বিবাতুজ্ জা-লিমীন। ৪১। ওয়া জ্বাআ'ল্‌না-হুম্
অতএব লক্ষ্য কর, অত্যাচারীদের কিরূপ পরিণতি ঘটিয়াছিল। (৪১) এবং আমি তাহাদিগকে

أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ج وَيَوْمَ الْقِيَٰمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ○

আইম্মাতাঁই ইয়াদ্‌উ'না ইলান্না-রি, ওয়া ইয়াউওমাল্ কিইয়া-মাতি লা ইউন্‌ছারূন।
অগ্রণী করিলাম যাহারা দোযখের পথে আহবান করে, এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কোনই সাহায্য পাইবে না।

٤٢- وَأَتْبَعْنَٰهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ج وَيَوْمَ الْقِيَٰمَةِ هُمْ

৪২। ওয়া আত্‌বা'না-হুম্ ফী হা-জিহিদ্দু্ন্ ইয়া লা'নাতান্, ওয়া ইয়াউমাল্ কিইয়া-মাতি হুম্
(৪২) এবং আমি অভিসম্পাৎকে এই জগতে তাহাদের অনুগামী করিয়াছি, এবং কিয়ামতের দিন তাহারা

مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ع ٤٣- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَٰبَ مِنْ بَعْدِ مَا ع

মিনাল্ মাক্ববুহীন। ع ৪৩। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা মূছাল্ কিতা-বা মিম্ বা'দি মা ৪
শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইবে। (৪৩) এবং আমি মূসাকে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রদান করিলাম ৪ রুকু

أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً

আহ্‌লাক্‌নাল্ ক্বুরূনাল্ উ-লা বাছা-ইরা লিন্না-ছি ওয়া হুদা'উ ওয়া রাহ্‌মাতাল্
পূর্ব্ববর্ত্তী সম্প্রদায়গুলিকে ধ্বংস করিবার পর যাহা মানব জাতির জন্য দর্শনীয়, সৎপথ প্রাপ্তি এবং অনুগ্রহ স্বরূপ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○ ٤٤- وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا

লাআ'ল্লাহুম্ ইয়াতাজাক্কারূন। ৪৪। ওয়া মা কুন্‌তা বিজ্বা-নিবিল্ গ্বার্‌বিইয়্যি ইজ্ ক্বাদ্বাইনা
এই জন্য যে, তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। (৪৪) হে নবী। তুমি সে সময় তূর পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না যখন আমি

إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّٰهِدِينَ ○ ٤٥- وَلَٰكِنَّا أَنْشَأْنَا

ইলা মূছাল্ আম্‌রা ওয়া মা কুন্তা মিনাশ্ শা-হিদীন। ৪৫। ওয়া লা কিন্না আন্‌শা'-না
মূসার প্রতি কার্যভার অর্পণ করিলাম এবং তুমি তাহা চাক্ষুষ দেখ নাই। (৪৫) কিন্তু আমি উদ্ভব করিলাম

قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ج وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي

কু্রূনান্ ফাতাত্বা-ওয়ালা আ'লাইহিমুল্ উ'মুর, ওয়া মা কুন্তা ছা-বিইয়ান্ ফী
বহু সম্প্রদায়কে অতঃপর তাহাদের উপর দিয়া বহুযুগ অতীত হইল, এবং তুমি অবস্থানকারী ছিলে না।

(৪৩) তৌরিত কিতাব অবতীর্ণ হইবার পর এই ধরণের সর্বগ্রাসী আজাব খুব কমই দেখা গিয়াছে। কেননা তৌরিত অবতীর্ণ হইবার পর হইতে শুরু করিয়া পবিত্র কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত প্রলয়ঙ্করী ব্যাপক মহাত্রাসের নমুনার তেমন কোন নজীর খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল। (আজিজী)

أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥

আহ্‌লি মাদ্‌ইয়ানা তাত্‌লু আ'লাইহিম্‌ আ-ইয়া‧তিনা, ওয়া লা কিন্না কুন্না মুর্‌ছিলীন।

মাদায়েনবাসীদের সহিত যে, তুমি তাহাদিগকে আমার আয়াতসমূহ শ্রবণ করাইতে কিন্তু আমি রাস্‌লগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম।

৪৬- وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ

৪৬। ওয়া মা কুন্‌তা বিজা-নিবিত্‌ ত্বূরি ইজ্‌ না-দাইনা ওয়া লা-কির্‌ রাহ্‌মাতাম্‌ মির্‌ রাব্বিকা

(৪৬) আর তুমি সে সময় তূর পর্ব্বতের নিকটে ছিলে না যখন মূসাকে আহ্বান করিলাম এবং ইহা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যে,

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ

লিতুন্‌জিরা ক্বাউমাম্‌ মা আতা-হুম্‌ মিন্‌ নাজীরিম্‌ মিন্‌ ক্বাব্‌লিকা লাআ'ল্লাহুম্‌

তুমি ভয় প্রদর্শন করিবে এমন সম্প্রদায়কে যাহাদের নিকট তোমার পূর্ব্বে কোন ভয় প্রদর্শনকারী আসে নাই যেন তাহারা

يَتَذَكَّرُونَ ٥ ৪৭- وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ

ইতাজাক্কারূন। ৪৭। ওয়া লাও লা আন্‌ তুছীবাহুম্‌ মুছীবাতুম্‌ বিমা ক্বাদ্দামাত্‌

উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। (৪৭) এবং তাহারা যেন এই অনুযোগ করিতে না পারে যখন উহাদের কৃতকর্ম্মের শাস্তি আসিবে

أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا

আইদীহিম্‌ ফাইয়াক্বূলু রাব্বানা লাউ লা আর্‌ছাল্‌তা ইলাইনা রাছুলান

তখন তাহারা বলিবে—হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি কেন আমাদের নিকট রাস্‌ল প্রেরণ করেন নাই?

فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥ ৪৮- فَلَمَّا جَاءَ

ফানাত্তাবিয়া' আ-ইয়া‧তিকা ওয়া নাকূনা মিনাল্‌ মু'মিনীন্‌। ৪৮। ফালাম্মা জা‧আ

—তাহা হইলে আমরা আপনার নির্দ্দেশ অনুসারে চলিতাম এবং ধর্ম্মবিশ্বাসী হইতাম। (৪৮) অতঃপর যখন

(৪৬) কেননা হুজূর (সঃ) এর কোন সমবয়সী বন্ধু বান্ধব তাহাদের পিতা ও আত্মীয় স্বজন কোন নবী ও রাসূলের দর্শন লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহারা একজন নবী ও রাসূলের আবির্ভাবের প্রত্যাশায় উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল। তবে মহা নবী (সঃ) যখন আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন সেই লোকেরাই বাধ সাধিয়া বসিল। যেন নবী ও রাসূলের প্রতি তাহাদের কোন উৎসাহই নাই।

(বায়ানুল কোরআন)

هُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى ط

হুমুল্ হাক্ক্ু মিন্ ই'ন্দিনা কা লু লাউ লা উতিইয়া মিছ্লা মা উতিইয়া মূছা ;

আমার তরফ হইতে তাহাদের নিকট সত্যধর্ম্ম আনিল, তখন তাহারা বলিতে লাগিল—ইহাকে মূসার ন্যায় মো'জেযা প্রদান করা হয় নাই কেন ?

أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ج قَالُوا سِحْرَانِ

আওয়া লাম্ ইয়াক্ফুরূ বিমা উতিইয়া মূছা মিন্ ক্বাব্লু; ক্বা-লু ছিহ্রা-নি

ইতিপূর্ব্বে মূসাকে যাহা প্রদান করা হইয়াছিল তৎপ্রতি তাহারা কি ধর্ম্মদ্রোহীতা করে নাই।—তাহারা বলিল—ইহারা উভয়ে যাদুকর,

---

تَظَاهَرَا قف وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ○ ٤٩- قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ

তাজা-হারা, ওয়া ক্বা-লু ইন্না বিকুল্লিন্ কা-ফিরূন। ৪৯। ক্বুল্ ফা'তূ বিকিতা-বিম্

পরস্পর সাহায্যকারী ; আরও তাহারা বলিল—আমরা উভয়কেই অস্বীকার করি। (৪৯) হে নবী! তুমি বল—তবে আল্লাহর তরফ হইতে এরূপ কিতাব

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

মিন্ ই'ন্দিল্লাহি হুওয়া আহ্দা মিন্হুমা আত্তাবি'হু ইন্ কুন্তুম্ ছা-দিক্বীন।

আনয়ন কর যাহা উক্ত কিতাব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুপথ প্রদর্শনকারী হয় তবে আমি উহার অনুসরণ করিব, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٥٠- فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ط

ফাইল্লাম্ ইয়াছ্তাজীবু লাকা ফা'লাম্ আন্নামা ইয়াত্তাবিউ'না আহ্ওয়া-আহুম্ ;

(৫০) অতঃপর তাহারা যদি তোমার কথা অনুযায়ী না চলে তবে তুমি অবগত হও যে, তাহারা নিজ নিজ কু-প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে ;

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ

ওয়া মান্ আদ্বাল্লু মিম্ মানিত্তাবাআ' হাওয়া-হু বিগ্বাইরি হুদাম্ মিনাল্লাহি ; ইন্নাল্লাহা

যে ব্যক্তি আল্লাহর হেদায়েত ছাড়িয়া কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট পথভ্রষ্ট আর কে আছে ? নিশ্চয় আল্লাহ্

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ع ٥١ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ

লা ইয়াহ্দিল্ ক্বাউমাজ্ জা লিমীন। ع ৫১। ওয়া লাক্বাদ্ ওয়াছ্ছাল্না লাহুমুল্ ক্বাউলা

ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়কে সৎপথ দেখান না। (৫১) আমি তাহাদের নিকট নির্দ্দেশ প্রেরণ করিয়া আসিতেছি

ع ৫ — ৫ রুকু

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ٥ ٥٢- اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ

লাআ'ল্লাহুম্ ইয়া তাজাক্কারূন। ৫২। আল্লাজীনা আ-তাইনা-হুমুল্ কিতা বা মিন্

এই জন্য যে, তাঁহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। (৫২) যাহাদের নিকট ইতি পূর্ব্বে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রদান করিয়াছি

قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ٥ ٥٣- وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا

ক্বাব্‌লিহী হুম্ বিহী ইউ'মিনূন। ৫৩। ওয়া ইজা ইউত্‌লা আ'লাইহিম্ ক্বা-লূ

তাহারা উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। (৫৩) এবং যখন তাহাদিগকে উহা শ্রবণ করান হয় তখন বলে

اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ

আ-মান্না বিহী ইন্নাহুল্ হাক্‌কু মির্ রাব্বিনা ইন্না কুন্না মিন্ ক্বাব্‌লিহী

আমরা উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, নিশ্চয় উহা আমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে সত্য আমরা পূর্ব্ব হইতেই উহাকে

مُسْلِمِيْنَ ٥ ٥٤- اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا

মুছ্‌লিমীন। ৫৪। উলা-ইকা ইউ'তাউনা আজ্‌রাহুম্ মার্‌রাতাইনি বিমা ছাবারূ

মান্য করি। (৫৪)তাহাদিগকেই দ্বিগুণ পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হইবে যেমন তাহারা ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছে

وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ٥

ওয়া ইয়াদ্‌রাউনা বিল্ হাছানাতিছ্ ছাইয়্যিআতা ওয়া মিম্মা রাযাক্‌না-হুম্ ইউন্‌ফিক্বূন।

এবং সৎকার্য দ্বারা অসৎকার্য প্রতিরোধ করে ও আমার প্রদত্ত হইতে তাহারা ব্যয় করে।

٥٥- وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

৫৫। ওয়া ইজা ছামীউ'ল্ লাগ্‌ওয়া আ'রাদ্বূ আ'ন্‌হু ওয়া ক্বা-লু লানা আ'মা-লুনা ওয়া লাকুম্

(৫৫) এবং তাহারা যখন অপ্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করে তখন উহা হইতে তাহারা সরিয়া পড়ে এবং বলে— আমাদের কার্যসমূহ আমাদের জন্য এবং তোমাদের কার্যগুলি

(৫২) আহলে কিতাবের মধ্যে যাহারা পরবর্তীকালে ঈমান আনয়ন করিয়াছিল, তাহাদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তাহারা প্রকৃতই ঈমানদার ছিল। দ্বীন ও ঈমানের আহ্বানের সাড়া পাওয়া মাত্রই তাহারা উক্ত আহ্বানকে কবুল করিয়া লইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার নিফাক ছিল না। (জামেউল বয়ান)

أَعْمَالُكُمْ ز سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ز لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ۝ ٥٦- اِنَّكَ لَا

আ'মা-লুকুম্, ছালা-মুন্ আ'লাইকুমু লা নাব্তাগ্বিল্ জ্বা-হিলীন। ৫৬। ইন্নাকা লা
তোমাদের জন্য, তোমাদিগকে 'ছালাম' যেহেতু আমরা অজ্ঞদের সঙ্গলাভ চাহি না। (৫৬) হে নবী। তুমি

تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ج وَهُوَ اَعْلَمُ

তাহ্দী মান্ আহ্বাব্তা ওয়া লা-কিন্নাল্লাহা ইয়াহ্দী মাঁই ইয়াশা-উ, ওয়া হুওয়া আ'লামু
যাহাকে ইচ্ছা কর তাহাকে সৎপথে আনিতে পার না কিন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে সৎপথ প্রদান করেন, এবং তিনি

بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝ ٥٧- وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ

বিল্ মুহ্তাদীন। ৫৭। ওয়া ক্বা-লু ইন্ নাত্তাবিই'ল্ হুদা মাআ'কা নুতাখাত্ত্বাফ্ মিন্
সৎপথ প্রার্থীদিগকে ভালরূপে জানেন। (৫৭) এবং তাহারা বলে—যদি আমরা তোমার সহিত সত্যধর্ম্মের অনুসরণ করি তাহা হইলে আমাদিগকে দেশ হইতে

اَرْضِنَا ط اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى

আর্দ্বিনা ; আওয়া লাম্ নুমাক্কিল্লাহুম্ হারামান্ আ-মিনাঁই ইউজ্বা
বহিষ্কৃত করা হইবে। এবং আমি কি তাহাদের জন্য 'হরম'কে নিরাপদ বাসস্থান করি নাই

اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ

ইলাইহি ছামারা-তু কুল্লি শাই ইন্ রিয্ক্বাম্ মিল্লাদুন্না ওয়া লা কিন্না আক্ছারা
যেস্থানে প্রত্যেক প্রকারের ফল খাদ্যরূপে আমার তরফ হইতে টানিয়া আনা হয়? কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই

---

(৫৭) কোরেশ গোত্রের খেয়াল এই ছিল যে, যদি তাহারা কোরআনের উপর ইমান আনয়ন করে, তাহা হইলে ধর্মীয় বিভিন্নতার জন্য আশে পাশের লোকেরা তাহাদের দুশ্মন হইয়া যাইবে। তদুত্তরে আল্লাহ ফরমাইলেন যে, আল্লাহর সহিত দুশমনি করার ফলে যে সকল বস্তি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইতে আজাব প্রতিরোধ করিবার মত কেহই নাই। বস্তুতঃ মানুষের দুশমনী হইতে কোরেশগণ ভয় করিতেছে, কিন্তু এই দুশমনী প্রতিহত করিবার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। মূলতঃ আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের পয়গাম না পৌছাইয়া কোন বস্তিকে ধ্বংস করেন না। (ইবনে কাছির)

هُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ ٥٨- وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ج

হুম্ লা ইয়া'লামূন। ৫৮। ওয়া কাম্ আহ্‌লাক্‌না মিন্ ক্বার্‌ইয়াতিম্ বাত্বিরাত্ মায়ী'শাতাহা,

অবহিত নহে। (৫৮)এবং আমি এরূপ বহু লোকালয় বিনষ্ট করিয়াছি যাহা খাদ্য সম্ভারে অত্যধিক পূর্ণ ছিল,

فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيْلًا ط وَكُنَّا

ফাতিল্‌কা মাছা-কিনুহুম্ লাম্ তুছ্‌কাম্ মিম্ বা'দিহিম্ ইল্লা ক্বালীলা ; ওয়া কুন্না

অতএব ইহা তাহাদেরই বাসস্থান যাহাতে অতি অল্প লোকই বসবাস করে ; এবং পরিণামে

نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ○ ٥٩- وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ

নাহ্‌নুল্ ওয়া-রিছীন। ৫৯। ওয়া মা কা-না রাব্বুকা মুহ্‌লিকাল্ ক্বুরা হাত্তা ইয়াব্‌আ'ছা

আমিই উহার একমাত্র উত্তরাধিকারী। (৫৯) এবং তোমার প্রতিপালক কোন লোকালয় ধ্বংস করেন না, যতক্ষণ না প্রেরণ করেন

فِيْٓ أُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ج وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي

ফী উম্মিহা রাছূ'লাই ইয়াত্‌লূ আ'লাইহিম্ আ-ইয়া-তিনা, ওয়া মা কুন্না মুহ্‌লিকিল্

উহার কেন্দ্রস্থলে একজন রাসূল যিনি তাহাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনান আরও আমি ধ্বংস করি না

الْقُرٰٓى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ○ ٦٠- وَمَآ أُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ

ক্বুরা ইল্লা আহ্‌লুহা জা-লিমূন। ৬০। ওয়া মা উতীতুম্ মিন্ শাইয়িন্

কোন লোকালয়কে যতক্ষণ উহার অধিবাসীরা আমাকে অমান্য না করে। (৬০) আর যাহা তোমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে

(৫৯) বদরোছমের প্রতি সমর্থন যোগানোর ফলে অতিতের অনেক কওম ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। হজরত নূহ (আঃ) যিনি সর্ব প্রথম শরিয়তধারী নবী ছিলেন তাঁহার জমানা হইতে শুরু করিয়া ফেরাউনের ডুবিয়া মরা পর্যন্ত যে সকল দল আল্লাহর নবীগণের সহিত নাফরমানী করিবার দরুণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে তাহাদের বর্ণনা বিক্ষিপ্ত ভাবে পবিত্র কোরআনের অনেক স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা বর্তমান যুগের নাফরমানদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে। যেন তাহারা সতর্কতা অবলম্বন করে এবং দ্বীন ও ঈমানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কেননা নবী ও রাসূলের বিরোধিতার ফলে এই যুগেও আল্লাহর আজাব ও গজব আপতিত হওয়া বিচিত্র নহে। মূলতঃ পূর্ব্বের মত বর্তমান যুগের মানুষের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটিতে পারে। (ইবনে জারীর)

فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ج وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ

ফামাতা-উ'ল্ হাইয়া তিদ্দুনইয়া ওয়া যীনাতুহা, ওয়া মা ই'ন্দাল্লাহি খাইরু'উ

উহা পার্থিব সম্পদ ও জাগতিক মনোরম এবং যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট আছে তাহাই শ্রেষ্ঠ

وَّاَبْقٰى ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ع ٦١- اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا

ওয়া আব্ক্বা ; আফালা তা'ক্বিলুন। ع ৬১। আফামা'উ ওয়াআ'দ্না-হু ওয়া'দান্ হাছানান্

ও অবিনশ্বর। তোমরা কি বুঝিতেও অক্ষম? (৬১) ঐ ব্যক্তি তদ্রূপ আমি যাহাকে উৎকৃষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছি

ع ৬ — ৬ রুকু

فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ

ফাহুওয়া লা-ক্বীহি কামাম্ মাত্তা'না হু মাতা-আ'ল্ হাইয়া-তিদ্দুন্ইয়া ছুম্মা হুওয়া

অতএব সে পাইবেই, যদ্রূপ ঐ ব্যক্তি যাহাকে আমি পার্থিব সম্পদে সম্পদশালী করিয়াছি পুনরায় সে

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ○ ٦٢- وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ

ইয়াউমাল্ ক্বিইয়া-মাতি মিনাল্ মুহ্দ্বারীন। ৬২। ওয়া ইয়াউমা ইউনা-দীহিম্ ফাইয়া-ক্বূলু

কিয়ামতের দিন ধৃত অবস্থায় উপস্থাপিত হইবে? (৬২) এবং সেদিন তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন—

اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○ ٦٣- قَالَ الَّذِيْنَ

আইনা শুরাকা-ইয়াল্লাজীনা কুন্তুম্ তায্উ'মূন। ৬৩। ক্বালাল্লাজীনা

তাহারা কোথায় যাহাদিগকে তোমরা আমার সমকক্ষ জ্ঞান করিতে? (৬৩) যখন তাহাদের

حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ج

হাক্ক্বা আ'লাইহিমুল্ ক্বাউলু রাব্বানা হা-উলা-ইল্লাজীনা আগ্ওয়াইনা,

উপর অভিযোগ প্রমাণিত হইবে তাহারা বলিবে—হে আমাদের প্রতিপালক; আমরাই উহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছি,

اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ج تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ز مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا

আগ্ওয়াইনা-হুম্ কামা গ্বাওয়াইনা, তাবাররা'না ইলাইকা, মা কা-নূ য়িইয়্যা না

যেমন আমরা তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছি তেমন আমরাও পথভ্রষ্ট হইয়াছি; আমরা আপনার দরবারে নির্দ্দোষ,—তাহারা আমাদিগকে

(৬১) আল্লাহর ওয়াদাকে যাহারা যথাযথ পালন না করিয়া হাশরের মাঠে উপস্থিত হইবে, তাহাদিগকে শক্ত আজাব পাকড়াও করিবে। আল্লাহর এই আজাব হইতে নিস্তার পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। (ফত্হুল বয়ান)

يعبدون ○ ٦٤- وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

ইয়া'বুদুন। ৬৪। ওয়া ক্বীলাদ্‌উ' শুরাকা-আকুম্‌ ফাদাআ'উহুম্‌ ফালাম্‌ ইয়াছ্‌তাজ্বীবূ লাহুম্‌

পূজা করিত না। (৬৪) আর অংশীবাদীগণকে বলা হইবে—তোমাদের উপাস্যগণকে আহবান কর অতঃপর তাহারা আহবান করিবে তখন তাহারা তাহাদের কোন উত্তর দিবে না।

وراوا العذاب ج لو انهم كانوا يهتدون ○ ٦٥- ويوم يناديهم

ওয়া রাআউল্‌ আ'জা ব, লাউ আন্নাহুম্‌ কা-নু ইয়াহ্‌তাদুন। ৬৫। ওয়া ইয়াউমা ইউনা দীহিম্‌

এবং প্রত্যেক্ষ করিবে শাস্তি, এবং আকাঙ্খা করিবে যে তাহাহা যদি সৎপথ পাইত। (৬৫) এবং সেদিন তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন—

فيقول ماذا اجبتم المرسلين ○ ٦٦- فعميت عليهم

ফাইয়াক্বুলু মা জা আজ্বাব্‌তুমুল্‌ মুর্‌ছালীন। ৬৬। ফাআ'মিইয়াত্‌ আ'লাইহিমুল্‌

তোমরা রাসূলগণের ধর্ম্মের আহবানে কি উত্তর দিয়াছিলে? (৬৬) অতঃপর সেদিন তাহারা

الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون ○ ٦٧- فاما من تاب

আম্বা উ ইয়াউমাইজিন্‌ ফাহুম্‌ লা ইয়াতাছা-আলুন। ৬৭। ফাআম্মা মান্‌ তা-বা

কোন কথা বলিবার পথ পাইবে না—অতএব তাহারা পরস্পর কথোপকথন করিতে পারিবে না। (৬৭) কিন্তু যে ব্যক্তি তওবা করিল

وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين ○

ওয়া আ-মানা ওয়া আ'মিলা ছা-লিহান্‌ ফাআ'ছা আঁই ইয়াকূনা মিনাল্‌ মুফ্‌লিহীন।

ও ধর্ম্মবিশ্বাসী হইয়া সৎকার্য করিল আসা করা যায়, সে নিস্তার পাইবে

٦٨- وربك يخلق ما يشاء ويختار ط ما كان لهم

৬৮। ওয়া রাব্বুকা ইয়াখ্‌লুকু মা ইয়াশা-উ ওয়া ইয়াখ্‌তার ; মা কা-না লাহুমুল্‌

(৬৮) এবং হে নবী। তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন ; তাহাদের

---

(৬৬) এই আয়াতের বর্ণিত 'আম্বাআ' শব্দের অর্থ সম্পর্কে হজরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, উহার অর্থ হইল দলীল সমূহ। অর্থাৎ সকল প্রকার দলীল বন্ধ হইয়া যাইবে। আল্লাহর ভয়ে কেহ কাহাকেও প্রশ্ন করিবে না। কারণ তাহাদের মনের মধ্যে কঠিন ভয় দেখা দিবে। অথবা সকল অপরাধীরা এই মনে করিবে যে, আমরা যেমন অপরাধী, তাহারাও তদ্রূপ অপরাধী। সুতরাং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আর কি হইবে? কোন রকম সাহায্যের আশাই আর নাই। (ইব্‌নে কাছির)

الْخِيَرَةُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ٥ ٦٩- وَرَبُّكَ

খিইয়ারাহ্ ; ছুব্‌হা-নাল্লাহি তাআ'লা আ'ম্মা ইউশ্‌রিকূন। ৬৯। ওয়া রাব্বুকা
ইহাতে কোন নির্বাচনাধিকার নাই। তাহারা যে বিষয়ে আল্লাহর শরীক করিতেছে আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র ও বহু উর্দ্ধে। (৬৯) এবং তোমার প্রতিপালক

يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ٥ ٧٠- وَهُوَ اللّٰهُ لَآ

ইয়া'লামু মা তুকিন্নু ছুদুরুহুম্ ওয়া মা ইউ'লিনুন। ৭০। ওয়া হুওয়াল্লাহু লা
জানেন যাহা তাহাদের অন্তর সমূহ গোপন করে এবং যাহা তাহারা প্রকাশ করে। (৭০) এবং তিনিই আল্লাহ্

اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ز وَلَهُ الْحُكْمُ

ইলা হা ইল্লা হু ; লাহুল্ হাম্‌দু ফিল্ উলা ওয়াল্ আ খিরাহ্, ওয়া লাহুল্ হুক্‌মু
তিনি ব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই? তাঁহারই জন্য ইহকাল ও পরকালের প্রশংসা এবং তাঁহারই জন্য রাজাধিপত্য

وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ٥ ٧١- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ

ওয়া ইলাইহি তুর্‌জাউ'ন। ৭১। ক্বুল্ আরাআইতুম্ ইন্ জ্বাআ'লাল্লাহু অ'লাইকুমুল্
এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। (৭১) তুমি বল—তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ যদি আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্য

الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ

লাইলা ছার্‌মাদান্ ইলা ইয়াউমিল্ ক্বিইয়া-মাতি মান্ ইলা-হুন্ গ্বাইরুল্লাহি
রাত্রিকে কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী করেন তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে যে সে

يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ ط اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ٥ ٧٢- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ

ইয়া'তীকুম্ বিদ্বিইয়া-ই ; আফালা তাছ্‌মাউ'ন। ৭২। ক্বুল্ আরাআইতুম্ ইন্
দিবালোক আনয়ন করিতে পারে? তোমরা শ্রবণ করিতেছে না কেন। (৭২) তুমি বল তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ,

جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ

জ্বাআ'লাল্লাহু আ'লাইকুমুন্নাহা-রা ছার্‌মাদান্ ইলা ইয়াউমিল্ ক্বিইয়া-মাতি মান্
যদি আল্লাহ তোমাদের জন্য দিনকে কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী করেন তবে

(৭০) এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহকাল এবং পরকালের অধিপত্য শুধু মাত্র আল্লাহর কুদরতের হাতেই ন্যস্ত রহিয়াছে। তাঁহার ব্যতীত অন্যের কোন প্রকার আধিপত্য নাই এবং থাকিবেও না। (মোজেহুল কোরআন)

إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا

ইলা-হুন্ গাইরুল্লাহি ইয়া'তীকুম্ বিলাইলিন্ তাছ্কুনূনা ফীহি ; আফালা

আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে যে, তোমাদের জন্য রাত্রি আনয়ন করিতে পারে যাহাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ করিতে পার ? তোমরা কি

تُبْصِرُونَ ٧٣ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا

তুব্ছিরূন। ৭৩। ওয়া মির্ রাহ্মাতিহী জ্বাআ'লা লাকুমুল্ লাইলা ওয়ান্নাহা-রা লিতাছ্কুনূ

দেখিতেছ না ? (৭৩) তিনি স্বীয় করুণায় তোমাদের জন্য দিবারাত্র সৃজন করিয়াছেন, উহাতে বিশ্রামের জন্য

فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٤ وَيَوْمَ

ফীহি ওয়া লিতাব্তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী ওয়া লাআ'ল্লাকুম্ তাশ্কুরূন। ৭৪। ওয়া ইয়াউমা

এবং দিবাভাগে তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর এই জন্য যে, তোমরা তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৭৪) এবং সেদিন

يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

ইউনা-দীহিম্ ফাইয়া'কূলু আইনা শুরাকা-ইয়াল্লাজীনা কুন্তুম্ তায্উ'মূন।

তিনি আহবান করিয়া বলিবেন তাহারা কোথায় যাহাদিগকে তোমরা আমার সমকক্ষ মনে করিতে ?

٧٥ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا

৭৫। ওয়া নাযা'না মিন্ কুল্লি উম্মাতিন্ শাহীদান্ ফাক্বুল্না হা-তূ বুর্হা-নাকুম্ ফাআ'লিমূ

(৭৫) এবং আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে একজন সাক্ষীকে পৃথক করিয়া লইয়া বলিব তোমাদের প্রমাণ আনয়ন কর, তখন তাহারা অবগত হইবে যে

أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ع ٧٦ إِنَّ قَارُونَ

ع ৭ — ৭ রুকু আন্নাল্ হাক্ব্কা লিল্লাহি ওয়া দ্বাল্লা আ'ন্হুম্ মা কা-নূ ইয়াফ্তারূন। ع ৭৬। ইন্না ক্বা-রূনা

নিশ্চয় সত্য আল্লাহরই জন্য এবং তাহাদের সমস্ত মিথ্যা দোষারোপ দূরীভূত হইবে। (৭৬) নিশ্চয় কারুন

كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا

কা-না মিন্ ক্বাউমি মূছা ফাবাগা' আ'লাইহিম্, ওয়া আ-তাইনা হু মিনাল্ কুনূযি মা

মূছার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল তৎপর সে তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল ; এবং আমি তাহাকে এত ধনভাণ্ডার প্রদান করিয়াছিলাম যে,

إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ

ইন্না মাফা তিহাহু লাতানূউ বিল্‌উ'ছ্‌বাতি উলিল্‌ ক্বূউওয়াহ ; ইজ্‌ ক্বা-লা লাহু

কয়েকজন বলশালী পুরুষ উহার চাবিগুলি অতিকষ্টে বহন করিত। যখন তাহাকে তাহার

قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ○ ٧٧- وَابْتَغِ

ক্বাউমুহু লা তাফ্‌রাহ্ ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বুল্ ফারিহীন। ৭৭। ওয়াব্‌তাগ্বি

সম্প্রদায় বলিল তুমি উল্লাসিত হইও না নিশ্চয় আল্লাহ উল্লাসকারীদের পছন্দ করেন না। (৭৭) এবং তুমি

فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

ফীমা আ-তা-কাল্লাহুদ্দা-রাল্ আ-খিরাতা ওয়া লা তান্‌ছা নাছীবাকা মিনাদ্দুন্‌ইয়া

আল্লাহর প্রদত্ত পরকালের আবাস অনুসন্ধান কর এবং জগতে তোমার অংশ ভুলিও না।

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ط

ওয়া আহ্‌ছিন্ কামা আহ্‌ছানাল্লাহু ইলাইকা ওয়া লা তাব্‌গ্বিল্ ফাছা-দা ফিল্ আর্‌দ্বি

এবং তুমি পরোপকার কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি উপকার করিয়াছেন এবং দেশে শান্তিভঙ্গ করিয়া বেড়াইও না;

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ○ ٧٨- قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى

ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বুল্ মুফ্‌ছিদীন। ৭৮। ক্বা-লা ইন্নামা উতীতুহু আ'লা

নিশ্চয় আল্লাহ্ শান্তিভঙ্গকারীগণকে পছন্দ করেন না। (৭৮) সে বলিল আমার লব্ধজ্ঞান বলে আমি উহা

عِلْمٍ عِنْدِي ط أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ

ই'ল্‌মিন্ ই'ন্‌দী ; আওয়া লাম্ ইয়া'মু আন্নাল্লাহা ক্বাদ্ আহ্‌লাকা মিন্ ক্বাব্‌লিহী

প্রাপ্ত হইয়াছি। সে কি জানিত না যে আল্লাহ তাহার পূর্বে বিনষ্ট করিয়াছেন

مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ط

মিনাল্ ক্বুরূনি মান্ হুওয়া আশাদ্দু মিন্‌হু ক্বূউওয়াতাঁউ ওয়া আক্‌ছারু জ্বাম্‌আ ;

এমন বহু গোত্রকে যাহারা তাহার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও সঞ্চয়কারী ছিল।

(২৮) কারুন উত্তর করিয়াছিল যে, আমাকে যোগ্য হিসাবেই আল্লাহতাআলা সম্পদ দান করিয়াছেন। সে আরও বলিত যে আল্লাহ আমার বন্ধু। এই জন্যই আমার ভয়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু তাহার এই মিথ্যা অহংকার ও দাবীর দরুণ সে নিজের ধ্বংসকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। ধন ও সম্পদ তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। (ইবনে তাইমিয়া)

وَلَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ٥ ٧٩- فَخَرَجَ عَلٰى

ওয়া লা ইউছ্‌য়ালু আ'ন্ জুনূবিহিমুল্‌ মুজ্‌রিমূন। ৭৯। ফাখারাজ্বা আ'লা

এবং পাপীদের অপরাধ সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদও করা হইবে না। (৭৯) অতঃপর সে

قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ط قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

ক্বাউমিহী ফী যীনাতিহী ; ক্বা-লাল্লাজীনা ইউরীদুনাল হাইয়া-তাদ্দুন্‌ইয়া

আড়ম্বরের সহিত স্বীয় সম্প্রদায়ের দিকে বহির্গত হইল। পার্থিব জীবনাকাঙ্খীরা বলিতে লাগিল—

يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ قَارُوْنُ لا اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ٥

ইয়া-লাইতা লানা মিছ্‌লা মা উতিইয়া ক্বা-রূনা ইন্নাহু লাজু হাজ্জিন্ আ'জীম।

পরিতাপ। কারূনের মত যদি আমাদিগকে প্রদত্ত হইত। নিশ্চয় সে খুব সৌভাগ্যশালী।

٨٠- وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ

৮০। ওয়া ক্বা-লাল্লাজীনা উতুল ই'ল্‌মা ওয়াইলাকুম ছাওয়াবুল্লাহি খাইরুল্‌ লিমান আ-মানা

(৮০) এবং যাহারা জ্ঞানসম্পদে সম্পদশালী তাহারা বলিতে লাগিল—হে হতভাগাগণ। আল্লাহর পূণ্য প্রতিদান তাহাদের জন্য শ্রেষ্ঠ যাহারা ধর্ম্মবিশ্বাস করিয়া

وَعَمِلَ صَالِحًا ج وَلَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ٥ ٨١- فَخَسَفْنَا

ওয়া আ'মিলা ছা-লিহা, ওয়া লা ইউলাক্ব্‌ক্বা-হা ইল্লাছ্‌ ছা-বিরূন। ফাখাছাফ্‌না

সৎকার্য করিয়াছে, এবং ইহা ধৈর্য্যশীলগণই পাইয়া থাকে। (৮১) অতঃপর আমি

بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ قف فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ

বিহী ওয়াবিদা-রিহিল্‌ আর্‌দ্বা ; ফামা কা-না লাহু মিন্ ফিয়াতিʼই ইয়ানছুরূনাহু মিন্

তাহাকে ও তাঁহার অট্টালিকাকে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিলাম, তারপর আল্লাহ ব্যতীত তাহার এমন কোন দল ছিল না যে,

دُوْنِ اللّٰهِ ق وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ٥ ٨٢- وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا

দূনিল্লাহি, ওয়ামা কা-না মিনাল মুন্‌তাছিরীন। ৮২। ওয়া আছ্‌বাহাল্লাজীনা তামান্নাউ

তাহাকে সাহায্য করে, এবং কোন প্রতিরোধকারীও ছিল না। (৮২) যাহারা গতকল্য স্থান পাওয়ার আকাঙ্খা করিয়াছিল।

(৮১) আল্লাহর নির্দেশে মাটি কারুনও তাহার ধন-সম্পদ এবং দালান কোঠা গ্রাস করিয়া ফেলিল। আস্তে আস্তে সে ও তাঁহার দালান কোঠা এমন ভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল যে, পরবর্তীকালে কেহই তাঁহার নাম নিশানাও নির্ণয় করিতে পারিল না। ইহাই সবচেয়ে বড় নছিহত। (মাদারেক)

مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ

মাকা-নাহু বিল্‌আম্‌ছি ইয়াক্বূলুনা ওয়াই কাআন্নাল্লাহা ইয়াব্‌ছুত্বুর রিয্‌ক্বা লিমাই
তাহারা প্রভাতে বলিতে লাগিল—হায়। আল্লাহ্‌ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে প্রচুর আহার্য্য দেন,

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا

ইয়াশা-উ মিন্ ই'বা-দিহী ওয়া ইয়াক্‌দির্, লাউ লা আম্মান্নাল্লাহু আ'লাইনা
অথবা অপ্রচুর দেন, যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ না করিতেন

لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ع ٨٣- تِلْكَ

লাখাছাফা বিনা ওয়াই কাআন্নাহু লাইউফ্‌লিহুল কা-ফিরূন। ع ৮৩। তিল্‌কাদ
তবে আমরাও কারূনের মত মৃত্তিকায় প্রোথিত হইতাম। হায়! ধর্মদ্রোহীগণ সুফল প্রাপ্ত হইবে না।

ع ৮ — ৮ রুকু

الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ

দা-রুল্‌ আ-খিরাতু নাজ্‌আ লুহা লিল্লাজীনা লা ইউরীদুনা উ'লুউওয়ান ফিল আর্‌দ্বি
(৮৩) ইহা পরকালের আবাসস্থল আমি উহা তাহাদিগকে দিব যাহারা পৃথিবীতে গর্ব্বাহঙ্কার

وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٥ ٨٣- مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ

ওয়া লা ফাছা-দা ; ওয়াল আ-ক্বিবাতু লিল্‌ মুত্তাক্বীন। ৮৪। মান জ্বা-আ বিল হাছানাতি
ও অশান্তি সৃষ্টি করিতে চাহে না। আর খোদাভীরুগণের জন্যই উত্তম পরিণতি। (৮৪) যে সৎক্রিয়াসহ উপস্থিত হইবে

فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ج وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ

ফালাহু খাইরুম মিন্‌হা, ওয়া মান্‌ জ্বা-আ বিছ্‌ ছায়্যিআতি ফালা ইউজ্ব্‌যাল্লাজীনা
তাহার জন্য তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিদান রহিয়াছে, আর যে ব্যক্তি অসৎক্রিয়াসহ উপস্থিত হইবে অনন্তর তাহারা ঠিক

(৮৪) এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পুণ্যের বিনিময়ে পুণ্য প্রদানের ওয়াদা করিয়াছেন। কিন্তু পাপের কথা এই জন্য উল্লেখ করেন নাই, হয়ত বান্দার ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা উক্ত পাপ আল্লাহ মাফ করিয়া দিবেন। কিন্তু কৃতকর্মের বেশী আজাব কাহাকেও আল্লাহ দিবেন না। (ফতহুল বয়ান ও ইবনে কাছির)

عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ٥ ٨٥- اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ

আ'মিলুছ্ ছায়্যিআতি ইল্লা মা কা-নূ ইয়া'মালুন। ৮৫। ইন্নাল্লাজী ফারাদ্বা
তদ্রূপ প্রতিফল পাইবে যেমন অসৎকার্য তাহারা করিত। (৮৫) হে নবী। নিশ্চয় যিনি তোমার প্রতি কোরআনের নির্দ্দেশ

عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ط قُلْ رَّبِّىْٓ اَعْلَمُ مَنْ

আ'লাইকাল কুর্আ-না লারা-দ্দুকা ইলা মাআ'-দ; কুল্ রাব্বী আ'লামু মান্
ফরজ করিয়াছেন অবশ্য তিনি তোমাকে গন্তব্যস্থলে প্রত্যাবর্ত্তিত করিবেন; তুমি বল—আমার প্রতিপালক ভালরূপে অবগত আছেন—

جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ٥ ٨٦- وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا

জ্বা-আ বিল্ হুদা ওয়া মান হুওয়া ফী দ্বালালিম্ মুবীন। ৮৬। ওয়া মা কুন্তা তার্জ্বূ
কে সত্যধর্ম্মে সমাসীন এবং কে স্পষ্ট পথভ্রান্তিতে পতিত। (৮৬) তোমার এই আশাও ছিল না যে,

اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ

আঁই ইউল্কা ইলাইকাল কিতা-বু ইল্লা রাহ্মাতাম্ মির্ রাব্বিকা ফালা তাকূনান্না
তোমার প্রতি ধর্ম্ম গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হইবে, কিন্তু তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে অতঃপর তুমি অবশ্য

ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ز ٨٧- وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ

জাহীরাল লিল্ কা-ফিরীন্। ৮৭। ওয়ালা ইয়াছুদ্দান্নাকা আ'ন্ আ-ইয়া তিল্লাহি বা'দা
ধর্ম্মদ্রোহীদের পক্ষপাতী হও না। (৮৭) এবং তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার পর

اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ج

ইজ্ উন্যিলাত্ ইলাইকা ওয়াদ্উ' ইলা রাব্বিকা ওয়া লা তাকূনান্না মিনাল্ মুশ্রিকীন্।
তাহারা যেন তোমাকে কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিরত না রাখিতে পারে এবং তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর, এবং তুমি অবশ্য অংশীবাদীদের অন্তর্গত হইও না।

(৮৫) এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, পবিত্র কোরআনের নির্দেশাবলী আল্লাহ ফরজ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং যাহারা এই নির্দেশ নামাকে পালন করিবে, তাহারা অবশ্যই তাহাদের শেষ গন্তব্যস্থল জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রত্যাবর্তিত হইবে। কিন্তু যাহারা নির্দেশ পালন করিবে না, তাহারা গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পারিবে না এবং আল্লাহর রহমত লাভ করিবে না। (ইবনে জ্বারীর)

৮৮- وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ قف كُلُّ

৮৮। ওয়া লা তাদউ' মাআ'ল্লাহি ইলা-হান আ-খারা লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়া ; কুল্লু

(৮৮) এবং তুমি আল্লাহর সহিত আর কোন উপাস্যকে আহ্বান করিও না। তিনি ব্যতীত অন্য কেহই উপাস্য নাই।

شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ط لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ع

শাইয়িন, হা-লিকুন ইল্লা ওয়াজ্হাহু ; লাহুল হুক্মু ওয়া ইলাইহি তুর্জাউ'ন।

তাঁহার অস্তিত্ব ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তাঁহারই জন্য বিচারাধিপত্য এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে হইবে।

৭ | ৯ রুকু

ছুরায়ে—আন্কাবুৎ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ০ বিছ্মিল্লাহির্ রাহ্মানির্ রাহীম অতি দয়াময় ও পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	এই ছুরায় ৭ রুকু ও ৬৯ আয়াত।

১- الٓمّٓ ج ২- اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا

১। আলিফ, লা-ম মী-ম। ২। আহাছিবান্না-ছু আঁই ইউত্রাকূ আঁই ইয়াকূলু

(১) আলিফ লা—ম—মী—ম। (২) মানুষেরা ইহাই কি মনে করিয়াছে যে, আমরা ঈমান আনিলাম এই কথা বলিলেই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে—

اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ০ ৩- وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

আ-মান্না ওয়াহুম লা ইউফ্তানুন্। ৩। ওয়া লাক্বাদ্ ফাতান্নাল্লাজীনা মিন্ কাব্লিহিম

এবং তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না? (৩) নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি যাহারা

فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ০ ৪- اَمْ

ফালাইয়া'লামান্নাল্লাহুল্লাজীনা ছাদাক্বূ ওয়া লাইয়া'লামান্নাল্ কা-জিবীন। ৪। আম্

তাহাদের পূর্ব্ব'বর্তী ছিল, সুতরাং কাহারা সত্যবাদী তাহাদিগকে নিশ্চয় আল্লাহ জানিয়া রাখিবেন এবং যাহারা মিথ্যাবাদী তাহাদিগকে ও তিনি ভাল ভাবে জানিয়া রাখিবেন।

حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ط سَآءَ مَا

হাছিবাল্লাজীনা ইয়া'লামূনাছ্ ছায়্যিআ-তি আঁই ইয়াছ্বিকূনা ; ছা-য়া মা

(৪) যাহারা অসৎকার্য করে তাহারা কি ভাবিয়া দেখিয়াছে যে তাহারা আমার আয়াতের বাহিরে যাইবে ; তাহারা অতি মন্দ

يَحْكُمُونَ ○ ٥ - مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ط

ইয়াহ্‌কুমূন। ৫। মান কা-না ইয়ারজু লিক্বা-আল্লাহি ফাইন্না আজ্বালাল্লাহি লাআ-ত্‌;

বিবেচনা করিতেছে। (৫) যে ব্যক্তি পরকালে আল্লাহর সাক্ষাতের আশা পোষণ করে সুতরাং আল্লাহর নিরূপিত সময় নিশ্চয় আসিবে;

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ ٦ - وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ط

ওয়া হুওয়াছ্‌ ছামীউ'ল আ'লীম। ৬। ওয়া মান জ্বা-হাদা ফাইন্নামা ইউজ্বা-হিদু লিনাফ্‌ছিহ;

আর তিনি সর্ব্বশ্রোতা। (৬) এবং যে ব্যক্তি প্রচেষ্টা করে নিশ্চয় সে নিজ মঙ্গলের জন্যই প্রচেষ্টা করে।

اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○ ٧ - وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

ইন্নাল্লাহা লাগ্বানিইয়্যিউন আ'নিল্‌ আ'-লামীন্‌। ৭। ওয়াল্লাজীনা আ-মানু ওয়া আ'মিলুছ্‌

নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্ব জগতের মুখাপেক্ষী নহেন। (৭) এবং যাহারা ধর্ম্ম-বিশ্বাস করিয়া সৎকার্য করিল

الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

ছা-লিহা-তি লানুকাফ্‌ফিরান্না আ'ন্‌হুম ছায়্যিআ-তিহিম ওয়ালা নাজ্‌যিইয়ান্নাহুম

নিশ্চয় আমি তাহাদের অপরাধসমুহ বিদুরিত করিয়া দিব এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিব

اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ ٨ - وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

আহ্‌ছানাল্লাজী কা-নু ইয়া'মালুন। ৮। ওয়া ওয়াছ্‌ ছাইনাল ইন্‌ছা-না বিওয়া লিদাইহি

তাহারা যাহা করিত। (৮) এবং আমি পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার জন্য মানুষকে আদেশ দিয়াছি

حُسْنًا ط وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ

হুছ্‌না; ওয়া ইন্‌ জ্বা-হাদা-কা লিতুশ্‌রিকা বী মা লাইছা লাকা বিহী ই'ল্‌মুন্‌

কিন্তু যদি তাহারা উভয়ে তোমাকে এমন বস্তুর সহিত আমার অংশী স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর হয় যাহার সম্বন্ধে তোমার জানা নাই

فَلَا تُطِعْهُمَا ط اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

ফালা তুত্বী'হুমা; ইলাইয়্যা মার্‌জিউ'কুম্‌ ফাউনাব্বিউকুম বিমা কুন্‌তুম

তাহা হইলে তুমি তাহাদের কথা মানিও না। আমারই নিকট তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে অতঃপর আমি তোমাদের কৃতকার্য সমূহ বলিয়া দিব।

تعملون ○ ٩- والذين امنوا وعملوا الصلحت لندخلنهم

তা'মালুন। ৯। ওয়াল্লাজীনা আ-মানূ ওয়া আ'মিলুছ ছা লিহা-তি লানুদ্‌খিলান্নাহুম্

(৯) এবং যাহারা ধর্মবিশ্বাস করিয়া সৎকার্য করিল আমি নিশ্চয় তাহাদিগকে সাদাচারীদের মধ্যে পরিগণিত করিব।

في الصلحين ○ ١٠- ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي

ফীছ্ ছা-লিহীন। ১০। ওয়া মিনান্না-ছি মাঁই ইয়াক্বূলু আ-মান্না বিল্লাহি ফাইজা উজিইয়া

(১০) লোকদের মধ্যে কেহ কেহ বলে আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি অতঃপর যখন সে আল্লাহর পথে কষ্টে পতিত হয়

في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ط ولئن جاء نصر

ফিল্লাহি জ্বাআ'লা ফিত্‌নাতান্নাছি কাআ'জা-বিল্লাহি ; ওয়ালা ইন্ জ্বা-আ নাছ্‌রুম্

তখন মানব প্রদত্ত কষ্টকে আল্লাহর শাস্তির সমতুল্য মনে করে ; এবং যদি তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে সাহায্য

من ربك ليقولن انا كنا معكم ط اوليس الله باعلم

মির্ রাব্বিকা লাইয়াক্বূলুন্না ইন্না কুন্না মাআ'কুম ; আওয়া লাইছাল্লাহু বিআ'লামা

উপনীত হয় অবশ্য তাহারা বলিবে—আমরা তোমাদেরই সঙ্গে ছিলাম। আল্লাহ কি

بما في صدور العلمين ○ ١١- وليعلمن الله الذين امنوا

বিমা ফী ছদুরিল আ'-লামীন। ১১। ওয়া লাইয়া'লামান্নাল্লাহুল্লাজীনা আ-মানূ

বিশ্বজগতের অন্তরের কথা খুবই পরিজ্ঞাত নহেন? (১১) এবং নিশ্চয় আল্লাহ জ্ঞাত আছেন কাহারা ধর্ম'বিশ্বাসী

وليعلمن المنفقين ○ ١٢- وقال الذين كفروا للذين

ওয়া লাইয়া'লামান্নাল্ মুনা-ফিক্বী-ন। ১২। ওয়া ক্বা-লাল্লাজীনা কাফারূ লিল্লাজীনা

এবং তিনি জ্ঞাত আছেন কাহারা কপটচারী। (১২) এবং যাহারা ধর্মদ্রোহী তাহারা ধর্মবিশ্বাসীদের বলিল

امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطيكم ط وما هم بحملين من

আ-মানূত্তাবিউ' ছাবীলানা ওয়াল্‌নাহ্‌মিল্ খাত্বা-ইয়া-কুম ওয়া মা হুম বিহা-মিলীনা মিন্

তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর এবং আমরা তোমাদের গোনাহসমূহের ভার বহন করিবে। বস্তুতঃ নিশ্চয় তাহারা তাহাদের কিছুমাত্র গোনাহ

(১২) আল্লাহর কতিপয় নাফরমান বান্দা এমনও আছে যাহারা বলিয়া থাকে যে, তোমরা আমাদের জন্য আফশোস করিও না। কারণ তোমাদের পাপের বোঝা আমারাই বহন করিব। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। এই যুগেও অনেব লোক এই ধরণের জঘন্য কথা বলিয়া থাকে। (মোজেহুল কোরআন)

خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَىْءٍ ط اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○ ١٣- وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ

খাত্বা-ইয়া-হুম মিন্ শাইয়িন ইন্নাহুম লাকা-জিবুন্। ১৩। ওয়া লাইয়াহ্‌মিলুন্না আছ্‌ক্বা-লাহুম

বহনকারী নহে। নিশ্চয় তাহারা অতিশয় মিথ্যাবাদী। (১৩) এবং অবশ্য তাহারা স্ব স্ব বোঝা বহন করিবে

وَاَثْقَالاً مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ز وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

ওয়া আছ্‌ক্বা-লাম মাআ' আছ্‌ক্বা-লিহিম ; ওয়া লা ইউছ্‌আলুন্না ইয়াউমাল ক্বিইয়া-মাতি

তাহাদের বোঝার সহিত আরও বোঝা, এবং কেয়ামতের দিন নিশ্চয় তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে

ع
১
—
১
রুকূ

عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ع ١٤- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ

আ'ম্মা কা-নু ইয়াফ্‌তারূন। ع ১৪। ওয়া লাক্বাদ আর্‌ছাল্‌না নূহান ইলা ক্বাউমিহী ফালাবিছা

যাহা তাহারা মিথ্যা দোষারোপ করিত। (১৪) এবং নিশ্চয় আমি নুহকে নবীরূপে তাঁহার সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরণ করিলাম, অতঃপর

فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ط فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ

ফীহিম্ আল্‌ফা ছানাতিন ইল্লা খাম্‌ছীনা আ'-মা ; ফাআখাজাহুমুত্ ত্বূফা-নু

তিনি তাহাদের সহিত সাড়ে নয় শত বৎসর অবস্থান করিলেন। তারপর তাহাদিগকে ঝড়ে আক্রান্ত করে

وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ○ ١٥- فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ

ওয়া হুম জা-লিমুন। ১৫। ফাআন্‌জাইনা-হু ওয়া আছ্‌হা-বুছ্ ছাফীনাতি ওয়া জাআ'ল্‌না-হা

এমন অবস্থায় যে তাহারা অসৎকার্যে লিপ্ত ছিল। (১৫) অতঃপর আমি তাঁহাকে ও জাহাজের আরোহি-গণকে রক্ষা করিলাম ; আর আমি

اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ ١٦- وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ

আ-ইয়াতাল লিল্ আ'লামীন। ১৬। ওয়া ইব্‌রা-হীমা ইজ্ ক্বা-লা লিক্বাউমিহিবুদুল্লাহা

উহা বিশ্বজগতের জন্য শিক্ষাপ্রদ করিলাম। (১৬) আর হে নবী! যখন ইব্রাহীম স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিলেন—তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর

وَاتَّقُوْهُ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ ١٧- اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ

ওয়াত্তাক্বুহু ; জা-লিকুম খাইরুল্লাকুম ইন্ কুন্তুম তা'লামূন। ১৭। ইন্নামা তা'বুদুনা

এবং তাঁহাকে ভয় কর ; ইহাতে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত আছে যদি তোমরা জ্ঞানী হও। (১৭) ইহাই সুনিশ্চিত যে, তোমরা

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ط اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ

মিন্ দূনিল্লাহি আওছা-নাও ওয়া তাখ্‌লুক্বূনা ইফ্‌কা, ইন্নাল্লাজীনা তা'বুদূনা মিন্‌
আল্লাহকে ছাড়িয়া মূর্ত্তিসমূহের উপাসনা করিতেছ আর মিথ্যা কল্পনার সৃষ্টি করিতেছ। নিশ্চয় তোমরা

دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ

দূনিল্লাহি লা ইয়াম্‌লিকূনা লাকুম রিয্‌ক্বান্ ফাবতাগূ ই'ন্‌দাল্লাহির রিয্‌ক্বা ওয়া'বুদূহু
আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহাদের উপাসনা করিতেছ তাহারা তোমাদের আহার্য্য দিতে সক্ষম নহে, অতএব তোমরা আল্লাহর নিকট আহার্য্য প্রার্থনা কর এবং তোমরা তাঁহারই উপাসনা কর

وَاشْكُرُوْا لَهٗ ط وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ ١٧- وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ

ওয়াশ্‌কুরূ লাহু ওয়া ইলাইহি তুর্‌জাউ'ন। ১৮। ওয়া ইন্ তুকাজ্জিবু ফাক্বাদ কাজ্জাবা
ও তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁহারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। (১৮) আর যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে কর তবে নিশ্চয়

اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ط وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

উমামুম্ মিন্ ক্বাব্‌লিকুম ওয়া মা আ'লার রাছূলি ইল্লাল বালা-গুল মুবীন।
তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বহু সম্প্রদায় স্ব স্ব নবীকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়াছিল। রাসূলগণের কার্য হইতেছে স্পষ্টরূপে উপস্থাপিত করা।

١٩- اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ط اِنَّ

১৯। আ ওয়া লাম ইয়ারাউ কাইফা ইউব্‌দিউল্লাহু খা্লাক্বা ছুম্মা ইয়াই'দুহূ ; ইন্না
(১৯) তাহারা কি লক্ষ্য করে নাই যে, আল্লাহ্ কিরূপে সৃষ্টিকে প্রথমে সৃজন করিয়া আবার পুনঃ সৃষ্টি করিবেন ?

ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ ٢٠- قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ

জা-লিকা আ'লাল্লাহি ইয়াছীর। ২০। কুল ছীরূ ফিল আরূদ্বি ফান্‌জুরূ কাইফা বাদাআল্‌
নিশ্চয় ইহা আল্লাহর জন্য অতি সহজ। (২০) বল—তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া লক্ষ্য কর যে, কিরূপে তিনি

الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ

খাল্‌ক্বা ছুম্মাল্লাহু ইউন্‌শিউন নাশ্‌আতাল আ-খিরাহ্ ; ইন্নাল্লাহা আ'লা কুল্লি
প্রথমে সৃষ্টির গঠনারম্ভ করিলেন পুনরায় আল্লাহ শেষবার পরকালে জীবন্ত উঠাইবেন ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ

شَىْءٍ قَدِيْرٌ ج ٢١ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ

শাইয়িন কাদীর। ২১। ইউআ'জ্জিবু মা'ই ইয়াশা-উ ওয়া ইয়ারহামু মান
সর্ব্বশক্তিমান। (২১) তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে শাস্তি দিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি অনুগ্রহ

يَشَآءُ ج وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ○ ٢٢- وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ

ইয়াশা-উ, ওয়া ইলাইহি তুক্‌লাবুন। ২২। ওয়া মা আন্তুম বিমু'জিযীনা ফিল আর্‌দ্বি

করিলেন ; এবং তাঁহারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে। (২২) এবং নিশ্চয় তোমরা আল্লাহকে

وَلَا فِى السَّمَآءِ ز وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ع

ع ওয়ালা ফিছ্‌ ছামা-ই ওয়া মা লাকুম মিন দুনিল্লাহি মিঁউ ওয়ালিইয়িঁউ ওয়া লা নাছীর। ع

২ পৃথিবীতে আত্মগোপন করিয়া অথবা আকাশে উঠিয়া পরাজিত করিতে পার না যেহেতু আল্লাহ ব্যতীত

২ তোমাদের রক্ষক ও সাহায্যকারী আর কেহ নাই।

রুকু

٢٣- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖۤ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا

৩৩। ওয়াল্লাজীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তিল্লাহি ওয়া লিকা-ইহি উলা-ইকা ইয়ায়িছু

(২৩) এবং যাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ ও তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইবার বিষয় অমান্য করে, তাহারাই

مِنْ رَّحْمَتِىْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ ٢٤- فَمَا كَانَ جَوَابَ

মির্‌রাহ্‌মাতী ওয়া উলা-ইকা লাহুম আ'জা-বুন আলীম। ২৪। ফামা কা-না জ্বাওয়া-বা

আমার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইয়াছে এবং তাহাদেরই জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। (২৪) অতঃপর তাহার সম্প্রদায়ের ইহা ব্যতীত আর কোন উত্তর ছিল না

قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ

কাউমিহী ইল্লা আন্‌ কা-লুক্‌তুলুহু আউ হার্‌রিক্‌হু ফাআন্‌জ্বাহুল্লাহু

যে, তাহারা বলিতে লাগিল—উহাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর অতঃপর আল্লাহ তাঁহাকে

مِنَ النَّارِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

মিনান্নাা-র ইন্না ফী জা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্‌ লিকাউমিঁই ইউ'মিনুন।

অগ্নি হইতে উদ্ধার করিলেন। নিশ্চয় ইহাতে ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে।

٢٥- وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا لا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى

২৫। ওয়া ক্বা-লা ইন্নামাত্‌ তাখাজ্‌তুম মিন্‌দু লিল্লাই আওছানাম্‌ মাওয়াদ্দাতা বাইনিকুম ফিল

(২৫) এবং তিনি বলিলেন—তোমরা শুধু পার্থিব জীবনে পরস্পরের সখ্যতার জন্যই আল্লাহকে ছাড়িয়া মূর্ত্তিসমূহের পূজা করিতেছ,

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ

হাইয়া-তিদ্দুন্‌ইয়া ছুম্মা ইয়াউমাল ক্বিইয়া-মাতি ইয়াক্‌ফুরু বা'দ্বুকুম বিবা'দ্বিঁউ

পুনরায় কিয়ামতের দিন তোমাদের একে অপরকে অস্বীকার করিবে

وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نّٰصِرِيْنَ ق

ওয়া ইয়াল্‌আ'নু বা'দ্বুকুম্ বা'দ্বা, ওয়া মা'ওয়া কুমুন্নারু ওয়া মা লাকুম মিন না-ছিরীন।

ও তোমাদের একে অপরকে অভিসম্পৎ দিবে, এবং পরিণামে দোযখ তোমাদের আবাস হইবে ও তোমাদের কেহ সাহায্যকারী হইবে না।

২৬- فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ م وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ط اِنَّهٗ هُوَ

২৬। ফাআ-মানা লাহু লূত্ব। ওয়া ক্বা-লা ইন্নী মুহা-জ্বিরুন ইলা রাব্বী ; ইন্নাহু হুওয়াল্

(২৬) কিন্তু লুত তাঁহার প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। এবং ইব্রাহীম বলিলেন, আমি দেশত্যাগ করিব আমার প্রভুর দিকে। নিশ্চয় তিনি

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ ২৭- وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ

আ'যীযুল হাকীম। ২৭। ওয়া ওয়াহাব্‌না-লাহু ইছ্‌হা-ক্বা ওয়া ইয়া'ক্বূবা ওয়া জ্বাআ'ল্‌না ফী

পরাক্রমশালী ও জ্ঞানবান। (২৭) এবং আমি তাঁহাকে ইছহাক ও পৌত্ররূপে ইয়াকুবকে প্রদান করিলাম

ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ج

জুর্‌রীইয়্যাতিহিন্ ইবুউওয়াত ওয়াল কিতা-বা ওয়া আ-তাইনা-হু আজ্‌রাহু ফিদ্দুন্‌ইয়া,

এবং আমি তাঁহার বংশের নবুঅৎ ও ধর্মগ্রন্থ প্রচলিত রাখিয়াছি এবং তাহাকে ইহজগতেই প্রতিদান দিয়াছি,

وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ٥ ২৮- وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ

ওয়া ইন্নাহু ফিল্ আ-খিরাতি লামিনাছ্ ছা-লিহীন। ২৮। ওয়া লূত্বান ইজ্ ক্বা-লা লিকাউমিহী

এবং পরকালে নিশ্চয় তিনি সদাচারীদের মধ্যে পরিগণিত হইবেন। (২৮) এবং হে নবী। তুমি বল লুতের ঘটনা, যখন তিনি তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিলেন—

اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ز مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ

ইন্নাকুম লাতা'তুনাল ফা-হিশাতা মা ছাবাকাকুম বিহা মিন আহাদিম্ মিনাল

তোমরা যেরূপ চরম নির্লজ্জ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছ, তোমাদের পূর্বে বিশ্বজগতের কেহই এরূপ

الْعٰلَمِيْنَ ٥ ২৯- اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ لا وَتَاْتُوْنَ

আ'লামীন। ২৯। আইন্নাকুম্ লাতা'তুনার্ রিজ্বা-লা ওয়া তাক্ব্‌ত্বাউনাছ্ ছাবীলা ওয়া তা'তুনা

করে নাই। (২৯) তোমরা কি স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া বালকদের উপর পুংসঙ্গমে আপতিত হইতেছ এবং তোমরা রাহাজানী কর ও

فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ط فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ

ফী না-দীকুমুল্ মুন্‌কার ; ফামা কা-না জ্বাওয়া-বা কাউমিহী ইল্লা আন্

তোমাদের বৈঠকে বসিয়াও তোমরা ঐরূপ জঘন্য কার্য কর। অতঃপর ইহা ব্যতীত তাঁহার সম্প্রদায়ের আর কোন উত্তর ছিল না যে,

قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ٥ ٣٠- قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ

ক্বালু'তিনা বিআ'জা-বিল্লাহি ইন্‌কুন্‌তা মিনাছ্ ছা-দিক্বীন। ৩০। ক্বালা রাব্বিন্ ছুরনী

তাহারা বলিতে লাগিল—তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের নিকট আল্লাহর শাস্তি লইয়া আস। (৩০) লুত প্রার্থনা করিলেন, "হে আমার প্রভু

ع ৩/৩ রুকু

عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ع ٣١- وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ

আ'লাল্ কাউমিল্ মুফ্‌ছিদীন্। ৩১। ওয়া লাম্মা-জ্বা আত্ রুছুলুনা ইব্‌রাহীমা

এই পাপাচারী সম্প্রদায়ের মোকাবিলা হইতে আমাকে সাহায্য করুন। (৩১) এবং যখন আমার ফেরেশতাগণ ইব্‌রাহীমের নিকট

بِالْبُشْرٰى لا قَالُوْۤا اِنَّا مُهْلِكُوْۤا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ج

বিল্ বুশ্‌রা ক্বা-লূ ইন্না মুহ্‌লিকূ আহ্‌লি হা-জিহীল্ কারইয়াহ্,

শুভ-সংবাদ নিয়া পৌছিল তাহারা বলিল আমরা এই নগরীর অধিবাসীগণকে বিধ্বস্ত করিয়া দিব,

اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ج صلے ٣٢- قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ط قَالُوْا نَحْنُ

ইন্না আহ্‌লাহা কা-নূ জা-লিমীন্। ৩২। ক্বালা ইন্না ফীহা লূতা, ক্বালূ নাহ্‌নু

যেহেতু উহার অধিবাসীরা হইতেছে মহাপাপী। (৩২) ইব্রাহীম বলিলেন, উহাতে লুত রহিয়াছেন। তাহারা বলিল—

اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ز لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ قف

আ'লামু বিমান্ ফীহা, লানুনাজ্জিয়ান্নাহূ ওয়া আহ্‌লাহূ ইল্লাম্‌রাআতাহূ ;

কে উহাতে আছে তাহা আমরা ভালরূপে অবগত আছি, আমরা তাঁহাকে এবং তাঁহার পরিবারবর্গ'কে নিশ্চয় উদ্ধার করিয়া লইব

كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ٥ ٣٣- وَلَمَّاۤ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا

কানাত্ মিনাল্ গ্বা-বিরীন্। ৩৩। ওয়ালাম্মা আন্ জ্বা-আত্ রুছুলুনা লুত্বান্

তাঁহার পশ্চাদগামিনী স্ত্রী ব্যতীত। (৩৩) এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্‌তাগণ লুতের নিকট অসিল

(৩১) এই আয়াতে 'রুসুলুনা' শব্দের দ্বারা মুরাদ হইল আল্লাহর ফেরেশ্‌তাগণ। যাহারা কওমে লুতের উপর আজাব লইয়া যাইতেছিল। শুভ সংবাদ-এর অর্থ হইল হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র সন্তান লাভের খোশ খবর। (আজিজী)

سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ قف

ছীআ' বিহিম্, ওয়া দ্বা-ক্বা বিহিম্ জারআ'উ ওয়া ক্বালু লা-তাখাফ্, ওয়ালা তাহ্‌যান্ ;

তখন তিনি তাহাদের আগমন কারণে ব্যথিত হইলেন ও মনে মনে অপ্রস্তুত হইলেন অতঃপর তাহারা বলিল—আপনি ভীত অথবা

اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝

ইন্না মুনাজ্জূকা ওয়া আহ্‌লাকা ইল্লাম্‌রাআতাকা কা-নাত্ মিনাল গ্বা-বিরীন্।

ব্যথিত হইবেন না, আপনার পশ্চাদগামিনী আপনার স্ত্রী ব্যতীত, নিশ্চয় আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিব।

٣٤- اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ

৩৪। ইন্না মুন্‌যিল্না আ'লা আহ্‌লি হা-জিহিল্ ক্বারইয়াতি রিজ্‌যাম্ মিনাছ্ ছামা-ই

(৩৪) নিশ্চয় আমরা এই নগরীর অধিবাসীদের উপর আকাশ হইতে শাস্তি অবতরণকারী

بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝ ٣٥- وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً

বিমা কানু ইয়াফ্‌ছুক্বুন্। ৩৫। ওয়ালাক্বাদ্ তারাক্‌না মিন্‌হা আ-ইয়াতাম্ বায়্যিনাতাল্

যেমন তাহারা জঘন্য পাপকার্য করিয়া থাকে। (৩৫) এবং আমি উহা হইতে এক স্পষ্ট শিক্ষণীয় নিদর্শন স্থায়ী রাখিলাম

لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝ ٣٦- وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا لا فَقَالَ

লিক্বাউমিঁই ইয়া'ক্বিলুন্। ৩৬। ওয়া ইলা মাদ্‌ইয়ালা আখা-হুম শুআ'ইবান ফাক্বা-লা

জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য। (৩৬) আমি নবীরূপে মাদায়ানে অভিমুখে তাহাদের ভাই শোয়াইবকে পাঠাইলাম অতঃপর তিনি বলিলেন—

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ

ইয়া ক্বাউমিই' বুদুল্লাহা ওয়ারজুল্ ইয়াউমাল্ আ-খিরা ওয়ালা তা'ছাউ ফিল আর্‌দ্বি

হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর পরকালের ভয় রাখ এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া

مُفْسِدِيْنَ ۝ ٣٧- فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ

মুফ্‌ছিদীন। ৩৭। ফাকাজ্জাবুহু ফাআখাজাত্ হুমুর্‌রাজ্ব ফাতু ফাআছ্‌বাহু ফী

বেড়াইও না। (৩৭) অতঃপর তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী মনে করিল সুতরাং তাহাদের উপর ভীষণ ভূমিকম্প অপতিত হইল, অতঃপর তাহারা

دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝٣٨ وَعَادًا وَّثَمُوْدَا۟ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ

দা-রিহিম্ জ্বা-ছিমীন্। ৩৮। ওয়া আ'দাউ ওয়া ছামুদা ওয়াক্বাত্ তাবাইয়্যানা লাকুম্

তাহাদের স্ব স্ব বাড়ী ঘরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া রহিল। (৩৮) এবং আমি 'আদ' ও 'সামুদ' সম্প্রদায়কেও বিনষ্ট করিয়াছি, এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য

مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ قف وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ

মিম্ মাছা-কিনিহিম্ ; ওয়া যাইয়্যানা লাহুমুশ্ শাইত্বানু আ'মালাহুম ফাছাদ্দাহুম্

তাহাদের বিনষ্ট গৃহগুলি দর্শনীয় হইয়া রহিয়াছে ; আর শয়তান তাহাদের কার্যকলাপকে তাহাদের নিকট মনোরম করিয়া দেখাইতেছিল সুতরাং সে তাহাদিগকে সৎপথ হইতে বিরত রাখিয়াছিল

عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ۝٣٩ وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ قف

আ'নিছ্ ছাবীলি ওয়া কা-নূ মুছ্তাব্ছিরীন্। ৩৯। ওয়াক্বা-রূনা ওয়া ফির্আউনা ওয়া হা-মা-না

অথচ তাহারা চক্ষুষ্মান ছিল। (৩৯) এবং কারুন, ফেরাউন ও হামান

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ

ওয়ালাক্বাদ্ জ্বা-আ'হুম্ মূছা বিল্ বায়্যিনা তি ফাছ্তাক্ বারূ ফিল্ আর্দ্বি

যদি ও তাহাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শনসহ মুসা নিয়া আসিয়াছিলেন তথাপি তাহারা দেশে অহঙ্কারী হইয়া উঠিল।

وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۝٤٠ فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ

ওয়ামা কা-নু ছা-বিক্বীন্। ৪০। ফাকুল্লান্ আখাজ্না বিজাম্বিহী, ফামিন্হুম মান্

অথচ তাহারা পালাইতে সক্ষম হয় নাই। (৪০) সুতরাং আমি তাহাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ গোনার কারণে ধৃত করিলাম, তন্মধ্যে কাহারও উপর

اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ج وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ج

আরছাল্না আ'লাইহি হা-ছিবা, ওয়া মিন্হুম্ মান্ আখাজাত্হুছ্ ছাইহাতু,

ঘূর্ণিবাত্যাসহ প্রস্তর বর্ষণ করিলাম, তন্মধ্যে কাহারও উপর আকাশ হইতে গর্জ্জনসহ বিদ্যুৎপাত হইল তন্মধ্যে

وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ج وَمَا

ওয়া মিন্হুম্ মান্ খাছাফ্না বিহিল্ আর্দ্বা, ওয়া মিন্হুম্ মান্ আগ্বরাক্না, ওয়ামা

কাহাকেও মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলাম কাহাকেও নিমজ্জিত করিলাম এবং আল্লাহ্

(৩৮) শয়তানের কু-প্ররোচনাকে বুঝিতে না পারিয়া অনেক মানুষ পাপ কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা খেয়ালের বশে উক্ত কাজের ভাল মন্দ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করে না। বস্তুতঃ তাহারাই পথভ্রান্ত দল। তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন আজাব। (মানাফিউল কোরআন)

كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

কানাল্লাহু লিইয়াজলিমাহুম্ ওয়ালা কিন্ কানু আন্ফুছাহুম্ ইয়াজলিমূন্।

তাহাদের প্রতি অত্যাচার করে নাই বরং তাহারা নিজেদের আত্মার প্রতি নিজেরাই অত্যাচার করিয়াছিল।

٤١- مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ج

৪১। মাছালুল্লাজীনাত্তাখাজু মিন্ দুনিল্লাহি আউলিইয়া-আ আ'কামাছালিল্ আন্কাবুত্,

(৪১) যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্যকে রক্ষাকারীরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার মত

اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ط وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ م

ইত্তাখাজাত্ বাইতা, ওয়া ইন্না আউহানাল্ বুইউতি লাবাইতুল্ আ'ন্কাবুত্

সে গৃহ নির্ম্মান করিল; নিশ্চয় সকল গৃহাপেক্ষা মাকড়সার গৃহ অতি ক্ষীণ।

لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○ ٤٢- اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ

লাউকা-নু ইয়া'লামূন্। ৪২। ইন্নাল্লাহা ইয়া'লামু মা-ইয়াদউ'না মিন্ দুনিহী মিন্

পরিতাপ। যদি তাহারা এতটুকুও জ্ঞান রাখিত। (৪২) আল্লাহকে ছাড়িয়া তাহারা যাহাদিগকে আহবান করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই সব বিষয়ে জ্ঞাত আছেন।

شَيْءٍ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ ٤٣- وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا

শায়িন্; ওয়া হুওয়াল্ আযীযুল হাকীম্। ৪৩। ওয়া তিল্কাল্ আম্ছালু নাদ্ব্রিবুহা

এবং তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানবান। (৪৩) এবং আমি এই সমস্ত দৃষ্টান্ত লোকদের বুঝিবার জন্যই বর্ণনা করিতেছি,

لِلنَّاسِ ج وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ○ ٤٤- خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ

লিন্না-ছি, ওয়ামা ইয়া'ক্বিলুহা ইল্লাল্ আ-লিমূন্। ৪৪। খালাক্বাল্লা হুছ্ছামা-ওয়া-তি

এবং উহা জ্ঞানীগণ ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে না। (৪৪) আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীকে যথাযথ সত্যসহ

وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ع

ওয়াল আর্দ্বা বিল্ হাক্কি; ইন্না ফী জা-লিকা লাআ-ইয়া তাল্ লিল্ মু'মিনীন্। ع ৪ ৪ রুকু

সৃজন করিয়াছেন। ধর্মবিশ্বাসীদের জন্য ইহাতে শিক্ষণীয় নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

٤٥- اُتْلُ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط

৪৫। উত্‌লু মা উহিয়া ইলাইকা মিনাল্ কিতা-বি ওয়া আক্বিমিছ্‌ ছালাত্ব ;

(৪৫) হে নবী। কোরআন হইতে পাঠ কর যাহা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশরূপে আসিয়াছে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা কর।

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ

ইন্নাছ্‌ ছালাতা তান্‌হা আ'নিল ফাহ্‌শা-ই ওয়াল মুন্‌কার ; ওয়ালা জিক্‌রুল্লাহি

নিশ্চয় নামাজ নির্লজ্জ ও জঘন্য কার্য হইতে বিরত রাখে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌র স্মরণ করা

اَكْبَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ٥ ٤٦- وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ

আক্‌বার ; ওয়াল্লাহু ইয়া'লামু মা তাছ্‌নাউ'ন । ৪৬। ওয়ালা তুজা-দিলূ আহ্‌লাল্

শ্রেষ্ঠ কার্য। এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্‌ অবগত আছেন। (৪৬) এবং হে মুসলমান তোমরা ধর্মগ্রন্থধারীদের সহিত

الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ز اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا

কিতা বি ইল্লা বিল্লাতি হিইয়া আহ্‌ছানু, ইল্লাল্লাজীনা জালামূ মিন্‌হুম ওয়া ক্বূলূ

বিবাদ করিও না কিন্তু সদ্‌ভাবের সহিত ; কিন্তু তন্মধ্যে যাহারা অত্যাচারী আর তোমরা বল যে,

اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا

আ-মান্না বিল্লাজী উন্‌যিলা ইলাইনা ওয়া উন্‌যিলা ইলাইকুম্ ওয়া ইলা-হুনা

আমরা বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছি যাহা আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং আমাদের উপাস্য

وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ٥ ٤٧- وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ

ওয়া ইলা-হুকুম্ ওয়া-হিদুঁউ ওয়া নাহ্‌নু লাহূ মুছ্‌লিমূন। ৪৭। ওয়া কাজা-লিকা আন্‌যাল্‌না

ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তাঁহারই অনুগত। (৪৭) এবং হে নবী। এইরূপেই আমি তোমাদের প্রতি

اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ط فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ج

ইলাইকাল কিতা-ব ; ফাল্লাজীনা আ-তাইনা-হুমুল কিতা-বা ইউ'মিন্‌না বিহী

ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি। সুতরাং যাহাদিগকে ধর্মগ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম তাহারা ইহার প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করে,

وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ۭ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ

ওয়া মিন্ হা-উলা-ই মাঁই ইউ'মিনু বিহী ; ওয়া মা ইয়াজ্বহাদু বিআ-ইয়া-তিনা

আরও উহাদের কেহ কেহ ইহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ; ধর্মদ্রোহিগণ ব্যতীত আর কেহ আমার নিদর্শনসমূহ

اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ۝ ٤٨ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ

ইল্লাল্ কা-ফিরূন। ৪৮। ওয়া মা কুন্তা তাত্লু মিন্ ক্বাব্লিহী মিন্ কিতা-বিঁউ

অমান্য করে না। (৪৮) এবং ইতিপূর্ব্বে তুমি কোন কিতাব পাঠ করিতে না

وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝ ٤٩ بَلْ هُوَ

ওয়ালা তাখুত্ত্বুহূ বিইয়ামীনিকা ইজাল্ লার্তা-বাল মুব্তিলুন। ৪৯। বাল্হুওয়া

অথবা দক্ষিণ হস্ত দ্বারা লিখিতে না। তাহা হইলে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ করিত। (৪৯) বরং উহা

اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ۭ وَمَا يَجْحَدُ

আ-ইয়া-তুম্ বায়্যিনা-তুন ফী ছুদুরিল্লাজীনা উতুল্ ই'ল্মা ; ওয়া মা ইয়াজ্ব্হাদু

জ্ঞানীদের অন্তরে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং আমার আয়াতসমূহকে

بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ۝ ٥٠ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ

বিআ-ইয়া-তিনা ইল্লাজ্জা-লিমুন। ৫০। ওয়া ক্বা-লু লাউলা উন্যিলা আ'লাইহি

অবিচারী ব্যতীত কেহ অমান্য করে না। (৫০) এবং মক্কাবাসীরা বলিল—কেন তাহার উপর তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে নিদর্শন সমূহ

اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَاِنَّمَآ اَنَا

আ-ইয়া তুম্ মির্‌রাব্বিহী ; ক্বুল্ইন্নামাল আ-ইয়া-তু ই'ন্দাল্লাহ ; ওয়া ইন্নামা আনা

অবতীর্ণ হয় নাই ? তুমি বল, নিশ্চয় নিদর্শনসমূহ আল্লাহ্‌র নিকট এবং নিশ্চয় আমি

(৪৮) এই আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, যাহারা জ্ঞানবান ও চিন্তাশীল তাহাদের অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, এই পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীতে পরিপূর্ণ। এই নিদর্শনাবলীকে নিজের জীবনের পাথেয় ও সম্বল করিয়া লইলে অবশ্যই নাজাত পাওয়া যাইবে। (মানাফিউল কোরআন)

نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ ৫১ - أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

নাজিরুম্ মুবীন। ৫১। আওয়া লাম্ ইয়াকফিহিম্ আন্না আনযাল্না আ'লাইকাল্ কিতাবা

প্রকাশ্য ভীতি প্রদর্শনকারী। (৫১) ইহা কি তাহাদের জন্য যথেষ্ট নহে যে, আমি তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি

يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ

ইউত্‌লা আ'লাইহিম্, ইন্না ফি জা-লিকা লা রাহ্‌মাতাঁউ ওয়া জিক্‌রা লিকাউমিঁই

যাহা পাঠ করিয়া তাহাদিগকে শ্রবণ করান হয়? নিশ্চয় ইহাতে ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ

ع ৫ — ৫ রুকু

يُؤْمِنُونَ ع ৫২ - قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ج يَعْلَمُ

ইউমিনুন। ع ৫২। কুল্ কাফা বিল্লাহি বাইনি ওয়া বাইনাকুম্ শাহীদা, ইয়া'লামু

ও উপদেশ রহিয়াছে। (৫২) তাহাদিগকে বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, তিনি

مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا

মা ফিছ্‌ছামাওয়াতি ওয়াল্ আরদ্বি, ওয়াল্লাজীনা আ-মানু বিল্ বাতিলি ওয়া কাফারূ

আকাশমণ্ডলী ও বিশ্বজগতের সমূহ বস্তুই অবগত আছেন। যাহারা মিথ্যায় বিশ্বাস স্থাপন

بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ ৫৩ - وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ط

বিল্লাহি, উলা-ইকা হুমুল্ খা-ছিরূন। ৫৩। ওয়া ইয়াছ্‌তা'জ্বিলুনাকা বিল্ আ'জাব;

এবং আল্লাহ্‌দ্রোহী হইয়াছে তাহারাই হইতেছে ক্ষতিগ্রস্ত। (৫৩) আর তাহারা তোমার নিকট আজাব শীঘ্র চাহিতেছে

وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ط وَلَيَأْتِيَنَّهُم

ওয়া লাউ লা আজ্বালুম মুছাম্মাল্ লাজ্বাআহুমুল্ আ'জাব; ওয়ালা ইয়া' তিয়ান্নাহুম্

এবং যদি সময় নির্ধারিত না থাকিত তবে নিশ্চয় তাহাদের উপর শাস্তি আপতিত হইত। নিশ্চয় উহা হঠাৎ

بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ৫৪ - يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ط وَإِنَّ

বাগ্‌তাতাঁউ ওয়াহুম্ লা ইয়াশ্‌উ'রূন। ৫৪। ইয়াছ্‌তা'জ্বিলুনাকা বিল্ আজাবি; ওয়া ইন্না

তাহাদের উপর তাহাদের অজ্ঞাতসারে আপতিত হইবে। (৫৪) তাহারা তোমার নিকট শীঘ্র শাস্তির কামনা করিতেছে। এবং নিঃসন্দেহ

جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ لا ۵۵ - يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ

জ্বাহান্নামা লামুহীত্বাতুম্ বিল্ কাফিরীন। ৫৫। ইয়াউমা ইয়াগ্বশা হুমুল্ আ'জাবু মিন্
দোযখ ধর্মদ্রোহীদিগকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, (৫৫) যেদিন শাস্তি তাহাদিগকে

فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

ফাউক্বিহিম্ ওয়ামিন্ তাহ্‌তি আরজ্বুলিহিম ওয়া ইয়াক্বুলু জুক্বুমা কুন্তুম্ তা'মালুন্।
তাহাদের উপর হইতে ও নিম্নদেশ হইতে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবে এবং আল্লাহ্ বলিবেন—যেমন তোমরা জগতে করিতে তাহার আস্বাদ গ্রহণ কর।

۵۶ - يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ ۝

৫৬। ইয়া ই'বাদিয়াল্লাজীনা আ-মানু ইন্না আরদ্বী ওয়াছিআ'তুন্ ফাইয়্যাইয়া ফা'বুদুন্।
(৫৬) হে আমার ধর্মবিশ্বাসী বান্দাগণ! আমার পৃথিবী সুবিস্তৃত, অতএব তোমরা আমারই উপাসনা কর।

۵۷ - كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ قف ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝ ۵۸ - وَالَّذِيْنَ

৫৭। কুল্লু নাফছিন্ জাইকাতুল্ মাউতি, ছুম্মা ইলাইনা তুরজ্বাউ'ন। ৫৮। ওয়াল্লাজীনা
(৫৭) প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণকারী, পুনরায় তোমরা আমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে। (৫৮) এবং যাহারা

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا

আ-মানূ ওয়া আ'মিলুছ্ ছালিহাতি লানুবাউবি আন্নাহুম্ মিনাল্ জান্নাতি গ্বুরাফান্
ধর্ম বিশ্বাস করিয়া সৎকার্যও করিয়াছে, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে বেহেশ্‌তের অট্টালিকায় স্থান দান করিব

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط نِعْمَ اَجْرُ

তাজ্বরী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আনহারু খালিদীনা ফীহা; নি'মা আজ্বরুল্
যাহার নিম্নদেশ হইতে স্রোতসমূহ প্রবাহিত হয়, তথায় চিরদিন থাকিবে। কি উত্তম প্রতিদান

الْعٰمِلِيْنَ ق صلے ۵۹ - الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ ۶۰ - وَكَاَيِّنْ

আ'মিলীন। ৫৯। আ'ল্লাজীনা ছাবারূ ওয়া আ'লা রাব্বিহিম্ ইয়াতাওয়াক্কালুন। ৬০। ওয়াকা আইয়্যিম্
তাহাদের যাহারা সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। (৫৯) যাহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছে এবং তাহাদের প্রভুর প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে। (৬০) এবং এরূপ কত

مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا قصلے اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ قصلے

মিন্ দাব্বাতিল্লা তাহ্ মিলু রিজ্বক্বাহা আল্লাহু ইয়ারযুক্বুহা ওয়া ইয়্যাকুম্,
প্রাণী আছে যাহারা নিজেদের আহার বহন করিতে পারে না, আল্লাহ্ ই তাহাদের এবং তোমাদের আহার দেন

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ ٦١- وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

ওয়াহুয়াছ্ ছামীউ'ল্ আ'লীম। ৬১। ওয়ালা ইন্ ছাআ ল্তা হুম্ মান্ খালাক্বাছ ছামাওয়াতি ওয়াল্
এবং তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। (৬১) যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, আকাশমণ্ডলী

وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ج فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝

আরদ্বা ওয়া ছাখ্খারাশ শাম্ছা ওয়াল্ ক্বামারা লাইয়াকুলুন্নাল্লাহু ; ফাআন্না ইউ'ফাকুন।
ও বিশ্বজগৎ কে সৃষ্টি করিয়াছে এবং সূর্য ও চন্দ্র কে আজ্ঞাধীন করিয়াছে, তবে তাহারা নিশ্চয় বলিবে— আল্লাহ্, তাহারা কোথায় ভুলিয়া চালিত হইতেছে ?

٦٢- اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ط

৬২। আল্লাহু ইয়াবছুত্বুর রিয্ক্বা লিমাঁইয়াশাউ মিন্ ই'বাদিহী ওয়াইয়াক্বদিরুলাহু ;
(৬২) আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে প্রচুর ও অপ্রচুর আহার দেন।

اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ ٦٣- وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ

ইন্নাল্লাহা বিকুল্লি শাইইন্ আ'লীম। ৬৩। ওয়ালা ইন্ ছাআল্তাহুম মান্ নায্যালা
নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। (৬৩) এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, কে

مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا

মিনাছ্ ছামাই মা-আন্ ফাআহ্ইয়া বিহিল আরদ্ব মিম্বা'দি মাউতিহা
আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন যদ্দ্বারা তিনি উহার মৃত্যুর পর পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন

(৬২) ইস্লামের প্রথমাবস্থায় নবদীক্ষিত মুসলমানগণ আর্থিক ও শারীরিক এবং শক্তি সকল দিক দিয়া দুর্বল ছিল। দুনিয়ার কাজ-কর্মে বহুক্ষেত্রে তাহাদেরকে কাফেরদের প্রভাবাধীন থাকিতে হইত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হিজরতের নির্দেশ দেওয়ার পরও কতিপয় মুসলমান অসুবিধা মনে করিয়া হিজরত করিতেছিল না। অতঃপর আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করিলেন যে, রিযেক একমাত্র আল্লাহরই হাতে রহিয়াছে। এই জন্য চিন্তা করিবার কিছুই নাই। (তফছিরে হক্কানী)

لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ط قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ع

ল্যাইয়াক্বুলুন্নাল্লাহু ; ক্বুলিল্‌ হামদুলিল্লাহ ; বাল্‌ আক্‌ছারুহুম্‌ লাইয়া'ক্বিলুন। ع
নিশ্চয় তাহারা বলিবে—আল্লাহ্‌। তুমি বল, আল্লাহ্‌র জন্যই সমস্ত প্রসংসা। বরং তাহাদের অধিকাংশই বুঝে না।

ع ৬ ৬ রুকু

৬৪ - وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ط وَاِنَّ الدَّارَ

৬৪। ওয়ামা হাজিহিল্‌ হাইয়াতুদ্দুন্‌ইয়া ইল্লা লাহ্‌বুউ ওয়া লায়িব ; ওয়া ইন্নাদ্‌দারাল্‌
(৬৪) এই পার্থিব জীবন অর্থহীন ক্রীড়া-কৌতুকময় ছাড়া আর কিছুই নহে। অবশ্য

الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ م لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ০ ৬৫ - فَاِذَا رَكِبُوْا فِي

আখিরাতা লাহিয়াল্‌ হাইওয়ান্‌। লাউ কানু ইয়া'লামুন। ৬৫। ফাইজা রাকিবু ফিল্‌
পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তাহারা জানিত। (৬৫) অতঃপর যখন তাহারা

الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ

ফুলকি দাআ'বুল্লাহা মুখ্‌লিছীনা লাহুদ্দীন। ফালাম্মা নাজ্জাহুম্‌ ইলাল্‌ বার্‌রি,
জাহাজে আরোহণ করিল তখন তাহারা আন্তরিকতার সহিত তাহারই ধর্ম স্বীকার করিয়া আল্লাহকে আহ্বান করিল, তারপর যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলে উপনীত করিলেন

اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ لا ৬৬ - لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ لا ج وَلِيَتَمَتَّعُوْا وقفه

ইজাহুম্‌ ইউশরিকুন। ৬৬। লিয়াক্‌ফুরূ বিমা আতাইনাহুম্‌, ওয়া লিইয়াতামাত্তাউ' ;
তখন তাহারা অংশী স্থাপন করিতে লাগিল। (৬৬) এই জন্য যে আমার প্রদত্তের প্রতি তাহারা অমান্য করিবে, আরও এই জন্য যে, তাহারা সুখ-সাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিবে

فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ০ ৬৭ - اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا

ফাছাউফা ইয়া'লামুন্‌। ৬৭। আওয়ালাম ইয়ারাউ আন্না জ্বাআ'ল্‌না হারামান্‌ আ-মিনাউ
অতএব তাহারা শীঘ্রই অবগত হইবে। (৬৭) তাহারা কি লক্ষ্য করে নাই যে, নিশ্চয়ই আমি 'হরম'-কে নিরাপদ স্থান করিয়াছি

ওয়াকফি লাজিম

(৬৪) দুনিয়ার হায়াত খেল-তামাশা মাত্র। অর্থাৎ বাস্তব জগতে মানুষ নানা আশা আকাঙ্খার খেলায় মত্ত থাকিবে। কিন্তু যাহারা দুনিয়ার জিন্দেগানীকে আখেরাতের উপকরণ হিসাবে ব্যবহায় করিবে, তাহারাই প্রকৃত জীবনের প্রতিফল পাইবে এবং সফলকাম হইবে। (মাদারেক)

وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ط أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ

ওয়া ইউতাখাত্ব্‌ত্বাফুন্নাছু মিন্ হাউলিহিম্ ; আফাবিল্ বাত্বিলি ইউ'মিনূনা

এবং লোকসকলকে তাহাদের পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে ধৃত করিয়া লইয়া যাওয়া হয় ; তাহারা কি মিথ্যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে

وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ ○ ٦٧ - وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ

ওয়া বিনি'মাতিল্লাহি ইয়াক্‌ফুরূন। ৬৮। ওয়া মান্ আজ্‌লামু মিম্মানিফ্‌তারা আ'লাল্লাহি

ও আল্লাহ্‌র দানের অকৃতজ্ঞতা করিয়াছে ? (৬৮) তাহার অপেক্ষা মহাপাপী আর কে আছে যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে

كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهٗ ط أَلَيْسَ فِيْ

কাজ্বিবান্ আউকাজ্জাবা বিল্‌হাক্‌কি লাম্মা জ্বাআহু ; আলাইছা ফী

অথবা যে ব্যক্তি তাহার নিকট সত্যবাদী আসিবার পর উহাকে মিথ্যা জ্ঞান করে ? ধর্মদ্রোহীদের

جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ○ ٦٨ - وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ

জ্বাহান্নামা মাছওয়াল্লিল্ কাফিরীন। ৬৯। ওয়াল্লাজীনা জ্বাহাদু ফীনা লানাহ্‌দিয়ান্নাহুম্

জন্যই কি দোজখে বাসস্থান হইবে না ? (৬৯) আর যাহারা আমার ধর্মে প্রচেষ্টা করিল আমিও তাহাদিগকে

سُبُلَنَا ط وَاِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ع

ع
৭
—
৭
রুকু

ছুবুলানা ; ওয়া ইন্নাল্লাহা লামাআ'ল্ মুহ্‌ছিনীন। ع

পথসমূহ প্রদর্শন করিব। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের সঙ্গী।

(৬৯) এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহর দরবারে মুজাহাদা করিলে বা পরিশ্রম সহকারে জিকির ও তাছবিহ্ পাঠ করিলে, অবশ্যই আল্লাহ তাহার জন্য হেদায়েতের পথ খুলিয়া দেন ও সহজ করিয়া দেন। এই স্থানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হইল এই যে, এই আয়াতে নফ্‌ছের জেহাদই হইল একমাত্র লক্ষ্য। তরিকতের অধিকাংশ ইমামগণ, এলমে মারফতের দলিলরূপে এই আয়াতকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ''শরহে ছুদুর' নামক কিতাবে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহর নামের রিয়াজত ও মুজাহাদার দ্বারা মানুষের কলবে এক নূর পয়দা হয় এবং উক্ত নূরের ফয়েজ ও বরকতে সেই ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর তরিকায় নিমগ্ন থাকে। (কান্‌জুল আরেফীন)।

ছুরা—রূম ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লাহির্‌রাহ্‌মানির্‌রাহীম। অতি দয়াবান পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	এই ছুরায় ৬ রুকু এবং ৬০ আয়াত।

١- الٓمّٓ ج ٢- غُلِبَتِ الرُّوْمُ لا ٣- فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ

১। আলিফ-লাম-মীম ।২। গ্বুলিবাতির রূমু, ।৩। ফী আদ্‌নাল্ আরদ্বি ওয়াহুম্,

(১) আলিফ—লাম্—মিম্। (২) নিকটবর্তী দেশে রোমগণ পরাজিত হইল ; (৩) এবং তাহারা

مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ لا ٤- فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ط لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ

মিম্ বা'দি গ্বালাবিহিম্ ছাইয়াগ্বলিবূন্ ।৪। ফী বিদ্ব্‌ই ; ছিনীনা ; লিল্লাহিল্ আমরু মিন্

তাহাদের পরাজয়ের পর (৪) কয়েক বৎসরের মধ্যে সত্বরই বিজয় লাভ করিবে। আল্লাহরই জন্যই উক্ত ব্যাপার

قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ط وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ لا ٥- بِنَصْرِ اللّٰهِ ط

কাব্‌লু ওয়ামিন্ বা'দু ; ওয়া ইয়াউমাইজ্বিঁই ইয়াফ্‌রাহুল্ মু'মিনূন। ৫। বিনাছ্‌রিল্লাহি ;

ইহার পূর্বে ও পরে। এবং সে দিন ধর্মবিশ্বাসীগণ (৫) আল্লাহ্‌র সাহায্যে সন্তুষ্টি লাভ করিবে।

يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ لا ٦- وَعْدَ اللّٰهِ ط لَا

ইয়ানছুরু মাঁইয়াশাউ, ওয়া হুয়াল্ আযিযুর্ রাহীম । । ওয়া'দাল্লাহি ; লা

যাহাকে ইচ্ছা তিনি সাহায্য করেন। এবং তিনি পরাক্রমশালী করুণাময়। (৬) আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ;

يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ ٧- يَعْلَمُوْنَ

ইউখ্‌লিফুল্লাহু ওয়া'দাহু ওয়া লা·কিন্না আক্‌ছারান্নাছি লা ইয়া'লামূন। ৭। ইয়া'লামূনা

আল্লাহ্, তাঁহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জ্ঞান রাখে না। (৭) তাহারা

ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج صلے وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝

জ্বাহিরাম্ মিন'ল্ হায়াতিদ্‌দুন্‌ইয়া, ওয়াহুম্ আ'নিল্ আখিরাতি হুম্ গ্বাফিলূন।

পার্থিব জীবনের বাহ্যিক বিষয়ে জ্ঞান রাখে, অথচ তাহারা পরকাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

৮- أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ قف مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ

৮। আওয়ালাম্ ইয়াতাফাকারূ ফী আন্‌ফুছিহিম্ মা খালাকাল্লাহুছ্ ছামাওয়াতি

(৮) তাহারা কি নিজ নিজ অন্তরে মনোনিবেশ করে নাই যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى ط وَإِنَّ

ওয়াল্ আর্‌দ্বা ওয়ামা বাইনাহুমা ইল্লা বিল্‌হাক্‌কি আজালিম্ মুছাম্মা ; ওয়া ইন্না

ও বিশ্বজগৎ এবং উহাদের মধ্যবর্তী যাহা কিছু সৃজন করিয়াছেন ন্যায়ভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ; এবং নিশ্চয়

كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ٩- أَوَلَمْ يَسِيرُوا

কাছীরাম্ মিনান্নাছি বিলিকা-ই রাব্বিহিম্ লাকা-ফিরূন্ । ৯। আওয়া লাম্ ইয়াছীরু

অধিকাংশ লোক আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হইতে অমান্য করে। (৯) তাহারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া

فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط

ফিল্ আর্‌দ্বি ফাইয়ান্‌জুরু কাইফা কা-না আ'কিবাতুল্লাজীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম ;

লক্ষ্য করে নাই যে, তাহাদের পূর্ববর্তীগণের কিরূপ পরিণাম ফল হইয়াছিল ?

(৮) আরব সীমান্তের ধারে রোম সম্রাট এবং পারস্য সম্রাটের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। রোমকগণ ছিল আহ্‌লে কিতাব। কিন্তু পারস্যবাসীরা ছিল অগ্নি পুজারী। মুসলমানদের আকাঙ্খা ছিল এই যে, হয়তঃ রোমকবাহিনী জয়লাভ করিবে। কিন্তু কাফেরগণ চাহিতেছিল যে, পারস্য বাহিনী জয়লাভ করুক। পরিশেষে রোমক বাহিনী পরাজিত হইলে মক্কার কাফেরগণ মুসলমানদিগকে উপহাস সহকারে বলিতে লাগিল যে "পারসীক বাহিনী যেরূপ রোমক বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করিয়াছে তদ্রূপ আমরাও তোমাদের উপর বিজয় লাভ করিব।" পরিশেষে আল্লাহ তাআলা ছুরায়ে রূমের প্রথম কয়েকটি আয়াত নাজিল করেন এবং ঘোষণা করেন যে, অচিরেই পারসীক বাহিনী রোমক বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হইবে। ফলে তাহাই হইয়াছিল। সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইহাও ঘোষণা করিলেন যে, তাহারা যদি তাহাদের জ্ঞানের দিকেও খেয়াল করিত তাহা হইলে বুঝিতে পারিত যে, আল্লাহর কোন সৃষ্টিই নিরর্থক নহে। (কবীর ও রুহুল বয়ান)

كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ

কানু আশাদ্দা মিন্‌হুম্ ক্বুওয়াতাঁউ ওয়া আছারুল্ আর্দ্বা আ'মারূহা আক্‌ছারা
তাহারা ইহাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাষাবাদ করিয়াছিল ও বসতি করিয়াছিল

مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ط فَمَا كَانَ اللّٰهُ

মিম্মা আ'মারূহা ওয়া জ্বাআত্‌হুম্ রুছুলুহুম্ বিল্ বাইয়্যিনাত ; ফামা কানাল্লাহু
যে পরিমাণে ইহারা উহাতে বসতি করিয়াছে এবং তাহাদের নিকট তাহাদের রাসূলগণ প্রমাণসহ আসিয়াছিলেন ; স্নতরাং

لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ط ١٠ - ثُمَّ كَانَ

লিইয়াজ্‌লিমাহুম্ ওয়ালা কিন্ কানূ আন্‌ফুছাহুম্ ইয়াজলিমুন । ১০ । ছুম্মা কানা
আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি অবিচার করেন নাই কিন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল। (১০) পুনরায়

عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأٰى أَنْ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

আক্বিবাতাল্লাজীনা আছা-উছ ছুআ আন্ কাজ্জাবু বি আ-ইয়া-তিল্লাহি
যাহারা অন্যায় করিয়াছিল তাহাদের পরিণামও মন্দ হইয়াছিল, কেননা তাহারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা জানিত

وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ع ١١ - اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ع ১ — ১ রুকু

ওয়া কানু বিহা ইয়াছতাহ্‌যিউ'ন্। ع ১১। আল্লাহু ইয়াব্‌দাউল্ খাল্‌কা ছুম্মা ইউই'দুহু
ঐ সমূহকে বিদ্রূপ করিত। (১১) আল্লাহ্‌ই সৃষ্টিকে প্রথমবার সৃজন করেন পুনরায় উহাকে দ্বিতীয়বার সৃজন করিবেন

ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٢ - وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ

ছুম্মা ইলাইহি তুর্‌জ্বাউ'ন। ১২। ওয়া ইয়াউমা তাক্বুমুছ্ ছাআ'তু ইউব্‌লিছুল
আবার তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইতে হইবে। (১২) এবং যে দিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে সে দিন পাপীগণ হতাশ হইয়া

الْمُجْرِمُونَ ١٣ - وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوا

মুজ্ব্‌রিমূন্। ১৩। ওয়া লাম্ ইয়াকুল্লাহুম্ মিন্ শুরাকাইহিম্ শুফাআ'উ ওয়া কা-নু
পড়িবে। (১৩) এবং তাহাদের উপাস্যগণের কেহও সুপারিশ করিবে না এবং তাহারাও শরীকগণের

بشركائهم كافرين ۝ ١٤ - ويوم تقوم الساعة يومئذ

বিশুরাকাইহিম্ কাফিরীন। ১৪। ওয়া ইয়াউমা তাকুমুছ্ ছাআ'তু ইয়াউমাইজিঁই

অস্বীকার করিবার। (১৪) যে দিবস কেয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে সে দিবস লোকসকল

يتفرقون ۝ ١٥ - فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في

ইয়াতাফাররাকুন। ১৫। ফাআম্মাল্লাজীনা আমানু ওয়া আ'মিলুছ্ ছালিহাতি ফাহুম্ ফী

পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে। (১৫) সুতরাং যাহারা ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সৎকার্য করিয়াছে তাহারা

روضة يحبرون ۝ ١٦ - واما الذين كفروا وكذبوا بايتنا

রাউদ্বাতিঁ ইউহ্বারূন। ১৬। ওয়া আম্মাল্লাজীনা কাফারূ ওয়া কাজ্জাবু বিআইয়াতিনা

বেহেশ্ত উদ্যানে উপভোগ করিতে থাকিবে। (১৬) এবং যাহারা ধর্মদ্রোহীতা করিয়া আমার নিদর্শনসমূহ

ولقاء الاخرة فاولئك في العذاب محضرون ۝

ওয়া লিক্বাইল্ আখিরাতি ফা উলাইকা ফিল্ আ'জাবি মুহ্দারূন্।

ও পরকালে আমার সমীপে উপস্থিত হওয়া মিথ্যাজ্ঞান করিয়াছে সুতরাং তাহারাই শাস্তিতে পতিত হইবে।

١٧ - فسبحن الله حين تمسون وحين تصبحون ۝ ١٨ - وله الحمد

১৭। ফাছুবহানাল্লাহি হীনা তুম্ছুনা ওয়া হীনা তুছ্বিহুন। ১৮। ওয়ালাহুল্ হামদু

(১৭) অতএব তোমরা যখন সন্ধ্যায় উপনীত হও ও প্রত্যূষে উপনীত হও তখন আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর।

(১৮) এবং তাহারই জন্য

في السموت والارض وعشيا وحين تظهرون ۝ ١٩ - يخرج

ফিছ্ছামাওয়াতি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়া আশিয়্যাউঁ ওয়াহীনা তুজ্হিরূন। ১৯। ইউখরিজুল্

আকাশগুলি ও বিশ্বজগতে সমূহ প্রসংসা, আরও তৃতীয় প্রহরে এবং যখন তোমরা দ্বিপ্রহরে উপনীত হও।

(১৯) তিনি

(১৭) এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াতের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে ফজর, আছর, মাগরিব, এশা ও জোহরের নামাজের নির্দেশ সম্পর্কে স্পষ্টতই বুঝা যায়। যে সকল ভণ্ড পীর ও ফকীরেরা বলে যে, কোরআন শরীফের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কথা নাই, তাহাদিগকে এই আয়াত পাঠ করিবার জন্য বলা হইতেছে। (তাফহীম)

الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ

হাইয়্যা মিনাল্ মাইয়্যিতি ওয়া ইউখ্‌রিজু্‌ল মাইয়্যিতা মিনাল্ হাইয়্যি ওয়া ইউহ্‌ইল্

মৃত হইতে জীবন্ত বহির্গত করেন ও জীবন্ত হইতে মৃত বহির্গত করেন এবং তিনিই

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ ع ۲۰ - وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ ع ২ — ২ রুকু

আরদ্বা বা'দা মাউতিহা ; ওয়া কাজালিকা তুখ্‌রাজু্‌ন। ع ২০। ওয়ামিন আইয়াতিহি

পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন ; এবং এইরূপেই তোমাদিকে মৃত্যুর পর বহির্গত করা হইবে।
(২০) এবং তাহার মহিমার অন্যতম নিদর্শন

أَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ۲۱ - وَمِنْ

আন্ খালাক্বাকুম মিন্ তুরাবিন্ ছুম্মা ইজা আন্তুম্ বাশারুন্ তান্‌তাশিরূন্। ২১। ওয়ামিন্

এই যে, তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন পুনরায় তোমরা মানবরূপে বিস্তার লাভ করিতেছ।
(২০; এবং

اٰيٰتِهٖٓ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا

আইয়াতিহি আন্ খালাকা লাকুম্ মিন্ আন্‌ফুছিকুম্ আয্‌ওয়াজ্বাল্‌লিতাছ্‌কুনূ

তাহার অন্যতম নিদর্শন যে, তিনি তোমাদিগের মধ্য হইতে তোমাদের স্ত্রীগণকে সৃজনকরিয়াছেন যাহাতে

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

ইলাইহা ওয়া জ্বাআ'লা বাইনাকুম মাওয়াদ্দাতাঁউ ওয়া রাহ্‌মাহ ; ইন্না ফী জালিকা

তোমরা তাহাদের সহিত শান্তি পাইতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে সখ্যতা ও মমত্বতা প্রদান করিয়াছেন ;
নিশ্চয় ইহাতে

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۲۲ - وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ

লাআইয়াতিল্‌লি ক্বাউমিঁই ইয়াতা ফাক্কারূন। ২২। ওয়া মিন্ আইয়াতিহি খালক্বু্‌ছ্

চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। (২২) আরও তাঁহার মহিমার অন্যতম নিদর্শন—

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ط إِنَّ

ছামাওয়াতি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়াখ্‌তিলাফু আল্‌ছিনাতিকুম্ ওয়া আল্‌ওয়ানিকুম, ইন্না

আকাশমণ্ডলী ও বিশ্বজগৎ সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষাসমূহ ও বর্ণ বিভিন্ন প্রকারের হওয়া নিশ্চয়

فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ۝ ٢٣ - وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ

ফী জালিকা লাআইয়াতিল্লিল্ আ'লিমীন্। ২৩। ওয়ামিন্ আইয়াতিহি মানামুকুম্

ইহাতে বিশ্বজগতের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। (২৩) আরও তাঁহার অন্যতম নিদর্শন তোমাদের নিদ্রা যাওয়া

بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

বিল্লাইলি ওয়ান্নাহারি ওয়াবতিগাউকুম্ মিন্‌ফাদলিহ্ ; ইন্না ফী জালিকা

দিবা ও রজনীতে এবং তাহার অনুগ্রহ অন্বেষণ করা ; নিশ্চয় ইহাতে

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝ ٢٤ - وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ

লাআইয়াতিল্ লিক্বাউমিঁ'ই ইয়াছমাউ'ন। ২৪। ওয়ামিন্ আইয়াতিহি ইউরিকুমুল্

শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। (২৪) তাঁহার অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদিগকে 'ভয় ও আশা' প্রদান করিবার জন্য

الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

বারক্বা খাউফাঁউ ওয়া ত্বামাআঁ'উ ওয়া ইউনায্‌যিলু মিনাছ্ ছামাই মাআন্

বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন এবং তিনি আকাশ হইতে বারিধারা বর্ষণ করেন

فَيُحْيِ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

ফাইউহ্‌য়ি বিহিল্ আরদ্ব' বা'দা মাউতিহা ; ইন্না ফী জালিকা লাআ'য়াতিল্

অতঃপর তদ্বারা পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য নিশ্চয়ই ইহাতে

لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝ ٢٥ - وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ

লিকাউমিঁ ইয়া'ক্বিলুন। ২৫। ওয়ামিন্ আইয়াতিহি আন্ তাকূমাছ্ ছামাউ

নিদর্শন রহিয়াছে। (২৫) তাঁহার অন্যতম নিদর্শন—তাঁহার আদেশে আকাশ ও পৃথিবী

وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ط ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ ق صلے اِذَآ

ওয়াল আরদ্বু বিআমরিহ্ ; ছুম্মা ইজা দাআ'কুম্ দা'ওয়াতাম্ মিনাল আরদ্বি ইজা

সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পুনরায় তিনি যখন তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে একবার আহ্বান করিবেন তখনই

اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ۝ ٢٦ - وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهٗ

আন্তুম তাখ্‌রুজূন। ২৬। ওয়ালাহু মান্‌ফিছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল্ আরদ্বি কুল্লু ল্লাহু

তোমরা বহির্গত হইবে। (২৬) আকাশমণ্ডলী ও বিশ্বজগতে যাহা আছে সব তাহারই

قَانِتُوْنَ ٢٧ - وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ

ক্বানিতুন। ২৭। ওয়াহুয়াল্লাজী ইয়াবদাউল্ খাল্‌ক্বা ছুম্মা ইউয়ী'তুহু ওয়া হুয়া আহ্‌ওয়ানু

আজ্ঞাবহ। (২৭) এবং তিনি সৃষ্টিকে প্রথম সৃজন করেন পুনরায় উহাকে দ্বিতীয়বার সৃজন করিবেন এবং ইহা তাঁহার জন্য

عَلَيْهِ ط وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ

আ'লাইহি ; ওয়ালাহুল্ মাছালুল্ আ'লা ফীছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি, ওয়া হুয়াল্

অত্যধিক সহজ ; এবং পৃথিবী ও আকাশে তাঁহার সর্বোচ্চ পদমর্যাদা, এবং তিনি

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ع ٢٨ - ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ط هَلْ لَّكُمْ

আযিযুল হাকীম। ع ২৮। দ্বারাবা লাকুম্ মাছালাম্ মিন্ আন্‌ফুছিকুম্ হাল্‌লাকুম্

পরাক্রমশীল জ্ঞানী। (২৮) তিনি তোমাদের হইতে এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন—যে,

ع ৩ ৩ রুকু

مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِىْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ

মিম্মা মালাকাত আইমানুকুম্ মিন্ শুরাকাআ ফীমা রাযাক্বনাকুম্ ফাআন্তুম্

আমি যাহা তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছি তাহাতে কি তোমাদের ক্রীতদাসগুলি অংশীদাররূপে

فِيْهِ سَوَاءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ط كَذٰلِكَ

ফীহি ছাওয়াউন্ তাখাফুনাহুম্ কাখীফাতিকুম্ আন্‌ফুছাকুম ; কাজালিকা

তোমাদের সমকক্ষ হইবে বরং তাহাদিগকে আশঙ্কা কর যেমন তোমার সমশ্রেণীকে আশঙ্কা কর ; এইরূপে

نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ٢٩ - بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

নুফাচ্ছিলুল্ আইয়াতি লিক্বাউমিঁই ইয়া'ক্বিলুন। ২৯ বালিত্তাবা'আল্লাজীনা জালামু

আমি বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি। (২৯) বরং অত্যাচারিগণ জানিয়া তাহারা

اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ج فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ط وَمَا لَهُمْ

আহ্‌ওয়া আহুম্ বিগ্বাইরি ইল্‌ম, ফামাইঁয়াহ্‌দী মান্ আদ্বাল্লাহু ; অয়ামা লাহুম্

তাহাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে, অতএব আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রান্ত করিয়াছেন তাহাকে কে সৎপথ দেখাইবে ? এবং তাহাদের জন্য

مِنْ نّٰصِرِيْنَ ○ ٣٠ - فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ

মিন্ নাছিরীন। ৩০। ফাআক্বিম্ ওয়াজ্হাকা লিদ্দীনি হানীফা ; ফিত্ব রাল্লাহিল্লাতী

কোন সাহায্যকারী থাকিবে না। (৩০) অতএব তুমি সত্যাশ্রয়ী নিষ্ঠাবানরূপে সত্য ধর্মে অটুট থাক।—আল্লাহ্‌র ইসলামের উপর যাহার উপর

فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ

ফাত্বারান্নাছা আলাইহা ; লাতাব্দীলা লিখাল্ ক্বিল্লাহ ; জালিকাদ্দীনুল্

আল্লাহ্ মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র সৃজনে কোনরূপ পরিবর্তন নাই। ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত

الْقَيِّمُ لا ق وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ق ○ ٣١ - مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ

কায়্যিমু, ওয়ালাকিন্না আকছারান্নাছি লাইয়া'লামুন। ৩১। মুনিবীনা ইলাইহি

সত্য ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ লোক বুঝে না। (৩১) তোমরা তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তনকারীরূপে

وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ج ○ ٣٢ - مِنَ الَّذِيْنَ

ওয়াত্তাক্বুহু ওয়া আক্বিমুছ্ ছালাতা ওয়ালাতাকুনু মিনাল্ মুশ্‌রিকীন। ৩২। মিনাল্লাজীনা

এবং তোমরা তাঁহাকে ভয় কর ও নামাজ প্রতিষ্ঠা কর এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। (৩২) যাহারা

فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ط كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ○

ফার্‌রাক্বু দ্বীনাহুম্ ওয়া কানু শিয়াআ' ; কুল্লু হিজবিম্ বিমা লাদাইহিম্ ফারিহূন।

বিভিন্ন দল ভুক্ত হইয়া তাহাদের ধর্মকে পৃথক পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে ; প্রত্যেক দল তাহাদের নিকট যাহা আছে তাহাতেই উল্লসিত।

٣٣ - وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ

৩৩। ওয়া ইজা মাছ্ছান্নাছা দ্বুর্‌রুন্ দাআ'উ রাব্বাহুম্ মুনীবীনা ইলাইহি ছুম্মা ইজা

(৩৩) এবং যখন মানুষ দুঃখে পতিত হয়, তখন তাহারা প্রত্যাবর্তনকারীরূপে তাহাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে, পুনরায় যখন

أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۙ ○

আজাক্বাহুম্ মিনহু রাহ্‌মাতান্ ইজা ফারীকুম্ মিনহুম্ বিরাব্বিহিম্ ইউশ্‌রিকুন।

তিনি তাহাদিগকে অনুগ্রহের আস্বাদ গ্রহণ করান তখন তাহাদের একদল তাহাদের প্রভুর সহিত অংশীস্থাপন করে।

٣٤ - لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا وقفه فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣٥ - أَمْ

৩৪। লিয়াক্‌ফুরূ বিমা আতাইনাহুম ; ফাতামাত্তাউ' ; ফাছাউফা তা'লামুন। ৩৫। আম

(৩৪) আমি যাহা তাহাদের প্রতি প্রদান করিয়াছি তাহাতে অকৃতজ্ঞতা করিবার জন্যই ; অতঃপর তোমরা পার্থিব সম্পদ উপভোগ কর, সত্বর তোমরা জানিতে পারিবে।

أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ

আন্‌যাল্‌না আ'লাইহিম্ ছুলত্বানান্ ফাহুয়া ইয়াতা কাল্লামু বিমা কানু বিহী

(৩৫) আমি কি তাহাদের প্রতি এরূপ 'সনদ' অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা তাহাদিগকে

يُشْرِكُونَ ○ ٣٦ - وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِن

ইউশ্‌রিকুন। ৩৬। ওয়াইজা আজাক্বনান্নাছা রাহমাতান্ ফারিহূ বিহা ; ওয়া ইন

অংশীস্থাপন করিতে বলে ? (৩৬) এবং আমি যখন মানবকে অনুগ্রহের আস্বাদ গ্রহণ করাই তখন তাহারা উহাতে আনন্দিত হয় ; এবং যদি

تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ○

তুছিব্‌হুম্ ছাইয়্যিআতুম্ বিমা ক্বাদ্দামাত আইদীহিম্ ইজাহুম্ ইয়াক্বনাত্বুন।

তাহাদের উপর তাহাদের স্বহস্ত কৃতকার্যের বিনিময়ে কোন বিপদ আপতিত হয় তখন তাহারা নিরাশ হইয়া পড়ে।

٣٧ - أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ

৩৭। আওয়ালাম ইয়ারাউ আন্নাল্লাহা ইয়াবছুত্বুর রিয্‌কা লিমাঁইয়াশাউ ওয়া ইয়াক্বদির ;

(৩৭) তাহারা কি লক্ষ্য করে নাই যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে প্রচুর আহার দেন ও যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে অপ্রচুর আহার দেন ;

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○ ٣٨ - فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ

ইন্না ফী জালিকা লা আইয়াতিল লিক্বাউমিঁই ইউ'মিনুন। ৩৮। ফাআতি জাল্ ক্বুর্‌বা

নিশ্চয় ইহাতে ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। (৩৮) সুতরাং নিকট আত্মীয়

حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ

হাক্ কাহু ওয়াল মিছকীনা ওয়াব্ নিছ ছাবিলি ; জালিকা খাইরুল্ লিল্লাজীনা ইউরীদুনা

ও নিঃস্ব এবং পথিককে তাহাদের প্রাপ্য দাও ; যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে

وَجْهَ اللّٰهِ ز وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ ٣٩ - وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا

ওয়াজ্বহাল্লাহি ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন। ৩৯। ওয়ামা আতাইতুম্ মির্ রিবাল

তাহাদের জন্য ইহা উত্তম, এবং তাহারাই কল্যাণপ্রাপ্ত হইবে। (৩৯) এবং যাহা তোমরা সুদ দিতেছ

لِّيَرْبُوَا فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ج وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ

লিইয়ারবুয়া ফী আমওয়ালিন্নাছি ফালা ইয়ারবু ইন্দাল্লাহি ; ওয়ামা আতাইতুম্ মিন্

লোকের ঐশ্বর্য বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া ফলতঃ উহা আল্লাহর নিকট বর্দ্ধিত হয় না, এবং যাহা তোমরা

زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝ ٤٠ - اَللّٰهُ

যাকাতিন্ তুরীদুনা ওয়াজ্ব্ হাল্লাহি ফাউলাইকা হুমুল মুদ্বই'ফুন। ৪০। আল্লাহু

আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করিয়া যাকাৎ প্রদান কর, তাহাই বহুগুণ বর্দ্ধিত করিতেছে। (৪০) আল্লাহ্ ই

الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط

ল্লাজী খালাকা'কুম ছুম্মা রাযাকাকুম্ ছুম্মা ইউমিতুকুম্ ছুম্মা ইউহ্য়ীকুম,

তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন পুনরায় তিনি তোমাদিগকে জীবিকা দিয়াছেন আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান ; পুনরায় তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিবেন ;

هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ط سُبْحٰنَهٗ

হাল্ মিন্ শুরাকাইকুম্ ম'াইয়াফ্ আ'লু মিন্ যালিকুম্ মিন্ শাইইন্ ; ছুব্ হানাহু

তোমাদের শরীকগণ কি ইহার মধ্যে কিছু করিতে সক্ষম ? তাহারা

ع ৪/৪ রুকু

وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ع ٤١ - ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

ওয়াতাআ'লা আম্মা ইউশ্ রিকুন। ৪১। জ'হারাল ফাছাদু ফিল্ বার্রি ওয়াল্ বাহ্ রি

যে যে বিষয়ে অংশীস্থাপন করিতেছে তাহা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র ও বহু উর্দ্ধে। (৪১) মানুষের কৃতকার্যের ফলস্বরূপ স্থলভাগে

بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

বিমা কাছাবাত আইদিন্নাছি লিইউজীকাহুম্ বা'দাল্লাজী আ'মিলু লাআ'ল্লাহুম্

ও সমুদ্রে অশান্তি পরিব্যপ্ত হইয়াছে, এই জন্য যে, তিনি তাহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদ গ্রহণ করাইবেন যাহা তাহারা করিয়াছে, সম্ভবতঃ তাহারা

يَرْجِعُونَ ۝ ٤٢ قُلْ سِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

ইয়ারজ্বিউন। ৪২। ক্বুল ছিরূ ফিল্ আরদ্বি ফানজুরূ কাইফা কানা আক্বিবাতুল্

প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। (৪২) তুমি বল—তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া লক্ষ্য কর যে, পূর্ববর্তীদের কিরূপ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ط كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ۝ ٤٣ - فَأَقِمْ وَجْهَكَ

লাজীনা মিন্ ক্বাব্‌লু ; কানা আকছারুহুম্ মুশ্‌রিকীন। ৮৩ ; ফাআক্বিম্ ওয়াজ্বহাকা

পরিণাম হইয়াছিল।—তাহাদের অধিকাংশই অংশীবাদী। (৪৩) সুতরাং তুমি

لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ

লিদ্দীনিল্ ক্বাইয়্যিমি মিন্ ক্বাব্‌লি অ'াইয়া'তিয়া ইয়াউমুল্লা মারাদ্দালাহু

সত্যধর্মের প্রতি অবিচলিত থাক—আল্লাহর তরফ হইতে সেই দিবস আসিবার পূর্ব পর্যন্ত যাহার কোন গতিরোধ নাই,

مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ٤٤ - مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ج وَمَنْ

মিনাল্লাহি ইয়াউমাইজিঁই ইয়াছ্ ছাদ্দাউ'ন। ৪৪। মান্ কাফারা ফাআ'লাইহি কুফ্‌রুহু, ওয়ামান্

যে দিবস লোক সকল পৃথক হইয়া যাইবে। (৪৪) যে ধর্মদ্রোহিতা কয়িাছে সে তাহার ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি পাইবে, এবং যাহারা

عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ۝ ٤٥ - لِيَجْزِىَ الَّذِينَ

আ'মিলা ছালিহান্ ফালিআনফুছিহিম্ ইয়ামহাদুন। ৪৫। লিইয়াজ্বযিয়াল্লাজীনা

সৎকার্য করিল তাহারা নিজেদের জন্যই উপাদান সঞ্চয় করিয়াছে। (৪৫) এই জন্য যে, তিনি তাঁহার অনুগ্রহে

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ط إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

আমানু ওয়া আ'মিলুহু ছালিহাতি মিন্ ফাদ্বলিহী ; ইন্নাহু লা ইউহিব্বুল

ধর্মবিশ্বাসী সদানুষ্ঠানকারীদের প্রতিদান দিবেন ; নিশ্চয় তিনি ধর্মদ্রোহীদিগকে

ٱلْكَٰفِرِينَ ٤٥ - وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٍ

কাফিরীন। ৪৬। ওয়ামিন্ আইয়াতিহি আঁইউর্ ছিলার্ রিয়াহা মুবাশ্ শিরাতিঁউ

পছন্দ করেন না। (৪৬) আর তাঁহার অন্যতম নিদর্শন হইতেছে যে, তিনি বায়ু সঞ্চার করেন সুসংবাদ রূপে

وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَلِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِۦ

ওয়ালি ইউজিকাকুম্ মির্‌রাহ্‌মাতিহী ওয়ালি তাজ্‌রিয়াল্ ফুল্‌কু বিআম্‌রিহী

এই জন্য যে, তিনি তোমাদিকে স্বীয় অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করাইবেন,—আর এই জন্য যে, তাঁহার আদেশে জাহাজ চলিবে,

وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٤٦ - وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

ওয়ালি তাবতাগু মিন ফাদ্বলিহী ওয়ালাআ'ল্লাকুম্ তাশ্‌কুরূন। ৪৭। ওয়ালাক্বাদ আর্‌ছালনা

এবং এই জন্য যে, তোমরা তাঁহার অনুগ্রহে অনুসন্ধান কর সম্ভবতঃ তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। (৪৭) আর নিশ্চয়ই আমি

مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ

মিন্ ক্বাবলিকা রুছুলান্ ইলা ক্বাউমিহিম ফাজ্বাউহুম্ বিল্ বাইয়্যিনাতি

তোমার পুর্ব্বে বহু রাসুলকে তাহাদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। অতঃপর তাহারা স্পষ্ট প্রমাণ সহ তাহাদের নিকট আসিয়াছিল

فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ

ফান্‌তাক্বামনা মিনাল্লাজীনা আজ্বরামু ; ওয়া কা-না হাক্কক্বান্ আ'লাইনা নাছ্‌রুল্

তারপর আমি পাপীদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম ; এবং ধর্ম্ম বিশ্বাসীদের সাহায্য করা

ٱلْمُؤْمِنِينَ ٤٧ - ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا

মু'মিনীন্। ৪৮। আল্লাহুল্লাজী ইউরছিলুর্ রিয়াহা ফাতুছীরু ছাবাহান্

আমার কর্ত্তব্য ছিল। (৪৮) তিনি আল্লাহ যিনি বায়ু সঞ্চারণ করেন তারপর উহা মেঘ বহন করে,

فَيَبْسُطُهُۥ فِى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُۥ كِسَفًا

ফাইয়াব্‌ছুতুহু ফিছ্‌ছামাই কাইফা ইয়াশাউ ওয়া ইয়াজ্ব আ'লুহু কিছাফান্

অতঃপর তিনি উহাকে ইচ্ছানুরূপ আকাশে পরিব্যপ্ত করিয়া দেন এবং উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেন

فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ج فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ

ফাতারাল্‌ ওয়াদক্বা ইয়াখ্‌রুজু মিন্‌ খিলালিহী, ফা-ইজা আছাবা বিহী মাঁই

অনন্তর তুমি দেখিবে যে, তন্মধ্য হইতে বৃষ্টি নামিতেছে, আর যখন তিনি তাঁহার মনোনীত বান্দাদের নিকট উহা উপস্থাপিত

يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ج ٤٩ - وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ

ইয়াশাউ মিন্‌ ই'বাদিহী ইজাহুম্‌ ইয়াছ্‌তাব্‌শিরূন্‌। ৪৯। ওয়াইন্‌ কানু মিন্‌ ক্বাব্‌লি

করেন তখন তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়। (৪৯) যদিও তাহাদের উপর উহা অবতীর্ণ হইবার

اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ٥ ٥٠ - فَانْظُرْ

আঁই উনায্‌যালা আ'লাইহিম্‌ মিন্‌ক্বাবলিহী লামুব্‌লিছীন। ৫০। ফান্‌জুর্‌

পুর্বক্ষণ পর্যন্ত তাহারা নিরাশ ছিল। (৫০) অতএব হে শ্রবণকারী ! তুমি আল্লাহর

اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط

ইলা আছারি রাহ্‌মাতিল্লাহি কাইফা ইউহ্‌ইল্‌ আর্‌দ্বা বা'দা মাউতিহা ;

অনুগ্রহ চিহ্নের প্রতি লক্ষ্য কর কিরূপে তিনি পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন ;

اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥

ইন্না জালিকা লামুহ্‌য়িল্‌ মাউতা, ওয়াহুওয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন্‌ ক্বাদীর্‌।

নিশ্চয় এইরূপেই তিনি মৃতগণকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন, আর নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক বিষয়ে শক্তিশালী।

٥١ - وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْ بَعْدِهٖ

৫১। ওয়ালাইন্‌ আর্‌ছাল্‌না রীহান্‌ ফারাআউহু মুছ্‌ফার্‌রাল্লাজাল্লু মিম্‌ বা'দিহী

(৫১) আর যদি আমি এইরূপ বায়ু সঞ্চারণ করি অতঃপর তাহারা উহা পীতবর্ণ দেখিবে তৎপর তাহারা

(৫০) আল্লাহর রহমতের নমুনার কথা এই আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে। আল্লাহ মৃত ও শুষ্ক মাটিকে সঞ্জীবিত করিতে পারেন। সুতরাং তিনি মৃতকেও যে জীবিত করিতে সক্ষম এই কথা বলাই বাহুল্য মাত্র। (ফত্‌হুল ক্বাদীর)

يَكْفُرُوْنَ ۝٥٢ - فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ

ইয়াক্‌ফুরূন। ৫০। ফাইন্নাকা লা-তুছমিউ'ল্ মাউতা ওয়ালা তুছ্‌মিউ'ছ্‌ছুম্মা দ্দু'য়া'আ

অকৃতজ্ঞতা করিতে থাকিবে। (৫২) হে নবী! তুমি মৃতদিগকে শ্রবণ করাইতে পার না অথবা তুমি বধিরকে আহ্বান শুনাইতে পার না।

اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ۝٥٣ - وَمَا اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ط

ইজা-ওয়াল্লাউ মুদ্‌বিরীন। ৫৩। ওয়ামা-আন্তা বিহাদিল্ উম্‌ই আ'ন দ্বালা'লাতিহিম্;

বিশেষতঃ য'ন তাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া পলায়ন করে। (৫৩) আরও তুমি অন্ধগণকে তাহাদের ভ্রান্তপথ হইতে সৎপথে আনয়ন করিতে পার না।

ع ৫ / ৫ রুকু

اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ع

ইন্ তুছ্‌মিউ' ইল্লা-মাঁই ইউমিনু বিআইয়াতিনা ফাহুম মুছ্‌লিমুন। ৫

যাহারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি বিশ্বাস করে তুমি তাহাদিগকে শ্রবণ করাইতে পার যেহেতু তাহারা মুসলমান।

٥٤ - اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ

আল্লাহুল্লাজী খালাকাকুম্ মিন্ দ্বু'ফিন্ ছুম্মা জ্বাআ'লা মিম্ বা'দি দ্বু'ফিন্

(৫৪, তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদিগকে দুর্বল অবস্থা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন পুনরায় তিনি দুর্বলতার পরে

قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً ط يَخْلُقُ

কুউওয়াতান্ ছুম্মা জ্বাআ'লা মিম্ বা'দি' কুওয়াতিন্ দ্বু'ফা'উ ওয়া শাইবাহ্; ইয়াখ্‌লুক্

শক্তি প্রদান করিয়াছেন আবার শক্তির পর দুর্বলতা ও বার্দ্ধক্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছানুযায়ী

(৫৩) প্রকৃতই যে ব্যক্তি গোমরাহ হইয়া যায়, তাহাকে হেদায়েত করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। আল্লাহ যাহাকে গোমরাহ করেন, সে চিরকাল গোরাহ্ই থাকিয়া যায়। না তাহার কোন উপকারকারী থাকে, না তাহার কোন সম-দরদী থাকে। সে আল্লাহ্‌র গজবের সাগরে হাবুডুবু খাইতে থাকে। তাহার এই আজাবের শেষ নাই, ইতি নাই। (তাফ্‌হীম)

مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۝٥٥ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ

মা ইয়াশা-উ, ওয়া হুয়াল্ আ'লীমুল কাদীর। ৫৫। ওয়া ইউমা তাকুমুছ্‌ছা আ'তু

সৃজন করেন, এবং তিনি সর্বজ্ঞাতা ও শক্তিশালী। (৫৫) এবং যে দিবস কেয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে

يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ۙ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا

ইউক্‌ছিমুল্ মুজ্‌রিমূন। মা-লাবিছু গ্বাইরা ছা-আ'হ্; কাজালিকা কানু

পাপীরা শপথ করিয়া বলিবে—তাহারা জগতে এক ঘণ্টার অধিককাল অবস্থান করে নাই। এইরূপে তাহারা

يُؤْفَكُونَ ۝٥٦ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي

ইউফাকূন। ৫৬। ওয়াকালাল্লাজীনা উতুল্ ই'ল্‌মা ওয়াল্ ঈমানা লাকাদ্ লাবিছতুম্ ফী

ভিত্তিহীন কল্পনা করিত। (৫৬) আর যাহাদিগকে জ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাস প্রদত্ত হইয়াছে তাহারা বলিবে—আল্লাহর গ্রন্থে আছে যে,

كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ

কিতাবিল্লাহি ইলা ইয়াওমিল্ বা'ছি ফাহাজা ইয়াওমুল্ বা'ছি ওয়ালা কিন্নাকুম্

নিশ্চয়ই তোমরা কেয়ামতের দিবসের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ আর ইহাই কেয়ামতের দিবস কিন্তু

كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝٥٧ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا

কুন্তুম্ লা তা'লামুন। ৫৭। ফা-ইয়াওমায়িজিল্ লা ইয়ান্ ফা'উল্ লাজীনা জালামু

তোমরা ইহার জ্ঞান রাখিতে না। (৫৭) অতঃপর সেদিন অত্যাচারীদের কোন ওজর কোন উপকারে

مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝٥٨ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ

মা'জিরাতুহুম্ ওয়ালাহুম্ ইউছ্ তা'তাবুন্। ৫৮। ওয়ালাকাদ্ দ্বারাব্‌না লিন্নাছি

আসিবে না ও তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবারও সুযোগ দেওয়া হইবে না। (৫৮) এবং আমি

(৫৭) শেষ বিচারের দিন আল্লাহ কোন অপরাধীর কোন প্রকার ওজর আপত্তি শুনিবেন না। কোন প্রকার ছলনাও আল্লাহর দরবারে কাজে আসিবে না। কেননা পরকালে ওজর করিবার কিছুই নাই। কারণ দুনিয়ার জিন্দেগীতে মানুষকে আল্লাহ সব কিছুই দিয়াছেন। এই দেওয়াতে যাহারা নাফরমানী করিয়াছে, তাহারা কোন ওজরই পেশ করিতে পারিবে না। (রুহুল বয়ান)

فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰیَةٍ

ফী হাজাল ক্বুরআনি মিন্ কুল্লি মাছালিন্ ; ওয়ালাইন্ জি'তাহুম্ বিআইয়াতিল্

মানবগণের জন্য এই কোরআনে প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ বর্ণনা করিয়াছি। আর হে নবী! যদি তুমি ধর্মদ্রোহীদের নিকট কোন নিদর্শন

لَّیَقُوْلَنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ۝ ٥٩ - كَذٰلِكَ

লাইয়াক্বু'লান্নাল লাজীনা কাফারূ ইন্ আন্তুম্ ইল্লা মুব্‌তিলুন। ৫৯। কাজালিকা

আনয়ন কর নিশ্চয় তাহারা বলিবে তোমরা বড় প্রবঞ্চনাকারী। (৫৯) এইরূপেই

یَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝ ٦٠ - فَاصْبِرْ اِنَّ

ইয়াত্ব্‌বাউ'ল্লাহু আ'লা ক্বুলুবিল্লাজীনা লা ইয়া'লামুন। ফাছ বির্ ইন্না

আল্লাহ্ অজ্ঞদের অন্তোরোপরি মোহরাঙ্কিত করেন। (৬০) অতএব তুমি ধৈর্যাবলম্বন কর, নিশ্চয়ই

ع ৬ / ৬ রুকু

وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا یَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِیْنَ لَا یُوْقِنُوْنَ ع

ওয়া'দ্বালাহি হাক্ক্বু'উ ওয়ালা ইয়াছ্‌তাখিফ্ ফান্নাকাল লাজীনা লা ইউক্বিনূন্। ع

আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য এবং ধর্মে অবিশ্বাসীগণ যেন তোমাকে বিচলিত চিত্ত করিতে না পারে।

ছুরা—লুক্‌মান ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহীম। অতি দয়াবান পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৩৪ আয়াত এবং ৪রুকু।

١ - الٓمّٓ ۚ ۝ ٢ - تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِیْمِ ۙ

১। আলিফ্-লা—ম্—মী—ম্। ২। তিল্‌কা আইয়াতুল্ কিতাবিল্ হাকীম।

(১) আলিফ্ লা—ম্—মী—ম্। (২) এই বিজ্ঞানপূর্ণ কিতাবের আয়াতসমূহ।

৫৯। মানুষ যখন কোনও গোনাহ করে, তখন তাহার দিলের মধ্যে একটি কালো দাগ পড়িয়া যায়। এই ভাবে গোনাহের সংখ্যা যখন বাড়িয়া যায়, তখন সমস্ত অন্তরকে কালো দাগে ছাইয়া ফেলে। সেই অন্তরের মধ্যে আল্লাহর রহমত বর্ধিত হয় না। ফলে সেই দিলের উপর আল্লাহর মোহর পড়িয়া যায়। ইহা আর কখনো আলোকিত হইতে পারে না। তবে হাঁ, আল্লাহর জিকির করিলে উক্ত ক্বলব পরিষ্কার করা যায়। (ন্রুন্ আলা নুর)

٣ - هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ لا ٤ - الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

৩। হুদাঁউ ওয়া রাহ্‌মাতাল্লিল্ মুহ্‌ছিনীন। ৪। আল্লাজীনা ইউকীমূনাচ্ছালাতা

(৩) যাহা পুণ্যবানদের জন্য পথ প্রদর্শক ও অনুগ্রহ স্বরূপ। (৪) যাহারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে

وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ط ٥ - اُولٰٓئِكَ عَلٰى

ওয়া ইউতুনায্ যাক্বাতা ওয়াহুম্ বিল্ আখিরাতি হুম্ ইউকিনুন। ৫। উলাইকা আ'লা

ও যাকাৎ প্রদান করে এবং তাহারাই পরকালে দৃঢ় বিশ্বাসী। (৫) তাহারাই তাহাদের

هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٥ ٦ - وَمِنَ النَّاسِ مَنْ

হুদাম্ মির্‌রাব্বিহিম্ ওয়া উলাইকা হুমুল্ মুফ্‌লিহুন। ৬। ওয়া মিনান্নাছি মাঁই

প্রতিপালকের সৎপথের উপর আছে এবং পরিণামে তাহারাই সুফল প্রাপ্ত হইবে। (৬) আর লোকদের মধ্যে

يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ق صلے

ইয়াশ্‌তারী লাহুওয়াল্ হাদীছে লিইয়ুদ্বিল্লা আ'ন্ ছাবীলিল্লাহি বিগ্বাইরি ই'ল্‌মিঁ

কেহ কেহ এমনও আছে যে, সে অমুলক কাহিনী ক্রয় করে এই জন্য যে, সে না বুঝিয়া আল্লাহর পথ হইতে পথভ্রষ্ট করে ;

وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ٥ ٧ - وَاِذَا

ওয়া ইয়াত্তাখিজাহা হুযুওয়া ; উলাইকা লাহুম্ আজাবুম্ মুহীন। ৭। ওয়া ইজা

অথচ সে উহাকে বিদ্রূপ করে। তাহাদেরই জন্য জঘন্য শাস্তি রহিয়াছে। (৭) এবং যখন

تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا

তুত্‌লা আ'লাইহি আ'ইয়াতুনা ওয়াল্লা মুছ্‌তাক্‌বিরান্ কাআল্লাম্ ইয়াছমা'হা

তাহার নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শ্রবণ করান হয় তখন সে গর্ব্বভরে মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্গমন করে —যেন সে শ্রবণই করে নাই,

---

كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ج فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ٥

কাআন্না ফী - উজুনাইহি ওয়াক্‌রা, ফাবাশ্‌শির্‌হু বিআ জাবিন্ আ'লীম্।

— যেন তাহার উভয় কর্ণে বধিরতা বিরাজমান. সুতরাং তুমি তাহাকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও

٨ - إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۙ

ইন্নাল্লাজীনা আমানু ওয়া আ'মিলুছ্ ছালিহাতি লাহুম্ জ্বান্নাতু ন্নাঈম।

(৮) নিশ্চয় যাহারা ধর্মবিশ্বাস করিয়া সৎকার্য্যসমূহ করিয়াছে তাহাদেরই জন্য নেয়ামত সম্ভারে পূর্ণ বেহেশ্ত রহিয়াছে।

---

٩ - خَالِدِينَ فِيهَا ط وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ط وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○ ١٠ - خَلَقَ

৯। খালিদীনা ফীহা ; ওয়াদাল্লাহি হাক্ক্বা ; ওয়াহুয়াল্ আযিযুল হাকীম্। ১০। খালাক্বাছ

(৯) তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে ; আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য ; আর তিনি পরাক্রমশালী জ্ঞানবান। (১০) তিনি

السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقٰى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ

ছামাওয়াতি বিগ্বাইরি আ'মাদিন্ তারাউনাহা ওয়া আল্ক্বা ফিল্ আরদ্বি রাওয়াছিয়া

আকাশ মণ্ডলীকে বিনা স্তম্ভে সৃজন করিয়াছেন—যাহা তোমরা দেখিতেছ এবং তিনি পৃথিবীতে নঙ্গরসমূহ স্থাপন করিয়াছেন

أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ط وَأَنْزَلْنَا

আন্ তামিদা বিকুম্ ওয়াবাছ্ছা ফীহা মিন্কুল্লি দাব্বাহ ; ওয়া আন্যাল্না

যাহাতে উহা তোমাদের লইয়া ঝুঁকিয়া না পড়ে এবং উহাতে তিনি প্রত্যেক প্রকারের প্রাণীকে বিস্তার করিয়াছেন ; আর আমি

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ○

মিনাছ্ ছামাই মাআন্ ফাআম্বাত্না ফীহা মিন কুল্লি যাউজ্বিন্ কারীম।

আকাশ হইতে বারিধারা বর্ষণ করিয়া উহাতে উৎকৃষ্ট বস্তু উৎপন্ন করিয়াছি।

---

١١ - هٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ط

১১। হাজা খাল্ক্বুল্লাহি ফাআরূনী মা-জা খালাক্বাল্লাজীনা মিন্ দুনিহী ;

(১১) ইহা আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি, অতএব তোমরা আমাকে দেখাও যে, তিনি ব্যতীত তোমাদের উপাস্যগণ কি সৃজন করিয়াছে ?

ع ১

بَلِ الظّٰلِمُونَ فِي ضَلٰلٍ مُبِينٍ ع ١٢ - وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمٰنَ

১ রুকু

বালিজ্ জালিমুনা ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ع ১২। ওয়া লাক্বাদ্ আতাইনা লুক্মানাল্

বরং অত্যাচারীগণ স্পষ্ট ভ্রান্ত পথে রহিয়াছে। (১২) আর আমি লোকমানকে বিজ্ঞান প্রদান করিলাম

ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ

হিক্‌মাতা আনিশ্‌কুর্‌ লিল্লাহি ; ওয়া মাঁইয়াশ্‌কুর্‌ ফাইন্নামা ইয়াশকুরু

যে, তুমি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে থাক ; আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের মঙ্গলের জন্যই

لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ۝١٣ وَإِذْ قَالَ

লিনাফ্‌ছিহ্‌ ; ওয়া মান্‌ কাফারা ফাইন্নাল্লাহা গ্বানিউন্‌ হামীদ। ১৩। ওয়া ইজ কালা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ; আর যে কৃতজ্ঞতা করিল না আল্লাহ্‌ মুখাপেক্ষী নহেন —তিনি স্বতঃই প্রসংশিত।
(১৩) আর স্মরণ কর যখন

لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ

লুকমানু লিবনিহী ওয়া হুওয়া ইয়াইজুহ্‌ ইয়া বুনাইয়্যা লা তুশরিক্‌ বিল্লাহ্‌ ;

লোকমান উপদেষ্টারূপে স্বীয় পুত্রকে বলিল হে আমার পুত্র ; তুমি কাহাকেও আল্লাহর অংশী করিও না ;

إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝١٤ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ ۚ

ইন্নাশ্‌শির্‌কা লাজুল্‌মুন্‌ আজীম। ১৪। ওয়া ওয়াছ্‌ছাইনাল্‌ ইন্‌ছানা বিওয়ালি দাইহি,

নিশ্চয় শেরেক করা মহাপাপ। (১৪) আর আমি মানবকে পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিলাম

حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ

হামালাত্‌হু উম্মুহু ওয়াহ্‌নান্‌ আ'লা ওয়াহ্‌নিউঁ ওয়া ফিছালুহু ফী আ'মাইনি

তাহার মাতা তাহাকে কষ্টের পর কষ্ট করিয়া গর্ভে ধারণ করে আর দুই বৎসরে সে স্তন্যপান ছাড়িয়া

أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ۝١٥ وَإِن جَٰهَدَاكَ

আনিশ্‌কুর্‌ লী ওয়ালি ওয়ালি দাইক ; ইল্লাইয়্যাল মাছীর। ১৫। ওয়া ইন্‌ জ্বাহাদাকা

দেয়, এই জন্য তুমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর ও পিতামাতার কৃতজ্ঞ হও। পরিণামে আমারই নিকট
তোমাদের গন্তব্যস্থল। (১৫) আর যদি তাহারা উভয়ে তোমাকে

عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

আ'লা আন্‌ তুশ্‌রীকা বী মা লাইছা লাকা বিহী ই'ল্‌মুন্‌ ফালা তু'ত্বিহুমা

আমার সহিত এমন বস্তুর শেরেক করাইতে চেষ্টা করে যাহার সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই তবে
এ বিষয়ে তাহাদের কথা মান্য করিও না

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ز وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ج ثُمَّ

ওয়া ছাহিব্‌হুমা ফিদ্দুন্‌ইয়া মা'রূফাঁউ ওয়াত্তাবি' ছাবিলা মান্ আনাবা ইলাহিয়্যা ; ছুম্মা
এবং তাহাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার কর, আর তাহাদের পথ অবলম্বন কর যাহারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হইয়াছে, পুনরায়

إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٦ - يٰبُنَيَّ

ইলাইয়্যা মারজিউকুম ফাউনাব্বিউকুম বিমা কুন্তুম্ তা'মালুন । ১৬। ইয়া বুনাইয়্যা
আমারই নিকট তোমাদের গন্তব্যস্থল সুতরাং আমি বলিয়া দিব তোমরা যে কার্য করিতে। (১৬) হে আমার পুত্র

إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ

ইন্নাহা ইন্‌তাকু মিছ্‌ক্বালা হাব্বাতিম্ মিন্ খারদালিন্ ফাতাকুন্ ফী ছাখ্‌রাতিন্
নিশ্চয় উহা যদি সরিষা জীবের পরিমাণও কোন কার্য হয় অতঃপর উহা প্রস্তরে অথবা

أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ط إِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ

আউ ফিছ্‌ছামাওয়াতি আউ ফিল্ আরদ্বি ইয়া'তি বিহাল্লাহ্ ; ইন্নাল্লাহা লাত্বীফুন্
আকাশমণ্ডলী অথবা পৃথিবীতে থাকে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ উহাকে উপস্থাপিত করিবেন ; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সুক্ষ্মদর্শী

خَبِيرٌ ۝ ١٧ يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ

খাবীর । ১৭। ইয়াবুনাইয়্যা আকিমিছ্‌ ছালাতা ওয়া'মুর্ বিল্‌মা'রূফি ওয়ান্‌হা আ'নিল্
সর্বজ্ঞ। হে আমার পুত্র ! তুমি নামাজ প্রতিষ্ঠা কর এবং সৎকার্য্য করিতে উপদেশ প্রদান কর এবং

الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ ط إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ج

মুনকারি ওয়াছ্‌বির্ আ'লা মা আছাবাকা ; ইন্না জা-লিকা মিন্ আয্‌মিল্ উমুর।
অসৎ কার্যে নিষেধ কর ও তোমার উপর যাহা আপতিত হয় তাহাতে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় উহা অতি সৎসাহসের কার্য।

١٨ - وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ط

১৮। ওয়ালা তুছায়্যি'র্ খাদ্দাকা লিন্নাছি ওয়ালা তামশি ফিল আরদ্বি মারাহা ;
(১৮) তুমি মানুষের প্রতি মুখবিকৃত করিও না এবং পৃথিবীতে দম্ভ সহকারে চলিও না.

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ج ١٩ - وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্‌বু কুল্লা মুখ্‌তালিন্ ফাখুর। ১৯। ওয়াকছিদ্ ফী মাশ্‌য়িকা
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কোন অহঙ্কারী দাম্ভীককে পছন্দ করেন না। (১৯) আর চলাফেরায় মধপন্থা অবলম্বন কর।

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ع

ওয়াগ্‌দুদ্‌ মিন্‌ ছাউতিকা ; ইন্না আন্‌কারাল্‌ আছ্‌ওয়াতি লাছাউতুল হামীর। ع
এবং তোমার স্বর মৃদু কর। নিশ্চয় গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা কর্কশ।

৪ ২ — ২ রুকু

٢٠ - اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

২০। আলাম তারাউ আন্নাল্লাহা ছাখ্‌খারা লাকুম্‌ মা ফিছ্‌ছামাওয়াতি ওয়ামা ফিল্‌ আরদ্বি
(২০) তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই যে, আকাশমণ্ডলী ও বিশ্বজগতে যাহা আছে তিনি সবই তোমাদের আজ্ঞাবহ করিয়াছেন

وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ط وَمِنَ النَّاسِ مَنْ

ওয়া আছবাগা আ'লাইকুম্‌ নিয়া'মাহু জা হিরাতাঁউ ওয়া বা-ত্বিনাহ ; ওয়া মিন্নাছি মাঁই
এবং তিনি তোমাদের প্রতি প্রকাশ্য দানসমূহ পূর্ণ করিয়াছেন। আর লোকদের মধ্যে

يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ٥

ইউজ্বাদিলু ফিল্লাহি বিগাইরি ই'লমিঁউ ওয়ালা হুদাঁউ ওয়ালা কিতাবিম্‌ মুনীর।
কেহ কেহ আল্লাহ্‌র ব্যাপারে বিবাদ করে অথচ তাহাদের নিকট হেদায়েত বা আলোক প্রদানকারী কোন ধর্মগ্রন্থ নাই।

٢١ - وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا

২১। ওয়া ইজা ক্বীলা লাহুমুত্তাবিউ' মা আন্‌যালাল্লাহু বাল্‌ নাত্তাবিউ' মা
(২১) আর যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তোমরা সেই পথ অনুসরণ কর তখন তাহারা বলে – বরং আমরা ঐ পথ অবলম্বন করিব

وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ

ওয়াজাদ্‌না আ'লাইহি আ-বা-আনা ; আওয়ালাউ কানাশ্‌ শাইত্বানু ইয়াদউ'হুম্‌

যে পথে আমরা পিতৃ-পিতামহকে পাইয়াছি। যদিও শয়তান তাহাদিগকে দোজখের

اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝ ٢٢ - وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ

ইলা আ'জাবিছ্‌ ছায়ীর। ২২। ওয়া মাঁই ইউছ্‌লিম ওয়াজ্‌হাহু ইলাল্লাহি ওয়া হুওয়া

শাস্তির দিকে আহ্বান করিতে থাকে। (২২) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ করিল এবং সে

مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ؕ وَاِلَى اللّٰهِ

মুহ্‌ছিনুন্‌ ফাক্বাদিছ্‌তাম্‌ছাকা বিল্‌উ'রওয়াতিল্‌ বুছ্‌কা ; ওয়া ইলাল্লাহি

সদাচারী সুতরাং নিশ্চয় সে সুদৃঢ় 'হাতল' ধারণ করিল। আর আল্লাহ্‌র নিকট

عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝ ٢٣ - وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ

আ'ক্বিবাতুল উমুর। ২৩। ওয়া মান্‌ কাফারা ফালা ইয়াহ্‌যুন্‌কা কুফ্‌রুহু ;

সমূহ কার্যের পরিণতি। (২৩) যে ধর্মদ্রোহিতা করিল তাহার ধর্মদ্রোহিতায় তুমি দুঃখিত হইবে না।

اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ

ইলাইনা মারজ্বিউহুন্‌ ফানুনাব্বিউহুম্‌ বিমা আ'মিলু ; ইন্নাল্লাহা আ'লিমুম্‌

আমারই নিকট তাঁহাদের গন্তব্যস্থল সুতরাং আমি বলিয়া দিব তাহারা যাহা করিয়াছে ; নিশ্চয় আল্লাহ্‌

بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ ٢٤ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى

বিজাতিছ্‌ ছুদুর। ২৪। নুমাত্তিউ'হুম্‌ ক্বালিলান্‌ ছুম্মা নাদ্ব্‌ত্বার্‌রুহুম্‌ ইলা

অন্তরসমূহের ভেদ জ্ঞাত আছেন। (২৪) আমি তাহাদিগকে অল্পই পার্থিব সুখ-সম্ভোগ করিতে দিব পুনরায় তাহাদিগকে

عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝ ٢٥ - وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

আ'জাবিন্‌ গ্বালিজ্‌। ২৫। ওয়া লা ইন্‌ ছাআল্‌তাহুম্‌ মান্‌ খালাক্বাছ্‌ ছামাওয়াতি ওয়াল্‌ আরদ্বা

কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করিব। (২৫) যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, কে আকাশমণ্ডলী ও বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছে

لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

লাইয়াকুলুন্নাল্লাহু ; ক্বুলিল্ হাম্‌দু লিল্লাহি, বাল্ আকছারুহুম্ লা ইয়া'লামুন।

তাহারা নিশ্চয় বলিবে —আল্লাহ্। তুমি বল আল্লাহ্‌র-ই সমস্ত প্রশংসা ; বরং তাহাদের অনেকেই জ্ঞান রাখে না।

---

٢٦ - لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ؕ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

২৬। লিল্লাহি মাফিছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল্ আরদ্বি ; ইন্নাল্লাহা হুয়াল্ গ্বানিইয়ুল্ হামীদ্।

(২৬) আকাশমণ্ডলী ও বিশ্বজগতে যাহা আছে সবই আল্লাহ্‌র ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন এবং তিনি স্বতঃই প্রশংসিত।

---

٢٧ - وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ

২৭। ওয়া লাউ আন্না মাফিল্ আর্‌দ্বি মিন্ শাজ্বারাতিন্ আকলামুঁউ ওয়াল্ বাহরু

(২৭) যদি পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ লেখনী হয় এবং সমুদ্র যদি কালি হয়,

---

يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ

ইয়ামুদ্দুহু মিনবা'দিহী ছাব্‌আ'তু আব্‌হুরিম্ মা নাফিদাত্ কালিমাতুল্লাহি ;

উহার পরে আরও সপ্ত সমুদ্র উহাকে সহায়তা করে তথাপি আল্লাহ্‌র বাণী সমাপ্ত হইবে না ;

إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٢٨ - مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ

ইন্নাল্লাহা আ'যীযুন্ হাকীম । ২৮। মা খালক্বুকুম ওয়ালা বা'ছুকুম্ ইল্লা কানাফ্‌ছিঁউ

নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী জ্ঞানবান। (২৮) তোমাদিকে সৃষ্টি করা ও পুনরোত্থিত করা একজন

وَاحِدَةٍ ؕ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ ٢٩ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ

ওয়াহিদাহ্ ; ইন্নাল্লাহা ছামিউ'ম্ বাছীর । ২৯। আলাম তারা আন্নাল্লাহা ইউলিজুল্

মানুষকে সৃষ্টি করার ন্যায় ; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদর্শী। হে শ্রবণকারী ! তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, নিশ্চয় আল্লাহ্

اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

লাইলা ফিন্নাহারি ওয়া ইউলিজুন্নাহারা ফিল্ লাইলি ওয়া ছাখ্‌খারাশ্ শামছা

রজনীকে দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে রজনীর মধ্যে প্রবেশ করান, এবং তিনি সূর্য্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন

وَالْقَمَرَ زكُلٌّ يَّجْرِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا

ওয়াল্ কামারা, কুল্লুঁইয়াজ্‌রি ইলা আজালিম্ মুছাম্মাঁউ ওয়া আন্নাল্লাহা বিমা

করিয়াছেন, প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে আর নিশ্চয় আল্লাহ্

تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○ ٣٠ - ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ

তা'মালূনা খাবীর । ৩০ । জা-লিকা বিআন্নাল্লাহা হুয়াল্ হাক্‌ক্বু ওয়া আন্না মা ইয়াদ্‌উ'না

তোমাদের কৃতকর্ম সমূহ জ্ঞাত আছেন। (৩০) ইহা এই জন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই সত্য এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ ব্যতীত

ع ৩ | ৩ রুকু

مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ لا وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ع ٣١ - اَلَمْ تَرَ

মিন্ দুনিহিল্ বাত্বিলু, ওয়া আন্নাল্লাহা হুয়াল্ আ'লীইয়্যুল্ কাবীর । ع ৩১ । আলাম তারা

তাহারা যাহাকে আহ্বান করে সেগুলি ভিত্তিহীন আর নিশ্চয় আল্লাহ্ মহান শ্রেষ্ঠ (৩১) তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে,

اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ

আন্নাল্ ফুল্‌কা তাজ্‌রি ফিল্‌বাহ্‌রি বিনি'মাতিল্লাহি লিইউরিয়াকুম মিন্

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই জাহাজ সমুদ্রে ভাসিতে থাকে এই জন্য যে. তিনি তোমাদিগকে, স্বীয় নিদর্শন

اٰيٰتِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

আ-ইয়া-তিহি, ইন্না ফী জা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিকুল্লি ছাব্বারিন্ শাকূর ।

প্রদর্শন করিবেন। নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞের জন্য শিক্ষণীয় রহিয়াছে।

٣٢ - وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج

৩২। ওয়া ইজা গ্বাশিয়াহুম্ মাউজুন্ কাজ্‌জুলালি দাআ'উল্লাহা মুখলিছীনা লাহুদ্দীন,

(৩২) এবং যখন সমুদ্রে পর্বতের ন্যায় তরঙ্গ আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে তখন তাহারা একাগ্রচিত্তে তাঁহার ধর্ম স্বীকার করিয়া আল্লাহ্‌কে আহ্বান করে

فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ط وَمَا يَجْحَدُ

ফালাম্মা নাজ্জাহুম্ ইলাল্ বার্‌রি ফামিন্‌হুম্ মুক্তাছিদ, ওয়ামা ইয়াজ্‌হাদু

অতঃপর যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলে উপনীত করেন তখন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। আর আমার

بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ۝ ٣٣ - يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا

বিআ-ইয়া-তিনা ইল্লা কুল্লু খাত্তারিন্ কাফুর । ৩৩ । ইয়া আইয়্যুহান্নাছুত্তাকু

নিদর্শন সমূহকে প্রবঞ্চক ও অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কেহ অমান্য করে না । (৩৩) হে মানবগণ !

رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ز وَلَا

রাব্বাকুম ওয়াখ্‌শাউ ইয়াউমাল্লা ইয়াজ্‌যি ওয়ালিদুন্ আঁউ ওয়ালাদিহি, ওয়ালা

তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর আরও ভয় কর ঐ দিনকে যে দিন পিতা পুত্রের কোন উপকারে আসিবে না।

مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ط اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ

মাউলূদুন্ হুওয়া জাযিন্ আঁউ ওয়া-লিদিহি শাইআ ; ইন্না ওয়া'দাল্লাহি হাক্কুন্

পুত্রও পিতার কোন উপকারে আসিবে না ; নিশ্চয় আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার সত্য অতএব

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا قف وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

ফালা তাগ্‌রুরান্নাকুমুল্ হায়াতুদ্‌দুন্‌ইয়া ওয়ালা ইয়াগ্‌রুরান্নাকুম বিল্লাহিল্ গারূর ।

পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে ধোকায় পতিত না করে এবং প্রবঞ্চকও যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে প্রতারিত না করে ।

٣٤ - اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ج وَيَعْلَمُ

৩ । ইন্নাল্লাহা ই'ন্দাহু ই'ল্‌মুছ্ ছাআ'তি, ওয়া ইউনায্‌যিলুল্ গাইছা, ওয়া ইয়া'লামু

(৩৪) নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই নিকট কিয়ামতের জ্ঞান আছে, এবং তিনিই বারি বর্ষণ করেন ও

مَا فِى الْاَرْحَامِ ط وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط وَمَا

মা ফিল্ আর্‌হাম ; ওয়ামা তাদ্‌রী নাফ্‌ছুম্ মা-জা তাক্‌ছিবু গাদা, ওয়া মা

মাতৃ গর্ভে যাহা থাকে তিনি জানেন। আর কোনও ব্যক্তি জানে না যে, সে আগামী কল্য কি করিবে। আর

تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝ ع ع ৪

তাদ্‌রী নাফ্‌ছুন্ বিআইয়্যি আর্‌দ্বিন্ তামুতু ; ইন্নাল্লাহা আ'লীমুন্ খাবীর । ع ৪

কোনও ব্যক্তি জানে না যে, সে কোন্ দেশে প্রাণত্যাগ করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ জ্ঞানী সর্বজ্ঞ। রুকু

ছুরা -- ছিজ্‌দাহ্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লাহির্‌রাহ্‌মানির্‌রাহীম। অতি দয়াবান পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	এই ছুরায় ৩ রুকু ও ৩০ আয়াত।

١ - الٓمّٓ ج ٢ - تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ

১। আলিফ-লাম-মীম। ২। তান্‌যিলুল্‌ কিতাবি লা রাইবা ফীহি মির্‌রাব্বিল্‌

(১) আলিফ-লাম্‌ মীম্‌। (২) ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই, হে রাসূল! বিশ্বজগতের প্রতিপালকের তরফ হইতে এই কিতাব

الْعٰلَمِيْنَ ○ ط ٣ - اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ج بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ

আ'লামীন। ৩। আম্‌ ইয়াকুলুনাফ্‌তারাহু, বাল্‌ হুওয়াল্‌ হাক্‌কু মির্‌রাব্বিকা লিতুন্‌জিরা

অবতারিত হইয়াছে। (৩) তাহারা কি বলে যে, উহা তাহার স্বকপোলকল্পিত? বরং উহা তোমার প্রভুর তরফ হইতে সত্য; এই জন্য যে, তুমি ভীতি প্রদর্শন করিবে

قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

কাউমাম্মা আ-তা-হুম্‌ মিন্‌ নাজীরিম্‌ মিন্‌ কাব্‌লিকা লাআ'ল্লাহুম্‌ ইয়াহ্‌তাদূন্‌।

এমন সম্প্রদায়কে যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন ভয়-প্রদর্শনকারী আসে নাই, সম্ভবতঃ তাহারা সৎপথ পাইতে পারে।

٤ - اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ

৪। আল্লাহুল্লাজী খালাক্কাছ্‌ ছামাওয়াতি ওয়াল্‌ আরদ্বা ওয়া মা বাইনাহুমা ফী

(৪) তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী এবং বিশ্বজগৎ ও উহাদের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুকে

(১) মুসলেম শরীফে আছে যে, মহানবী (দঃ) জুম্মার দিন ফজরের নামাজে ছুরায়ে ছেজ্দাহ পাঠ করিতেন। এবং মহানবী দঃ) রাত্রে শুইবার পূর্বেও এই ছুরা পাঠ করিতেন। সুতরাং এই ছুরা পাঠ করিলে সকল বিপদাপদ হইতে নিরাপদ থাকা যায়। (ফত্‌হুল বারী)

سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ

ছিত্তাতি আইয়্যামিন্ ছাম্মাছ্‌তাওয়া আ'লাল্ আ'রশ ; মা লাকুম্ মিন্ দুনিহী
সৃজন করিয়াছেন, পুনরায় তিনি 'আরশে'র উপর অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের

مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ط اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ٥ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ

মিঁউ ওয়ালিয়্যিঁউ ওয়ালা শাফী' ; আফালা তাতাজাক্কারূন্। ৫। ইউদাব্বিরুল আম্‌রা
আর কেহই সাহায্যকারী ও রক্ষক নাই। তোমরা কি বুঝিতে পার না? (৫) তিনি আকাশ হইতে

مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ

মিনাছ্ ছামাই ইলাল্ আরদ্বি ছুম্মা ইয়া'রুজু ইলাইহি ফী ইয়াউমিন্ কা-না
পৃথিবী পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্যের সুব্যবস্থা করেন পুনরায় উহা তাঁহার দিকে উপস্থাপিত হইবে এমন এক দিন তাহার

مِقْدَارُهٗ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ٥ ٦ ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ

মিক্বদা-রুহু আল্‌ফা ছানাতিম্ মিম্মা তাউ'দ্দুন্। ৬। জা-লিকা আ'লিমুল্ গ্বাইবি
পরিমাণ তোমাদের গণনায় সহস্র বৎসর হইবে। (৬) তিনিই প্রকাশ্য অপ্রকাশ্যের জ্ঞানী

وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ لا ٥ ٧ الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ

ওয়াশ্ শাহাদাতিল্ আযীযুর রাহীম। ৭। আল্লাজী আহ্‌ছানা কুল্লা শাই-ইন্ খালাক্বাহু
পরাক্রমশালী দয়ালু (৭) তিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন

وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ج ٥ ٨ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ

ওয়া বাদাআ খাল্‌কাল্ ইন্‌ছানি মিন্‌ত্বীত। ৮। ছুম্মা জ্বাআ'লা নাছ্‌লাহু মিন্
এবং তিনি মৃত্তিকা হইতে মানবের সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। (৮) পুনরায় নিকৃষ্ট পানির সারাংশ

سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ج ٥ ٩ ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ

ছুলালাতিম্ মিম্ মা ইম্ মাহীন। ৯। ছুম্মা ছাউয়াহু ওয়া নাফাখা ফীহি মির্ রূহিহী
হইতে তাহার বংশ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ; পুনরায় উহাকে সুগঠিত করিয়াছেন এবং স্বীয় তরফ হইতে আত্মাকে ফুংকার দিলেন.

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ط قَلِيلًا مَّا

ওয়া জ্বাআ'লা লাকুমুচ্ছাম্আ' ওয়াল্ আব্ছারা ওয়াল্ আফ্ইদাহ্ ; ক্বালীল্লাম্ মা

এবং তোমাদের জন্য তিনি কর্ণ, চক্ষু ও অন্তকরণ প্রদান করিয়াছেন ; তোমরা অল্পই

تَشْكُرُونَ ○ ١٠ - وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ

তাশ্কুরূন্। ১০। ওয়া ক্বালূ আ ইজা দ্বালাল্না ফিল্ আরদ্বি আ ইন্না লাফী খাল্ক্বিন্

কৃজ্ঞততা জ্ঞাপন কর। (১০) এবং তাহারা বলে যখন আমরা পৃথিবীতে মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া যাইব তখন কি আবার আমরা

جَدِيدٍ ط بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ○ ١١ - قُلْ يَتَوَفَّاكُم

জ্বাদীদ্ ; বাল্হুম্ বিলিক্বা-ই রাব্বিহিম্ কাফিরূন। (১১) ক্বুল ইয়াতা ওয়াফ্ফাকুম্

নব সৃষ্টিরূপে জন্মলাভ করিব ? তাহারা বরং যাহাদের প্রতিপালকের সমীপে উপস্থিত হইতে অবিশ্বাসী। হে রাসূল ! তুমি বল—

ع ১ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ع

মালাকুল্ মাউতিল্ লাজী উক্কিলা বিকুম্ ছুম্মা ইলা রাব্বিকুম তুর্জ্বাউ'ন্। ع

১ রুকু যে মৃত্যু-দুতকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করা হইয়াছে সেই-ই তোমাদের প্রাণ হরণ করিবে পুনরায় তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া যাইবে।

١٢ - وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ط

১২। ওয়ালাও তারা ইজিল মুজ্রিমুনা নাকিছু রুউছিহিম ই'ন্দা রাব্বিহিম্ ;

(১২) এবং যদি তুমি দেখ, পাপীগণ যখন অবনত মস্তকে তাহাদের প্রভুর সম্মুখে বলিবে

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ○

রাব্বানা আব্ছারনা ওয়া ছামি'না ফার্জ্বি'না না'মাল্ ছালিহান্ ইন্না মূক্বিনূন্।

হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা প্রদর্শন করিয়াছি এবং শ্রবণ করিয়াছি অতএব আমাদিগকে পুনরায় জগতে প্রেরণ করুন—আমরা সৎকার্য করিব, এখন আমরা পূর্ণ বিশ্বাসী।

١٣ - وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ

১৩। ওয়ালাও শি'না লা আ-তাইনা কুল্লা নাফ্ছিন্ হুদা-হা ওয়ালাকিন্ হাক্ক্বাল ক্বাওলু

(১৩) এবং আমি যদি ইচ্ছা করিতাম তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথ প্রদর্শন করাইতাম কিন্তু আমার তরফ হইতে আমার বাণী সত্য হইয়া

مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝١٤ - فَذُوقُوا

মিন্নী লা-আম্‌লাআন্না জ্বাহান্নামা মিনাল্ জ্বিন্নাতি ওয়ান্নাছি আজ্বমাঈন্। ১৪। ফাজুক্‌

রহিয়াছে যে, নিশ্চয় আমি জ্বীন ও মানবগণ দ্বারা দোজখ পূর্ণ করিব। (১৪) অতএব তোমরা

بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ج إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ

বিমা নাছীতুম্ লিকায়া ইয়াওমিকুম্ হা-জা, ইন্না নাছীনাকুম্ ওয়াজুক্‌ আ'জাবাল্

যেমন এই দিবসে উপস্থিত হইতে বিস্মৃত হইয়াছিলে তেমন স্বাদ গ্রহণ কর, আমিও তোমাদিগকে ভুলাইয়া দিয়াছিলাম আর তোমরা

الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝١٥ - إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ

খুল্‌দি বিমা কুন্তুম্ তা'মালুন্। ১৫। ইন্নামা ইউমিনু বি-আ-ইয়াতিনাল ল্লাজীনা

চিরস্থায়ী স্বাদ গ্রহণ কর – যেরূপ কার্য তোমরা করিতে। (১৫) আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি তাহারাই বিশ্বাস করে

إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ

ইজা জুক্‌কিরূ বিহা খার্‌রূ ছুজ্জাদা'ও ওয়া ছাব্বাহু বিহাম্‌দি রাব্বিহিম্ ওয়া হুম্

যাহাদিগকে উহা স্মরণ করাইয়া দিলে ছেজ্‌দায় পতিত হয় এবং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসায় পবিত্রতা ঘোষণা করে

لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝١٦ - تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

লা-ইয়াছ্‌তাক্‌বিরূন্। ১৬। তাতাজ্বা ফা জ্বুনূবুহুম্ আ'নিল মাদ্বাজ্বিয়ি ইয়াদ্‌উ'না রাব্বাহুম

অথচ তাহারা গর্ব করে না। (১৬) তাহারা শয্যা হইতে পৃথক হইয়া ভীত ও আশান্বিতরূপে

খালি: ছেজ্‌দাহ্‌

خَوْفًا وَطَمَعًا ز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝١٧ - فَلَا تَعْلَمُ

খাওফাঁউ ওয়া ত্বামাআ'ও ওয়া মিম্মা রাযাক্‌না হুম্ ইউন্‌ফিকুন্। ১৭। ফালা তা'লামু

তাহাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে এবং আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে তাহারা সদ্ব্যয় করে। (১৭) অতঃপর কোন ব্যক্তিই জানে না যে,

نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ج جَزَاءً بِمَا كَانُوا

নাফ্‌ছুম্‌মা উখ্‌ফিয়া লাহুম্ মিন্ কুর্‌রাতি আ'ইউনি, জ্বাযাআম্ বিমা কানূ

তাহাদের নয়ন তৃপ্তিকর কোন্ বস্তু গোপনীয় আছে। তাহাদের কৃতকর্ম্মের

يَعْمَلُوْنَ ۝ ١٨ - أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ط لَا يَسْتَوُوْنَ ۝

ইয়া'মালুন্। ১৮। আফামান্ কানা মুমিনান্ কামান্ কানা ফাছিকা ? লা-ইয়াছ্তাউন্।
প্রতিদান স্বরূপ। (১৮) ধর্মবিশ্বাসী কি কখনও পাপাচারীর ন্যায় ? তাহারা কখনও সমকক্ষ হইতে পারে না।

١٩ - أَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَأْوٰى ز

আম্মাল্লাজীনা আ-মানু ওয়া আ'মিলুচ্ছালিহাতি ফালাহুম্ জান্নাতুল মা'ওয়া,
১৯। অতএব যাহারা ধর্মবিশ্বাস করিয়া সৎকার্য করিয়াছে তাহাদের জন্য বেহেশ্তই থাকিবার স্থান হইবে,

نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ ٢٠ - وَأَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَأْوٰهُمُ النَّارُ ط

নুযুলাম্ বিমা কানূ ইয়া'মালুন্। ২০। ওয়া আম্মাল্ লাজীনা ফাছাকূ ফামা'ওয়া হুমুন্নার্ ;
ইহা আতিথেয়তা তাহাদের কার্যের প্রতিদান স্বরূপ যেমন তাহারা করিত। (২০) এবং যাহারা পাপকার্য্য করিল তাহাদের দোজখে থাকিবার স্থান হইবে।

كُلَّمَآ أَرَادُوْآ أَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ أُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا

কুল্লামা আরাদু আঁই ইয়াখ্রুজু মিন্হা উয়ীদূ ফীহা ওয়া কীলা লাহুম্ জুকূ
যখনই তাহারা উহা হইতে বহির্গত হইবার ইচ্ছা করিবে তখনই উহাতে পুনরায় তাহারা নিক্ষিপ্ত হইবে এবং বলা হইবে তোমরা

عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝ ٢١ - وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ

আজা বান্নারীল্লাজী কুন্তুম্ বিহী তুকাজ্জিবুন্। ২১। ওয়ালানুজীকান্নাহুম্ মিনাল্
দোজখের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর যাহা তোমরা মিথ্যা জ্ঞান করিতে। (২১) এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে

الْعَذَابِ الْأَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝ ٢٢ - وَمَنْ

আজা-বিল্ আদ্না দূনাল্ আজা-বিল্ আক্বারি লাআ'ল্লাহুম্ ইয়ার্জিউন্। ২২। ওয়া মান্
সামান্য পার্থিব শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব পরকালের ভীষণ শাস্তির পূর্বে এই জন্য যে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। (২২) তাহার

(২১) বাস্তব জগতে মানুষকে আল্লাহ বিপদে ও মছিবতে ফেলিয়া নানাভাবে পরীক্ষা করেন। যাহাতে তাহারা পাপকাজ পরিত্যাগ করিয়া নেক কাজের দিকে মনোনিবেশ করে এবং আল্লাহর রহমতের দিকে ফিরিয়া আসে। কিন্তু পরকালের আজাবের তুলনায় ইহা কিছুই নহে। (রুহুল বয়ান)

أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ط

আজ্লামু মিম্মান্ জুক্কিরা বিয়াইয়াতি রাব্বিহী ছুম্মা আ'রাদ্বা আন্হা ;

অপেক্ষা নিকৃষ্ট অত্যাচারী আর কে আছে যাহাকে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনের উপদেশ প্রদান করা হয় পুনরায় সে তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় ?

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ع ٢٣ - وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ ع ২ ২ রুকু

ইন্না মিনাল্ মুজ্বরিমীনা মুন্তাক্বিমূন্। ع ২৩। ওয়ালাক্বাদ্ আতাইনা মুছাল কিতাবা

অবশ্যই আমি পাপীদিগকে প্রতিফল দিব। (২৩) এবং আমি মুসাকেও ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম,

فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ

ফালা তাকুন্ ফী মির্ইয়াত্বিম্ মিল্ লিক্বাইহী ওয়াজ্বাআল্নাহু হুদাল্ লিবানী

অতএব তুমি উহা প্রাপ্তিতে সন্দেহ পোষণ করিও না, এবং আমি তাওরাতকে বানী ইছরাঈলের জন্য পথ প্রদর্শনকারী

إِسْرَآءِيْلَ ط ٢٤ - وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا لَمَّا

ইছ্রায়ীল্। ২৪। ওয়াজ্বাল্না মিন্হুম্ আইম্মাতাঁই ইয়াহ্দুনা বিআম্রিনা লাম্মা

করিয়াছিলাম। (২৪) এবং আমি তাহাদের মধ্য হইতে নেতা করিয়াছিলাম—তাহারা আমার আদেশে লোকদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিত এবং

صَبَرُوْا قف ط وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ٥ ٢٥ - إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ

ছাবারূ ; ওয়া কানূ বিআ-ইয়া-তিনা ইউক্বিনূন্। ২৫। ইন্না রাব্বাকা হুওয়া ইয়াফ্ছিলু

যখন তাহারা ধৈর্যাবলম্বন করিত এবং আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস করিত। (২৫ নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিবস

(২৪) প্রত্যেক যুগেই দেখা যায় যে, কতিপয় লোক সত্যের প্রতি অনুরাগী হয় এবং কতিপয় লোক গোমরাহীতে নিমগ্ন থাকে। এই পাপী ও পুণ্যবানদের সংঘাত হজরত আদম তনয় হাবিল এবং কাবিল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এই সংঘাত কিয়ামত পর্য্যন্ত বিরাজমান থাকিবে। (মাদারেক)

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○ ٢٦ - اَوَلَمْ

বাইনাহুম্ ইয়াওমাল কিয়ামাতি ফীমা কানূ ফীহি ইয়াখ্ তালিফুন। ২৬। আওয়া লাম
তাহাদের মধ্যকার মতভেদ মীমাংসা করিয়া দিবেন। (২৬) হে রাসূল! ইহাতেও কি

يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ

ইয়াহ্ দি লাহুম্ কাম্ আহ্ লাক্না মিন্ ক্বাব্ লিহিম্ মিনাল্ ক্বুরূনি ইয়াম্শূনা ফী
তাহারা সৎপথ পায় না যে, আমি তাহাদের পূর্বে কত গোত্রকে বিনষ্ট করিয়াছি যাহারা

مَسٰكِنِهِمْ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ط اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ○

মাছা-কিনিহিম্; ইন্না ফী জালিকা লাআইয়াৎ; আফালা ইয়াছ্ মাউ'ন্?
তাহাদের বাসস্থানে চলাফেরা করিত; নিশ্চয় ইহাতে শিক্ষণীয় নিদর্শন রহিয়াছে; তাহারা কি শ্রবণ করিতেছে না?

٢٧ - اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ

২৭। আওয়ালাম্ ইয়ারাও আন্না নাছুকুল্ মা-আ ইলাল্ আরদ্বিল্ জুরিযি ফানুখ্ রিজু
(২৭) তাহারা কি লক্ষ্য করে নাই যে, আমি শুষ্ক ভূমির দিকে বারিধারাকে চালিত করি অতঃপর উহা দ্বারা শস্য

بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ط اَفَلَا

বিহী যার্ আ'ন্ তাকুলু মিন্হু আন্আ'মুহুম ওয়া আন্ফুছুহুম্; আফালা
উৎপাদন করি যাহা তাহারা নিজে ও তাহাদের পশু ভক্ষণ করে। তাহারা এরূপ মহিমার নিদর্শন

يُبْصِرُوْنَ ○ ٢٨ - وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

ইউব্ ছিরূন্। ২৮। ওয়া ইয়াকুলুনা মাতা হাজাল্ ফাত্হু ইন্ কুন্তুম্ ছাদিক্বীন্।
দর্শন করিতেছে না? (২৮) এবং তাহারা বলিতেছে যে, কখন এই মীমাংসার দিন সমুপস্থিত হইবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٢٩ - قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ

২৯। কুল্ ইয়াউমাল্ ফাত্হি লা ইয়ান্ফাউল্লাজীনা কাফারূ ঈমানুহুম্ ওয়ালা হুম্
(২৯) হে রাসূল! তুমি বল—যাহারা ধর্মদ্রোহিতা করে মীমাংসার দিনে তাহাদের ঈমান কোন উপকারে আসিবে না।

ع
৩
৩
রুকু

يُنْظَرُوْنَ ○ ٣٠ - فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ع

ইউন্জারূন্। ৩০। ফাআ'রিদ্ব্ আ'নহুন্ ওয়ান্তাজির্ ইন্নাহুম্ মুন্তাজিরূন্। ع
এবং তাহাদিগকে অবসর দেওয়া হইবে না। (৩০) অতঃপর তুমি তাহাদিগের হইতে পৃথক থাক ও প্রতীক্ষা কর নিশ্চয় তাহারাও প্রতীক্ষা করিতেছে।

ছুরা—আহ্‌যাব্

ইহা মদীনায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

বিছ্‌মিল্লা হির্ রাহ্‌মা নির্ রাহীম।

অতি দয়াবা ন পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।

এই ছুরায় ৯ রুকু
এবং
৭৩ আয়াত

١ - يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ط

ইয়া আইয়্যুহান্নাবী উত্তাক্বিল্লাহা ওয়ালা তু্বতিইল্ কাফিরীন ওয়াল্ মুনাফিক্বীন ;
হে রাসূল ! তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ধর্ম্মদ্রোহী ও কপটাচারীদের কথা মান্য করিও না ;

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا لا ٢ - وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى إِلَيْكَ

ইন্নাল্লাহা কা-না আ'লীমান্ হাকীম। ২। ওয়াত্তাবি' মা ইউহা ইলাইকা
নিশ্চয় আল্লাহ্ জ্ঞানী বিজ্ঞ। (২) আর তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে যাহা তোমার নিকট প্রত্যাদেশ আসে

مِنْ رَّبِّكَ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا لا ٣ - وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط

মির্‌রাব্বিক্ ; ইন্নাল্লাহা কা-না বিমা তা'মালুনা খাবীরা। ৩। ওয়া তাওয়াক্‌কাল্ আ'লাল্লাহি ;
তাহার অনুসরণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ জ্ঞাত আছেন যাহা তোমরা করিতেছ। (৩) এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর ;

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ٥ ٤ - مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ

ওয়াকাফা বিল্লাহি ওয়াকীলা। ৪। মা জ্বায়া'লাল্লাহু লিরাজু্লিম্ মিন্ ক্বালবাইনি ফী
এবং রক্ষকরূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট। (৪) আল্লাহ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুইটি অন্তকরণ

جَوْفِهٖ ج وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الّٰٓئِيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ

জ্বাওফিহী, ওয়ামা জ্বাআ'লা আয্‌ওয়া জ্বাকুমুল্ লা-য়ী তুজাহিরূনা মিন্‌হুন্না
সংস্থাপিত করেন নাই, আর তোমরা যে সকল স্ত্রীকে 'জেহার'রূপে স্থির কর তাহাদিগকে তিনি তোমাদের

أُمَّهٰتِكُمْ ج وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ط ذٰلِكُمْ

উম্মাহাতিকুম্, ওয়ামা জ্বাআ'ল্া আদ্‌ই'ইয়া আকুম্ আব্‌না আকুম ; জালিকুম্
মাতৃত্বের স্থানে সমাসীন করেন নাই, এবং তিনি তোমাদের পোষ্যপুত্রদিগকে স্বীয় সন্তান করেন নাই ; এইগুলি

قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ط وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي

ক্বাওলুকুম বিআফওয়া হিকুম্ ; ওয়াল্লাহু ইয়াকু্লু্ল হাক্‌ক্বা ওয়াহুওয়া ইয়াহ্‌দিছ্
তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ্ সত্যই বলেন এবং তিনি সৎপথ

السَّبِيْلَ ۝ ٥ - اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ج فَاِنْ لَّمْ

ছাবীল্‌। ৫। উদ্‌'উহুম্‌ লিআ-বাইহিম্‌ হুওয়া আক্ব্‌ছাতু ইন্দাল্লাহি, ফাইন্‌ লাম্‌

প্রদর্শন করে। (৫) তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত পিতার নামে আহ্বান কর উহা আল্লাহর নিকট অধিকতর বিচারসম্মত, আর যদি

تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ط وَلَيْسَ

তা'লামূ আবা-উহুম্‌ ফাইখ্‌ওয়া উনুকুম্‌ ফিদ্দীনি ওয়া মাওয়ালীকুম্‌; ওয়া লাইছা

তোমরা তাহাদের পিতার নাম না জান তবে তাহারা তোমাদের ধর্ম্মীয় ভাই ও ধর্ম্মীয় মিত্র। এবং

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ لا وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ

আ'লাইকুম্‌ জুনাহুন্‌ ফীমা আখ্‌ত্বাতুম্‌ বিহী, ওয়ালা কিম্‌ মা তাআ'মাদ্দাৎ

তোমরা যাহা ভুলক্রমে করিয়াছ তাহাতে তোমাদের কোন গোনাহ্‌ নাই, কিন্তু অন্তরে ইচ্ছা করিয়া

قُلُوْبُكُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ ٦ - اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ

ক্বুলুবুকুম্‌; ওয়া কানাল্লাহু গ্বাফুরার রাহীমা। ৬। আন্নাবীয়্যু আওলা বিল্‌ মু'মিনীনা

করিলে গোনাহ্‌ হইবে। এবং আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল করুণাময়। (৬) নবী ধর্ম্মবিশ্বাসীগণের নিকট তাহাদের প্রাণাপেক্ষা অধিকতর প্রিয়

مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ط وَاُولُوا الْاَرْحَامِ

মিন্‌ আন্‌ফুছিহিম্‌ ওয়া আয্‌ওয়া জুহু উম্মাহাতুহুম্‌; ওয়া উলুল্‌ আর্‌হামি

আর তাহার স্ত্রীগণ মর্যাদায় তাহাদের মাতা এবং আল্লাহ্‌র কিতাবে

(৬) মু'মেনলোকের জন্য নবীগণ এবং রাসূলগণই সকলের চাইতে বেশী প্রিয় হইয়া থাকে। নবী ও রাসূলের মহববৎ তাহাদের অন্তরে পরিপূর্ণ থাকে। এই মহববতের ফলেই তাহারা ঈমানের নূরের আলোকে আলোকিত হয়। (খাজেন)

بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

বা'দ্বুহুম্‌ আওলা বিবা'দ্বিন্‌ ফী কিতাবিল্লাহি মিনাল মু'মিনীনা

নিকট-আত্মীয়গণ ধর্ম্মবিশ্বাসী ও মোহাজের অপেক্ষা একে অপরের উত্তরাধিকারী

وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ط

ওয়াল মুহাজিরীনা ইল্লা আন্‌তাফ্‌আ'লু ইলা আওলিয়াইকুম্‌ মা'রূফা ;

কিন্তু যাহা তোমরা তোমাদের বন্ধুদের প্রতি উপকার কর ;

كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ٥ ٧ - وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ

কা-না জালিকা ফিল্‌ কিতাবি মাছ্‌তূরা। ৭। ওয়া ইজ্‌ আখাজ্‌না মিনান্নাবিয়্যীনা

ইহা লওহে মাহ্‌ফুজে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। (৭) এবং যখন আমি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলাম নবীগণের

مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ

মীছাকাহুম্‌ ওয়া মিন্‌কা ওয়া মিন্‌ নূহি'উ ওয়া ইবরাহীমা ওয়া মুছা ওয়া ঈ'ছাব্‌নি

নিকট হইতে বিশেষতঃ তোমার ও নূহের ও ইব্রাহীমের ও মুসার এবং মরিয়ম পুত্র

مَرْيَمَ ص وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ٥ ٨ - لِيَسْئَلَ الصّٰدِقِيْنَ

মার্‌ইয়ামা, ওয়া আখাজ্‌না মিন্‌হুম্‌ মীছাকান্‌ খালীজা। ৮। লিইয়াছ্‌আলাছ্‌ ছাদিকীনা

ঈসার নিকট হইতে, আরও আমি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলাম তাহাদের নিকট হইতে। (৮) যে তিনি সত্যবাদীগণকে

عَنْ صِدْقِهِمْ ج وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ع

আ'ন্‌ ছিদ্‌কিহিম্‌, ওয়া আআ'দ্দালিল্‌ কাফিরীনা আ'জা-বান আলীমা। ع

তাঁহাদের সত্যবাদীতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং তিনি ধর্ম্মদ্রোহীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। ع ১/১ রুকু

---

٩ - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

৯। ইয়া আইয়ুহাল্‌ ল্লাজীনা আমানুজ্‌কুরূ নি'মাতাল্লাহি আ'লাইকুম্‌

(৯) হে ধর্ম্মবিশ্বাসীগণ তোমরা তোমাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহর দানের স্মরণ কর

إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ

ইজ জ্বাআত্‌কুম্ জ্বুনুহুন্ ফাআরছাল্‌না আ'লাইহিম রীহাঁউ ওয়া জ্বুনুদাল্লাম্

যখন সৈন্যগণ তোমাদের উপর আপতিত হইল অতঃপর আমি তাহাদের উপর ঝটিকা ও এরূপ সৈন্যসমূহ প্রেরণ করিলাম যাহা

تَرَوْهَا ط وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ج ١٠ - إِذْ جَاءُوكُم مِّن

তারাউহা ; ওয়া কানাল্লাহু বিমা তা'মালুনা বাছীরা। ১০। ইজ্‌ জ্বা-উকুম্ মিন্

তোমরা দর্শন কর নাই ; এবং তোমরা যাহা করিতে তিনি তাহা দেখিতেছিলেন। (১০) যখন তাহারা

فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ

ফাউক্বিকুম্ ওয়া মিন্ আছফালা মিন্‌কুম্ ওয়া ইজ যা-গ্বাতিল্ আব্‌ছা-রু ওয়া বালাগ্বা তিল্‌

উপর ও নিম্ন হইতে তোমাদের উপর আপতিত হইল আরও যখন দৃষ্টিসমূহ ঝাপসা হইয়াছিল ও অন্তরসমূহ

الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ط ١١ - هُنَالِكَ ابْتُلِيَ

ক্বুলবুল্‌ হানাজ্বিরা ওয়া তাজুন্নুনা বিল্লাহিজ্‌ জুনূনা। ১১। হুনালিকাব্‌ তুলিয়াল্‌

কণ্ঠদেশে উপনীত হইল এবং আল্লাহর সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিতেছিলে। (১১) এই ঘটনায় মুসলমানদিগকে

الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ١٢ ٥ - وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ

মু'মিনুনা ওয়া যুল্‌যিলূ যিল্‌যালান্ শাদীদা। ১২। ওয়া ইজ্‌ ইয়াক্বুলুল্ মুনা-ফিক্বুনা

পরীক্ষা করা হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল। এবং যখন মুনাফেক

وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا

ওয়াল্লাজীনা ফী ক্বুলুবিহিম্ মারাছুম্ মা ওয়াদানাল্লাহু ওয়া রাছুলুহু ইল্লা

ও যাহাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তাহারা বলিতে লাগিল—আমাদের সহিত আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূল যাহা অঙ্গিকার করিয়াছিলেন তাহা

(১২) বিপদ এবং মছিবত দ্বারাই মোনাফেকদিগকে চিনিতে পারা যায়। মুসলমানদের কোনও বিপদের সময় মোনাফেকগণ সরিয়া দাঁড়ায় এবং মনে মনে আনন্দিত হইতে থাকে। কিন্তু মুসলমানদের বিজয়ের সময় তাহারা মিথ্যা ভান করিয়া তাঁহাদের সহিত মিশিয়া সুবিধা লাভের সুযোগ খুঁজিতে থাকে। (বোরহান)

غُرُوْرًا ۝ ١٣ - وَاِذْ قَالَتْ طَّـآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰـاَهْلَ يَثْرِبَ لَا

গুরূরা। ৩। ওয়া ইজ্‌ ক্বালাত্‌ত্বা-ইফাতুম্‌ মিন্‌হুম্‌ ইয়া আহ্‌লা ইয়াছ্‌রিবা লা

প্রবঞ্চনাপূর্ণ। (১৩) এবং যখন তাহাদের মধ্যে একদল বলিল হে মদীনাবাসী ! তোমরা

مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ج وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ

মুকামা লাকুম্‌ ফার্‌জ্বিউ, ওয়া ইয়াছ্‌তা'জ্বিনু ফারিকু্‌ম্‌ মিন্‌হুমু ন্নাবিয়্যা ইয়াকুলুনা

তিষ্ঠিতে পারিবে না সুতরাং তোমরা ফিরিয়া যাও, আর তাহাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিল

اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ط وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ج اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا

ইন্না বুইউতানা আ'উরাহ্‌ ; ওয়ামা হিয়া বিআ'উরাহ্‌ ; ইঁইউরিদূনা ইল্লা

নিশ্চয় আমাদের গৃহগুলি অরক্ষিত ; প্রকৃতপক্ষে ঐ গুলি অরক্ষিত নহে, বরং তাহাদের

فِرَارًا ۝ ١٤ - وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا

ফিরারা। ১৪। ওয়া লাউ দুখিলাত্‌ আ'লাইহিম্‌ মিন্‌ আক্‌তারিহা ছুম্মা ছুয়িলুল্‌

পালাইবার ইচ্ছা ছিল। (১৪) এবং যদি মদীনার চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে পুনরায় তাহাদিগকে

الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ۝ ١٥ - وَلَقَدْ

ফিত্‌নাতা লাআ-তাউহা ওয়ামা তালাববাছু বিহা ইল্লা ইয়াছীরা। ১৫। ওয়া লাকাদ্‌

অশান্তি উপদ্রব করিতে প্ররোচিত করে তবে তাহারা উহা করিতে উদ্যত হয় এবং তাহারা তথায় অল্পক্ষণই বিলম্ব করে। (১৫) বস্তুতঃ

كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ط وَكَانَ

কানু আ'হাদুল্লাহা মিন্‌ক্বাব্‌লু লা ইউওয়াল্লু্নাল্‌ আদ্‌বার ; ওয়া কা-না

তাহারাই ইতিপূর্বে আল্লাহর সহিত অঙ্গিকার করিয়াছিল যে তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না। এবং

(১৩) বর্তমান মদীনা শরীফের পুর্ব নাম ছিল ইয়াছ্‌রেব। অতঃপর মহানবী (দঃ) এর মদীনা গমনের পর উক্ত নামের পরিবর্তে সেই শহরের নাম হয় 'মাদীনাতুন্নবী'। তারপর এই শহর মদীনা নামেই মশহুর বা প্রসিদ্ধি লাভ করে। (কবীর)

عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ۝١٥ قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ

আ'হ্‌দুল্লাহি মাছউলা। ১৬। কুল্ লাঁইইয়ান্ ফাআ'কুমুল্ ফিরারু ইন্ ফারারতুম্

আল্লাহর সহিত কৃত অঙ্গিকারের জবাবদিহী করিতে হইবে। (১৬) হে রাসূল! তুমি বল তোমরা যদি মৃত্যু অথবা যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন কর

مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝١٦ قُلْ

মিনাল্ মাউতি আবিল কাত্‌লি ওয়া ইজাল্লা তুমাত্তাউনা ইল্লা কালীলা। ১৭। কুল

তথাপি পলায়ন কখনও তোমাদের উপকারে আসিবে না আর যদিও রক্ষা পাও তো অল্পই সুখ উপভোগ করিবে। (১৭) তুমি বল—

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ

মান্‌জাল্লাজী ইয়াছিমুকুম্ মিনাল্লাহি ইন্ আরাদা বিকুম্ ছুআন্ আউ

যদি আল্লাহ তোমাদের অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন তবে কে সে এমন ব্যক্তি যে উহা হইতে রক্ষা করিবে অথবা

اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا

আরাদা বিকুম্ রাহ্‌মাহ্; ওয়ালা ইয়াজিদুনা লাহুম্ মিন্ দুনিল্লাহি ওয়ালিয়্যাঁউ

তিনি যদি অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা করেন; আল্লাহ ব্যতীত তাহারা তাহাদের কোন রক্ষক

وَّلَا نَصِيْرًا ۝١٧ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ

ওয়ালা নাছীরা। ১৮। কাদ্ ইয়া'লামুল্লাহুল্ মুআ'ব্বিকীনা কিন্‌কুম্ ওয়াল্ কায়িলীনা

ও সহায্যকারী পাইবে না। (১৮) হে মুসলমান! নিশ্চয় আল্লাহ জ্ঞাত আছেন তোমাদের মধ্যে বাধাদান-কারীদের বিষয়ে এবং যাহারা তাহাদের

لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ ۝

লিইখ্‌ওয়া'নিহিম্ হালুম্মা ইলাইনা, ওয়ালা ইয়া'তুনাল বা'ছা ইল্লা কালীলা।

ভাই বন্ধুকে বলে—আমাদের নিকট চলিয়া আস, অথচ তাহারা তোমাদের সহিত কৃপণতা করিয়া নিজেরাও অল্পই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

١٩ - أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ج فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ

১৯। আশিহ্হাতান্ আ'লাইকুম্, ফা-ইজা জ্বাআল্ খাউফু রাআইতাহুম্ ইয়ানজুরূনা

(১৯) অতঃপর হে রাসূল ! যখন ভীতি উপস্থিত হয় তখন তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহারা

إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ج

ইলাইকা তাদূরু আ'ইউনুহুম্ কাল্লাজী ইউগ্শা আ'লাইহি মিনাল মাউত্

তোমার প্রতি তাকাইয়া রহিয়াছে—তাহাদের চক্ষুগুলি ঘুরিতেছে সংজ্ঞাহীন মুমূর্ষ ব্যক্তির ন্যায়,

فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً

ফা-ইজা হাজাবাল্ খাউফু ছালাক্কুম্ বিআল্ ছিনাতিন্ হিদাদিন্ আশিহ্ হাতান

আবার যখন ভয় দূরীভূত হয় তখন তাহারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লালসায় তোমাদিগকে তীব্র ভাষায়

عَلَى الْخَيْرِ ط أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ط

আ'লাল খাইরি ; উলা-ইকা লাম ইউ'মিনু ফাআহ্বাত্বাল্লাহু আ'মালাহুম্ ;

আক্রমণ করে। তাহারা ধর্ম্মবিশ্বাসী নহে সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদের কৃতকর্ম্ম সমুহ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন ;

وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ٢٠ - يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ط

ওয়া কা-না জালিকা আলাল্লাহি ইয়াছীরা। ২০। ইয়াহ্ছাবুনাল্ আহ্যাবু লাম ইয়াজ্হাবু ;

এবং ইহা আল্লাহর নিকট অতি সহজ কার্য। (২০) তাহারা মনে করে যে সৈন্যদল চলিয়া যায় নাই

وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ

ওয়া ইঁয়্যা'তিল্ আহ্যাবু ইয়াওয়াদ্দূ লাউ আন্নাহুম্ বাদু-না ফিল্ আ'রাবি

এবং যদি সৈন্যদল আসিয়া উপস্থিত হয় তাই তাহারা আকাঙ্খা করে যে, তাহারা গ্রামে চলিয়া যাইবে

يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ ط وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا

ইয়াছ্আলুনা আ'ন্ আম্বাইকুম্ ; ওয়া লাউ কা-নু ফীকুম্ মা কা-তালু ইল্লা

তোমাদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবে। এবং যদিও তাহাদিগকে তোমাদের সঙ্গে থাকিতে হয়, তবে অল্পক্ষণই তাহারা যুদ্ধ করে।

ع
২
২
রুকু

قَلِيْلًا ع ٢١ - لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ

কালীলা। ع ২১। লাক্বাদ্ কা-না লাকুম্ ফি-রাছুলিল্লাহি উছ্ওয়াতুন্ হাছানাতুল্লিমাই

(২১) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য ও যাহারা আল্লাহ্ এবং কেয়ামত দিবসের আকাঙ্খা করে

يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ط ٢٢ - وَلَمَّا

ইয়ার জুল্লাহা ওয়াল ইয়াউমাল আখিরা ওয়া জাকারাল্লাহা কাছীরা। ২২। ওয়া লাম্মা

ও আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে তাহাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ ছিল।

(২২) এবং যখন

رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ لا قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

রাআল্ মু'মিনুনাল্ আহ্যাবা কা-লু হা-জা মা ওয়াআদানাল্লাহু ওয়া রাছুলুহূ

ধর্মবিশ্বাসীগণ বলিল—ইহা ঐ ব্যাপার যাহা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল আমাদের সহিত পূর্বেই অঙ্গিকার

وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ز وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ط

ওয়া ছাদাক্বাল্লাহু ওয়া রাছুলুহূ ওয়া মা জা-দাহুম্ ইল্লা ঈয়ামানাঁউ ওয়া তাছ্লীমা।

করিয়াছেন আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল সত্যই বলিয়াছেন ; ইহাতে তাহাদের ঈমানের দৃঢ়তা ও আনুগত্য বর্ধিত হইয়াছিল।

٢٣ - مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ

২৩। মিনাল্ মু'মিনীনা রিজালুন্ ছাদাক্বু মা আ-হাদুল্লাহা আ'লাইহি, ফামিন্হুম্

(২৩) ধর্মবিশ্বাসীগণের মধ্যে কতিপয় এরূপ ছিল যাহারা আল্লাহর সহিত কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করিয়াছিল ; আরও তাহাদের মধ্যে কতিপয়

(২৩) হজরত আনাছ বিন্ নজর (রাঃ) কোনও প্রয়োজন বশতঃ বদর যুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই। এই জন্য তিনি আল্লাহর নিকট শপথ করিয়াছিলেন যে, "বদরের যুদ্ধের পর যদি কোন যুদ্ধের সুযোগ আসে তাহা হইলে আমি অত্যন্ত বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিব।" সুতরাং হিজরতের তৃতীয় বৎসর অহুদের যুদ্ধের সময় তিনি উন্মুক্ত তরবারী হস্তে কাফের দলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে যুদ্ধের মাঠে তাঁহার সহিত হজরত ছাআদ বিন্ মাআজের (রাঃ) সঙ্গে দেখা হয়। এই সময় তিনি হযরত ছাআদকে (রাঃ) বলিলেন ! হে ছাআদ (রাঃ অহুদ পাহাড়ের কিনারা হইতে বেহেশতের সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। অতঃপর তিনি শত্রুদলের ব্যূহের ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং অনেক শত্রুসৈন্য নিধন করিয়া শাহাদত বরণ করিলেন। (ফত্হুল বারী)

مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۝

মান্‌ কাদা নাহ্‌বাহু ওয়া মিন্‌হুম্‌ মাঁই ইয়ান্‌তাজিরু ওয়ামা বাদ্দালু তাব্‌দীলা।

এরূপ যাহারা স্বীয় দায়িত্ব সম্পন্ন করিয়াছিল আরও তাহাদের মধ্যে কতিপয় এরূপ যাহারা প্রতীক্ষা করে, এবং তাহারা বিন্দুমাত্র অঙ্গীকার পরিবর্তন করে নাই।

---

২৪ - لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ

২৪। লি ইয়াজ্ব যিয়াল্লাহুছ্‌ ছা-দিক্বিনা বিছিদ্‌ক্বিহিম্‌ ওয়া ইউ আ'জ্জিবাল্‌ মুনা-ফিকীনা

(২৪) এই জন্য যে আল্লাহ্‌ সত্যবাদীগণকে তাহাদের সত্যবাদীতার প্রতিদান দিবেন ও যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে কপটাচারীদিগকে শাস্তি দিবেন

اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۚ ۝

ইন্‌ শাআ আউ ইয়াতুবা আ'লাইহিম্‌ ; ইন্নাল্লাহা কা-না গাফুরার্‌ রাহীমা।

অথবা তাহাদের তওবা গ্রহণ করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী করুণাময়।

---

২৫ - وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ؕ

২৫। ওয়া রাদ্দাল্লাহুল্লাজীনা কাফারূ বিগ্বাইজিহিম্‌ লাম ইয়ানালু খাইরা ;

(২৫) এবং আল্লাহ ধর্ম্মদ্রোহীগণকে তাহাদের স্বীয় ক্রোধসহ অপসারিত করিলেন—তাহারা কল্যাণে উপনীত হইতে পারিল না ;

وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۚ ۝

ওয়াকাফাল্লাহুল্‌ মু'মিনিনাল কিতাল্‌ ; ওয়া কানাল্লাহু কাবিয়্যান্‌ আ'যীযা।

এবং আল্লাহ যুদ্ধে ধর্ম্মবিশ্বাসীগণের যথেষ্ট করিলেন ; এবং আল্লাহ্‌ শক্তিধর পরাক্রমশালী।

---

২৬ - وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ

২৬। ওয়া আন্‌যালাল্লাজীনা জা-হিরুহুম্‌ মিন্‌ আহ্‌লিল কিতাবি মিন্‌ ছাইয়াছীহিম্‌ ওয়া কাজাফা

(২৬) এবং তিনি তাহাদের সাহায্যকারী কিতাবধারীদিগকে তাহাদের দুর্গ হইতে নিম্নে অবতরণ করাইলেন এবং তাহাদের অন্তরে

فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ع ٢٧ - وَأَوْرَثَكُمْ

ফী কুলু বিহিমুর্রুব্বা ফারিকান্ তাক্তুলুনা ওয়া তা'ছিরূনা ফারীকা। ২৭। ওয়া আউরাছাকুম্

বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া দিলেন ফলে তোমরা একদলকে নিহত করিতে আর অপর দলকে বন্দী করিতে লাগিলে। (২৭) এবং তিনি তোমাদিগকে

أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا ط

আর্দ্বাহুম্ ওয়া দিয়ারাহুম্ ওয়া আমওয়ালাহুম্ ওয়া আর্দ্বাল্লাম তাত্বাউহা ;

তাহাদের ভুমি ও গৃহাদি এবং ঐশ্বর্য্য ও এমন ভূমির উত্তরাধিকারী করিলেন যাহাতে তোমরা পদজুগলও স্থাপন কর নাই।

ع ৩ | ৩ রুকু

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ع ٢٨ - يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

ওয়া কা-নাল্লাহু আ'লা কুল্লি শাই-ইন্ কাদীরা। ع ২৮। ইয়া আইয়্যুহান্নাবিয়্যু

এবং আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর শক্তিশালী। (২৮) হে রাসূল!

قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

কুল্ লি আয্ওয়াজিকা ইন্ কুন্তুন্না তুরিদ্নাল্ হাইয়াতাদ্দুন্ইয়া

তুমি সহধর্ম্মিণীগণকে বল—তোমরা যদি পার্থিব জীবন

(২৮) মহানবী (দঃ) এর পবিত্রা স্ত্রীগণ দেখিলেন যে, তাহাদের তুলনায় অন্যান্য রমণীগণ বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনাতিপাত করিতেছে। তাঁহাদের মত অভাব অনটন ও দুঃখ কষ্টের মধ্যে কেহই নাই। এই জন্য তাঁহারা মহানবী (দঃ)-এর নিকট স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপনের উপকরণাদির জন্য আব্দার পেশ করিলেন। তাঁহাদের এই আব্দারে মহানবী (দঃ) অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, একমাস তিনি গৃহে প্রবেশ করিবেন না। অতঃপর একমাস অতিবাহিত হইয়া গেলে মহানবী (দঃ) গৃহে প্রবেশ করিলেন। মহানবী (দঃ) এর ইদৃশ আচরণ লক্ষ্য করিয়া সমস্ত বিবিগণ তাঁহাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং মহানবী (দঃ) এর সান্নিধ্যে থাকিবার জন্য আকুল আবেদন করিলেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এই আয়াত নাজিল করেন। ''সুতরাং এই আয়াতের মর্ম হইতে আধুনিকা রমণীগণের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।'' (মোজেহুল কোরআন ও ইব্নে জারীর)।

وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا

ওয়া যিনাতাহা ফাতাআ'লাইনা উমাত্তি'কুন্না ওয়া উছার্‌রিহ্‌কুন্না ছারাহান্‌

এবং উহার মনোহারিত্বের অভিলাষিণী হও তবে এস, আমি তোমাদিগকে প্রদান করি ও সম্মানের সহিত তোমাদিগকে

جَمِيْلًا ٥ ٢٩ - وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ

জামীলা। ২৯। ওয়া ইন্‌ কুন্তুন্না তুরিদ্‌নাল্লাহা ওয়া রাছুলাহু ওয়াদ্দারাল আখিরাতা

বিদায় প্রদান করি। (২৯) এবং যদি তোমরা আল্লাহ্‌ এবং তাহার রাসুল ও পরকালের আকাঙ্ক্ষী হও

فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ٥

ফাইন্নাল্লাহা আআ'দ্দা লিল্‌ মুহ্‌ছিনাতি মিন্‌ কুন্না আজ্‌রান্‌ আজীমা।

তবে তোমাদের মধ্যে পুণ্যশীলাদের জন্য আল্লাহ মহৎ প্রতিদান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

٣٠ - يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

৩০। ইয়া নিছাআন্নাবিয়্যি মা'ইয়্যাতি মিন্‌কুন্না বিফা-হিশাতিম্‌ মুবায়্যিনাতি'ই

(৩০) হে নবী সহধর্ম্মিনীগণ! তোমাদের মধ্যে যে কেহ কোন প্রকাশ্য অশ্লীল কার্যে লিপ্ত হইবে

يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ط وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ٥

ইউদ্বাআফ্‌ লাহাল আ'জাবু দ্বি'ফাইনি ; ওয়া কা-না জালিকা আ'লাল্লাহি ইয়াছীরা।

তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে। আর ইহা আল্লাহ্‌র নিকট অতি সহজকার্য।

(৩০) এই আয়াতে বর্ণিত "প্রকাশ্য অশ্লীলতায়" ঈমান ও আমলের অশ্লীলতা মুরাদ নহে। কেননা এই ধরণের কোনও অশ্লীলতা মহানবী (দঃ)-এর বিবিগণের মধ্যে কাহারও ছিল না। তবে এই আয়াত ছিল তাঁহাদের জন্য এক সতর্কবাণী। যাহাতে তাঁহারা অশ্লীলতামুলক কোন প্রকারের কল্পনাও না করেন, এই আয়াত দ্বারা তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। (তাফ্‌হীম)

٣١ - وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا

৩১। ওয়া মাঁইয়াকনুত্ মিন্‌কুন্না লিল্লাহি ওয়া রাছুলিহি ওয়া তা'মাল্ ছা-লিহান্

(৩১) এবং তাহাদের মধ্য হইতে যে আল্লাহর এবং তাঁহার রাসূলের আদেশ পালন করিবে ও সৎকার্য করিবে

نُؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ لا وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ٥

নু'তিহা আজ্‌রাহা মার্‌রাতাইনি, ওয়া আ'তাদ্‌না লাহা রিয্‌ক্বান্ কারীমা।

আমি তাহাকে দ্বিগুণ ছওয়াব দিব, অধিকন্তু আমি তাহার জন্য সম্মানজনক বিশেষ ধরণের রুজী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

٣٢ - يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ

৩২। ইয়ানিছাআন্নাবিয়্যি লাছতুন্না কাআহাদিম্ মিনান্নিছাই ইনিত্তাক্বাইতুন্না

(৩২) হে নবী সহধর্ম্মিণীগণ ! তোমরা সাধারণ স্ত্রীলোকের মত নও তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর,

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ

ফালা তাখ্‌দ্বা'না বিল ক্বাউলি ফাইয়াত্বমাআ'ল্লাজী ফী ক্বাল্‌বিহি মারাদ্বুঁউ

তবে আড়ষ্টকণ্ঠে কথা বলিও না—তাহা হইলে যাহার অন্তরে কোন খারাবী আছে, সে লালায়িত হইবে—

وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ج ٣٣ - وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ

ওয়া·ক্বুল্‌না ক্বাউলাম্ মা'রূফা। ৩৩। ওয়া ক্বারনা ফী বুইউতিকুন্না ওয়ালা তাবার্‌রাজ্‌না

বরং অনাড়ষ্ট কণ্ঠে কথা বল। (৩৩ এবং নিজেদের গৃহগুলিতে অবস্থান কর এবং পূর্বেকার অজ্ঞযুগের ন্যায় সাজ-সজ্জায়

تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ

তাবার্‌রুজ্বাল্ জ্বাহিলিয়্যাতিল্ উলা ওয়া আক্বিম্ নাছ্ ছালাতা ওয়া আ-তিনায্ যাকাতা

বেড়াইও না এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা, যাকাৎ প্রদান

وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ

ওয়া আত্বি'নাল্লাহা ওয়া রাছুলাহু ; ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইউজহিবা

এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নির্দেশ পালন কর—

عَنۡكُمُ الرِّجۡسَ اَهۡلَ الۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيۡرًا ج ٣٤ - وَاذۡكُرۡنَ

আ'ন্‌কুমুর রিজ্‌ছা আহ্‌লাল বাইতি ওয়াইউত্বাহ্যিরাকুম্‌ তাত্বহীরা। ৩৪। ওয়াজ্‌কুরনা

আল্লাহ চাহেন যে, তিনি তোমাদের অপবিত্রতাকে দুর করেন এবং তোমাদিগকে পাকছাফ রাখেন। (৩৪) এবং

مَا يُتۡلٰى فِىۡ بُيُوۡتِكُنَّ مِنۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالۡحِكۡمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ

মা-ইউত্‌লা ফী বুইউতিকুন্না মিন্‌ আইয়াতিল্লাহি ওয়াল্‌ হিকমাতাহ্‌ ; ইন্নাল্লাহা

তোমাদের গৃহে যে সব আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা পঠিত হয়, তাহা স্মরণ রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ

كَانَ لَطِيۡفًا خَبِيۡرًا ع ٣٥ - اِنَّ الۡمُسۡلِمِيۡنَ وَالۡمُسۡلِمٰتِ

কা-না লাত্বিফান্‌ খাবীরা। ع ৩৫। ইন্নাল্‌ মুছ্‌লিমীনা ওয়াল্‌ মুছলিমা-তি

সূক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ। (৩৫` নিশ্চয় যে সব পুরুষ ও যে সব নারী মুসলমান,

ع ৪/৪ রুকু

وَالۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتِ وَالۡقٰنِتِيۡنَ وَالۡقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيۡنَ

ওয়াল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-তি ওয়াল্‌ ক্বানিতীনা ওয়াল্‌ কানিতা-তি ওয়াছ্‌ছাদিকীনা

মু'মিন, আল্লাহর আদেশ পালনকারী, সত্যবাদী,

وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيۡنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالۡخٰشِعِيۡنَ وَالۡخٰشِعٰتِ

ওয়াছ্‌ছাদিক্বা-তি ওয়াছ্‌ ছাবিরীনা ওয়াছ্‌ ছাবিরা-তি ওয়াল খাশিয়ী'না ওয়াল খাশিয়া-তি

ধৈর্যশীল, বিনয়ী

وَالۡمُتَصَدِّقِيۡنَ وَالۡمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيۡنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ

ওয়াল মুতাছাদ্দিকীনা ওয়াল্‌ মুতাছাদ্দিকা-তি ওয়াছ্‌ ছাইমীনা ওয়াছ্‌ ছাইমা-তি

খয়রাতকারী, রোজাদার,

وَالۡحٰفِظِيۡنَ فُرُوۡجَهُمۡ وَالۡحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيۡنَ اللّٰهَ كَثِيۡرًا

ওয়াল হাফিজীনা ফুরুজ্বাহুম্‌ ওয়াল হাফিজা-তি ওয়াজ জাকিরীনাল্লাহা কাছীরাঁউ

নিজেদের গুপ্তাঙ্গ হেফাজতকারী এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারী

وَّالذّٰكِرٰتِ لا اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ○

ওয়াজ জা.কিরাতি আআ'দ্দাল্লাহু লাহুম্ মাগ্‌ফিরাতাঁউ ওয়া আজ্বরান্ আজীমা।

আল্লাহ্ তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহৎ প্রতিদান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

৩৬- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ

৩৬। ওয়ামা কানা লিমু'মিনিঁউ ওয়ালা মু'মিনাতি ইজা ক্বাদ্বাল্লাহু ওয়া রাছুলুহু

(৩৬) আর যখন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল কোন বিষয়ে আদেশ প্রদান করেন তখন কোন মুসলমান পুরুষ ও নারীর

اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ

আমরান্ আঁইয়্যাকুনা লাহুমুল্ খিয়ারাতু মিন্ আমরিহিম্ ; ওয়া মাঁই ইয়া'ছিল্লাহা

ঐ কার্যে কোন অধিকার থাকে না ; এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ

وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ط ○ ৩৭- وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْٓ

ওয়া রাছুলাহু ফাকাদ দ্বাল্লা দ্বল্লালালাম্ মুবীনা। ৩৭। ওয়া ইজ্ তাকুলু লিল্লাজী

ও তাঁহার রাসূলের আদেশ পালন না করিবে, সে নিশ্চয়ই প্রকাশ্যভাবে পথভ্রান্ত হইবে। (৩৭) এবং স্মরণ কর

اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

আন্‌আ'মাল্লাহু আ'লাহি ওয়া আন্‌আ'মতা আ'লাইহি আ'মছিক আ'লাইকা যাউজ্বাকা

যাহার প্রতি আল্লাহ্ উপকার করিয়াছেন এবং তুমিও উপকার করিয়াছ, যখন তুমি যাহাকে বলিতেছিলে তোমার স্ত্রীকে স্বীয় পত্নিত্বে থাকিতে দাও

وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ج

ওয়াত্তাকিল্লাহা ওয়া তুখ্‌ফী ফী নাফ্‌ছিকা মাল্লাহু মুবদীহি ওয়া তাখ্‌শান্নাছ,

এবং আল্লাহকে ভয় কর, এবং আল্লাহ্ যাহা প্রকাশ করিবেন, তুমি স্বীয় অন্তরে তাহা গোপন করিতেছিলে, এবং তুমি লোকদের ভয় করিতেছিলে,

وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ط فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا

ওয়াল্লাহু আহাক্কু আন্‌তাখ্‌শাহু ; ফালাম্মা ক্বাদ্বা যাইদুম্ মিন্‌হা ওয়াত্বারান্

অথচ আল্লাহ্‌কেই তোমার সর্বাপেক্ষা ভয় করা কর্তব্য। অতঃপর যায়েদ যখন তাহার নিকট হইতে স্বীয় প্রয়োজন পূর্ণ করিল

زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ

যাউয়াজ্‌নাকাহা লিকাই লা ইয়াকুনা আ লাল্‌ মু'মিনীনা হারাজুন্‌ ফী
আমি তোমার সহিত তাহার বিবাহ দিলাম, এই জন্য যে, যাহাতে মুসলমানদের উপর তাহাদের পোষ্যপুত্রদের ব্যাপারে কোন প্রকার দোষারোপিত না হয়।

أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ

আয্‌ওয়াজি আদই'য়াইহিম্‌ ইজা ক্বাদ্বাউ মিন্‌ হুন্না ওয়াত্বারাঁউ ওয়া কানা
যখন পোষ্যপুত্রগণ তাহাদের স্ত্রীদের নিকট হইতে প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া লয় এবং আল্লাহর

أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ۝٣٧ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا

আমরুল্লাহি মাফউ'লা। ৩৮। মাকানা আ'লান্‌ নাবিয়্যি মিন্‌ হারাজ্বিন্‌ ফীমা
এই আদেশ সম্পন্ন হইবার ছিল। (৩৮) আল্লাহ নবীর প্রতি যাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন

فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ ۖ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ

ফারাদ্বাল্লাহু লাহু ; ছুন্নাতাল্লাহি ফিল্লাজীনা খালাউ মিন্‌ ক্বাবলু ; ওয়া কানা
তাহাতে তাহার প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ নাই। পূর্ববর্তীদের মধ্যেও আল্লাহর এই বিধান ছিল—এবং

أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ۝٣٨ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ

আমরুল্লাহি ক্বাদারাম্‌ মাক্‌দূরা। ৩৯। নিল্লাজীনা ইউবাল্লিগূনা রিছালাতিল্লাহি
আল্লাহর আদেশ পূর্বে নির্দ্ধারিতই থাকিত। (৩৯) যাহারা আল্লাহর 'রেছালৎ প্রচার করিত

وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۝

ওয়া ইয়াখ্‌শাউনাহু ওয়ালা ইয়াখশাউনা আহাদান্‌ ইল্লাল্লাহু ; ওয়া কানা বিল্লাহি হাছীবা।
ও তাঁহাকেই ভয় করিত এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করিত না। এবং আল্লাহই হিসাব গ্রহণ-কারীরূপে যথেষ্ট।

۝٤٠ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ

৪০। মাকানা মুহাম্মাদুন্‌ আবা আহাদিম্‌ মির্‌ রিজ্বালিকুম্‌ ওয়ালাকির্‌ রাছুলাল্লাহি
(৪০) হে মানবগণ! মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষলোকের পিতা নহেন কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল

ع
৫
৫
রুকু

وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ع

ওয়া খা-তামুন্নাবিয়্যীন্ ; ওয়া কা-নাল্লাহু বিকুল্লি শাইইন্ আ'লীমা। ع

ও নবীগণের শেষনবী। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুই জ্ঞাত আছেন।

٤١ - يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا لا ٤٢ - وَّسَبِّحُوْهُ

৪১। ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আ'মানুজ কুরুল্লাহা জিক্‌রান কাছীরা। ৪২। ওয়া ছাব্বিহূ-হু

(৪১) হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। (৪২) ও সকাল সন্ধ্যায় তাঁহার

بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ٥ ٤٣ - هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ

বুক্‌রাতাঁউ ওয়া আছীলা। ৪৩। হুয়াল্লাজী ইউছাল্লী আ'লাইকুম্ ওয়া মালা-ইকাতুহু

পবিত্রতা ঘোষণা কর। (৪৩) তিনি ও তাঁহার ফেরেশ্‌তামণ্ডলী তোমাদের প্রতি 'দরূদ' প্রেরণ করেন

لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ

লিইউখ্‌রিজাকুম্ মিনাজ জুলুমা-তি ইলান্নূর ; ওয়া কা-না বিল্ মু'মিনীনা

তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোকে লইয়া যাইবার জন্য ; এবং তিনি মোমেনদের প্রতি

হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর পোষ্যপুত্র ছিলেন হজরত যায়েদ। তাঁহার সহিত যাহাশের কন্যা জয়নাবের বিবাহ হইয়াছিল। এই জয়নাব ছিলেন আব্দুল মোত্তালিবের কন্যা উম্মে ইয়ামামার মেয়ে। এই জন্য জয়নাব মুক্তদাস ও পোষ্যপুত্র যায়েদকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিতে ছিলেন না। এই জন্য উভয়ের মধ্যে তেমন মিল ছিল না। তাই প্রায়ই হজরত যায়েদ বিবি জয়নাবকে তালাক দিবার জন্য আবেদন জানাইতেন। কিন্তু মহানবী (দঃ) তাহাকে উক্ত কাজ হইতে বিরত থাকিবার জন্য কয়েকবার বলিলেন। অবশেষে হজরত যায়েদ বিবি জয়নাবকে তালাক প্রদান করিলে আল্লাহর নির্দেশে মহানবী (দঃ) তাহাকে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহের ফলে আরবে এক বদ-রোছমের অবসান ঘটিল। আরবে প্রচলিত ধারণা এই ছিল যে, পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে সে তালাক প্রাপ্তই হউক না কেন, বিবাহ করা যাইবে না। ইহা ছিল ইসলামের বিরুদ্ধ মত ও পথ। এই বদ-রোছমের অবসান হওয়াতে আরবের কাফেরেরা প্রথমতঃ অনেক কু-কথা রটাইয়া দিয়াছিল। "সেই কু-কথাগুলি অনেক ইংরেজ লেখক ফলাও করিয়া প্রচার করিয়াছে। সুতরাং মুসলমানদের উচিৎ সেই সকল কু-প্রচারণায় কান না দেওয়া এবং আল্লাহর বিধানকে সর্বান্তকরণে মানিয়া নেওয়া"। (আজিজী)

رَحِيْمًا ○ ٤٤ - تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ج صلے وَاَعَدَّ لَهُمْ

রাহীমা। ৪৪। তাহিয়্যাতুহুম্‌ ইয়াউমা ইয়াল্‌ক্বাউনাহু ছালাম, ওয়া আআ'দ্দা লাহুম্‌

করুণাময়। (৪৪) যেদিন তাঁহারা তাঁহার দর্শন লাভ করিবে, সে দিন শান্তিপুর্ণ সম্ভাষণ পাইবে এবং তাহাদের জন্য তিনি সম্মানজনক

اَجْرًا كَرِيْمًا ○ ٤٥ - يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا

আজ্‌রান্‌ কারীমা। ৪৫। ইয়া আইয়ুহান্নাবিয়্যু ইন্না আরছাল্‌না-কা শা-হিদাঁউ

প্রতিদান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। (৪৫) হে নবী ! আমি তোমাকে সাক্ষ্যদানকারী,

وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا لا ٤٦ - وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا

ওয়া মুবাশ্‌শিরাঁউ ওয়া নাজীরা। ৪৬। ওয়া দাই'য়ান ইলাল্লাহি বিইজ্‌নিহি ওয়া ছিরাজাম্‌

সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী। (৪৬) আল্লাহর আদেশে তাঁহার পথে আহ্বানকারী ও প্রজ্বোল প্রদীপরূপে

مُّنِيْرًا ○ ٤٧ - وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ○

মুনীরা। ৪৭। ওয়া বাশশিরিল্‌ মু'মিনীনা বিআন্নালাহুম্‌ মিনাল্লাহি ফাদ্ব্‌লান্‌ কাবীরা।

প্রেরণ করিয়াছি। (৪৭) এবং মোমেনগণকে শুভসংবাদ দান কর যে, তাহাদের জন্য মহান অনুগ্রহ রহিয়াছে।

٤٨ - وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ

৪৮। ওয়ালা তুত্বিই'ল্‌ কাফিরীনা ওয়াল মূনাফিক্বীনা ওয়াদা' আজা-হুম্‌ ওয়াতাওয়াক্কাল্‌

(৪৮) তুমি কাফের ও মোনাফেকদের কথা মান্য করিও না তাহাদের নির্যাতনকে উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর প্রতি

عَلَى اللّٰهِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○ ٤٩ - يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

আ'লাল্লাহি ; ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়াকীলা। ৪৯। ইয়া আইয়ুহাল্লাজীনা আ'মানু

নির্ভর কর ; বস্তুতঃ রক্ষকরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪৯) হে মোমেনগণ!

(৪৫) মহানবী (দঃ)-এর গুণের মধ্যে যে সকল গুণের কথা আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে "সাক্ষ্যদাতা" সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী, আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ" এই গুণগুলিই হইল অন্যতম। রেছালতের পরিপুর্ণতার জন্য এই সকল গুণাবলী অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। আল্লাহ তায়ালা এই সকল গুণাবলীর দ্বারা মহানবী (দঃ)-কে বিভুষিত করিয়াছিলেন, যাহা অন্য কাহারও মধ্যে পাওয়া সম্ভব নহে। (ছিরাজাম মুনীরা)

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ

ইজা নাকাহ্‌তুমুল মু'মিনাতি ছুম্মা ত্বাল্লাকতুমু হুন্না মিন্ ক্বাব্‌লি আন্ তামাছ্‌ছু হুন্না

যখন তোমরা মোমেন নারীগণকে বিবাহ করতঃ তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পুর্বে তালাক প্রদান কর,

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ج فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ

ফামা লাকুম্ আ'লাইহিন্না মিন্ ই'দ্দাতিন্ তা'তাদ্দুনাহা, ফামাত্তিউ'হুন্না ওয়া ছার্‌রিহু হুন্না

তখন তোমাদের জন্য তাহাদের প্রতি কোন 'ইদ্দত' নাই, যাহারা গণনা পুর্ণ করিবে, তবে তাহাদিগকে 'মোতা' প্রদান কর সম্মানজকভাবে

سَرَاحًا جَمِيلًا ٥٠ - يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ

ছারাহান্ জামীলা। ৫০। ইয়া আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ইন্না আহলাল্‌না লাকা

বিদায় দাও। (৫০) হে নবী ! আমি তোমার জন্য হালাল করিয়াছি—

أَزْوَٰجَكَ الَّٰتِىٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ

আয্‌ওয়াজাকাল্লাতী আ-তাইতা উজুরাহুন্না ওয়ামা মালাকাত্ ইয়ামিনুকা মিম্মা

তোমার মোহর প্রদত্ত বিবিগণকে তোমার গনীমত-রূপে

أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ

আফাআল্লাহু আ'লাইকা ওয়া বানাতি আম্মিকা ওয়া বানাতি আম্মা-তিকা

আল্লাহর প্রদত্ত তোমার আয়ত্তাধীন দাসীগণকে, তোমার সহিত হিজরতকারী তোমার চাচাত, ফুফাতো,

وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ الَّٰتِى هَاجَرْنَ مَعَكَ ز

ওয়া বানা-তি খা-লিকা ওয়া বানা-তি খা-লাতিকাল্লাতী হা-জার্‌না মাআ'কা

মামাতো ও খালাত ভগ্নিগণকে

وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ

ওয়াম্‌রাতাম্‌ মু'মিনাতান্‌ ইঁইওয়াহাবাত্‌ নাফ্‌ছাহা লিন্নাবিয়্যি ইন্‌ আরা-দান্নাবিয়্যু

এবং বিনা মোহরে নবীর পত্নীত্ব বরণকারী মোছলেম নারী যদি

اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ق خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط قَدْ عَلِمْنَا

আঁইয়াছ্‌তান্‌ কিহাহা, খালিছাতাল্লাকা মিন্‌ দুনিল্‌ মু'মিনীনা ; ক্বাদ্‌ আ'লিমনা

তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা কর ; এসব বিশেষ করিয়া তোমারই জন্য—অপর মোছলমানদের জন্য নহে, আমি নিশ্চয় জানি

مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ

মা ফ্বারাদ্বনা আ লাইহিম্‌ ফ্বী আয্‌ওয়াজিহিম্‌ ওয়া মা মালাকাত আইমা-নুহুম্‌

তাহাদের বিবি ও করায়ত্ত দাসীগণের ব্যাপারে আমি যে সব ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছি

لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○ ৫১ - تُرْجِىْ

লিকাইলা ইয়াকুনা আ'লাইকা হারাজুন্‌ ; ওয়া কা-নাল্লাহু গ্বাফুরার্‌ রাহীমা। ৫১। তুর্‌জি

যেন তোমার কোনরূপ অসুবিধা না হয় এবং আল্লাহ ক্ষমাকারী করুণাময়। (৫১) তাহাদের মধ্যে

مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ط وَمَنِ ابْتَغَيْتَ

মান্‌ তাশাউ মিনহুন্না ওয়া তু'বি ইলাইকা মান্‌ তাশাউ ; ওয়া মানিবতাগ্বাইতা

যাহাকে চাও পৃথক রাখিতে পার ও যাহাকে ইচ্ছা নিকটে স্থান দিতে পার। তুমি যাহাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছ

مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ

মিম্মান্‌ আ'যাল্‌তা ফ্বালা জুনাহা আ'লাইকা ; জা-লিকা আদ্‌না আন্‌তাকার্‌রা

তাহাকে নিজের নিকট ডাকিয়া লও—ইহাতে তোমার কোন অপরাধ নাই। ইহা হইতেছে তাহাদের চক্ষুসমূহ শীতল হওয়ার

أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ط

আ'ইউনুহুন্না ওয়ালা ইয়াহ্‌যান্না ওয়া ইয়ার দ্বাইনা বিমা আ-তাইতাহুন্না কুল্লুহুন্না ;

তাহারা দুঃখিত না হওয়ার এবং তুমি যাহা কিছু প্রদান করিবে, তাহাতে তাহারা সন্তুষ্টি লাভ করিবে ;

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝

ওয়াল্লাহু ইয়া'লামু মা ফী ক্বুলুবিকুম্ ; ওয়া কানাল্লাহু আ'লীমান্ হালীমা।

আর আল্লাহ তোমাদের মনের সব বিষয় জ্ঞাত আছেন ; বস্তুতঃ আল্লাহ জ্ঞানবান সহনশীল।

ফায়দা : আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরের ভেদও জানেন। মানুষ যাহা কিছু চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা করে, বা যাহা করিবার জন্য দৃঢ় আশা পোষণ করে, তৎসমুদয়ই আল্লাহ জানেন এবং এইগুলি সম্পর্কে বিহিত ব্যবস্থা করেন। মানুষ যত রকমেই কোন জিনিস গোপন করিতে চায়, তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে হইলেও সর্ব বিধাতা আল্লাহর নিকট তাহা গোপন থাকে না। বরং সবকিছু সম্পর্কেই আল্লাহ পরিজ্ঞাত আছেন। সুতরাং কোন কিছু লুকাইবার সাধ্য মানুষের নাই। একদা হজরত মুসা (আঃ) কোন এক রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একটি বড় পাথরের উপর তাঁহার নজর পড়িল। তিনি হস্তস্থিত লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত করিলেন। ফলে উক্ত পাথর দুই টুকরা হইয়া গেল। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, উক্ত পাথর খণ্ডের ভিতরে একটি জোঁক আছে এবং ইহা স্বীয় আহার গ্রহণ করিতেছে। এই ঘটনা অবলোকন করিয়া হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে সেজদায় পতিত হইয়া আরজ করিলেন—"ইয়া বারে এলাহি! আপনার কুদরতের সীমা নাই। আপনি পাথরের ভিতরে জোঁক রাখিয়াছেন এবং উহাকে নিয়মিত আহার দিতেছেন। সুতরাং আপনার এই এলেমের নিকট কাহারও এলেম টিকিবে না।" এই ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় যে, যাহা মানুষ দেখিতেছে এবং মানুষ যাহা দেখিতেছে না, সবকিছু সম্পর্কেই আল্লাহ অবগত আছেন। আল্লাহর অবগতির বাহিরে কোন কিছুই সংঘটিত হইতে পারে না। এই বিশাল পৃথিবীর কতটুকুইবা মানুষ জানিতে সক্ষম হইয়াছে। মানুষের অজানা রহিয়াছে কোটি কোটি রহস্য ও কোটি কোটি ঘটনা। তথাপি তাহারা জ্ঞানবীর, মহাজ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া সদম্ভে পথ চলিতেছে। বস্তুত তাহারা যদি আল্লাহর কুদরতের প্রতি নজর প্রদান করিত, তাহা হইলে এই ধরনের বড়াই বা তাকাব্বরী করিত না। আল্লাহ আমাদিগকে ফখর ও অহঙ্কার হইতে রক্ষা করুন। আমিন!

٥٢ - لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ

৫২। লা ইয়াহিল্লু লাকান্নিছাউ মিম্ বা'দু ওয়ালা আন্‌তাবাদ্দালা বিহিন্না মিন্

(৫২ হে রাসূল! অতঃপর তোমার পক্ষে নারীগণ হালাল নয় অপর কোন বিবিকে ইহাদের স্থলবর্তী করা

أَزْوَاجٍ وَّلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ط

আয্‌ওয়াজিঁউ ওয়া লাউ আ'জ্বাবাকা হুছ্‌নুহুন্না ইল্লা-মা মালাকাত্‌ ইয়ামিনুক ;

যদিও তাহাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে—কিন্তু তোমার করায়ত্ত দাসিগণ ;

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ع ٥٣ - يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ

ওয়া কানাল্লাহু আ'লা কুল্লি শাইইর রাক্বীবা। ع ৫৩। ইয়া আইয়্যু হাল্লাজীনা

এবং আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর প্রতি লক্ষ্যকারী। (৫৩) হে মুমিনগণ

ع ৬ / ৬ রুকু

اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّآ أَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ إِلٰى

আ-মানূ লাতাদ্‌খুলু বুইউতান্নাবিয়্যি ইল্লা আঁই ইউ'জানা লাকুম্ ইলা

তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করিও না কিন্তু যখন তোমাদিগকে আহার করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়,

طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ إِنٰهُ لا وَلٰكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَإِذَا

ত্বআ'-মিন্ গ্বাইরা না-জিরীনা ইনা-হু ওয়া লাকিন্ ইজা দুঈ'তুম্ ফাদ্‌খুলু ফাইজা

তখন এমনভাবে যাইবে যে তোমাদিগকে উহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে না হয়, পরন্তু যখন আহুত হও তখন প্রবেশ কর ; অতঃপর যখন

طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ط إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ

ত্বায়ি'মতুম্ ফানতাশিরূ ওয়ালা মুছ্‌তা'নিছীনা লি হাদীছ্‌ ; ইন্না জা-লিকুম্ কানা

আহার শেষ কর, তখন চলিয়া যাও —বাক্যালাপের জন্য বসিয়া থাকিও না। নিশ্চয় ইহা

(৫৩) কতিপয় সাহাবা মহানবী (দঃ)-এর গৃহে দাওয়াত গ্রহণ করিবার পর আহারান্তে বসিয়া খোশগল্প করিতেন। ফলে মহানবী (দঃ)-এর অনেক সময় গৃহে প্রবেশ করা অসুবিধা হইত। এই জন্য আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করেন এবং তাহাগিকে ইদৃশ কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। সুতরাং এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, কাহারও গৃহে আহার গ্রহণ করিবার পর বসিয়া থাকিতে নাই। (লুবাব)

يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ ز وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ ط

ইউ'জিন্নাবিয়্যা ফাইয়াছ্‌তাহ্‌ই মিন্‌কুম্‌, ওয়াল্লাহু লা ইয়াছতাহ্‌ই মিনাল্‌ হাক্কি;
নবীকে অসুবিধায় ফেলে এবং তিনি তোমাদের সহিত লজ্জাবোধ করেন; এবং আল্লাহ সত্য প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন না।

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ

ওয়া ইজা ছাআল্‌তুমূহুন্না মাতা-আ'ন্‌ ফাছ্‌আলূ হুন্না মিঁউ ওয়ারাই হিজ্বাব; জা-লিকুম্‌
এবং যখন তোমরা তাহাদের নিকট হইতে কোন বস্তু প্রার্থনা কর তবে পর্দার আড়াল হইতে তাহাদের নিকট প্রার্থনা কর। ইহাতে

اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ط وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا

আত্বহারু লিক্বুলূবিকুম্‌ ওয়া ক্বুলূবিহিন্না; ওয়ামা কা-না লাকুম্‌ আন্‌তু'জূ
তোমাদের ও তাহাদের অন্তর নির্মল থাকিবে। এবং তোমাদের ইহা উচিত নয় যে,

رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ط

রাছুলাল্লাহি ওয়ালা আন্‌তান্‌কিহু আয্‌ওয়াজাহু মিম্‌ বা'দিহী আবাদা;
তোমরা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট প্রদান কর, আর ইহাও উচিৎ নয় যে, তাঁহার পরে তাঁহার সহধর্মিণীগণকে কখনও বিবাহ কর;

اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ٥ ٥٤ - اِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوْهُ

ইন্না জা লিকুম্‌ কা-না ইন্দাল্লাহি আ'জীমা। ৫৪। ইন্‌ তুব্‌দু শাইয়ান্‌ আউ তুখ্‌ফূহু
নিশ্চয় ইহা আল্লাহর নিকট বড় অশোভনীয় ব্যাপার। (৫৪) যদি তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর অথবা উহা গোপন কর

فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ٥ ٥٥ - لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىْۤ

ফাইন্নাল্লাহা কা-না বিকুল্লি শাইইন্‌ আ'লীমা। ৫৫। লা জুনা-হা আ'লাইহিন্না ফী
তবে নিশ্চয় আল্লাহ সমভাবে প্রত্যেক বস্তু জ্ঞাত আছেন। (৫৫) তাহাদের কোন গোনাহ নাই

اٰبَآئِهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَاۤ اِخْوَانِهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَآءِ

আবা-ইহিন্না ওয়া লা আবনা-ইহিন্না ওয়া লা ইখ্‌ওয়ানিহিন্না ওয়া লা আবনা-ই
তাহাদের পিতাদের, তাহাদের পুত্রগণের, তাহাদের ভ্রাতৃগণের, তাহাদের ভ্রাতৃপুত্রগণের

اِخْوَانِهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا

ইখ্‌ওয়াতিহিন্না ওয়ালা আবনা-ই আখাওয়াতি হিন্না ওয়ালা নিছা-ইহিন্না ওয়া লা
তাহাদের ভাগিনেয়গণের, তাহাদের স্ত্রীগণেরও

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ج وَاتَّقِينَ اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ

মা মালাকাত্‌ আইমা-নুহুন্না, ওয়াত্তাক্বিনাল্লাহা ; ইন্নাল্লাহা কা-না আ'লা কুল্লি

যাহারা তাঁহাদের দক্ষিণ হস্ত অধিকার করিয়াছে তাহাদের সম্মুখে যাওয়া । তোমরা আল্লাহকে ভয় কর । নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক

شَيْءٍ شَهِيدًا ٥٦ ۝ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ط

শাইইন শাহীদা । ৫৬ । ইন্নাল্লাহা ওয়া মালা-ইকাতাহূ ইউছাল্লূনা আ'লান্নাবিয়্যি ;

বস্তুর উপর সাক্ষ্য । (৫৬) নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁহার ফেরেশতামণ্ডলী নবীর প্রতি 'দরূদ' প্রেরণ করেন ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥٧ ۝ إِنَّ الَّذِينَ

ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানূ ছাল্লূ আ'লাইহি ওয়া ছাল্লিমূ তাছ্‌লীমা । ৫৭ । ইন্নাল্লাজীনা

অতএব হে মুসলমানগণ ! তোমরাও তাঁহার প্রতি 'দরূদ' প্রেরণ কর ও তাঁহাকে শান্তি সম্ভাষণ প্রদান কর । (৫৭) নিশ্চয় যাহারা

يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

ইউ'জূনা ল্লাহা ওয়া রাছুলাহূ লাআ'না হুমুল্লাহু ফিদ্দুন্‌ইয়া ওয়াল আখিরাতি

আল্লাহ ও তাহার রাসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাহাদের প্রতি জগতে ও পরকালে অভিসম্পাৎ

وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ٥٨ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ

ওয়া আআ'দ্দা লাহুম্‌ আ'জাবাম্‌ মুহীনা । ৫৮ । ওয়াল্লাজীনা ইউ'জুনাল মু'মিনীনা

প্রদান করেন এবং তিনি তাহাদের জন্য ঘৃণাজনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন । (৫৮) এবং যাহারা ধর্ম্মবিশ্বাসী ও

وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا

ওয়াল্‌ মু'মিনা-তি বিগাইরি মাক্‌তাছাবূ ফাকাদিহ্‌ তামালূ বুহ্‌তানাঁউ ওয়া ইছ্‌মাম্‌

ধর্ম্মবিশ্বাসীনীগণকে বিনা দোষে কষ্ট দেয়, নিশ্চয় তাহারা মিথ্যা দোষারোপ ও গোনার

مُبِينًا ع ٥٩ ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ع ৭

মুবীনা । ع ৫৯ । ইয়া আইয়ুহান্নাবিয়্যু কুল্‌ লি আয্‌ওয়াজিকা ওয়া বানা-তিকা ৭

বোঝা স্বীয় মস্তকে তুলিয়া লইল । (৫৯) হে নবী ! তুমি তোমার স্ত্রী, কন্যাগণ রুকু

وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط

ওয়া নিছাইল্ মু'মিনীনা ইউদ্‌নীনা আ'লাইহিন্না মিন্ জ্বালাবীবিহিন্না ;

এবং অপর মু'মিনদের স্ত্রীগণকে বলিয়া দাও—তাহারা যেন তাহদের উপর চাদর স্থাপন করে ;

ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ

জ্বা-লিক্বা আদ্‌না আঁই ইউরাফ্‌না ফালাইউ জাইনা ; ওয়া কা নাল্লাহু

ইহা তাহাদিগকে চিনিবার পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক ; ফলে তাহারা দাসী বলিয়া কষ্টপ্রদত্ত লাঞ্ছিতা হইবে না। এবং আল্লাহ্

غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ ٦٠ - لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ

গ্বাফূরার্ রাহীমা। ৬০। লাইল্লাম্ ইয়ান্ তাহিল্ মুনাফিক্বূনা ওয়াল্লাজীনা ফী ক্বুলূবিহিম্

ক্ষমাকারী করুণাময়। (৬০) যদি মোনাফেক, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত

مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا

মারাদ্বুঁউ ওয়াল্ মুর্‌জ্বিফুনা ফিল্ মাদীনাতি লানুগ্বরিয়ান্নাকা বিহিম্ ছুম্মা লা

ও মদীনায় গুজব রটনাকারীরা বিরত না হয়, হে নবী ! কোন সময় আমি তোমাকে তাহাদের প্রতি উত্তেজিত করিব, তৎপর

يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ج صلے ٦١ - مَّلْعُوْنِيْنَ ج اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا

ইউজ্বাবিরূনাকা ফীহা ইল্লা ক্বালীলা। ৬১। মাল্‌উ'নীনা ; আইনামা ছুক্বিফূ উখিজূ

তোমার নিকট তথায় থাকিতে পারিবে না কিন্তু অল্পদিন। (৬১) তবে তাহাও অভিসপ্ত অবস্থায়। ভবিষ্যতে তাহাদের কাফেরীও প্রকাশ হইয়া পড়িবে তখন তাহাদিগকে যেখানে পাওয়া যাইবে, গেরেপ্তার করা হইবে

ফায়দা : এই পৃথিবীতে নারী ও পুরুষের সম্মিলনের দ্বারাই মানুষ সৃষ্টির পথ সুগম হইয়াছে। কিন্তু নারীজাতি কেবল ভোগের সামগ্রীই নয়। বরং তাহারা সৃষ্টি বিকাশের উপকরণও মাত্র। সুতরাং তাহাদিগকে যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিতে হইবে। তাহাদিগকে অবহেলা করিলে চলিবে না। কিংবা তাহাদের প্রতি সর্বদা কাম-লিপ্সার দৃষ্টিতে তাকাইবে না। তাহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত দেখিবে, যেন নারী জাতি স্বীয় মর্যাদার সহিত সৃষ্টি সুখের উল্লাসে অবগাহন করিতে পারে। তাহা না হইলে সমস্ত মানবজাতিই কলুষিত হইয়া পড়িবে। (বুরহান)

وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ۝ ٦٢ - سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ج وَلَنْ

ওয়া কুত্তিলূ তাক্‌তীলা। ৬২। ছুন্নাতাল্লাহি ফিল্লাজীনা খালাউ মিন্‌কাব্‌লু, ওয়ালান্‌
ও হত্যা করা হইবে। (৬২) ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত পূর্ববর্তিগণের বেলায়ও এইরূপ বিধান ছিল, এবং ভবিষ্যতেও

تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝ ٦٣ - يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ط

তাজ্বিদা লিছুন্নাতিল্লাহি তাব্‌দীলা। ৬৩। ইয়াছ্‌আলু কান্নাছু আ'নিছ্‌ ছাআ'তি ;
তুমি আল্লাহ্‌র বিধানে কখনও কোনরূপ পরিবর্তন পাইবে না। (৬৩) অবিশ্বাসী লোকেরা কিয়ামত সম্বন্ধে তোমার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে।

قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ط وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ

কুল্‌ ইন্নামা ই'লমুহা ই'ন্দাল্লাহি ; ওয়ামা ইউদ্‌রীকা লাআ'ল্লাছ্‌ ছাআ'তা তাকূনু
বল—উহার সম্বন্ধে জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌রই নিকট। তুমি তাহা কি করিয়া জানিবে ? আশ্চর্য নহে যে, কিয়ামত

قَرِيْبًا ۝ ٦٤ - اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا لا ۝

কারীবা। ৬৪। ইন্নাল্লাহা লাআ'নাল্‌ কা-ফিরীনা ওয়া আআ'দ্দা লাহুম্‌ ছাঈরা।
নিকটবর্তী হইয়াছে। (৬৪) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কাফেরদের উপর অভিসম্পাৎ প্রদান করিয়াছেন তাহাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন,

---

٦٥ - خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ج لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ج ۝ ٦٦ - يَوْمَ

৬৫। খা-লিদীনা ফীহা আবাদা, লা ইয়াজ্বিদুনা ওয়ালিয়্যাউ ওয়ালা নাছীরা। ৬৬। ইয়াউমা
(৬৫) তথায় তাহাদিগকে চিরকাল থাকিতে হইবে তাহারা উহাতে না কোন রক্ষক পাইবে না, সাহায্যকারী। (৬৬) যেদিন

تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ

তুকাল্লাবু বুজুহুহুম্‌ ফিন্নারি ইয়াকূ-লূ-না ইয়া লাইতানা আত্বা'নাল্লাহা
তাহাদের চেহারাসমূহ দোযখের অগ্নিতে ওলট-পালট করা হইবে আর তখন আক্ষেপ করিয়া তাহারা বলিবে যদি পরিতাপ ! আমার আল্লাহ্‌

وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ۝ ٦٧ - وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا

ওয়া আত্বা'নার্‌ রাছুলা। ৬৭। ওয়া ক্বা-লূ রাব্বানা ইন্না আত্বা'না ছাদাতানা
ও তাঁহার রাসূলের আদেশ পালন করিতাম। (৬৭) আরও তাহারা বলিবে—হে আমাদের রব ! আমরা আমাদের নেতাদের

وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ۝ ٦٨ - رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ

ওয়া কুবারাআনা ফাআদ্বাল্লূনাছ্ ছাবীলা। ৬৮। রাব্বানা আ-তিহিম্ দ্বি'ফাইনি

ও বড়দের কথা মান্য করিয়াছিলাম তাহারাই আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। (৬৮) সুতরাং হে আমাদের রব ! তাহাদিগকে

ع ৮ — ৮ রুকু

مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ع ٦٩ - يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ

মিনাল আ'জাবি ওয়াল্ আ'নহুম্ লা'নান্ কাবীরা। ع ৬৯। ইয়া আইয়ুহাল্লাজীনা

দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান কর এবং তাহাদিগকে ভীষণ অভিসম্পাৎ দাও। (৬৯) হে মু'মিনগণ !

اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ط

আ-মানূ লা তাকূনূ কাল্লাজীনা আজাউ মূছা ফাবাররাআ-হুল্লাহু মিম্মা ক্বা-লূ ;

তোমরা তাহাদের মত হইও না ; যাহারা মূসাকে কষ্ট দিয়াছিল অতঃপর আল্লাহ্ তাহাকে তাহাদের আরোপিত দোষ হইতে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিলেন ;

وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ط ٧٠ - يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ

ওয়া কানা ই'ন্দাল্লাহি ওয়াজ্বিহা। ৭০। ইয়া আইয়ুহাল্লাজীনা আ-মানুত্তাকুল্লাহা

বস্তুতঃ সে ছিল আল্লাহর নিকট সম্মানীত নবী। (৭০) হে মু'মিনগণ ! আল্লাহ্কে ভয় কর

وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا لا ٧١ - يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

ওয়া ক্কূলূ ক্বাউলান্ ছাদীদা। ৭১। ইউছ্লিহ্ লাকুম্ আ'মালাকুম্ ওয়াইয়াগ্ফির লাকুম্

বিশেষতঃ সুসঙ্গতভাবে কথা বল। (৭১) তিনি তোমাদের আমলসমূহ কবুল কবিবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ

ذُنُوْبَكُمْ ط وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

জুনূবাকুম্ ; ওয়া মাঁইইউত্বিই'ল্লাহা ওয়ারাছুলাহু ফাকাদ্ ফাযা ফাউযান্ আ'জীমা।

ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ পালন করিবে সে নিশ্চয় বিরাট সাফল্য লাভ করিবে।

(৭০) এই আয়াতে আল্লাহ ঈমানদার বান্দাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করিয়া চল এবং সুসঙ্গতভাবে কথা বল। বস্তুতঃ মানুষের জবানের হেফাজত হইল এক বড় সম্পদ। যে ব্যক্তি স্বীয় জবানকে দুরস্ত করিতে পারে নাই, সে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর ভয় আসিতে পারে না এবং সে আল্লাহর রহমতও লাভ করিতে পারে না। সে নাফরমানই থাকিয়া যায়। (কাওলে জামীল)

٧٢ - اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ

৭২। ইন্না আ'রাদ্বনাল আমানাতা আলাছ্‌ ছামা-ওয়াতি ওয়াল্‌ আরদ্বি ওয়াল্‌ জ্বিবালি

(৭২) আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতসমূহের নিকট এই দায়িত্বভার উপস্থাপিত করিয়াছিলাম,

فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ط

ফাআবাইনা আঁইয়াহমিল্‌নাহা ওয়া আশ্‌ ফাক্ব্‌না মিন্‌হা ওয়া হামালাহাল্‌ ইন্‌ছানু ;

তখন তাঁহারা শাস্তির সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য ছওয়াবের লোভ সম্বরণ করতঃ উহা বহন করিতে অস্বীকার করিল ও উহাতে ভীত হইল আর মানুষ তাহা গ্রহণ করিল ;

اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ٧٣ - لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ

ইন্নাহু কা-না জালূমান্‌ জ্বাহূলা। ৭৩। লিইউআ'য্‌জিবাল্লাহুল্‌ মুনাফিকীনা

বর্তমানে সে অতিশয় অত্যাচারী ও অজ্ঞ ! (৭৩) ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে আল্লাহ্‌ মোনাফেক পুরুষ

وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ

ওয়াল মুনাফিকাতি ওয়াল্‌ মুশরিকীনা ওয়াল্‌ মুশরিকাতি ওয়া ইয়াতুবাল্লাহু

ও মোনাফেক নারীগণকে এবং মোশরেক পুরুষ ও মোশরেক নারীগণকে শাস্তি প্রদান করিবেন এবং তিনি

عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ع

আ'লাল্‌ মু'মিনীনা ওয়াল্‌ মু'মিনাতি ; ওয়া কা-নাল্লাহু গ্বাফূরার্‌ রাহীমা। ع

মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীগণের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রদান করিবেন। আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী করুণাময়। ع ৯ — ৯ রুকু

(৭২) এই আয়াতে 'আমানতের' দ্বারা মুরাদ হইল ঐ সকল কথা, যাহা আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর ফরজ করিয়াছেন। যাহা আদায় করিলে মানুষ নাজাত লাভ করিবে। এই আমানতকে আল্লাহ তাআলা আসমান, জমীন এবং পাহাড়সমূহের সম্মুখে পেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি তোমরা এই আমানতকে পূর্ণভাবে আদায় কর, তাহা হইলে বড় মর্যাদার অধিকারী হইবে। নতুবা কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং ইহারা এই আমানত ভয়ে গ্রহণ করিল না। হযরত আদম (আঃ) তাহা গ্রহণ করিলেন।

(এতকান, খাজেন ও ইব্‌নে কাছীর)

ছুরা—ছাবা ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা হির্‌ রাহ্‌মা নির্‌ রাহীম। অতি দয়াবান পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	এই ছুরায় ৬ রুকু এবং ৫৪ আয়াত

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ

১। আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাজী লাহু মা ফিছ্‌ ছামাওয়াতি ওয়া মা ফিল্‌ আরদ্বি ওয়ালাহুল্‌ হাম্‌দু

(১) সব প্রশংসা আল্লাহরই যোগ্য, যাহার অধিকার ভুক্ত হইতেছে আছমান ও জমিনের সবকিছু ;

فِى الْاٰخِرَةِ ط وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝ ٢- يَعْلَمُ مَا يَلِجُ

ফিল্‌ আখিরাতি ; ওয়াহুয়াল্‌ হাকীমুল্‌ খাবীর। ২। ইয়া'লামু মা ইয়ালিজু

এবং পরকালের সব প্রশংসা তাঁহারই যোগ্য। তিনি বিজ্ঞ সর্বজ্ঞাতা। (২) তিনি জ্ঞাত আছেন যাহা

فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ

ফিল্‌ আরদ্বি ওয়ামা ইয়াখ্‌রুজু মিন্‌হা ওয়ামা ইয়ান্‌যিলু মিনাছ্‌ ছামাই

পৃথিবীতে প্রবেশ করে ও যাহা উহা হইতে বহির্গত হয় এবং যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয়

وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ط وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ۝ ٣- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا

ওয়ামা ইয়া'রুজু ফিহা, ওয়া হুয়ার্‌ রাহিমুল্‌ গ্বাফুর। ৩। ওয়া ক্বালাল্লাজীনা কাফারূ লা

এবং যাহারা উহাতে আরোহণ করে। আর তিনি করুণাময় ক্ষমাকারী। কিন্তু কাফেরগণ এসব স্বীকার করে না অধিকন্তু কিয়ামতে তাহারা বিশ্বাস রাখে না। (৩) এবং কাফেরগণ বলে—

تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ لا عٰلِمِ الْغَيْبِ ج

তা'তিনাছ্‌ ছাআতু ; ক্বুল্‌ বালা ওয়া রাব্বী লাতা'তিয়ান্নাকুম আ'-লিমিল্‌ গ্বাইবি,

আমাদের উপর কিয়ামত আসিবে না ; তুমি বল, হাঁ কছম আমার প্রতিপালকের তিনি গায়বীজ্ঞাতা নিশ্চয় উহা তোমাদের উপর আসিবে—

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ

লা ইয়াযুবু আন্‌হু মিছক্বাল্‌ জার্‌রাতিন্‌ ফিছ্‌ ছামাওয়াতি ওয়ালা ফিল্‌ আরদ্বি

তাঁহার নিকট না আছমানে বিন্দু পরিমাণে ক্ষুদ্র বস্তু গোপন আছে না জমিনে

وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ لا ق ۝

ওয়া লা আছগ্বারু মিন্‌ জা-লিকা ওয়া লা আক্‌বারু ইল্লা ফী কিতাবিম্‌ মুবীন।

এবং তদপেক্ষা বৃহৎ প্রত্যেক বস্তুই স্পষ্ট কেতাবে লিপিবদ্ধ আছে—

٤- لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُم

৪। লিইয়াজ্বযিয়াল্লাজীনা আ-মানু ওয়া আমিলুছ্ ছা-লিহা-তি ; উলা-ইকা লাহুম্

(৪) মু'মিন ও নেককারগণকে নেক বদলা প্রদান করার জন্য। তাঁহাদেরই জন্য

مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝٥ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا

মাগ্‌ফিরাতুঁউ ওয়া রিয্‌কুন কারীম। ৫। ওয়াল্লাজীনা ছাআ'উ ফী আ-ইয়া-তিনা

ক্ষমা ও বেহেশ্‌তে সম্মানজনক আহার্য্য রহিয়াছে। (৫) এবং যাহারা আমার নির্দেশ সমূহকে ব্যর্থ করিবার

مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ۝٦ وَيَرَى الَّذِينَ

মুআজ্বিযিনা উলা-ইকা লাহুম্ আজাবুম্ মির্‌রিজ্ব্‌যিন্ আ'লীম। ৬। ওয়া ইয়ারাল্লাজীনা

প্রচেষ্টা করিয়া বেড়ায় তাহাদের যন্ত্রণাদায়ক প্রতিফলের শাস্তি রহিয়াছে। (৬) আর যাহাদিগকে

أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ

উতুল্ ইল্‌মাল্লাজী উন্‌যিলা ইলাইকা মির্ রাব্বিকা হুয়াল্ হাক্কা, ওয়া ইয়াহ্‌দী ইলা

ধর্ম্মগ্রন্থের জ্ঞান প্রদান করা হইয়াছে তাহারা তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবকে বুঝিয়া থাকে যে, উহা সত্য ও উহা পরাক্রমশালী

صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝٧ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ

ছিরাত্বিল্ আযীযিল্ হামীদ। ৭। ওয়া কালাল্লাজীনা কাফারূ হাল্ নাদুল্লুকুম্ আ'লা

প্রশংসাভাজনের পথ প্রদর্শন করে। (৭) এবং কাফেরগণ বলে, 'তোমাদিগকে কি এমন এক ব্যক্তির কথা বলিব

رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ

রাজ্বুলিঁই ইউনাব্বিউকুম্ ইজা মুয্‌যিক্‌তুম্ কুল্লা মুহায্‌যাকিন্, ইন্নাকুম্

যে তোমাদিগকে এই সংবাদ দেন যে, যখন তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া যাইবে তখন

لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝٨ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ ۗ

লাফী খাল্‌ক্বিন জ্বাদীদ। ৮। আফ্‌তারা আ'লাল্লাহি কাজিবান্ আম্‌বিহী জ্বিন্নাহ্ ;

তোমরা নবজন্ম লাভ করিবে। (৮) জানিনা সে ব্যক্তি কি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিল অথবা সে উন্মাদ ?

بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ○

বালিল্লাজীনা লা ইউ'মিনুনা বিল্ আখিরাতি ফিল্ আজাবি ওয়াদ্ব দ্বালা-লিল্ বায়ী'দ।
বরং যাহারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাহারা আজাব ও সীমাতীত ভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

٩- اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ

৯। আফালাম ইয়ারাউ ইলা মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম্ মিনাছ্ ছামাই
(৯) তাহারা কি তাহাদের সামনে পিছনে অবস্থিত আসমান জমীনের দিকে লক্ষ্য করে নাই

وَالْاَرْضِ ط اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ

ওয়াল্ আরদ্বি ; ইন্নাশা' নাখ্ছিফ্ বিহিমুল্ আরদ্বা আউ নুছ্‌কিত্ব আ'লাইহিম্
আমি যদি ইচ্ছা করি, তাহাদিগকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতে অথবা তাহাদের উপর

كِسَفًا مِّنَ السَّمَاۤءِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ

কিছাফাম্ মিনাছ্ ছামাই ; ইন্না ফী জা-লিকা লা আ-ইয়াতাল্লিকুল্লি আ'বাদিম্
আকাশের একটি খণ্ড ফেলিয়া দিতে পারি। নিশ্চয় ইহাতে আল্লাহর দিকে লক্ষ্যশীল প্রত্যেক বান্দার জন্য আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন

ع مُّنِيْبٍ ع ١٠- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ط يٰجِبَالُ

১ মুনীব। ع ১০। ওয়ালা ক্বাদ্ আ-তাইনা দাবুদা মিন্না ফাদ্বলা ; ইয়াজিবালু
১ রহিয়াছে। (১০) আর নিশ্চয় আমি দাউদকে আমার তরফ হইতে বিরাট নেয়ামত প্রদান করিয়াছিলাম ; হে
রুকু পর্ব্বতমালা !

اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ج وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ لا ١١- اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّ

আবিব্বি মাআ'হু ওয়াত্ব ত্বাইর ; ওয়া আলান্না লাহুল্ হাদীদ। ১১। আনি'মাল্ ছাবিগ্বাতিঁউ ওয়া
তোমরা তাহার সহিত পুনঃ পুনঃ তছবীহ পাঠ কর 'এবং পক্ষীকেও অনুরূপ হুকুম দিয়াছিলাম আমি তাহার জন্য লৌহকে নরম করিয়া দিয়াছিলাম। (১১) "তুমি ইহা দ্বারা পুরু লৌহস্ত্রাণ প্রস্তুত কর

(১০) আল্লাহ তায়ালা হজরত দাউদ (আঃ) কে অনেকগুলি মোজেজা প্রদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে (১) পাহাড় পর্বত তাঁহার সহিত তসবিহ পাঠ করিত। (২) পাখীসমূহও পবিত্রতা বর্ণনা করিত। (৩) তিনি স্বীয় হস্তে লোহার দ্বারা বর্ম ও লোহার অস্ত্র তৈরী করিতেন। লোহা যখন তিনি ব্যবহার করিতেন তখন উহা অত্যন্ত নরম হইয়া যাইত। এবং তিনি বড় বড় ডেকচি তৈয়ার করিতেন। তিনিই প্রথম লোহার ব্যবহার করেন। (খাজেন)

قَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

কাদ্‌দির ফিছ্‌ছারদি ওয়া'মালু ছালিহা ; ইন্নী বিমা তা'মালুনা বাছীর।

এবং আন্দাজমত সংযোজনা কর ও এই সকল দানের কৃতজ্ঞতায় সৎকার্য কর। আমি তোমাদের সমস্ত কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করিতেছি।

١٢- وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا

১২। ওয়ালি ছুলাইমানার্‌ রীহা গুদুব্বুহা শাহ্‌রুউ ওয়া রাওয়াহুয়া শাহ্‌র ; ওয়া আছাল্‌না

(১২) এবং আমি বায়ুকে ছোলেমানের অনুগত করিয়া দিয়াছিছিলাম—উহা প্রাতের ভ্রমণ একমাসের পথ এবং সন্ধ্যার ভ্রমণ একমাসের পথ ছিল—এবং আমি

لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ

লাহু আ'ইনাল্‌ ক্বিত্বরি ; ওয়া মিনাল্‌ জ্বিন্নি মাঁইয়্যা'মালু বাইনা ইয়াদাইহি বিইজ্‌নি

তাঁহার জন্য তামার গলিত স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলাম ; এবং কোন কোন জ্বেন তাহার সম্মুখে তাহার প্রতিপালকের আদেশে

رَبِّهِ ۖ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝

রাব্বিহ্‌ ; ওয়া মাঁই ইয়াযিগ্‌ মিন্‌হুম্‌ আ'ন্‌ আম্‌রিনা নুজিক্‌হু মিন্‌ আজাবিছ্‌ ছায়ী'র।

কার্য করিত ; এবং তাহাদের যে কেহ আমার আদেশ লঙ্ঘন করিবে ; আমি তাহাকে পরকালে দোযখের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব।

١٣- يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ

১৩। ইয়া'মালুনা লাহু মা ইশাউ মিম্‌ মাহারীবা ওয়া তামাছীলা ওয়া জিফানিন্‌

(১৩) তাহারা তাহার জন্য প্রস্তুত করিত তাহার পছন্দ মাফিক বড় বড় অট্টালিকা, বিরাট বিরাট মুর্ত্তি, হাওজের ন্যায়

كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ

কাল্‌ জ্বাওয়াবি ওয়া ক্বুদুরির্‌ রাছিয়াত্‌ ; ই'মালু আলা দাবূদা শুক্‌রা ; ওয়া ক্বালীলুম্‌

পানির আধার ও বৃহদাকার গুরুভার, দেগসমূহ' যাহা একই স্থানে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত থাকে। হে দাউদের বংশধরগণ ! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাক এবং আমার

مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ۝ ١٤- فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ

মিন্‌ ইবাদিয়াশ শাকুর। ১৪। ফালাম্মা ক্বাদ্বাইনা আলাহিল্‌ মাউতা মা দাল্লাহুম্‌

'বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।" (১৪) অতঃপর যখন আমি তাহার প্রতি মৃত্যুর আদেশ দিলাম, তখন

عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ج فَلَمَّا

আ'লা মাউতিহী ইল্লা দাব্বাতুল্ আরদ্বি তা'কুলু মিন্‌ছাআতাহু ; ফালাম্মা

তাহার মৃত্যুর বিষয় তাহার লাঠি ধ্বংসরত উই পোকার দ্বারাই তাহাদের নিকট প্রকাশ পাইয়াছিল ফলে যখন

خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا

খার্‌রা তাবাইয়্যানাতিল্ জ্বিন্নু আল্লাউ কানূ ইয়া'লামুনাল্ গ্বাইবা মা লাবিছূ

সে পড়িয়া গেল, তখন জ্বেনগণ বুঝিতে পারিল যে, তাহারা যদি গায়বী ব্যাপার জানিত, তবে

فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ط ١٥ - لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ج

ফিল্ আ'জাবিল্ মুহীন। ১৫। লাক্বাদ কানা লিছাবাইন্ ফী মাছ্‌কানিহিম্ আ-ইয়াহ্,

এরূপ অপমানজনক কষ্টে পড়িয়া থাকিত না। (১৫) নিশ্চয় ছাবাবাসীদের জন্য তাহাদের আবাসে আল্লাহর তাবেদারীর নিদর্শন ছিল—

جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ط كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ط

জান্নাতান্ আঁই ইয়্যামিনিউ ওয়া শিমাল্ ; কুলু মির্‌রিয্‌কি রাব্বিকুম্ ওয়াশ্‌কুরূ লাহু

ডানে বামে বাগানের দুইটি সারি ছিল। তোমাদের প্রতিপালকের প্রদত্ত রিজিক খাও ও তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ١٦ - فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا

বাল্‌দাতুন্ ত্বাইয়্যিবাতুঁউ ওয়া রাব্বুন্ গ্বাফুর। ১৬। ফাআ'রাদ্বূ ফাআর্‌ছাল্‌না

কারণ তোমাদের শহর হইতেছে উত্তম এবং তোমাদের রব হইতেছে ক্ষমাশীল। (১৬) তাহারা আমার আদেশ হইতে মুখ ফিরাইল, অতঃপর আমি

---

(১৫) ছাবার অধিবাসীগণ ছিল আরবের ইয়েমেন প্রদেশের অন্তর্গত 'ছাবা' রাজ্যের বাসিন্দা। ছাবার মহারাণী বিলকিসের আমলে এই রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। পানি নিষ্কাশন ও জলসেচ ব্যবস্থার দরুণ ফসলাদির উৎপাদন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রজাসাধারণের কোন অভাবই ছিল না। দেশে সুখ ও শান্তি ছিল বিরাজমান। কিন্তু তাহারা যখন আল্লাহ্‌র নাফরমানি করিল তখন আল্লাহ্ তাহাদের উপর আজাব নাজিল করিলেন এবং তাহারা বরবাদ হইয়া গেল। (মুজেহুল কোরআন)

عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ

আ'লাইহিম্ ছাইলাল্ আরিমি ওয়া বাদ্দাল্না-হুম্ বিজান্নাতাইহিম্ জান্নাতাইনি

তাহাদের উপর বাঁধের ভীষণ' প্লাবন প্রেরণ করিলাম এবং উহার পরে আমি তাহাদের উদ্যান দুইটি পরিবর্তিত করিয়া দিলাম এমন এমন দুইটি উদ্যানে

ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَىْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ۝

জাওয়াতাই উকুলিন্ খাম্ত্বিঁউ ওয়া আছ্লিঁউ ওয়া শাইইম্ মিন ছিদ্রিন্ ক্বালীল।

যাহাতে থাকিল কটু ফল, ঝাউ ও অল্প পরিমাণ বন্য কুল বৃক্ষ।

١٧ - ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ؕ وَهَلْ نُجٰزِىْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ۝

১৭। জা-লিকা জ্বাযাইনাহুম্ বিমা কাফারূ ; ওয়া হাল্ নুজ্বযী ইল্লাল্ কাফুর।

(১৭) তাহাদের অকৃতজ্ঞতার জন্যই তাহাদিগকে এই সাজা দিয়াছিলাম ; এবং আমি অকৃতজ্ঞ লোককেই এইরূপ সাজা দিয়া থাকি।

١٨ - وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى

১৮। ওয়া জ্বাআ'ল্লা বাইনাহুম্ ওয়া বাইনাল্ ক্বুরাল্লাতি বা-রাকনা ফীহা ক্বুরান্

(১৮) এবং আমি তাহাদের ও আমার বরকত প্রদত্ত গ্রামসমূহের পথিপার্শ্বে

ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ؕ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِىَ وَاَيَّامًا

জা-হিয়াতাঁউ ওয়া কাদ্দারনা ফীহাছ্ ছাইর ; ছিরূ ফীহা লাইয়ালিয়া ওয়া আইয়্যামান্

দৃশ্যমান গ্রামসমূহ স্থাপন করিয়াছিলাম এবং ভ্রমণের জন্য উহাদের মধ্যে আন্দাজ মত করিয়াছিলাম, তোমরা নিরাপদে উহাতে দিবারাত্র

(১৮) এই আয়াতে বরকত পূর্ণ বস্তির যে উল্লেখ রহিয়াছে তাহাতে শামদেশকে বুঝানো হইয়াছে। তৎকালে ছাবা রাজ্য হইতে শামদেশ পর্যন্ত যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজ ও সুগম ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য ও দুত বিনিময়ের দ্বারা উভয় রাজ্যই যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিল। মাঝে মাঝে পান্থশালা ছিল। পথিকেরা উক্ত পান্থশালায় রাত্রি যাপন করিত এবং তৎকালে চোর, ডাকাত বা রাহাজানির কোন প্রকোপ ছিল না। কিন্তু এত সুখের মধ্যেও তাহারা নাফরমানী করিতে লাগিল। বস্তুতঃ আল্লাহর নেয়ামতের নাশোকরী করিতে তাহারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিত না। (মোজেহুল কোরআন)

اٰمِنِيْنَ ﴿١٩﴾ فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا

আ-মিনীন। ১৯। ফাক্বালু রাব্বানা বাই'দ্ বাইনা আছফারিনা ওয়া জালামু

ভ্রমণ কর। (১৯) অতঃপর তাহারা বলিতে লাগিল —হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ভ্রমণ পথ দীর্ঘ করিয়া দাও এবং তাহারা

اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ط

আন্‌ফুছাহুম্ ফাজাআ'ল্‌নাহুম্ আহাদীছা ওয়া মায্‌যাক্‌নাহুম্ কুল্লা মুমায্‌যাক্বিন্;

নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিল অতঃপর আমিও তাহাদিগয়ক নিশ্চিহ্ন করিয়া কাহিনীতে পরিণত করিলাম এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলাম।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٢٠﴾ وَلَقَدْ صَدَّقَ

ইন্না ফী জা-লিকা লাআ-ইয়াতিল্লিকুল্লি ছাব্বারিন্ শাকুর। ২০। ওয়া লাকাদ্ ছাদ্দাকা

প্রত্যেক ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞের জন্য ইহাতে বড় বড় শিক্ষা রহিয়াছে। (২০) এবং বস্তুতঃ শয়তান তাহাদের ব্যাপারে

عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

আ'লাইহিম্ ইব্‌লিছু জান্নাহু ফাত্তাবাউ'হু ইল্লা ফারীকাম্ মিনাল্ মু'মিনীন।

স্বীয় কল্পনা সত্যরূপে প্রাপ্ত হইল —একদল ধর্মবিশ্বাসী ব্যতীত তাহারা সকলে তাহার অনুগামী হইল।

﴿٢١﴾ وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ

২১। ওয়ামা কানা লাহু আ'লাইহিম্ মিন্ ছুল্‌তানিন্ ইল্লা লিনা'লামা মাঁই ইউমিনু

(২১) তাহাদের উপর তাহার কোনই শক্তি ছিল না কিন্তু এই জন্য যে, আমি পরকালে বিশ্বাসীকে

بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِىْ شَكٍّ ط وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ

বিল্ আখিরাতি মিম্মান্ হুয়া মিন্‌হা ফী শাক্কিন্; ওয়া রাব্বুকা আ'লা কুল্লি শাইইন্

উহাতে সন্দেহকারীর মধ্য হইতে জানিয়া লইব! হে রাসূল? তোমার প্রতিপালকেই প্রত্যেক বস্তুর উপর নেগাহবান

ع
২
—
২
রুকু

حَفِيْظٌ ع ﴿٢٢﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ج لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ

হাফীজ। ৼ ২২। কুলিদ্‌উ'ল্লাজীনা যাআ'মতুম্ মিন্ দুনিল্লাহি; লা ইয়ামলিকুনা মিছ্‌কালা

(২২) তুমি বল —আল্লাহ ব্যতীত যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহর ন্যায় মনে কর তাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহারা আছমান জমীনে

ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ

জার্‌রাতিন্‌ ফিছ্‌ ছামাওয়াতি ওয়ালা ফিল্‌ আরদ্বি ; ওয়া মা লাহুম্‌ ফীহিমা মিন্‌

বিন্দুমাত্র শক্তির অধিকারী নহে তদুভয়ের সৃজন মধ্যে তাহাদের

شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ۝ ٢٣- وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ

শির্‌কিঁউ ওয়া মা লাহু মিনহুম্‌ মিন্‌ জাহীর। ২৩। ওয়া লা তান্‌ফাউশ্‌ শাফাআ'তু

কোন অংশ নাই এবং তাহাদের কেহ তাহার সাহায্যকারীও নহে। (২৩) আর কাহারও সুপারিশও তাহার নিকট

عِنْدَهٗ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ط حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ

ই'ন্দাহু ইল্লা লিমান্‌ আজিনা লাহু, হাত্তা ইজা ফুয্‌যিয়া আ'ন্‌ ক্বুলুবিহিম্‌

কোন উপকারে আসিবে না, কিন্তু যাহাকে অনুমতি দিবেন। এমন কি, কোন হুকুম উপলক্ষে আল্লাহ তাহাদিগকে সম্বোধন করিলে ভয়ে তাহাদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে

قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ط قَالُوا الْحَقَّ ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝

কা-লু মা-জা ; ক্বালা রাব্বুকুম ; কালুল্‌ হাক্ক্বা ; ওয়া হুয়াল্‌ আ'লিয়্যুল কাবীর।

অতঃপর যখন তাহাদের মন হইতে আতঙ্ক বিদূরিত হয়, তাহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে—তোমাদের প্রতিপালক কি আদেশ দিলেন। তাহারা বলে—সত্য আদেশই দিয়াছেন, বস্তুতঃ তিনি মহান, বিরাট।

٢٤- قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلِ اللّٰهُ لا

২৪। ক্বুল্‌ মাঁই ইয়ার যুক্বুকুম্‌ মিনাছ্‌ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্‌ আরদ্বি, ক্বুলিল্লাহু

(২৪) তুমি বল—কে তোমাদিগকে আছমান জমিন হইতে আহার দেন ? বল—আল্লাহ দিয়া থাকেন

وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ ط

ওয়া ইন্না আউ ইয়্যাকুম্‌ লাআ'লা হুদান্‌ আউ ফী দ্বালালিম্‌ মুবীন।

এবং নিশ্চয়ই আমরা অথবা তোমরা সৎপথ বা স্পষ্ট ভ্রান্তপথের উপর অবস্থিত।

٢٥- قُلْ لَّا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

২৫। ক্বুল্‌ল্লা তুছ্‌আলুনা আ'ম্মা আজ্‌রাম্‌না ওয়া লা নুছ্‌আলু আ'ম্মা তা'মালুন্‌।

(২৫) তুমি বল—তোমরা আমাদের পাপের জন্য জিজ্ঞাসিত হইবে না আর আমরাও তোমাদের কৃতকর্ম্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হইব না।

٢٦ - قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ط

২৬। কুল্ ইয়াজ্‌মাউ' বাইনানা রাব্বুনা ছুম্মা ইয়াফ্‌তাহু বাইনানা বিল্ হাক্-কি ;

(২৬) তুমি বল—আমাদের প্রতিপালক আমাদের উভয় দলকে একত্রিত করিবেন, আবার আমাদের মধ্যে বিচারসঙ্গত মীমাংসা করিয়া দিবেন।

وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ٥ ٢٧ - قُلْ اَرُوْنِىَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ

ওয়া হুওয়াল্ ফাত্তাহুল্ আ'লীম। ২৭। কুল্ আরূনিয়াল্লাজীনা আল্‌হাক্‌তুম্ বিহী

এবং তিনি অতিশয় ন্যায়ভাবে মীমাংসাকারী জ্ঞাতা। (২৭) তুমি বল—তোমরা যাহাদিগকে তাহার সহিত

شُرَكَاءَ كَلَّا ط بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ ٢٨ - وَمَا

শুরাকা-আ কাল্লা ; বাল্ হুওয়াল্লাহুল্ আযীযুল হাকীম। ২৮। ওয়ামা

অংশী সংযুক্ত করিয়াছ, তাহাদিগকে আমাকে দেখাও, না,—ইহা নহে অর্থাৎ তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। (২৮) এবং

اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ

আর্‌ছাল্‌নাকা ইল্লা কা-ক্‌ফাতাল্লিন্নাছি বাশীরাঁউ ওয়া নাজিরাঁউ ওয়ালা কিন্না

হে রাসূল আমি তোমাকে বিশ্বমানবের জন্য সুসংবাদ দাতা ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি কিন্তু

اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ٥ ٢٩ - وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ

আকছারান্নাছি লা-ইয়া'লামূন্। ২৯। ওয়া ইয়াকূলুনা মাতা হাজাল্ ওয়া'দু ইন্ কুন্তুম

অধিকাংশ লোক জানে না। (২৯) এবং তাহারা বলে তোমরা যদি সত্যবাদী হও বল কবে এই অঙ্গীকার পুর্ণ

صٰدِقِيْنَ ٥ ٣٠ - قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً

ছা-দিকীন্। ৩০। কুল্ লাকুম্ মীআ'দু ইয়াউমিল্লা তাছ্‌তা'খিরূনা আ'নহু ছাআতাঁউ

হইবে? (৩০) তুমি বল তোমাদের জন্য এমন এক দিবসের অঙ্গীকার রহিয়াছে, যাহা হইতে তোমরা এক ঘণ্টা পশ্চাতে পড়িবে না বা

ع ৩/৩ রুকু

وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ع ٣١ - وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا

ওয়া লা তাছ্‌তাক্‌দিমূন। ع ৩১। ওয়া কালাল্লাজীনা কাফারূ লান্নু'মিনা বিহাজাল্

তোমার অগ্রবর্তীও হইবে না। (৩১) এবং মক্কার ধর্মদ্রোহীরা বলিল—আমরা কখনও এই কোরআনের প্রতি

(২৮) আল্লাহ্ তায়ালা মহানবী (দঃ) কে মানুষের জন্য পরিপুর্ণ সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আল্লাহর রহমত ও বেহেশ্‌ত লাভের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন এবং দোজখ ও গজবের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। (তাফহীম

الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ ط وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ

কোরআনি ওয়ালা বিল্লাজী বাইনা ইয়াদাইহি ; ওয়ালাউ তারা ইজিজ্‌ জা-লিমূনা
ও যাহা উহার পূর্ব্ববর্ত্তী ছিল তাহাও বিশ্বাস করি না ; এবং যদি তুমি দেখ যখন গোনাহগারদিগকে

مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج صلے يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِنِ الْقَوْلَ ج

মাউক্‌ফূনা ই'ন্‌দা রাব্বিহিম্‌, ইয়ারজ্বিউ' বা'দ্বুহুম্‌ ইলা বা'দ্বিনিল্‌ ক্বাউল,
তাহাদের প্রতিপালকের সমীপে দাঁড় করান হইবে —একে অপরের প্রতিবাদ করিবে—

يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا

ইয়াকুলুল্লাজীনাছ্‌ তুদ্ব্‌ইফূ লিল্লাজীনাছ্‌ তাক্‌বারু লাউ লা আন্তুম্‌ লাকুন্না
দুর্ব্বলগণ শক্তি গর্ব্বিতদের বলিবে, তোমরা না থাকিলে

مُؤْمِنِيْنَ ٥ ٣٢ - قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْآ اَنَحْنُ

মু'মিনীন। ৩২। ক্বালাল্লাজীনাছ্‌ তাকবারু লিল্লাজীনাছ্‌ তুদ্ব্‌ইলু আ নাহনু
নিশ্চয় আমরা ধর্ম্মবিশ্বাসী হইতাম। (৩২) ইহাতে শক্তিগর্বিতরা দুর্ব্বলগণকে বলিবে—আমরা কি

صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ٥

ছাদাদ্‌নাকুম্‌ আ'নিল্‌ হুদা বা'দা ইজ জ্বা-আকুম্‌ বাল্‌ কুন্তুম্‌ মুজ্‌রিমীন।
তোমাদের নিকট সৎ পথ আসার পর উহা হইতে তোমাদিগকে বিরত রাখিয়াছিলাম ? বরং তোমরাই দোষী ছিলে।

٣٣ - وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ

৩৩। ওয়া ক্বালাল্লাজীনাছ্‌ তুদ্ব্‌ইফূ লিল্লাজীনাছ্‌ তাকবারু বাল্‌ মাকরুল্লাইলি ওয়ান্নাহারি
দুর্বলগণ শক্তি গর্বিতদের বলিবে—বরং তোমাদের দিবারাত্রি ষড়যন্ত্র বিরত রাখিয়াছিল—

اِذْ تَأْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ط

ইজ্‌তা'মুরূনানা আন্‌ নাক্‌ফুরা বিল্লাহি নাজ্ব্‌আ'লা লাহূ আন্‌দাদা ;
যখন তোমরা আমাদিগকে আল্লাহ্‌র সহিত ধর্মদ্রোহিতা করিতে ও তাঁহার সহিত অংশীস্থাপন করিতে আদেশ দিতে।

(৩২) পথভ্রষ্টকারী ও পথভ্রষ্টগণ কিয়ামতের ময়দানে একে অন্যকে দোষারোপ করিবে। কিন্তু কেহই আল্লাহর আজাব হইতে রক্ষা পাইবে না। বরং উভয় সম্প্রদায়ই আজাবে নিপতিত হইবে। এই আজাব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার সাধ্য তাহাদের নাই। (বুরহান)

وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ط وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي

ওয়া আছারুন্নাদামাতা লাম্মা রাআবুল্ আ'জাব ; ওয়া জ্বাআ'ল্‌নাল্ আগ্বলা-লা ফী

যখন তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন উভয় দলই অন্তরে অনুতপ্ত হইবে এবং আমি ধর্মদ্রোহীদের স্কন্ধে 'তওক'

أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ط هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥

আ'নাকিল্লাজীনা কাফারূ ; হাল্‌ইউজ্বযাউনা ইল্লা মা কা-নূ ইয়া'মালুন।

স্থাপন করিব তাহারা যেমন করিত তাহারই প্রতিফল পাইতেছে।

৩৪ - وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا

৩৪। ওয়া মা আর্‌ছালনা ফী ক্বারইয়াতিম্ মিন্ নাজীরিন্ ইল্লা ক্বালা মুত্‌রাফূহা ইন্না

(৩৪) এবং আমি কোনও লোকালয়ে ভয় প্রদর্শনকারী প্রেরণ করি নাই যে, যাহার সম্পদশালী অধিবাসীরা বলে নাই যে, তোমরা যাহা সহ

بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ٥ ৩৫ - وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَّ

বিমা উরছিলতুম্ বিহী কাফিরূন। ৩৫। ওয়া ক্বালূ নাহ্‌নু আকছারু আমওয়ালাঁউ ওয়া

প্রেরীত হইয়াছ আমরা তাহা মানি না। (৩৫, এবং তাহারা বলে—আমরা তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর ধনৈশ্বর্য্যও

أَوْلَادًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥ ৩৬ - قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ

আউলাদাঁউ ওয়া মা নাহ্‌নু বিমুআজ্‌জিবীন। ৩৬। ক্বুল্ ইন্না রাব্বী ইয়াবছুতুর্ রিয্‌ক্বা

সন্তান-সন্ততির অধিকারী এবং পরকালেও আমাদের শাস্তি হইবে না। (৩৬) হে রাসূল ! তুমি বল—নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে

ع ৪ — ৪ রুকু

لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ع

লিমাঁইয়াশাউ ওয়া ইয়াক্ব্‌দিরু ওয়ালা কিন্না আকছারান্নাছি লা ইয়া'ল মূন। ع

প্রচুর আহার দেন, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে অপ্রচুর আহার দেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জ্ঞাত নহে।

৩৭ - وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا

৩৭। ওয়ামা আমওয়ালুকুম্ ওয়ালা আউলাদুকুম্ বিল্লাতী তুক্বাররিবুকুম্ ই'ন্দানা

(৩৭) এবং তোমাদের ধনৈশ্বর্য্য ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি এমন শক্তি রাখে না যে, যদ্দারা তোমাদিগকে

زُلْفَىٰٓ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ز فَأُولَٰٓئِكَ لَهُمْ

যুল্‌ফা ইল্লা মান্ আ-মানা ওয়া আ'মিলা ছা-লিহান্ ফাউলা-ইকা লাহুম্
আমার নিকটবর্তী করিয়া দিবে ; কিন্তু যে ধর্মবিশ্বাস করিয়া সৎকাজ করিল, অতঃপর তাহাদেরই জন্য

جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِى الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ○ ٣٨ - وَالَّذِينَ

জাযাউদ্ব্‌ দ্বি'ফি বিমা আ'মিলূ ওয়াহুম্ ফিল্‌ গুরুফাতি আ-মিনূন। ৩৮। ওয়াল্লাজীনা
তাহাদের কৃতকার্যের দ্বিগুণ প্রতিদান রহিয়াছে এবং তাহারাই বেহেশতে সুউচ্চ অট্টালিকায় নিরাপদে অবস্থান করিবে। (৩৮) আর যাহারা

يَسْعَوْنَ فِىٓ آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ

ইয়াছ্‌আ'উনা ফী আ-ইয়া-তিনা মুআ'জ্বিযীনা উলা-ইকা ফিল্‌ আ'জাবি
আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য

مُحْضَرُونَ ○ ٣٩ - قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ

মুহ্‌দারূন। ৩৯। কুল ইন্না রাব্বী ইয়াবছুত্বুর্‌ রিয্‌কা লিমাঁই ইয়াশাউ মিন্ ই'বাদিহি
ধৃত করিয়া উপস্থাপিত করা হইবে। (৩৯) তুমি বল—নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে প্রচুর আহার দেন

وَيَقْدِرُ لَهُۥ ط وَمَآ أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ج

ওয়া ইয়াক্‌দিরু লাহু ; ওয়ামা আন্‌ফাকতুম্ মিন্ শাইইন্ ফাহুওয়া ইউখ্‌লিফুহু,
এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে অপ্রচুর আহার দেন এবং যাহা তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর তিনি উহার প্রতিদান দিবেন।

وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ○ ٤٠ - وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ

ওয়া হুওয়া খাইরুর্‌ রা-যিক্বীন্। ৪০। ওয়া ইয়াউমা ইয়াহ্‌শুরুহুম্ জামিআ'ন্ ছুম্মা ইয়াকুলু
এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আহার প্রদানকারী। (৪০) এবং যেদিন তিনি তাহাদের সকলকে একত্রিত করিবেন পুনরায় তিনি

لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ○ ٤١ - قَالُوا سُبْحَٰنَكَ

লিল্‌ মালা-ইকাতি আ-হা-উলা-ই ইয়্যাকুম্ কানূ ইয়া'বুদূন। ৪১। ক্বালু ছুব্‌হা-নাকা
ফেরেশ্‌তাদের বলিবেন—ইহারাই আদম-সন্তান কি তোমাদিগকে পুজা করিত ? (৪১) তাহারা বলিবে—হে আল্লাহ আপনি পবিত্র

أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۚ أَكْثَرُهُمْ

আন্তা ওয়ালিয়্যিউনা মিন্ দূনিহিম্, বাল্‌কানূ ইয়া'বুদূনাল্ জ্বিন্না ; আক্‌ছারুহুম্
আপনি আমাদের রক্ষক—তাহারা নহে, বরং প্রকৃতপক্ষে তাহারা জ্বেনদের পূজা করিত তাহাদের অধিকাংশই শয়তানের ধোঁকায় পড়িয়া

بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ۝ ٤٢ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا

বিহিম্ মু'মিনূন। ৪২। ফাল্‌ইয়াউমা লা ইয়াম লিকু বা'দ্বুকুম্ লিবা'দ্বিন নাফ্‌আঁ'উ
তাহাদের প্রতি বিশ্বাসী ছিল। (৪২) অতএব অদ্য তোমাদের কেহ কাহারও কোন উপকার বা অপকার

وَلَا ضَرًّا ۖ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ

ওয়ালা দ্বার্‌রা ; ওয়া নাকূলু লিল্লাজীনা জালামু জূকূ আ'জাবান্নারিল্লাতী কুন্তুম্
করিবার অধিকারী নও। এবং আমি অত্যাচারীদিগকে বলিব—তোমরা যে দোজখের শাস্তিকে মিথ্যা জানিতে তাহার

بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝ ٤٣ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ

বিহা তুকাজ্‌জিবূন। ৪৩। ওয়া ইজা তুত্‌লা আ'লাইহিম্ আ-ইয়া-তুনা বাইয়্যিনা-তিন্
স্বাদ গ্রহণ কর। (৪৩) এবং যখন তাহাদের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন পাঠ করিয়া শ্রবণ করান হয়, তখন

قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا

কালূ মা হাজা ইল্লা রাজুলুঁই ইউরীদু আঁই ইয়াছুদ্দাকুম্ আ'ম্মা
তাহারা একে অপরকে বলে—এই ব্যক্তির ইচ্ছা যে, সে তোমাদিগকে বিরত রাখিবে উহা হইতে

كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ۚ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى ۚ

কা-না ইয়া'বুদু আ-বা-উকুম্ ; ওয়া কালু মা হা-জা ইল্লা ইফ্‌কুম্ মুফ্‌তারা ;
যাহা তোমাদের পিতৃ-পিতামহ পূজা করিত, আরও তাহারা বলে —ইহাও মিথ্যা—কল্পিত ;

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا

ওয়া কালাল্লাজীনা কাফারূ লিল্ হাক্কি লাম্মা জ্বাআহুম্, ইন্ হা-জা ইল্লা
এবং যখন ধর্মদ্রোহীদের নিকট সত্যবাণী আসিল, তখন তাহারা উহাকে বলিল—

سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ ٤٤ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا

ছিহ্‌রুম্ মুবীন। ৪৪। ওয়ামা আতাইনা-হুম্ মিন্ কুতুবিঁই ইয়াদ্‌রুছুনাহা
ইহা স্পষ্ট যাদু। (৪৪) এবং তাহাদিগকে আমি এরূপ ধর্মগ্রন্থসমূহ প্রদান করি নাই, যাহা তাহারা অধ্যয়ন করে

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ۝٤٥ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ

ওয়ামা আরছাল্‌না ইলাই হিম্‌ ক্বাবলিকা মিন্‌ নাজীর। ৪৫। ওয়া কাজ্‌জাবাল্লাজীনা মিন্‌
এবং তোমার পূর্বে তাহাদের নিকট কোন ভয় প্রদর্শনকারীও প্রেরণ করি নাই। (৪৫) এবং তাহাদের পূর্ববর্তীরাও

قَبْلِهِمْ لا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي قف

ক্বাবলিহিম্‌, ওয়ামা বালাগু মি'শারা মা আ-তাইনা-হুম্‌ ফাকাজ্‌জাবূ রুছুলী ;
মিথ্যা জ্ঞান করিয়াছিল—তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছিলাম, তাহার দশমাংশও ইহারা পায় নাই,
অতঃপর তাহারা আমার রাসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করিয়াছিল,

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ع ۝٤٦ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ج أَنْ ع ৫

ফাকাইফা কা-না নাকীর। ع ৪৬। কুল ইন্নামা আই'জুকুম্‌ বিওয়াহিদাতিন্‌, আন্‌ —
আমার শাস্তি কিরূপ ভীষণ হইবে। (৪৬) তুমি বল—আমি তোমাদিগকে কেবল একটি বিষয়ের পরামর্শ দিতেছি যে, ৫

রুকু

تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا قف مَا بِصَاحِبِكُمْ

তাক্বুমু লিল্লাহি মাছ্‌না ওয়া ফুরাদা ছুম্মা তাতাফাক্কারূ ; মা বিছা-হিবিকুম্‌
তোমরা আল্লাহরই জন্য দুই দুইজন ও একাকী দণ্ডায়মান হও পুনরায় চিন্তা কর, তোমাদের সহচরের

مِنْ جِنَّةٍ ط إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ

মিন্‌ জিন্নাহ ; ইন হুওয়া ইল্লা নাজীরুল্লাকুম্‌ বাইনা ইয়াদাই আ'জাবিন্‌
কোনরূপ উন্মাদরোগ নাই। তিনি কেবল তোমাদের প্রতি ভীষণ শাস্তি আসিবার পূর্বে

شَدِيدٍ ۝٤٧ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ط إِنْ أَجْرِيَ

শাদীদ। ৪৭। কুল্‌ মা ছাআল্‌তুকুম্‌ মিন্‌ আজ্‌রিন্‌ ফাহুওয়া লাকুম ; ইন্‌ আজ্‌রিইয়া
ভয় প্রদর্শনকারী। (৪৭) তুমি বল -তোমাদের নিকট যাহা প্রতিদান চাহিয়া থাকি তাহা তোমাদের নিকট থাকুক ;

إِلَّا عَلَى اللَّهِ ج وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٤٨ قُلْ إِنَّ رَبِّي

ইল্লা আ'লাল্লাহ, ওয়া হুওয়া আ'লা কুল্লি শাইইন্‌ শাহীদ। ৪৮। কুল্‌ ইন্না রাব্বী
আমার প্রতিদান আল্লাহর নিকট এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর সাক্ষ্য। (৪৮) তুমি বল--নিশ্চয় আমার প্রতিপালক

يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ج عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝٤٩ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا

ইয়াকজিফু বিল্‌ হাককি, আ'ল্লামুল গুইয়ূব। ৪৯। কুল্‌ জ্বা-আল্‌ হাক্‌ক্‌ ওয়া মা
সত্য প্রকাশ করেন—অদৃশ্যসমূহ ভালরূপ জ্ঞাত আছেন। (৪৯) তুমি বল সত্য আসিয়াছে এবং

يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۝٥٠ - قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ

ইউব্ দিউল বাত্বিলু ওয়া মা ইউয়ীদ। ৫০। ক্বুল্ ইন্দ্বালালতু ফাইন্নামা আদ্বিল্লু
অসত্য নিশ্চিহ্ন হইবে—পুনরায় আসিবে না। (৫০) তুমি বল—যদি আমি ভ্রান্ত হই তবে আমার বিপদ

عَلَىٰ نَفْسِي ج وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ط إِنَّهُ

আ'লা নাফ্ ছি, ওয়া ইনিহ্তাদাইতু ফাবিমা ইউহী ইলাইয়্যা রাব্বী ; ইন্নাহু
আমারই উপর, আর যদি আমি সৎপথে থাকি তবে উহারই কল্যাণে—যাহা আমার প্রতিপালক আমার নিকট প্রত্যাদেশ করেন, নিশ্চয় তিনি

سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝٥١ - وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ

ছামিউ'ন্ ক্বারীব। ৫১। ওয়া লাউ তারা ইজ ফাযিউ' ফালা ফাউতা ওয়া উখিজু মিম্
সর্বশ্রোতা নিকটবর্তী। (৫১) এবং যদি তুমি দেখ যখন পরকালে তাহারা আতঙ্কিত হইয়া বেড়াইবে কোনও দিকে পালাইয়া যাইতে পারিবে না এবং

مَكَانٍ قَرِيبٍ ۝٥٢ - وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ ج وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ

মাকা-নিন্ ক্বারীব। ৫২। ওয়া ক্বা-লু আ-মান্না বিহী, ওয়া আন্না লাহুমুত্ তানাবুশু মিম্
নিকট হইতে ধৃত করা হইবে। (৫২) এবং বাধ্য হইয়া বলিবে—আমরা তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, এবং এত দুর স্থান হইতে কি প্রকারে

مَكَانٍ بَعِيدٍ ۝٥٣ - وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ج وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ

মাকা-নিম্ বায়ী'দ। ৫৩। ওয়া ক্বাদ কাফারূ বিহী মিন্ ক্বাব্ লু, ইয়াক্বজিফূনা বিল্ গ্বাইবি
হস্তগত করিতে পারিবে ! (৫৩) নিশ্চয় তাহারা পূর্ব হইতে তাঁহার সহিত ধর্মদ্রোহীতা করিয়াছে এবং না বুঝিয়া দূর হইতে অদৃশ্যে

مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ۝٥٤ - وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا

মিম্ মাকা-নিম্ বায়ী'দ। ৫৪। ওয়া হীলা বাইনাহুম্ ওয়া বাইনা মা ইয়াশ্তাহুনা কামা
তীর নিক্ষেপ করে। (৫৪) এখন তাহাদের ও তাহাদের বাঞ্ছিতদের মধ্যে এক অন্তরাল সৃষ্টি করা হইবে যেমন

فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ ط إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ع

ع ৬ — ৬ রুকু

ফুই'লা বিআশ্ ইয়াইহিম্ মিন্ ক্বাব্ লু ; ইন্নাহুম্ কা-নূ ফী শাক্কিম্ মুরীব। ৫
তাহাদের পূর্বে তাহাদের সমশ্রেণীর সহিত করা হইয়াছিল। কেননা তাহারাও অত্যন্ত সন্দেহে পতিত ছিল।

(৫২) কাফের ও অবিশ্বাসীগণ আল্লাহর আজাব হইতে বাঁচিবার জন্য এবং মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করিবার জন্য নানা রকম তালবাহানা ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু কোন কিছুতেই তাহাদের ফল লাভ হইবে না। কেননা তাহারা হইল অভিশপ্ত দল। (মোজেজুল কোরআন)

ছুরা—ফাত্বির ইহা মদীনায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লাহির্‌রাহ্‌মানির্‌রাহীম। অতি দয়াবান পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	এই ছুরায় ৫ রুকু এবং ৪০ আয়াত।

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ

১। আল্‌হামদু লিল্লাহি ফাত্বিরিছ্‌ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি জ্বা-ই'লিল্‌ মালা-ইকাতি

(১) সমুহ প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও বিশ্বজগতের স্রষ্টা আল্লাহরই জন্য—দুই দুই তিন তিন

رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ

রুছুলান্‌ উলী আজ্বনিহাতিম্‌ মাছ্‌না ওয়া ছুলাছা ওয়া রুবা'; ইয়াযীদু

ও চারি চারি পক্ষবিশিষ্ট ফেরেশ্‌তাগণকে দূত নিয়োগকারী। যিনি

فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ ٢- مَا

ফিল্‌ খাল্‌কি মা ইয়াশাউ; ইন্নাল্লাহা আ'লা কুল্লি শাইইন্‌ ক্বাদীর। ২। মা

সৃষ্টিকে ইচ্ছানুযায়ী বর্দ্ধিত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর শক্তিশালী। (২) যাহা

يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ لَا

ইয়াফ্‌তাহিল্লাহু লিন্নাছী মির্‌রাহ্‌মাতিন্‌ ফালা মুমছিকা লাহা, ওয়ামা ইউমছিকু

আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য অনুগ্রহ উন্মুক্ত করেন, কেন তাহার প্রতিরোধকারী নাই এবং যাহা তিনি প্রতিরোধ করেন

فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

ফালা মুরছিলা লাহু মিম্‌ বা'দিহী; ওয়া হুওয়াল আযীযুল্‌ হাকীম।

উহা রূদ্ধ হওয়ার পর কেহ উন্মুক্ত করিতে পারে না, এবং তিনি পরাক্রমশালী বিজ্ঞ।

٣- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ

৩। ইয়া আইয়্যুহান্নাছুজ্‌ কুরূ নি'য়ামাতাল্লাহি আ'লাইকুম্‌; হাল্‌ মিন্‌ খা-লিকিন্‌

(৩) হে মানবগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রদত্ত দানের স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ কি স্রষ্টা

غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا

গ্বাইরুল্লাহি ইয়ারযুক্‌কুম্‌ মিনাছ্‌ছামাই ওয়াল আরদ্বি; লা ইলাহা ইল্লা

আছেন, যিনি তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে আহার্য দেন? —তিনি ব্যতীত আর কেহই

هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ۝ ٤ - وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ

হুয়া, ফাআন্না তু'ফাকূন। ৪। ওয়া ইইউকাজ্জিবুকা ফাক্বাদ কুজ্জিবাৎ রুছুলুম্

উপাস্য নাই, সুতরাং তোমরা কোথায় উল্টা পথে যাইতেছ ? (৪) আর যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাজ্ঞান করে তবে তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করা

مِّن قَبْلِكَ ط وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝ ٥ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ

মিন্ কাবলিক্, ওয়া ইলাল্লা-হি তুরজ্'উ'ল উমূর। ৫। ইয়া আইয়ূ্য হান্না-ছু ইন্না

হইয়াছে, অধিকন্তু সব ব্যাপার আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত করা হইবে। (৫) হে মানবগণ !

وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وقفه وَلَا يَغُرَّنَّكُم

ওয়া' দাল্লা-হি হাক্কুন্, ফালা তাগ্বুররান্নাকুমুল্ হাইয়া-তুদ্ দুন্ইয়া, ওয়া লা ইয়াগ্বুররান্নাকুম্

আল্লাহ্‌র এই অঙ্গীকার সত্য। অতএব তোমাদিগকে কখনও যেন না পার্থিব জীবন প্রতারিত করে, না আল্লাহ্‌র ব্যাপারে প্রতারক শয়তান

بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۝ ٦ - إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ط

বিল্লা-হিল্ গ্বারূর। ৬। ইন্নাশ্ শাইত্বা-না লাকুম আদুব্বুন্ ফাত্তাখিজূহু আদুওয়্যা ;

প্রতারিত করে। (৬) নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তোমরাও তাহাকে শত্রু জ্ঞান কর ;

إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ط ٧ - الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ

ইন্নামা ইয়াদউ' হিজ্‌বাহু লিয়াকূনূ মিন্ আছ্‌হাবিছ্ ছায়ীর। ৭। আল্লাজীনা কাফারূ লাহুম্

সে স্বীয় দলকে কেবল এই উদ্দেশ্যে আহ্বান করে যাহাতে তাহারা দোজখীদের শামিল হইয়া যায়। (৭) যাহারা কাফের হইয়া গেল,

عَذَابٌ شَدِيدٌ ط وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ

আজা-বুন্ শাদীদ্ ; ওয়াল্লাজীনা আ-মানূ ওয়া আ'মিলুছ্ ছা-লিহা-তি লাহুম্ মাগ্বফিরাতুঁউ

তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে ; পক্ষান্তরে যাহারা মু'মিন হইয়াছে ও সৎকার্য করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা

৪ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ع ٨ - أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ

১ ওয়া আজ্‌রুন্ কাবীর। ৮। আফামান্ যুয়্যিনা লাহূ ছুউ আমালিহী ফারাআহু

১ ও মহা প্রতিদান। (৮) তবে কি যাহাকে তাহার অসৎ কার্য মনোরম করিয়া দেখান হইয়াছে, অতপর সে উহাকে

রুকু

(৫) আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যে সকল ওয়াদা বা অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করিয়াছেন সেইগুলি রদবদল হইবার মত নহে। সুতরাং মানুষের উচিৎ যেন বাস্তব জগতের মোহে পড়িয়া আল্লাহ্‌র ওয়াদাকে ভুলিয়া না যায় বা শয়তানের ধোকায় পতিত না হয়। (মানাফেউল কোরআন)

حَسَنًا ط فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ صلے ز

হাছানা ; ফাইন্নাল্লা-হা ইউদ্বিল্লু মাইঁয়াশাউ ওয়া ইয়াহ্দি মাহঁয়াশাউ

উত্তম মনে করে ? নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا

ফালা-তাজ্হাব নাফছুকা আ'লাইহিম্ হাছারা-ত্ ; ইন্নাল্লা-হা আ'লীমুম্ বিমা

সুতরাং তাহাদের জন্য দুঃখ করিতে করিতে তোমার যেন প্রাণান্ত হয় না ; নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদের কার্যকলাপ জ্ঞাত আছেন।

يَصْنَعُوْنَ ۝ ٩ وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ

ইয়াছ্নাউ'ন ৯। ওয়াল্লাহুল্লাজী আরছালার রিয়াহা ফাতুছীরু ছাহাবান্ ফাছুক্না-হু

(৯) আর আল্লাহ্ এমন যিনি বায়ু প্রেরণ করেন অতঃপর উহা মেঘকে উড়ায় অতঃপর আমি উহাকে

اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط

ইলা বালাদিম্ মাইয়্যিতিন্ ফাআহ্ইয়াইনা বিহিল্ আরদ্বা বা'দা মাউতিহা

মৃতবৎ জনপদের দিকে চালিত করি. তারপর উহা দ্বারা আমি ভূমিকে উহার মৃত্যুর পর জীবিত করি ;

كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝ ١٠ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ

কাজা-লিকান্নুশূর। ১০। মান্ কা-না ইউরীদুল্ ই'য্যাতা ফালিল্লা-হিল্ ই'য্যাতু

এইরূপেই পুনরুত্থান হইবে। (১০) যে ব্যক্তি আখেরাতে সম্মান পাইতে চাহে কারণ সব সম্মান আল্লাহর অধিকারে ;

جَمِيْعًا ط اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ

জামিআ' ; ইলাইহি ইয়াছ আ'দুল কালিমুত্ত্ ত্বাইয়্যিবু ওয়াল আ'মালুছ্ ছা-লিহু

পবিত্র বাণীসমূহ তাঁহারই দিকে উত্থান হয় এবং সৎকার্য উহাকে উচ্চ মর্যাদায়

يَرْفَعُهٗ ط وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ

ইয়ার ফাউ'হু ; ওয়াল্লাজীনা ইয়াম্কুরূনাছ্ ছাইয়্যিআ-তি লাহুম্ আ'জা-বুন্

পৌঁছাইয়া দেয় ; এবং যাহারা তোমার বিরুদ্ধে নানারূপ অন্যায় ষড়যন্ত্র করিতেছে, তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত আছে

شَدِيدٌ ط وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ ۝ ١١ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّنْ

শাদীদ ; ওয়া মাক্‌রু উলা ইকা হুয়া ইয়াবূর। ১১। ওয়াল্লা-হু খালাকাকুম্ মিন্

ভীষণ শাস্তি ; এবং তাহাদের এই সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইবে। (১১) আরও নিদর্শন হইতেছে আল্লাহ তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি

تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ط وَمَا تَحْمِلُ

তুরাবিন্ ছুম্মা মিম্ নুত্‌ফাতীন্ ছুম্মা জ্বাআ'লাকুম্ আজ্‌ওয়াজ্বা ; ওয়ামা তাহ্‌মিলু

করিয়াছেন, পরে শুক্রকীট হইতে আবার তোমাদিগকে জোড়া জোড়া করিয়া দিয়াছেন ; এবং কোন স্ত্রীলোক

مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ط وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ

মিন্ উন্‌ছা ওয়ালা তাদ্বাউ' ইল্লা বিই'লমিহ্ ; ওয়ামা ইউ আ'ম্‌মারু মিম্ মুআ'ম্মারিঁউ

না গর্ভধারণ করে, না প্রসব করে কিন্তু তাঁহারই জ্ঞাতসারে, কাহারও আয় না অধিক নির্ধারিত করা হয়

وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ط إِنَّ ذَٰلِكَ

ওয়ালা ইউনকাছু মিন্ উ'মুরিহী ইল্লা ফী কিতাব ; ইন্না জা-লিকা

না কম নির্ধারিত করা হয় কিন্তু উহা লওহে মাহফুজে থাকে : নিশ্চয় উহা

عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ ١٢ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ قصلے هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ

আ'লাল্লা-হি ইয়াছীরা। ১২। ওয়ামা ইয়াছ্‌তাবিল্ বাহ্‌রা-নি, হা-জা আজ্‌বুন্ ফুরা-তুন্

আল্লাহর নিকট সহজ কার্য। (১২) দুইটি সমুদ্র সমপর্যায়ভুক্ত নহে – ইহার পানি মিষ্ট পিপাসা নিবারক

سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ط وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ

ছাইগুন্ শারা-বুহু ওয়া হা-জা মিল্‌হুন্ উজ্বাজ্ব ; ওয়া মিন্ কুল্লি তা'কুলূনা

সুপেয় এবং ইহা লবণাক্ত বিস্বাদ ! অধিকন্তু তোমরা প্রত্যেকটি দরিয়া

(১১) আল্লাহতাআলা মাটি হইতে উৎপাদিত ফল ও ফসলের দ্বারা মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করেন এবং উক্ত ফসলের দ্বারা শরীরে রক্তের সৃষ্টি হয়। অতঃপর উক্ত রক্ত হইতে বীর্যের উৎপত্তি হয়, এবং সেই বীর্যের দ্বারা মানুষ মাতৃ উদরে জন্মলাভ করিয়া থাকে। (আজিজী)

لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ج وَتَرَى الْفُلْكَ

লাহ্‌মান্ ত্বারিয়্যাউ ওয়া তাছ্‌তাখ্‌ রিজূনা হীল্‌ইয়াতান্ তাল্‌বাছুনাহা, ওয়া তারাল্ ফুল্‌কা
হইতেই টাটকা গোশ্‌ত খাইতেছ ও অলঙ্কার বাহির করিয়া পরিধান করিতেছ এবং তুমি উহাতে কিশতি-সমূহকে দেখিতে পাও

فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

ফীহি মাওয়াখিরা লিতাব্‌তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী ওয়া লাআল্লাকুম্ তাশ্‌কুরূন্।
উহারা পানিকে বিদীর্ণ করিয়া চলিতেছে, যেন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ لا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

১৩। ইউলিজুল্লাইলা ফিন্নাহারি ওয়া ইউলিজুন্ নাহারা ফীল্লাইলি, ওয়া ছাখ্‌খারাশ শাম্‌ছা
(১৩) তিনি রাত্রিকে দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করান ও সূর্য এবং চন্দ্রকে কর্মরত

وَالْقَمَرَ قصلے كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ

ওয়াল্ ক্বামারা কুল্লুউ ইয়াজ্‌রী লিআজ্বালীম্ মুছাম্মা ; জালিকুমুল্লা-হু
রাখিয়াছেন—প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময় অবধি চলিতে থাকিবে ; হে কাফেরগণ! ইনিই আল্লাহ—

رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ

রাব্বুকুম্ লাহুল্ মুলকু ; ওয়াল্লাজীনা তাদ্‌উ'না মিন দুনিহী মা ইয়ামলিকূনা মিন্
তোমাদের প্রতিপালক, তাঁহারই রাজত্ব ; এবং তোমরা আমাকে ব্যতীত যাহাদিগকে আহ্বান করিতেছ, তাহারা একটি খেজুরবিচির খোসার সমান

قِطْمِيْرٍ ط ١٤۔ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ج وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا

ক্বিত্বমীর। ১৪। ইন্‌তাদ্‌উ'হুম্ লা ইয়াছ্‌মাউ' দুআ'আকুম ; ওয়ালাউ ছামিউ' মাছ্‌তাজ্বাবূ
শক্তিও রাখে না। (১৪) যদি তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহারা তোমাদের আহ্বান শ্রবণ করিবে না যদিও তাহারা শ্রবণ করে তথাপি তাহারা তোমাদিগকে উত্তর দিতে

لَكُمْ ط وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ط وَلَا يُنَبِّئُكَ

লাকুম ; ওয়া ইয়াউমাল্ কিয়া-মাতি ইয়াক্‌ফুরূনা বিশির্‌কিকুম্ ; ওয়ালা ইউনাব্বিউকা
পারিবে না এবং কেয়ামতের দিবস তাহারা তোমাদের শিরকের বিরোধিতা করিবে ; এবং অভিজ্ঞের ন্যায় কেহ

ع
২
—
২
রুকু

مِثْلُ خَبِيْرٍ ع ١٥ - يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ

মিছ্‌লু খাবীর। ع ১৫। ইয়া আইউয়্যুহান্না-ছু আন্‌তুমুল্‌ ফুকারা-উ

তোমাকে জানাইতে পারিবে না। (১৫) হে মানবগণ ! তোমরা সর্বক্ষণ আল্লাহর নিকট

اِلَى اللّٰهِ ج وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ١٦ - اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ

ইলাল্লা-হি, ওয়াল্লা-হু হুয়াল গ্বানিয়্যাল্‌ হামীদ। ১৬। ইঁইয়াশা' ইউজহিব্‌কুম্‌

মোহ্‌তাজ এবং আল্লাহ্‌, বেমোহতাজ প্রশংসাভাজন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে পৃথিবী হইতে উচ্ছেদ করিয়া

وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ج ١٧ - وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

ওয়া ইয়া'তি বিখাল্‌ক্বিন জ্বাদীদ। ১৭। ওয়া মা জা-লিকা আ'লাল্লাহি বিআ'যীয।

নূতন সৃষ্টি আনয়ন করিবেন। (১৭) এবং ইহা আল্লাহর নিকট আদৌ কঠিন নহে।

١٨ - وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ط وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى

১৮। ওয়ালা তাযিরু ওয়া যিরাতুউ বিজ্‌রা উখরা ; ওয়া ইন্‌ তাদ্‌উ' মুছ্‌ক্বালাতুন্‌ ইলা

(১৮) এবং কেয়ামতের দিবস কেহ কাহারও গোনাহর ভার বহন করিবে না এবং যদি কোনও গোনাহর ভারগ্রস্ত ব্যক্তি

حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ط اِنَّمَا

হিম্‌লিহা লা ইউহ্‌মাল মিন্‌হু শাইউ ওয়া লাউ কা-না জা ক্বুরবা ; ইন্নামা

স্বীয় বোঝা বহন করিতে কাহাকেও আহ্বান করে, উহার কিছুই বহন করা হইবে না - যদিও যে নিকটাত্মীয় হয় ; হে রাসূল ! তুমি কেবল

تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ط وَمَنْ

তুন্‌জিরুল্লাজীনা ইয়াখ্‌শাউনা রাব্বাহুম্‌ বিল্‌ গ্বাইবি ওয়া আকামুছ্‌ ছালা-তা ; ওয়ামান্‌

তাহাদিগকেই ভীতি প্রদর্শন করিতে পার, যাহারা না দেখিয়া তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং নামাজের পাবন্দী করে ; বস্তুতঃ যে

تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ط وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ١٩ - وَمَا

তাযাক্কা ফাইন্নামা ইয়াতাযাক্কা লিনাফ্‌ছিহি ; ওয়া ইলাল্লা-হিল্‌ মাছীর। ১৯। ওয়ামা

ব্যক্তি পবিত্র হয়, সে নিজের কল্যাণের জন্যই পবিত্র হয় এবং আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন অনিবার্য। (১৯) এবং

(১৫) মানুষ আল্লাহ তায়ালার দরবারে ফকীর সমতুল্য। কেননা আল্লাহর নিকট মানুষ সকল সময় মুখাপেক্ষী। কারণ মানুষ হইল আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। সুতরাং সৃষ্টবস্তু বা সৃষ্টজীব সর্বদাই মহাশক্তি স্রষ্টার নিকট অভাবগ্রস্ত থাকিবে। স্রষ্টার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে হইবে। (আজিজী)

يَسْتَوِى الْأَعْمٰى وَالْبَصِيرُ ۙ ٢٠ - وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّورُ ۙ ٢١ - وَلَا الظِّلُّ

ইয়াছ্‌তাবিল্ আ'মা 'ওয়াল্ বাছীর। ২০। ওয়ালাজ্‌ জুলুমা-তু ওয়ালান্নূর। ২১। ওয়ালাজ জিল্লু

অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি সমান নহে। (২০) না অন্ধকার ও আলো। (২১) না ছায়া এবং উত্তাপ

وَلَا الْحَرُورُ ۚ ٢٢ - وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْيَآءُ وَلَا الْأَمْوٰتُ ۗ إِنَّ اللّٰهَ

ওয়ালাল্ হারূর ২২। ওয়ামা ইয়াছ্‌তাবিল্ আহ্‌ইয়াউ ওয়ালাল্ আমওয়াত্; ইন্নাল্লা-হা

(২২) বরং মোমেন ও কাফেরের পার্থক্য আরও বেশী—যেমন জিন্দা ও মোরদা এবং জিন্দাগণ আর মোরদাগণও সমান নহে; তবে আল্লাহ

يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُورِ ○

ইউছ্‌মিউ মাইঁয়্যাশাউ; ওয়ামা আন্তা বিমুছমিই'ম্ মান্ ফিল ক্বুবুর।

যাহাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান, কিন্তু তুমি কবরবাসীকে শ্রবণ করাইতে পার না। তবে তাহাদের না মানার জন্য দুঃখিত হইও না। কারণ

---

٢٣ - إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ○ ٢٤ - إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا ۗ

২৩। ইন আন্তা ইল্লা নাজীর। ২৪। ইন্না আরছাল্‌না-কা বিল্ হাক্ব-ক্বি বাশীরাউ ওয়া নাজীরা;

(২৩) মানানোর জন্য দায়ী নহ, তুমি শুধু ভীতি-প্রদর্শক। (২৪) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছি;

وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ○ ٢٥ - وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ

ওয়া ইম্মিন্ উম্মাতিন্ ইল্লা খালা ফীহা নাজীর। ২৫। ওয়া ইউঁকাজ্জিবূকা ফাক্বাদ্

এমন কোন সম্প্রদায় অতীত হয় নাই, যাহাতে কোন ভয়প্রদর্শক আসেন নাই। (২৫) এবং তাহারা তোমাকে মিথ্যা জ্ঞান করে

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

কাজ্জাবাল্লাজীনা মিন্ কাবলিহিম, জ্বা-আত্‌হুম্ রুছুলুহুম্ বিল্ বা'য়্যিনা-তি

যাহারা ইহাদের পূর্বে ছিল তাহারাও তাহাদের নবীগণকে মিথ্যা জ্ঞান করিয়াছিল—যদিও তাহাদের রাসূলগণ মোজেজা

وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيرِ ○ ٢٦ - ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ

ওয়া বিয্ যুবুরি ওয়াবিল্ কিতা বিল্ মুনীর। ২ । ছুম্মা আখাজতুল্লাজীনা

'ছহীফা' ও প্রোজ্জ্বল কেতাবসমূহ আনয়ন করিয়াছে। (২৬) অতঃপর আমি কাফেরগণকে

৪
৩
৩
রুকু

كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ع ٢٧ - اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ

কাফারু ফাকাইফা কা-না নাকীর। ع ২৭। আলাম তারা আন্নাল্লা-হা আন্‌যালা

ধৃত করিলাম তখন দেখ আমার আজাব কিরূপ ভয়াবহ হইল। (২৭) হে মোখাতেব! কাফের ও মোমেনের অন্তরের পার্থক্য শুনিয়া আশ্চর্য হইতেছে? দেখ, মনেরও বৈচিত্র্য আছে যেমন বৈচিত্র্য সর্বদা দেখিতেছ বহির্জগতে; যথা—তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে আল্লাহ

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ج فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا

মিনাছ্‌ছামা-ই মাআন, ফাআখ্‌রাজ্‌না বিহী ছামারা-তিম্ মুখ্‌তালিফান্

আকাশ হইতে পানি অবতীর্ণ করিয়াছেন পরে উহা দ্বারা আমি বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট ফলসমূহ

اَلْوَانُهَا ط وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ

আল্‌ওয়ানুহা ; ওয়ামিনাল্ জ্বিবালি জুদাদুম্ বিদ্বুঁউ ওয়া হুম্‌রুম্ মুখ্‌তালিফুন্

উদ্‌গত করিয়াছি এবং পর্বতসমূহেরও বিভিন্ন প্রকার রহিয়াছে—কোনটা সাদা,

اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ٢٨ - وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ

আলওয়া-নুহা ওয়া গ্বারাবীবু ছুদ। ২৮। ওয়া মিনান্না-ছি ওয়াদ্দাওয়াব্বি ওয়াল্ আন্‌আ'মি

কোনটা লাল নানা রঙের এবং কোনটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ? (২৮) এইরূপ মানবগণ, প্রাণীনিচয় এবং পশুসমূহেরও

مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ط اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ

মুখ্‌তালিফুন্ আলওয়ানুহু কাজা-লিকা ; ইন্নামা ইয়াখ্‌ শাল্লা-হা মিন্ ই'বাদিহিল্

রং নানা ধরণের। আল্লাহকে তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে কেবল তাঁহার মহিমার নিদর্শনে

الْعُلَمٰٓؤُا ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ٢٩ - اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ

উ'লামাউ ; ইন্নাল্লা-হা আযীযুন্ গ্বাফূর। ২৯। ইন্নাল্লাজীনা ইয়াত্‌লুনা কিতা-বাল্লা-হি

জ্ঞানী বান্দারাই ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ক্ষমাকারী। (২৯) যাহারা আল্লাহর কেতাব আমল-সহ পাঠ করে,

وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً

ওয়া আকা-মুছ্ ছালা-তা ওয়া আন্‌ফাক্বু মিম্মা রাযাক্‌না-হুম্ ছির্‌রাঁউ ওয়া আ'লা নিয়্যাতাঁই

এবং নামাযের পাবন্দী করে ও আমি যাহা তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছি, তন্মধ্য হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে—

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ۝٣٠ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم

ইয়ারজু্না তিজ্বারাতাল্লান্ তাবুর। ৩০। লিইওয়াফ্ ফিয়াহুম্ উজ্বূরাহুম্ ওয়াইয়াযীদাহুম্

তাহারা এমন বাণিজ্যের আশা পোষণ করে যাহা কখনও মন্দাগ্রস্ত হইবে না। (৩০) আল্লাহ তাহাদের আমলের এত মর্যাদা দিবেন—তাহাদিগকে তাহাদের আমলের পুরা পুরা উজরত দেওয়ার, অধিকন্তু স্বীয় অনুগ্রহ আরও অধিক দেওয়ার জন্য ;

مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝٣١ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

মিন্ ফাদ্ব্‌লিহী ; ইন্নাহূ গ্বাফূরুন্ শাকুর। ৩১। ওয়াল্লাজী আউহাইনা ইলাইকা

নিশ্চয় তিনি মহান ক্ষমাকারী গুণজ্ঞ। (৩১) এবং তোমার নিকট আমার সমীপে প্রেরিত

مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

মিনাল্ কিতা-বি হুয়াল্ হাক্‌কু মুছাদ্দিকাল্লিমা বাইনা ইয়াদাইহি ; ইন্নাল্লা-হা

এই কিতাব সম্পূর্ণ সঠিক, ও পূর্ববর্তী কেতাবসমূহের সমর্থক ; নিশ্চয় আল্লাহ্

بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝٣٢ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا

বিই'বাদিহি লাখাবীরুম্ বাছীর। ৩২। ছুম্মা আউরাছ্‌নাল্ কিতা-বাল্লাজীনাছ্‌ত্বাফাইনা

স্বীয় বান্দাদের অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণদ্রষ্টা। (৩২) অতঃপর আমি আমার বান্দাদের মধ্য হইতে

مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ

মিন্ ই'বাদিনা, ফা'মিন্‌হুম্ জা-লিমুল্লিনাফ্‌ছিহ্, ওয়া মিনহুম্ মুক্তাছিদ্,

আমার পছন্দকৃতগণের হাতে এই কিতাবকে পৌঁছাইয়াছি, অবশ্য তন্মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় আত্মার প্রতি অত্যাচারী, কেহ কেহ মধ্যপন্থী

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ

ওয়া মিনহুম্ ছা-বিক্ুম্ বিল্‌খাইরা-তি বিইজ্‌নিল্লা-হি জা-লিকা হুয়াল্ ফাদ্বলুল

আর কেহ কেহ আল্লাহর আদেশে সৎকার্যে অপর অপেক্ষা অগ্রবর্তী, ইহা আল্লাহর মহা

الْكَبِيرُ ۝٣٣ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ

কাবীর। ৩৩। জ্বান্নাতু আ'দনিই ইয়াদ্‌খুলূ নাহা ইউহাল্লাউনা ফীহা মিন্ আছা-বীরা

অনুগ্রহ। (৩৩) পূর্বোক্ত উজরত হইতেছে চিরকাল থাকিবার বেহেশ্‌তের উদ্যানে যাহার মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিবে ! এবং তথায় তাহাদিগকে সোনার কাকন ও মুক্তার

مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ج وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ٥ ٣٣ - وَقَالُوا الْحَمْدُ

মিন্ জাহাবিঁউ ওয়া লু'লুওয়া, ওয়া লিবা-ছুহুম্ ফীহা হারীর। ৩৪। ওয়া ক্বা-লুল হাম্‌দু

ভুষিত করা হইবে, আর সেখানে তাহাদের পোশাক হইবে রেশমী। (৩৪) এবং তাহারা বলিবে সব প্রশংসা

لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ط اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ لا ٥

লিল্লাহিল্লাজী আজহাবা আ'ন্নাল্ হাজান ; ইন্না রাব্বানা লাগাফুরুন্ শাকুর।

আল্লাহরই, যিনি আমাদের সকল দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করিয়াছেন। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

٣٥ - نِ الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ج لَا يَمَسُّنَا

৩৫। নিল্লাজি আহাল্লানা দা-রাল্ মুক্বা-মাতি মিন্ ফাদ্বলিহী, লা ইয়ামাছ্‌ছুনা

(৩৫) যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদিগকে চিরস্থায়ী ভবনে প্রবেশ করাইয়াছেন—যাহার মধ্যে আমাদিগকে

فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ٥ ٣٦ - وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ

ফীহা নাছাবুঁউ ওয়ালা ইয়ামাছ্‌ছুনা ফীহা লুগূব। ৩৬। ওয়াল্লাজীনা কাফারু লাহুম্

না কোন প্রকার ক্লেশ স্পর্শ করিবে, না কোন প্রকার ক্লান্তি। (৩৬) পক্ষান্তরে কাফেরদের জন্য

نَارُ جَهَنَّمَ ج لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ

না-রু জ্বাহান্নামা, লা-ইউক্ব্‌দ্বা আ'লাইহিম্ ফাইয়ামূতূ ওয়ালা ইউখাফ্‌ফাফু

রহিয়াছে দোযখের আগুন, তাহাদের প্রতি না মৃত্যু আদেশ হইবে যে, তাহারা মৃত্যু লাভ করিবে, না উহার

عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ط كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ج ٥ ٣٧ - وَهُمْ

আ'নহুম্ মিন্ আজা-বিহা ; কাজা-লিকা নাজ্‌যী কুল্লা কাফূর। ৩৭। ওয়াহুম্

শাস্তি লাঘব হইবে ; আমি প্রত্যেক কাফেরকে এইরূপ প্রতিফলই প্রদান করিব। (৩৭) এবং তাহারা

يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ج رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا

ইয়াছত্বারিখূনা ফীহা, রাব্বানা আখরিজ্‌না না'মাল্ ছা-লিহান্ গাইরাল্লাজী কুন্না

উহাতে চীৎকার করিয়া বলিবে—হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদিগকে এখান হইতে বাহির করিয়া লও, আমরা পূর্বকৃত আমলের বিপরীত কাজ করিতে থাকিব।

نَعْمَلُ ط اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ

না'মালু ; আওয়া লাম্‌ নুআ'ম্মির্‌কুম্‌ মা ইয়াতাজ্বাক্কারু ফীহি মান্‌ তাজাক্কারা
''আমি কি তোমাদিগকে এই পরিমাণ আয়ু প্রদান করি নাই, যাহাতে উপদেশ গ্রহণকারী ভালরূপে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত ?

وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ ط فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ع ع

ওয়া জ্বা-আকুমুন্নাজীর ; ফাজ্‌কু ফামা লিজ্‌ জা-লিমীনা মিন্নাছীর। ع ৪ ৪
অধিকন্তু তোমাদের নিকট ভয় প্রদর্শকও আসিয়াছিল। অতএব তোমরা তাহার কথা না মানার স্বাদ গ্রহণ কর. এমন জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। রুকু

٣٨ - اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ

৩৮ ইন্নাল্লা-হা আ'লিমু গ্বাইবিছ্‌ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব ; ইন্নাহূ আ'লীমুম্‌
(৩৮) নিশ্চয় আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর গোপনীয় তথ্য জ্ঞাত আছেন ; এমন কি তিনি

بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ٣٩ - هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ ط فَمَنْ

বিজা-তিছ্‌ ছুদূর। ৩৯। হুয়াল্লাজী জ্বাআ'লাকুম্‌ খালা-ইফা ফিল্‌ আর্‌দ্বি ; ফামান্‌
অন্তরের কল্পনাও জ্ঞাত আছেন। (৩৯) তিনিই যিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধির আসন দান করিয়াছেন ; অতঃপরও যে ব্যক্তি

كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ط وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ

কাফারা ফাআ'লাইহি কুফ্‌রুহু ; ওয়ালা ইয়াযীদুল্‌ কা-ফিরীনা কুফ্‌রুহুম্‌
কুফরী করিবে তাহার কুফরের কু-ফল তাহারই উপর অর্পিত হইবে ; এবং কাফেরগণের জন্য তাহাদের কুফরী

عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ج وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا

ই'ন্দা রাব্বিহিম্‌ ইল্লা মাক্‌তা, ওয়ালা ইয়াযীদুল্‌ কা-ফিরীনা কুফ্‌রুহুম্‌ ইল্লা
তাহাদের প্রতিপালকের নিকট দুনিয়াতে অসন্তোষ বৃদ্ধির এবং আখেরাতে ক্ষতি

خَسَارًا ٤٠ - قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ

খাছা-রা। ৪০। কুল্‌ আরাআইতুম্‌ শুরাকা-আ কুমুল্লাজীনা তাদ্‌উ'না
বাড়িবার হেতুই হইতেছে মাত্র। (৪০) তাহাদিগকে বল—বল দেখি তোমাদের নির্ধারিত শরিকগণের অবস্থা, আল্লাহকে ছাড়িয়া তোমরা যাহাদিগকে

مِنْ دُونِ اللّٰهِ ط أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ

মিন্ দুনিল্লাহি ; আরূনী মা জা খালাকূ মিনাল্ আরদ্বি আম্ লাহুম্ শিরকুন্

পূজা করিতে ?—আমাকে দেখাও তাহারা পৃথিবীর কোন্ অংশটি সৃজন করিয়াছে, অথবা আকাশ সৃষ্টির মধ্যে তাহাদের

فِي السَّمٰوٰتِ ج أَمْ آتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ج

ফীছ্ছামা-ওয়া-তি, আম্ আ-তাইনা-হুম্ কিতাবান্ ফাহুম্ আ'লা বায়্যিনাতিম্ মিন্হু,

কোন্ অংশ আছে, অথবা আমি তাহাদিগকে এমন কোন্ গ্রন্থ দিয়াছি, যাহার কোন্ দলীলের উপর ইহারা কায়েম আছে ?

بَلْ إِنْ يَعِدُ الظّٰلِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۝ ٤١ - إِنَّ اللّٰهَ

বাল্ ই'ইয়াই'দুজ্ জা-লিমূনা বা'দ্বুহুম্ বা'দ্বান্ ইল্লা গুরূরা। ৪১। ইন্নাল্লাহা

বরং এই জালেমগণ একে অপরের নিকট শুধু প্রতারণামূলক অঙ্গীকার করিয়া থাকে যে, কল্পিত খোদাগুলি তাহাদের জন্য কিয়ামতে শাফায়াত করিবে। (৪১) নিশ্চয় আল্লাহ

يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ج وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ

ইউমছিকুছ্ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা আন্ তাযূলা, ওয়ালা ইন্ যা-লাতা ইন্

আসমান-জমীনকে বিচ্যুতি হইতে বারিত রাখিয়াছেন, এবং যদি উহারা বিচ্যুত হয়

أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ط إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

আম্ছাকুহুমা মিন্ আহাদিম্ মিম্ বা'দিহ ; ইন্নাহু কা-না হালীমান্ গাফূরা।

তবে তিনি ব্যতীত আর কেহই উহাদিগকে রোধ করিতে পারিবে না ; কিন্তু তিনি সহনশীল ক্ষমাকারী।

٤٢ - وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ

৪২। ওয়া আক্ছামূ বিল্লা-হি জ্বাহ্দা আইমা-নিহিম্ লাইন্ জ্বা-আ হুম্ নাজীরুল্

(৪২) এবং মক্কাবাসীরা কঠোরভাবে আল্লাহর কছম করিয়া বলিয়াছিল যে, যদি তাহাদের নিকট কোন ভয়প্রদর্শক আসে,

لَيَكُونُنَّ أَهْدٰى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ج فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ

লাইয়াকুনুন্না আহ্দা মিন্ ইহ্দাল্ উমাম, ফালাম্মা জ্বা-আহুম্ নাজীরুম্

তবে তাহারা যে কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর হেদায়েত অবলম্বী হইবে, অতঃপর যখন তাহাদের নিকট একজন ভয় প্রদর্শক আসিল,

مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝٤٣ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ط

মা যা-দাহুম্ ইল্লা নুফূরা। ৪৩। নিছ্‌তিক্‌বা-রান্ ফিল্ আরদ্বি ওয়া মাক্‌রাছ্‌ ছাইয়্যিই;

তখন তাহাদের বৃদ্ধি পাইল শুধু অবজ্ঞা। (৪৩) দেশে নিজেকে বড় জানার কারণে এবং অপকর্মের ষড়যন্ত্রের চাল ;

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ط فَهَلْ يَنظُرُونَ

ওয়ালা ইয়াহিকুল মাক্‌রুছ্‌ ছাইয়্যিউ ইল্লা বিআহ্‌লিহি ; ফাহাল ইয়ান্‌জুরূনা

বস্তুতঃ ষড়যন্ত্রের কুফল ষড়যন্ত্রীর উপরই বর্তাইয়া থাকে ; অতঃপর তাহারা কি শুধু

إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ج فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ج

ইল্লা ছুন্নাতাল্ আউয়্যালীন, ফালান্ তাজ্বিদা লিছুন্নাতিল্লা-হি তাবদীলা ;

আল্লাহর সেই বিধানেরই প্রতীক্ষা করিতেছে, যাহা পূর্ববর্তীদের উপর অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ? হে রাসূল ! বস্তুতঃ তুমি কখনও আল্লাহর এই বিধানের না কোন পরিবর্তন পাইবে

وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝٤٤ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

ওয়া লান্ তাজ্বিদা লিছুন্নাতিল্লা-হি তাহ্‌বীলা। ৪৪। আওয়া লাম ইয়াছীরূ ফিল্ আর্‌দ্বি,

না অপসারণ। (৪৪) ইহারা কি দেশে চলাফেরা না করিয়া

فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا

ফাইয়ান্‌জুরূ কাইফা কা-না আ ক্বিবাতুল্লাজীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ ওয়া কা-নূ

দেখিতে পায় না যে, ইহাদের পূর্ববর্তী কাফেরদের পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ হইয়াছিল অথচ তাহারা

أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ

আশাদ্দা মিন্‌হুম্ ক্বুউওয়াহ্‌ ; ওয়ামা কা-নাল্লা-হু লিইউ'জ্বিযাহূ মিন্ শাইইন্

ইহাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল কিন্তু আল্লাহ কোন কিছুর নিকটেই পরাজিত নহেন

فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ط إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝٤٥ وَلَوْ

ফিছ্‌ছামা-ওয়া-তি ওয়ালা ফিল্ আর্‌দ্ব ; ইন্নাহূ কা-না আ'লীমান্ ক্বাদীরা। ৪৫। ওয়া লাউ

—না আসমানে, না জমীনে ; যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (৪৫) এবং যদি

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ

ইউওয়াখিজুল্লাহুন্নাছা বিমা কাছাবূ মা তারাকা আ'লা জ্বাহ্রিহা মিন্

আল্লাহ-এই কাফের লোকদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য দ্রুত ধরপাকড়ও করিতেন, তবে এতদিন ভূপৃষ্ঠের কোনও প্রাণীকে

دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ج

দা-ব্বাতিঁউ ওয়ালা কিঁই ইউওয়াখখিরুহুম্ ইলা আজ্বালিম্ মুছাম্মা,

অবিধ্বস্ত ছাড়িতেন না, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিতেছেন,

فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ع

ফাইজা জ্বা-আ আজ্বালুহুম্ ফাইন্নাল্লাহা কা-না বিই'বা-দিহী বাছীরা। ৫

অতঃপর যখন তাহাদের নির্দিষ্ট সময় আসিয়া উপনীত হইবে—তখন আল্লাহ তাঁহার বান্দাগণকে দেখিয়া লইবেন।

ছুরা—ইয়া-ছীন ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ বিছ্মিল্লাহির্ রাহ্মানির্ রাহীম। অতি দয়াবান পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	এই ছুরায় ৫ রুকু এবং ৮৩ আয়াত।

١ - يٰسٓ ج ٢ - وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ لا ٣ - اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ لا

ইয়া-ছী-ন। ২। ওয়াল কোরআনিল্ হাকীম। ৩। ইন্নাকা লামিনাল্ মুরছালীন্।

(১) ইয়া—ছী—ন্। (২) জ্ঞানগর্ভ কোরআনের কছম। (৩) হে মোহাম্মদ! নিশ্চয় তুমি প্রেরিত রাসূলগণের অন্যতম।

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ط ٥ - تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ لا ٦ - لِتُنْذِرَ قَوْمًا

আ'লা ছিরাত্বিম্ মুছ্তাকীম্। ৫। তান্যীলাল্ আযীযির রাহীম। ৬। লিতুন্জিরা কাউমাম্

(৪) ও সত্যপথের উপর প্রতিষ্ঠিত। (৫) এই কোরআন পরাক্রমশালী করুণাময়ের পক্ষ হইতে এমন সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করার জন্য,

(১) সমগ্র কোরআন শরীফের মধ্যে ছুরায়ে ইয়াছিনে ফজিলত হইল অত্যন্ত বেশী। কোন মুমূর্ষ রুগীর নিকট ছুরায়ে ইয়াছিন পাঠ করিলে উক্তরোগীর জান কবজ আছানের সহিত হয় এবং মুসলমান বান্দা ঈমানের সহিত মৃত্যুবরণ করিতে পারে। (মানাফেউল কোরআন)

مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَٰفِلُونَ ٧ - لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ

মা-উন্‌জিরা আ-বা-উহুম্‌ ফাহুম্‌ গ্বা-ফিলূন। ৭। লাক্বাদ হাক্ব্‌ক্বাল্‌ ক্বাউলু আ'লা
যাহাদের বাপ-দাদাদিগকে ভয় প্রদর্শন করা হয় নাই; ফলে তাহারা উদাসীন রহিয়াছে। (৭) অবশ্য তাহাদের অনেকের উপর

أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٨ - إِنَّا جَعَلْنَا فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ

আক্‌ছারিহিম্‌ ফাহুম্‌ লা ইউ'মিনূন। ৮। ইন্না জ্বাআ'ল্‌না ফী আ'না-ক্বিহিম্‌
সেই উক্তি স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহারা কিছুতেই ঈমান আনিবে না। (৮) আমি তাহাদের গলদেশে

أَغْلَٰلًا فَهِىَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ٩ - وَجَعَلْنَا مِنۢ

আগ্ব্‌লা-লান্‌ ফাহিয়া ইলাল্‌ আজক্বা-নি ফাহুম্‌ মুক্ব্‌মাহূন্‌। ৯। ওয়া জ্বাআ'ল্‌না মিম্‌
শৃঙ্খল স্থাপন করিয়াছি, অতঃপর ঐগুলি তাহাদের চিবুক পর্যন্ত জড়াইয়া রহিয়াছে ফলে তাহারা উর্দ্ধ-মস্তক হইয়া আছে যাহাতে তাহারা পথ দেখিতে পায় না। (৯) এবং যেন আমি

بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا

বাইনি আইদীহিম্‌ ছাদ্দাঁউ ওয়া মিন্‌ খাল্‌ফিহিম্‌ ছাদ্দান্‌ ফাআগ্ব্‌শাইনা-হুম্‌ ফাহুম্‌ লা
তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে এক একটি প্রাচীর স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে বেষ্টিত করিয়া দিয়াছি, কাজেই তাহারা

يُبْصِرُونَ ١٠ - وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ

ইউবছিরূন। ১০। ওয়া ছাওয়াউন্‌ আ'লাইহিম্‌ আআন্‌জারতাহুম্‌ আম্‌ লাম্‌ তুনজিরহুম্‌
দেখিতে পায় না। (১০) এবং তুমি তাহাদিগকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন কর বা না কর, তাহাদের পক্ষে সমান—

لَا يُؤْمِنُونَ ١١ - إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِىَ ٱلرَّحْمَٰنَ

লা ইউ'মিনূন। ১১। ইন্নামা তুনজিরু মানিত্তাবাআ জ্‌ জিক্‌রা ওয়া খাশিয়ার রাহমা-নু
তাহারা ঈমান আনিবে না। (১১) তুমি শুধু তাহাকেই ফলপ্রদ ভয় প্রদর্শন করিতে পার, যে উপদেশ পালন করে এবং না দেখিয়া

بِٱلْغَيْبِ ج فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ١٢ - إِنَّا نَحْنُ

বিল্‌ গ্বাইবি ফাবাশ্‌শিরুহু বিমাগ্বফিরাতিঁউ ওয়া আজ্বারিন্‌ কারীম। ১২। ইন্না নাহ্‌নু
খোদাকে ভয় করে; এবং তাহাকে ক্ষমা ও উত্তম বদলার সুসংবাদ প্রদান কর। (১২) নিশ্চয় আমি

نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ

নুহ্‌ইল্ মাউতা ওয়া নাকতুবু মা-ক্বাদ্দামূ ওয়া আ-ছা-রাহুম্ ; ওয়া কুল্লা শাইইন্

মৃতগণকে জীবিত করিব এবং আমি তাহাদের পূর্বে-প্রেরিত আমল ও তাহাদের নিদর্শনসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকি ; অধিকন্তু আমি প্রত্যেক বিষয়

أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ع ١٣ - وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ

আহ্‌ছাইনা হু ফী ইমা মীম্ মুবীন। ع ১৩। ওয়া আদ্‌রিব্ লাহুম্ মাছালান্ আছ্‌হা-বাল্

প্রকাশ্য কিতাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। (১৩) এবং তুমি ইহাদের নিকট একটি নগরের অধিবাসীদের ঘটনা

ع ১ | ১ রুকু ওয়াক্‌ফে লাজিম

الْقَرْيَةِ ۘ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ج ١٤ - إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ

ক্বারইয়াহ্। ইজ জ্বা-আহাল্ মুরছালুন। ১৪। ইজ্ আরছাল্‌না ইলাইহিমুছ্

বর্ণনা কর। যখন তথায় কয়েকজন রাসূল আসিয়াছিল। (১৪ যখন আমি উহাদের নিকট

اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا

নাইনি ফাকাজ্জাবূ হুমা ফাআ'য্‌যায্‌না বিছা-লিছিন্ ফাকা লু ইন্না

দুইজনকে প্রেরণ করিলাম তখন উহারা তাহাদিগকে মিথ্যা জ্ঞান করিল, অতঃপর আমি তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা তাহাদিগকে শক্তিশালী করিলাম, তারপর তাহারা বলিল—নিশ্চয় আমরা

إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ١٥ - قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا

ইলাইকুম্ মুরছালূন। ১৫। ক্বা-লু মা-আন্তুম্ ইল্লা বাশারুম্ মিছ্‌লুনা ওয়ামা

তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। (১৫)উহারা বলিল তোমরা আমাদেরই মত মানুষ তোমাদের মধ্যে রাসূল হওয়ার মত কোন বৈশিষ্ট্য নাই

أَنْزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٦ - قَالُوا رَبُّنَا

আন্‌যালার রাহমা-নু মিন্ শাইইন্ ইন আন্তুম্ ইল্লা তাক্‌জিবূন। ১৬। ক্বালু রাব্বুনা

অধিকন্তু রহমান কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই, তোমরা শুধু মিথ্যাই বলিতেছ। (১৬) তাহারা বলিল— আমাদের প্রতিপালক

يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ١٧ - وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلٰغُ

ইয়া'লামু ইন্না ইলাইকুম্ লামুরছালূন। ১৭। ওয়ামা আ'লাইনা ইল্লা'ল্ বালা-গু ল্
জ্ঞাত আছেন—নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। এবং তোমরা না মানিলে তোমাদেরই ক্ষতি—আমাদের কিছু যায় আসে না। (১৭) কারণ আমাদের উপর শুধু সুস্পষ্টভাবে পয়গাম পৌছাইয়া দেওয়ার

الْمُبِينُ ١٨ - قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ج لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ

মুবীন। ১৮। ক্বা-লূ ইন্না তাত্বাইয়্যারনা বিকুম্, লাইল্লাম্ তান্‌তাহু লানার জু মান্নাকুম্
ভার রহিয়াছে। (১৮) ইহারা বলিল—নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে অশুভ মনে করি ; যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্য আমরা তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করিব

وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ - قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ ط

ওয়ালা ইয়ামাছ্‌ছান্নাকুম্ মিন্না আ'জা-বুন্ আলীম। ১৯। ক্বা-লু ত্বা-ইরুকুম্ মাআ'কুম্ ;
এবং আমাদের তরফ হইতে তোমাদের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পৌছিবে। (১৯) তাহারা বলিল তোমাদের অমঙ্গল হইতেছে তোমাদের কুকর্ম।

أَئِن ذُكِّرْتُم ط بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٢٠ - وَجَاءَ مِنْ

আইন্ জুক্কিরতুম্ ; বাল আন্তুম্ ক্বাউমুম্ মুছরিফূন। ২০। ওয়া জ্বা-আ মিন্
তোমরা কি উপদেশ প্রদত্ত হওয়াকে অশুভ-এর কারণ মনে করিতেছ ? তা নয় বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। (২০) এবং এ খবর শুনিয়া শহরের প্রান্তদেশ

أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا

আক্বছাল্ মাদীনাতি রাজু লুঁই ইয়াছ্‌আ, ক্বা-লা ইয়া ক্বাউমিত্তাবিউ'ল্
হইতে এক মুসলিম ব্যক্তি দৌড়িয়া আসিয়া বলিতে লাগিল—হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা এই

الْمُرْسَلِينَ ٢١ - اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ

মুরছালীনা। ২১। ইত্তাবিউ' মা-ল্লা ইয়াছ্‌আলুকুম্ আজ্‌রাঁউ ওয়াহুম্ মুহ্‌তাদুন।
রাসূলগণের অনুসরণ কর। (২১) অনুসরণ কর এমন লোকদের যাঁহারা তোমাদের নিকট প্রতিদান চাহেন না এবং তাহারা সুপথের উপরেও অবস্থিত।

٢٢ - وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ० ٢٣ - ءَاَتَّخِذُ

২২। ওয়ামা-লিয়া লা আ'বুদুল্লাজী ফাত্বারানী ওয়া ইলাইহি তুরজাউ'ন ? ২৩। আ আত্তাখিজু
(২২) এবং কেন আমি তাঁহার উপাসনা করিব না যিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন এবং বস্তুত তোমরা তাঁহার দিকে ফিরিয়া যাইবে। (২৩) আমি কি তাঁহাকে

مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ

মিন্ দূনিহী আ-লিহাতান্ ই'ন্ ইউরিদ্নির্ রাহ্মানু বিদ্বুরিল্ লা তুগ্‌নি
ব্যতীত এরূপ উপাস্যগণকে গ্রহণ করিব যদি রহমান আমার অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহাদের

عَنِّىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ج ٢٤ - اِنِّىْٓ اِذًا لَّفِىْ

আ'ন্নী শাফা-আ'তুহুম্ শাইআঁউ ওয়ালা ইউন্‌ক্বিজুন। ২৪। ইন্নী ইজাল্ লাফী
সুপারিশে আমার কোনই সুফল দর্শিবে না এবং তাহারা আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। (২৪) নিশ্চয় আমি তখন

ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ० ٢٥ - اِنِّىْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ج ٢٦ - قِيْلَ ادْخُلِ

দ্বালা-লীম্ মুবীন। ২৫। ইন্নী আমান্তু বিরাব্বিকুম্ ফাছ্‌মাউ'ন। ২৬। ক্বীলাদ্‌খুলিল্
প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পতিত হইব। (২৫) নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। অতএব তোমরা আমার উপদেশ শ্রবণ কর। (২৬) বলা হইল—তুমি বেহেশ্‌তে

الْجَنَّةَ ط قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ لا ٢٧ - بِمَا غَفَرَ لِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ

জান্নাহ্ ; ক্বা-লা ইয়া লাইতা ক্বাউমী ইয়া'লামূন। ২৭। বিমা গ্বাফারা লী রাব্বী ওয়া জ্বাআ'লানী
প্রবেশ কর। সে বলিল—হায়! যদি আমার সম্প্রদায় অবগত হইত। (২৭) আমার প্রতিপালক আমাকে কি জন্য ক্ষমা করিয়াছেন এবং কেন আমাকে

مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ० ٢٨ - وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ

মিনাল্ মুক্‌রামীন্। ২৮। ওয়ামা আন্‌যাল্‌না আ'লা ক্বাউমিহী মিম্ বা'দিহী মিন্
সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। (২৮) এবং ইহার পর আমি তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি আকাশ হইতে কোন

جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ○ ٢٩ - اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً

জুন্দিম্ মিনাছ্ ছামা-ই ওয়ামা কুন্না মুন্যিলীন। ২৯। ইন্ কা-নাত্ ইল্লা ছাইহাতাঁউ
সৈন্য প্রেরণ করি নাই—প্রেরণকারীও ছিলাম না। (২৯) ইহা শুধু এক ভীষণ

وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ○ ٣٠ - يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ج مَا

ওয়া হিদাতান্ ফাইজা হুম্ খা-মিদুন। ৩০। ইয়া-হাছ্‌রাতান্ আ'লাল ই'বাদ, মা
শব্দ ছিল, অতঃপর তাহারা নির্বাপিত হইয়া রহিল। (৩০) বান্দাগণের প্রতি আক্ষেপ!

يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○ ٣١ - اَلَمْ يَرَوْا كَمْ

ইয়া'তীহিম্ মির রাছূলিন্ ইল্লা কানু বিহী ইয়াছ্‌তাহযিয়ূন। ৩১। আলাম্ ইয়ারাউ কাম্
তাহাদের নিকট কোন রাসূল আসিলেই তাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত। (৩১) তাহারা কি লক্ষ্য করে নাই

اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ط ٣٢ - وَاِنْ

আহ্‌লাক্‌না ক্বাব্‌লাহুম্ মিনাল ক্বুরূনি আন্নাহুম্ ইলাইহিম্ লা ইয়ারজ্বিউ'ন। ৩২। ওয়া ইন্
আমি তাহাদের পূর্ববর্তী কত সম্প্রদায়কে বিনষ্ট করিয়াছি ? নিশ্চয় তাহারা ইহাদের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে না। (৩২) এবং

كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ع ٣٣ - وَاٰيَةٌ لَّهُمُ

কুল্লুল্ লাম্মা জ্বামীউ'ল লাদাইনা মুহ্‌দ্বারূন্। ৩৩। ৫ ওয়া আ-ইয়া-তুল্ লাহুমুল্
তাহারা সকলেই আমার সমীপে উপস্থাপিত হইবে। (৩৩) এবং তাহাদের জন্য নিদর্শন—

ع ২ — ২ রুকু

الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ صلے ج اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ

আর্‌দ্বুল্ মাইতাতু, আহ্‌ইয়াইনা-হা ওয়া আখ্‌রাজ্‌না মিন্‌হা হাব্বান্ ফামিন্‌হু
মৃতভূমি, আমি উহাকে জীবিত করিয়াছি ও উহা হইতে শস্য উৎপন্ন করিয়াছি ; অতঃপর

(৩০) এই আয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দুঃখের ইঙ্গিত বহন করিতেছে। কেননা এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নাফরমানগণের আমল আখলাক দেখিয়া বড়ই আফসোস করিতেছেন। আল্লাহর এই আফসোস নিরর্থক নহে। এই হাছরতের দ্বারা বান্দার উপর আজাব লাজেম হইয়া পড়ে। বান্দাগণ এই আজাব হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন পথই পাইবে না। এই আজাব বড়ই কঠোর এবং বড়ই বেদনাদায়ক হইবে। মনিব নিরুৎসাহ হইয়া যে শাস্তির ব্যবস্থা করেন তাহা কঠোরই হয়। (তাফ্‌হীম)

يَأْكُلُونَ ۝٣٤ - وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّاَعْنَابٍ

ইয়া'কুলূন। ৩৪। ওয়া জ্বাআ'ল্না ফীহা জ্বান্নাতিম্ মিন্ নাখীলিঁউ ওয়া আ'না-বিঁউ

তাহারা উহা হইতে ভক্ষণ করে। (৩৪) এবং তথায় আমি খর্জ্জুর ও দ্রাক্ষার উদ্যানসমূহ রচনা করিয়াছি

وَّفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۝٣٥ - لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهٖ لا وَمَا

ওয়া ফাজ্জ্বার্না ফীহা মিনাল্ উ'ইউন। ৩৫। লিইয়া'কুলূ মিন্ ছামারিহী ওয়ামা

এবং তন্মধ্যে পানির স্রোত প্রবাহিত করিয়াছি। (৩৫) যাহাতে উহার ফল ভক্ষণ করিতে পারে; এবং

عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْ ط اَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝٣٦ - سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ

আ'মিলাত্হু আইদীহিম্; আফালা-ইয়াশকুরূন। ৩৬। ছুব্হা-নাল্লাজী খালাকাল্

তাহাদের হস্তসমূহ উহা সৃষ্টি করে নাই; তথাপি তাহারা কি কৃতজ্ঞ হইবে না? (৩৬) তাঁহারই পবিত্রতা বিঘোষিত হউক যিনি

الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا

আয্ওয়া-জ্বা কুল্লাহা মিম্মা তুম্বিতুল্ আরদ্বু ওয়া মিন্ আন্ফুছিহিম্ ওয়া মিম্মা

প্রত্যেক বস্তুকে যুগলরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহা মৃত্তিকা উৎপন্ন করে এবং যাহা তাহাদের মধ্য হইতে এবং যাহা

لَا يَعْلَمُونَ ۝٣٧ - وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ج صلے نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ

লা ইয়া'লামূন। ৩৭। ওয়া আ-ইয়াতুল্ লাহুমুল্লাইল, নাছ্লাখু মিন্ হুন্নাহা-রা

তাহারা অবগত নহে। (৩৭) রাত্রি তাহাদের বুঝিবার জন্য অন্যতম নিদর্শন; আমি উহা হইতে দিবসকে টানিয়া আনি

فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُونَ ۝٣٨ لا - وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط ذٰلِكَ

ফাইজা-হুম্ মুজলিমূন্। ৩৮। ওয়াশ-শামছু তাজ্রী লিমুছ্তাকার্রিল্ লাহা; জা-লিকা

অতঃপর তাহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। (৩৮) এবং সূর্য্য তাহার অবস্থিতি স্থানের জন্য চলিতেছে; ইহা

تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ط ۝٣٩ - وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى

তাক্দীরুল্ আ'যীযিল্ আ'লীম্। ৩৯। ওয়াল্ কামারা কাদ্দার্না-হু মানা-যিলা হাত্তা

মহাপরাক্রমশালী জ্ঞানীর নিরূপিত। (৩৯) এবং আমি চন্দ্রের জন্য বিরাম স্থানসমূহ নিরূপিত করিয়াছি; এমনকি,

عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۝٤٠ - لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ

আ'-দা কাল্ উর্জ্বুনিল্ ক্বাদীম্। ৪০। লাশ্শাম ছু ইয়াম্বাগী লাহা আন্ তুদ্রিকাল্

সে জীর্ণ খর্জ্জুর শাখার ন্যায় পরিণত হয়। (৪০) চন্দ্রকে প্রাপ্ত হওয়া সূর্য্যের জন্য সমীচীন

الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝

ক্বামার়া ওয়া লাল্ লাইলু ছা-বিকুন্নাহা-র্ ; ওয়া কুল্লুন্ ফী ফালাকিঁই ইয়াছ্বাহুন্।

নহে এবং রাত্রিও দিবার অগ্রগামী নহে এবং প্রত্যেকটি কক্ষ পথে সন্তরণ করিতেছে।

٤١ - وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝ لا

৪১। ওয়া আইয়াতুল্ লাহুম্ আন্না-হামাল্না জুর়্রিইয়্যাতাহুম্ ফিল্ ফুল্কিল্ মাশহূন্।

(৪১) এবং তাহাদের জন্য ইহাও এক নিদর্শন যে আমি তাহাদের বংশধরকে পরিপূর্ণ জাহাজে আরোহণ করাইয়াছিলাম।

٤٢ - وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ۝ ٤٣ - وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ

৪২। ওয়া খালাক্না-লাহুম্ মিম্ মিছ্লিহি-মা ইয়ারকাবূন। ৪৩। ওয়া ইন্ নাশা' নুগ্রিক্হুম্

(৪২) এবং তাহাদের জন্য এইরূপে অন্য বস্তু সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে তাহারা আরোহণ করে। (৪৩) এবং আমি যদি ইচ্ছা করি তবে তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিতে পারি ;

فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ۝ لا ٤٤ - اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا

ফালা ছারীখা লাহুম্ ওয়ালা-হুম্ ইউন্ক্বিজুন। ৪৪। ইল্লা-রাহ্মাতাম্ মিন্না ওয়া মাতা-আ'ন্

অতঃপর তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই এবং তাহারা উদ্ধার পাইতে পারে না। (৪৪) কিন্তু আমার অনুগ্রহে এবং এক নির্দিষ্ট

اِلٰى حِيْنٍ ۝ ٤٥ - وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ

ইলা-হীন্। ৪৫। ওয়া ইজা ক্বীলালাহুমু ত্তাকু মা বাইনা আইদীকুম্ ওয়ামা খাল্ফাকুম্

সময় পর্যন্ত সুখ ভোগ করা। (৪৫) এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইল—তোমাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে যাহা আছে তাহাকে ভয় কর,

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ ٤٦ - وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ

লাআ'ল্লাকুম্ তুর্হামূন্। ৪৬। ওয়ামা তা'তীহিম্ মিন্ আ-ইয়াতিম্ মিন্ আ-ইয়া-তি

সম্ভবতঃ তোমরা অনুগৃহীত হইবে। (৪৬) এবং তাহাদেরর প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ হইতে এমন কোন নিদর্শন তাহাদের নিকট আসে নাই

(৪৪) এই দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত ভোগ করিবার জন্য মানুষের এক নির্দিষ্ট সময় সীমা রহিয়াছে। দুনিয়ার জিন্দেগানীতে উক্ত সময় সীমা লঙ্ঘন করা কিছুতেই সম্ভব নহে। তবে যাহারা দুনিয়ার জিন্দেগানীতে নেক আমলের দ্বারা পাথেয় সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয়, তাহারা পরকালেও উক্ত নেয়ামতের আস্বাদ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে। (মানাফিউল কোরআন)

رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ٥ ৪৭ - وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا

রাব্বিহিম্ ইল্লা কানূ আ'ন্হা মু'রিদ্বীন্ । ৪৭ । ওয়া ইজা ক্বীলা লাহুম্ আনফিক্বূ মিম্মা

যাহা হইতে তাহারা বিমুখ হয় নাই। (৪৭) আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়—আল্লাহ তোমাদিগকে যাহা উপজীবিকা দান করিয়াছেন

رَزَقَكُمُ اللّٰهُ لا قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا أَنُطْعِمُ

রাজ্বাক্বাকুমুল্লাহু ক্বালাল্লাজীনা কাফারূ লিল্লাজীনা আ-মানূ আনুত্বই'মু

তোমরা তাহা হইতে আল্লাহর পথে দান কর, তখন কাফেরগণ ধর্মবিশ্বাসীদিগকে বলে - আমরা কি তাহাকে খাদ্য দান করিব

مَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ أَطْعَمَهُ ق صلے إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ٥

মাল্ লাউ ইয়াশা—উল্লাহু আত্বআ'মাহূ ইন্ আন্তুম্ ইল্লা-ফী দ্বালালিম্ মুবীন।

আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে যাহাকে খাদ্য দান করিতে পারেন ? নিশ্চয়ই তোমরা প্রকাশ্য ভ্রান্ত পথে আছ।

৪৮ - وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ٥ ৪৯ - مَا يَنْظُرُوْنَ إِلَّا

৪৮। ওয়া ইয়াক্বূলুনা মাতা হা-জাল্ ওয়া'দু ইন্ কুন্তুম্ ছা-দিক্বীন্ । ৪৯। মা ইয়ানজুরূনা ইল্লা

(৪৮) এবং তাহারা বলে—তোমরা যদি সত্যবাদী হও বল—কবে এই কিয়ামতের অঙ্গীকার পূর্ণ হইবে ? (৪৯) তাহারা কেবল

صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ٥ ৫০ - فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ

ছাইহাতাঁউ ওয়া-হিদাতান্ তা' খুজুহুম ওয়াহুম্ ইয়াখিছ্ছিমুন্ ৫০। ফালা-ইয়াছ্তাত্বীউনা

একটি মাত্র ভীষণ শব্দের প্রতীক্ষা করিতেছে যাহা তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে অথচ তাহারা পরস্পর বিবাদ করিতেছে। (৫০) অতঃপর তাহারা অছিয়তও করিতে

ع ৩ تَوْصِيَةً وَّلَا إِلٰى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ع ৫১ - وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ

৩ তাওছিয়াতাঁউ ওয়ালা ইলা আহ্লিহিম্ ইয়ার্জ্বিউ'ন। ع ৫১। ওয়া নুফিখা ফিছ্ছুরি

রুকু সক্ষম হইবে না এবং স্বীয় পরিজনবর্গের দিকে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। (৫১) এবং পুনরায় যখন দ্বিতীয়বার তূর্যধ্বনি হইবে,

فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ٥ ৫২ - قَالُوْا يٰوَيْلَنَا

ফাইজা-হুম্ মিনাল্ আজ্‌দাছি ইলা রাব্বিহিম্ ইয়ান্ছিলুন। ৫২। কা-লূ ইয়া ওয়াইলানা

তখন তাহারা সকলেই কবর হইতে তাহাদের প্রতিপালকের দিকে ধাবিত হইবে। (৫২) তাহারা বলিবে—পরিতাপ !

ওয়াক্ফে লাজিম

مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ

মাম্ বাআছানা মিম্ মার্কাদিনা— হা-জা মা ওয়াআ-দার্ রাহ্মানু ওয়া ছাদাকাল্

কে আমাদিগকে আমাদের শয়নাগার হইতে জাগ্রত করিয়া উঠাইল ? ইহাই করুণাময় অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং রাসূলগণ

الْمُرْسَلُوْنَ ٥ ٥٣ - اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ

মুরছালুন্ । ৫৩। ইন্ কা-নাত ইল্লা ছাইহাতাঁউ ওয়া-হিদাতান্ ফাইজা-হুম্ জ্বামীউল্

সত্য বলিতেন। (৫৩) উহা কেবলমাত্র এক ভীষণ শব্দ হইবে ; অতঃপর তাহাদের সকলকে আমার সমীপে

لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ٥ ٥٤ - فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا

লাদাইনা মুহ্দ্বারূন্ । ৫৪। ফাল্ ইয়াওমা লা-তুজ্লামু নাফছুন্ শাইআঁউ ওয়ালা

উপস্থাপিত করা হইবে। (৫৪) যে দিন কোন আত্মার প্রতি কিছুই অত্যাচার করা হইবে না,

تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٥ ٥٥ - اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ

তুজ্যাউনা ইল্লা মা কুন্তুম্ তা'মালুন্ । ৫৫। ইন্না আছ্হা-বাল্ জান্নাতিল্ ইয়াউমা

এবং তোমরা শুধু যাহা করিয়াছিলে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে। (৫৫) নিশ্চয় বেহেশতবাসীগণ সে দিন

فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ج ٥٦ - هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ

ফী শুগ্‌লিন্ ফা-কিহূন। ৫৬। হুম্ ওয়া আয্ওয়াজুহুম্ ফী জিলা-লিন্ আ'লাল্ আরা-ইকি

সুখদায়ক কার্যে আনন্দিত হইবে। (৫৬) তাহারা ও তাহাদের স্ত্রীগণ ছায়াতলে উন্নত পালঙ্কসমূহে

مُتَّكِـُٔوْنَ ٥ ٥٧ - لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ج صلے ٥٨ - سَلٰمٌ قف

মুত্তাকিউন। ৫৭। লাহুম্ ফীহা ফা-কিহাতুঁউ ওয়ালাহুম্ মা-ইয়াদ্দাউ'ন। ৫৮। ছালা-মুন্

অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উপবিষ্ট থাকিবে। (৫৭) তথায় তাহাদের জন্য ফলসমূহ এবং তাহারা যাহা চাহিবে তাহাই তাহাদের জন্য থাকিবে। (৫৮) শান্তি সম্ভাষণ ;

قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ٥ ٥٩ - وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ٥

কাউলাম্ মির্‌রাব্বির্ রাহীম। ৫৯। ওয়াম্ তা-যুল ইয়াউমা আইয়্যুহাল মুজ্‌রিমূ-ন।

করুণাময় প্রতিপালকের তরফ হইতে। (৫৯) এবং হে অপরাধিগণ! অদ্য তোমরা পৃথক হইয়া যাও।

٦٠- أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَٰنَ ج

৬০। আলাম্ আ'হাদ্ ইলাইকুম্ ইয়া-বানী আ-দামা আল্লা তা'বুদুশ্ শাইত্বান,

(৬০) হে আদম সন্তানগণ ! আমি কি তোমাদিগকে আদেশ প্রদান করি নাই যে, তোমরা উপাসনা করিও না শয়তানের ?

إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ط ٦١- وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ط هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ٥

ইন্নাহূ লাকুম্ আ'দুউবুম্ মুবীন। ৬১। ওয়া আনি'বুদূনী ; হা-জ্বা-ছিরা-ত্বুম্ মুছ্‌ত্বাকীম্।

নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (৬১) এবং তোমরা আমারই এবাদত কর ; ইহাই সরল পথ।

٦٢- وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ط أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ٥

৬২। ওয়া লাক্বাদ্ আদ্বাল্লা মিন্‌কুম্ জিবিল্লান্ কাছীরা ; আফালাম্ তাকূনূ তা'ক্বিলূন্।

(৬২) এবং নিশ্চয় সে তোমাদের মধ্য হইতে বহু লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে ; তোমরা কি বুঝিবে না ?

٦٣- هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ٥ ٦٤- ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ

৬৩। হা-জিহী জ্বাহান্নামুল্লাতী কুন্তুম্-তু-আ'দূন। ৬৪। ইছ্‌লাউহাল্ ইয়াউমা বিমা কুন্‌তুম্

(৬৩) ইহা সেই দোজখ, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল। (৬৪) অদ্য হইতে প্রবেশ কর যেহেতু তোমরা

تَكْفُرُونَ ٥ ٦٥- ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ

তাক্‌ফুরূন। ৬৫। আল্ ইয়াউমা নাখ্‌তিমু আ'লা আফ্‌ওয়া হিহিম্ ওয়া তুকাল্লিমুনা

অবিশ্বাস করিয়াছিলে। (৬৫) এই দিন আমি তাহাদের মুখসমূহের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দিব এবং তাহারা যাহা

أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥ ٦٦- وَلَوْ نَشَآءُ

আইদীহিম্ ওয়া তাশ্‌হাদু আর্‌জুলুহুম্ বিমা কানূ ইয়াক্‌ছিবূন্। ৬৬। ওয়া লাউ না-শা-উ

করিয়াছিল, তাহাদের হস্তসমূহ তাহা আমাকে বলিয়া দিবে এবং তাহাদের চরণগুলিও সাক্ষ্য দিবে। (৬৬) এবং যদি আমি ইচ্ছা করি

لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ٥

লাত্বামাছনা আ'লা আ'ইউনিহিম্ ফাছ্তাবাকুছ্ ছিরা-ত্বা ফাআন্না-ইউব্ছিরূন্।

তবে তাহাদের দৃষ্টিহীন করিতে পারি ; অতঃপর তাহারা পথের দিকে যাইতে চেষ্টা করিবে সুতরাং তাহারা কিরূপে দেখিতে পাইবে ?

---

٦٧ - وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا

৬৭। ওয়া লাউ নাশা উ লামাছাখ্না-হুম্ আ'লা মাকা-না-তিহিম্ ফামাছ্ তাত্বা-উ মুদ্বিইয়্যাউ

(৬৭) এবং যদি আমি ইচ্ছা করি অবশ্য তাহাদিগকে স্ব স্ব আবাসে রূপান্তরিত করিতে পারি অতঃপর তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিবে না বা

ع
৪
—
৪
রুকু

وَلَا يَرْجِعُونَ ع ٦٨ - وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ط أَفَلَا

ওয়া লা ইয়ার্জিউ'ন। ع ৬৮। ওয়া মান্ নুআ'ম্মিরহু নুনাক্কিছহু ফিল্ খাল্ক্ ; আফালা

পশ্চাতে ফিরিতে পারিবে না। (৬৮) এবং আমি যাহাকে দীর্ঘায়ু দান করি তাহাকে সৃষ্টির মধ্যে অবনত করি অতঃপর কেন

يَعْقِلُونَ ٥ ٦٩ - وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ط إِنْ هُوَ إِلَّا

ইয়া'কিলুন্ ? ৬৯। ওয়ামা আ'ল্লাম্না হুশ্ শি'রা ওয়ামা ইয়াম্বাগীলাহ্ ; ইন্ হুওয়া ইল্লা

তাহারা বুঝিতেছে না ? (৬৯) এবং আমি তাহাকে কবিতা শিক্ষা দেই নাই এবং ইহা তাহার উপযুক্তও নয় ; ইহা শুধু

---

(৬৯) পবিত্র কোরআনের ভাষা ছন্দোবদ্ধ ও কবিতার মত শেষ অক্ষর মিল বিশিষ্ট মধুময় ও ব্যঞ্জনাময়। ইহা লক্ষ্য করিয়া কতিপয় ইহুদী পণ্ডিত ও মক্কার কাফের সম্প্রদায় বলিতে লাগিল যে, এই কোরআন শুধুমাত্র কবিতা সমষ্টি এবং নবী মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) হইলেন একজন কবি। তাহাদের এই কথার প্রতিবাদে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাজিল করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করিয়া দেন যে, কাব্য চর্চা করা মহানবী (সাঃ) এর কর্তব্য নহে। বিশেষতঃ এই কোরআন শরীফ কাব্যও নহে। বরং উহা জ্বলন্ত হেদায়েত ও নসিহত পূর্ণ কোরআন। ইহাকে গদ্য বা পদ্যের ভাষার সঙ্গে তুলনা করা সঙ্গত হইবে না। প্রকৃতপক্ষে গদ্য এবং পদ্য মানুষের ব্যবহারিক সিদ্ধবাক্য মাত্র। ইহার সঙ্গে পবিত্র কোরআনের তুলনা করিলে ঈমান নষ্ট হইয়া যাইবে।

(লুবাব, ছুরুরে মানছুর)

ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ لا ٧٠ - لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا

জিক্‌রুঁউ ওয়া কুরআ-নুম্ মুবীন । ৭০ । লিউইন্‌জিরা মান্ কা-না হাইয়্যাঁউ

উপদেশ ও স্পষ্ট কোরআন ? (৭০) যাহাতে তিনি জীবিত ধর্ম-বিশ্বাসীকে ভয় প্রদর্শন করেন

وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ٥ ٧١ - اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا

ওয়া ইয়াহিক্ক্বাল্ ক্বাউলু আ'লাল্ কা-ফিরীন । ৭১ । আওয়া লাম্ ইয়ারাউ আন্না খালাক্‌না

এবং ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যাহাতে আল্লাহর বাণী সত্য প্রমাণিত হয়। (৭১) তাহারা কি লক্ষ্য করে নাই যে, সেই সমস্ত

لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ٥

লাহুম্ মিম্মা আ'মিলাৎ আইদীনা আন্‌আ'মান্ ফাহুম্ লাহা মা-লিকূন্।

চতুষ্পদ জন্তু যাহা আমার নিজ হস্তে তাহাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি ; অতঃপর তাহারা উহাদের অধিকারী হইয়াছে ?

---

٧٢ - وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ٥ ٧٣ - وَلَهُمْ

৭২ । ওয়া জাল্লাল্‌না-হা লাহুম্ ফামিন্‌হা রাকূবুহুম্ ওয়া মিন্‌হা ইয়া'কুলূন্ । ৭৩ । ওয়া লাহুম্

(৭২) এবং আমি উহাদিগকে তাহাদের আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়াছি, অতঃপর তাহারা উহাদের কতকগুলির উপর আরোহণ করে ও কতকগুলি ভক্ষণ করে। (৭৩) এবং উহাতে তাহাদের জন্য

فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ط اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ٥ ٧٤ - وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

ফীহা- মানা-ফিউ' ওয়া মাশা-রিব ; আফালা-ইয়াশ্‌কুরূন । ৭৪ । ওয়াত্তাখাজূ মিন্ দুনিল্লা-হি

উপকারীতা ও পানীয় আছে ; কেন তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে না ? (৭৪) এবং তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া

اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ط ٧٥ - لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ لا وَهُمْ لَهُمْ

আ-লিহাতাল্ লাআ'ল্লাহুম্ ইউন্‌ছারূন । ৭৫ । লা-ইয়াছ্‌তাত্বীউ'না নাছ্‌রাহুম্ ওয়াহুম্ লাহুম্

সাহায্য পাইবার আশায় উপাস্য সকল গ্রহণ করিয়াছে। (৭৫) তাহারা ইহাদের কোন সাহায্য করিতে পারিবে না বরং তাহারা

---

(৭১) মানুষের উপকার ও ব্যবহারের জন্য উপযোগী করিয়া অনেক চতুষ্পদ জন্তু আল্লাহ তৈরী করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কতিপয় হইল গৃহপালিত এবং কতিপয় হইল বন্য। তবে বন্য জন্তুরাও মানুষের পোষ মানিতে দেখা যায়। ইহা মানুষের প্রতি আল্লাহর এক অশেষ রহমত। মানুষের উচিৎ এই নেয়ামতের শোকর আদায় করা। (মাদারেক)

জুনদুম্ মুহ্দ্বারূন ০ ৭৬ - ফালা ইয়াহ্যুন্‌কা ক্বাওলুহুম্ ۘ ইন্না না'লামু মা

জুন্হুম্ মুহ্দ্বারূন্ । ৭৬। ফালা ইয়াহ্যুন্‌কা ক্বাউলুহুম্। ইন্না না লামু মা

ইহাদের সৈন্য হিসাবে উপস্থাপিত হইবে। (৭৬) অতএব হে রাসূল! তাহাদের বাক্য যেন তোমাকে ব্যথিত না করে। নিশ্চয় আমি জ্ঞাত আছি যাহা

ইউছিররূনা ওয়ামা ইউ'লিনূন্ । ৭৭। আওয়ালাম্ ইয়ারাল্ এন্‌ছা-নু আন্না খালাক্‌না-হু

তাহারা গোপন করিতেছে ও যাহা তাহারা প্রকাশ করিতেছে। (৭৭) মনুষ্য কি লক্ষ্য করে নাই যে, নিশ্চয় আমি তাহাকে

মিন্ নুৎফাতিন্ ফাইজা হুওয়া খাছীমুম্ মুবীন । ৭৮। ওয়া দ্বারাবা লানা মাছালাঁউ

শুক্রকীট হইতে সৃষ্টি করিয়াছি? অতপর সে হঠাৎ স্পষ্ট শত্রুরূপে তর্ক করিতে লাগিল। (৭৮) এবং সে আমার জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিল

ওয়া নাছিয়া খাল্‌ক্বাহূ ; ক্বা-লা মাঁই ইউহ্‌ইল্ ই'জা-মা ওয়া হিয়া রামীম্ । ৭৯ । ক্বুল্

এবং স্বীয় সৃষ্টি-রহস্য ভুলিয়া গেল। সে বলিল—কে গলিত অস্থিগুলিকে জীবিত করিবে? (৭৯) তুমি বল—

ইউহ্য়ীহাল্ লাজী আন্‌শাআহা আওয়ালা মাররাহ্ ; ওয়া হুওয়া বিকুল্লি খাল্‌কিন্

যিনি প্রথমবার তাহাকে স্বজন করিয়াছেন তিনিই উহাকে জীবিত করিবেন। তিনি সমুহ সৃষ্টি বিষয়ে

আ'লীম । ৮০ । নিল্লাজী জ্বাআ'লা লাকুম্ মিনাশ্ শাজ্বারিল্ আখ্‌দ্বারি না-রান্ ফাইজা

জ্ঞানী। (৮০) যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপাদন করিয়াছেন ; অতঃপর

আন্তুম্ মিন্‌হু তুক্বিদুন। ৮১ । আওয়া লাইছাল্লাজী খালাক্বাছ্ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা

তোমরা তাহা হইতে অগ্নি প্রজ্জলিত কর। (৮১) যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে স্বজন করিয়াছেন তিনি কি কিয়ামত

(৮১) যে আল্লাহ এত বড় সুবিশাল আকাশ পাতাল সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি কি সামান্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষ সৃষ্টি করিতে পারিবেন না? হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি তাহা করিতে পারিবেন, কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষ তাহা মানিতে চায় না। (মানাকিউল কোরআন)

بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۝

বিক্বা-দিরিন্ আ'লা আঁই ইয়াখ্‌লুকা মিছ্‌লাহুম্ ? বালা ; ওয়া হুওয়াল্ খাল্লাকুল আ'লীম্।

অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে ? হাঁ, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ।

৮২ - اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

৮২। ইন্নামা আম্‌রুহূ ইজা আরাদা শাইআন্ আঁই ইয়াকুলা লাহূ কুন্ ফাইয়াকুন।

(৮২) এতদ্ব্যতীত নহে যে, তাঁহার আদেশ—যখন তিনি কিছু ইচ্ছা করেন, তাহার জন্য বলেন—'হও' অতঃপর হইয়া যায়।

৮৩- فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ع

৮৩। ফাছুবহা-নাল্লাজী বিইয়াদিহী মালাকূতু কুল্লি শাইয়িঁউ ওয়া ইলাইহি তুর্‌জাউ'ন।

(৮৩) অতঃপর তাঁহারই পবিত্রতা যাঁহার হস্তে সমূহ বস্তুর কর্তৃত্ব এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে যাইতে হইবে।

ع ৫ — ৫ রুকু

ছূরা—আচ্ছাফ্‌ফাৎ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম। অতি দয়াবান পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ১৮২ আয়াত এবং ৫ রুকু।

١ - وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا لا ٢ - فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا لا ٣ - فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا لا

১। ওয়াছ্‌ছা-ফ্‌ফা-তি ছাফ্‌ফা। ২। ফায্‌যা-জ্বিরাতি যাজ্বরা। ৩। ফাত্তা-লিয়া-তি জিক্‌রা।

(১) সারিবদ্ধ দণ্ডায়মানের। (২) অতঃপর প্রতিহতকারীদের। (৩) তারপর জেকের পাঠকারীদের শপথ।

(৮৩) আল্লাহর ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহর নির্দেশ শোনার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। অতঃপর শয়তানদিগকে তাড়াইয়া দেয় যাহারা আকাশের নিকটবর্তী হইতে চেষ্টা করে। সুতরাং যখন শয়তানের দল বিতাড়িত হইয়া যায়, তখন ফেরেশ্‌তাগণ পরস্পর আল্লাহর নির্দেশ সম্বন্ধে আলোচনা ও পরামর্শ করে এবং উহা পালন করিবার জন্য কাজে লাগিয়া যায়। (মোজেহুল কোরান

٤ - إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ط ٥ - رَبُّ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

৪। ইন্না ইলা-হাকুম্ লাওয়াহিদ। ৫। রাব্বুছ্ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ওয়ামা-বাইনাহুমা

(৪) নিশ্চয় তোমাদের সকলেরই উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্। (৫) আকাশ, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ সব কিছুরই প্রতিপালক

وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ط ٦ - إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ

ওয়া রাব্বুল্ মাশা-রিক। ৬। ইন্না যাইয়্যান্নাছ্ ছামা-আদ্‌দুন্‌ইয়া বিযীইনাতিনিল্

এবং সূর্য্যের উদয়স্থানেরও প্রতিপালক। (৬) আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকামণ্ডলী দ্বারা যথোপযুক্ত সুশোভিত

الْكَوَاكِبِ لا ٧ - وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ج ٨ - لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى

কাওয়া-কিব। ৭। ওয়া হিফজাম্‌মিন্ কুল্লি শাইত্বা-নিম্ মা-রিদ্। ৮। লা-ইয়াছ্‌ছাম্মা'উনা ইলাল্

করিয়াছি। (৭) এবং তাহারা উহাকে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হইতে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। (৮) তাহারা উর্দ্ধজগতের দিকে

الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ق صلے ٩ - دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ

মালাইল্ আ'লা ওয়া ইউক্‌জাফূনা মিন্ কুল্লি জ্বা-নিব। ৯। দুহূরাউঁ ওয়ালাহুম্ আজ্বাবুঁ

কর্ণস্থাপন করিতে পারে না ; এবং তাহাদিগকে চতুর্দিক হইতে বিতাড়িত করা হয়। (৯) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে এবং তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী

---

(৭) ইব্‌নে জ্বারীর হজরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রথমে শয়তানের দল আকাশে বসিবার জায়গা তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিল এবং সেখানে বসিয়া ফেরেশ্‌তাগণের আলোচনার মাধ্যমে অহীর নির্দেশ সম্পর্কে কিছু কথা সংগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া উহার সহিত সত্য মিথ্যা অনেক কিছু বানাইয়া বলিত। অতঃপর মহানবী (সঃ)-এর আবির্ভাবের পর তাহাদের সেই ঘাঁটি বন্ধ হইয়া যায়। এখন কোন শয়তান আকাশে উঠিতে চাহিলে তাহাকে জ্বলন্ত অঙ্গার জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দেয়। ইহাও মহানবী (সঃ)-এর এক বড় মোজেজাহ। কেননা কোরআন ও হাদীসের অহীর সঙ্গে শয়তানের কোন কারসাজীই টিকে না। (ইব্‌নে কাছির, কবীর)

وَاصِبٌ ۙ ١٠ - اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝

ওয়া-ছিব্ । ১০ । ইল্লা মান্ খাত্বিফাল্ খাত্ব্ফাতা ফাআৎবাআ'হূ শিহা-বুন্ ছা-ক্বিব্ !

শান্তি রহিয়াছে। (১০) কিন্তু যে কথা শ্রবণ করিয়া পলায়ন করে জ্বলন্ত উল্কা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে।

١١ - فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ط اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ

১১। ফাছ্তাফ্তিহিম্ আহুম্ আশাদ্দু খাল্কান্ আম্মান্ খালাক্না ; ইন্না খালাক্না-হুম্

(১১) অতঃপর হে রাসূল ? তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, তাহাদিগকে সৃষ্টি করা কি অধিকতর কষ্টসাধ্য অথবা আমি যাহা সৃষ্টি করিয়াছি ? নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে

مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۝ ١٢ - بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ص ١٣ - وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا

মিন্ ত্বীনিল্ লা-যিব্ । ১২ । বাল্ আ'জিব্তা ওয়া ইয়াছ্খারূন । ১৩ । ওয়া ইজ. জুক্কিরূ লা

আটাযুক্ত কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। (১২) তুমি আশ্চর্য বোধ করিতেছ এবং তাহারা বিদ্রূপ করিতেছে। (১৩) এবং যখন তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করা হয়

يَذْكُرُوْنَ ص ١٤ - وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ص ١٥ - وَقَالُوْۤا اِنْ هٰذَآ

ইয়াজ্কুরূন। ১৪। ওয়া ইজা রাআউ আ-ইয়াতাঁই ইয়াছ্তাছ্খিরূন। ১৫। ওয়া ক্বা-লূ ইন্ হা-জা

তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে না। (১৪) এবং যখন তাহারা কোন নিদর্শন দেখে উপহাস করে। (১৫) আরও বলে ইহা শুধু

(১৩) এই আয়াতের দ্বারা অনেক ছুফিয়ায়ে কেরাম প্রমাণ করিয়াছেন যে, আল্লাহর জিকির করা ফরজ। এই জিকির যে করিবে না তাহার কবীরা গুনাহ হইবে। তবে স্মরণ রাখা দরকার যে, আল্লাহর জিকির অনেক প্রকারে হয় ; যথা (১) নামাজ আদায়ের মাধ্যমে (২) কোরআন ও হাদীস তেলাওয়াতের মাধ্যমে (৩) আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে (৪ তছবীহ্ তাহ্লীলের মাধ্যমে (৫) মোরাকাবা ও মোশাহাদার মাধ্যমে ৬) হালাল রুজী কামাই করা ও দ্বীনী-এলেম শিক্ষা করার মাধ্যমে (৭) এবং বান্দার উপর অর্পিত হুকুম আদায়ের মাধ্যমে ইত্যাদি। (মানাফেউল কোরআন)

إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ج صلے ١٦ - ءَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا

ইল্লা ছিহ্রুম্ মুবীন্ । ১৬। আ ইজা মিৎনা ওয়া কুন্না তুরা-বাঁউ ওয়া ই জামান্
স্পষ্ট যাদু। (১৬) যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইয়া যাইব

ءَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لا ١٧ - أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ط ١٨ - قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ

আ ইন্না লামাব্উ'ছূন, । ১৭। আউ আ-বা-উনাল্ আউওয়্যালুন্ । ১৮। কুল্ নাআ'ম্ ওয়া আন্তুম্
তখন কি আমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে? (১৭ আরও আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পিতামহদিগকেও?
(১৮) তুমি বল—হাঁ, তোমরা তখন

دَاخِرُونَ ج ١٩ - فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ۝

দা-খিরূন । ১৯। ফাইন্নামা হিয়া যাজ্‌রাতুউ ওয়াহিদাতুন্ ফাইজা-হুম্ ইয়ান্জুরূন।
অসহায় হইবে। (১৯) অতঃপর এতদ্ব্যতীত নহে যে, উহা একটি মাত্র তুর্য্যনাদ, অতঃপর তাহারা জীবিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।

٢٠ - وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ۝ ٢١ - هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي

২০। ওয়াকা-লূ ইয়া ওয়াইলানা হা-জা ইয়াউমুদ্দীন । ২১। হা-জা ইয়াউমুল্ ফাছ্‌লিল্লাজী
(২০) এবং তাহারা বলিবে - হায়! দুর্ভাগ্য আমাদের! ইহা তো প্রতিফল পাওয়ার দিবস। (২১) ইহা সেই মীমাংসার দিন যাহার

كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ع ٢٢ - احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا ع ১ — ১

কুন্তুম্ বিহী তুকাজ্জিবূন । ع ২২। উহ্শুরুল্লাজীনা জালামূ ওয়া আয্‌ওয়াজাহুম্ ওয়ামা
প্রতি তোমরা মিথ্যারোপ করিতে। (২২ তোমরা অত্যাচারিগণকে একত্রিত কর এবং তাহাদের সঙ্গিগণকেও রুকু

كَانُوا يَعْبُدُونَ لا ٢٣ - مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ۝ ٢٤ - وَقِفُوهُمْ

কা-নূ ইয়া'বুদূন । ২৩। মিন্ দূনিল্লা-হি ফাহ্‌দুহুম্ ইলা ছিরা-তিল্ জ্বাহীম্ । ২৪। ওয়াক্বিফূহুম
আল্লাহকে ছাড়িয়া তাহারা যাহাদের উপাসনা করিত। ২৩ অতঃপর তাহাদিগকে দোজখের পথে চালিত কর। (২৪) এবং তোমরা তাহাদিখকে থামাও

(১৯) কাল হাশরের মাঠে হজরত ইস্রাফিল (আঃ) শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার সঙ্গে প্রত্যেক মানুষ যে যেখানেই বা যে অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করিয়া থাকুক না কেন সে ধানের বীজের মত নিজ নিজ কবর হইতে উত্থিত হইবে। এবং হিসাব নিকাশের প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে। (রুহুল বয়ান)

إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ٢٤ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ٢٥ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٦

ইন্নাহুম্ মাছ্‌উলূন । ২৫ । মা লাকুম্ লা তানা-ছারূন্ । ২৬ । বাল্‌হুমুল্ ইয়াউমা মুছ্‌তাছ্‌লিমূন্ ।

নিশ্চয় তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে। (২৫) তোমাদের কি হইল তোমরা পরস্পর সাহায্য করিতেছ না কেন ? (২৬) বরং সেদিন তাহারা অবনত মস্তকে থাকিবে।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ٢٧ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ

২৭। ওয়া আক্‌বালা বা'দ্বুহুম্ আ'লা বা'দ্বিই ইয়াতাছা-আলূন । ২৮ । ক্বালূ- ইন্নাকুম্ কুন্তুম্

(২৭) এবং একে অপরের সহিত আগ্রহান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতে থাকিবে। (২৮) তাহারা বলিবে – নিশ্চয় তোমরা

تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ٢٨ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٢٩ وَمَا كَانَ

তা'তুনানা আ'নিল্ ইয়ামীন্ । ২৯ । ক্বালূ বাল্ লাম্ তাকূনূ মু'মিনীন্ । ৩০ । ওয়ামা-কা-না

আমাদের নিকট বলপুর্বক আসিতে। ২৯) তাহারা বলিবে বরং তোমার স্বয়ং ধর্ম-বিশ্বাস করে নাই। (৩০) তোমাদের উপর

لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ٣٠ فَحَقَّ

লানা আ'লাইকুম্ মিন্ ছুল্‌ত্বান, বাল্ কুন্তুম্ ক্বাউমান্ ত্বা-গ্বীন । ৩১ । ফাহাক্ক্বা

আমাদের কোনই শক্তি ছিল না, বরং তোমরা অবাধ্য সম্প্রদায় ছিলে। (৩১) সুতরাং আমাদের

عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ ٣١ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا

আ'লাইনা ক্বাউলু রাব্বিনা, ইন্না লাজা-য়িক্বূন । ৩২ । ফাআগ্‌ওয়াইনা-কুম্ ইন্না

প্রতি আমাদের প্রতিপালকের বাণী সত্য হইয়াছে যে, অবশ্যই আমরা স্বাদ গ্রহণ করিব। (৩২) অতঃপর আমরা তোমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছি আমরাও

كُنَّا غَاوِينَ ٣٢ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٣ إِنَّا

কুন্না গ্বা-বীন্ । ৩৩ । ফাইন্নাহুম্ ইয়াওমাইজিন্ ফিল্ আজা-বি মুশ্‌তারিকুন্ । ৩৪ । ইন্না-

পথভ্রষ্ট ছিলাম। (৩৩) অনন্তর সেদিন তাহারা সমভাবে শাস্তিতে পতিত হইবে। (৩৪) আমি

كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ٣٤ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ

কাজা-লিকা নাফ্‌আ'লু বিল্‌মুজ্‌রিমীন্ । ৩৫ । ইন্নাহুম্ কা-নূ ইজা ক্বীলা লাহুম্

গোনাগারদের সহিত এইরূপই করিয়া থাকি। (৩৫) যখন তাহাদিগকে বলা হইত—

لا إله إلا الله يستكبرون لا ٣٦ - ويقولون أئنا لتاركوا

লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ইয়াছ্‌তাক্‌বিরূন । ৩৬ । ওয়া ইয়াকুলূনা আইন্না লাতা-রিকূ
আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই, তখন তাহারা অহঙ্কার করিত। (৩৬) এবং বলিত আমরা কি একজন উন্মাদ কবির

آلهتنا لشاعر مجنون ط ٣٧ - بل جاء بالحق وصدق

আ-লিহাতিনা লিশা-য়িরিম্‌ মাজ্‌নূন । ৩৭ । বাল্‌ জ্বা-আ বিল্‌হাক্‌কি ওয়া ছাদ্দাক্বাল্‌
জন্য আমাদের উপাস্যগণকে পরিত্যাগ করিব ? (৩৭) বরং তিনি সত্যসহ আসিয়াছেন এবং পূর্ববর্তী নবীদের

المرسلين ٥ ٣٨ - إنكم لذائقوا العذاب الأليم ج ٣٩ - وما تجزون

মুর্‌ছালীন । ৩৮ । ইন্নাকুম্‌ লাজা-য়িকুল্‌ আ'জাবিল্‌ আলীম । ৩৯ । ওয়ামা তুজ্‌যাউনা
সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। (৩৮) তোমরা অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদগ্রহণকারী। (৩৯) তোমরা শুধু কৃতকর্মের

إلا ما كنتم تعملون لا ٤٠ - إلا عباد الله المخلصين ٥ ٤١ - أولئك لهم

ইল্লা মা কুন্তুম্‌ তা'মালুন । ৪০ । ইল্লা ই'বাদাল্লা-হিল্‌ মুখ্‌লাছীন । ৪১ । উলা-য়িকা লাহুম্‌
প্রতিফল পাইবে। (৪০) কিন্তু যাহারা আল্লাহর অকপট বান্দা। (৪১) তাহাদেরই জন্য

رزق معلوم لا ٤٢ - فواكه ج وهم مكرمون ٥ ٤٣ - في جنت النعيم لا ٤٤ - على

রিয্‌কুম্‌ মা'লূম । ৪২ । ফাওয়া-কিহু, ওয়াহুম্‌ মুক্‌রামূন । ৪৩ । ফী জান্নাতিন্‌ নায়ীম্‌ । ৪৪ । আ'লা
নির্দ্ধারিত উপ-জীবিকা রহিয়াছে ; (৪২) ফলসমুহ এবং তাহারা সম্মানিত ; (৪৩) বেহেশ্‌তে সমম্মানে ;

سرر متقبلين ٥ ٤٥ - يطاف عليهم بكأس من معين لا

ছুরুরিম্‌ মুতাকা-বিলীন । ৪৫ । ইউত্বা-ফু আ'লাইহিম্‌ বিকা'ছিম্‌ মিম্‌ মায়ী'ন
(৪৪) উন্নত আশনে মুখোমুখী উপবিষ্ট থাকিবে। (৪৫) তাহাদের চতুর্দিকে স্বচ্ছ শুভ্র সুরাপূর্ণ পানপাত্র ঘুরিতে থাকিবে।

---

٤٦ - بيضاء لذة للشربين ج ٤٧ - لا فيها غول ولا هم عنها

৪৬ । বাইদ্বা-আ লাজ্জাতিল্‌ লিশ্‌শা-রিবীন । ৪৭ । লা ফীহা গ্বাউলুঁউ ওয়ালাহুম্‌ আন্‌হা
(৪৬) উহা পানকারীর জন্য খুব স্বাদযুক্ত। (৪৭) উহাতে জ্ঞানলোপ হইবে না এবং তদ্বারা

يُنْزَفُوْنَ ○ ٤٧ - وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ لا ٤٨ - كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ

ইউন্‌যাফুন্। ৪৮। ওয়া ই'ন্দাহুম্ ক্বা-ছিরা-তুত্বার্‌ফি য়ী'ন। ৪৯। কাআন্নাহুন্না বাইদ্বুম্

তাহারা নেশায় উন্মত্ত হইবে না। (৪৮) তাহাদের নিকট নতদৃষ্টি বিশিষ্টা আয়তলোচনা হুরগণ থাকিবে। (৪৯) তাহারা যেন ডিম্বের ন্যায়

مَّكْنُوْنٌ ○ ٤٩ - فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ○ ٥٠ - قَالَ

মাক্‌নূন্। ৫০। ফা আক্ববালা বা'দ্বুহুম্ আ'লা-বা'দ্বিই ইয়াতাছা-আলুন। ৫১। ক্বা-লা

স্বযত্নে লুক্কায়িত। (৫০) অতঃপর একে অপরের সহিত আগ্রহান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে। (৫১) তন্মধ্যে একজন

قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ لا ٥١ - يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ

ক্বা-য়িলুম্ মিন্‌হুম্ ইন্নী কা-না-লী-ক্বারীন। ৫২। ইয়াকুলু আইন্নাকা লামিনাল্

বর্ণনাকারী বলিবে আমার একজন সঙ্গী ছিল। (৫২) সে সবিস্ময়ে বলিবে—তুমিও কি বিশ্বাসকারীদের

الْمُصَدِّقِيْنَ ○ ٥٢ - ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا

মুছাদ্দিকীন্। ৫৩। আ-ইজা মিত্‌না ওয়া কুন্না-তুরা-বাঁউ ওয়া ই'জা-মান্ আ-ইন্না-

অন্যতম? (৫৩) যখন আমরা মরিয়া মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব তখন কি আমাদিগকে নিশ্চয়

لَمَدِيْنُوْنَ ○ ٥٣ - قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ○ ٥٤ - فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ

লামাদীনূন্। ৫৪। ক্বা-লা হাল্ আন্তুম্ মুত্ত্বা-লিউ'ন? ৫৫। ফাত্ত্বালাআ' ফারাআ-হু ফী

প্রতিফল দেওয়া হইবে? (৫৪) সে বলিবে—তোমরাও কি তাকাইবে? (৫৫) অতঃপর সে তাকাইবে তারপর সে তাহাকে

سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ○ ٥٥ - قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ لا ٥٦ - وَلَوْلَا نِعْمَةُ

ছাওয়া-ইল্ জ্বাহীম্। ৫৬। ক্বা-লা তাল্লা-হি ইন কিত্তা লাতুরদীন্। ৫৭। ওয়া লাউলা নি'মাতু

দোজখের মধ্যে পতিত দেখিতে পাইবে। (৫৬) সে বলিবে—আল্লাহর শপথ, তুমি আমাকে বিনষ্ট প্রায় করিয়াছিলে। (৫৭) আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ

(৪) বেহেশতের হুরগণ এমন সুন্দর ও মনোহর হইবে যে, পরিষ্কার ধবধবে সযত্নরক্ষিত ডিম্বের মত তাহারা নিষ্কলুশ ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী হইবে। এবং তাহাদের চেহারা পরিষ্কার আয়নার মত হইবে। যে কোন লোক তাহাদের চেহারাতে নিজেদের মুখমণ্ডল দেখিতে পাইবে। হেফাজত ও সংরক্ষণের দিক দিয়া তাহারা হইবে পবিত্রতম। (কবীর)

رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ٥ ٥٨ - اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ لا ٥٩ - اِلَّا

রাব্বী লাকুন্ত মিনাল্ মুহদ্বারীন্। ৫৮। আফামা নাহ্নু বিমাইয়্যিতীন। ৫৯। ইল্লা
না হইলে নিশ্চয় আমি উপস্থাপিত হইতাম। (৫৮) প্রথম বারের মৃত্যু ব্যতীত আমরা

مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ٥ ٦٠ - اِنَّ هٰذَا لَهُوَ

মাউতাতানাল্ উলা-ওয়ামা নাহ্নু বিমুআ'জ্‌জাবীন্। ৬০। ইন্না হা-জা লাহুওয়াল
(৫৯) মৃত্যুমুখে পতিত হইব না এবং আমরা শাস্তিও ভোগ করিব না। (৬০) নিশ্চয় ইহা

الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ٥ ٦١ - لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ٥ ٦٢ - اَذٰلِكَ

ফাউযুল্ আ'জীম। ৬১। লিমিছ্‌লি হা-জা ফালইয়া'মালিল্ আ'-মিলূন্। ৬২। আজা-লিকা
বিরাট সাফল্য। (৬১) অনুরূপ সাফল্যের জন্য অনুষ্ঠানকারীর কর্মানুষ্ঠান কর্তব্য। (৬২) ইহা

خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ٥ ٦٣ - اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً

. খাইরুন্ নুযুলান্ আম্ শাজ্বারা তুয্‌যাক্‌কুম্? ৬৩। ইন্না-জ্বাআ'ল্‌না-হা ফিত্‌নাতাল্
শ্রেষ্ঠতম আতিথ্য অথবা 'যক্কুম্' নামীয় বৃক্ষ? (৬৩) নিশ্চয় আমি উহা পরীক্ষামূলক

لِّلظّٰلِمِيْنَ ٥ ٦٤ - اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ لا

লিজ্ জা-লিমীন্। ৬৪। ইন্নাহা শাজ্বারাতুন্ তাখ্‌রুজু ফী আছ্‌লিল জ্বাহীম্।
করিয়াছি। ৬৪। নিশ্চয় উহা এক প্রকার বৃক্ষ, দোজখের তলদেশ হইতে উদ্ভব হয়।

(৬২) তফসীরে ইব্‌নে জ্বারীর ও খাজেনে এই আয়াতের তফসীরে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তফসীরে সাদীতে আছে যে, বনি ইসরাইলের দুই ব্যক্তি সমঅংশের ভিত্তিতে এক সঙ্গে ব্যবসা করিত। তন্মধ্যে একজন ছিল মোশরেক অপর জন ছিল মুসলমান। মুসলমান ব্যক্তি অধিকাংশ সময় ধর্মের কাজে নিমগ্ন থাকিতেন। এই জন্য ব্যবসায়ের দিকে বেশী লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন না। মোশরেক ইহা দেখিয়া উভয়ের পুঁজি ভাগ করিয়া ফেলিল। ফলে প্রত্যেকে তিন হাজার আশরাফী করিয়া পাইল। অতঃপর মোশরেক ব্যক্তি উক্ত পুঁজি দুনিয়ার কাজে ব্যয় করিল এবং মুসলমান ব্যক্তি স্বীয় অংশ ধর্মের পথে ব্যয় করিলেন। একদিন মোশরেক ব্যক্তি মুসলমান ব্যক্তিকে গরীব অবস্থায় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, "তোমার এত টাকা পয়সা কোথায় গেল?" মুসলমান ব্যক্তি উত্তর করিলেন যে, পরকালের মুক্তির জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করিয়াছি। উহাতে মোশরেক ব্যক্তি অনেক ভালমন্দ বলিয়া চলিয়া গেল। সুতরাং পরকালে সে দোজখে নিপতিত হইবে।

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٦٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا

৬৫। ত্বাল্‌উ'হা কাআন্নাহূ রুউছুশ্ শাইয়া-ত্বীন্। ৬৬। ফাইন্নাহুম্ লা আ-কিলুনামিন্‌হা

(৬৫) উহার ফল যেন শয়তান সমূহের মস্তক সদৃশ। (৬৬) অতঃপর নিশ্চয় তাহারা উহা হইতে ভক্ষণ করিবে

فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ

ফামালিউনা মিন্‌হাল বুত্বুন্। (৬৭) ছুম্মা ইন্না লাহুম্ আ'লাইহা লাশাউবাম্ মিন্

অনন্তর উদরপূর্ণ করিবে। (৬৭) নিশ্চয় পুনরায় তাহাদিগকে মিশ্রিত

حَمِيْمٍ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيْمِ ﴿٦٩﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا اٰبَاءَ

হামীম্। ৬৮। ছুম্মা ইন্না মার্‌জিআ'হুম্ লাইলাল্ জ্বাহীম্। ইন্নাহুম্ আল্‌ফাউ আ-বা-আ

উত্তপ্ত পানীয় প্রদান করা হইবে। (৬৮) পুনরায় অবশ্য তাহারা দোজখের দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে।

(৬৯) নিশ্চয় তাহারা পিতৃ

هُمْ ضَآلِّيْنَ ﴿٧٠﴾ فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ

হুম্ দ্বা-ল্‌লীন। ৭০। ফাহুম্ আ'লা আ-ছা-রিহিম্, ইউহ্‌রাউ'ন। ৭১। ওয়ালাকাদ্ দ্বাল্লা

পিতামহদিগকে পথভ্রষ্ট পাইয়াছে। (৭০) অতঃপর তাহারা দ্রুতগতিতে তাহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া চলিয়াছে। (৭১) এবং নিশ্চয়

قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿٧٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٧٢﴾

কাব্‌লাহুম্ আক্‌ছারুল্ আউওয়ালীন। ৭২। ওয়ালাকাদ্ আর্‌ছাল্‌না ফীহিম্ মুন্-জিরীন্

তাহাদের পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ পথভ্রষ্ট হইয়াছে। (৭২) এবং নিশ্চয় আমি তাহাদের মধ্যে ভয় প্রদর্শনকারীগণ প্রেরণ করিয়াছিলাম।

(৭২) ভয় প্রদর্শনকারীগণের দ্বারা মুরাদ হইল নবী রাসূলগণের আগমন। কেননা আল্লাহর প্রেরিত পুরুষগণই কেবল মানুষকে দোজখের আজাবের ভয় ও বেহেশতের খোশ খবরী প্রদান করিয়া থাকেন। তাহারা সকলেই ভয় প্রদর্শন করেন। কিন্তু যাহারা পুণ্যবান ও নেক খাছলতের অধিকারী কেবল তাহারাই উহাদের প্রদর্শিত ভয়ের রাস্তা হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং পুণ্যকাজে সর্বদা লিপ্ত থাকে। আর যাহারা বদকার ও গোনাহগার, তাহারা পাপের কাজ হইতে বিরত থাকে না এমন কি আজাবের ভয়ও করে না। এইজন্য তাহারা আল্লাহ্‌র রহমত হইতে অনেকদূরে সরিয়া যায় ও সর্বদা আজাবের ভাগী হইয়া যায়। (মোজেহুল কোরআন)

৭৩ - فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ لا ৭৪ - اِلَّا عِبَادَ اللهِ

৭৩। ফান্‌জুর্ কাইফা কানা আ-ক্বিবাতুল্ মুন্‌জিরীন। ৭৪। ইল্লা ই'বা-দাল্লা-হিল্

(৭৩ অতঃপর হে রাসূল ! তুমি লক্ষ্য কর। (৭৪) আল্লাহর খালেছ বান্দাগণ ব্যতীত ভয় প্রদর্শিতদের কিরূপ শোচনীয় পরিণাম

الْمُخْلَصِيْنَ ع ৭৫ وَلَقَدْ نَادٰنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ز صلے ৭৬ - وَنَجَّيْنٰهُ

মুখ্‌লাছীন্। ৭৫। ওয়ালাক্বাদ্ না-দা-না নূহুন্ ফালানি'মাল্ মুজী'বূন্। ৭৬। ওয়া নাজ্জাইনা-হু

হইয়াছিল। (৭৫) এবং নিশ্চয় নুহ্ আমাকে আবেদন জানাইয়াছিলেন, সুতরাং আমি কি উত্তম আবেদন গ্রহণকারী। (৭৬) এবং আমি তাহাকে

ع ২ | ২ রুকু

وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ز صلے ৭৭ - وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ز صلے

ওয়া আহ্‌লাহূ মিনাল্ কার্‌বিল্ আ'জীম্। ৭৭। ওয়া জাআ'ল্‌না জুর্‌রীইয়্যাতাহূ হুমুল্ বা ক্বীন।

ও তাহার পরিজনকে ভীষণ বিপদ হইতে উদ্ধার করিলাম। (৭৭) এবং তাহার বংশধরদিগকে দীর্ঘস্থায়ী করিলাম।

৭৮ - وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ز صلے ৭৯ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ০

৭৮। ওয়া তারাক্‌না আ'লাইহি ফিল্ আ-খিরীন। ৭৯। ছালা-মুন আ'লা নূহিন ফিল্ আ-লামীন।

(৭৮) এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে তাঁহার সুযশ স্থায়ী রাখিলাম। (৭৯) বিশ্বজগতে নুহের প্রতি 'শান্তি হউক'।

৮০ - اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ০ ৮১ - اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ০

৮০। ইন্না কাজা-লিকা নাজ্‌যিল্ মুহ্‌ছিনীন্। ৮১। ইন্নাহু মিন্ ই'বাদিনাল্ মু'মিনীন।

(৮০) আমি সৎলোকদের এইরূপেই প্রতিদান দিয়া থাকি। (৮১) নিশ্চয় তিনি আমার ধর্মবিশ্বাসী বান্দাদের অন্যতম।

ওয়াকফে লাজেম

৮২ - ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ০ ৮৩ - وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ م ৮৪ - اِذْ

৮২। ছুম্মা আগ্‌রাক্ব্‌নাল্ আ-খারীন্। ৮৩। ওয়া ইন্না মিন্ শীআ'তিহী লাইবরা-হীম্। ৮৪। ইজ্

(৮২) পুনরায় আমি অপর দলকে নিমজ্জিত করিলাম। (৮৩) এবং নিশ্চয় ইব্‌রাহীম তাঁহার পথাবলম্বী ছিলেন। (৮৪) যখন

جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ০ ৮৫ - اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا

জা-আ রাব্বাহু বিক্বাল্‌বিন্ ছালীম। ৮৫। ইজ্ ক্বা-লা লি আবীহি ওয়া ক্বউমিহী মা-জা

তিনি বিশুদ্ধ হৃদয়ে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হইলেন। (৮৫) তখন তিনি স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়কে বলিলেন—তোমরা

تَعْبُدُوْنَ ج ٨٦ - اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ط ٨٧ - فَمَا ظَنُّكُمْ

তা'বুদূন। ৮৬। আইফ্কান্ আ-লিহাতান দূনিল্লা-হি তুরীদূন। ৮৭। ফামা জান্নুকুম।

কাহার উপাসনা করিতেছ? (৮৬) তোমরা কি আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যাকল্পিত উপাস্যগণের কামনা করিতেছ? (৮৭) বিশ্বজগতের প্রতিপালকের

بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥ ٨٨ - فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ لا ٨٩ - فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ ٥

বিরাব্বিল্ আ'লামীন? ৮৯। ফানাজারা নাজ্রাতান্ ফিন্নুজুম। ৮৮। ফাক্বা-লা ইন্নী ছাক্বীম্।

সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি? (৮৮) অতঃপর তিনি একবার তারকামণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। (৮৯) তারপর বলিলেন—নিশ্চয় আমি পীড়িত।

٩٠ - فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ٥ ٩١ - فَرَاغَ اِلٰى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا

৯০। ফাতাওয়াল্লাউ আ'নহু মুদ্বিরীন্। ৯১। ফা-রাগ্বা ইলা আ-লিহাতিহিম্ ফাক্বা-লা আলা

(৯০) অতঃপর তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। (৯১) তৎপর তিনি তাহাদের উপাস্যদের দিকে গোপনে প্রবেশ করিয়া বলিলেন

تَاْكُلُوْنَ ج ٩٢ - مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ٥ ٩٣ - فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ٥

তা'কুলূন। ৯২। মা-লাকুম্ লাতানত্বিনকু। ৯৩। ফারা-গ্বা আ'লাইহিম্ দ্বার্বাম্ বিল্ ইয়ামীন

তোমরা খাইতেছ না কেন? (৯২) তোমাদের কি হইয়াছে, তোমরা কথা বল না কেন? অতঃপর তিনি তাহাদিগকে দক্ষিণ হস্তদ্বারা সজোরে আঘাত করিলেন।

(৮৯) এই আয়াত দ্বারা অনেক ইহুদী ও খৃষ্টানেরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে, হজরত ইব্রাহীম আঃ) মিথ্যা বলিয়াছিলেন যে, "আমি অসুস্থ"। অতঃপর তিনি মূর্তিদিগকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন"। নাউজুবিল্লাহ; আল্লাহর নবী ও রাসূলগণ কখনও মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না। ইহুদী ও খৃষ্টানদের কথার উত্তর হইল এই যে, (১) প্রকৃতই হজরত ইব্রাহীম পীড়িত ছিলেন; কেননা কাফেরদের কার্যকলাপে তিনি অন্তরে পীড়াবোধ করিতেছিলেন। (২) অথবা তারকামণ্ডলীর দিকে চাহিয়াই তিনি এই উত্তর প্রদান করিয়া ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছিলেন যে, "তুমি যদি তাহাদের কথার সায় দাও, তাহা হইলে তোমার অন্তরও পীড়াক্রান্ত হইয়া যাইবে।" (৩ কিংবা ইহার অর্থ হইল আমি চিন্তিত।

(কাশ্শাফ, কবীর, তাফ্হীম)

٩٤ - فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ○ ٩٥ - قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ○

৯৪। ফা আক্‌বালূ ইলাইহি ইয়াযিফ্‌ফূন্। ৯৫। ক্বা-লা আতা'বুদূনা মা-তান্‌হিতূন।

(৯৪) অনন্তর তাহারা দ্রুতপদে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। (৯৫) তিনি বলিলেন— তোমরা এমন জড় পদার্থের উপাসনা কর যাহা তোমরা স্বহস্তে গড়িয়া থাক।

---

٩٦ - وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ○ ٩٧ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ

(৯৬) ওয়াল্লাহু খালাক্বাকুম্ ওয়ামা তা'মালুন্। ৯৭। ক্বা-লুব্‌নু লাহু বুনইয়া-নান্ ফাআল্‌কূহু

(৯৬) বস্তুতঃ আল্লাহ্ তোমাদিগকে ও তোমরা যাহা প্রস্তুত কর সৃষ্টি করিয়াছেন ! (৯৭) তাহারা বলিতে লাগিল—তাহার জন্য একটি গৃহ প্রস্তুত কর অতঃপর তাহাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে

فِي الْجَحِيمِ ○ ٩٨ - فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ○

ফিল্ জ্বাহীম্। ৯৮। ফাআরা-দু বিহী কাইদান্ ফাজ্বাআ'ল্‌না-হুমুল আছ্‌ফালীন্।

নিক্ষেপ কর। (৯৮) অনন্তর তাহারা তাহার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করিবার ইচ্ছা করিল কিন্তু আমি তাহাদিগকে পরাভূত করিলাম।

---

٩٩ - وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ○ ١٠٠ - رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ○

৯৯। ওয়া ক্বা-লা ইন্নী জা-হিবুন্ ইলা রাব্বী ছাইয়াহ্‌দীন্। ১০০। রাব্বি হাব্‌লী মিনাছ্ ছা লিহীন্

(৯৯) এবং তিনি বলিলেন—আমি আমার প্রতিপালকের দিকে গমনকারী, তিনি সত্তরই আমাকে সুপথ প্রদর্শন করিবেন। (১০০) হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে পুণ্যাত্মাদের মধ্য হইতে এক পুণ্যাত্মা প্রদান করুন।

---

١٠١ - فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ○ ١٠٢ - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ

১০১। ফাবাশ্‌শার্‌না-হু বিগু্লা-মিন্ হালীম্। ১০২। ফালাম্মা বালাগ্বা মাআ'হুছ ছা'ইয়া ক্বা-লা

(১০১) অতঃপর আমি তাহাকে এক সহিষ্ণু পুত্রের সুসংবাদ জ্ঞাপন করিলাম। (১০২) অতঃপর যখন তিনি বলিলেন—

---

(১০০) হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার ফলস্বরূপ আল্লাহ্ তাআলা হজরত ইসমাঈলের খোশ-খবর প্রদান করিলেন। এই খোশ-খবরের সঙ্গে একটি বিশেষ গুণের কথাও আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করিলেন। তাহা হইল সহিষ্ণুতা। হজরত ইসমাঈল (আঃ) যতটুকু ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পৃথিবী বিলয় পর্যন্ত অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ হজরত ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্ তায়ালার রহমতের দান স্বরূপ। (ফতহুল বয়ান)

يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ

ইয়া-বুনাইয়্যা ইন্নী আরা-ফিল্‌মানা-মি আন্নী আজ্‌বাহুকা ফান্‌জুর

আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি তোমাকে কোরবানী করিতেছি ; অতঃপর তুমি

مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ز سَتَجِدُنِىْٓ

মাজাতারা। ক্বা-লা ইয়া আবাতিফ্‌ আ'ল্‌ মা তু'মারু ছাতাজ্বিহুনী

তোমার অভিমত লক্ষ্য কর। তিনি বলিলেন—হে পিতঃ! আপনি যাহা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন তাহা পালন করুন ; আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিলে

اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ ١٠٣ - فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ

ইন্‌শা আল্লাহু মিনাছ্‌ ছা-বিরীন্‌। ১০৩। ফালাম্মা আছ্‌লামা ওয়া তাল্লাহূ

আপনি সত্বরই আমাকে ধৈর্যশীলরূপে দেখিতে পাইবেন। (১০৩) অতঃপর যখন উভয়ে আদেশ পালনে প্রস্তুত হইলেন এবং তিনি তাঁহাকে ললাটের

لِلْجَبِيْنِ ج ١٠٤ - وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۝ لا ١٠٥ - قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ج

লিল্‌জ্বাবীন্‌। ১০৪। ওয়া না-দাইনা-হু আঁইয়্যা—ইব্‌রা-হীম। ১০৫। ক্বাদ্‌ছাদ্দাকতার্‌ রু'ইয়া,

উপর শোয়াইয়া ফেলিলেন। (১০৪) এবং তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল হে ইব্রাহিম! (১০৫) নিশ্চয় তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছ ;

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝ ١٠٦ - اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ۝

ইন্না কাজা-লিকা নাজ্ব্‌যিল্‌ মুহ্‌ছিনীন্‌। ১০৬। ইন্না হা-জা লাহুওয়াল্‌ বালাউল্‌ মুবীন্‌।

আমি এইরূপে সৎলোকদের প্রতিদান দিয়া থাকি। (১০৬) নিশ্চয় ইহা প্রকাশ্য পরীক্ষা।

١٠٧ - وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ۝ ط ١٠٨ - وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝ صلے

১০৭। ওয়া ফাদাইনা-হু বিজ্বাবহিন্‌ আজীম্‌। ১০৮। ওয়া তারাক্‌না আ'লাইহি ফিল্‌ আ-খিরীন্‌।

(১০৭) এবং আমি বৃহৎ কোরবানীর বিনিময়ে তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। (১০৮) এবং আমি ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে সুযশ স্থায়ী রাখিলাম—

(১০৩) এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, হজরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং হজরত ইসমাঈল কোরবানী হইবার জন্য মাটিতে উপুর হইয়া শুইয়াও ছিলেন। তাঁহাদের এহেন কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হইয়া ইসমাঈলের পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালা অন্য কোরবানী গ্রহণ করিলেন। (খাজেন)

١٠٩ - سلم على ابرهيم ٥ ١١٠ - كذلك نجزي المحسنين ٥ ١١١ - انه من

১০৯। ছালা-মুন্ আ'লা ইব্রা-হীম। ১১০। কাজা-লিকা নায্যিল মুহ্ছিনীন্। ১১১। ইন্নাহূ মিন্
(১০৯) ইব্রাহিমের উপর শান্তি হউক। (১১০) আমি সৎলোকদের এইরূপেই প্রতিদান দিয়া থাকি। (১১১) নিশ্চয় তিনি

عبادنا المؤمنين ٥ ١١٢ - وبشرنه باسحق نبيا من الصلحين ٥

ই'বা-দিনাল্ মু'মিনীন্। ১১২। ওয়া ব শ্শার্না-হু বিইছ্হাক। নাবীইয়্যাম্ মিনাছ ছা-লিহীন।
আমার ধর্মবিশ্বাসী বান্দাদের অন্যতম। (১১২) এবং আমি তাঁহাকে ইছ্হাকের সুসংবাদ দিলাম যে, তিনি নবী ও নেককারদের অন্তর্ভূক্ত হইবেন।

١١٣ - وبركنا عليه وعلى اسحق ط ومن ذريتهما

১১৩। ওয়া বারাক্না আ'লাইহি ওয়া আ'লা ইছ্হাক্; ওয়া মিন্ জুর্রীইয়্যাতিহীমা
(১১৩) এবং তাঁহার ও ইছ্হাকের প্রতি বরকত প্রদান করিলাম; এবং উভয়ের বংশধরদের মধ্যে

محسن وظالم لنفسه مبين ع ١١٤ - ولقد مننا على

মুহ্ছিনুন ওয়া জা-লিমুল্ লিনাফ্ছিহী মুবীন। ع ১১৪। ওয়ালাকাদ্ মানান্না আ'লা
কেহ সৎ এবং কেহ স্বীয় আত্মার প্রতি প্রকাশ্য অত্যাচার করিতেছে। (১১৪) এবং নিশ্চয় আমি মুছা ও হারুনের প্রতি

ع ৩ — ৩ রুকু

موسى وهرون ج ١١٥ - ونجينهما وقومهما من الكرب العظيم ج

মূছা ওয়া হা-রূন। ১১৫। ওয়া নাজ্জাইনা-হুমা ওয়া কাউমাহুমা মিনাল্ কার্বিল্ আ'জীম্।
অনুগ্রহ করিলাম। (১১৫) এবং উভয়কে ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষা করিলাম।

١١٦ - ونصرنهم فكانوا هم الغلبين ج ١١٧ - واتينهما الكتب

১১৬। ওয়া নাছার্না হুম্ ফাকা-নূ হুমুল্ গা-লিবীন। ১১৭। ওয়া আ-তাইনা-হুমাল্ কিতা-বাল্
(১১৬) এবং তাঁহাদিগকে সাহায্য করিলাম, অতঃপর তাঁহারা প্রবল হইলেন। (১১৭) এবং উভয়কে প্রকাশ্য বর্ণনাকারী

المستبين ج ١١٨ - وهدينهما الصراط المستقيم ج ١١٩ - وتركنا عليهما

মুছ্তাবীন। ১১৮। ওয়া হাদাইনা হুমাছ্ ছিরা-ত্বাল্ মুছ্তাকীম। ১১৯। ওয়া তারাক্না আ'লাইহিমা
কেতাব প্রদান করিলাম। (১১৯) এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে উভয়ের সুযশ

فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝ ١٢٠ - سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝ ١٢١ - اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى

ফিল্ আ-খিরীনা। ১২০। ছালা-মুন্ আ'লা-মুছা ওয়া হারুন্। ১২১। ইন্না কাজা-লিকা নাজ্‌যিল্

স্থায়ী রাখিলাম (১২০) মুসা ও হারূনের প্রতি শান্তি হউক। (১২১) আমি এইরূপেই সৎলোকদের প্রতিদান

الْمُحْسِنِيْنَ ۝ ١٢٢ - اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ١٢٣ - وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ

মুহ্ছিনীন্। ১২২। ইন্নাহুমা মিন্ ই'বাদিনাল্ মু'মিনীন্। ১২৩। ওয়া ইন্না ইল্য়া-ছা লামিনাল্

দিয়া থাকি। (১২২) নিশ্চয় তাহারা উভয়ে আমার ধর্ম-বিশ্বাসীদের অন্তর্গত ছিলেন। (১২৩) এবং নিশ্চয় ইলিয়াস রাসূলগণের

الْمُرْسَلِيْنَ ۝ ١٢٤ - اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ ١٢٥ - اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا

মুর্ছালীন। ১২৪। ইজ্ ক্বা-লা লিকাওমিহী আ'লা তাত্তাকুন। ১২৫। আতাদ্উ'না বা'লাউ

অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (১২৪) তিনি যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিলেন—তোমরা কেন আল্লাহকে ভয় করিতেছ না? (১২৫) তোমরা কি 'বাল' নামীয় মূর্তির পূজা করিতেছ

وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخٰلِقِيْنَ ۝ ١٢٦ - اَللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ

ওয়া তাজারূনা আহ্ছানাল্ খা-লিক্বীন। ১২৬। আল্লাহা রাব্বাকুম্ ওয়া রাব্বা আ-বা-য়িকুমুল্

এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃজনকারীকে পরিত্যাগ করিতেছ? (১২৬) আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পিতামহগণের

الْاَوَّلِيْنَ ۝ ١٢٧ - فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ۝ ١٢٨ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ

আউওয়ালীন্। ১২৭। ফাকাজ্‌জাবূহু ফাইন্নাহুম্ লামুহ্‌দ্বারূন। ১২৮। ইল্লা ই'বাদাল্লা-হিল্

প্রতিপালক। (১২৭) তাহারা তাঁহার প্রতি মিথ্যারোপ করিল, (১২৮) আল্লাহর অকপট বান্দাগণ ব্যতীত তাহারা

الْمُخْلَصِيْنَ ۝ ١٢٩ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝ ١٣٠ - سَلٰمٌ عَلٰٓى

মুখ্‌লাছীন্। ১২৯। ওয়া তারাক্না আ'লাইহি ফিল্ আ-খিরীন। ১৩০। ছালা-মুন্ আ'লা

ধৃত হইবে (১২৯) এবং আমি ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে তাহার সুখ্যাতি স্থায়ী রাখিলাম (১৩০) ইল্য়াছীনের প্রতি

اِلْ يَاسِيْنَ ۝ ١٣١ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝ ١٣٢ - اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا

ইল্ইয়া-ছীন্। ১৩১। ইন্না কাজা-লিকা নাজ্‌যিল্ মুহ্ছিনীন্। ১৩২। ইন্নাহূ মিন্ ইবা-দিনাল্

শান্তি হউক। (১৩১) নিশ্চয় আমি এইরূপে সৎলোকদের প্রতিদান দিয়া থাকি। (১৩২) নিশ্চয় তিনি আমার

الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ١٣٣ - وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ط ١٣٤ اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ

মু'মিনীন্। ১৩৩। ওয়া ইন্না লুত্বাল্ লামিনাল্ মুর্‌ছালীন। ১৩৪। ইজ্ নাজ্জাইনা-হূ ওয়া আহ্‌লাহূ

ধর্ম-বিশ্বাসী বান্দাদের মধ্যে অন্যতম। (১৩৩) নিশ্চয় লুৎ-ও রাসূলগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। (১৩৪) যখন আমি তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে

اَجْمَعِيْنَ لا ١٣٥ - اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ۝ ١٣٦ - ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝

আজ্‌মায়ী'ন। ১৩৫। ইল্লা আ'জুযান্ ফিল্ গ্বা বিরীন। ১৩৬। ছুম্মা দাম্মার্‌নাল্ আ-খারীন।

একজন পশ্চাদ্বর্তিনী বৃদ্ধা ব্যতীত (১৩৫) সকলকে উদ্ধার করিলাম। (১৩৬) পুনরায় আমি অবশিষ্টগণকে বিনষ্ট করিলাম।

---

١٣٧ - وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ لا ١٣٨ - وَبِالَّيْلِ ط اَفَلَا

১৩৭। ওয়া ইন্নাকুম্ লাতামুর্‌রূনা আ'লাইহিম্ মুছ্‌বিহীন। ১৩৮। ওয়া বিল্লাইল ; আফালা-

(১৩৭) এবং হে মক্কাবাসী ! তোমরা তাহাদের বাসস্থানের উপর দিয়া প্রত্যুষে ও (১৩৮) রাত্রিতে যাতায়াত করিয়া থাক ; তোমরা

تَعْقِلُوْنَ ع ١٣٩ - وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ط ١٤٠ اِذْ اَبَقَ اِلَى ع ৪

তা'ক্বিলুন। ع ১৩৯। ওয়া ইন্না ইউনুছা লামিনাল্ মুর্‌ছালীন্। ১৪০। ইজ্ আবাকা ইলাল্ ৪ রুকু

বুঝিতেছ না কেন? (১৩৯) এবং নিশ্চয় ইউনুছও রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (১৪০) তিনি যখন বোঝাই পূর্ণ

الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ لا ١٤١ - فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ لا ١٤٢ - فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ

ফুল্‌কিল্ মাশ্‌হূন। ১৪১। ফাছা-হামা ফাকা-না মিনাল্ মুদ্‌হাদ্বীন। ১৪২। ফাল্‌তাকামাহুল্ হূতু

জাহাজের দিকে পলায়ন করিলেন, (১৪১) অতঃপর 'কোররায়' তাঁহার নাম উঠিলে (১৪২) তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইল, অতঃপর মৎস্য তাহাকে গিলিয়া লইল

وَهُوَ مُلِيْمٌ ۝ ١٤٣ فَلَوْلَا اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لا ١٤٤ - لَلَبِثَ

ওয়া হুয়া মুলীম্। ১৪৩। ফালাউলা আন্নাহু কা-না মিনাল্ মুছাব্বিহীন। ১৪৪। লালাবিছা

এবং তিনি তিরস্কার পাইতে লাগিলেন। (১৪৩) অতঃপর তিনি যদি তছ্‌বীহ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হইতেন (১৪৪) তাহা হইলে অবশ্য তিনি কেয়ামত পর্যন্ত

فِىْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ج ١٤٥ - فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَاۤءِ وَهُوَ

ফী বাত্বনিহী ইলা ইয়াউমি ইউব্‌আছূন। ১৪৫। ফানাবাজ্‌নাহু বিল্ আ-রায়ি ওয়া হুয়া

উহার উদরে পড়িয়া থাকিতেন। (১৪৫) অতঃপর আমি তাহাকে মাঠে নিক্ষেপ করিলাম এবং তিনি

سَقِيْمٌ ج ١٤٦ - وَ اَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ج ١٤٧ - وَ اَرْسَلْنٰهُ

ছাকীম্ । ১৪৬। ওয়া আম্বাৎনা আলাইহি শাজারাতাম্ মিঁই ইয়াক্‌ত্বীন্ । ১৪৭। ওয়া আর্‌ছাল্‌নাহু

পীড়িত ছিলেন। (১৪৬) এবং আমি তাহার উপর লাউ এর ন্যায় এক প্রকার লতা উৎপন্ন করিলাম। (১৪৭) এবং আমি তাঁহাকে

اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ لا ١٤٨ - فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ط

ইলা মিয়াতি আল্‌ফিন্ আউ ইয়াযীদূন । ৪৮। ফাআ-মানু ফামাত্তা'নাহুম্ ইলা-হীন।

লক্ষ বা লক্ষাধিক লোকের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করিলাম। (১৪৮) অতঃপর তাহারা ধর্মবিশ্বাস করিল, অনন্তর আমি তাহাদিগকে এক সময় পর্যন্ত সুখে বসবাস করিতে দিলাম।

١٤٩ - فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ لا ١٥٠ - اَمْ خَلَقْنَا

১৪৯। ফাছ্‌তাফ্‌তিহিম্ আলিরাব্বিকাল্ বানা-তু ওয়ালাহুমুল্ বানূন। ১৫০। আম্ খালাক্‌নাল্

(১৪৯) অতঃপর হে রাসূল! তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমাদের প্রতিপালকের কি কন্যাগণ আছে এবং তাহাদের পুত্রগণ আছে? অথবা আমি কি

الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ١٥١ - اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ

মালা-য়িকাতা ইনা-ছাঁউ ওয়া হুম্ শা-হিদুন । ১৫১। আলা ইন্নাহুম্ মিন্ ইফ্‌কিহিম্

ফেরেশ্‌তাগণকে নারীজাতি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহারা কি উপস্থিত ছিল? (১৫১) সাবধান! নিশ্চয় তাহারা স্বীয় কল্পনা করিয়া

لَيَقُوْلُوْنَ لا ١٥٢ - وَلَدَ اللّٰهُ لا وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ١٥٣ - اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى

লাইয়াকুলুন্। ১৫২। ওয়ালাদাল্লাহু ওয়া ইন্নাহুম্ লাকা-জিবুন। ১৫৩। আছ্‌ত্বাফাল্ বানা-তি আ'লাল্

বলে (২৫২) আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়াছেন, নিঃসন্দেহ তাহারা মিথ্যাবাদী। (১৫৩, তিনি কি পুত্রগণ অপেক্ষা কন্যাগণকে

الْبَنِيْنَ ط ١٥٤ - مَا لَكُمْ قف كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ١٥٥ - اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ج ١٥٦ - اَمْ لَكُمْ

বানীন। ১৫৪। মা-লাকুম্; কাইফা তাহ্‌কুমূন। ১৫৫। আফালা তাজাক্কারূন। ৫৬। আম্ লাকুম্

মনোনীত করিয়াছেন? (১৫৪) তোমাদের কি হইল, তোমরা কিরূপ বিচার-বিবেচনা করিতেছ। (১৫৫) তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না কেন? (১৫৬) অথবা তোমাদের

(১৪৭) হজরত ইউনুছ (আঃ) এক লক্ষ কিংবা এক লক্ষের অধিক লোকদিগের জন্য রাসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। অধিকাংশ মোফাছ্‌ছেরীনদের মতে এই সংখ্যা দ্বারা কোন নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান বুঝায় না বরং উহা দ্বারা মুরাদ হইল অধিক সংখ্যা। এই অধিক সংখ্যার শেষতম অঙ্ক সম্পর্কে কষ্ট কল্পিত কল্পনার আশ্রয় নেওয়া ঠিক হইবে না। (মানাকেউল কোরআন, কাশফুত্তানজিল ও রুহুল বয়ান)

سلطن مبين ۝ ١٥٧ - فاتوا بكتبكم ان كنتم صدقين ۝ ١٥٨ - وجعلوا

ছুল্‌ত্বানুম্ মুবীন। ১৫৭। ফা'তু বিকিতা-বিকুম্ ইন্ কুন্তুম্ ছা-দিক্বীন্। ১৫৮। ওয়া জাআ'লূ

নিকট কি কোন স্পষ্ট দলীল আছে? (১৫৮) তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের কিতাব পেশ কর। (১৫৮) এবং তাহারা

بينه وبين الجنة نسبا ط ولقد علمت الجنة انهم

বাইনাহু ওয়া বাইনাল্ জ্বিন্নাতি নাছাবা; ওয়া লাকাদ্ আলিমাতিল্ জ্বিন্নাতু ইন্নাহুম্

তাঁহার ও জ্বিনদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। বস্তুতঃ জ্বিন সকল নিশ্চয় জ্ঞাত যে, তাহারা কিয়ামতে ধৃতরূপে

لمحضرون ۝ ١٥٩ - سبحن الله عما يصفون ۝ ١٦٠ - الا عباد الله المخلصين ۝

লামুহ্‌দ্বারূনা। ১৫৯। ছুব্‌হা-নাল্লাহি আম্মা ইয়াছিফুন। ১৬০। ইল্লা ই'বাদাল্লাহিল মুখ্‌লাছীন।

উপস্থাপিত হইবে। (১৫৯) তাহারা যাহা বলিয়া থাকে তাহা হইতে আল্লাহ পবিত্র। (১৬০) কিন্তু আল্লাহর অকপট বান্দাগণ তাহাদের ব্যাপার সতন্ত্র।

١٦١ - فانكم وما تعبدون ۝ ١٦٢ - ما انتم عليه بفتنين ۝ ١٦٣ - الا من هو

১৬১। ফাইন্নাকুম্ ওয়ামা তা'বুদুন। ১৬২। মা আন্তুম্ আ'লাইহি বিফা-তিনীন। ১৬৩। ইল্লামান্ হুয়া

(১৬১) সুতরাং তোমরা এবং তোমরা যাহাদের উপাসনা কর (১৬২) তোমরা সমবেত ভাবে প্রতিকূল আচরণ করিয়া কাহাকেও পথভ্রষ্ট করিতে পার না। (১৬৩) কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে

صال الجحيم ط ١٦٤ - وما منا الا له مقام معلوم ۝ ١٦٥ - وانا لنحن

ছা-লিল্ জ্বাহীম্। ১৬৪। ওয়া মা মিন্না ইল্লা লাহু মাক্বা-মুম্ মা'লুম। ১৬৫। ওয়া ইন্না লানাহ্‌নুছ

যে দোজখে প্রবেশ করিবে। (১৬৪) এবং ফেরেশ্‌তারা বলে--আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্দিষ্ট স্থান আছে। (১৬৫) এবং নিশ্চয় আমরা

الصافون ج ١٦٦ - وانا لنحن المسبحون ۝ ١٦٧ - وان كانوا ليقولون ۝ ١٦٨ - لو ان

ছা-ফ্‌ফুন। ১৬৬। ওয়া ইন্না লাহাহ্‌নুল মুছাব্বিহুন। ১৬৭। ওয়া ইন্ কা-নূ লাইয়াকূলুন্। ১৬৮। লাউ আন্না

সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত আছি। (১৬৬) এবং নিশ্চয় আমরা তছ্‌বীহ্ পাঠে নিমগ্ন আছি। (১৬৭) এবং তাহারা বলিত। (১৬৮) যদি আমাদের নিকট

عندنا ذكرا من الاولين ۝ ١٦٩ - لكنا عباد الله المخلصين ۝

ই'ন্দিনা-জিক্‌রাম্ মিনাল্ আউওয়ালীন। ১৬৯। লাকুন্না ই'বাদাল্লাহিল্ মুখ্‌লাছীন।

পূর্ববর্তীদের কোন ধর্মগ্রন্থ থাকিত (১৬৯) তবে নিশ্চর আমরা আল্লাহর, অকপট বান্দা হইতাম।

١٧٠ فَكَفَرُوا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○ ١٧١ - وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا

১। ফাকাফারূ বিহী-ফাছাউফা ইয়া'লামুন। ১৭১। ওয়া লাকাদ্ ছাবাকাৎ কালিমাতুনা

(১৭০) অতঃপর তাহারা উহাকে অবিশ্বাস করিল; অতএব শীঘ্রই তাহারা পরিণাম অবগত হইবে।
(১৭১) এবং নিশ্চয় আমার রাসূলগণের জন্য

لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ج ١٧٢ - اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ص ١٧٣ - وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ

লিই'বা-দিনাল্ মুরছালীন। ১৭২। ইন্নাহুম্ লাহুমুল্ মান্ছুরূন্। ১৭৩। ওয়া ইন্না জুনুদানা লাহুমুল্

আমার বাণী বিঘোষিত হইয়াছে। (১৭২) নিশ্চয় তাহারাই সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন (১৭৩) এবং নিশ্চয় আমার সৈন্যগণ

الْغٰلِبُوْنَ ○ ١٧٤ - فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ لا ١٧٥ - وَاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ○

গ্বা-লিবুন্। ১৭৪। ফাতাওয়াল্লা আ'ন্হুম্ হাত্তা-হীন। ১৭৫। ওয়া আব্‌ছিরহুম্ ফাছাউফা ইউব্‌ছিরূন্।

প্রবল থাকিবে। (১৭৪) অতঃপর হে রাসূল! তুমি কিছু সময় পর্যন্ত তাহাদের হইতে বিমুখ থাক। (১৭৫) এবং তাহাদিগকে দেখিতে থাক সুতরাং তাহারাও নিজেদের পরিণতি শীঘ্রই দেখিতে পাইবে।

١٧٦ - اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ○ ١٧٧ - فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ

১৭৬। আফাবি আজা-বিনা-ইয়াছ্‌তা'জিলুন্। ১৭৭। ফাইজা-নাযালা বিছা-হাতিহিম্

(১৭৬) অতঃপর তাহারা কি আমার শাস্তির জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছে? (১৭৭) পরে যখন উহা তাহাদের প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইবে

فَسَاۤءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ○ ١٧٨ - وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ لا ١٧٩ - وَّاَبْصِرْ

ফাছা-আ ছাবাহুল্ মুন্‌জারীন্। ১৭৮। ওয়া তাওয়াল্লা আ'ন্হুম্ হাত্তা হীন। ১৭৯। ওয়া আব্‌ছির্

যে বিষয় ভয় প্রদর্শিত হইয়াছিল সেই প্রভাত খুব নিকৃষ্ট হইবে! (১৭৮) অতএব তুমি কিছু সময় পর্যন্ত বিমুখ থাক। (১৭৯) এবং তুমি দেখিতে থাক,

فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ○ ١٨٠ - سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ج

ফাছাউফা ইউব্‌ছিরূন। ১৮০। ছুবহা-না রাব্বিকা রাব্বিল্ ই'য্‌যাতি আ'ম্মা ইয়াছিফুন।

সুতরাং তাহারাও দেখিতে পাইবে। (১৮০ তাহারা যাহাবলে তাহা হইতে তোমার প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিপালক পবিত্র।

ع ৫ — ৫ রুকু

١٨١ - وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ج ١٨٢ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ع

১৮১। ওয়া ছালা-মুন্ আলাল্ মুরছালীন্। ১৮২। ওয়াল্ হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল্ আ-লামীন।

(১৮১) এবং রাসূলগণের প্রতি শান্তি হউক (১৮২) ও বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা।

ছুরা—ছোয়াদ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্ মিল্লাহির্ রাহ্মানির্ রাহীম। অতি দয়াবান পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৮৮ আয়াত এবং ৫ রুকু

١- صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ط ٢- بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ

১। ছোয়াদ—ওয়াল্ কুর্আনি জিজ্ জিক্র্। ২। বালিল্লাজীনা কাফারূ ফী ইয্যাতিঁউ

(১) ছোয়াদ—উপদেশপূর্ণ কোরআনের শপথ। (২) বরং ধর্মদ্রোহীগণ ঔদ্ধত্য

وَّشِقَاقٍ ج كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ

ওয়া শিকা-ক্। ৩। কাম্ আহ্লাক্না মিন্ ক্বাব্লিহিম্ মিন্ ক্বার্নিন্ ফানা-দাঁউ ওয়ালা-তা

ও কলহে নিমগ্ন রহিয়াছে। (৩) আমি তাহাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে বিনষ্ট করিয়াছি, অতঃপর তাহারা আর্তনাদ করিয়াছিল

حِيْنَ مَنَاصٍ ۝ ٤- وَعَجِبُوْا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ز وَقَالَ

হীনা মানাছ্। ৪। ওয়া আজ্বিবু—আন্ জ্বা- আহুম্ মুন্জিরুম্ মিন্ হুম্, ওয়া ক্বালাল্

কিন্তু উদ্ধারের সময় ছিল না।। (৪) এবং তাহারা আশ্চর্যবোধ করিল যে, তাহাদের মধ্য হইতে একজন তাহাদের নিকট ভয়প্রদর্শনকারীরূপে আসিল! এবং কাফেরগণ

الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ج صلے ٥- اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا

কা ফিরূনা হা-জা ছা-হিরুন্ ক্বাজ্জা-ব। ৬। আজ্বাআ'লাল্ আ-লিহাতা ইলা-হাঁউ

বলিল—এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ঐন্দ্রজালিক! (৬) সে কি অসংখ্য উপাস্যকের বদলে এক উপাস্য

(২) এই ছুরার প্রথম আয়াতগুলির শানে নুজুল হইল এই যে, তিরমিজী শরীফে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, "হজরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলে কাফেরদের মধ্যে এক আহাজারী শুরু হইয়া গেল। এইজন্য কাফেরগণ সমবেতভাবে আবু তালেবের নিকট গমন করিয়া মহানবী (সঃ) সম্পর্কে অনেক কুযুক্তি উথাপনকরিতে লাগিল। তাহাদের এই কটূক্তির জবাবে মহানবী (সঃ) বলিলেন, যদি তাহারা কালেমায়ে তৌহিদের ছায়াতলে চলিয়া আসে, তাহা হইলে সমস্ত বিশ্ব তাহাদের পদানত হইবে। কাফেরগণ কালেমার কথা শুনিয়া বিমর্ষ মুখে উঠিয়া চলিয়া গেল। (ইবনে জারীর, তিরমিজী, মানাকেউল কোরআন)

وَّاحِدًا ج صلے اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝ ٦ - وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ

ওয়াহিদা, ইন্না হা জা লাশাইউন্ উজ্বা-ব। ৬। ওয়ান্ত্বালাক্বাল মালাউ মিন্হুম্

নির্দ্ধারণ করিয়াছে। ইহা তো অতিশয় আশ্চর্যের বিষয়। (৬) এবং তাহাদের দলপতি এই বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল

اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰى اٰلِهَتِكُمْ ج صلے اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ ج ۝

আনিম্শু ওয়াছ্‌বিরূ আ'লা আ-লিহাতিকুম্ ইন্না হা জা লাশাইউঁই ইউরাদ।

তোমরা চলিয়া যাও এবং স্ব স্ব উপাস্যদের প্রতি অবিচল থাক ; নিশ্চয় ইহা উদ্দেশ্য সাধনের ফন্দী।

٧ - مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ج صلے اِنْ هٰذَا اِلَّا اخْتِلَاقٌ ج ۝

৭। মা-ছামি'না বিহা-জা ফিল্ মিল্লাতিল্ আ-খিরাহ্, ইন্ হা-জা ইল্লাখ্‌তিলা-ক।

(৭) আমরা প্রাচীন ধর্মে এরূপ শ্রবণ করি না। ইহা শুধু মিথ্যা কল্পিত।

٨ - ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَيْنِنَا ط بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ

৮। আ উন্‌যিলা আ'লাইহিজ্ জিক্‌রু মিম্ বাইনিনা ; বাল্‌হুম্ ফী শাক্‌কিম্ মিন্

(৮) আমাদের মধ্যে কি তাহারই প্রতি উপদেশ অবতীর্ণ হইল ! বরং তাহারা আমার উপদেশে

ذِكْرِيْ ج بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ط ٩ ۝ - اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ

জিক্‌রী, বাল লাম্মা ইয়াজুকু আজা-ব। ৯। আম্ ই'ন্দাহুম্ খাযা-ইনু রাহ্‌মাতি

সন্দিহান ; বরং তাহারা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করে নাই। (৯) অথবা তাহাদের নিকট কি তোমার পরম দাতা

رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ج ١٠ - اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

রাব্বিকাল্ আযীযিল ওয়াহ্‌হা-ব্। ১০। আম্ লাহুম মুল্‌কুছ্‌ছামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি

ও পরাক্রান্ত প্রতিপালকের করুণার ভাণ্ডার রহিয়াছে ? (১০) অথবা তাহাদের কি আকাশ পৃথিবী ও উহাদের মধ্যস্থ বস্তুসমূহের উপর রাজাধিপত্য

وَمَا بَيْنَهُمَا قف فَلْيَرْتَقُوْا فِي الْاَسْبَابِ ۝ ١١ - جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ

ওয়ামা-বাইনাহুমা ; ফাল্‌ইয়ার্‌তাক্বু ফিল্ আছ্‌বা-ব। ১১। জুন্‌দুম্ মাহুনা-লিকা

আছে ? যদি থাকে তবে সোপান দ্বারা তাহাদের আকাশে আরোহণ করা কর্তব্য। তথায় বহুদলের সেনা

مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ

মাহ্যুমুম্ মিনাল আহ্যা-ব । ১২ । কাজ্জাবাৎ ক্বাব্লাহুম্ কাউমু নুহিঁউ ওয়া আ-দুঁউ

পরাজিত হইবে। (১২) তাহাদের পূর্বে নুহের সম্প্রদায়, আদ

وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ﴿١٢﴾ وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ ط

ওয়া ফ্বিরআ'উনু জুল্ আউতাদ । ১৩। ওয়া ছামুদু ওয়া ক্বাউমুলুত্বিঁউ ওয়া আছ্হা-বুল আইকাহ্

বহু কীলক-অধিকারী ফেরাউন মিথ্যা বলিয়াছিল। (১৩) সামুদ, লুতের সম্প্রদায় ও অরণ্যবাসীগণ অসত্যারোপ করিয়াছে!

اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ﴿١٣﴾ اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ع

ঊলা-ইকাল আহ্যা-ব । ১৪। ইন্ কুল্লুন্ ইল্লা কাজ্জাবার্ রুছুলা ফাহাক্ক্বা ইক্বা-ব।

ইহারা সেই সৈন্যদল। (১৪) প্রত্যেকেই রাসূলগণের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, অতঃপর আমার শাস্তি আসিয়া উপস্থিত হইল।

ع ১ ১ রুকু

﴿١٤﴾ وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ

১৫। ওয়ামা ইয়ানজুরু হা-উলা-ই ইল্লা ছাইহাতাঁউ ওয়া-হিদাতাম্ মা লাহা মিন্

(১৫) তাহারা একটি মাত্র শব্দের প্রতিক্ষা করিতেছে যাহা মোটেই বিলম্ব

(১৫) মক্কার মোশরেকগণ যখন মহানবী (সঃ)-এর নিকট শুনিল যে, কিয়ামতের দিন ডান হাতে কিংবা বামহাতে আমলনামা দেওয়া হইবে। এবং বেহেশ্তিদিগকে বড় বড় নেয়ামত মিলিবে। তখন তাহারা তামাশা করিয়া বলিতে লাগিল যে, আমাদের হিসাবের কাগজ, কিয়ামতের পূর্বেই যদি আল্লাহ দিয়া দেন তাহা হইলে খুবই ভাল হয়। আর যদি জান্নাতের ফল-ফলারী ও নেয়ামতগুলি দুনিয়াতেই আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের একীন হইবে যে, আল্লাহর রাসূল সত্য কথাই বলিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করিলেন যে, হে নবী! আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। কারণ কিয়ামতের শিঙ্গার ফুঁক দেওয়া হইলেই সব মীমাংসা হইয়া যাইবে। ইহা অতীব নিকটবর্তী।

(ইবনে কাছির, খাজেন, তফছীরে দ্বাহ্হাক ও মুক্বাতিল)

فَوَاقٍ ۝ ١٦ - وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝

ফাওয়া-ক্। ১৬। ওয়া কা-লু রাব্বানা আজিজ্জ্ল্ লানা কিত্বানা ক্বাব্‌লা ইয়াউমিল্ হিছা-ব্।

করিবে না। (১৬) এবং তাহারা বলে—হে আমাদের প্রতিপালক! হিসাবের দিবসের পুর্বে শীঘ্র আমাদের অংশ প্রদান করুন।

١٧ - اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗٓ

১৭। ইছ্‌বির আ'লা মা ইয়াকুলুনা ওয়াজ্‌কুর্ আ'বদানা-দাবুদা জাল্ আইদ; ইন্নাহু

(১৭) হে রাসূল! তাহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং শক্তির অধিকারী আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ কর; নিশ্চয় তিনি

اَوَّابٌ ۝ ١٨ - اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ

আউওয়া-ব্। ১৮। ইন্না ছাখ্‌খারনাল্ জ্বিবা-লা মাআ'হু ইউছাব্বিহ্‌না বিল্ আশীয়্যি

অতিশয় প্রত্যাবর্তনকারী ছিলেন। (১৮) আমি পর্বতগুলিকে তাহার আওতাধীন করিয়া দিয়াছিলাম যে, উহারা তাহার সহিত সকাল সন্ধ্যা

(১৭) এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মহানবী (সঃ) কে সান্তনা প্রদান করিয়াছেন যে, কাফেরদিগের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। কেননা তাহারা যাহা কিছুই বলুক না কেন, উহাতে কিছুই আসে যায় না। এবং আপনি হজরত দাউদ (আঃ) এর কথা স্মরণ করুন। যিনি তালুতের অধীনে থাকিয়া জ্বালুত নামক অত্যাচারী ও জালেম বাদশাহকে খতম করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন শক্তিমান ও সাম্রাজ্য পরিচালনার অধিকারী। এমনকি তিনি হাতে শক্ত লোহাকে নরম করিয়া যুদ্ধের পোষাক ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করিতেন। শক্ত লোহা তাহার হাতে নরম পানির মত মনে হইত। অধিকন্তু তিনি রাজস্বের কোন অংশ হইতেই কোন টাকা পয়সা খরচ করিতেন না। বরং তিনি সর্বদা নিজ হাতে কামাই করিয়া জিবিকা নির্বাহ করিতেন। তিনি কখনও দুই দিনের খাদ্য একসঙ্গে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন না। আল্লাহ যেদিন যাহা মিলাইতেন, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। তিনি সর্বদাই আল্লাহর পবিত্রতা ও গুণগান বর্ণনা করিতেন। তাহার চরিত্রে ধৈর্যগুণ পরিপুর্ণ ছিল। (মোজেহুল কোরআন ও কবীর, খাজেন)

وَالْاِشْرَاقِ لا ١٩ - وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ط كُلٌّ لَّهٗ اَوَّابٌ ٥ ٢٠ - وَشَدَدْنَا

ওয়াল্ ইশ্রা-ক। ১৯। ওয়াত্ত্বাইরা মাহ্শুরাহ্; কুল্লুল লাহূ আউওয়া-ব। ২০। ওয়া শাদাদ্না
তছ্বীহ্ পাঠ করিবে। (১৯) এবং পক্ষীকেও একত্রিত করিয়াছিলাম; প্রত্যেকে তাহার আজ্ঞাবহ ছিল।
(২০) এবং আমি তাহার

مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ٥ ٢١ - وَهَلْ اَتٰكَ نَبَؤُا

মুলকাহূ ওয়া আ-তাইনা-হুল্ হিক্মাতা ওয়া ফাছ্লাল্ খিত্বা-ব্। ২১। ওয়া হাল্ আতা-কা নাবা-উল্
রাজত্বকে সুদৃঢ় করিয়াছিলাম এবং তাহাকে বিজ্ঞতা ও বিচার মীমাংসার জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলাম।
(২১) এবং হে রাসূল! তোমার নিকট কি দুইজন বিবাদকারীর সংবাদ

الْخَصْمِ م اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ لا ٢٢ - اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ

খাছ্মি। ইজ্ তাছাউওরুল্ মিহ্রাব্। ২২। ইজ্ দাখালু আলা-দাবুদা ফাফাযিআ'
পৌঁছিয়াছে? যখন তাহারা প্রাচীর টপকাইয়া এবাদতখানায় আসিয়াছিল। (২২) যখন তাহারা দাউদের
নিকট প্রবেশ করিল; অনন্তর তিনি তাহাদের অসময়ে

مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ج خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ

মিন্হুম্ কা-লু লাতাখাফ্, খাছ্মানি বাগ্বা বা'ছুনা আ'লা বা'দিন্ কাহ্কুম্
আগমনে শঙ্কিত হইলেন, তাহারা বলিল—আপনি ভীত হইবেন না; আমরা উভয়ে বিবাদকারী, আমাদের
মধ্যে একজন অপরের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, সুতরাং আপনি

بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ٥ ٢٣ - اِنَّ

বাইনানা বিল্ হাক্কি ওয়ালা তুশ্ত্বিত্ব্ ওয়াহ্দিনা ইলা ছাওয়া—য়িছ্ছিরাত্ব্। ২৩। ইন্না
আমাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত বিচার করিয়া দিন এবং অবিচার করিবেন না ও আমাদিগকে সঠিক পথ প্রদর্শন
করুন। (২৩) নিশ্চয়

هٰذَآ اَخِىْ قف لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِىَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ قف

হাজা আখী লাহু তিছ্উঁ ওয়াতিছ্উ'না না'জাতাউঁ ওয়ালিয়া না'জাতুঁউ ওয়াহিদাহ্;
এই ব্যক্তি আমার ভাই। তাহার নিরানব্বইটি দুম্বা আছে আর আমার একটি মাত্র দুম্বা।

فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ ٥ ٢٤ - قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ

ফাকা-লা আক্ফিলনীহা ওয়া আয্যানী ফিল্ খিত্বা-ব্ ২৪। কা-লা লাকাদ্ জালামা-কা
অতঃপর সে বলে—উহা আমাকে সমর্পণ কর এবং বিবাদ প্রসঙ্গে সে আমাকে কটূক্তি করিয়াছে। (২৪) তিনি
বলিলেন—নিশ্চয় সে তাহার

আয়াত রুকু চিহ্ন

بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ

বিছুওয়ালি না'খাতিকা ইলা নিআ'জ্বিহ্; ওয়া ইন্না কাছিরাম্ মিনাল্ খুলাত্বা—য়ি

দুম্বাগুলির সহিত সংযুক্ত করিতে তোমার দুম্বা চাহিয়া অত্যাচার করিয়াছে এবং নিশ্চয় অধিকাংশ অংশীদার

لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

লাইয়াবগী বা'দুহুম্ আ'লা বা'দিন ইল্লাল্লাজীনা আ-মানু ওয়া আ'মিলুছ্ ছালিহা-তি

একে অপরের প্রতি অবিচার করিয়া থাকে; কিন্তু যাহারা ধর্মবিশ্বাস করিয়া সৎকার্য করিল

وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ط وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ

ওয়া কালীলুম্ মাহুম্; ওয়া জান্না দাবুদা আন্নামা-ফাতান্নাহু ফাছ্তাগ্ফারা রাব্বাহু

অথচ তাহারা অতি নগণ্য। এবং দাউদ (আঃ) ধারণা করিলেন যে, আমি শুধু তাহাকে পরীক্ষা করিলাম, অতঃপর তিনি তাহার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন

وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ۝ ٢٥ - فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ط وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا

ওয়া খার্‌রা রাকিআঁউ ওয়া আনা-ব্। ২৫। ফাগ্বাফার্‌না লাহু জ্বা-লিক্; ওয়া ইন্না লাহু ই'ন্দানা

এবং সেজ্‌দায় পতিত হইলেন ও প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (২৫) অনন্তর আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম। এবং নিশ্চয় তাহার জন্য আমার সমীপে

لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝ ٢٦ - يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً

লাযুলফা ওয়া হুছ্‌না মাআ-ব্। ২৬। ইয়া দা-বুদু ইন্না জ্বাআ'ল্‌না-কা খালীফাতান

নৈকট্য ও সুন্দর প্রত্যাবর্তনস্থল রহিয়াছে। (২৬) হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত

فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى

ফিল আর্‌দ্বি ফাহ্‌কুম্ বাইনান্না-ছি বিল্ হাক্‌ক্বি ওয়ালা তাত্তাবিয়ি'ল হাওয়া

করিলাম, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত বিচার কর এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না

فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

ফ.ইউদ্বিল্লাকা আ'ন্ ছাবীলিল্লাহ; ইন্নাল্লাজীনা ইয়াদ্বিল্লূনা আ'ন্ ছাবীলিল্লাহি

তাহা হইলে উহা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিপদগামী করিবে; নিশ্চয় যাহারা আল্লাহর পথ হইতে বিপথগামী হয়,

সেজ্‌দাহ

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ع ٢٧ - وَمَا خَلَقْنَا

লাহুম্ আজা-বুন্ শাদীহুম্ বিমা নাছু ইয়াউমাল্ হিছা-ব্। ع ২৭। ওয়ামা খালাক্ব্নাছ্

তাহাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রহিয়াছে—যেমন তাহারা হিসাবের দিবসকে ভুলিয়া থাকে। (২৭) এবং আমি আকাশ পৃথিবী

ع ২ | ২ রুকু

السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ط ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ

ছামা-আ ওয়াল্ আর্দ্বা ওয়ামা বাইনাহুমা বা-ত্বিলা ; জা-লিকা জান্নুল্লাজীনা

ও তদুভয়ের মধ্যস্থিত সমুদয় বস্তুকে অনর্থক সৃষ্টি করি নাই। ইহা ধর্ম অমান্যকারীদের ধারণা.

كَفَرُوا ج فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ط ٢٨ - أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ

কাফারূ ফাওয়াইলুল্ লিল্লাজীনা কাফারূ মিনান্না-র। ২৮। আম্ নাজ্ব্আ'লুল্লাজীনা

অনন্তর ধর্ম অমান্যকারীদের জন্য দোজখের আক্ষেপ। (২৮) আমি কি ঈমানদার

اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ز أَمْ نَجْعَلُ

আ-মানু ওয়া আ'মিলুছ্ ছালিহাতি কাল্মুফছিদীনা ফিল্ আরদ্বি আম্ নাজ্ব্আ'লুল্

ও সৎকর্মশীলগণকে দেশে উপদ্রবকারীদের সমকক্ষ করিব? অথবা আমি কি

الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ٢٩ - كِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ إِلَيْكَ مُبٰرَكٌ

মুত্তাক্বিনা কাল্ ফুজ্জার্? ২৯। কিতাবুন্ আন্যাল্না-হু ইলাইকা মুবা-রাকুল্

ধর্মভীরুগণকে অসৎলোকদের সমকক্ষ করিব? (২৯) ইহা বরকত পূর্ণ কিতাব যাহা তোমার নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি।

لِّيَدَّبَّرُوا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ٣٠ - وَوَهَبْنَا

লিইয়াদ্দাব্বারূ আ-ইয়া-তিহী ওয়া লিইয়াতাজ্বাক্কারা উলুল্ আল্বা-ব। ৩০। ওয়া ওয়াহাব্না

যেন জ্ঞানীবৃন্দ উহার আয়াতসমূহ চিন্তা করে ও উপদেশ গ্রহণ করে। (৩০) এবং আমি দাউদকে

لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ط نِعْمَ الْعَبْدُ ط إِنَّهٗ أَوَّابٌ ط ٣١ - إِذْ عُرِضَ

লিদাবুদা ছুলাইমান্; নি'মাল্ আবদু; ইন্নাহু আউওয়া-ব। ৩১। ইজ্ উ'রিদ্বা

পুত্ররূপে সুলাইমানকে প্রদান করিলাম। কি উত্তম বান্দা! যেহেতু তিনি অতিশয় প্রত্যাবর্তনকারী ছিলেন।

عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ۙ ٣٢ - فَقَالَ اِنِّىْٓ اَحْبَبْتُ

আ'লাইহি বিল্ আ'শীইছ্ ছা ফিনা-তুল্ জিইয়া-দ। ৩২। ফাকা-লা ইন্নী আহ্বাব্তু

(৩১) সন্ধ্যার সময় যখন তাঁহার সমীপে দ্রুতগামী উৎকৃষ্ট অশ্বগুলি পেশ করা হইল। (৩২) অতঃপর তিনি বলিলেন—নিশ্চয় আমার

حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۚ قف ٣٣ - رُدُّوْهَا

হুব্বাল্ খাইরি আ'ন্ জিক্‌রি রাব্বী, হাত্তা তাওয়া-রাত্ বিল্ হিজ্বাব। ৩৩। রুদ্দূহা

প্রতিপালকের স্মরণোদ্দেশ্যে ধনৈশ্বর্য্যকে প্রিয় জ্ঞান করিয়াছি ; এমন কি সূর্য্য অন্ধকারের পর্দায় অস্তমিত হইল। (৩৩) তোমরা ঐগুলি

عَلَىَّ ۭ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ٣٤ - وَلَقَدْ فَتَنَّا

আলাইয়্যা ; ফাত্বাফিকা মাছ্হাম্ বিছ্ছুকি ওয়াল্ আ'না-ক্। ৩৪। ওয়া লাকাদ্ ফাতান্না

আমার নিকট পুনর্বার আনয়ন কর, অতঃপর তিনি ঐগুলির পদ ও গ্রীবাদেশের উপর হস্ত ফিরাইতে লাগিলেন। (৩৪) এবং নিশ্চয় আমি

(৩২) একদা হজরত সুলাইমান জানিতে পারিলেন যে, আল্লাহর কুদরতের ফলে দরিয়া হইতে এক প্রকার উত্তম ঘোড়া উত্থিত হয় এবং উহারা সমুদ্রতীরে বিচরণ করতঃ সন্ধ্যা হইলে নদীতে অদৃশ্য হইয়া যায়। তিনি ধারণা করিলেন যে, যদি সমুদ্রের সেই নির্দিষ্ট তীরে একদল মাদী ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সমুদ্র হইতে উত্থিত নর ঘোড়াগুলির সহিত ইহারা সম্মিলিত হইবে এবং উত্তম জাতের ঘোড়ার বাচ্চা পয়দা হইবে যাহা দ্বারা যুদ্ধকাজ চালানো অত্যন্ত সহজ হইবে। সুতরাং তাহার ধারণা অনুসারে সকল ব্যবস্থা করা হইল এবং ইহাতে সুন্দর সুন্দর ঘোড়ার বাচ্চা পয়দা হইল। তিনি সেই বাচ্চাগুলিকে আগ্রহভরে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে আজিফার সময় চলিয়া গেল। আছরের নামাজের সময় অতিবাহিত হইয়া সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। এমন সময় হজরত সুলাইমানের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তিনি ভীষণ লজ্জিত হইলেন এবং অজিফা ও নামাজ সুষ্ঠুভাবে আদায় করিলেন। অতঃপর আল্লাহর মহব্বতের জোশে কাঁপিতে লাগিলেন এবং শানিত কৃপান হস্তে উক্ত ঘোড়ার বাচ্চাগুলির সামনে হাজির হইয়া ইহাদিগকে নিধন করিতে লাগিলেন। একে একে সবগুলিকে কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর আল্লাহর এবাদতে নিমগ্ন হইয়া সমস্ত মাল ও দৌলতের মহববৎ অন্তর হইতে দুর করিয়া দিলেন।

(মোজেহুল কোরআন মানাফেউল কোরআন)

سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۝٣٥ قَالَ

ছু'লাইমা-না ওয়া আল্‌কাইনা আ'লা-কুর্‌ছীয়্যিহী জ্বাছাদান্‌ ছুম্মা আনা-ব। ৩৫। ক্বা-লা

সুলাইমানকে পরীক্ষা করিলাম এবং তাঁহার সিংহাসনের উপর দেহী স্থাপন করিলাম, পুনরায় তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন। (৩৫` তিনি বলিলেন—

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِىْ ج اِنَّكَ

রাব্বিগ্‌ফির্‌লী ওয়া হাব্‌লী মুল্‌কান্‌ লা ইয়াম্‌বাগ্বী লিআহাদিম্‌ মিম্‌ বা'দী, ইন্নাকা

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এরূপ রাজত্ব প্রদান করুন যাহা আমার পরে অন্য কাহারো পক্ষে সম্ভব না হয়, নিশ্চয় আপনি

اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝٣٦ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ

আন্তাল্‌ ওয়াহ্‌হাব্‌। ৩৬। ফাছাখ্‌খার্‌না লাহুর্‌রীহা তাজ্‌রী বিআম্‌রিহী রুখাআন্‌ হাইছু

অতীব দাতা। (৩৬) অতঃপর আমি বায়ুকে তাঁহার আয়ত্তাধীন করিয়া দিলাম, তিনি যেখানে পৌঁছিতে ইচ্ছা করিতেন তাঁহার আদেশে তথায় উহা মৃদু গতিতে

اَصَابَ لا ۝٣٧ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ لا ۝٣٨ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ

আছা-ব। ৩৭। ওয়াশ্‌শাইয়া-ত্বীনা কুল্লা বান্নায়িঁউ ওয়া গ্বাউওয়া-ছ। ৩৮। ওয়া আ-খারীনা মুকার্‌রানীনা

সঞ্চারিত হইত। (৩৭) এবং দৈত্যগণকেও গৃহনির্মাতা ও ডুবুরীরূপে নিযুক্ত করিলাম। (৩৮) এবং অন্যান্যকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ রূপে

(৩৪) হজরত সুলাইমান জেহাদের ব্যাপারে আমীর উমরাহগণের প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন। কারণ তাহারা জিহাদের দিকে শৈথিল্য প্রদর্শন করিত। তিনি মনে করিলেন যে, স্বীয় সত্তর জন বিবির ঘরে সন্তান হইলে, তাহাদের দ্বারাই জেহাদের কাজ আঞ্জাম দিবেন। কিন্তু ইন্‌শাআল্লাহ বলিতে ভুলিয়া গেলেন। ফলে কেবল মাত্র একজন স্ত্রীর গর্বে একটি ছেলে হইল তাহাও অর্ধাঙ্গ মাত্র। সিংহাসনের পাশে রাখিলে তিনি লজ্জিত হইতেন এবং আল্লাহর নিকট মাগফেরাত কামনা করিলেন। ইহাই হইল হজরত সুলাইমানের পরীক্ষা।

(মোজেহুল কোরআন, মানাফিউল কোরআন)

فِي الْأَصْفَادِ ٥ ٣٩ - هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥

ফিল আছ্ফা-দ। ৩৯। হা-জা আ'তা-উনা ফামনুন্ আউ আম্ছিক্ বিগ্বাইরি হিছা-ব।

(৩৯) ইহা আমার অগণিত দান, অতঃপর তুমি দান কর অথবা রাখিয়া দাও।

৪ | ৩ | ৩ রুকু

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ع ٤٠ - وَاذْكُرْ عَبْدَنَا

৪০। ওয়া ইন্না লাহু ই'ন্দানা লাযুল্ফা ওয়া হুছ্না মাআ-ব। ع ৪১। ওয়াজ্কুর্ আব্দানা

(৪০) এবং নিশ্চয় আমার সমীপে তাঁহার জন্য নৈকট্য ও রমণীর বাসস্থান রহিয়াছে। (৪১) এবং তুমি আমার বান্দা

ওয়াক্ফে লাজিম

أَيُّوبَ م إِذْ نَادٰى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ

আইয়ুব্। ইজ্ না-দা রাব্বাহূ আন্নী মাছ্ছানিয়াইয়াশ্ শাইত্বা-নু বিনুছ্বি'উ

আইউবকে স্মরণ কর। যখন তিনি তাঁহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিলেন নিশ্চয় শয়তান কষ্ট ও রোগযন্ত্রণা দিবার উদ্দেশ্যে আমাকে

وَّعَذَابٍ ٥ ٤٢ - أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ج هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ

ওয়া আ'জা-ব। ৪২। উর্কুদ্ব্ বিরিজ্লিক্, হা-জা মুগ্তাছালুন্ বা-রিদুঁউ

স্পর্শ করিয়াছে। (৪২) তুমি মৃত্তিকায় স্বীয় পদাঘাত কর, ইহা স্নিগ্ধ স্নানাগার

وَّشَرَابٌ ٥ ٤٣ - وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا

ওয়া শারা-ব্। ৪৩। ওয়া ওয়াহাব্না লাহূ আহ্লাহু ওয়া মিছ্লাহুম্ মাআ'হুম্ রাহ্মাতাম্ মিন্না

ও পানীয়। (৪৩) এবং আমি তাহাকে তাহার পরিবারবর্গ ও তাহাদের সহিত তদনুরূপ প্রদান করিলাম আমার অনুগ্রহে

وَذِكْرٰى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ٥ ٤٤ - وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهِ

ওয়া জিক্রা লিউলিল্ আল্বা-ব্। ৪৪। ওয়া খুজ্ বিয়াদিকা দ্বিগ্ছান্ ফাদ্ব্রিব্ বিহী

এবং ইহা জ্ঞানীবৃন্দের জন্য উপদেশ। (৪৪) এবং তুমি একমুষ্ঠি শুষ্ক তৃণগুচ্ছ স্বীয় হস্তে ধারণ কর অতঃপর উহা দ্বারা প্রহার কর

وَلَا تَحْنَثْ ط إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا ط نِعْمَ الْعَبْدُ ط إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ٥

ওয়ালা তাহ্নাছ ; ইন্না ওয়াজাদ্না-হু ছা-বিরা ; নি'মাল্ আব্দু ; ইন্নাহু আউওয়া-ব্ ;

এবং শপথ ভঙ্গ করিও না। আমি তাহাকে ধৈর্য্যশীলরূপে পাইলাম। কি উত্তম বান্দা ! নিশ্চয় তিনি অতিশয় প্রত্যাবর্তনকারী ছিলেন।

৪৫ - وَاذْكُرْ عِبَٰدَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ أُولِى الْأَيْدِى

৪৫। ওয়াজ্কুর্ ই'বাদানা ইব্রা-হীমা ওয়া ইছ্হা-ক্বা ওয়া ইয়া'ক্বুবা উলিল্ আইদী

(৪৫) এবং তুমি হস্তসমূহের অধিকারী চক্ষুষ্মান আমার বান্দা ইব্রাহিম ইছহাক ও ইয়াকুবকে

وَالْأَبْصَٰرِ ٥ ৪৬ - إِنَّآ أَخْلَصْنَٰهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ج ৪৭ - وَإِنَّهُمْ

ওয়াল্ আব্ছা-র্। ৪৬। ইন্না আখ্লাছ্নাহুম্ বিখা-লিছাতিন্ জিক্রাদ্দা-র। ৪৭। ওয়া ইন্নাহুম্

স্মরণ কর। (৪৬) আমি তাহাদিগকে পরকালের স্মরণের জন্য নির্বাচিত করিয়াছিলাম। (৪৭) এবং নিশ্চয় তাহারা

عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ط ৪৮ - وَاذْكُرْ إِسْمَٰعِيلَ وَالْيَسَعَ

ই'ন্দানা লামিনাল্ মুছ্তাফাইনাল্ আখ্ইয়াইর। ৪৮। ওয়াজ্কুর ইছমাঈলা ওয়াল ইয়াছাআ'

সৎলোকদের মধ্যে আমার নিকট মনোনীত। (৪৮) এবং তুমি ইছ্মাঈল, অল্ইয়াছা

(৪৫) তফসীরে মোজেহুল কোরআনে এই আয়াতের তফসীরে বলা হইয়াছে যে, তাহারা হস্তদ্বারা আল্লাহর বন্দেগী করিত এবং চক্ষুর দ্বারা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া ঈমান ও একিনকে মজবুত করিয়া লইত। কোন কোন মোফাছ্ছেরীন বলেন যে, উলিল্ আইদি অর্থ রাজত্ব ও রাজ্যপাট এবং আবছার অর্থ রাজ্যশাসনের ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা। সুতরাং এই আয়াতে বর্ণিত তিনজন নবীই ছিলেন, একদিকে নবী এবং অন্যদিকে বাদশা। তাহাদের বাদশাহী অনেক বিস্তৃত ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন যে, উহার অর্থ এই যে, তাহারা দ্বীন ও ঈমানের ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত মজবুত ও পাকা পোক্ত এবং হেদায়েতের ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত দূরদর্শী ও বিচক্ষণতার অধিকারী। ঈমান ও হেকমতের দ্বারা তাহারা সর্বদা কাজ-কাম আঞ্জাম দিতেন।

(কবীর, খাজেন, মানাফিউল কোরআন)

وَذَا الْكِفْلِ ط وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ۝ ٤٩ - هٰذَا ذِكْرٌ ط وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ

ওয়া জাল্‌কিফ্‌লি ; ওয়া কুল্লুম্ মিনাল্ আখ্‌ইয়া-র্। ৪৯। হা-জা জিক্‌র্ ; ওয়া ইন্না লিল্‌মুত্তাক্বীনা

স্মরণ কর ; এবং সকলেই সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (৪৯) ইহা উপদেশ ; এবং নিশ্চয় ধর্মভীরুগণের জন্য

لَحُسْنَ مَاٰبٍ لا ٥٠ - جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ج

লাহুছ্‌না মাআ'-ব। ৫০। জান্নাতি আ'দ্‌নিম্ মুফাত্তাহাতাল্ লাহুমুল্ আব্‌ওয়া-ব।

রমণীয় বাসস্থান। (৫০) তাহাদের জন্য বেহেশ্‌তি উদ্যানের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে।

٥١ - مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ۝

৫১। মুত্তাকিয়ীনা ফীহা-ইয়াদ্‌উ'না ফীহা-বিফাকিহাতিন্ কাছীরাতিঁউ ওয়া শারা-ব্।

(৫১) তথায় তাহারা অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় থাকিবে—তাহারা তথায় প্রচুর ফল ও পানীয় চাহিবে।

٥٢ - وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ۝ ٥٣ - هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ

৫২। ওয়া ই'ন্‌দাহুম্ ক্বা-ছিরা-তুৎ ত্বারফি আত্‌রা-ব। ৫৩। হা-জা মা তূআ'দুনা লিইয়াউমিল্

(৫২) এবং তাহাদের পার্শ্বে নিম্ন দৃষ্টিসম্পন্ন সমবয়স্কা রমণীগণ থাকিবে। (৫৩) ইহা তাহা—যাহা কিয়ামতের দিনের জন্য তোমাদের সহিত অঙ্গীকার

الْحِسَابِ ۝ ٥٤ - اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ج صلے ٥٥ - هٰذَا ط وَاِنَّ

হিছা-ব্। ৫৪। ইন্না হা-জা লারিয্‌ক্বুনা মা-লাহূ মিন্ নাফাদ্। ৫৫। হা-জা ; ওয়া ইন্না

করা হইয়াছে। (৫৪) নিশ্চয় ইহা আমার জীবিকা, যাহা নিঃশেষ হইবে না। (৫৫) ইহাই ; এবং নিশ্চয়

لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ج ٥٦ - جَهَنَّمَ ج يَصْلَوْنَهَا ج فَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

লিত্বা-গ্বীনা লাশার্‌রা মাআ-ব। ৫৬। জাহান্নাম্, ইয়াছলাউ নাহা, ফাবি'ছাল মিহা-দ্।

ধর্ম বিদ্রোহীদের জন্য অতি নিকৃষ্ট বাসস্থান। (৫৬) দোজখ রহিয়াছে, তথায় তাহারা গমন করিবে ; অনন্তর উহা কি নিকৃষ্ট স্থান।

(৫০) জান্নাতে আদন, আট বেহেশ্‌তের একটি বেহেশ্‌ত। ইহার দ্বারসমূহ পুণ্যবান বান্দাদের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত থাকিবে। উহার মধ্যে সুখ ও আরামের কোন প্রকার কমি হইবে না। উহা সুগন্ধপূর্ণ হইবে। উহার এক বিন্দু সুগন্ধ যদি পৃথিবীতে পতিত হইত, তাহা হইলে সমস্ত দুনিয়ার আকাশ-বাতাস সুগন্ধে মুখরিত হইয়া যাইত এবং কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন দুর্গন্ধ থাকিত না।

(তুররে মানছুর)

৫৭ - هٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۝ ৫৮ - وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ

৫৭। হা-জা ফাল্ ইয়াজুক্ূহু হামীমুঁউ ওয়া গ্বাচ্ছাক্ব । ৫৮। ওয়া আ-খারু মিন্ শাক্‌লিহী
(৫৭) ইহা অতঃপর তাহাদিগকে উহার স্বাদ গ্রহণ করিতে দাও যাহা উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ। (৫৮) এবং
অনুরূপ আকারের অন্যান্য

أَزْوَاجٌ ط ৫৯ - هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ج لَا مَرْحَبًا

আয্‌ওয়া-জ্ব । ৫৯। হা-জা ফাউজুম্ মুক্‌তাহিমুম্ মাআ'কুম্, লা মার্‌হাবাম্
বস্তুসমূহ। (৫৯) এই দলও তোমাদের সহিত দোযখে প্রবেশ করিবে, 'তাহাদের বিরূপ সম্বর্দ্ধনা।

بِهِمْ ط إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۝ ৬০ - قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ قف لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ط أَنْتُمْ

বিহিম্; ইন্নাহুম্ ছা-লুন্না-র। ৬০। ক্বা-লু বাল আন্তুম্; লা মার্‌হাবাম্ বিকুম্; আন্তুম্
নিশ্চয় তাঁহারা দোযখে প্রবেশ করিবে। (৬০) তাহারা বলিবে—বরং তোমাদেরই বিরূপ সম্বর্দ্ধনা।
কেননা তোমরাই

قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ج فَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝ ৬১ - قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا

ক্বাদ্দামতুমূহু লানা, ফাবি'ছাল ক্বারা-র। ৬১। ক্বা-লু রাব্বানা মান্ ক্বাদ্দামা লানা-হাজা
ইহা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলে, কি শোচনীয় স্থান। (৬১) তাহারা বলিবে—হে আমাদের
প্রতিপালক! যে সম্মুখে ইহা উপস্থিত করিয়াছিল

فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ۝ ৬২ - وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا

ফাযিদ্‌হু আ'জা-বান্ দ্বি'ফান্ ফিন্না-র্। ৬২। ওয়া ক্বা-লু মা লানা লা নারা-রিজ্বা-লান্
তাহার প্রতি দোযখে শাস্তির দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত করুন। (৬২) এবং তাহারা পরস্পর বলিবে—আমাদের কি হইল
আমরা যাহাদিগকে

كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ط ৬৩ - أَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ

কুন্না নাউ'দ্দুহুম্ মিনাল আশ্‌রা-র। ৬৩। আত্তাখাজ্‌না-হুম্ ছিখ্‌রিইয়্যান্ আম্ যা-গ্বাৎ
মন্দলোক বলিয়া মনে করিতাম তাহাদিগকে দেখিতেছি না। (৬৩) আমরা কি অন্যায়ভাবে তাহাদিগকে
বিদ্রূপ করিতাম অথবা তাহাদের দেখিতে

(৬০) দোজখে দাখিল হইবার জন্য যাহারা নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে তাহাদিগকে দোজখের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তাহাদের অনুসারীগণ তাহাদের প্রতি অভিসম্পাৎ বর্ষণ করিয়া বলিতে থাকিবে যে, "তোমাদেরই জন্য আজ আমরা আজাবের ভাগী হইয়াছি। সুতরাং তোমাদের উপর দ্বিগুণ আজাব বর্ষিত হউক।"

(তাফ্‌হীম, কবীর)

ع ৪ — ৪ রুকু

عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ۝ ٦٤ - اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ع

আ'নহুমুল্ আব্‌ছা-র। ৬৪। ইন্না জা-লিকা লাহাক্‌কুন্ তাখা-ছুমু আহ্‌লিন্নার।
চক্ষুগুলি দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াছে ? (৬৪) দোজখবাসীদের পরস্পর বিবাদ করা, নিশ্চয় ইহা সত্য।

٦٥ - قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ صلے وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ

৬৫। কুল্ ইন্নামা আনা মুনজিরুঁউ ওয়ামা মিন্ ইলা-হিন ইল্লাল্লা-হুল্ ওয়া-হিদুল্
(৬৫) তুমি বল—আমি শুধু ভয় প্রদর্শনকারী ; এবং প্রবল প্রতাপান্বিত একক আল্লাহ্ ব্যতীত আর অন্য কেহই

الْقَهَّارُ ج ٦٦ - رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ

কাহ্‌হা-র্। ৬৬। রাব্বুছ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ওয়া মা বাইনাহুমাল্ আ'যীযুল্
উপাস্য নাই। (৬৬) তিনি আকাশ-পৃথিবী ও উহাদের মধ্যস্থ সমস্ত বস্তুর পরাক্রমশালী অতীব ক্ষমাকারী

الْغَفَّارُ ۝ ٦٧ - قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ لا ٦٨ - اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ۝ ٦٩ - مَا كَانَ

গ্বাফ্‌ফা-র। ৬৭। কুল্ হুওয়া নাবাউন্ আ'জীম্। ৬৮। আন্তুম্ আ'নহু মু'রিদ্বুন। ৬৯। মা কা-না
প্রতিপালক। (৬৭) তুমি বল--ইহা মহা-সংবাদ। (৬৮) তোমরা ইহা হইতে বিমুখ হইতেছ। (৬৯) উর্দ্ধজগতে যখন

لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝ ٧٠ - اِنْ يُّوْحٰٓى

লিয়া মিন্ ই'ল্‌মিম্ বিল্ মালা ইল আ'-লা- ইজ্ ইয়াখ্‌তাছিমূন্। ৭০। ইইউহা
তাহারা পরস্পর বিতর্ক করিতেছিল, তখন আমি কোন সংবাদ জানিতাম না। (৭০) আমার প্রতি

اِلَيَّ اِلَّآ اَنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ ٧١ اِذْ قَالَ رَبُّكَ

ইলাইয়্যা ইল্লা আন্নামা আনা নাজীরুম্ মুবীন। ৭১। ইজ্ কা-লা রাব্বুকা
ইহাই প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে, আমি শুধু প্রকাশ্যরূপে ভয় প্রদর্শন করিব। (৭১) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্‌তা মণ্ডলীকে

لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ۝ ٧٢ - فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ

লিল্‌মালা- ইকাতি ইন্নী খা-লিকুম্ বাশারাম্ মিন্ ত্বীন। ৭২। ফা ইজা ছাউওয়াইতুহূ
বলিলেন,— আমি মৃত্তিকা হইতে মানব সৃষ্টি করিব। (৭২) অতঃপর যখন আমি উহাকে সুসম্পন্ন করিব

وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ٥ ٧٣ - فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ

ওয়া নাফাখ্‌তু ফীহি মির্‌রূহী ফাকাউ' লাহু ছা-জিদীন । ৭৩ । ফাছাজাদাল্‌ মালা- ইকাতু

এবং উহাতে স্বীয় আত্মা ফুৎকার করিব অনন্তর তোমরা তাহার জন্য সেজদায় পতিত হইবে। (৭৩) অতএব ইবলীছ ব্যতীত সকল

كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ لا ٧٤ - اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ٥

কুল্লুহুম্‌ আজ্‌মাউ'ন । ৭৪ । ইল্লা ইব্‌লীছ ; ইছ্‌তাক্‌বারা ওয়া কা-না মিনাল্‌ কা-ফিরীন ।

ফেরেশ্‌তা সেজদায় পতিত হইল। (৭৪) সে অহঙ্কার করিল এবং আদেশ অমান্যকারীদের দলভুক্ত হইল

٧٥ - قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ

৭৫ । কা-লা- ইয়া ইব্‌লীছু মা-মানাআ'কা আন্‌ তাছ্‌জুদা লিমা-খালাক্‌তু

(৭৫) তিনি বলিলেন—রে ইব্‌লীছ ! আমি যাহা স্বীয় উভয় হস্ত দ্বারা সৃজন করিয়াছি উহাকে সেজদা করিতে কে তোকে

بِيَدَيَّ ط اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ٥ ٧٦ - قَالَ اَنَا خَيْرٌ

বিইয়াদাইয়্যা ; আছ্‌তাক্‌বার্‌তা আম্‌ কুন্তা মিনাল্‌ আ'-লীন । ৭৬ । কা-লা আনা-খাইরুম্‌

নিষেধ করিয়াছে ? তুই কি অহঙ্কার করিতেছিস্‌ অথবা তুই উচ্চতর মর্যাদাশালী ? (৭৬) সে বলিল আমি তাহার অপেক্ষা

مِّنْهُ ط خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ٥ ٧٧ - قَالَ فَاخْرُجْ

মিন্‌হু ; খালাক্‌তানী মিন্‌ না-রিঁউ ওয়া খালাক্‌তাহূ মিন্‌ ত্বীন । ৭৭ । কা-লা ফাখ্‌রুজ্‌

উত্তম ; আপনি আমাকে অগ্নি হইতে সৃজন করিয়াছেন এবং তাহাকে সৃজন করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে। (৭৭) তিনি বলিলেন—অনন্তর তুই এখনই 'দূরহ'

مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ج صلے ٧٨ - وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ٥

মিন্‌হা-ফা-ইন্নাকা রাজীম্‌ । ৭৮ । ওয়া ইন্না আ'লাইকা লা'নাতী ইলা-ইয়াউ মিদ্দীন্‌ ।

নিশ্চয় তুই বিতাড়িত, (৭৮) এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তোর প্রতি আমার অভিসম্পাৎ।

٧٩ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ٥ ٨٠ - قَالَ فَاِنَّكَ

৭৯ ! কা-লা রাব্বি ফাআন্‌জির্‌নী ইলা ইয়াউমি ইউবআ'ছূন । ৮০ । কা-লা ফাইন্নাকা

(৭৯) সে বলিল—হে আমার প্রতিপালক ! পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত আমাকে অবসর প্রদান করুন।
(৮০) তিনি বলিলেন—তোকে

مِنَ الْمُنْظَرِينَ ○ ٨١- اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ○ ٨٢ - قَالَ فَبِعِزَّتِكَ

মিনাল্ মুন্‌জারীন। ৮১। ইলা ইয়াউমিল্ ওয়াক্‌তিল মা'লূম্। ৮২। ক্বা-লা ফাবিই'য্‌যাতিকা

(৮১) নির্দ্ধারিত সময় পর্যন্ত অবসর দেওয়া হইল। (৮২) সে বলিল—আপনার মর্যাদার শপথ,

لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۙ○ ٨٣ - اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ○ ٨٤ - قَالَ

লাউগ্‌বিইয়ান্নাহুম্ আজ্‌মায়ী'ন। ৮৩। ইল্লা ই'বা-দাকা মিন্‌হুমুল মুখ্‌লাছীন। ৮৪। ক্বা-লা

আপনার (৮৩) অকপট বান্দাগণ ব্যতীত নিশ্চয় আমি তাহাদের সকলকে বিপথগামী করিব।

(৮৪) তিনি বলিলেন—

فَالْحَقُّ ز وَالْحَقَّ اَقُوْلُ ج ○ ٨٥ - لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ

ফাল্ হাক্কু ওয়াল্ হাক্‌কা আকূল। ৮৫। লাআম্‌লায়ান্না জাহান্নামা মিন্‌কা ওয়া মিম্মান্

অতঃপর ইহা সত্য কথা, আমি সত্য কথাই বলি। (৮৫) নিশ্চয় আমি তোকে ও যাহারা তোর অনুসরণ করে

تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○ ٨٦ - قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ

তাবিআ'কা মিন্‌হুম্ আজ্‌মায়ী'ন। ৮৬। ক্বুল্ মা আছ্ আলুকুম্ আ'লাইহি মিন্

তাহাদের সকলের দ্বারা দোজখ পূর্ণ করিব। (৮৬) তুমি বল—আমি তোমাদের নিকট উহার কোন প্রতিদান

اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ○ ٨٧ - اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ

আজ্‌রিঁউ ওয়ামা আনা মিনাল্ মুতাকাল্লিফী'ন। ৮৭। ইন্ হুওয়া ইল্লা জিক্‌রুল্

চাহি না এবং আমি কপটাচারীদের অন্তর্ভুক্ত নহি। (৮৭) উহা বিশ্বজগতের জন্য

ع
৫
—
৫
রুকু

لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ ٨٨ - وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ ع

লিল্ আ'লামীন। ৮৮। ওয়ালা তা লামুন্না নাবাআহূ বা'দা হীন। ع

উপদেশ (৮৮) এবং অল্পদিন পরে তোমরা উহার অবস্থা অবশ্যই অবগত হইবে।

(৮৫) আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, যাহারা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবে এবং শয়তানী খাছ্‌লতকে এখ্‌তিয়ার করিবে, তাহাদের দ্বারাই তিনি দোজখকে পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন। এই দোজখবাসীদের সহিত শয়তানও থাকিবে। সুতরাং শয়তানী খাছ্‌লতের পায়বন্দ যাহারা হইবে, তাহারা অবশ্যই দোজখবাসী হইবে। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

(তাফ্‌হীম, আজিজী, হুসায়নী)

ছুরা—যুমার ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্ মিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম। অতি দয়াবান পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৭৫ আয়াত এবং ৮ রুকু।

١- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○ ٢- اِنَّآ اَنْزَلْنَآ

১। তান্ যীলুল্ কিতা-বি মিনাল্লাহিল্ আযীযিল্ হাকীম। ২। ইন্না আন্ যাল্ না

(১) বিজ্ঞ পরাক্রমশালী আল্লাহর তরফ হইতে এই কোরআন অবতীর্ণ। (২) আমি তোমার প্রতি

اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ط ○ ٣- اَلَا

ইলাইকাল্ কিতাবা বিল্ হাক্ কি ফা'বুদিল্লা-হা মুখ্ লিছাল্ লাহুদ্দীন। ৩। আলা

সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি; অতঃপর তুমি অকপট চিত্তে তদীয় উদ্দেশ্যে আদেশ পালন করিয়া আল্লাহর উপাসনা কর। (৩) সাবধান

لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ط وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ م

লিল্লাহিদ্দীনুল্ খা-লিছ্; ওয়াল্লাজীনাত্তাখাজূ মিন্ দূনিহী আউলিইয়া-আ।

আল্লারই জন্য অকৃত্রিম ইবাদৎ এবং যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্যান্যকে রক্ষকরূপে গ্রহণ করিয়াছে

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ط اِنَّ اللّٰهَ

মা না'বুদুহুম্ ইল্লা লিইউকার্ রিবূনা ইলা ল্লাহি যুল্ ফা; ইন্নাল্লাহা

তাহারা বলে—আমরা এই জন্য তাহাদের পুজা করি যে, তাহারা আমাদিগকে আল্লাহর নিকটবর্তী করিয়া দিবে; নিশ্চয় আল্লাহ

(৩) খালেছ দ্বীন ও ধর্ম আল্লাহরই জন্য। আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও এবাদত ও উপাসনা করা চলিবে না। যাহারা এখ্ লাছের সহিত আল্লাহর এবাদত করে না. তাহারা পরকালে নাজাতের আশাও করিতে পারে না। কেননা এবাদতের মূল সারবস্তু হইল এখলাছ বা আল্লাহর উপর একান্ত ভরসা করা। এই ভরসার ফলে আল্লাহর রেজামন্দি ও খোশনুদী হাসিল হয় এবং আল্লাহর রহমতে কামেলা অবতারিত হইতে থাকে। এই এখ্ লাছ হাসিল করিতে হইলে বান্দার উচিৎ নিরলস চেষ্টা ও রিয়াজত ও মোজাহাদা করা।

(খাজেন, মাদারেক ও মানাফিউল কোরআন)

আয়াতে স্ক্বিক লাজিম

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ط إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي

ইয়াহ্‌কুমু বাইনাহুম্ ফী মা হুম্ ফীহি ইয়াখ্‌তালিফূন্ ; ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহ্‌দী

তাহাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করিয়া দিবেন যাহা তাহারা মতভেদ করিয়াছে ; নিশ্চয় আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী

مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ○ ٤ - لَوْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا

মান্ হুয়া কা-জিবুন্ কাফ্‌ফার । ৪ । লাউ আরাদাল্লাহু আঁই ইয়াত্তাখিজা ওয়ালাদাল্

অকৃতজ্ঞকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। (৪) যদি আল্লাহ কাহাকেও সন্তানরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিতেন

لَاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لا سُبْحٰنَهٗ ط هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ

লাছ্‌ত্বাফা মিম্মা ইয়াখ্‌লুকু মা ইয়াশাউ ছুব্‌হানাহূ ; হুওয়াল্লা-হুল্ ওয়াহিদুল্

তবে স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে মনোনীত করিতেন—কিন্তু তিনি উহা হইতে পবিত্র। তিনি প্রবল প্রতাপশালী একক

الْقَهَّارُ ○ ٥ - خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ج يُكَوِّرُ

কাহ্‌হার্ । ৫ । খালাকাছ্ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা বিল্‌হাক, ইউকাউববিরুল্

আল্লাহ। (৫) তিনি আকাশ ও পৃথিবী সত্যসহ সৃষ্টি করিয়াছেন ; তিনিই রাত্রিকে

الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

লাইল আ'লান্ নাহা-রি ওয়া ইউকাব্‌বিরুন্নাহা-র আ'লাল্ লাইলি ওয়া ছাখ্‌খারাশ্ শাম্‌ছা

দিবা ও দিবসকে রজনীতে বিজড়িত, করেন, এবং তিনি চন্দ্র-সূর্যকে আয়ত্তাধীন

وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ط أَلَا هُوَ

ওয়াল্ কামার ; কুল্লুঁই ইয়াজ্‌রী লিআজ্বালিম্ মুছাম্মা ; আলা হুওয়াল্

করিয়াছেন ; প্রত্যেকেই নির্দ্ধারিত সময় পর্যন্ত চলে ; সাবধান ! তিনিই

الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ○ ٦ - خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ

আ'যীযুল গাফ্‌ফার । ৬ । খালাকাকুম্ মিন্ নাফ্‌ছিঁউ ওয়া-হিদাতিন্ ছুম্মা জ্বাআ'লা

পরাক্রমশালী ক্ষমাকারী। (৬) তিনি তোমাদিগকে এক আত্মা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, পুনরায় উহা হইতে

مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ أَزْوَاجٍ ط

মিন্‌হা যাউজাহা ওয়া আন্‌যালা লাকুম্‌ মিনাল্‌ আন্‌আ'মি ছামা-নিয়াতা আয্‌ওয়া-জ ;
উহার যুগল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য যুগলরূপে আটটি গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করিয়াছেন ;

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي

ইয়াখ্‌লুকুকুম্‌ ফী বুত্বূনি উম্মাহা-তিকুম্‌ খাল্‌কাম্‌ মিম্‌ বা'দি খাল্‌কিন্‌ ফী
তিনি তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃ-গর্ভে ক্রমান্বয়ে তিন স্তরের অন্ধকারের মধ্যে একরূপ সৃষ্টির পর

ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط لَآ إِلٰهَ

জুলুমা-তিন্‌ ছালা-ছ ; জা-লিকুমুল্লাহু রাব্বুকুম্‌ লাহুল মুল্‌ক্‌ ; লা-ইলা-হা
অন্যরূপ সৃষ্টি করেন ; ইনিই আল্লাহ–তোমাদের প্রতিপালক, তাহারই জন্য রাজাধিপত্য ;
তিনি ব্যতীত আর

إِلَّا هُوَ ج فَأَنّٰى تُصْرَفُونَ ٧٥ - إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ

ইল্লা হুয়া, ফাআন্না তুছ্‌রাফুন । ৭ । ইন্‌ তাক্‌ফুরূ ফাইন্নাল্লা-হা গ্বানীইয়্যুন্‌
কেহই উপাস্য নাই ; অতঃপর তোমরা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছ ? (৭) যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের

عَنْكُمْ قف وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ج وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ط

আ'ন্‌কুম্‌ ; ওয়া লা ইয়ার্‌দ্বা লিই'বাদিহিল্‌ কুফ্‌র, ওয়া ইন্‌ তাশ্‌কুরূ ইয়ার্‌দ্বাহু লাকুম্‌ ;
মুখাপেক্ষী নহেন ; এবং তিনি স্বীয় বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। এবং যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা
প্রকাশ কর তবে তিনি তোমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইবেন ;

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى ط ثُمَّ إِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ

ওয়া লা তাযিরু ওয়া-যিরাতুঁউ বিয্‌রা উখ্‌রা ; ছুম্মা ইলা-রাব্বিকুম্‌ মারজিউ'কুম্‌
এবং কোন ভার বহনকারী অপরের ভার বহন করিবে না ; পুনরায় তোমাদিগকে তোমাদের প্রতিপালকের
দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে ;

(৭) আল্লাহর সঙ্গে যাহারা কুফুরী করে, তাহাদের এই কুফুরীর কুফল আল্লাহর খোদায়ীত্বে কোন প্রকার নোকছান বা অনিষ্ট সাধিত হয় না। বরং এই কুফুরীর ফলে সে নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায় এবং আল্লাহর গজবে ডুবিয়া যায়। এই গজব কাফেরদিগের জন্য অবধারিত ও চিরসত্য
(বুরহানুত্তানজিল)

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ط إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

ফা ইউনাব্বিউকুম বিমা কুন্তুম্ তা'মালূন্ ; ইন্নাহূ আ'লীমুম্ বিজা-তিছ্ ছুদুর।

অতঃপর তিনি তোমাদিগকে অবগত করাইবেন যাহা তোমরা করিতেছিলে। যেহেতু তিনি অন্তরসমূহের গোপনীয় পরিজ্ঞাত আছেন।

---

٨ - وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا

৮। ওয়া ইজা মাছ্ছাল ইন্ছা-না দ্বুর্রুন দায়া' রাব্বাহু মুনীবান ইলাইহি ছুম্মা ইজা

(৮) এবং যখন মানবকে দুঃখ স্পর্শ করে তখন সে তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তনকারীরূপে স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করে ; তৎপর যখন

خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ

খাউওয়ালাহু নি'মাতাম্ মিন্হু নাছিয়া মা কা-না ইয়াদ্উ' ইলাইহি মিন্ ক্বাব্লু

তিনি তাহাকে কোন অনুগ্রহ প্রদান করেন্ তখন সে উহা বিস্মৃত হয় যাহার জন্য ইতিপুর্বে আহ্বান করিয়াছিল ;

وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ط قُلْ تَمَتَّعْ

ওয়াজ্বাআ'লা লিল্লা-হি আনদা-দাল্ লি ইউদ্বিল্লা আ'ন্ ছাবীলিহ্ ; ক্বুল্ তামাত্তা'

এবং সে আল্লাহর শরীকসমূহ নির্দ্ধারিত করিল এই জন্য যে, সে তাঁহার পথ হইতে বিপথগামী করিবে। তুমি বল—

بِكُفْرِكَ قَلِيلًا صلے إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ○ ٩ - أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ

বিকুফ্রিকা ক্বালীলান ইন্নাকা মিন্ আছ্হা-বিন্না-র। ৯। আম্মান হুয়া ক্বা-নিতুন্

ধর্মদ্রোহীতা করিয়া কিছুদিন সুখভোগ করিয়া লও, নিশ্চয় তুমি দোজখবাসী হইবে। (৯) যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজ্দায়

آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ

আ-না আল্লাইলি ছা-জ্বিদাঁউ ওয়া ক্বা-ইমাঁই ইয়াহ্জারুল আ-খিরাতা

ও দাঁড়াইয়া এবাদত করে ; পরকালের ভয় রাখে এবং তাহার প্রতিপালকের

وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ

ওয়াইয়ারজু রাহমাতা রাব্বিহ্ ; ক্বুল্ হাল্ ইয়াছ্তাবীল্ লাজীনা ইয়া'লামূনা

অনুগ্রহের আশা পোষণ করে। তুমি বল—জ্ঞানীবৃন্দ ও অজ্ঞরা কি

وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ط اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ع

ওয়াল্লাজীনা লা-ইয়া'লামুন ; ইন্নামা ইয়াতাজাক্কারু উলুল্ আল্‌বাব। ع

সমতুল্য হইতে পারে? এতদ্ব্যতীত নহে যে, জ্ঞানবানেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।

ع ১ — ১ রুকু

١٠ - قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ط لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ

১০। ক্বুল্ ইয়া-ই'বা-দিল্লাজীনা আ-মানূত্তাক্বু রাব্বাকুম্; লিল্লাজীনা আহ্‌ছানু ফী

(১০) তুমি বল—হে আমার (আল্লাহর) ধর্মবিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর। যাহারা ইহজগতে সৎকার্য করিয়াছে

هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ط وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ط اِنَّمَا يُوَفَّى

হা-জিহিদ্দুন্‌ইয়া হাছানাহ্ ; ওয়া আরদ্বুল্লা-হি ওয়া ছিয়া'হ্ ; ইন্নামা ইউওয়াফ্‌ফাছ

তাহাদের জন্য কল্যাণ রহিয়াছে। এবং আল্লাহর পৃথিবী সুপ্রশস্ত ; এতদ্ব্যতীত নহে যে, ধার্মিকগণকেই

الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥ ١١ - قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ

ছা-বিরূনা আজ্‌রাহুম্ বিগাইরি হিছা-ব্ । ১১ । ক্বুল ইন্নী উমির্‌তু আন্

তাহাদের অগণিত প্রতিদান প্রদত্ত হইবে। (১১) তুমি বল—আমি অকপটচিত্তে

اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ لا ١٢ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ

আ'বুদাল্লা-হা মুখ্‌লিছাল্ লাহুদ্দীন। ১২। ওয়া উমির্‌তু লিয়ান্ আকুনা আউওয়ালাল

তদীয় উদ্দেশ্যে ধর্মপালনহেতু আল্লাহর এবাদত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল। (১২) আরও আমি আদিষ্ট হইয়াছি আত্মসমর্পণকারীদের

الْمُسْلِمِيْنَ ٥ ١٣ - قُلْ اِنِّىْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ

মুছ্‌লিমীন। ১৩। ক্বুল ইন্নী আখা-ফু ইন্ আ'ছাইতু রাব্বী আ'জা-বা ইয়াউমিন

প্রথম হইবার জন্য। (১৩) তুমি বল—যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করি, তবে আমি ভীষণ শাস্তির দিবসকে নিশ্চয়

عَظِيْمٍ ٥ ١٤ قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِيْنِىْ لا ١٥ فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ

আ'জীম্। ১৪। ক্বুলিল্লা-হা আ'বুদু মুখ্‌লিছাল্ লাহু দ্বীনি। ১৫। ফা'বুদু মাশি'তুম্

ভয় করিয়া থাকি। (১৪) তুমি বল—আমি তদীয় উদ্দেশ্যে ধর্মপালন করিবার জন্য অকপটচিত্তে আল্লাহরই উপাসনা করি। (১৫) অতঃপর তোমরা তাঁহাকে ব্যতীত যাহাকে ইচ্ছা তাহার

مِّن دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ

মিন্ দুনিহ্ ; ক্বুল্ ইন্নাল্ খা-ছিরীনাল্লাজীনা খাছিরূ আন্ফুছাহুম্ ওয়া আহ্লীহিম্

উপাসনা কর ; তুমি বল— নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্তগণ কিয়ামতের দিন স্বীয় আত্মাসমূহ ও স্বীয় আত্মীয় পরিজনকে

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝ ١٦ - لَهُم

ইয়াউমাল ক্বিয়া-মাহ্ ; আলা জা-লিকা হুওয়াল্ খুছ্রা-নুল্ মুবীন। ১৬। লাহুম্

ক্ষতিতে ফেলিবে ; সাবধান ! ইহাই প্রকাশ্য ক্ষতি। (১৬) তাহাদের জন্য

مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ

মিন্ ফাউক্বিহিম্ জুলালুম্ মিনান্না-রি ওয়া মিন্ তাহ্তিহিম্ জুলাল্ ; জা-লিকা

তাহাদের উপরে অনলের আচ্ছাদনী এবং তাহাদের নিম্নদেশে অনলের বিছানা হইবে ; যাহা হইতে

يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ۝ ١٧ - وَالَّذِينَ

ইউখাউবিফুল্লা-হু বিহী ই'বা-দাহ্ ; ইয়া ই'বা-দি ফাত্তাকুন। ১৭। ওয়াল্লাজীনাজ্

আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাগণকে ভয় প্রদর্শন করেন। হে আমার বান্দাগণ ! অতঃপর তোমরা আমাকেই ভয় কর। (১৭) এবং যাহারা

اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ

তানাবুত্বা-গূ্তা আঁই ইয়া'বুদূহা ওয়া আনা-বু ইলাল্লা-হি লাহুমুল বুশ্রা,

মূর্তি-পূজা হইতে বিরত থাকে এবং আল্লাহর দিকে ফিরিয়া আসে তাহাদের সুসংবাদ রহিয়াছে,

(১৬) কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর নাফরমান বান্দাগণের মাথার উপরে আগুনের লেলিহান শিখা-সদৃশ শামিয়ানা থাকিবে এবং অনুরূপ আগুনের ফরাশ পায়ের নীচেও থাকিবে। সুতরাং উত্তপ্ত আগুনের তীব্র দহনে তাহারা প্রজ্জ্বলিত হইবে। এই দহন-জ্বালা হইতে তাহারা নিস্তার পাইবে না। সুতরাং আল্লাহর এহেন আজাবকে ভয় করিয়া আল্লাহর এবাদতে নিমগ্ন থাকা প্রতিটি দ্বীন্দার মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। (মাদারেক)

فَبَشِّرْ عِبَادِ ۙ ١٨ - الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ط

ফাবাশ্‌শির ই'বাদ। ১৮। আল্লাজীনা ইয়াছ্‌তামিউ'নাল্‌ কাউলা ফাইয়াত্তাবিউ'না আহ্‌ছানাহূ ;

অতঃপর তুমি সুসংবাদ প্রদান কর আমার বান্দাদিগকে যাহারা উৎকর্ণ হইয়া আমার বাণী শ্রবণ করে। (১৮) অনন্তর তাহারা উহার উত্তম কথার অনুসরণ করে ;

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

উলা-ইকাল্লাজীনা হাদা হুমুল্লাহু ওয়া উলা-ইকা হুম্ উলুল্‌ আলবা-ব।

তাহাদিগকেই আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহারাই বিবেক সম্পন্ন।

١٩ - اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ط اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ

১৯। আফামান্ হাক্‌কা আ'লাইহি কালিমাতুল্‌ আ'জা-ব্ ; আফা আন্তা তুন্‌কিজু

(১৯) যাহার প্রতি শাস্তির বাণী নির্দ্ধারিত হইয়াছে তুমি কি দোযখবাসীকে

مَنْ فِى النَّارِ ج ٢٠ - لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا

মান্ ফিন্না-র ? ২০। লাকিনিল্লাজীনাত্তাকাউ রাব্বাহুম্ লাহুম্ গু্‌রাফুম্-মিম্ ফাউকিহা

দোযখ হইতে উদ্ধার করিতে পার ? (২০) কিন্তু যাহারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদের জন্য অট্টালিকার উপর অট্টালিকা

غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ لا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط وَعْدَ اللّٰهِ ط

গু্‌রাফুম্ মাব্‌নিইয়্যাতুন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্‌ আন্‌হা-র্ ; ওয়া'দাল্লা-হ্ ;

নির্মিত হইয়া রহিয়াছে, যাহার নিম্নদেশ হইতে স্রোতসমূহ প্রবাহিত হয় ; আল্লাহর অঙ্গীকার ;

لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ۝ ٢١ - اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ

লা ইউখ্‌লিফুল্লা-হুল্‌ মীয়া'দ্। ২১। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা আন্‌যালা মিনাছ্‌

আল্লাহ্‌ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। (২১) তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ্‌ আকাশ হইতে পানি বর্ষণ

السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ

ছামা-ই মা-আন্ ফাছালাকাহূ ইয়ানাবীয়া' ফিল্‌ আর্‌দ্বি ছুম্মা ইউখ্‌রিজু

করিয়াছেন, অতঃপর তিনি উহাকে বহু ঝরণারূপে পৃথিবীতে প্রবাহিত করিয়াছেন। পুনরায় উহা দ্বারা

بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا

বিহী যার্‌আ'ম্‌ মুখ্‌তালিফান্‌ আল্‌ওয়ানুহু ছুম্মা ইয়াহীজু ফাতারা-হু মুছ্‌ফার্‌রান্‌

বিভিন্ন বর্ণের শস্য উৎপন্ন করেন ; পুনরায় উহা পরিপক্ক হয় অতঃপর তুমি উহাকে হরিদ্রা বর্ণ দেখিতে পাও

ع ২ — ২ রুকু

ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ع

ছুম্মা ইয়াজ্‌আ'লুহু হুতা-মা ; ইন্না ফী জা-লিকা লাজিক্‌রা লিউলিল্‌ আল্‌বা-ব।

আবার তিনি উহাকে বিচূর্ণিত করেন ? নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানীবৃন্দের জন্য মহৎ উপদেশ রহিয়াছে।

٢٢ - اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ط

২২। আফামান্‌ শারাহাল্লা-হু ছাদ্‌রাহূ লিল্‌ ইছ্‌লা-মি ফাহুওয়া আ'লা নূরিম্‌ মির্‌রাব্বিহ ;

(২২) সেই ব্যক্তি যাহার বক্ষ ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহ উন্মুক্ত করিয়াছেন অতঃপর সে তাহার প্রতিপালকের আলোকে উদ্ভাসিত ;

فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ فِىْ

ফাওয়াইলুল্লিল্‌ ক্বা-ছিইয়াতি ক্বুলূবুহুম্‌ মিন্‌ জিক্‌রিল্লা-হ্‌ ; উলা-ইকা ফী

অতঃপর আক্ষেপ তাহাদের জন্য আল্লাহর স্মরণ হইতে যাহাদের অন্তরসমূহ কঠিন হইয়াছে ; তাহারাই

ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ ٢٣ - اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا

দ্বালা-লিম্‌ মুবীন। ২৩। আল্লাহু নায্‌যালা আহ্‌ছানাল্‌ হাদীসি কিতা-বাম্‌

স্পষ্ট বিপথে রহিয়াছে। (২৩) আল্লাহ কিতাবরূপে অতি উত্তম বাণী অবতীর্ণ করিয়াছেন

مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ

মুতাশা-বিহাম্‌ মাছা-নিয়া তাক্‌শায়ি'র্‌রু মিন্‌হু জুলূদুল্লাজীনা ইয়াখ্‌শাউনা

বার বার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে ; যদ্দারা স্বীয় প্রতিপালকের ভয়ে তাহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, যাহাতে পরস্পর মিল আছে এবং

(২২) পবিত্র জীবন ব্যবস্থা ইস্‌লাম ধর্মকে গ্রহণ ও মনে প্রাণে কবুল করিবার জন্য যাহার অন্তরকে আল্লাহ প্রশস্ত ও উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহার দিলের মধ্যে এক প্রকার নূর ও জ্যোতি তিনি পয়দা করিয়া থাকেন। যে নূরের রৌশনীতে সর্বদাই তাহার অন্তর আলোকিত ও উদ্ভাসিত হইতে থাকে। সেই দিল আল্লাহর জিকিরে সতত নিরত থাকে। দুনিয়ার লোভ ও মোহ কোন কিছুই তাহাকে আল্লাহর জিকির হইতে বিরত রাখিতে পারে না। (মানাফিউল কোরআন)

رَبَّهُمْ ج ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ط

রাব্বাহুম্. ছুম্মা তালীনু জুলূদুহুম্ ওয়া কুলূবুহুম্ ইলা জিক্‌রিল্লাহি ;

পুনরায় তাহাদের দেহ-মন আল্লাহর আরাধনায় কোমল হয়।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ

জা-লিকা হুদাল্লা-হি ইয়াহ্‌দী বিহী মাঁই ইয়াশা-উ ; ওয়া মাঁই ইউদ্‌লিলিল্লাহু

ইহাই আল্লাহর হেদায়েত, তিনি ইহা দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সুপথ প্রদর্শন করেন। এবং আল্লাহ যাহাকে বিপথগামী করেন

فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○ ٢٤ - اَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ

ফামা লাহূ মিন্ হা-দ্ । ২৪ । আ ফামাঁই ইয়াত্তাক্বী বিওয়াজ্‌হিহী ছুআল্ আ'জাবি

কেহই তাহাকে সৎপথ দেখাইতে পারে না। (২৪) অতঃপর সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিবসের শোচনীয় শাস্তি হইতে স্বীয় মুখমণ্ডলকে

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ○

ইয়াউমাল্ কিয়া-মাহ্ ; ওয়া কীলা লিজ্‌জা-লিমীনা জূকু মা কুন্তুম্ তাক্‌ছিবূন্।

রক্ষা করিতে চাহে এবং অত্যাচারীদিগকে বলা হইবে—তোমরা যাহা করিতে তাহার স্বাদ গ্রহণ কর।

٢٥ - كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا

২৫। কাজ্‌জাবাল্লাজীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ ফা আতা-হুমুল আ'জাবু মিন্ হাইছু লা

(২৫) তাহাদের পূর্ববর্তীরাও অসত্যারোপ করিয়াছিল, অতঃপর তাহাদের উপর এরূপ ভাবে শাস্তি আপতিত হইল যে. তাহারা

يَشْعُرُوْنَ ○ ٢٦ - فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج

ইয়াশ্‌উ'রূন্ । ২৬ । ফাআজা-ক্বাহুমুল্লা-হুল্ খিয্‌ইয়া ফিল্ হাইয়া-তিদ্দুন্‌ইয়া,

অবগত হইতে পারিল না। (২৬) অনন্তর আল্লাহ্ তাহাদিগকে পার্থিব জীবনেই লাঞ্ছনার স্বাদ গ্রহণ করাইলেন,

(২৪) যে ব্যক্তি স্বীয় মুখমণ্ডলকে নিকৃষ্ট ও শোচনীয় আজাব হইতে রক্ষা করিতে চায় এবং আজাব হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সর্বপ্রকার যত্ন ও চেষ্টা করিতে থাকে অবশ্যই সে মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সমতুল্য হইবে। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে সেও মুক্তি পাইবে এবং বেহেশ্‌তবাসী হইবে।

(খাজেন. ইবনে কাছির)

অয়াক্‌ফে লাজিম

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ ٢٧ - وَلَقَدْ ضَرَبْنَا

ওয়ালা আ'জা-বুল্ আ-খিরাতি আক্‌বার। লাউ কা-নু ইয়া'লামূন। ২৭। ওয়া লাক়াদ দ্বারাব্‌না

পরকালের শাস্তি আরও ভয়াবহ! অনুতাপ! তাহারা যদি জানিত! (২৭) এবং নিশ্চয় আমি মানবজাতির জন্য

لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ ج

লিন্না-ছি ফী হা-জাল্ ক্বুরআনি মিন্ কুল্লি মাছালিল্ লাআ'ল্লাহুম্ ইয়াতাজাক্‌কারূন।

এই কোরআনে প্রত্যেক প্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছি; সম্ভবতঃ তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে।

٢٨ - قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

২৮। ক্বুরআনান্ আ'রাবিইয়্যান্ গ্বাইরা জী ই'ওয়াজিল্ লাআ'ল্লাহুম্ ইয়াত্তাক্বূন্।

(২৮) এই কোরআন বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় জটিলতা শূন্য, সম্ভবতঃ তাহারা আল্লাহকে ভয় করিবে।

٢٩ - ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا

২৯। দ্বারাবাল্লা-হু মাছালার্ রাজুলান্ ফীহি শুরাকা-উ মুতাশা-কিছুনা ওয়া রাজুলান্

(২৯) আল্লাহ্ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিলেন—এমন এক ব্যক্তি ক্রীতদাস যাহাতে পরস্পর মতবিরোধী সমঅংশীদার এবং অন্য এক ব্যক্তি ক্রীতদাস

سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۭ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۭ

ছালামাল্ লিরাজুল; হাল্ ইয়াছ্‌তাবিইয়া-নি মাছালা? আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হ্;

যে সম্পূর্ণ একজনেরই; উদাহরণ স্বরূপ উভয়ে কি সমতুল্য? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য;

(২৮) এই আয়াতের "জটিলতা শূন্য" শব্দের ব্যাখ্যায় হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, উহা মাখ্‌লুক নহে। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে—কোরআন শরীফ মাখ্‌লুক নহে। হজরত আমর বিন দীনার বলিয়াছেন যে কোরআন শরীফ আল্লাহর কালাম। ইহা মাখ্‌লুক্ বা সৃষ্ট নহে। হজরত জাফর বিন মুহাম্মদ বলিয়াছেন, যদি কেহ কোরআন শরীফকে মাখ্‌লুক বলিয়া দাবী করে, তাহা হইলে তাহাকে কতল করা হইবে এবং তাহার তওবা গ্রহণ করা হইবে না।

(মানাফিউল কোরআন, তুররে মান্‌ছুর)

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٣٠ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۝ز

বাল্ আক্‌ছারুহুম্ লা ইয়া'লামূন্। ৩০। ইন্নাকা মাঁইয়্যিতুঁউ ওয়া ইন্নাহুম্ মাইয়্যিতূন্।

বরং তাহাদের অধিকাংশ ইহা জানে না। (৩০) নিশ্চয় হে রাসূল! তুমিও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং নিশ্চয় তাহারাও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

٣١ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۝ع

৩১। ছুম্মা ইন্নাকুম্ ইয়াউমাল্ ক্বিয়া-মাতি ই'ন্দা রাব্বিকুম্ তাখ্‌তাছিমূন্।

(৩১) পুনরায় নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সমীপে বিবাদ করিতে থাকিবে।

ع ৩ | ৩ রুকু

(৩০) এই আয়াতে বলা হইয়াছে, যে হে মহানবী (সঃ)! আপনাকেও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে এবং উহারাও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। মৃত্যুর তুহীন শীতল স্পর্শ হইতে কেহই রেহাই পাইবে না। এই আয়াতের দ্বারা অনেক ভণ্ড পীর ও জাহেল আলেম, ইহুদী ও নাছারাদের অনুকরণে বলিয়া বেড়ায় যে, "মহানবী (সঃ)-এর মৃত্যু হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন আর তাঁহার নির্দেশ ও প্রবর্তিত জীবন ব্যবস্থা মানিয়া চলিবার আবশ্যকতা নাই।" তবে তাহাদের এই কথার উত্তরে বলা যায় যে, সাধারণ মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে মহানবীর (সঃ)-এর মৃত্যুর তুলনা করিলে ভুল করা হইবে। সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয় চিরদিনের জন্য। এই মৃত্যু তাহাদের চিরকালের জন্য হইয়া যায়। কিন্তু মহানবী (সঃ)-এর মৃত্যু সেই রকমের ছিল না। মহানবী (সঃ) মৃত্যুবরণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা চিরকালের জন্য নহে। বরং মৃত্যু হইয়া যাওয়ার পরই তিনি "হায়াতুন্নবী" হিসাবে অমর হইয়া রহিয়াছেন। পবিত্র রওজা মুবারকে তিনি জিন্দা অবস্থায়ই রহিয়াছেন। সাধারণ মানুষের মত তিনি অসাড় ও নিঃশ্চল নহেন। আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) জিন্দা-নবী। বুখারী শরীফের হাদীসে আছে, মহানবী (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"আমার কোন উন্মৎ যদি দূর হইতে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে, তাহা আমার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় এবং আমার রওজার পাশে দাঁড়াইয়া যদি কেহ দরূদ ও সালাম প্রদান করে, তাহা আমি শুনি।" এই রেওয়ায়েতের দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিন্দা এবং পায়েন্দা রহিয়াছেন। তাঁহাকে সাধারণ মানুষের মত মৃত মনে করিলে কাফের হইয়া যাইবে। সুতরাং মুসলমানদিগের উচিত বিধর্মীদের অপপ্রচারণায় কান না দিয়া স্বীয় ঈমানকে মজবুত রাখা।

(মানাফিউল কোরআন, খাজেন, বোখারী)

৩২ - فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ

ফামান্ আজ্‌লামু মিম্মান্ কাজাবা আলাল্লা-হি ওয়া কাজ্জাবা বিছ্‌ছিদ্‌কি ইজ্

(৩২) সুতরাং কে তাহার অপেক্ষা অধিকতর অত্যাচারী যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করিল এবং যখন উহার নিকট সত্য আসিল সে তখন উহার প্রতি অসত্য

جَاءَهُ ط أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَٰفِرِينَ ○ ٣٣ - وَالَّذِي جَاءَ

জ্বা-আহূ। আলাইছা ফী জ্বাহান্নামা মাছ্‌ওয়াল লিল্‌কা-ফিরীন । ৩৩। ওয়াল্লাজী জ্বা-আ

আরোপ করিল ? দোজখ কি ধর্মদ্রোহীদের বাসস্থান নহে ? (৩৩) এবং যে ব্যক্তি সত্য আনয়ন

بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ○ ٣٤ - لَهُم مَّا يَشَاءُونَ

বিছ্‌ছিদ্‌কি ওয়া ছাদ্দাকা বিহী উলা-ইকা হুমুল্ মুত্তাকূন । ৩৪। লাহুম্ মা ইয়াশাউনা,

করিল এবং যে ব্যক্তি উহা সত্য জ্ঞান করিল, তাহারাই ধর্মভীরু ; (৩৪) তাহাদের প্রতিপালক সমীপে তাহাদের জন্য তাহারা যাহা

عِندَ رَبِّهِمْ ط ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ○ لا ٣٥ - لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ

ই'ন্দা রাব্বিহিম্ ; জ্বা-লিকা জ্বাযা-উল্ মুহ্‌ছিনীন । ৩৫। লিইউকাফ্‌ফিরাল্লাহু

চাহিবে তাহা থাকিবে ; উহাই সৎলোকের প্রতিদান। (৩৫) এই জন্য যে আল্লাহ্‌ তাহাদের কৃত অসৎকার্যগুলি

عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي

আ'ন্‌হুম্ আছ্‌ওয়া আল্লাজী আ'মিলূ ওয়া ইয়াজ্ব্‌যিইয়াহুম্ আজ্ব্‌রাহুম্ বিআহ্‌ছানিল্লাজী

দূরীভূত করিবেন এবং তিনি তাহাদের কৃত সংকার্যের বিনিময়ে

كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ ٣٦ - أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ط وَيُخَوِّفُونَكَ

কা-নূ ইয়া'মালুন । ৩৬। আলাইছাল্লাহু বিকা-ফিন্ আ'ব্‌দাহ ? ওয়া ইউখাব্‌বিফূনাকা

প্রতিদান দিবেন। (৩৬) আল্লাহ কি তাঁহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন ? এবং তাহারা তোমাকে তিনি ব্যতীত অন্যের ভীতি

(৩২) সত্য ও প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরেও যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লাহ প্রদত্ত সত্য বিধানের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং মিথ্যাকে আপন সঙ্গী হিসাবে মানিয়া লয় তাহার মত বড় জালেম ও আত্মার প্রতি অত্যাচারী আর দ্বিতীয়টি নাই। সে কখনও জাহান্নামের আজাব হইতে রেহাই পাইবে না। সে কাফের সমতুল্য এবং কাফেরের সঙ্গেই তাহার হাশর হইবে।

(মানাফিউল কোরআন)

بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ج

বিল্লাজীনা মিন্‌দুনিহ্‌ ; ওয়াম'াই ইউদ্ব্‌লিলিল্লাহু ফামালাহু মিন্‌ হা-দ।

প্রদর্শন করিতেছে। এবং আল্লাহ যাহাকে বিপথগামী করেন, কেহই তাহাকে সৎপথ দেখাইতে পারে না,

٣٧ - وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ

ওয়াম'াই ইয়াহ্‌দিল্লাহু ফামা- লাহু মিম্‌ মুদ্বিল্ল। আলাইছাল্লাহু বিআযীযিন্‌

(৩৭) এবং আল্লাহ যাহাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন কেহই তাহাকে বিপথগামী করিতে পারে না। আল্লাহ কি পরাক্রান্ত

ذِى انْتِقَامٍ ٥ ٣٨ - وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

জিন্‌তিক্বাম্‌। ৩৮। ওয়ালা ইন্‌ ছাআল্‌তাহুম্‌ মান্‌ খালাকাছ্‌ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্‌ আর্‌দ্বা

প্রতিশোধ গ্রহণকারী নহেন ? (৩৮) এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর— কে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে,

لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ

লাইয়াক্বুলুন্নাল্লাহ্‌ ; ক্বুল্‌ আফারাআইতুম্‌ মা তাদউ'না মিন্‌ দুনিল্লাহি ইন্‌

নিশ্চয় তাহারা বলিবে আল্লাহ ! তুমি বল তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ যে, যদি আল্লাহ আমাকে দুঃখ দিবার ইচ্ছা করেন তবে তিনি

اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِىْ

আরা-দানিইয়াল্লাহু বিদ্ব্‌রিন হাল্‌ হুন্না কাশিফা-তু দ্ব্‌রিহী আউ আরা-দানী

ব্যতীত তোমরা যাহাদের উপাসনা কর তাহারা কি তাহার দুঃখ দূর করিতে সক্ষম ? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবার

بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ؕ

বিরাহ্‌মাতিন্‌ হাল্‌ হুন্না মুম্‌ছিকা-তু রাহ্‌মাতিহ্‌ ? ক্বুল্‌ হাছ্‌বিইয়াল্লাহ্‌।

ইচ্ছা করেন তবে তাহারা তাঁহার অনুগ্রহ রোধ করিতে সক্ষম ? তুমি বল—আল্লাহই আমার যথেষ্ট

(৩৭) এই আয়াতের আল্লাহ তাআলা আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন যে, আল্লাহর রহমতে যে ব্যক্তি হেদায়েতের উপর রহিয়াছে তাহাকে পৃথিবীর কোন শক্তি ও ষড়যন্ত্রই গোমরাহ করিতে পারে না। হেদায়েতের নূরের আলোকে সর্বদাই সে আলোকিত থাকে। কোন অন্ধকার তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। (বুরহান)

عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ٣٩ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوا عَلٰى

আ'লাইহি ইয়াতাওয়াক্কালুল্ মুতাওয়াক্কিলুন্। ৩৯। ক্বুল্ ইয়া ক্বাউমি'মালু আ'লা
নির্ভশীলগণ তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে। (২৯) তুমি বল—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব স্থানে

مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ج فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لا ٤٠ - مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ

মাকা-নাতিকুম্ ইন্নী আ'মিল, ফাছাউফা তা'লামূন। ৪০। মাঁই ইয়াতীহি আজা-বুঁই
কর্তব্য কর্ম করিয়া যাও, আমিও কর্তব্যকর্ম করিতেছি: অতঃপর আগামীতে তোমরা অবগত হইতে পারিবে। (৪০) কাহার প্রতি শাস্তি আপতিত হইয়া

يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ٥ ٤١ - اِنَّا اَنْزَلْنَا

ইউখ্যীহি ওয়া ইয়াহিল্লু আলাইহি আজা-বুন্ মুক্বীম। ৪১। ইন্না আন্যাল্না
তাহাকে লাঞ্ছিত করিবে এবং কাহার প্রতি স্থায়ী শাস্তি হইবে। (৪১) নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি

عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ج

আ'লাইকাল কিতা-বা লিন্না-ছি বিল্হাক্; ফামানিহ্তাদা ফালিনাফ্ছিহ;
মানবজাতির কল্যাণের জন্য সত্যসহ ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি; সুতরাং যে সৎপথ গ্রহণ করিল সে স্বীয় মঙ্গলের জন্যই,

وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ج وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ع

ع ৪ — ৪ রুকু

ওয়া মান্ দ্বাল্লা ফাইন্নামা ইয়াদ্বিল্লু আ'লাইহা, ওয়ামা আন্তা আ'লাইহিম্ বিওয়াকীল্। ع
এবং যে বিপথগামী হইল সে কেবল স্বীয় অনিষ্টের জন্যই বিপথগামী হয়, তাহাদের ব্যাপারে তোমার উপর কোন দায়িত্ব নাই।

٤٢ - اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ

৪২। আল্লাহু ইয়াতাওয়াফ্ফাল্ আন্ফুছা হীনা মাউতিহা ওয়াল্লাতী লাম্ তামুত্ ফী
(৪২) আল্লাহ আত্মাসমূহকে মৃত্যুকালে মৃত্যু প্রদান করেন এবং যাহা মৃত্যুমুখে পতিত হয় না

(৪২) ঘুমের সময়ে মানুষের যে প্রাণশক্তি তিরোহিত হইয়া যায়, তাহাকে হুঁশ বলে। অধিকন্তু যে প্রাণশক্তির বলে নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে এবং শিরা উপশিরা কাজ করিতেছে তাহা প্রথম প্রাণশক্তি হইতে ভিন্নতর। এই দ্বিতীয় প্রকারের প্রাণশক্তি মৃত্যুর পুর্বে তিরোহিত হয় না। এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ইব্রাহীম বিন ছায়রি এবং হাজ্জাজ। আবার এই সম্পর্কে অন্যান্য মুফাছ্ছেরীনগণ বলেন যে, প্রাণশক্তি একই। ইহার মধ্যে বিভিন্নতা নাই। নিদ্রা এবং জাগরণ ইহার বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। সুতরাং প্রাণশক্তিকে বিভাগ করা সম্ভব নহে। (ইবনে কাছির, ফতহুল বারী, বুখারী, খাজেন)

مَنَامِهَا ج فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ

মানা-মিহা ; ফাইউম্‌ছিকুল্ লাতী ক্বাদ্বা আ'লাইহাল্ মাউতা ওয়া ইউর্‌ছিলুল্

তাহা শয়নকালে স্বীয় আয়ত্তাধীন করিয়া লয়েন ; অতপর যাহার প্রতি মৃত্যুর আদেশ জারী হইল তাহাকে বিরত রাখেন, এবং দ্বিতীয়কে

الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ

উখ্‌রা ইলা আজালিম্ মুছাম্মা ; ইন্না ফী জা-লিকা লা-আ-ইয়া-তিল্ লিক্বাউমিঁই

নির্দ্ধারিত সময়ের দিকে প্রেরণ করেন ; নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য

يَّتَفَكَّرُوْنَ ٤٣ - اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ ط قُلْ اَوَلَوْ

ইয়াতাফাক্‌কারূন । ৪৩। আমিত্তাখাজু মিন্ দুনিল্লা-হি শুফাআ'য়া ? কুল্ আওয়া লাউ

নিদর্শন রহিয়াছে। (৪৩) তাহারা কি আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্যকে সোপারিশকারী গ্রহণ করিয়াছে ? তুমি বল তাহারা কোনও শক্তির

كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ٥ ٤٤ - قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ

কা-নূ লা ইয়াম্‌লিকূনা শাইআঁউ ওয়ালা ইয়া'কিলুন । ৪৪। কুল্ লিল্লা-হিশ্ শাফা-আ-তু

অধিকারী নয় এবং কিছুই বুঝে না। (৪৪) তুমি বল—যাবতীয় সোপারিশ

جَمِيْعًا ط لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ٥

জামীআ' ; লাহু মুল্‌কুছ্ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ; ছুম্মা ইলাইহি তুর্‌জাউ'ন্।

আল্লাহরই জন্য, তাহারই জন্য আকাশ ও পৃথিবীর রাজাধিপত্য ; পুনরায় তোমরা তাহারই নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।

٤٥ - وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

৪৫। ওয়া ইজা জুকিরাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহুশ্ মাআয্‌যাত্ কুলুবুল্লাজীনা লা ই'উমিনুনা

(৪৫) যখন আল্লাহকে এককভাবে স্মরণ করা হয়, তখন পরকাল অবিশ্বাসীদের অন্তর সমূহ

(৪৪) আল্লাহর অনুমতি ভিন্ন কাহারও সাধ্য নাই যে, তাঁহার নিকট সুপারিশ করিতে পারে। এই অনুমতির জন্য শর্ত হইয়াছে দুইটি ; (১) সুপারিশকারী মকবুল হওয়া এবং (২) যাহার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে তাহাকে সুপারিশ কার্যকরী হওয়ার জন্য উপযুক্ত হওয়া। এই শর্ত যেখানে পাওয়া যাইবে না, সেখানেই মনে করিতে হইবে যে, শরিয়তের বিধান অনুযায়ী সেইস্থানে সুপারিশ করা সঙ্গত হইবে না। (মানাফিউল কোরআন)

بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝

বিল্ আ-খিরাহ ; ইজা জুকিরাল্লাজীনা মিন্ দুনিহী ইজাহুম্ ইয়াছ্তাব্শিরূন।

কুষ্ঠিত হয় ; এবং যখন তিনি ব্যতীত অন্যান্যকে স্মরণ করা হয় তখন তাহারা হঠাৎ আনন্দিত হয়।

৪৬ - قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

৪৬। কুলিল্লাহুম্মা ফা-ত্বিরাছ্ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি আ'লিমাল্ গ্বাইবি ওয়াশ্শাহা-দাতি

(৪৬) তুমি বল - হে আল্লাহ্ ! আকাশ ও পৃথিবীর সৃজন কর্তা, গোপন ও প্রকাশ্যের জ্ঞাতা,

اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝ ٤٧ - وَلَوْ

আন্তা তাহ্কুমু বাইনা ই'বা-দিকা ফী মা কা-নু ফীহি ইয়াখ্তালিফুন । ৪৭ । ওয়া লাউ

আপনার বান্দাগণ যাহাতে মতভেদ করিতেছে আপনি তাহার বিচার মীমাংসা করিবেন। (৪৭) এবং

اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا

আন্না লিল্লাজীনা জ্বালামু মা ফিল্ আর্দ্বি জামীআ'উ ওয়া মিছ্লাহু লাফ্তাদাউ

যদি পাপীগণের নিকট পৃথিবীতে যাহা আছে তৎসমূহ থাকে এবং তৎসহ তদনুরূপ কিয়ামত দিবসের

بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ

বিহী মিন্ ছুইল্ আজা-বি ইয়াউমাল্ ক্বিয়ামাহ্ ; ওয়া বাদা-লাহুম্ মিনাল্লাহি

শাস্তির বিনিময়ে মুক্তিপণ দিতে চাহিবে ; এবং আল্লাহর তরফ হইতে তাহাদের জন্য প্রকাশিত হইবে

مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ۝ ٤٨ - وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا

মা লাম্ ইয়াকূনু ইয়াহ্তাছিবূন্ । ৪৮ । ওয়া বাদালাহুম্ ছাইয়্যিআতু মা কাছাবু

যাহা তাহারা কল্পনা করিতে পারে না। (৪৮) এবং তাহাদের কৃতকর্ম সমূহ প্রকাশিত হইবে

وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ ٤٩ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ

ওয়া হাক্বা বিহিম্ মা কা-নু বিহী ইয়াছ্তাহ্যিউন । ৪৯ । ফাইজা মাছ্ছাল্ ইন্ছা-না

এবং তাহারা যাহার বিদ্রূপ করিত তাহা তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া লইবে। (৪৯) মানব যখন কষ্টে পতিত হয়

ضُرٌّ دَعَانَا ز ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا لا قَالَ اِنَّمَآ

দ্বুর্রুন দাআ'-না ছুম্মা ইজা খাউওয়াল্নাহু নি'মাতাম্ মিন্না কালা ইন্নামা

তখন সে আমাকে আহ্বান করে, পুনরায় যখন আমি আমার তরফ হইতে অনুগ্রহ প্রদান করি, তখন সে বলে—

أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

উতীতুহু আ'লা ই'ল্‌ম্। বাল্ হিয়া ফিৎনাতুঁউ ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারাহুম্ লা

এতদ্ব্যতীত নহে যে, উহা আমি জ্ঞানবলে লাভ করিয়াছি ; বরং উহা পরীক্ষা কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ

يَعْلَمُونَ ○ ٥٠- قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا

ইয়া'লামুন। ৫০। ক্বাদ্ ক্বা-লাহাল্লাজীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ ফামা আগ্‌না আ'ন্‌হুম্ মা

অবগত নহে। (৫০) নিশ্চয়ই তাহাদের পুর্ববর্তীরাও এইরূপ বলিত, কিন্তু তাহাদের কৃতকর্ম দ্বারা

كَانُوا يَكْسِبُونَ ○ ٥١- فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا

কা-নু ইয়াক্‌ছিবুন্। ৫১। ফাআছা-বাহুম্ ছাইয়্যিআ-তু মা কাছাবু ; ওয়াল্লাজীনা জালামু

কোনই উপকার পায় নাই। (৫১) তাহারা যাহা অন্যায় কার্য করিয়াছিল, তাহাদের প্রতি উহার প্রতিফল আপতিত হইয়াছিল ; এবং তাহাদের মধ্যে

مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۙ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ○

মিন্ হা-উলা-ই ছাইউছীবুহুম ছাইয়্যিআতু মা কাছাবু ওয়া মা হুম্ বিমু'জ্বিযীন।

যাহারা পাপকার্য করিল, তাহাদের কৃত মন্দকার্য তাহাদের উপর আপতিত হইবে ; এবং তাহারা পরাভূত করিতে পারিবে না !

٥٢- أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

৫২। আওয়া লাম্ ইয়া'লামু আন্নাল্লাহা ইয়াব্‌ছুত্বু্‌র্ রিয্‌কা লিমাঁই ইয়াশা-উ

(৫২) তাহারা কি অবগত নহে যে, যাহাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাহাকে প্রচুর জীবিকা প্রদান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা

وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ع ع ٥

ওয়া ইয়াক্বদির ; ইন্না ফী জা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিকাউমিঁই ইউ'মিনুন। ع ৫

অপ্রচুর প্রদান করেন। নিশ্চয় ইহাতে ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন রহিয়াছে। রুকু

٥٣- قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا

৫৩। ক্বুল্ ইয়াই'বাদিইয়াল্ লাজীনা আছ্‌রাফূ আ'লা আন্‌ফুছিহিম্ লা তাক্বনাত্বু

(৫৩) তুমি বল—হে আমার বান্দাগণ ! যাহারা স্বীয় জীবন চুড়ান্ত অপচয় করিয়াছ, তোমার আল্লাহর অনুগ্রহ হইতে

(৫২) রিযিক আল্লাহর কুতরতের হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়াইয়া দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা রিযিক কমাইয়া দেন। রিযিকের ব্যাপারে মানুষের কোন হাত নাই। মানুষ নিজের চেষ্টায় রিযিকের দরজা খুলিতেও পারে না এবং বন্ধও করিতে পারে না।

(মানাফিউল কোরআন)

مِن رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ط اِنَّهٗ هُوَ

মির্‌রাহ্‌মাতিল্লাহ্‌ ; ইন্নাল্লাহা ইয়াগ্‌ফিরুজ্‌ জুনূবা জ্বামীআ' ; ইন্নাহু হুওয়াল্‌

নিরাশ হইও না ; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করেন, নিশ্চয় তিনি

الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○ ٥٤ - وَاَنِيبُوٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهٗ مِن قَبْلِ اَن

গ্বাফুরুর্‌রাহীম্‌ । ৫৪ । ওয়া আনীবূ ইলা রাব্বিকুম্‌ ওয়া আছ্‌লিমূ লাহু মিন্‌ ক্বাব্‌লি আঁই

অতীব ক্ষমাকারী করুণাময়। (৫৪) এবং তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং তোমাদের

يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ○ ٥٥ - وَاتَّبِعُوٓا اَحْسَنَ مَآ

ইয়া'তিয়াকুমুল্‌ আজা-বু ছুম্মা লা তুন্‌ছারূন । ৫৫ । ওয়াত্তাবি'উ আহ্‌ছানা মা

প্রতি শাস্তি আপতিত হইবার পূর্বে তাহার আদেশ পালন কর, পুনরায় সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না।

اُنْزِلَ اِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ اَن يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ

উন্‌যিলা ইলাইকুম্‌ মির্‌রাব্বিকুম্‌ মিন্‌ ক্বাব্‌লি আঁই ইয়া'তিইয়াকুমুল্‌ আজা-বু

(৫৫) এবং তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে তোমাদের প্রতি যে উৎকৃষ্ট বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার অনুসরণ কর, হঠাৎ তোমাদের প্রতি শাস্তি আসিবার পূর্বে

بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ○ ٥٦ - اَن تَقُولَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى

বাগ্‌তাতাঁউ ওয়া আন্তুম্‌ লা তাশ্‌উরূন । ৫৬। আন্‌ তাকূলা নাফ্‌ছুঁই ইয়া-হাছ্‌রাতা

অথচ তোমরা অবগত হইতে পারিবে না। (৫৬) যে আত্মা বলিবে—আমার কৃতকর্মের জন্য পরিতাপ !

عَلٰى مَا فَرَّطْتُ فِى جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِن كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِينَ ○ ٥٧ - اَوْ

আলা মা ফার্‌রাত্বু ফী জ্বাম্বিল্লাহি ওয়া ইন্‌ কুন্তু লামিনাছ্‌ছা-খিরীন । ৫৭। আউ

যাহা আল্লাহর সম্বন্ধে ত্রুটি করিয়াছি, আমি হাসি-ঠাট্টা নিয়োজিত ছিলাম। (৫৭) অথবা

تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِى لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ○ ٥٨ - اَوْ تَقُولَ

তাকূলা লাউ আন্নাল্লাহা হাদা-নী লাকুন্তু মিনাল্‌ মুত্তাকীন । ৫৮। আউ তাকূলা

বলিবে আল্লাহ যদি আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করিতেন তবে আমি ধর্মভীরুগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম। (৫৮) অথবা যখন

(৫৪) আল্লাহ বার বার সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে, তোমরা অতি সত্বর আল্লাহর দিকে ফিরিয়া আস এবং আল্লাহর উপর সর্বোতভাবে আত্মসমর্পণ কর। কেননা যদি আল্লাহর আজাব আসিয়া যায় তখন তোমাদের প্রতি কোন রকম করুণা করা হইবে না। এমন কি তোমাদের কোন সাহায্যকারীও মিলিবে না। (তাফহীম)

حِيْنَ تَرَا لْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِىْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

হীনা তারাল্ আজা-বা লাউ আন্না লী কার্‌রাতান্‌, ফাআকূনা মিনাল্ মুহ্‌ছিনীন্।
শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন বলিবে, যদি দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিবার আমার সম্ভাবনা থাকিত তবে আমি সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতাম।

৫৯ - بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِىْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ

৫৯। বালাক্বাদ্ জ্বা—আত্‌কা আ-ইয়া-তী ফাকাজ্‌জাব্‌তা বিহা ওয়াছ্‌ তাক্‌বার্‌তা ওয়া কুন্তা
(৫৯) হাঁ। নিশ্চয় তোমার নিকট আমার নিদর্শন সমূহ আসিয়াছিল, তুমি উহার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিলে এবং অহঙ্কার করিয়াছিলে ও তুমি

مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ ٦٠ - وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ

মিনাল্ কা-ফিরীন। ৬০। ওয়া ইয়াউমাল্ ক্বিয়া-মাতি তারাল্লাজীনা কাজ্‌জাবূ আ'লাল্লাহি
অমান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলে। (৬০) এবং যাহারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে, কিয়ামতের দিন তুমি

وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ط اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

বুজ্বুহুহুম্ মুছ্‌ওয়াদ্দাহ্; আলাইছা ফী জ্বাহান্নামা মাছ্‌ওয়াল্ লিল্‌মুতাকাব্বিরীন।
তাহাদের মুখমণ্ডলসমূহ কালিমামণ্ডিত দেখিতে পাইবে। অহঙ্কারীদের বাসস্থান কি দোজখে নহে?

٦١ - وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ

৬১। ওয়া ইউনাজ্‌জিল্লাহুল্ লাজীনাত্তাকাউ বিমা ফা-যাতিহিম্ লা ইয়ামাছ্‌ছু হুমুছ্
(৬১) যাহারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের সফলতাহেতু মুক্তি প্রদান করিবে, তাহাদিগকে কোন কষ্ট

السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ ٦٢ - اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ

ছু-উ ওয়ালা হুম্ ইউহ্‌যানুন। ৬২। আল্লাহু খা-লিকু কুল্লি শাইয়িঁউ ওয়া হুওয়া
স্পর্শ করিবে না এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না। (৬২) আল্লাহই সমুদয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, এবং তিনিই

عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ۝ ٦٣ - لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

আ'লা কুল্লি শাইয়িঁউ ওয়াকীল্। ৬৩। লাহূ মাক্বা-লীদুছ্‌ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি;
সমুদয় বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। আকাশ ও পৃথিবীর চাবিসমূহ তাঁহারই

ع ৬ / ৬ রুকু

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ع ٦٣ - قُلْ

ওয়াল্লাজীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি উলা-য়িকা হুমুল্ খা-ছিরূন্ । ع ৬৪ । কুল্

এবং যাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অমান্য করিল তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৬৪) তুমি বল—

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ٦٥ ○ - وَلَقَدْ

আফাগাইরাল্লা-হি তা'মুরূন্নী আ'বুদু আইয়্যুহাল্ জা-হিলুন । ৬৫ । ওয়াক্বাদ্

হে মুর্খগণ ! তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিতে আমাকে আদেশ কর ? (৬৫) এবং নিশ্চয়

اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ج لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ

উহিয়া ইলাইকা ওয়া ইলাল্লাজীনা মিন্ কাব্‌লিকা, লাইন্ আশ্‌রাক্‌তা লাইয়াহ্‌বাত্বান্না

তোমার প্রতি তোমার পূর্ববর্তীগণের প্রতি প্রত্যাদেশ আসিয়াছে—যদি তুমি অংশী স্থাপন কর

عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ٦٦ ○ - بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ

আ'মালুকা ওয়ালা তাকূনান্না মিনাল্ খা-ছিরীন । ৬৬ । বালিল্লা-হা ফা'বুদ্ ওয়া কুম্

তবে তোমার কৃতকর্ম নিশ্চয় বিফলে যাইবে এবং নিশ্চয় তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। (৬৬) বরং আল্লাহরই এবাদত কর এবং

مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ٦٧ ○ - وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ صلے ق وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا

মিনাশ্‌শা-কিরীন্ । ৬৭ । ওয়া মা কাদারুল্লা-হা হাক্‌কা কাদ্‌রিহী ওয়াল্ আর্‌দ্বু জামীয়া'ন্

কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও। (৬৭) এবং তাহারা আল্লাহকে যথাযোগ্যরূপে সম্মান করে নাই ; এবং কেয়ামত দিবস

قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ط

ক্বাব্‌দ্বাতুহূ ইয়াউমাল্ ক্বিয়া-মাতি ওয়াছ্‌ছামা-ওয়া-তু মাত্ব্‌বিইয়্যাতুম্ বিইয়ামীনিহ্ ;

সমগ্র পৃথিবী তাঁহার মুষ্টি মধ্যে ও আকাশ তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সঙ্কুচিত থাকিবে ;

سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ٦٨ ○ - وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ

ছুব্‌হা-নাহূ ওয়াতা-আ'লা আ'ম্মা ইউশ্‌রিকূন্ । ৬৮ । ওয়া নুফিখা ফিছ্‌ছুরি ফাছাই'কা

তিনি পবিত্র এবং তাহারা যে বিষয়ে অংশী স্থাপন করে তিনি তাহার উর্দ্ধে (৬৮) এবং শিঙ্গার ফুৎকার প্রদান করা হইবে, অতঃপর আল্লাহ

مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ط ثُمَّ نُفِخَ

মান্ ফিছ্‌ছামা-ওয়া-তি ওয়ামান্ ফিল্ আর্‌দ্বি ইল্লা মান্‌শা আল্লাহ্ ; ছুম্মা নুফিখা
যাহাকে ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত আকাশ ও পৃথিবীর সমস্তই চৈতন্যহারা হইবে ; পুনরায় দ্বিতীয়বার

فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ۝ ٦٩ - وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ

ফীহি উখ্‌রা ফাইজাহুম্ ক্বিয়া-মুঁই ইয়ান্‌জুরূন । ৬৯ । ওয়া আশ্‌রাক্বাতিল্ আর্‌দ্বু
শিঙ্গায় ফুৎকার করা হইবে, অতঃপর তাহারা সকলে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে। (৬৯) এবং
পৃথিবী স্বীয় প্রতিপালকের

بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَاءِ

বিনূরি রাব্বিহা ওয়া বুদ্বিআল্ কিতা-বু ওয়া জ্বী আ বিন্নাবিয়্যী-না ওয়াশ্‌শুহাদা-য়ি
জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হইবে এবং কর্মতালিকা স্থাপন করা হইবে এবং নবী ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হইবে

وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ ٧٠ - وَوُفِّيَتْ

ওয়াকুদ্বিয়া বাইনাহুম্ বিল্ হাক্‌কি ওয়া হুম্ লা-ইউজ্‌লামূন্ । ৭০ । ওয়া বুফ্‌ফিয়াৎ
এবং তাহাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত বিচার করা হইবে ; এবং তাহারা নিপীড়িত হইবে না। (৭০) এবং
প্রত্যেক আত্মাকে

كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ع ع ৭/৭ রুকু

কুল্লু নাফ্‌ছিম্ মা আ'মিলাৎ ওয়া হুওয়া আ'লামু বিমা ইয়াফ্‌আ'লূন্। ع
তাহার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করা হইবে, এবং তাহারা যাহা করে তিনি তাহা ভালরূপ
পরিজ্ঞাত আছেন।

٧١ - وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ط حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا

৭১। ওয়াছীকাল্লাজীনা কাফারূ ইলা জ্বাহান্নামা যুমারা ; হাত্তা ইজা জ্বা-উ হা
(৭১) এবং ধর্ম অমান্যকারীগণ দলে দলে দোজখের দিকে চালিত হইবে, এমন কি, যখন তাহারা ইহার
সন্নিকটে আসিবে

فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ

ফুতিহাৎ আব্‌ওয়া-বুহা ওয়া কা-লা লাহুম্ খাযানাতুহা আলাম্ ইয়া'তিকুম্
তখন উহার দ্বারগুলি উন্মুক্ত হইবে এবং উহার রক্ষীগণ তাহাদিগকে বলিবে—তোমাদের মধ্য হইতে কি

رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ

রুছুলুম্ মিন্‌কুম্ ইয়াতলূনা আ'লাইকুম্ আ-ইয়া-তি রাব্বিকুম্ ওয়া ইউন্‌জিরূনাকুম্

তোমাদের নিকট রাসূলগণ আসেন নাই—যাঁহারা তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইতেন এবং

لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ط قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ

লিক্বা-আ ইয়াউমিকুম্ হা-জা ; ক্বা-লূ বালা ওয়া লা-কিন্ হাক্‌ক্বাৎ কালিমাতুল্

এই দিবসের সহিত যে তোমাদের সাক্ষাৎ হইবে সে বিষয়ে যাঁহারা ভীতি প্রদর্শন করিতেন? তাহারা বলিবে,—হাঁ, কি ধর্ম অমান্যকারীগণের প্রতি

الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ○ ٧٢ - قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

আ'জা-বি আ'লাল্-কা-ফিরীন্ । ৭২ । ক্বীলাদ্‌খুলু আব্‌ওয়া-বা জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা

শাস্তির বাণী সত্য হইয়াছে। (৭২) বলা হইবে—তোমরা দোজখের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, তথায় তোমাদিগকে চিরকাল থাকিতে

فِيهَا ج فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ○ ٧٣ - وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى

ফীহা ; ফাবি'ছা মাছওয়াল মুতাকাব্বিরীন । ৭৩। ওয়াছীক্বাল্লাজীনাত্তাক্বাউ রাব্বাহুম্ ইল ল্

হইবে ; অতঃপর অহঙ্কারীদের জন্য কি মন্দ বাসস্থান। (৭৩) এবং যাহারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করিত, তাহারা বেহেশ্‌তের

الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ

জ্বান্নাতি যুমারা ; হাত্তা ইজা জ্বা-উহা ওয়া ফুতিহাৎ আব্‌ওয়া-বুহা ওয়া ক্বা-লা

দিকে দলে দলে চালিত হইবে। এমনকি, যখন তাহারা উহার নিকট আসিবে এবং তখন উহার দ্বারগুলি উন্মুক্ত হইবে এবং উহার

لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ○ ٧٤ - وَقَالُوا

লাহুম্ খাযানাতুহা ছালা-মুন্ আ'লাইকুম্ ত্বিব্‌তুম্ ফাদ্‌খুলুহা খা-লিদীন । ৭৪। ওয়া ক্বালুল্

রক্ষিগণ তাহাদিগকে বলিবে—তোমাদের প্রতি শান্তি হউক, তোমরা সৎলোক ; অতঃপর তোমরা উহাতে চিরস্থায়ীরূপে প্রবেশ কর। (৭৪) এবং তাহারা বলিবে—

(৭২) যাহাদিগকে চিরকালের জন্য দোজখের নির্দেশ দিয়া কঠিন আজাবে নিক্ষেপ করা হইবে, তাহাদের মত হতভাগ্য আর কেহই হইবে না। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা উচিৎ যেন সেই নির্দেশ হইতে আল্লাহ আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখেন। (বুরহান)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ

হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাজী ছাদাকানা ওয়া'দাহু ওয়া আউরাছানাল্ আর্‌দ্বা নাতাবাউওয়াউ
সমস্ত প্রশংসা আল্লারই জন্য যিনি আমাদের সহিত তাঁহার অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করিয়াছেন এবং তিনি আমাদিগকে এই স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন—আমরা বেশে্‌তের

مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ج فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○ ٧٥ - وَتَرَى

মিনাল্ জান্নাতি হাইছু নাশাউ, ফানি'মা আজ্‌রুল্ আ'-মিলীন। ৭৫। ওয়াতারাল
যেখানে ইচ্ছা করিব সেখানে বাস করিব, অতঃপর সৎকর্মীদের কি উত্তম প্রতিদান ? (৭৫) এবং তুমি

الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ج

মালাইকাতা হাফ্‌ফীনা মিন্ হাউলিল্ আ'র্‌শি ইউছাব্‌বিহুনা বিহাম্‌দি রাব্বিহিম,
ফেরেশ্‌তাদিগকে আরশের চতুঃপার্শ্বে বৃত্তাকারে দাঁড়াইয়া তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসূচক তছ্‌বীহ্ পাঠ করিতে দেখিতে পাইবে,

وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ع ○

ওয়া কুদ্বিয়া বাইনাহুম্ বিল্ হাক্‌কি ওয়া কীলাল্ হাম্‌দু লিল্লা-হি রাব্বিল্ আ'-লামীন। ৫
এবং ন্যায়ভাবে তাহাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করা হইবে ; এবং বলা হইবে—সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। রুকু

ছুরা—মুমি'ন ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লাহির্‌রাহ্‌মানির্‌রাহীম। অতি দয়াবান পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৮৫ আয়াত এবং ৯ রুকু।

١ - حٰمٓ ج ٢ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○ لا ٣ - غَافِرِ

১। হা-মী-ম্। ২। তান্‌যীলুল্ কিতা-বি মিনাল্লা-হিল্ আ'যীযিল্ আ'লীম। ৩। গ্বাফিরিজ্‌
(১) হা-মী-ম। (২) পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহর তরফ হইতে এই কিতাবের অবতীর্ণ (৩) তিনি গোনাহ্‌

(৭৫) হাশরের মাঠে যখন বান্দাদের বিচার শুরু হইবে, তখন আল্লাহ আরশের উপর উপবেশন করিয়া স্বীয় কুদরতে কামেলার দ্বারা বিচার কার্য সম্পাদন করিবেন এবং পবিত্র ফেরেশ্‌তাগণ আরশে-মোয়াল্লার চারি দিকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আল্লাহর প্রশংসা করিতে থাকিবে।
(মানাফিউল কোরআন)

الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ط لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ط

জাম্বি ওয়া ক্বা-বিলিত্তাউবি শাদীদিল্ ই'কা-বি জিত্ত্বাউল্ ; লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়া ;

ক্ষমাকারী ও তওবা গ্রহণকারী এবং কঠিন শাস্তি প্রদানকারী, মহৎ দাতা, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই

إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ ۴ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللّٰهِ إِلَّا الَّذِينَ

ইলাইহিল্ মাছীর্ । ৪ । মাইউজ্বা-দিলু ফী আ-ইয়া-তিল্লা-হি ইল্লাল্লাজীনা

তাঁহারই নিকট গন্তব্যস্থল । (৪) কেবল তাহারাই আল্লাহর নিদর্শনসমূহে বিবাদ করে যাহারা

كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۝ ۵ كَذَّبَتْ

কাফারূ ফালা ইয়াগ্ রূর্কা তাক্বাল্লুবুহুম্ ফিল্ বিলা-দ্ । ৫ । কাজ্জাবাৎ

ধর্ম অমান্যকারী, অতএব হে রসূল ! নগরসমূহে তাহাদের যাতায়াত যেন তোমাকে প্রতারিত না করে । (৫) তাহাদের পূর্বে

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ص وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ

ক্বাব্লাহুম্ ক্বাউমু নূহিঁউ ওয়াল্ আহ্যাবু মিম্ বা'দিহিম্ ওয়া হাম্মাৎ কুল্লু উম্মাতিম্

নূহের সম্প্রদায় এবং তাহাদের পরবর্তী দলসমূহও অসত্যারোপ করিয়াছে ; এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় স্ব স্ব রাসূলকে

بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ

বিরাছূলিহিম্ লিইয়া'খুজূহু ওয়া জ্বা-দালূ বিল্বাত্বিলি লিইউদ্হিদ্বূ বিহিল্ হাক্ক্বা

ধৃত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল এবং ভিত্তিহীন জটিল তর্ক-বিতর্ক করিত ; এইজন্য যে উহা দ্বারা সত্যকে বিনষ্ট করিবে,

فَأَخَذْتُهُمْ قف فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝ ٦ وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ

ফাআখাজ্তুহুম্ ফাকাইফা কা-না ই'ক্বা-ব । ৬ । ওয়া কাজা-লিকা হাক্ক্বাৎ কালিমাতু

অতঃপর আমি তাহাদিগকে ধৃত করিলাম, অনন্তর আমার শাস্তি কিরূপ হইয়াছিল ? (৬) এবং এইরূপে তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্যে

رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝ ٧ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ

রাব্বিকা আ'লাল্লাজীনা কাফারূ আন্নাহুম্ আছ্হাবুন্না-র । ৭ । আল্লাজীনা ইয়াহ্মিলুনাল্

পরিণত হইয়াছে যে, ধর্ম অমান্যকারীগণ নিশ্চয়ই দোজখবাসী হইবে। (৭) যাহারা আল্লাহর আরশ

ওয়াক্‌ফি লাজিম

الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ

আ'রশা ওয়া মান্ হাউলাহূ ইউছাব্বিহূনা বিহাম্‌দি রাব্বিহিম্ ওয়া ইউ'মিনূনা বিহী-

বহন করে এবং যাহারা উহার চতুঃপার্শ্বে থাকে তাহারা প্রশংসার সহিত স্বীয় প্রতিপালকের গুণগান করে ও তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করে

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ج رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً

ওয়া ইয়াছ্‌তাগ্‌ফিরূনা লিল্লাজীনা আ-মানূ, রাব্বানা ওয়াছি'তা কুল্লা শাইইর রাহ্‌মাতাঁউ

এবং ধর্মবিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ; হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি করুণা ও জ্ঞান দ্বারা সকল বস্তুকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন,

وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ

ওয়া ই'লমান্ ফাগ্‌ফির লিল্লাজীনা তাবূ ওয়াত্তাবাউ' ছাবীলাকা ওয়াক্বিহিম্ আ'জা-বাল্

সুতরাং যাহারা তওবা করিয়াছে ও আপনার পথ অনুসরণ করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করুন এবং তাহাদিগকে দোজখের শাস্তি হইতে

الْجَحِيمِ ۝٨ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ

জ্বাহীম্ । ৮ । রাব্বানা ওয়া আদ্‌খিল্‌হুম্ জ্বান্না-তি আ'দ্‌নি নিল্লাতী ওয়া আ'ত্তাহুম্ ওয়া মান্

উদ্ধার করুন। (৮) হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি তাহাদিগকে বেহেশ্‌তে প্রবিষ্ট করান তাহাদের সহিত যাহার অঙ্গীকার করিয়াছেন ;

صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ط إِنَّكَ أَنْتَ

ছালাহা মিন্ আ-বা-ইহিম্ ওয়া আয্‌ওয়া-জ্বিহিম্ ওয়া জুর্‌রিইয়্যাতিহিম্ ; ইন্নাকা আন্তাল্

এবং তাহাদের মাতা-পিতাগণ, স্ত্রীগণ ও বংশধরের মধ্যে যে সৎকার্য করিয়াছে তাহাকেও ; নিশ্চয় আপনি

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٩ لا وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ط وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ

আ'যীযুল্ হাকীম । ৯ । ওয়াক্বিহিমুছ্ ছাইয়্যিআৎ ; ওয়া মান্ তাক্বিছ্ ছাইয়্যিআ-তি

পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী। (৯) এবং আপনি তাহাদিগকে দুর্ভোগ হইতে উদ্ধার করুন এবং আপনি সেদিন যাহাকে

يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ط وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ع ৪ / ১ / ১

ইয়াউমায়িজিন্ ফাকাদ রাহিম্‌তাহূ ; ওয়া জা-লিকা হুওয়াল্ ফাউযুল্ আ'জীম্। ৪

দুর্ভোগ হইতে উদ্ধার করিবেন নিশ্চয় আপনি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, এবং ইহাই বিরাট সাফল্য রুকু

ع ২ — ২ রুকু

١٠ - إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ

১০। ইন্নাল্লাজীনা কাফারূ ইউনা-দাউনা লামাক্‌তুল্লাহি আক্‌বারু মিম্‌মাক্‌তিকুম্‌

(১০) নিশ্চয় ধর্ম অমান্যকারীদের উচ্চৈঃস্বরে বলা হইবে —নিশ্চয় তোমাদের আত্মার প্রতি তোমাদের অসন্তুষ্টি অপেক্ষা আল্লাহর অসন্তুষ্টি

أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ○ ١١ - قَالُوا رَبَّنَا

আন্‌ফুছাকুম্‌ ইজ্‌ তুদ্‌আ'উনা ইলাল ঈমা নি ফাতাক্‌ফুরূন। ১১। ক্বা-লু রাব্বানা

অধিকতর ; যখন তোমাদিগকে ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আহ্বান করা হইত তখন তোমরা অমান্য করিতে। (১১) তাহারা বলিবে

أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا

আমাত্তানাছ্‌ নাতাইনি ওয়া আহ্‌ইয়াইতানাছ্‌ নাতাইনি ফা'তারাফ্‌না বিজুনূবিনা

হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি আমাদিগকে দুইবার মৃত্যুমুখে পতিত করিয়াছেন এবং দুইবার জীবিত করিয়াছেন, সুতরাং আমরা আমাদের গোনাহ্‌সমূহ স্বীকার করিতেছি ;

فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ○ ١٢ - ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ

ফাহাল্‌ ইলা খুরূজিম্‌ মিন্‌ ছাবীল। ১২। জা-লিকুম্‌ বিআন্নাহু ইজা দু'ইয়াল্লা-হু

অতঃপর বহির্গত হইবার কি কোন পথ আছে ? (১২) ইহা এইজন্য যে, যখন একক আল্লাহকে আহ্বান

وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ج وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ط فَالْحُكْمُ لِلَّهِ

ওয়াহ্‌দাহূ কাফার্‌তুম্‌, ওয়া ইঁইউশ্‌রাক্‌ বিহী তু'মিনূ ; ফাল্‌হুক্‌মু লিল্লা-হিল্‌

করা হইত, তখন তোমরা অমান্য করিয়াছিলে, আর যদি তাঁহার অংশী স্থাপন করা হইত তবে তোমরা বিশ্বাস করিতে ; অতঃপর বিচারাধিপত্য উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন

الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ○ ١٣ - هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم

আ'লীয়্যিল্‌ কাবীর। ১৩। হুওয়াল্লাজী ইউরীকুম্‌ আ-ইয়া-তিহী ওয়া ইউনায্‌যিলু লাকুম্‌

সুমহান আল্লাহরই জন্য। (১৩) তিনিই তোমাদিগকে স্বীয় নিদর্শন প্রদর্শন করেন এবং তোমাদের জন্য

مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ط وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ○

মিনাছ্‌ছামা-ই রিয্‌ক্বা ; ওয়ামা ইয়াতাজাক্‌কারু ইল্লা মাঁই ইউনীব।

আকাশ হইতে জীবিকা অবতীর্ণ করেন ; অথচ প্রত্যাবর্তনকারী ব্যতীত কেহই শিক্ষা গ্রহণ করে না।

١٤ - فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ٥ ١٥ - رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ

১৪। ফাদ্‌উ'ল্লা-হা মুখ্‌লিছীনা লাহুদ্দীনা ওয়া লাউ কারিহাল্ কা-ফিরূন। ১৫। রাফীউ'দ্দারাজা-তি

(১৪) অতঃপর তোমরা অকপটচিত্তে তাঁহার আদেশ পালনহেতু আল্লাহকে আহ্বান কর যদিও ধর্ম অমান্যকারীগণ অশোভনীয় মনে করে। (১৫) তিনি উচ্চ মর্যাদাশালী,

---

ذُو الْعَرْشِ ج يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ

জুল্ আ'র্‌শ, ইউল্‌ক্বীর্ রূহা মিন্ আম্‌রিহী আ'লা-মাঁইয়াশাউ মিন্

আরশের অধিকারী ; তিনি স্বীয় আদেশ তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ

عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ٥ لا ١٦ - يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ج لَا يَخْفٰى

ই'বা-দিহী লি ইউন্‌জিরা ইয়াউমাত্তালাক্ব। ১৬। ইয়াউমা হুম্ বা-রিযুন, লা ইয়াখ্‌ফা

করেন ; এইজন্য যে, তিনি সাক্ষাৎ-দিবসের ভীতি প্রদর্শন করেন। (১৬) যে দিন তাহারা সমাধি হইতে বহির্গত হইবে, আল্লাহর নিকটে

عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ط لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط لِلّٰهِ

আ'লাল্লা-হি মিন্‌হুম্ শাইউন ; লিমানিল্ মুল্‌কুল্ ইয়াউম্? লিল্লা হিল্

তাহাদের কিছুই গোপন থাকিবে না ; অদ্য কাহার রাজাধিপত্য ?—প্রবল

الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ٥ ١٧ - اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ط

ওয়া-হিদিল্ ক্বাহ্‌হার। ১৭। আল্ ইয়াউমা তুজ্‌যা কুল্লু নাফ্‌ছিম্ বিমা কাছাবাৎ ;

প্রতাপশালী একক আল্লারই। (১৭) অদ্য প্রত্যেক আত্মাই স্ব স্ব কৃতকর্মের প্রতিফল পাইবে ;

لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ٥ ١٨ - وَاَنْذِرْهُمْ

লা জুল্‌মাল্ ইয়াউম্ ; ইন্নাল্লা-হা ছারীউ'ল্ হিছা-ব। ১৮। ওয়া আন্‌জির্‌হুম্

অদ্য কোন প্রকার অত্যাচার হইবে না ; নিশ্চয় আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী (১৮) এবং তুমি

---

(১৭) যে দিন প্রত্যেক জীবকে তাহার কৃতকর্মের প্রতিফল মিলিবে, সে দিনকে হাশর বলা হয়। সে দিন কোন রকম জুলুম করা হইবে না এবং আল্লাহ তাআলা অত্যান্ত সতর্কতার সহিত ত্বরিত হিসাব গ্রহণ করিবে না। হিসাব না দিয়া কেহই থাকিতে পারিবে না। (মানাফিউল কোরআন)

يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ ط مَا

ইয়াউমাল আযিফাতি ইজিল্ ক্বুলূবু লাদাল্ হানাজ্বিরি কাজিমীন ; মা

তাহাদিগকে সেই নিকটবর্তী দিবসের ভীতি প্রদর্শন কর, যে দিন কষ্টজনিত প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে।

لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُطَاعُ ط ١٩ - يَعْلَمُ

লিজ্‌জা-লিমীনা মিন্ হামী মিঁউ ওয়ালা শাফী'ই ইউত্বা'। ১৯। ইয়া'লামু

মহাপাপীদের জন্য এমন কোন সুহৃদ বা সাহায্যকারী থাকিবে না যাহার অনুরোধ পালিত হইবে। (১৯) তিনি চক্ষুসমূহের

خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ٢٠ - وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ط

খা-ইনাতাল আ'ইউনি ওয়ামা তুখ্‌ফিছ্‌ছুদূর। ২০। ওয়াল্লা-হু ইয়াক্বদ্বী বিল্ হাক্‌ক্ব ;

প্রতারণা ও অন্তরসমূহ যাহা গোপন করে তাহা অবগত আছেন। (২০) এবং আল্লাহ ন্যায্য বিচারই করেন ;

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ط اِنَّ اللّٰهَ هُوَ

ওয়াল্লাজীনা ইয়াদউ না মিন্ দূনিহী লা ইয়াক্‌দ্বূনা বিশাইইন্। ইন্নাল্লাহা হুওয়াছ্

এবং তাহারা তাঁহাকে ব্যতীত যাহাদিগকে আহ্বান করে তাহারা কোনই বিচার মীমাংসা করিতে পারিবে না ; নিশ্চয় আল্লাহ্

ع ২ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ع ٢١ - اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ

ছামীউ'ল বাছীর। ع ২১। আওয়ালাম্ ইয়াছীরূ ফিল্ আরদ্বি ফাইয়ান্‌জুরূ কাইফা কা-না

২ রুকু সর্বশ্রোতা সর্বদর্শী। (২১) আর ইহারা কি দেশে পরিভ্রমণ করিয়া লক্ষ্য করে নাই যে, ইহাদের

عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً

আ'ক্বিবাতুল্লাজীনা কা-নূ মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ ; কা-নূহুম্ আশাদ্দা মিন্‌হুম্ ক্বুওয়াতাঁও

পূর্ববর্তীদের কিরূপ পরিণাম হইয়াছিল ? তাহারা ইহাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল

وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ط وَمَا كَانَ لَهُمْ

ওয়া আছারান্ ফিল্ আরদ্বি ফাআখাজা হুমুল্লাহু বিজুনুবিহিম্ ; ওয়ামা কা-না লাহুম্

এবং জগতে ইহাদের অপেক্ষা অধিক নিদর্শন স্থাপনকারী ছিল, অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের গোনাহসমূহ সহ ধৃত করিলেন এবং আল্লাহ

مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝ ٢٢ - ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ

মিনাল্লা-হি মিঁও ওয়াক্ব্। ২২। জা-লিকা বিআন্নাহুম্ কা-নাত তা'তীহিম্ রুছুলুহুম্
হইতে কেহই তাহাদের উদ্ধারকারী ছিল না। (২২) ইহা এই জন্য যে, যখন তাহাদের নিকট রাসূলগণ দলিল প্রমাণ লইয়া

بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ

বিল্ বাইয়্যিনা-তি ফাকাফারু ফাআখাজাহুমুল্লাহ্ ; ইন্নাহু কাবিয়্যুন্ শাদীহুল্
উপস্থিত হইতেন, তখন তাহারা অমান্য করিত সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধৃত করিলেন ; নিশ্চয় তিনি শক্তিশালী, কঠিন

الْعِقَابِ ۝ ٢٣ - وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ لا

ই'ক্বাব্। ২৩। ওয়ালাক্বাদ্ আর্ছাল্না মূছা বিআ-ইয়া-তিনা ওয়া ছুলত্বা-নিম্ মূবীন্।
শাস্তি প্রদানকারী। (২৩) এবং আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহ ও স্পষ্ট সনদসহ প্রেরণ করিয়া ছিলাম।

٢٤ - اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝ ٢٥ - فَلَمَّا

২৪। ইলা ফির্আ'উনা ওয়া হা-মা-না ওয়া কারূনা ফাকা-লূ ছা-হিরুন কাজ্জা-ব। ২৫। ফালাম্মা
(২৪) ফেরাউন, হামান ও কারূনের নিকট, অতঃপর তাহারা বলিল —এই ব্যক্তি ইন্দ্রজালিক বড় মিথ্যাবাদী। (২৫) অনন্তর যখন

جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْۤا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

জ্বা-আহুম্ বিল্ হাক্ক্বি মিন্ ই ন্দিনা কালুক্তুলু—আব্না—আল্লাজীনা আ-মানূ
তিনি আমার পক্ষ হইতে সত্যবাণী লইয়া তাহাদের নিকট উপনীত হইলেন, তখন তাহারা বলিল —যাহারা উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের পুত্রসন্তানগুলি হত্যা কর

مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ط وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ

মাআ'হু ওয়াছ্তাহ্ইউ নিছা—আহুম্ ; ওয়ামা কাইহুল্ কা-ফিরীনা ইল্লা-ফী
এবং তাহাদের স্ত্রীজাতিকে জীবিত রাখিয়া দাও এবং ধর্মদ্রোহীদের ষড়যন্ত্র

ضَلٰلٍ ۝ ٢٦ - وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْۤ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ج

দ্বালা-ল্। ২৬। ওয়া কা-লা ফির্আ'ওনু জারূনী—আক্তুল্ মূছা ওয়াল্ ইয়াদউ' রাব্বাহু,
ব্যর্থ হইয়া যায়। (২৬) এবং ফেরাউন বলিল —তোমারা আমাকে ছাড়িয়া দাও ; আমি মুসাকে হত্যা করিব ; সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করুক,

(২৩) সুস্পষ্ট নিদর্শনের মধ্যে ছিল— (১) হজরত মূসা (আঃ) এর হাতের লাঠি। (২) উজ্জ্বল হস্ত। (৩) তৌরিত কিতাব ইত্যাদি। এই সকল নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করা স্বত্বেও ফেরাউন, হামান ও কারূন হজরত মুসাকে (আঃ) মিথ্যা রাসূল বলিয়া অখ্যায়িত করিয়াছিল এবং ফলে তাহারা ধ্বংস হইয়া গেল। (মানাযিউল কোরআন

إِنِّيٓ أَخَافُ أَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُّظْهِرَ فِي الْأَرْضِ

ইন্নী আখাফু আঁাই ইউবাদ্দিলা দীনুকুম্ আউ আঁাই ইউজহিরা ফিল্ আরদ্বিল্

আমি আশঙ্কা করি যে, সে তোমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করিয়া দিবে অথবা দেশে অশান্তি

الْفَسَادَ ○ ٢٧ - وَقَالَ مُوسٰٓى إِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ

ফাছাদ্। ২৭। ওয়া ক্বা-লা মূছা ইন্নী উজ্‌তু বিরাব্বি ওয়া রাব্বিকুম্ মিন্ কুল্লি মুতাকাব্বিরিন্

সৃষ্টি করিবে। (২৭) এবং মূসা বলিলেন—আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যেক অহঙ্কারী হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি

ع ৩ | ৩ রুকু

لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ع ٢٨ - وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ قصلے مِّنْ

লা ই'উমিনু বিইয়াউমিল হিছাব্। ২৮। ওয়া ক্বা-লা রাজুলুম্ মু'মিনুম্ মিন্

যাহারা হিসাব দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। (২৮) এবং ফেরাউনের বংশীয় জনৈক ধর্মবিশ্বাসী যে তাহার ধর্মবিশ্বাস গোপন করিত

اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيْمَانَهٗٓ أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا أَنْ

আলি ফির্‌আ'ওনা ইয়াক্‌তুমু ঈমানাহূ আতাক্‌তুলুনা রাজুলান্ আঁাই

সে বলিল—শুধু এই জন্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করিতে উদ্যত হইতেছ যে ব্যক্তি

يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ط

ইয়াকূলু রাব্বিআল্লাহু ওয়াক্বাদ জ্বা-আকুম্ বিল্ বাইয়্যিনাতি মির্‌রাব্বিকুম্;

বলেন—আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক? বস্তুতঃ নিশ্চয় তিনি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে দলিল প্রমাণাদি আনয়ন করিয়াছেন।

وَإِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ج وَإِنْ يَّكُ صَادِقًا

ওয়া ইঁই ইয়াকু কা-জিবান্ ফা আ'লাইহি কাজিবুহূ, ওয়া ইঁই ইয়াকু ছা-দিক্বাঁই

এবং তিনি যদি মিথ্যাবাদী হন তবে মিথ্যার পরিণাম তাঁহারই উপর পতিত আর তিনি যদি সত্যবাদী হন

يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ

ইউছিব্‌কুম্ বা'দ্বুল্লাজী ইয়াই'দুকুম; ইন্নাল্লাহা লা-ইয়াহ্‌দী মান্ হুয়া

তবে তিনি তোমাদের সহিত যাহার অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহার কিছু না কিছু তোমাদের উপর আপতিত হইবে; নিশ্চয় আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারী

مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۝ ٢٩ - يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ

মুছরিফুন্ কাজ্‌জা-ব্। ২৯। ইয়া কাওমি লাকুমুল মুলকুল্ ইয়াউমা জাহিরীনা

মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না। (২৯) হে আমার সম্প্রদায়! অন্য দেশে তোমাদের রাজ্যাধিপত্য প্রভাব

فِى الْاَرْضِ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ط قَالَ

ফিল্ আর্‌দ্বি ফামাঁই ইয়ান্‌ছুরুনা মিম্ বা'ছিল্লাহি ইন্ জ্বা—আনা; ক্বা-লা

প্রতিপত্তি রহিয়াছে; কিন্তু আল্লাহর শাস্তি আসিলে উহা হইতে কে তোমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবে।

فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۝

ফিরআ'উনু মা—উরীকুম্ ইল্লা মা আরা ওয়া মা আহ্‌দীকুম্ ইল্লা ছাবীলার্ রাশাদ্।

ফেরাউন বলিল আমি তোমাদিগকে উহাই বুঝাইতে চাহি যাহা আমি বুঝিয়াছি আমি তোমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিব।

٣٠ - وَقَالَ الَّذِىْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ

৩০। ওয়া ক্বালাল্লাজী আ-মানা ইয়া ক্বাওমি ইন্নী আখাফু আ'লাইকুম্ মিছ্‌লা

(৩০) এবং সেই ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তি বলিল হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে

يَوْمِ الْاَحْزَابِ لا ٣١ - مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ

ইয়াউমিল আহ্‌যাব্। ৩১। মিছ্‌লা দা'বি ক্বাউমি নূহিঁউ ওয়া আ'দিউ ওয়া ছামুদ। ওয়াল্লাজীনা

পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলির অনুরূপ আশঙ্কা করি। (৩১) যেমন অবস্থা নুহ্, আদ, সামুদ সম্প্রদায়

(৩০) হজরত ইবনে আব্বাছ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে যে, ফেরাউনের কওমের মাত্র তিনজন লোক ঈমান আনিয়াছিল। এই আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তি হইল প্রথম এবং দ্বিতীয় জন হইল ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া (রা:) এবং তৃতীয় ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি যিনি হজরত মূসাকে (আ:) খবর দিয়াছিলেন যে, "ফেরাউনের লোকজন এখন আপনাকে কতল করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে" এই তিনজন ছাড়া অন্য কেহই ঈমান আনয়ন করে নাই।"

(ইবনে কাছির ও ফতহুল বয়ান)

مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۝ ٣٢ - وَيٰقَوْمِ

মিম্ বা-দিহিম্ ; ওয়ামাল্লা-হু ইউরীদু জুলমাল্ লিল্ ই'বাদ্। ৩২। ওয়া ইয়া ক্বাউমি

ও তাহাদের পরবর্তীগণের ঘটিয়াছিল এবং আল্লাহ বান্দাগদের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে ইচ্ছা করেন না। (৩২) এবং হে আমার সম্প্রদায় ;

اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۙ ٣٣ - يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا

ইন্নী আখা-ফু আ'লাইকুম্ ইয়াউ মাত্তাদ। ৩৩। ইয়াউমা তুওয়াল্লুনা মুদ্বিরীন্, মা

আমি তোমাদের ব্যাপারে পারস্পরিক আর্তনাদ দিবসের আশঙ্কা করি। (৩৩) যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পুর্বক পলায়ন করিবে,

لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝

লাকুম্ মিনাল্লাহি মিন্ আ'ছিম ; ওয়া মাঁই ইউদ্বলিলিল্লাহু ফামা লাহু মিন্ হা-দ্।

আল্লা'হর শাস্তি হইতে কেহ তোমাদের রক্ষক থাকিবে না এবং আল্লাহ যাহাকে বিপদগামী করেন কেহই তাহার সৎপথ প্রদর্শনকারী নাই।

٣٤ - وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ

৩৪। ওয়ালাক্বাদ্ জা-আকুম্ ইউছুফু মিন্ কাব্লু বিল্ বাইয়্যিনা-তি ফামা যিল্তুম

(৩৪) এবং নিশ্চয় ইউসুফ ইতিপূর্বে তোমাদের নিকট দলিল প্রমাণ আনয়ন করিয়াছিলেন অতঃপর তোমরা

فِىْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ؕ حَتّٰىٓ اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ

ফী শাক্কিম্ মিম্মা জা-আকুম্ বিহী ; হাত্তা ইজা হালাকা ক্বুল্তুম্ লাঁই

তাহাতে বরাবর সন্দেহ পোষণ করিতেছিলে যাহা তিনি আনিয়াছিলেন ; এমনকি যখন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন তখন তোমরা বলিলে—

يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ

ইয়াব্আ'ছাল্লা-হু মিম্ বা-দ্বিহী রাছুলা ; কাজা-লিকা ইয়ুদ্বিল্লুল্লাহু মান্

তাহার পরে আল্লাহ আর কোনই রাসূল প্রেরণ করিবেন না। সীমা অতিক্রমকারী সন্দিগ্ধমনা

هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۚ ٣٥ - نِ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ

হুওয়া মুছ্রিফুম্ মুর্তাব। ৩৫। নিল্লাজীনা ইউজা-দিলুনা ফী-আ-ইয়া-তিল্লাহি

ব্যক্তিকে আল্লাহ এইরূপই বিপদগামী করেন। (৩৫) তাহাদের নিকট আগত বিনা প্রমাণে তাহারা

بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰهُمْ ط كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ

বিগাইরি ছুল্‌ত্বা-নিন্ আ-তা-হুম্ ; কাবুরা মাক্‌তান্ ই'ন্দাল্লাহি ওয়া ই'ন্দাল্লাজীনা
আল্লাহর নিদর্শনসমূহে বিবাদ করিতে থাকে। আল্লাহ্ সমীপে ও ধর্মবিশ্বাসীদের নিকট

اٰمَنُوْا ط كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ

আ-মানু ; কাজা-লিকা ইউত্ববাউ'ল্লা-হু আ'লা কুল্লি ক্বাল্‌বি মুতাকাব্বিরিন্
অশোভনীয়। আল্লাহ এইরূপে প্রত্যেক উদ্ধত গর্বিতের অন্তরে মোহরাঙ্কিত

جَبَّارٍ ۝ ٣٦ - وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ

জ্বাব্বা-র। ৩৬। ওয়া ক্বা-লা ফির্‌আ'উনু ইয়া হা-মা-নুব্‌নু লী ছার্‌হাল্ লা-আ'ল্লী
করিয়া দেন। (৩৬) এবং ফেরাউন বলিল — হে হামান ! আমার জন্য একটি অট্টালিকা প্রস্তুত কর, যাহাতে

اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۙ ٣٧ - اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ

আব্‌লাগু্ল আছ্‌বা-বা। ৩৭। আছ্‌বা-বাছ্ ছামা-ওয়া-তি ফাআত্তালিআ' ইলা ইলা-হি
এমন পথে আরোহণ করিতে পারি। (৩৭) যাহা আকাশের পথ, অতঃপর আমি মূসার উপাস্য পর্যন্ত উপনীত হইব ;

مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ط وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ

মুছা ওয়া ইন্নী লাআজুন্নুহু কা-জিবা ; ওয়া কা-জা-লিকা যুইয়্যিনা লিফির্‌আ'উনা
এবং নিশ্চয় আমি মনে করি যে, সে মিথ্যাবাদী ; এইরূপে ফেরাউনের অসৎকার্য তাহাকে

سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ط وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ

ছু—উ আ'মালিহী ওয়া ছুদ্দা আ'নিছ্ ছাবীল্ ; ওয়ামা কাইদু ফিরআ'উনা ইল্লা ফী
মনোরম করিয়া দেখান হইয়াছিল এবং তাহাকে পথ হইতে বিরত রাখা হইয়াছিল এবং ফেরাউনের ষড়যন্ত্র ধ্বংসমূলক

(৩১) ফেরাউন একদা তাঁহার মন্ত্রী হামানকে বলিল, "হে হামান ! তুমি বহুতল বিশিষ্ট সুউচ্চ একখানা বালাখানা আমার জন্য তৈরী কর, যাহাতে চড়িয়া আমি উর্ধ আকাশে হজরত মূসার (আঃ) খোদাকে দেখিতে চেষ্টা করিব। আমার মনে হয় সে মিথ্যা বলিতেছে।" আল্লাহকে চর্মচক্ষে দেখিবার কু-অভিলাষ ফেরাউনেরও ছিল। ইহা কুফুরীর চূড়ান্ত অবস্থা। (আজিজী)

ع ৪ — ৪ রুকু

تَبَابٍ ع ٣٨ - وَقَالَ الَّذِىٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ

তাবা-ব্। ع ৩৮। ওয়া ক্বা-লাল্লাজী আ-মানা ইয়া ক্বাউমিত্তাবিউ'নি আহ্‌দিকুম্ ছাবীলার

ছিল। (৩৮) এবং সেই ধর্মবিশ্বাসী বলিল—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর আমি তোমাদিগকে সঠিক পথ প্রদর্শন

الرَّشَادِ ج ٣٩ - يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ زَوَّانَ

রাশা-দ্। ৩৯। ইয়া ক্বাউমি ইন্নামা হা জিহিল্ হাইয়াতুদ্দুনইয়া মাতাউঁ'উ; ওয়া ইন্নাল

করিব। (৯৩) হে আমার সম্প্রদায়! এতদ্ব্যতীত নহে যে, এই পার্থিব জীবন সুখ ভোগের এবং নিশ্চয়

الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ ٥ ٤٠ - مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰى

আ-খিরাতা হিয়া দারুল্ ক্বারার্। ৪০। মান্ আ'মিলা ছাইয়্যিআতান্ ফালা ইউজ্-যা

পরকাল স্থায়ী আবাস। (৪০ যে অসৎকার্য করিল সে তদনুরূপ

اِلَّا مِثْلَهَا ج وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ

ইল্লা মিছলাহা, ওয়া মান্ আ'মিলা ছা লিহাম্ মিন্ জাকারিন্ আউ উন্‌ছা ওয়া হুওয়া

প্রতিফল পাইবে, এবং ধর্মবিশ্বাসরূপে স্ত্রী অথবা পুরুষ

مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ

মু'মিনুন্ ফাউলা-ইকা ইয়াদখুলুনাল্ জ্বান্নাতা ইউরজাক্বুনা ফী-হা বিগ্বাইরি

যে সৎকার্য করিল, সুতরাং তাহারাই বেহেশ্‌ত উদ্যানে প্রবিষ্ট হইবে; তথায় তাহাদিগকে অগণিত জীবিকা প্রদত্ত

حِسَابٍ ٥ ٤١ - وَيٰقَوْمِ مَالِىٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِىٓ اِلَى النَّارِ ط

হিছা-ব্। ৪১। ওয়া ইয়া ক্বাউমি মা-লী আদউ'কুম্ ইলান্নাজ্বাতি ওয়া তাদ্‌উনানী ইলান্নার;

হইবে। (৪১) এবং হে আমার সম্প্রদায়! আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমি তোমাদিগকে মুক্তির দিকে আহ্বান করিতেছি আর তোমরা আমাকে দোজখের দিকে আহ্বান করিতেছ।

٤٢ - تَدْعُوْنَنِىْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ ز

৪২। তাদ্‌উ'নানী লিআক্‌ফুরু বিল্লাহি ওয়া উশ্‌রিকা বিহী মা লাইছা লী বিহী ই'ল্‌মুঁউ

(৪২) তোমরা এ জন্য আমাকে আহ্বান করিতেছ যে, আমি আল্লাহকে অমান্য করি এবং এমন বস্তুকে আমি তাঁহার অংশী স্থাপন করি, যাহার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নাই;

وَاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ٥ ٤٣ - لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِىْٓ

ওয়া আনা আদ্‌উ'কুম্ ইলাল আযীযিল্ গ্বাফ্‌ফার। ৪৩। লা-জ্বারমা আন্নামা তাদ্‌উ'নানী

বস্তুতঃ আমি তোমাদিগকে পরাক্রমশালী অতিশয় ক্ষমাকারীর দিকে আহ্বান করিতেছি। (৪৩) কোনই সন্দেহ নাই, তোমরা যাহার দিকে আহ্বান করিতেছ,

اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا وَلَا فِى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ

ইলাইহি লাইছা লাহু দা'ওয়াতুন্ ফিদ্‌দুন্‌ইয়া ওয়ালা ফিল্ আখিরাতি ওয়া আন্না

জগতে অথবা পরকালে সে আহ্বানের উপযুক্ত নয়, এবং নিশ্চয়

مَرَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ٥ ٤٤ - فَسَتَذْكُرُوْنَ

মারাদ্দানা ইলাল্লাহি ওয়া আন্নাল মুছ্‌রিফীনা হুম্ আছ্‌হাবুন্নার। ৪৪। ফাছাতাজ্‌কুরূনা

আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকে; এবং নিশ্চয় সীমা অতিক্রমকারী যাহারা তাহারা দোজখবাসী। (৪৪) সুতরাং সত্বরই তোমরা

مَا اَقُوْلُ لَكُمْ وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ

মা আকূলু লাকুম্, ওয়া উফাউবিদ্বু আম্‌রী ইলাল্লাহ্। ইন্নাল্লাহা

স্মরণ করিবে যাহা আমি তোমাদিকে বলিতেছি এবং আমার ব্যাপার আল্লাহর প্রতি সমর্পন করিতেছি।

بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ٥ ٤٥ - فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ

বাছীরুম্ বিলই'বাদ্। ৪৫। ফাওয়াক্বা-হুল্লাহু ছাইয়্যিয়া-তি মা মাকারূ ওয়া হা-ক্বা বিআ-লি

নিশ্চয় আল্লাহ স্বীয় বান্দাগণের দর্শনকারী। (৪৫) আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে তাহাদের কৃত ষড়যন্ত্রের কুফল হইতে উদ্ধার করিলেন এবং শোচনীয় শাস্তি

فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ج ٤٦ - اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا

ফির্‌আ'উনা ছূউল আ'জা-ব। ৪৬। আন্নারু ইউ'রদ্বূনা আ'লাইহা গ্বুদুউওয়ান্

ফেরাউন-দলকে বেষ্টন করিয়া লইল। (৪৬) তাহারা সকাল সন্ধ্যায় তাহাদিগকে অগ্নির সম্মুখে

وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ۚ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ

ওয়া আ'শীয়্যা, ওয়া ইয়াউমা তাক্বুমুছ্ ছাআ'হ্, আদ্খিলু— আ-লা ফির্আ'উনা

উপস্থাপিত করা হইবে ; এবং যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে ফেরাউনের দলকে ভীষণ শাস্তিতে

أَشَدَّ الْعَذَابِ ۝٤٧ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ

আশাদ্দাল আজা-ব্। ৪৭। ওয়া ইজ্ ইয়াতাহা জ্জুনা ফিন্না-রি ফাইয়াক্বুলুদ্

প্রবিষ্ট করাও। (৪৭) এবং যখন তাহারা দোজখে পরস্পর বিবাদ করিবে, অতঃপর দুর্বলগণ

الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ

দ্বুআ'ফা—উ লিল্লাজীনাছ্তাক্বারূ ইন্না-কুন্না লাকুম্ তাবাআ'ন্ ফাহাল্ আন্তুম্

গর্বিতদের বলিবে— আমরা তোমাদের অনুসরণকারী ছিলাম, অনন্তর তোমরা কি আমাদের উপর হইতে

مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ۝٤٨ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ

মুগ্নুনা আ'ন্না নাছিবাম্ মিনান্না-র্। ৪৮। ক্বালাল্লাজীনাছ্ তাক্বারূ ইন্না কুল্লুন্

দোজখের কিছু অংশ বিদূরীত করিতে পার ? (৫৮) গর্বিতগণ বলিবে—আমরা সকলেই

فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝٤٩ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ

ফীহা ইন্নাল্লা-হা ক্বাদ্ হাকামা বাইনাল্ ই'বাদ্। ৪। ওয়াক্বালাল্লাজীনা ফিন্না-রি

ইহার মধ্যে পতিত। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। (৪৯) এবং যাহারা দোজখবাসী হইবে

لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ

লিখাজানাতি জাহান্নামাদ্উ' রাব্বাকুম্ ইউখাফ্ফিফ আ'ন্না ইয়াউমাম্ মিনাল্

তাহারা দোজখের রক্ষীগণকে বলিবে— তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আবেদন কর, তিনি যেন যে কোন দিন আমাদের প্রতি শাস্তি হ্রাস

(৪৭) এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, দোজখবাসীগণও পরস্পর পরস্পরের সহিত নিজেদের গোমরাহীর বিষয়ে ঝগড়া করিবে। একদল অন্যদলকে গোমরাহীর জন্য দোষী সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিবে ; ফলত তাহাদের এই ঝগড়া-ফাসাদ আজাবকে ঠেকাইতে পারিবে না। বরং দ্বিগুণ আজাব ভোগ করিতে থাকিবে। (মানাফিউল কোরআন)

الْعَذَابِ ۝ ٥٠ - قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ط

আজা-ব্ । ৫০ । ক্বা লু আওয়ালাম্ তাকু তা'তীকুম্ রুছুলাকুম্ বিল্ বাইয়্যিনাত ;
করিয়া দেন। (৫০) তাহারা বলিবে—তোমাদের রাসূলগণ কি তোমাদের নিকট নিদর্শনসমূহ আনয়ন করেন নাই ?

قَالُوْا بَلٰى ط قَالُوْا فَادْعُوْا ج وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ع ۝

ক্বা-লু বালা ; ক্বা-লূ ফাদ্‌উ' ওয়ামা দুআ'-উল্ কা-ফিরীনা ইল্লা-ফী দ্বালা-ল। ع
তাহারা বলিবে—হ্যাঁ ; তাহারা বলিবে—অতঃপর তোমরা চীৎকার করিতে থাক, এবং ধর্মদ্রোহীদের চীৎকার বিফল। ع ৫ — ৫ রুকু

৫১ - اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ

৫১ । ইন্না লানান্‌ছুরু রুছুলানা ওয়াল্লাজীনা আ-মানু ফিল্ হায়াতিদ্দুন্‌ইয়া ওয়া ইয়াউমা
(৫১) আমি আমার রাসূলগণ ও ধর্মবিশ্বাসীগণকে পার্থিব জীবনে নিশ্চয় সাহায্য করি ; এবং যেদিন

يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۝ ٥٢ - يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ

ইয়াক্বুমুল্ আশ্‌হা-দ । ৫২। ইয়াউমা লা-ইয়ান্‌ফাউজ্ জা-লিমীনা মা'জিরাতুহুম্
সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হইবে। (৫২) সেদিন পাপীদের ওজর আপত্তি কোন উপকারে আসিবে না,

وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝ ٥٣ - وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَ

ওয়ালাহুমুল্লা'নাতু ওয়ালাহুম্ ছুউদ্দা-র্ । ৫৩। ওয়ালাক্বাদ্ আ-তাইনা মুছাল্ হুদা ওয়া
এবং তাহাদের প্রতি অভিসাপ ও তাহাদের জন্য নিকৃষ্ট বাসস্থান হইবে। (৫৩) নিশ্চয় মূসাকে আমি সৎপথ প্রদর্শনকারী গ্রন্থ প্রদান করিলাম এবং ইস্রাইল

اَوْرَثْنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ۝ ٥٤ - هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ۝

আউ রাছ্‌না বানী—ইছরা-য়ীলাল্ কিতা-ব। ৫৪। হুদাউ ওয়া জিক্‌রা-লিউলিল্ আল্‌বা-ব্।
বংশধরকে উক্ত কিতাবের উত্তরাধীকারী করিলাম। (৫৪) যাহা জ্ঞানীবৃন্দের জন্য সৎপথ প্রদর্শক ও উপদেশমুলক।

٥٥ - فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

৫৫। ফাছ্‌বির্ ইন্না ওয়া' দাল্লা-হি হাক্‌ক্বুঁউ ওয়াছ্‌তাগ্‌ফির্ লিজাম্‌বিকা ওয়া ছাব্বিহ্ বিহাম্‌দি
(৫৫) অতঃপর তুমি ধৈর্যাবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য এবং স্বীয় গোনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং সকাল সন্ধ্যায় সুখ্যাতিসহ

رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ○ ٥٦ - اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىٓ

রাব্বিকা বিল্ আশিয়্যি ওয়াল্ ইব্‌কার্। ৫৬। ইন্নাল্লাজীনা ইউজা-দিলুনা ফী

স্বীয় প্রতিপালকের তছবীহ পাঠ করিতে থাক। (৫৬) নিশ্চয় যাহারা তাহাদের নিকট আগত

اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰهُمْ لا اِنْ فِىْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ

আ-ইয়া-তিল্লা-হি বিগ্বাইরি ছুল্‌ত্বানিন্ আতা-হুম্ ইন্না ফী-ছুদূরিহিম্ ইল্লা কিব্‌রুম্

প্রমাণ ব্যতীত আল্লাহর নিদর্শন সমূহে বিবাদ করিতে থাকে তাহাদের অন্তরে গর্ববাহঙ্কার বিদ্যমান

مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ج فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

মা হুম্ বিবা-লিগ্বীহ, ফাছ্‌তায়িজ্ বিল্লা-হ্ ; ইন্নাহু হুওয়াছ্ ছামীউ'ল্ বাছীর্।

যাহার ফলে তাহারা উহাতে উপনীত হইতে পারিবে না, তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর ; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদর্শী।

٥٧ - لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ

৫৭। লাখাল্‌কুছ্ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি আক্‌বারু মিন্ খাল্‌কিন্না-ছি ওয়ালা কিন্না

(৫৭) নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করা মানব সৃষ্টি করা অপেক্ষা বৃহত্তর কার্য কিন্তু

اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ ٥٨ - وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ لا وَالَّذِيْنَ

আক্‌ছারান্না-ছি লাইয়া'লামুন। ৫৮। ওয়ামা ইয়াছ্‌তাবিল্ আ'মা ওয়াল্ বাছীরু ওয়াল্লাজীনা

অধিকাংশ লোক অবগত হইতে পারে না। (৫৮) অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং যাহারা ধর্মবিশ্বাস স্থাপন করিয়া

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِىْٓءُ ط قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

আ-মানু ওয়া আ'মিলুছ্ ছা-লিহা-তি ওয়ালাল্ মুছী উ ; ক্বালীলাম্ মা তাতাজাক্কারূন্।

সৎকার্য করিল তাহারা ও অসাধু সমকক্ষ হইতে পারে না—অল্প লোকই উপদেশ গ্রহণ করে।

٥٩ - اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا زوَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ

৫৯। ইন্নাছ্ছা-আ'তা লাআ-তিয়াতুল্ লা-রাইব্ ফীহা ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারান্না-ছি

(৫৯) নিশ্চয় কিয়ামত আসিয়া উপনীত হইবে—উহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশ লোক

(৫৮) অন্ধব্যক্তি ও দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি কোন দিন সমান হইতে পারে না। এমন কি ঈমানদার ও নেককার এবং গোনাহগার ব্যক্তিও এক সমান নহে। কেননা নেক্‌কার-ঈমানদার ব্যক্তি হইল দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির মত আর গোনাহগার ব্যক্তি হইল অন্ধের মত। আল্লাহর আজাবের প্রতি অন্ধ না হইলে কিছুতেই সে গোনাহ করিত না। (তাফ্‌হীম)

لَا يُؤْمِنُوْنَ ○ ٦٠ - وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط اِنَّ الَّذِيْنَ

লা ইউমিনূন। ৬০। ওয়া ক্বা-লা রাব্বুকুমুদ্উ'নী—আছ্তাজ্বিব্ লাকুম্; ইন্নাল্লাজীনা

বিশ্বাস স্থাপন করে না। (৬০) এবং তোমাদের প্রতিপালক বলিলেন—তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিব। নিশ্চয় যাহারা

يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ع

ইয়াছ্তাক্বিরূনা আ'ন্ ই'বা-দাতী ছাইয়াদ্‌খুলুনা জ্বাহান্নামা দা-খিরীন্। ع

আমার উপাসনা করিতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে তাহারা সত্বর লাঞ্ছিতরূপে দোজখে প্রবেশ করিবে।

ع ৬ ৬ রুকু

٦١ - اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط

৬১। আল্লা-হুল্লাজী জাআ'লা লাকুমুল্ লাইলা লিতাছ্কুনূ ফীহি ওয়ান্নাহা-রা মুব্ছিরা;

(৬১) তিনিই আল্লাহ্—যিনি রাত্রিকে তোমাদের জন্য সৃজন করিয়াছেন এই জন্য যে তোমরা উহাতে বিশ্রাম লাভ করিতে পার এবং দর্শন করিবার জন্য দিবাকে সৃজন করিয়াছেন।

اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

ইন্নাল্লা-হা লাজু ফাদ্বলিন্ আ'লান্না-ছি ওয়ালা-কিন্না আক্ছারান্না-ছি লা ইয়াশ্কুরূন্।

নিশ্চয় আল্লাহ মানব জাতির প্রতি প্রভূত দানকারী, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না।

٦٢ - ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ م لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ز ج

৬২। জা-লিকুমুল্লা-হু রাব্বুকুম্ খা-লিক্বু কুল্লি শাইয়িন্। লা ইলাহা ইল্লা হুওয়া,

(৬২) ইনিই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক, সমূহ বস্তুর স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত অন্য কেহই উপাস্য নাই।

ওয়াক্ফ লাজিম

فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○ ٦٣ - كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

ফাআন্না তু'ফাকূন্? ৬৩। কাজা-লিকা ইউ'ফাকুল্লাজীনা কা-নূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি

অতএব তোমরা বিভ্রান্ত হইয়া কোথায় যাইতেছে? (৬৩) যাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অমান্য করে তাহারা এইরূপে

يَجْحَدُوْنَ ○ ٦٤ - اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ

ইয়াজ্‌হাদুন। ৬৪। আল্লাহুল্লাজী জ্বাআ'লা লাকুমুল্ আরদ্বা কারা-রাঁউ ওয়াছ্ছামা—আ

বিভ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করে। (৬৪) আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীতে থাকিবার স্থান এবং আকাশকে

بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط

বিনা—আঁউ ওয়া ছাউওয়ারাকুম্ ফাআহ্ছানা ছুওয়ারাকুম্ ওয়ারাযাকাকুম্ মিনাত্ত্বাইয়িবাত;

ছাদরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করিয়াছেন; অতঃপর তোমাদের আকৃতি-গুলি সুন্দর করিয়াছেন ও তোমাদিগকে বিশুদ্ধ বস্তু হইতে খাদ্য দিয়াছেন;

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ج صلے فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ٦٥ - هُوَ

জা-লিকুমুল্লা-হু রাব্বুকুম্, ফাতাবা-রাকাল্লা-হু রাব্বুল আ'লামীন্। ৬৫। হুওয়াল্
ইনিই আল্লাহ—তোমাদের প্রতিপালক; অতএব সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর গৌরব বর্দ্ধিত হউক। (৬৫) তিনি

الْحَىُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط اَلْحَمْدُ

হাইয়্যু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়া ফাদ্‌উ'হু মুখ্‌লিছীনা লাহুদ্দীন্; আল্‌হাম্‌দু
চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই; অতঃপর তাহার আদেশ পালনহেতু অকপটভাবে তাঁহারই উপাসনা কর। বিশ্বজগতের

لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ٦٦ - قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ

লিল্লা-হি রাব্বিল আ'লামীন্। ৬৬। ক্বুল্ ইন্নী নুহীতু আন্ আ'বুদাল্লাজীনা
প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। (৬৬) তুমি বল—আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে আহ্বান কর

تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِىَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّىْ ز

তাদ্‌উ'না মিন্ দুনিল্লা-হি লাম্মা জ্বা-আনিইয়াল্ বাইয়্যিনা-তু মির্ রাব্বী
উহাদের উপাসনা করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে—যখন আমার নিকট আমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসিয়াছে,

وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ٦٧ - هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ

ওয়া উমিরতু আন্ উছ্‌লিমা লিরাব্বিল্ আ'লা-মীন্। ৬৭। হুওয়াল্লাজী খালাকাকুম্ মিন্
এবং আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পন করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। (৬৭) তিনিই তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃজন

تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ

তুরা-বিন্ ছুম্মা মিন্ নুত্‌ফাতিন্ ছুম্মা মিন্ আ'লাকাতিন্ ছুম্মা ইউখ্‌রিজুকুম্
করিয়াছেন, পুনরায় শুক্রকীট হইতে, পুনরায় জমাট রক্ত হইতে পুনরায় তিনি তোমাদিগকে শিশুরূপে বহির্গত

(৬৭) মানুষের সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার অনেক কুদরতে নমুনা নিহিত রহিয়াছে। মাতৃ উদরের কাজে যে ফিরিশ্‌তা নিয়োজিত আছে, সে আল্লাহর হুকুমে পুরুষ এবং স্ত্রীর বীর্যকে একত্রিত করে, অতঃপর উক্ত বীর্য রক্তের টুকরায় পরিণত হয় এবং তারপর উহা মাংসে পরিণত হয়, অতঃপর উক্ত মাংস হাড়ে পরিণত হয় এবং হাড়ের উপর মাংসের প্রলেপ দেওয়া হয়। তারপর মানুষের পূর্ণ কাঠামো তৈরী করা হয়।
(ইবনে কাছির, খাজেন ফত্‌হুল বারী)

طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ج وَمِنْكُمْ

ত্বিফ্‌লান্ ছুম্মা লিতাব্‌লুগূ—আশুদ্দাকুম্ ছুম্মা লিতাকূ নু শুইউখা, ওয়া মিন্‌কুম্

করেন পুনরায় যাহাতে তোমরা যৌবনে উপনীত হইতে পার. পুনরায় যাহাতে তোমরা বৃদ্ধ হইতে পার এবং তোমাদের মধ্যে

مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى

মাঁই ইউতাওয়াফ্‌ফা মিন্ ক্বাব্‌লু ওয়ালি তাব্‌লুগূ আজালাম্ মুছাম্মাঁউ

কেহ কেহ পূর্বেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয় এবং যাহাতে তোমরা নির্দিষ্ট সময়ে উপনীত হইতে পার

وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○ ٦٨ - هُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ج فَاِذَا قَضٰٓى

ওয়া লাআ'ল্লাকুম্ তা'কিলূন । ৬৮ । হুওয়াল্লাজী ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীত, ফাইজা ক্বাদ্বা—

এবং সম্ভবতঃ তোমরা বুঝিতে পারিবে। (৬৮) তিনিই জীবিত রাখেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান, অতঃপর তিনি যখন কোন কিছু

اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ع ٦٩ - اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ ع ৭/৭

আম্‌রান্ ফাইন্নামা ইয়াকু্লু লাহু কুন্ ফাইয়াকুন্ । ع ৬৯ । আলাম্ তারা ইলাল্লাজীনা

করিতে ইচ্ছা করেন, তখন বলেন—'হও' অনন্তর হইয়া যায়। (৬৯) তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহারা রুকু

يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ط اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ۚ ٧٠ - اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

ইউজা-দিলুনা ফী আ-ইয়া-তিল্লাহ্ ? আন্না ইউছ্‌রাফূন্ । ৭০ । আল্লাজীনা কাজ্‌জাবূ

আল্লাহর নিদর্শনসমূহে বিবাদ করিতেছে ? তাহারা বিভ্রান্ত হইয়া কোথায় ফিরিতেছে ? (৭০) তাহারা উক্ত গ্রন্থ

بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا قف فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۚ

বিল্‌কিতা-বি ওয়া বিমা আর্‌ছাল্‌না বিহী-রুছুলানা, ফাছাওফ ইয়া'লামুন্।

এবং আমি আমার রাছুলগণ কর্তৃক যাহা প্রেরণ করিয়াছি উহাতে অসত্যারোপ করিয়াছে ; অনন্তর তাহারা অবগত হইবে।

٧١ - اِذِ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ط يُسْحَبُوْنَ ۚ ٧٢ - فِى

৭১ । ইজিল্ আগ্‌লা-লু ফী আ'নাক্বিহিম্ ওয়াছ্‌ছালা-ছিল্ ; ইউছ্‌হাবুন । ৭২ । ফিল্

(৭১) যখন তাহাদের গ্রীবাদেশ লোহার বেড়ী ও শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবে। (৭২) তাহাদিগকে উত্তপ্ত পানির দিকে

الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ج ٧٢ - ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

হামীমি, ছুম্মা ফিন্না-রি ইয়াছ্‌খারূন। ৭৩। ছুম্মা কীলা লাহুম্ আইনা মা-কুন্তুম্

টানিয়া ফেলা হইবে, পুনরায় তাহারা অনলে হাবুডুবু খাইবে। পুনরায় তাহাদের বলা হইবে—তাহারা কোথায়

تُشْرِكُونَ لا ٧٣ - مِنْ دُونِ اللَّهِ ط قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ

তুশ্‌রীকুন। ৭৪। মিন্ দুনিল্লা-হ্; ক্বা-লু দ্বাল্লু আ'ন্না বাল্ লাম্ তাকুন্ নাদউ' মিন্

আল্লাহকে ছাড়িয়া তোমরা যাহাদিগকে অংশীস্থাপন করিতে? তাহারা বলিবে - উহারা আমাদের দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়াছে, বরং আমরা ইতিপুর্বে

قَبْلُ شَيْئًا ط كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ٥ ٧٤ - ذَٰلِكُمْ

ক্বাব্‌লু শাইআ; কাজা-লিকা ইউদ্বিল্লুল্লা-হুল্ কা-ফিরীন। ৭৫। জা-লিকুম্

কাহাকেও আহ্বান করি নাই। এইরূপে আল্লাহ্ ধর্মদ্রোহীগণকে বিপথগামী করেন। (৭৫) ইহা এই জন্য যে

بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ

বিমা কুন্তুম্ তাফ্‌রাহুনা ফিল্ আর্‌দ্বি বিগ্বাইরিল্ হাক্ব্‌ক্বি ওয়া বিমা কুন্তুম্

তোমরা জগতে অন্যায় ভাবে আনন্দলাভ করিতে এবং অধিকন্তু

تَمْرَحُونَ ج ٧٥ - ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ج فَبِئْسَ مَثْوَى

তাম্‌রাহূন্। ৭৬। উদ্‌খুলু আব্‌ওয়া-বা জ্বান্নামা খা-লিদীনা ফীহা, ফা'বিছা মাছওয়াল্

তোমরা উল্লাস করিতে। (৭৬) তোমরা দোজখে প্রবেশ কর, উহাতে চিরকাল থাক, অনন্তর অহঙ্কারীদের

الْمُتَكَبِّرِينَ ٥ ٧٦ - فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ج فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ

মুতাকাব্বিরীন্। ৭৭। ফাছ্‌বির্ ইন্না ওয়া'দাল্লাহি হাক্ব্‌ক্বুন্, ফাইম্মা নুরিইয়ান্নাকা

কি মন্দ বাসস্থান। (৭৭) অনন্তর তুমি ধৈর্যাবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য, অতঃপর প্রতিশ্রুত

(৭৫) পৃথিবীতে অহঙ্কার ও গর্ব এবং অতিরিক্ত উল্লাসে মাতিয়া থাকা ঠিক নহে। কেননা অহঙ্কার মানুষকে পশুত্বের চরম পর্যায়ে উপনীত করিয়া দেয় এবং উক্ত পশুত্বের বশে সে এমন কাজ ও কথা বলিতে বা করিতে শুরু করে, যাহা অবশ্যই কুফুরীর দিকে ধাবিত করে। অধিকন্তু উল্লাস ও আনন্দের আতিশয্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দিল মুর্দা ও নির্জীব হইয়া যায়। এই দিলের মধ্যে সত্য মত ও সত্য পথ কিছুতেই স্থিতিশীল হইতে পারে না। (মানাফিউল কোরআন)

بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٥

বা'দ্বাল্লাজী নায়ি'দুহুম্ আউ নাতাওয়াফ্‌ফা ইয়ান্নাকা ফা ইলাইনা ইউরজ্বাউ'ন্।
বস্তুর যৎকিঞ্চিৎ তোমাকে প্রদর্শন করিব অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাইব; বস্তুতঃ তাহাদিগকে আমারই নিকট ফিরিয়া আসিতে হইবে।

٧٨ - وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ

৭৮। ওয়া লাক্বাদ্ আর্‌ছাল্‌না রুছুলাম্ মিন্ ক্বাব্‌লিকা মিন্‌হুম্ মান্ ক্বাছাছ্‌না-আ'লাইকা
(৭৮) এবং আমি তোমার পূর্বে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি তাঁহাদের কতিপয়ের বিবরণ তোমার নিকট বিবৃত করিয়াছি

وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ط وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ

ওয়া মিন্‌হুন্ মাল্ লাম্ নাক্ব্‌ছুছ্ আ'লাইক্; ওয়ামা কা-না লিরাছুলিন্ আ'ই ইয়া'তিইয়া
এবং তাঁহাদের কতিপয়ের বিবরণ তোমার নিকট বিবৃত করি নাই। এবং আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত নিদর্শন

بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ج فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ

বি আ-ইয়াতিন্ ইল্লা বিইজ্‌নিল্লাহ্, ফাইজা জ্বা—আ আম্‌রুল্লা-হি কু্দ্বিয়া
আনয়ন করা কোন রাসূলের সাধ্য ছিল না, অতঃপর যখন আল্লাহর আদেশ আসিল ন্যায় সঙ্গত

بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ع ٧٩ - اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ

বিল্‌হাক্ব্‌কি ওয়া খাছিরা হুনালিকাল্ মুব্‌ত্বিলূন। ع ৭৯। আল্লা-হুল্লাজী জ্বা'আলা
মীমাংসা করা হইল, তখন যাহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ছিল তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইল (৭৯) তিনিই আল্লাহ্—যিনি

لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ز ٨٠ - وَلَكُمْ فِيهَا

লাকুমুল্ আন্‌আ'মা লিতার্‌কাবূ মিন্‌হা ওয়া মিন্‌হা তা'কুলূন্। ৮০। ওয়ালাকুম্ ফীহা
তোমাদের জন্য পশু সৃষ্টি করিয়াছেন,—উহার মধ্যে কতিপয় তোমাদের আরোহণ করিবার নিমিত্ত এবং তন্মধ্যে কতিপয় তোমাদের আহারের জন্য। (৮০) এবং তোমাদের জন্য উহাতে

مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا

মানাফিউ' ওয়লিতাব্‌লুগূ আ'লাইহা হা-জ্বাতান্ ফী ছুদূরিকুম্ ওয়া আ'লাইহা
উপকারীতা রহিয়াছে, এবং এই জন্য যে, তোমরা উহার উপর আরোহণ করিয়া বাঞ্ছিত স্থানে উপনীত হইতে পার যাহা তোমাদের অন্তর সমূহে রহিয়াছে; এবং উহাদের

ع ৮ / ৮ রুকু

وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ط ٨١ - وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ق صلے فَأَيَّ

ওয়া আ'লাল্ ফুল্কি তুহ্মালুন্ । ৮১। ওয়া ইউরীকুম্ আ-ইয়া-তিহী, ফাআইয়্যা

ও জাহাজের উপরও তোমাদিগকে আরোহণ করান হইয়া থাকে। (৮১) এবং তিনি তোমাদিগকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন ; অতঃপর তোমরা

آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ٥ ٨٢ - أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا

আ-ইয়া-তিল্লা-হি তুন্কিরূন । ৮২। আফালাম্ ইয়াছীরূ ফিল্ আরদ্বি ফাইয়ানজুরূ

আল্লাহর কোন্ নিদর্শনকে অমান্য করিবে ? (৮২) ইহারা কি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া লক্ষ্য করে নাই যে,

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ

কাইফা কা-না আ'ক্বিবাতুল্লাজীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম্ ; কা-নূ আক্ছারা মিন্হুম্

ইহাদের পূর্ববর্তীগণের কিরূপ পরিণাম হইয়াছিল ? তাহারা ইহাদের অপেক্ষা

وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا

ওয়া আশাদ্দা ক্বুওয়াতাঁউ ওয়া আ-ছারান ফিল্ আরদ্বি ফামা আগ্ননা আ'ন্হুম্ মা কা-নূ

শক্তিতে এবং পৃথিবীতে পরিত্যক্ত নিদর্শনসমূহ স্থাপনে অধিকতর ছিল ; কিন্তু তাহাদের কৃতকর্ম তাহাদের

يَكْسِبُونَ ٥ ٨٣ - فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا

ইয়াক্ছিবূন্ । ৮৩। ফালাম্মা জ্বা-আৎহুম্ রুছুলুহুম্ বিল্ বাইয়্যিনা-তি ফারিহূ

উপকার করিতে পারে নাই। (৮৩) অনন্তর যখন তাহাদের রাসূলগণ স্পষ্ট দলিলাদি আনয়ন করিলেন তখন তাহারা স্ব স্ব

بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ٥

বিমা-ই'ন্দাহুম্ মিনাল্ ই'ল্মি ওয়া হা-ক্বা বিহিম্ মা কা-নূ বিহী ইয়াছ্তাহ্যিউন্।

লব্ধজ্ঞানে উল্লসিত হইল এবং তাহারা যাহারা বিদ্রুপ করিত তাহা তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া লইল।

٨٤ - فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا

৮৪। ফালাম্মা রাআউ বা'ছানা ক্বা-লূ আ-মান্না বিল্লা-হি ওয়াহ্দাহূ ওয়া কাফার্না বিমা

(৮৪) অনন্তর যখন তাহারা আমার শাস্তি দেখিল, তখন বলিল—আমরা একক আল্লাহর প্রতি ধর্মবিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং আমরা তাঁহার সহিত যাহাকে অংশী স্থাপন করিতাম,

(৮২) পৃথিবী ভ্রমণের দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনেক কুদরতের নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর ক্রমবিবর্তন এবং উত্থান-পতনের চিত্রাবলী অবলোকন করিলে স্বভাবতঃই মানুষের মনে পরিবর্তন ও চিন্তার উন্মেষ ঘটে। ফলে সে আল্লাহর দিকে ফিরিয়া আসিতে পারে। (তাফ্হীম)

كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ٥ ٨٥ - فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا

কুন্না বিহী মুশ্‌রিকীন্ । ৮৫ । ফালাম্ ইয়াকু ইয়ান্‌ফাউ'হুম্ ঈমা-নুহুম্ লাম্মা
তাহা অমান্য করিতেছি। (৮৫) অতঃপর যখন তাহারা আমার শাস্তি দেখিল তাহাদের ধর্মবিশ্বাস স্থাপন

رَاَوْا بَاْسَنَا ط سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ ج وَخَسِرَ

রাআউ বা'ছানা ; ছুন্নাতাল্লা-হিল্লাতী ক্বাদ্ খালাৎ ফী ই'বা-দিহ্. ওয়া খাছিরা
কোনই উপকারে আসিবে না ; আল্লাহর এই বিধান তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে বরাবর চলিয়া আসিতেছে ; এস্থলে

هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ع٥

হুনা-লিকাল্ কা-ফিরূন। ع
ধর্মদ্রোহীগণই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে

ع ২/২ রুকু

ছুরা—হা-মীম্ ছেজ্‌দা ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ বিছ্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহীম। অতি দয়াবান পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৫৪ আয়াত এবং ৬ রুকু।

١ - حٰمٓ ج ٢- تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ج ٣- كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ

১। হা- মী-ম্ । ২। তান্‌যীলুম্ মিনার্‌রাহ্‌মানির্‌রাহীম্ । ৩। কিতাবুন্ ফুছ্‌ছিলাত আ-ইয়া-তুহূ
(১) হা-মী-ম্ (২) ইহা সর্বপ্রদাতা করুণাময়ের তরফ হইতে অবতারিত। (৩) এমন গ্রন্থ যাহার আয়াতসমূহ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা

(৮৫) পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক উম্মতের জন্যই এই বিধান নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন যে, যখন তাহাদের উপর আল্লাহর আজাব আপতিত হইতে শুরু করে, আজাবের নমুনা জাহির হইতে থাকে, তখন আর তাহাদের ঈমান কবুল করা হয় না। যেমন হাদীস শরীফে আসিয়াছে, মহানবী (সঃ) বলিয়াছেন—"অবশ্যই আল্লাহ তাআলা বান্দার তওবা কবুল করেন যতক্ষণ না তাহার জান গলায় না পৌঁছে এবং গড়্‌গড়্ আওয়াজ শুরু না হয় এবং জান কবজের ফেরেশ্‌তাগণ যখন দেখা দেয় তখন আর তওবা কবুল হয় না।" সুতরাং মু'মিন বান্দাগণের উচিৎ পূর্বাহ্নেই আল্লাহর দরবারে তওবা করা। (ইবনে কাছির)

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۙ ٤ - بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ

ক্বুর্আ-নান্ আ'রাবীয়্যাল্ লিক্বাউমিঁই ইয়া'লামূনা । ৪ । বাশীরাঁউ ওয়া নাজীরা, ফাআ'রাদ্বা

করা হইয়াছে আরবী ভাষায়। (৪) সুসংবাদদাতা ভীতি প্রদর্শনকারী কোরআনরূপে, অতঃপর তাহাদের

اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ٥ - وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ

আক্‌ছারুহুম্ ফাহুম্ লা ইয়াছ্‌মাউ'ন । ৫ । ওয়া ক্বা-লূ ক্বুলূবুনা ফী আকিন্নাতিম্

অধিকাংশ বিমুখ হইল, অনন্তর তাহারা শ্রবণই করে না। (৫) আর তাহারা বলে তোমরা যাহার দিকে আমাদিগকে

مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا

মিম্মা তাদ্‌উ'না ইলাইহি ওয়া ফী আ-জা-নিনা ওয়াক্বরুঁউ ওয়া মিম্ বাইনিনা

আহ্বান করিতেছ, উহা হইতে আমাদের অন্তরসমূহ আবৃত রহিয়াছে এবং আমাদের কর্ণসমূহে বধিরতা বিরাজমান এবং তোমার

وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ٦ - قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ

ওয়াবাইনিকা হিজা-বুন্ ফা'মাল ইন্নানা আ'-মিলূন । ৬ । ক্বুল্ ইন্নামা আনা বাশারুম্

ও আমাদের মধ্যে অন্তরাল রহিয়াছে, সুতরাং তুমি তোমার কার্য করিতে থাক, আমরাও নিজেদের কার্য করিতেছি। (৬) তুমি বল—এতদ্ব্যতীত নহে যে, আমি তোমাদের মত

مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

মিছ্‌লুকুম্ ইউহা ইলাইয়্যা আন্নামা ইলা-হুকুম্ ইলা-হুঁউ ওয়া-হিদুন্

একজন—আমার নিকট এই প্রত্যাদেশ আসে যে, তোমাদের উপাস্য কেবল একক,

فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۙ

ফাছ্‌তাক্বীমূ ইলাইহি ওয়াছ্‌তাগ্‌ফিরূহ ; ওয়া ওয়াইলুল্ লিল্‌মুশ্‌রিকীনা।

অতএব তোমরা সোজা তাঁহার দিকে চলিয়া যাও এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ; আক্ষেপ অংশী স্থাপনকারীদের জন্য।

٧- الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ٨ - اِنَّ الَّذِيْنَ

৭। আল্লাজীনা লা ইউ'তূনায্‌যাকা-তা ওয়াহুম্ বিল্ আ-খিরা-তি হুম্ কা-ফিরূন্ । ৮ । ইন্নাল্লাজীনা

(৭) যাহারা যাকাৎ প্রদান করে না এবং তাহারা পরকালও অমান্য করিয়া থাকে। (৮) নিশ্চয় যাহারা

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ع ٩ - قُلْ

আ-মানূ ওয়া আ'মিলুছ্ ছা-লিহা-তি লাহুম্ আজ্বরুন গাইরু মাম্নূন্। ع ৯। কুল্
ধর্মবিশ্বাস করিল, এবং সৎকার্য করিল তাহাদের জন্য অগণিত প্রতিদান। (৯) তুমি বল—

ع ১ — ১ রুকু

اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ

আইন্নাকুম্ লাতাক্ফুরূনা বিল্লাজী খালাকাল্ আর্দ্বা ফী ইয়াউমাইনি ওয়া তাজ্ব্আ'লুনা
তোমরা কি সত্যই তাঁহাকে অমান্য করিতেছ, যিনি দুই দিবসে পৃথিবী সৃজন করিয়াছেন এবং তোমরা তাঁহার

لَهٗٓ اَنْدَادًا ط ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ج ١٠ - وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ

লাহু আন্দা দা ; জা-লিকা রাব্বুল্ আ'-লামীন। ১০। ওয়া জ্বাআ'লা ফীহা রাওয়াছিয়া
সমকক্ষ নির্দ্ধারণ করিতেছ ? ইনিই বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (১০) এবং তিনিই ইহাতে উহার উপর

مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْٓ

মিন্ ফাউক্বিহা ওয়া বা-রাকা ফীহা ওয়া ক্বাদ্দারা ফীহা আক্ব্ওয়া-তাহা ফী
পর্বতসমূহ স্থাপন করিয়াছেন এবং তিনি উহাতে আধিক্য প্রদান করিয়াছেন ও তিনি চারি দিবসে উহাতে

اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ط سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ٥ ١١ - ثُمَّ اسْتَوٰٓى

আর্বাআ'তি আইয়্যাম্ ; ছাওয়া আল্ লিছ্ছা-ইলীন্। ১১। ছুম্মাছ্ তাওয়া
উৎপন্নসমূহের নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন ; সকল প্রার্থীর জন্য সমতুল্য করিয়া দিয়াছেন। (১১) পুনরায় তিনি আকাশের দিকে

(১১) এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, আস্মানকে পয়দা করা হইয়াছে জমীন পয়দা করিবার পরে ; এবং এই অভিমতই হইল হজরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) এর। কিন্তু এই আয়াত "ওয়াল আরদ্বা বা'দা জা-লিকা দাহাহা" দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথমে আকাশ ও পরে জমীন পয়দা করা হইয়াছে। তবে উহার ফায়সালা এই যে, আল্লাহ প্রথমে জমীনকে ও পরে আকাশকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অতঃপর জমীনকে বিছাইয়াছেন। দ্বিতীয় আয়াতে জমীনকে বিছাইয়া দেওয়ার কথা উক্ত হইয়াছে। (শাওকানী, ফত্‌হ ও ওয়াহিদ)

اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا

ইলাছ্ ছামা-ই ওয়া হিয়া দুখা-নুন্ ফাক্বা-লা লাহা ওয়া লিল্ আরদ্বি'তিইয়া ত্বাউআ'ন্

মনোযোগী হইলেন, এবং উহা ক্ষুদ্রবৎ ছিল, অতঃপর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন—তোমরা উভয়ে স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়

اَوْ كَرْهًا ط قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ ○ ١٢ - فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ

আউ কার্‌হা ; ক্বা-লাতা আ-তাইনা ত্বা-ইয়ী'ন । ১২। ফাক্বাদ্বা-হুন্না ছাব্‌আ'

আস উহারা উভয়ে বলিল – আমরা স্বেচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছি। (১২) অতঃপর তিনি দুই দিবসে

سَمٰوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا ط

ছামা-ওয়া-তিন্ ফী ইয়াউমাইনি ওয়া আউহা ফী কুল্লি ছামা-ইন আম্‌রাহা ;

সপ্ত আকাশ সৃজন করিলেন এবং তিনি প্রত্যেক আকাশে তাহার আদেশ প্রেরণ করিলেন ;

(১২) দুই দিনে জমীন বানাইয়াছেন এবং দুই দিনে পাহাড়, বৃক্ষলতা ও সৃষ্ট জগতের আহার্য সামগ্রী তৈরী করিয়াছেন। অতঃপর একই আকাশ বানাইলেন যাহা ধোঁয়ার মত ছিল। তারপর এই আকাশকে সাত খণ্ডে বিভক্ত করিলেন এবং প্রত্যেকটির কারখানাই পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট করিলেন। এমনকি প্রত্যেক আকাশের হুকুম পৃথকভাবে স্থির সাব্যস্ত করিলেন। অতঃপর জমীন ও আকাশকে পরস্পর সমতায় আসিবার জন্য নির্দেশ করা হইল। ফলে উভয়েই স্বেচ্ছায় একই সমতায় অবস্থান করিল। উহাতে আকাশের উত্তাপ ও আলোর প্রতিফলনের দরুণ উদ্ভিদ, বিভিন্ন প্রকার চারা ও ফল-ফলাদী এবং বাতাসের উৎপত্তি ঘটিল। এই জমীনে কোটি কোটি প্রকার জানদারের আবির্ভাব হইল। কিন্তু আকাশে কাহারা বসবাস করে, সেই সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞানই নাই। তাহা কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন। এই জমীনে যেমন আল্লাহ তাআলার হাজার হাজার কুদরতের কারখানা রহিয়াছে, তেমনি সাতটি আকাশও অসংখ্য কুদরতের কারখানায় ভরপুর। এই বিশাল সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর কুদরত দেখিয়া সতর্কতা অবলম্বন করা সকলেরই উচিৎ। (মোজেহুল কোরআন)

وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ۖ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ

ওয়া যাইয়্যান্নাছ্ ছামা-আদ্দুন্‌ইয়া বিমাছাবীহ ওয়া হিফ্জা ; জা-লিকা তাক্দীরুল্
এবং নিম্নের আকাশকে আমি প্রদীপসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত করিয়াছি ; ইহা পরাক্রমশালী

الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ ١٢ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ

আ'যীযিল্ আ'লীম্ । ১৩। ফাইন্ আ'রাদু ফাকুল্ আন্‌জারতুকুম্ ছা-ই'কাতাম্ মিছ্লা
সর্বজ্ঞাতার নির্দ্ধারণ। (১৩) অনন্তর ইহারা যদি বিমুখ হয় তবে তুমি বল আমিও আদ ও সামুদ সম্প্রদায়ের বজ্রপাতের ন্যায় তোমাদিগকেও

صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۝ ١٣ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ

ছা-ই'কাতি আ-দিঁউ ওয়া সামুদ । ১৪। ইজ্ জ্বা-আৎহুমুর্ রুছুলু মিম্ বাইনি আইদীহিম্
বজ্রপাতের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি। (১৪) যখন তাহাদের পূর্বাপরে তাহাদের নিকট রাসূলগণ

وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا

ওয়া মিন্ খাল্‌ফিহিম্ আল্লা তা'বুদূ ইল্লাল্লা-হ্ ; কা-লূ লাউশা-আ রাব্বুনা
আসিলেন যে, তে মরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও উপাসনা করিও না। তাহারা বলিল—যদি আমাদের প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন

(১৪) এই আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলগণ আগে এবং পিছে হইতে আগমন করিয়া উম্মৎদিগকে একমাত্র আল্লাহর এবাদত করিবার জন্য হেদায়েত করিতেছিলেন। এই আয়াতের মুরাদ হইল এই যে, রাসূলগণ সর্বদিক দিয়া তাহাদিগকে সর্বতোভাবে হেদায়েত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ একই সঙ্গে কয়েকজন রাসূল আগমন করিয়াছিলেন। মশহুর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সেই সময় দুইজন রাসূল ছিলেন। তাঁহারা হইলেন হজরত ছালেহ (আঃ) এবং হজরত হুদ (আঃ)। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের দ্বীনি তাবলীগে সহায়তা দান করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদিগকে হেদায়েতের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাই করিয়া দিয়াছেন। এই সুষ্ঠু ব্যবস্থার পরে এই ধারণা করা বা বিশ্বাস করা যে, হেদায়েতের অভাবে মানুষ সত্য দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহা সর্বৈব মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া গেল। এই জন্য প্রকৃত হেদায়েতকে গ্রহণ করা সকলেরই কর্তব্য।

(মোজেহুল কোরআন; মানাফিউল কোরআন)

لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

লা আন্যালা মালা-ইকাতান্ ফাইন্না বিমা উর্ছিল্তুম্ বিহী কা-ফিরূন।

তবে নিশ্চয় তিনি ফেরেশ্তাগণকে প্রেরণ করিতেন, সুতরাং তোমরা যাহা আনয়ন করিয়াছ আমরা উহা অমান্য করি।

১৫ - فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ

১৫। ফাআম্মা আ'-দুন্ ফাছ্তাক্বারূ ফিল্ আর্দ্বি বিগাইরিল্ হাক্ক্বি ওয়া ক্বা লূ মান্

(১৫ অতপর আদ সম্প্রদায় তাহারা দেশে অন্যায়ভাবে গর্বাহঙ্কার করিল এবং বলিল কে

اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ط اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ

আশাদ্দু মিন্না ক্বূউওয়াতা ; আওয়া লাম্ ইয়ারাউ আন্নাল্লা-হাল্লাজী খালাকাহুম্ হুওয়া

আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী ? তাহারা কি লক্ষ্য করে নাই যে আল্লাহ তাহাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, তিনি

اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ○ ١٦ - فَاَرْسَلْنَا

আশাদ্দু মিন্হুম্ ক্বূউওয়াহ্ ; ওয়া কা-নূ বিআ-ইয়া-তিনা ইয়াজ্হাদুন । ১৬। ফাআর্ছালনা

তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম শক্তিশালী ? এবং তাহারা আমার নিদর্শনসমূহ অমান্য করিতে লাগিল।
(১৬) অতঃপর আমি তাহাদের উপর

عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ

আ'লাইহিম্ রীহান্ ছার্ছারান্ ফী আইয়্যামিন্ নাহিছা-তিল্ লিনুজীকাহুম্

অশুভ দিনসমূহের ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিলাম, পার্থিব জীবনে তাহাদিগকে

عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى

আ'জা-বাল্ খিয্ই ফিল্ হাইয়া-তিদ্দুন্ইয়া ; ওয়ালা আ'জা-বুল্ আ-খিরাতি আখ্যা

লাঞ্ছনা জনক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইবার জন্য ; এবং নিশ্চয় পরকালের শাস্তি অতিশয় লাঞ্ছনাজনক,

وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ○ ١٧ - وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى

ওয়াহুম্ লা ইউন্ছারূন্ । ১৭ । ওয়া আম্মা ছামূদু ফাহাদাইনা-হুম্ ফাছ্তাহাব্বুল আ'মা

এবং তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না। (১৭) এবং সামুদ সম্প্রদায়, অতঃপর আমি তাহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিলাম, কিন্তু তাহারা সৎপথের পরিবর্তে সাদরে

عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا

আ'লাল্ হুদা ফাআখাজাৎহুম্ ছা-ই'ক্বাতুল্ আ'জা-বিল্ হূনি বিমা কা-নূ

ভ্রান্তি-পথ অবলম্বন করিল, অনন্তর তাহাদের উপর লাঞ্ছনার শাস্তিমূলক বজ্রপাত আপতিত হইল তাহাদের অসৎ

يَكْسِبُونَ ﴿١٨﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ع

ইয়াক্‌ছিবুন। ১৮। ওয়ানাজ্জাইনাল্লাজীনা আ-মানূ ওয়া কা-নূ ইয়াত্তাকূন।

কৃতকার্যের কারণে। (১৮) এবং যাহারা ধর্মবিশ্বাস করিয়াছিল এবং যাহারা ভয় করিত আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিলাম।

ع ২/২ রুকু

١٩ - وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ○

১৯। ওয়া ইয়াওমা ইউহ্‌শারু আ'দা-উল্লা-হি ইলান্না-রি ফাহুম্ ইউযাউ'ন।

(১৯) এবং যেদিন আল্লাহর শত্রুগণকে দোজখের দিকে সমবেত করা হইবে এবং তাহাদিগকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান হইবে।

٢٠ - حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ

২০। হাত্তা ইজা মা জ্বা-উহা শাহিদা আ'লাইহিম্ ছাম্‌উ'হুম্ ওয়া আব্‌ছা-রুহুম্

(২০) যখন তাহারা তথায় আসিবে তখন তাহাদের কর্ণ চক্ষুসমূহ ও চর্মগুলি তাহাদের বিপক্ষে

وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ ٢١ - وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ

ওয়া জ্বুলূদুহুম্ বিমা কা-নূ ইয়া'মালূন। ২১। ওয়া ক্বা-লু লিজুলূদিহিম্ লিমা শাহিদতুম্

তাহাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। (২১) এবং তাহাদের চর্মগুলিকে বলিবে—তোমরা কেন আমাদের বিপক্ষে

عَلَيْنَا ط قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ

আ'লাইনা ? ক্বা-লূ আন্‌ত্বাকানাল্লাহু ল্লাজী আন্‌ত্বাকা কুল্লা শাইইউ ওয়া হুওয়া

সাক্ষ্য দিলে ? উহারা বলিবে—আল্লাহ—যিনি প্রত্যেক বস্তুকে বাক্‌শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন, তিনিই আমাদিগকে বাক্‌শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন, এবং তিনি

(২১) হজরত ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতের শানে নুজুল হইল এই যে, কোরায়েশ এবং বনি ছাকিফ গোত্রের কিছু লোক হেরেম শরীফে জমায়েত ছিল এবং আপোষে এই কথোপকথন করিতেছিল যে, "আল্লাহ কি আমাদের কথোপকথন শুনিতে পান? একজন বলিল, আমরা যদি আস্তে বলি, তাহা হইলে শুনিতে পান না। অপর জন বলিল, "আল্লাহ তাআলা জোরে এবং আস্তে সব ধরনের কথাই শুনিতে পান।" অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করিলেন। তাহাদের ইদৃশ আলাপ শ্রবণ করিয়া মহানবী (সঃ) মুচকি হাসিলেন এবং বলিলেন, "আল্লাহ তাআলার নিকট কোন কিছুই গোপন নাই, এবং থাকিতেও পারে না।

(ইবনে কাছির, খাজেন, মানাফিউল কোরআন)

خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ٢٢ ○ وَمَا كُنْتُمْ

খালাক্বাকুম্ আউওয়ালা মার্‌রাতিঁউ ওয়া ইলাইহি তুর্‌জাউ'ন । ২২ । ওয়ামা কুন্তুম্

তোমাদিগকে প্রথমবার সৃজন করিয়াছেন ও তোমরা তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে। (২২) এবং তোমরা

تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا

তাছ্‌তাতিরূনা আ'ই ইয়াশ্‌হাদা আ'লাইকুম্ ছামউ'কুম ওয়ালা আব্‌ছা-রুকুম্ ওয়ালা

গোপন করিতে পরিবে না যে, তোমাদের বিপক্ষে তোমাদের কর্ণ, তোমাদের চক্ষু ও

جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا

জুলূদুকুম্ ওয়ালা-কিন্ জানান্‌তুম্ আন্নাল্লা-হা লা ইয়া'লামু কাছীরাম্ মিম্মা

তোমাদের চর্ম সাক্ষ্য প্রদান করিবে ; কিন্তু তোমরা মনে করিয়াছিলে যে, তোমরা যাহা করিতেছ তাহার অধিকাংশ আল্লাহ্

تَعْمَلُوْنَ ٢٣ ○ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ

তা'মালূন্ । ২৩ । ওয়াজা-লিকুম্ জান্নুকুমুল্লাজী জানান্‌তুম্ বিরাব্বিকুম্ আর্‌দা-কুম্

অবগত নহেন। (২৩) এবং তোমাদের এই ধারণা, যাহা তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সম্বন্ধে পোষণ করিয়াছ উহা তোমাদিগকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে,

فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ٢٤ ○ فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ط

ফাআছ্‌বাহ্‌তুম্ মিনাল্ খা-ছিরীন । ২৪ । ফাই' ইয়াছ্‌বিরূ ফান্না-রু মাছ্‌ওয়াল্লাহুম্ ;

অতঃপর তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ। (২৪) অনন্তর তাহারা যদি ধৈর্যাবলম্বনও করে তথাপি দোজখ তাহাদের বাসস্থান।

وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ٢٥ ○ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ

ওয়া ইঁইয়াছ্‌তা'তিবূ ফামা-হুম্ মিনাল্ মু'তাবীন্ । ২৫ । ওয়া ক্বাইয়্যাদ্বনা লাহুম্

এবং যদি তাহারা ওজর-প্রার্থনা করে তাহাদের ওজর গৃহীত হইবে না। (২৫) এবং আমি ইহাদের সহচর নিয়োজিত

قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ

ক্বুরানা-আ ফাজাইয়্যানূ লাহুম্ মা বাইনা আইদীহিম্ ওয়ামা খালফাহুম ওয়া হাক্‌কা

করিলাম, অতঃপর তাহারা ইহাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ব্যাপারগুলি মনোরম করিয়া দেখাইল এবং ইহাদের প্রতি

عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ

আ'লাইহিমুল্ ক্বাওলু ফী উমামিন্ ক্বাদ্ খালাত্ মিন্ ক্বাব্লিহিম্ মিনাল্ জ্বিন্নি
আল্লাহর বাণী সত্য হইল যেমন ইহাদের পূর্বে জিন ও মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে

وَالْإِنْسِ ج إِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ع ٢٦ - وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا

ওয়াল্ইন্ছ, ইন্নাহুম্ কা-নু খা-ছিরীন। ع ২৬। ওয়া ক্বা-লাল্লাজীনা কাফারূ লা তাছ্মাউ'
হইয়াছিল, নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। (২৬) এবং ধর্মদ্রোহীগণ বলিল—তোমরা আদৌ

لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ٢٧ ه - فَلَنُذِيْقَنَّ

লিহা-জাল্ ক্বুরআ-নি ওয়াল্গাউ ফীহি লাআ'ল্লাকুম্ তাগ্লিবূন্। ২৭। ফালানুজ্বীকান্নাল্
এই কোর্আন পাঠ শ্রবণ করিও না এবং উহাতে গণ্ডগোল করিতে থাক, বস্তুতঃ তোমরা প্রবল হইবে।
(২৭) সুতরাং নিশ্চয় আমি

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا لا وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِيْ

লাজীনা কা'ফারূ আ'জা-বান্ শাদী-দাঁউ ওয়া নাজ্যিইয়ান্নাহুম্ আছ্ওয়া আল্লাজী
ধর্মদ্রোহীগণকে ভীষণ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব এবং আমি তাহাদিগকে অসৎকার্যসমূহের
প্রতিফল দিব, যেমন

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ٢٨ ه - ذٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ ج لَهُمْ

কা-নূ ইয়া'মালূন। ২৮। জ্বা-লিকা জ্বাযা-উ আ'দা-য়িল্লা-হিন্না-র, লাহুম্
তাহারা করিত। (২৮) এই দোজখই আল্লাহর শত্রুগণের শাস্তি, উহাতে তাহাদের

৪
৩ | ৩
রুকু

(২৬) এই আয়াতের শানে নুজুল হইল এই যে, নজর বিন্ হারেছ বড় শক্ত কাফের ছিল। সে মহানবী (সঃ)-এর কোরআন তেলাওয়াতের সময় এবং নামাজ পড়িবার সময় রুস্তম এবং ইছফান্দিয়ার কাহিনীগুলি জোরে জোরে পাঠ করিয়া মানুষকে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত শ্রবণ হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিত এবং একবার মহানবী (সঃ)-এর নামাজের সময় তাঁহার পাকবদনের উপর উটের নাড়ি-ভুড়ি ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার ইদৃশকার্যকলাপের প্রতিবাদে আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যাহারা এই ধরনের কুফুরীর কার্য করিবে, তাহাদিগকে কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে। (ইব্নে কাছির, ফতহুল বয়ান ও মানাফেউল কোরআন)

فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ط جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُونَ ٥

ফীহা দা-রুল্ খুলদ্ । জাযা-আম্ বিমা কা-নূ বিআ-ইয়া-তিনা ইয়াজ্‌হাদুন।

চিরস্থায়ী বাসস্থান। যেমন তাহারা আমার নিদর্শনসমূহ অমান্য করিত তেমন সমুচিত শাস্তি।

٢٩ - وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ

২৯। ওয়াক্বা-লাল্লাজীনা কাফারূ রাব্বানা আরিনাল্লাজাইনি আদ্বাল্লা-না মিনাল্ জ্বিন্নি ওয়াল্ ইন্‌ছি

(২৯) এবং ধর্মদ্রোহীগণ বলিবে—হে আমাদের প্রতিপালক! জ্বিন্ ও মানবের মধ্য যাহারা আমাদিগকে বিপথগামী করিয়াছে, তাহাদিগকে আমাদের দেখান—

نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْاَسْفَلِينَ ٥ ٣٠ اِنَّ الَّذِينَ

নাজ্‌আ'ল্‌হুমা তাহ্‌তা আক্‌দা-মিনা লিইয়াকূনা মিনাল্ আছ্‌ফালীন। ৩০। ইন্নাল্লাজীনা

তাহাদের উভয়কে আমরা পদতলে পিষ্ট করিব, যাহাতে তাহারা লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়। (৩০) নিশ্চয় যাহারা

قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ

ক্বা-লু রাব্বুনাল্লা-হু ছুম্মাছ্‌তাক্বা-মূ তাতানায্‌যালু আ'লাইহিমুল্ মালা-ইকাতু

বলে—আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক, পুনরায় তাহারা সত্যপথে অটল থাকে তাহাদের প্রতি ফেরেশ্‌তামণ্ডলী অবতীর্ণ হয়

اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٥

আল্লা তাখা-ফূ ওয়ালা তাহ্‌যানূ ওয়া আব্‌শিরূ বিল্ জ্বান্নাতিল্লাতী কুন্তুম্ তূআ'দুন।

যে, তোমরা ভীত হইও না, বিষণ্ণ হইও না, এবং বেহেশ্‌তের সুসংবাদ শ্রবণ কর তোমাদের সহিত যাহার অঙ্গীকার করা হইত।

٣١ - نَحْنُ اَوْلِيٰؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ج وَلَكُمْ

৩১। নাহ্‌নু আউলিয়া-উকুম্ ফিল্‌হায়া-তিদ্দুন্‌ইয়া ওয়া ফিল্ আ-খিরাহ, ওয়ালাকুম্

(৩১) আমরা পার্থিব জীবনেও তোমাদের মিত্র ছিলাম এবং পরকালেও, তথায়

فِيهَا مَا تَشْتَهِي اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ط ٣٢ - نُزُلًا

ফীহা মা তাশ্‌তাহী আন্‌ফুছুকুম্ ওয়ালাকুম ফীহা মা তাদ্দাউ'ন্। ৩২। নুযুলাম্

তোমাদের আত্মাসমূহ যাহা কামনা করিবে, তাহা পাইবে এবং তোমরা যাহা চাহিবে, তাহা পাইবে। (৩২) অতিশয়

مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ع ٣٣ - وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ

ع ৪ — ৪ রুকু

মিন্ গ্বাফুরির্‌রাহীম্ । ع ৩৩ । ওয়া মান্ আহ্‌ছানু ক্বাউলাম্ মিম্মান্ দায়া' ইলাল্লা-হি

ক্ষমাকারী করুণাময়ের পক্ষ হইতে আতিথেয়তা। (৩৩) কাহার কথা তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে, আল্লাহর পথে আহ্বান করিল

وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ٣٤ ○ - وَلَا تَسْتَوِى

ওয়া আ'মিলা ছা-লিহাঁউ ওয়া ক্বা-লা ইন্নানী মিনাল্ মুছ্‌লিমীন । ৩৪ । ওয়ালা তাছ্‌তাবিল্

ও সৎকার্য করিল এবং বলিল—আমি অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ? (৩৪) সৎ ও অসৎ

الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِى

হাছানাতু ওয়ালাছ্‌ছাইয়্যিয়াহ্ ; ইদফা' বিল্লাতী হিয়া আহ্‌ছানু ফাইজাল্লাজী

সমকথা হইতে পারে না, এমন কার্য দ্বারা অসৎকে বিদুরিত কর যাহা উৎকৃষ্ট, যাহার সহিত

بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ٣٥ ○ - وَمَا

বাইনাকা ওয়া বাইনাহূ আ'দা-ওয়াতুন্ কাআন্নাহূ ওয়ালিয়্যান্ হামীম্ । ৩৫ । ওয়ামা

তোমার শত্রুতা ছিল সে যেন হঠাৎ তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হইল। (৩৫) এবং

يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ج وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ

ইউলাক্ক্বা-হা ইল্লাল্লাজীনা ছাবারূ, ওয়ামা ইউলাক্‌কা-হা ইল্লা জূহাজ্‌জিন্

ইহা ধৈর্যশীল ব্যতীত ও পরম সৌভাগ্যশীল ব্যতীত অপরের ভাগ্যে

عَظِيْمٍ ٣٦ ○ - وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط

আজীম্ । ৩৬ । ওয়া ইম্মা ইয়ান্‌যাগ্বান্নাকা মিনাশ্ শাইত্বা-নি নায্‌গুন্ ফাছ্‌তাই'জ বিল্লা-হ্ ;

ঘটে না (৩৬) এবং তুমি যদি শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হও তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর,

(৩৬) বোখারী শরীফ ও মুসলেম শরীফে বর্ণিত আছে যে, একদা দুই ব্যক্তি মহানবী (স:)-এর সামনে গালি-গালাজ ও ঝগড়া-ফাসাদ শুরু করিয়া দিলে তিনি তাহাদের বিবাদ মিমাংসার জন্য বলিলেন যে, "তোমরা আউজুবিল্লাহ পাঠ কর।" উহাতে তাহারা উত্তর করিল যে, 'আপনি কি আমাদিগকে পাগল ভাবিয়াছেন?" অতঃপর মহানবী (স:) এই আয়াত পাঠ করিলেন।

(ফতহুল বারী)

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٣٧ - وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

ইন্নাহু হুওয়াছ্ছামীউ'ল্ আ'লীম্ । ৩৭ । ওয়া মিন্ আ-ইয়া-তিহিল্ লাইলু ওয়ান্নাহা-রু

নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞাতা সর্বশ্রোতা। (৩৭) এবং দিবারাত্রি ও চন্দ্র-স্থূর্য তাঁহার

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ط لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا

ওয়াশ্শাম্ছু ওয়াল্কামার ; লা তাছ্জুদূ লিশ্শাম্ছি ওয়ালা লিল্কামারি ওয়াছ্জুদু

অন্যতম নিদর্শন ; তোমরা স্থূর্য অথবা চন্দ্রকে সেজদা করিও না, বরং তোমরা আল্লাহকে

لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٣٨ - فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا

লিল্লা-হিল্লাজী খালাকাহুন্না ইন্ কুন্তুম্ ইয়্যা-হু তা'বুদুন্ । ৩৮। ফাইনিছ্ তাক্বারূ

সেজ্দা কর, যিনি উহাদের সকলকে সৃজন করিয়াছেন ; যদি তোমরা তাঁহারই উপাসনা করিতে থাক।

(৩৮) অতঃপর যদি তাহারা অহঙ্কার করে,

فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا

ফাল্লাজীনা ই'ন্দা রাব্বিকা ইউছাব্বিহূনা লাহূ বিল্লাইলি ওয়ান্নাহা-রি ওয়াহুম্ লা

অনন্তর যাহারা তোমার প্রতিপালক সমীপে রহিয়াছে তাহারা দিবারাত্র গুণকীর্তন করিতেছে এবং তাহারা

يَسْئَمُونَ ٣٩ - وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً

সেজদাহ

ইয়াছ্আমূন্ । ৩৯ । ওয়া মিন্ আ-ইয়া-তিহী আন্নাকা তারাল আর্দ্বা খ·শিআ'তান্

ক্লান্তিবোধ করে না। (৩৯) এবং তাঁহার অন্যতম নিদর্শন তুমি পৃথিবীকে শুষ্ক দেখিতে পাও,

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ط إِنَّ الَّذِي

ফাইজা আন্যাল্না আ'লাইহাল্ মা আহ্তায্যাৎ ওয়া রাবাৎ ; ইন্নাল্লাজী

অতঃপর যখন আমি উহার উপর বারি বর্ষণ করি, তখন উহা সক্রিয় ও স্ফীত হইয়া উঠে ; নিশ্চয় যিনি

(৩৭) এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গাছ পালা, তরুলতাকে সেজদা করা হারাম। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাহাকেও সেজদা করা যাইবে না। যাহারা গায়রুল্লাহকে সেজদা করিবে, তাহারা অবশ্যই কাফের হইয়া যাইবে এবং তাহার ঠিকানা হইবে জাহান্নাম। এই জাহান্নামের আজাব হইতে তাহারা কখনও নাজাত পাইবে না। (মানাফিউল কোরআন)

أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَىٰ ط إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

আহ্ইয়া-হা লামুহ্য়ীল মাউতা ; ইন্নাহূ আ'লা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর।
উহাকে জীবিত করিয়াছেন তিনি-ই মৃতকে জীবিতকারী ; নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর শক্তিশালী।

٤٠- إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ط

৪০। ইন্নাল্লাজীনা ইউল্হিদূনা ফী আ-ইয়া-তিনা লা ইয়াখ্ফাউনা আ'লাইনা ;
(৪০) নিশ্চয় যাহারা আমার নিদর্শনসমূহে বিদ্রূপ সহকারে বিমুখ হইল, তাহারা আমার নিকট গোপন করিতে পারে না

أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ

আফাম্ম্াই ইউল্ক্বা ফিন্না-রি খাইরুন্ আম্ ম্াই ইয়াতী আ-মিনাই ইয়াউমাল্
অতঃপর যে লোককে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে সে উত্তম অথবা কিয়ামত দিবসে যে নিরাপদে

الْقِيَامَةِ ط اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ لا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ ٤١- إِنَّ الَّذِينَ

ক্বিয়া-মাহ্ ; ই'মালু মা শি'তুম্ ইন্নাহূ বিমা তা'মালূনা বাছীর । ৪১। ইন্নাল্লাজীনা
আসিবে ? তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর, নিশ্চয় তোমরা যাহা কর তিনি তাহা দেখেন। (৪১) নিশ্চয় তাহারা

كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ج وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا ٤٢- لَا

কাফারূ বিজ্জিক্রি লাম্মা জ্বা-আ'হুম্ ওয়া ইন্নাহূ লাকিতা-বূন্ আ'যীয । ৪২। লা
তাহাদের নিকট আসিবার পর উপদেশকে অমান্য করিল, নিশ্চয় উহা সম্মানিত কিতাব। (৪২) যে

يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ط تَنْزِيلٌ

ইয়া'তীহিল্ বা-ত্বিলু মিম্ বাইনি ইয়াদাইহি ওয়ালা মিন্ খাল্ফিহ্ ; তান্যীলুম্
কোন ভ্রান্ত বিষয় উহার সম্মুখ বা পশ্চাত দিয়া আসিতে পারে না ; কিন্তু ইহা

(৪১) পবিত্র কোরআন নাজিল হইবার পর, যাহারা উহাকে অস্বীকার করিবে কিংবা উহার সহিত উপহাস করিবে অথবা উহার দোষ তালাশ করিবে তাহারা ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া যাইবে। তাহারা কাফেরের সঙ্গে দোজখে পতিত হইবে। (তাফহীম)

مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ○ ৪৩ - مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ

মিন্ হাকী মিন্ হামীদ। ৪৩। মা ইউকা-লু লাকা ইল্লা মা কাদ্ কীলা লির্‌রুছুলি

প্রশংসাভাজনের নিকট হইতে হইয়াছে (৪৩) তোমাকে উহাই বলিয়াছে, যাহা তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণকে

مِن قَبْلِكَ ط إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ○

মিন্ ক্বাব্‌লিক্; ইন্না রাব্বাকা লাজ্ মাগ্‌ফিরাতিঁউ ওয়াজ্ ই'কা-বিন্ আলীম্।

বলা হইয়াছিল, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ক্ষমাকারী ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিও প্রদানকারী।

৪৪ - وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ

৪৪। ওয়া লাউ জ্বাআ'ল্‌না-হু ক্বুর্‌আনান্ আ'জামীইয়্যাল লাকা-লু লাউ লা ফুছ্‌ছিলাৎ

(৪৪) এবং যদি আমি কোরআনকে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় নাজিল করিতাম, তবে নিশ্চয় ইহারা বলিত—কেন উহার আয়াতসমূহের

آيَاتُهُ ط ءَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ط قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ

আ-ইয়া-তুহ্; আআ'জ্বামীউঁউ ওয়া আ'রাবিইয়্যু; কুল্ হুওয়া লিল্লাজীনা

বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয় নাই? আজমী কিতাব কি আরববাসীর জন্য? তুমি বল—যাহারা

آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ط وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ

আ-মানূ হুদাউ ওয়া শিফা-উ; ওয়াল্লাজীনা লা ইউ'মিনূনা ফী আ-জা-নিহিম্

ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের জন্য ইহা পথ-প্রদর্শক ও মহৌষধ; এবং যাহারা ধর্মবিশ্বাসী নহে, তাহাদের কর্ণসমূহে

وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ط أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن

ওয়াক্‌রুঁউ ওয়া হুওয়া আ'লাইহিম্ আ'মা; উলা-ইকা ইউনা-দাউনা মিম্

বধিরতা বিদ্যমান এবং ইহা তাহাদের পক্ষে অন্ধবৎ অবোধগম্য; তাহাদিগকে সুদূরস্থিত স্থান হইতে

ع ৫ — ৫ রুকু

مَّكَانٍ بَعِيدٍ ع ৪৫ - وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ط

মাকা-নিম্ বাঈ'দ্। ع ৪৫। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা মূছাল্ কিতা-বা ফাখ্‌তুলিফা ফীহ্;

আহ্বান করা হইয়া থাকে। (৪৫) এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে ধর্মগ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম, অতঃপর উহাতে মতভেদ করা হইল;

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط وَإِنَّهُمْ

ওয়া লাউ লা কালিমাতুন্ ছাবাক্বাৎ মিররাব্বিকা লাকুদ্বিয়া বাইনাহুম্ ; ওয়া ইন্নাহুম্

এবং যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে কোন বাণী পূর্বে বিঘোষিত না হইত, তবে নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যে মীমাংসা হইয়া যাইত এবং তাহারা

لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ০ ৪৬ - مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ج

লাফী শাক্কিম্ মিন্হু মুরীব্ । ৪৬ । মান্ আ'মিলা ছা-লিহান ফালিনাফ্ছিহ্,

নিশ্চয় উহাতে সন্দেহ পোষণ করে। (৪৬) এবং যে ব্যক্তি সৎ কার্য করে, সে স্বীয় আত্মার কল্যাণের জন্য করে,

وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ط وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ০

ওয়া মান্ আছা-আ ফাআ'লাইহা ; ওয়ামা রাব্বুকা বিজাল্লা-মিল্ লিল্ আ'বীদ্ ।

যে ব্যক্তি অসৎ কার্য করে, উহার অকল্যাণ তাহারই জন্য এবং তোমার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করেন না।

(৪৬) এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নেক আমল তাহার উপকারেই আসিবে। আর বদ আমলের সাজাও তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। এই পাপ এবং পুণ্য উভয় কর্মের ফলই তাহাকে হয়ত জান্নাতী করিবে, না হয় দোজখী করিয়া ছাড়িবে। সুতরাং বেহেশ্‌তে যাওয়া এবং দোজখে যাওয়া মানুষের আমলের উপরই নির্ভর করে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা কখনও স্বীয় বান্দার উপরে জুলুম করেন না। কিন্তু বান্দাগণ স্বতঃই নিজের আমলের দ্বারা বেহেশ্‌ত ও দোজখের ভাগী হইয়া থাকে। নেক আমল আল্লাহর রেজামন্দির পরিচায়ক। উক্ত রেজামন্দি তাহাকে আল্লাহর রহমতের দিকে ধাবিত করে এবং বদ আমল আল্লাহর গজবকে ডাকিয়া আনে এবং উক্ত গজবের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হইল জাহান্নাম। যেখানে আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত নানা রকম আজাব ও কষ্ট ভোগ করিতে থাকিবে। অতএব এই আজাব হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং আল্লাহর রহমত লাভের প্রত্যাশা করা প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এই কর্তব্য ও দায়িত্বকে হেলা করা মহাপাপ।

(বুরহান)

৪৭ - إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ط وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّن

৪৭। ইলাইহি ইউরাদ্দু ই'ল্‌মুছ্‌ছাআহ্‌ ; ওয়ামা তাখ্‌রুজু মিন্‌ ছামারাতিম্‌ মিন্‌

(৪৭) কিয়ামতের জ্ঞান তাঁহারই দিকে অর্পিত হয় এবং কোন ফলই উহার খোসা হইতে

أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ط

আক্‌মামিহা ওয়ামা তাহ্‌মিলু মিন্‌ উন্‌ছা ওয়ালা তাদ্বাউ' ইল্লা বিই'ল্‌মিহ্‌ ;

বহির্গত হয় না এবং কোন নারীই গর্ভবতী হয় না ও সে প্রসব করে না তাহার অজানা মতে ;

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِي لا قَالُوا آذَنَّاكَ لا مَا مِنَّا

ওয়া ইয়াউমা ইয়ুনাদীহিম্‌ আইনা শুরাকাই, ক্বালু আজান্নাকা মা মিন্না

এবং যে দিন তিনি উচ্চস্বরে বলিবেন আমার অংশীদারগণ কোথায় ? তাহারা বলিবে, আমরা আপনাকে জানাইযাছি যে, আমাদের মধ্যে

مِن شَهِيدٍ ج ৪৮ - وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم

মিন্‌ শাহীদ্‌। ৪৮। ওয়াদ্বাল্লা আ'ন্‌হুম্‌ মা-কানু ইয়াদ্‌উ'না মিন্‌ ক্বাব্‌লু ওয়াজান্নু মা লাহুম্‌

কোন সাক্ষী নাই। (৪৮) এবং তাহারা ইতঃপূর্বে যাহাদিগকে আহ্বান করিত, তাহাদিগের নিকট হইতে সেগুলি অদৃশ্য হইবে এবং তাহারা দৃঢ় প্রত্যয় করিবে যে, তাহাদের জন্য কোথায়ও

مِّن مَّحِيصٍ ০ ৪৯ - لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ ز

মিন্‌ মাহীছ্‌। ৪৯। লা ইয়াছ্‌ আমুল্‌ ইন্‌ছানু মিন্‌ দুআ'ইল্‌ খাইরি,

পলায়ন স্থান নাই। (৪৯) মানব কল্যাণ কামনায় ক্লান্তি বোধ করে না,

وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ০ ৫০ - وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً

ওয়াইম্‌ মাছ্‌ছাহুশ্‌শার্‌রু ফাইয়াউছুন্‌ ক্বানুৎ। ৫০। ওয়ালা ইন্‌ আজাক্ব্‌নাহু রাহ্‌মাতাম্‌

এবং যদি তাহাকে দুঃখ স্পর্শ করে, তবে সে নৈরাশ্যে হতাশ হইয়া পড়ে। (৫০) এবং তাহার উপর যে দুঃখ আপতিত হইয়াছিল,

مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي لا وَمَا

মিন্না মিম্‌ বা'দি দ্বার্‌রাআ মাছ্‌ছাৎহু লাইয়াক্বুলান্না হা-জা লী, ওয়ামা

তৎপর আমি যদি তাহাকে অনুগৃহিত করি, নিশ্চয় সে বলিতে থাকে ইহা আমার প্রাপ্য, আমি

اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً لا وَلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْٓ اِنَّ لِىْ

আজুন্নুছ্ছাআ'তা কাইমাতাঁউ ওয়ালা ইর্রুজ্বি'তু ইলা রাব্বী ইন্না লী

ধারণাও করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হইবে, আর একান্ত যদি আমাকে আমার প্রতিপালক সমীপে প্রত্যাবর্তিত হইতে হয়, তবে নিশ্চয়

عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ط فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا

ই'ন্দাহূ লাল্হুছ্না ; ফালানুনাব্বি আন্নাল্লাজীনা কাফারূ বিমা আ'মিলু

আমার জন্য তাঁহার নিকট কল্যাণ রহিয়াছে ; অতঃপর নিশ্চয় আমি ধর্মদ্রোহিগণকে তাহাদের কৃতকর্ম অবগত করাইব

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ٥ ٥١ - وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى

ওয়ালা নুজীক্বান্নাহুম্ মিন্ আ'জাবিন্ গ্বালীজ্। ৫১। ওয়াইজা আন্আ'ম্না আ'লাল্

এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করাইব। (৫১) এবং যখন আমি মানবকে

الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهٖ ج وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ

ইন্ছানি আ'রাদ্বা ওয়ানাআ বিজ্বানিবিহ্, ওয়াইজা মাছ্ছাহুশ্শাররু

সম্পদশালী করি, তখন সে বিমুখ হয় এবং দুরে সরিয়া পড়ে এবং যখন সে বিপদগ্রস্ত হয়

فَذُوْ دُعَاءٍ عَرِيْضٍ ٥ ٥٢ - قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ

ফাজু দুআ'ইন্ আরীদ্ব্। ৫২। ক্বুল্ আরাআইতুম্ ইন্ কা-না মিন্ ই'ন্দিল্লাহি ছুম্মা

তখন সে সুদীর্ঘ প্রার্থনা করিতে থাকে। (৫২) তুমি বলিয়া দাও—তোমরা লক্ষ্য কর, ইহা যদি আল্লাহর তরফ হইতে হইয়া থাকে অতঃপর

كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ٥ ٥٣ - سَنُرِيْهِمْ

কাফার্তুম্ বিহী মান্ আদ্বাল্লু মিম্মান্ হুওয়া ফী শিক্বাক্বিম্ বাঈ'দ্। ৫৩। ছানুরীহিম্

তোমরা উহা অমান্য কর তবে এরূপ প্রবল বিরোধিতায় কে অধিকতর পথভ্রষ্ট ? (৫৩) অতি সত্তর আমি

اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ

আইয়াতিনা ফিল্ আফাকি ওয়া ফী আন্ফুছিহিম্ হাত্তা ইয়াতাবাইয়্যানা

দেশব্যাপী ও তাহাদের অন্তরসমূহে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিব, যাহাতে তাহাদের জন্য সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে যে,

لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ط اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلٰى كُلِّ

লাহুম্ আন্নাহুল্ হাক্‌ক্ ; আওয়ালাম্ ইয়াক্‌ফি বিরাব্বিকা আন্নাহু আ'লা কুল্লি

ইহাই সন্দেহাতীত সত্য ; তোমার প্রতিপালক কি যথেষ্ট নহেন যে, নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক বস্তু

شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝ ٥٤ - اَلَآ اِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ط

শাইইন্ শাহীদ্। ৫৪। আলা ইন্নাহুম্ ফী মিরইয়াতিম্ মিল্ লিকাই রাব্বিহিম্ ;

প্রত্যক্ষ করিতেছেন। (৫৪ সতর্ক হও, নিশ্চয় তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎকারে সন্দিহান ;

ع
৬
৬
রুকু

اَلَآ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ ع ۝

আ'লা ইন্নাহু বিকুল্লি শাইইম্ মুহীৎ। ع

সতর্ক হও, নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

ছুরা—শূরা ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মানির্ রাহীম পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	এই ছুরায় ৫৩ আয়াত এবং ৫ রুকু।

١ - حٰمٓ ٢ - عٓسٓقٓ ٣ - كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ

১। হা-মী-ম্। ২। আ'ইন্ ছীন্ কাফ্। ৩। কাজালিকা ইউহী ইলাইকা

(১) হা-মী-ম্। (২) আইন্ ছীন্ কাফ্। (৩) পরাক্রমশালী সূক্ষ্ম জ্ঞানী

(৫৪) আল্লাহর সহিত মোলাকাতের কথা পবিত্র কোরআনে কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (১) কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে মানুষের খাড়া হওয়া। (২) মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া। (৩) আল্লাহকে মুখ দেখানো। এই প্রসঙ্গে বোখারী শরীফ, মুসলেম শরীফ, নাছায়ী শরীফ ও মসনদে ইমাম আহমদে বর্ণিত হইয়াছে যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে হাজির হওয়াকে অনাহুত মনে করে, দয়াময় আল্লাহ তাআলাও তাহাকে নিজের সামনে উপস্থিত হইতে পছন্দ করেন না।" অতঃপর মহানবী দঃ আরও বলিলেন যে, "যে ব্যক্তি আখেরাতের একীন রাখে এবং আল্লাহকে মুখ দেখাইবার ভয়ে সর্বদা আল্লাহর এবাদত ও নেক কাজে নিমগ্ন থাকে, এই সকল মানুষকে মৃত্যুর সময় আল্লাহর ফেরেশতাগণ বেহেশ্‌তের খোশ খবর ও আল্লাহর রেজামন্দির শুভ-সংবাদ প্রদান করিয়া থাকে।" (ইবনে কাছির)

وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ ٤ - لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ

ওয়া ইলাল্লাজীনা মিন্ কাব্লিকাল্লাহুল্ আ'যীযুল্ হাকীম। ৪। লাহু মা ফিছ্ছামাওয়াতি
আল্লাহ তোমার ও তোমার পূর্ববর্তীগণের প্রতি এইরূপেই প্রত্যাদেশ করেন। (৪) সমগ্র পৃথিবী

وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ○ ٥ - تَكَادُ السَّمٰوٰتُ

ওয়ামা ফিল্ আর্দ্ব ; ওয়া হুওয়াল্ আ'লীয়্যুল্ আ'জীম। ৫। তাকাদুছ্ ছামাওয়াতু
ও নভো-মণ্ডলে যাহা আছে, সে সমস্ত তাঁহারই এবং তিনি সুমহান বিরাট। (৫) নভো-মণ্ডল উহার উপরিভাগ হইতে বিদীর্ণ প্রায় হইবার উপক্রম,

---

يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ

ইয়াতাফাত্ব্ত্বার্না মিন্ ফাউক্বিহিন্না ওয়াল্ মালায়িকাতু ইউছাব্বিহূনা বিহাম্দি
ফেরেশ্তামণ্ডলী তাহাদের প্রতিপালকের গুণগান ও পবিত্রতা ঘোষণায় নিমগ্ন

رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ ط اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ

রাব্বিহিম্ ওয়া ইয়াছ্তাগ্ফিরূনা লিমান্ ফিল্ আর্দ্ব ; আলা ইন্নাল্লাহা হুওয়াল্
ও জগদ্বাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে ; সতর্ক হও ! নিশ্চয় আল্লাহ

الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○ ٦ - وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ

গ্বাফুরুর্ রাহীম্। ৬। ওয়াল্লাজীনাত্তাখাজু মিন্ দুনিহী আউলিয়া আল্লাহু হাফীজুন্
অতিশয় মার্জনাকারী করুণাময়। (৬) এবং যাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যান্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদের প্রতি

عَلَيْهِمْ زصلے وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○ ٧ - وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ

আ'লাইহিম্, ওয়ামা আন্তা আ'লাইহিম্ বিওয়াকীল। ৭। ওয়া কাজালিকা আউহাইনা
সতর্ক দৃষ্টি রাখেন এবং তাহাদের জন্য তোমার কোন দায়িত্বভার নাই। (৭) এবং এইরূপেই আমি তোমার

اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا

ইলাইকা কুর্আনান্ আ'রাবিয়্যাল্ লিতুন্জিরা উম্মাল্ কুরা ওয়ামান্ হাউলাহা
প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে তুমি মক্কাবাসিগণ ও উহার চতুঃপার্শ্বস্থ অধিবাসীদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিবে ;

وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ط فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ

ওয়া তুন্‌জিরা ইয়াউমাল্ জাম্‌ই লা রাইবা ফীহ্ ; ফারীকুন্ ফিল্ জান্নাতি

আরও তুমি ভীতি প্রদর্শন করিবে একত্রিত হইবার দিবসের, যাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ; একদল বেহেশ্‌তবাসী হইবে,

وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ۝٨ - وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً

ওয়া ফারীকুন্ ফিছ্‌ছাঈর। ৮। ওয়ালাউশা আল্লাহু লাজ্বাআ'লাহুম্ উম্মাতাঁউ

এবং অপর দল দোজখে নিপতিত হইবে। (৮) এবং আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে একই দলভুক্ত

وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ط

ওয়া হিদাতাঁউ ওয়ালাকিঁই ইউদ্‌খিলু মাঁই ইয়াশাউ ফী রাহ্‌মাতিহ্ ;

করিতেন কিন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে প্রবিষ্ট করান ;

وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝٩ - اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ

ওয়াজ্‌জালিমুনা মা লাহুম্ মিঁউ ওয়ালীয়িঁউ ওয়ালা নাছীর। ৯। আমিত্তাখাজু মিন্ দুনিহী

এবং পাপীদের জন্য সহানুভূতি ও সাহায্যকারী নাই। (৯) তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া

اَوْلِيَاءَ ج فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ز وَهُوَ

আউলিয়াআ, ফাল্লাহু হুওয়াল্ ওয়ালিয়্যু ওয়া হুওয়া ইউহ্‌ইল্ মাউতা. ওয়া হুওয়া

অন্যান্যকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ আল্লাহই প্রকৃত সাহায্যকারী এবং তিনিই মৃতসমূহকে জীবিত করেন, এবং তিনিই

ع ১ — ১ রুকু

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ع ۝١٠ - وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ

আ'লা কুল্লি শাইইন্ ক্বাদীর। ع ১০। ওয়া মাখ্‌তালাফ্‌তুম্ ফীহি মিন্ শাইইন্

প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী। (১০) এবং যে যে বিষয়ে তোমরা পরস্পর মতবিরোধ করিতেছ,

(৮) হেদায়েত আল্লাহর এক বড় নেয়ামত। এই নেয়ামত যাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাহার মত সৌভাগ্যশালী আর কেহই নাই। হেদায়েত হইল এক প্রকার নূর বা আলো, যাহা মানুষকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে লইয়া যায়। এই নূর ঈমান এবং আমল উভয়ের সংস্পর্শেই প্রজ্জ্বলিত হয়।

(আল্লামা জামী)

فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّىْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ق صلے

ফাহুক্মুহু ইলাল্লাহ্; জালিকুমুল্লাহু রাব্বী আ'লাইহি তাওয়াক্কালতু,
উহার নিষ্পত্তি আল্লাহর নিকট ; সেই আল্লাহই আমার প্রতিপালক, তাঁহারই উপর আমি নির্ভর করিয়াছি,

وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ٥ ١١ - فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ

ওয়া ইলাইহি উনীব্। ১১। ফাত্বিরুছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল্ আর্দ্ব্ ; জ্বাআ'লা লাকুম্ মিন্
এবং তাঁহারই দিকে আমি প্রত্যাবর্তন করিব। (১১) তিনি নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা ; তিনি তোমাদের

اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ج يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ط

আন্ফুছিকুম্ আয্ওয়াজ্বাউ ওয়া মিনাল্ আন্আ'মি আয্ওয়াজ্বা, ইয়াজ্রায়ুকুম্ ফীহ্ ;
মধ্য হইতে যুগ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পশুদের মধ্য হইতে যুগ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপে তিনি উহার মধ্যে তোমাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়াছেন ;

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ٥ ١٢ - لَهٗ مَقَالِيْدُ

লাইছা কামিছলিহী শাইউন্, ওয়া হুওয়াছ্ ছামীউ'ল্ বাছীর। ১২। লাহু মাক্বালীদুছ্
তাঁহার তুল্য কোন বস্তুই নাই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদর্শী। (১২) আকাশ ও পৃথিবীর

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَقْدِرُ ط

ছামাওয়াতি ওয়াল্ আর্দ্ব ; ইয়াব্ছুত্বুর্রিয্কা লিমাঁই ইয়াশাউ ওয়া ইয়াক্দির্ ;
চাবিসমূহ তাঁহারই, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি প্রচুর জীবিকা প্রদান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পরিমিত প্রদান করেন ;

اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ٥ ١٣ - شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ

ইন্নাহু বিকুল্লি শাইইন্ আ'লীম্। ১৩। শারাআ' লাকুম্ মিনাদ্দীনি মা ওয়াছ্ছা বিহী
নিশ্চয় তিনি সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (১৩) তোমাদের জন্য ঐ ধর্ম বিধিবদ্ধ করিয়াছে, যাহাতে নূহ্ আদিষ্ট

نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى

নূহাঁউ ওয়াল্লাজী আওহাইনা ইলাইকা ওয়ামা ওয়াছ্ছাইনা বিহী ইব্রাহীমা ওয়া মুছা
হইয়াছিল আমি উহা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি এবং যে সম্বন্ধে আমি ইব্রাহীম, মূসা ও

وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى

ওয়া ঈ'ছা আন্ আক্বীমুদ্দীনা ওয়ালা তাতাফার্‌রাকূ ফীহ্ ; কাবুরা আ'লাল্

ঈসাকে আদেশ করিয়াছিলাম, তোমরা ঐ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবে, উহাতে মতবিরোধ আনিও না ; তুমি যে দিকে

الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ

মুশ্‌রিকীনা মা তাদ্‌উ'হুম্ ইলাইহ্ ; আল্লাহু ইয়াজ্‌তাবী ইলাইহি মাঁই

তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছ, তাহা অংশীবাদিগণের অসহনীয় ; আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে মনোনীত

يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۝۱۴ وَمَا تَفَرَّقُوْٓا

ইয়াশাউ ওয়া ইয়াহ্‌দী ইলাইহি মাঁই ইউনীব্। ১৪। ওয়ামা তাফার্‌রাকূ

করেন এবং যে তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি তাহাকে পথ প্রদর্শন করেন। (১৪) তাহাদের নিকট

اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا

ইল্লা মিম্ বা'দি মা জ্বাআহুমুল্ ই'ল্‌মু বাগ্‌ইয়াম্ বাইনাহুম্ ; ওয়া লাউলা

জ্ঞান আসিবার পর তাহারা পরস্পর জিদের বশবর্তী হইয়াই বিভিন্ন দলভুক্ত হইয়াছে এবং যদি

كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ

কালিমাতুন্ ছাবাক্বাৎ মির্‌রাব্বিকা ইলা আজ্বালিম্ মুছাম্মাল্ লাকু্‌দ্বিইয়া

পূর্ব হইতে এক নির্দিষ্ট সময়ের প্রতিশ্রুতি তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে না থাকিত, তবে তাহাদের

بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ

বাইনাহুম্ ; ওয়া ইন্নাল্লাজীনা উ-রিছুল্ কিতাবা মিম্ বা'দিহিম্ লাফী শাক্‌কিম্ মিন্‌হু

মীমাংসা হইয়া যাইত ; এবং নিশ্চয় তাহাদের পরে যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছে, তাহারাও

مُرِيْبٍ ۝۱۵ فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ

মুরীব্। ১৫। ফালিজালিকা ফাদ্‌উ', ওয়াছ্‌তাকিম্ কামা উমির্‌তা, ওয়ালা তাত্তাবি'

উহাতে সন্দিহান। (১৫) অনন্তর এই নিমিত্ত তুমি আহ্বান কর এবং যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছ তৎপ্রতি দৃঢ়ভাবে থাক এবং তাহাদের

أَهْوَاءَهُمْ ج وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ج

আহ্ ওয়া আহুম্ ; ওয়া ক্বুল্ আমান্তু বিমা আন্‌যালাল্লাহু মিন্ কিতাব,
কল্পনার অনুসরণ করিও না এবং তুমি বলিয়া দাও আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন,

وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ط اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ط

ওয়া উমিরতু লি আ'দিলা বাইনাকুম্ ; আল্লাহু রাব্বুনা ওয়া রাব্বুকুম্ ;
তৎসমূহের প্রতি আমি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি এবং আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায্যভাবে বিচার করিতে আদিষ্ট হইয়াছি, আল্লাহই আমাদের ও তোমাদের প্রতিপালক,

لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ط لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا

লানা আ'মালুনা ওয়া লাকুম্ আ'মালুকুম্ ; লা হুজ্জাতা বাইনানা
আমাদের কৃতকর্মসমূহ আমাদের জন্য এবং তোমাদের কৃতকর্মসমূহ তোমাদের জন্য, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে

وَبَيْنَكُمْ ط اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ج وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ٥ ١٦ - وَالَّذِيْنَ

ওয়া বাইনাকুম্ ; আল্লাহু ইয়াজ্‌মাউ' বাইনানা, ওয়া ইলাইহিল্ মাছীর। ১৬। ওয়াল্লাজীনা
কোনই বিরোধ নাই ; আল্লাহ আমাদের সকলকে একত্রিত করিবেন এবং তাঁহারই দিকে গন্তব্যস্থল।
(১৬) এবং যাহারা

يُحَآجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ

ইউহাজ্জুনা ফিল্লাহি মিম্ বা'দি মাছ্‌তুজ্বীবা লাহু হুজ্জাতুহুম্ দা-হিদ্বাতুন্
আল্লাহকে স্বীকার করার ব্যাপারে বিরোধ সৃষ্টি করে, তাহাদের বিরোধিতা

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ٥

ইন্‌দা রাব্বিহিম্ ওয়া আ'লাইহিম্ গ্বাদাবু'উ ওয়ালাহুম্ আ'জাবুন্ শাদীদ।
তাহাদের প্রতিপালকের নিকট অমূলক এবং তাহাদের উপর কোপ ও কঠোর শাস্তি।

١٧ - اَللّٰهُ الَّذِىٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ط وَمَا

১৭। আল্লাহুল্লাজী আন্‌যালাল্ কিতাবা বিল্ হাক্কি ওয়াল্ মীযান্ ; ওয়ামা
(১৭) তিনিই আল্লাহ, যিনি সত্যসহ কিতাব ও পরিমাপযন্ত্র অবতীর্ণ করিয়াছেন ; এবং তুমি

يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝ ١٨- يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا

ইউদ্‌রীকা লাআ'ল্লাছ্ ছাআ'তা কারীব। ১৮। ইয়াছ্‌তা'জ্বিলু বিহাল্লাজীনা লা

কি অবগত আছ যে, সম্ভবতঃ সেই সময় নিকটবর্তী। (১৮) যাহারা উহার প্রতি বিশ্বাসী নহে, তাহারাই

يُؤْمِنُونَ بِهَا ج وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ

ইউ'মিনূনা বিহা, ওয়াল্লাজীনা আমানূ মুশ্‌ফিক্বূনা মিন্‌হা ওয়া ইয়া'লামূনা

সত্বর উহার কামনা করে; এবং যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা উহাতে আতঙ্কগ্রস্ত এবং তাহারা অবগত আছে যে,

أَنَّهَا الْحَقُّ ط أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَٰلٍ

আন্নাহাল্ হাক্ব্‌ক্ব ; আলা-ইন্নাল্লাজীনা ইউমারূনা ফিছ্‌ছাআ'তি লাফী দ্বালালিম্

নিশ্চয় উহা সত্য ; সতর্ক হও, নিশ্চয়ই যাহারা কেয়ামত সম্বন্ধে সন্দেহ করে, তাহারাই চরম পথভ্রান্তিতে

بَعِيدٍ ۝ ١٩- اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ ج

বাঈ'দ। ১৯। আল্লাহু লাত্বীফুম্ বিই'বাদিহী ইয়ার্‌যুক্ব্ মাঁই ইয়াশা-উ,

পতিত। (১৯) আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি জীবিকা প্রদান

ع ২ — ২ রুকু

وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ع ٢٠- مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ

ওয়া হুওয়াল্ ক্বাবীয়্যুল্ আ'যীয। ع ২০। মান্ কা-না ইউরীদ্ হার্‌ছাল্ আখিরাতি

করেন এবং তিনি শক্তিশালী পরাক্রান্ত। (২০) যে ব্যক্তি পরকালের ফসলের বাসনা রাখে,আমি তাহার ফসল

نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ج وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا لا

নাযিদ্ লাহু ফী হার্‌ছিহি, ওয়া মান্ কা-না ইউরীহু হার্‌ছাদ্দুন্‌ইয়া নু'তিহী মিন্‌হা,

বৃদ্ধি করিয়া থাকি, এবং যে ব্যক্তি পার্থিব ফসলের বাসনা রাখে তন্মধ্য হইতে আমি তাহাকে দান করি

وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ط ٢١ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا

ওয়া মা লাহু ফিল্ আখিরাতি মিন্ নাছীব্। ২ । আম্ লাহুম্ শুরাকা-উ শারাউ'

এবং তাহার জন্য পরকালে কোন অংশ নাই। (২১) তাহাদের উপাস্যগুলি কি তাহাদের জন্য এমন ধর্মীয় বিধান রচনা

لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ط وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ

লাহুম্ মিনাদ্দীনি মালাম্ ইয়া'জাম্ বিহীল্লাহ্ ; ওয়া লাউলা কালিমাতুল্ ফাছ্লি
করিয়াছে—আল্লাহ্ যাহার নির্দেশ দেন নাই; এবং যদি নিষ্পত্তির প্রতিশ্রুতি না থাকিত, তাহা হইলে এখনই

لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ٥

লাকুদ্বিইয়া বাইনাহুম্ ; ওয়া ইন্নাজ্জালিমীনা লাহুম্ আ'জাবুন্ আলীম্।
তাহাদের বিচার-মীমাংসা হইয়া যাইত ; এবং নিশ্চয়ই যাহারা পাপাচারী, তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করিবে।

٢٢- تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ط وَالَّذِيْنَ

২২। তারাজ্জালিমীনা মুশ্ফিকীনা মিম্মা কাছাবু ওয়া হুয়া ওয়া ক্বিউ'ম্ বিহিম্ ; ওয়াল্লাজীনা
(২২) তুমি পাপীদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত দেখিবে ; বস্তুতঃ উহা তাহাদের উপর সংঘটিত হইবেই ; এবং যাহারা

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ج لَهُمْ مَّا يَشَاۤءُوْنَ

আমানু ওয়া আ'মিলুছ্ ছালিহাতি ফী রাউদ্বাতিল্ জান্নাত, লাহুম্ মা ইয়াশাউনা
বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সৎকার্যসমূহ করিয়াছে, তাহারা বেহেশতে প্রবিষ্ট হইবে, তাহাদের জন্য থাকিবে যাহা তাহারা স্বীয়

عِنْدَ رَبِّهِمْ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ٥ ٢٣- ذٰلِكَ الَّذِيْ

ই'ন্দা রাব্বিহিম্ ; জালিকা হুয়াল্ ফাদ্বলুল্ কাবীর। ২৩। জালিকাল্লাজী
প্রতিপালকের নিকট চাহিবে ; ইহাই বিরাট দান। (২৩) আল্লাহ্ যাহার সুসংবাদ

يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ط

ইউবাশ্শিরুল্লাহু ই'বাদাহুল্লাজীনা আমানূ ওয়া আ'মিলুছ্ ছালিহাত্ ;
তাঁহার ধর্মবিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল বান্দাগণকে প্রদান করিয়াছেন।

قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ط

কুল্ লা-আছ্আলুকুম্ আ'লাইহি আজ্রান্ ইল্লাল্ মাওয়াদ্দাতা ফিল্কুর্বা ;
বলিয়া দাও—আমি তোমাদের নিকট উহার পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি না, কিন্তু নিকট আত্মীয়দের প্রতি সদয় ব্যবহার ;

وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ

ওয়া মাঁই ইয়াক্‌তারিফ্‌ হাছানাতান্‌ নাযিদ্‌ লাহূ ফীহা হুছ্‌না ; ইন্নাল্লাহা গ্বাফূরুন্‌

এবং যে ব্যক্তি সদ্ব্যবহার করে, আমি তাহাদের জন্য উহাতে আরও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করি ; নিশ্চয়ই আল্লাহ

شَكُوْرٌ ٥ ٢٤- اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ج فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ

শাকুর। ২৪। আম্‌ ইয়াক্বূলূনাফ্‌ তারা আ'লাল্লাহি কাজিবা, ফাই ইয়াশাইল্লাহু

গুণগ্রাহী ও অতীব ক্ষমাশীল। (২৪) তাহারা কি বলে যে, সে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে, অতঃপর আল্লাহ, ইচ্ছা করিলে

يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ط وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ

ইয়াখ্‌তিমু আ'লা ক্বাল্‌বিক ; ওয়া ইয়াম্‌ হুল্লাহুল্‌ বাত্বিলা ওয়া ইউহিক্‌কুল্‌

তোমার অন্তরের উপর মোহর অঙ্কিত করিয়া দিতে পারিতেন ; এবং আল্লাহ্‌ স্বীয় বাণী দ্বারা মিথ্যাকে

الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ٥ ٢٥- وَهُوَ الَّذِيْ

হাক্‌কা বিকালিমাতিহ ; ইন্নাহু আ'লীমুম্‌ বিজাতিছ্‌ ছুদুর। ২৫। ওয়া হুওয়াল্লাজী

ধ্বংস ও সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন ; নিশ্চয়ই তিনি অন্তরসমূহের কল্পনাও পরিজ্ঞাত আছেন। (২৫) এবং তিনিই স্বীয়

يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ

ইয়াক্ববালু ত্তাউবাতা আ'ন্‌ ই'বাদিহী ওয়া ইয়া'ফূ আ'নিছ্‌ ছাইয়্যিআতি ওয়া ইয়া'লামু

বান্দাগণের তওবা গ্রহণ করেন এবং পাপসমূহ মাজ'না করেন এবং তোমরা যাহা কর

مَا تَفْعَلُوْنَ ٥ ٢٦- وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

মা তাফ্‌আ'লূন। ২৬। ওয়া ইয়াছ্‌ তাজীবুল্লাজীনা আমানূ ওয়া আ'মিলুছ্‌ ছালিহাতি

তিনি তাহা অবগত আছেন। (২৬) এবং তিনি ধর্ম বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের প্রার্থনা গ্রহণ করেন

وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ط وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٥

ওয়া ইয়াযীদুহুম্ মিন্ ফাদ্ব্লিহ ; ওয়াল্ কাফিরূনা লাহুম্ আ'জাবুন্ শাদীদ।

এবং তাহাদের প্রতি স্বীয় দান বর্ধিত করেন ; এবং ধর্মদ্রোহীদের জন্য কঠোর শাস্তি রহিয়াছে।

٢٧- وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن

২৭। ওয়া লাউ বাছাত্বাল্লাহুর্ রিয্ক্বা লিই'বাদিহী লাবাগ্বাউ ফিল্ আর্দ্বি ওয়ালা কি'ই

(২৭) এবং যদি আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের জীবিকা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করিবে,

---

يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ط إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ

ইউনায্যিলু বিক্বাদারিম্ মা ইয়াশা-উ ; ইন্নাহু বিই'বাদিহী খাবীরুম্

কিন্তু তিনি স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী পরিমিত প্রদান করেন ; নিশ্চয়ই তিনি স্বীয় বান্দাদের ব্যাপারে সতর্ক

بَصِيرٌ ٥ ٢٨- وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا

বাছীর্। ২৮। ওয়া হুওয়াল্লাজী ইউনায্যিলুল্ গ্বাইছা মিম্ বা'দি মা কানাত্বু

ও সর্বদর্শী। (২৮) এবং তাহারা নিরাশ হওয়ার পর তিনি পানি বর্ষণ করেন

وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ط وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ٥ ٢٩- وَمِنْ آيَاتِهِ

ওয়া ইয়ান্শুরু রাহ্মাতাহ ; ওয়া হুওয়াল্ ওয়ালিয়্যুল্ হামীদ। ২৯। ওয়া মিন্ আইয়াতিহী

এবং স্বীয় অনুগ্রহ প্রসারিত করেন ; এবং তিনিই সর্বনিয়ন্তা প্রশংসাভাজন। (২৯) এবং গগনমণ্ডল, পৃথিবী,

---

(২৭) এই পৃথিবীতে গরীবগণ যেমন ধনীদিগের নিকট কাজ এবং পয়সার ব্যাপারে জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভরশীল, তদ্রূপ ধনীরাও গরীবদের নিকট কাজ করানোর জন্য একান্তভাবে নির্ভরশীল। বৃহৎ কল-কারখানা ধনীদের পুঁজিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই স্থানে শ্রমজীবি মানুষের সাহায্য ছাড়া উৎপাদন সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে পুঁজিপতিগণও শ্রমিকদিগকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে যদি শ্রমিকশ্রেণী একতাবদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে পুঁজিপতিগণও শ্রমিকদের নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কাজ ও অনুষ্ঠানের ব্যাপারে মানুষ পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। (বয়ানুল কোরআন)

خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ط وَهُوَ

খাল্‌কুছ্‌ ছামাওয়াতি ওয়াল্‌ আর্‌দ্বি ওয়ামা বাছ্‌ছা ফীহিমা মিন্‌ দাব্বা-হ ; ওয়া হুওয়া

ও উহাদের মধ্যবর্তী বিচরণকারী প্রাণী সৃষ্টি করা তাঁহার অন্যতম নিদর্শন ; এবং তিনি

৪ ৩ | ৩ রুকূ

عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ع ٣٠- وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ

আ'লা জ্বাম্‌ই'হিম্‌ ইজা ইয়াশা-উ ক্বাদীর। ৪ ৩০। ওয়ামা আছাবাকুম্‌ মিম্‌

যখন ইচ্ছা করিবেন তখন উহাদিগকে একত্রিত করিতে সক্ষম। (৩০) এবং তোমাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়,

مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ط ٣١- وَمَآ

মুছীবাতিন্‌ ফাবিমা কাছাবাৎ আইদীকুম্‌ ওয়া ইয়া'ফু আ'ন্‌ কাছীর। ৩১। ওয়ামা-

তাহা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল এবং তিনি বহু সংখ্যক ক্ষমা করেন। (৩১) এবং তোমরা

اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ج صلے وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ

আন্তুম্‌ বিমু'জ্বিযীনা ফিল্‌ আর্‌দ্ব, ওয়ামা-লাকুম্‌ মিন্‌দুনিল্লাহি মিঁউওয়ালীয়্যিঁউ

পৃথিবীতে জয়ী হইতে পারিবে না, যেহেতু আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কেহই অভিভাবক ও সাহায্যকারী

وَّلَا نَصِيْرٍ ه ٣٢- وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ط ه

ওয়ালা নাছীর। ৩২। ওয়া মিন্‌ আইয়াতিহিল্‌ জ্বাওয়ারি ফিল্‌ বাহ্‌রি কাল্‌ আ'লাম।

নাই। (৩২) এবং তাঁহার অন্যতম নিদর্শন হইল সমুদ্রে জাহাজসমূহের যাতায়াত, যাহা পাহাড়ের ন্যায়।

(৩১) এই আয়াতের খেতাব বুদ্ধিমান ও সাবালক লোকদের জন্য ; চাই নেককার হউক কিংবা বদকার হউক। কিন্তু নবী ও রাসূলগণের প্রতি এই খেতাব প্রযোজ্য নহে। কেননা মানুষ এই জগতে ও পর জগতে স্বীয় কর্মের প্রতিফলই ভোগ করিবে। (মোজেহুল কোরআন)

৩৩ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ط

৩১। ইঁইয়াশা ইউছ্‌কিনির্‌রীহা ফাইয়াজ্‌লাল্‌না রাওয়াকিদা আ'লা জাহ্‌রিহ্‌ ;

(৩৩) এবং তিনি যদি ইচ্ছা করেন, বায়ুকে গতিহীন করিতে পারেন অতঃপর সেগুলি সমুদ্র পৃষ্ঠে গতিহীন দাঁড়াইয়া থাকিবে ;

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۳۳﴾ اَوْ يُوْبِقْهُنَّ

ইন্না ফী জালিকা লা আইয়াতিল্‌ লিকুল্লি ছাব্বারিন্‌ শাকূর। ৩৪। আউ ইউবিক্‌হুন্না

নিশ্চয়ই ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। (৩৪) অথবা তাহাদের কৃতকর্মের

بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿۳۵﴾ وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ

বিমা কাছাবূ ওয়া ইয়া'ফু আ'ন্‌ কাছীর্‌। ৩৫। ওয়া ইয়া'লামাল্লাজীনা ইউজাদিলুনা

প্রতিফলে উহাদিগকে নিমজ্জিত করিতে পারেন এবং তিনি বহুসংখ্যক ক্ষমা করেন। (৩৫) এবং তিনি জ্ঞাত আছেন, যাহারা

فِىْ اٰيٰتِنَا ط مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿۳۶﴾ فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ

ফী-আইয়াতিনা ; মা লাহুম্‌ মিম্‌ মাহীছ। ৩৬। ফামা-উতীতুম্‌ মিন্‌ শাইইন্‌

আমার নির্দেশসমূহে বিবাদ করে ; তাহাদের জন্য কোথাও পলায়নের স্থান নাই। (৩৬) এবং যাহা তোমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে,

فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ

ফামাতাউ'ল্‌ হাইয়াতিদ্দুন্‌ইয়া, ওয়া মা ই'ন্দাল্লাহি খাইরুঁউ ওয়া আব্‌ক্বা লিল্লাজীনা

সেগুলি পার্থিব জীবনের উপাদান এবং যাহা আল্লাহর নিকট আছে, তাহা উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী, তাহাদের নিমিত্ত তাহারা ধর্মবিশ্বাসী

اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ج ﴿۳۷﴾ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ

আমানূ ওয়া আ'লা রাব্বিহিম্‌ ইয়াতাওয়াক্কালূন। ৩৭। ওয়াল্লাজীনা ইয়াজ্‌তানিবুনা

এবং তাহাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভরশীল। (৩৭) এবং যাহারা মহাপাপসমূহ ও

كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ج

কাবা-ইরিল্‌ ইছ্‌মি ওয়াল্‌ ফাওয়াহিশা ওয়া ইজা মা গ্বাদ্বিবুহুম্‌ ইয়াগ্‌ফিরূন।

নির্লজ্জতা পরিহার করে এবং যখন ক্রুদ্ধ হয় তখন মার্জনা করিয়া দেয়।

٣٨- وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ص وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ص

৩৮। ওয়াল্লাজীনা ছ্তাজ্বাবু লিরাব্বিহিম্ ওয়া আক্বামুছ্ ছালাতা, ওয়া আম্রুহুম্ শূরা বাইনাহুম্,

(৩৮) এবং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আদেশ মান্য করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে ও পারস্পরিক পরামর্শ করে

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ج ٣٩- وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ

ওয়া মিম্মা রাযাক্নাহুম্ ইউন্ফিকূন। ৩৯। ওয়াল্লাজীনা ইজা-আছাবাহুমুল্ বাগ্ইউ

এবং আমি যাহা তাহাদিগকে দান করিয়াছি, তন্মধ্য হইতে ব্যয় করে। (৩৯) এবং যখন তাহাদের উপর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়

هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ० ٤٠- وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ج فَمَنْ

হুম্ ইয়ান্তাছিরূন্। ৪০। ওয়া জ্বাযা-উ ছাইয়্যিআতিন্ ছাইয়্যিআতুম্ মিছ্লুহা, ফামান্

তখন তাহারা ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (৪০) এবং মন্দ কার্যের প্রতিফল উহার অনুরূপ, অতঃপর

عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ०

আ'ফা ওয়া আছ্লাহা ফাআজ্‌রুহূ আ'লাল্লাহ্; ইন্নাহু লা ইউহিব্বুজ্ জালিমীন।

যে ক্ষমা করিল ও সংশোধন করিল, তাহার প্রতিদান আল্লাহর সমীপে; নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপীদিগকে পছন্দ করেন না।

٤١- وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ط ०

৪১। ওয়া লামানিন্ তাছারা বা'দা জুল্‌মিহী ফাউলা ইকা মা আ'লাইহিম্ মিন্ ছাবীল।

(৪১) এবং অত্যাচারিত হইবার পর যে উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাহাদের উপর কোন দোষ নাই।

(৪০) যে যেই কাজ বা আমল করিবে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাহাকে সেই কাজ বা আমলের প্রতিফল প্রদান করিবেন। কিন্তু কেহ যদি কাহারও দোষ-ত্রুটি কিংবা অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেয়, তবে দয়াময় আল্লাহ তাআলা দুনিয়া এবং আখেরাতে তাহার ইজ্জত ও সম্মান বর্ধিত করিয়া দেন। এই ইজ্জত ও সম্মানের মধ্যে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও সামিল রহিয়াছে।

(ইব্‌নে কাছির)

٤٢- اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ

৪২। ইন্নামাছ্ ছাবীলু আ'লাল্লাজীনা ইউজ্লিমূনান্নাছা ওয়া ইয়াব্গূনা ফিল্ আর্দ্বি
(৪২) মূলতঃ তাহাদের প্রতিই দোষারোপ, যাহারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে

بِغَيْرِ الْحَقِّ ط اُولٰۤئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ٥ ٤٣- وَلَمَنْ صَبَرَ

বিগ্বাইরিল্ হাক্ক্; উলা-ইকা লাহুম্ আ'জাবুন্ আলীম্। ৪৩। ওয়া লামান্ ছাবারা
অশান্তি সৃষ্টি করে ; তাহাদেরই জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৪৩) এবং যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করিল

وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ع ٤٤- وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ

ওয়া গ্বাফারা ইন্না জালিকা লামিন্ আ'য্মিল্ উমূর। ৪৪। ওয়া মাঁই ইউদ্বলি লিল্লাহু
এবং ক্ষমা করিল, নিশ্চয়ই ইহা সৎসাহসের কার্য। (৪৪) এবং যাহাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন

ع ৪ — ৪ রুকূ

فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ط وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا

ফামা লাহূ মিঁউ ওয়ালিয়্যিম্ বা'দিহ্; ওয়া তারাজ্ জালিমীনা লাম্মা রাআবুল্
অনন্তর পথভ্রষ্টের পর তাহার কেহই রক্ষাকারী নাই ; এবং তুমি পাপীদিগকে দেখিবে যখন তাহারা

الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ج ٤٥- وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ

আ'জাবা ইয়াকূলুনা হাল্ ইলা মারাদ্দিম্ মিন্ ছাবীল্। ৪৫। ওয়া তারাহুম্ ইউ'রাদ্বূনা
শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে, তখন বলিবে ফিরিয়া যাইবার কি কোন পথ আছে ? (৪৫) এবং তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে

عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ط

আ'লাইহা খাশিঈ'না মিনাজ্ জুল্লি ইয়ানজুরূনা মিন্ ত্বার্ফিন্ খাফীয়্যি ;
যে, তাহাদিগকে উহাতে উপস্থাপিত করা হইবে লাঞ্ছিতভাবে আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায়—তাহারা আতঙ্কিত হইয়া দৃষ্টিপাত করিবে ;

وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ

ওয়া ক্বালাল্লাজীনা আমানূ ইন্নাল্ খাছিরীনাল্লাজীনা খাছিরূ আন্ফুছাহুম্
এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারা বলিবে—নিশ্চয়ই তাহারা কেয়ামত দিবসে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, যাহারা স্বীয়

وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِىْ عَذَابٍ

ওয়া আহ্‌লীহিম্ ইয়াউমাল্ ক্বিয়ামাহ্, আ-লা ইন্নাজ্‌জালিমীনা ফী আজাবিম্

এবং তাহাদের পরিজনবর্গের ক্ষতি করিয়াছে ; সতর্ক হও, নিশ্চয় পাপীগণ চিরস্থায়ী শাস্তিতে পতিত

مُّقِيْمٍ ۝ ٤٦ - وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ

মুক্বীম্। ৪৬। ওয়ামা কা-না লাহুম্ মিন্ আউলিআ ইয়নছুরূনাহুম্ মিন্ দুনিল্লাহ্ ;

হইবে। (৪৬) এবং আল্লাহ ব্যতীত তাহাদের এমন কোন সাহায্যকারী থাকিবে না যাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিবে ;

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ ٤٧ - اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ

ওয়া মাঁই ইউদ্ব্‌ লিলিল্লাহু ফামা লাহু মিন্ ছাবীল্। ৪৭। ইছ্‌তাজ্বীবূ লিরাব্বিকুম্ মিন্

এবং আল্লাহ যাহাকে পথভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথ নাই। (৪৭) আল্লাহর তরফ হইতে সেই দিবস যাহা কেহই টলাইতে পারিবে না উহা

قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ

ক্বাব্‌লি আঁই ইয়াতিয়া ইয়াউমুল্ লা মারাদ্দা লাহু মিনাল্লাহ্ ; মা-লাকুম

আসিবার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও ; সেদিন তোমাদের

مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ۝ ٤٨ - فَاِنْ اَعْرَضُوْا

মিম্ মাল্‌জ্বায়িঁই ইয়াউ মায়িজ্বিঁউ ওয়ামা লাকুম্ মিন্ নাকীর। ৪৮। ফাইন্ আ'রাদু

কোন আশ্রয় থাকিবে না এবং তোমরা কৃতকর্ম অস্বীকার করিতে পারিবে না। (৪৮) অতঃপর তাহারা যদি বিমুখ হয়,

فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ

ফামা আর্‌ছাল্‌নাকা আ'লাইহিম হাফীজ্বা ; ইন্ আ'লাইকা ইল্‌লাল বালাগ্ব্‌ ;

আমি ত তোমাকে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণকারীরূপে প্রেরণ করি নাই ; তোমার উপর ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব ;

وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ

ওয়া ইন্না ইজা আজাক্‌নাল্ ইন্‌ছানা মিন্‌না রাহ্‌মাতান্ ফারিহা বিহা, ওয়া ইন্

এবং নিশ্চয় আমি যখন মানবকে আমার অনুগ্রহে অনুগৃহিত করি তখন সে উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং যদি

تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ○

তুছিব্‌হুম্ ছাইয়্যিআতুম্ বিমা ক্বাদ্দামাৎ আইদীহিম্ ফাইন্নাল্ ইন্‌ছানা ক্বাফুর।
তাহাদের কৃতকর্মসঞ্জাত কোন অকল্যাণে তাহারা পতিত হয়, নিশ্চয় মানব অকৃতজ্ঞ।

٤٩ - لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط

৪৯। লিল্লাহি মুল্‌কুছ্‌ছামাওয়াতি ওয়াল্ আর্‌দ্ব ; ইউখ্‌লুকু মা ইয়াশাউ ;
(৪৯) নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজাধিপত্য আল্লাহরই ; তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃজন করেন ;

يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ

ইয়াহাবু লি মাঁইইয়াশাউ ইনাছাঁউ ওয়াইয়াহাবু লিমাঁই ইয়াশাউজ্
তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পুত্র সন্তান দান

الذُّكُوْرَ ٥٠ - اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ

জুকূর। ৫০। আউ ইউযাউবিজুহুম্ জুক্‌রানাঁউ ওয়া ইনা-ছা, ওয়া ইয়াজ্‌আলু
করেন। (৫০) অথবা যুক্তভাবে পুত্র-কন্যা উভয় দান করেন এবং তিনি যাহাকে ইচ্ছা

مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○ ٥١ - وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ

মাঁই ইয়াশাউ আক্বীমা ; ইন্নাহু আলীমুন্ ক্বাদীর। ৫১। ওয়ামা কা-না লিবাশারিন্
তাহাকে বন্ধ্যা করেন, নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞানী। (৫১) এবং কোন মানবের এমন যোগ্যতা নাই

اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ

আঁই ইউকাল্লিমাহুল্লাহু ইল্লা ওয়াহ্‌য়ান্ আউ মিঁউ ওয়ারায়ি হিজ্বাবিন্ আউ
যে আল্লাহ তাহার সহিত কথোপকথন করিবেন, কিন্তু প্রত্যাদেশ দ্বারা অথবা পর্দ্দার অন্তরালে অথবা

يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ

ইউর্ছিলা রাছুলান্ ফা ইউহিয়া বি ইজ্‌নিহী মা ইয়াশাউ ; ইন্নাহু

তিনি স্বীয় আদেশে ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করেন, সে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী নির্দেশ উপনীত করে ; নিঃসন্দেহে

عَلِيٌّ حَكِيمٌ ۝٥٢ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ

আলীয়্যুন্ হাকীম্। ৫২। ওয়াকাজালিকা আওহাইনা ইলাইকা রুহাম্ মিন্

তিনি মহান, সুক্ষ্মজ্ঞানী। (৫২) এবং এইরূপেই আমি তোমার নিকট স্বীয় আদেশে আত্মা অবতীর্ণ

أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ

আম্‌রিনা ; মা কুন্তা তাদ্‌রী মাল্‌কিতাবু ওয়া লাল্ ঈমানু ওয়ালা-কিন্ জ্বাআল্‌নাহু

করিয়াছি ; তুমি অবগত ছিলে না যে, কিতাব কি বস্তু অথবা ঈমান কি, কিন্তু আমি উহাকে এক

نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ

নূরান্ নাহ্‌দী বিহী মান্‌নাশাউ মিন্ ইবাদিনা ; ওয়া ইন্নাকা লাতাহ্‌দী ইলা

আলোক করিয়াছি যদ্দ্বারা আমি স্বীয় বান্দাদের যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পথ প্রদর্শন করি এবং নিঃসন্দেহ তুমি

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝٥٣ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا

ছিরাত্বিম্ মুছ্‌তাকীম। ৫৩। ছিরাত্বিল্লাহিল্লাজী লাহু মা ফিছ্‌ছামাওয়াতি ওয়ামা

আল্লাহর সোজা পথ প্রদর্শন করিতেছ। (৫৩) যাহার আয়ত্ত্বাধীনে নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর

ع ৫ — ৭ রুকু

فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ع

ফিল্ আর্‌দ্ব ; আলা ইলাল্লাহি তাছীরুল্ উমুর। ع

সকল বস্তু, সতর্ক হও, আল্লাহর দিকে সমস্ত ব্যাপার প্রত্যাবর্তিত হইবে।

ছুরা—যুখ্‌রুফ্‌ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছমিল্লা-হির্ রাহ্‌মানির্ রাহীম অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৮৯ আয়াত এবং ৭ রুকু

١ - حٰمٓ ج - وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ لا ٣ - اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا

১। হা মী-ম্। ২। ওয়াল্ কিতাবিল্ মুবীন্। ৩। ইন্না জ্বাআল্‌নাহু কুর্‌আনান্

(১) আলিফ, লা-ম্ মীম্। (২) সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের শপথ। (৩) উহাকে আমি আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করিয়াছি

عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ج ٤ - وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا

আ'রাবীয়্যাল্ লাআ'ল্লাকুম্ তা'কিলুন। ৪। ওয়া ইন্নাহূ ফী উম্মিল্ কিতাবি লাদাইনা

যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার। (৪) নিশ্চয় উহা মূল কিতাবের অন্তর্ভুক্ত

لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ط ٥ اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ

লাআ'লীয়্যুন্ হাকীম। ৫। আফা'নাদ্ব্‌রিবু আ'ন্‌কুমুজ্‌ জ্বিক্‌রা ছাফ্‌হান্ আন্ কুন্তুম্

আমার নিকট সু-উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, বিজ্ঞানপূর্ণ। (৫) আমি কি এই জন্য তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে

قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ۝ ٦ - وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ۝

কাউমাম্ মুছ্‌রিফীন। ৬। ওয়া কাম্ আর্‌ছাল্‌না মিন্ নাবীয়্যিন্ ফিল্ আউওয়ালীন।

বিরত থাকিব যেহেতু তোমরা চূড়ান্ত পথভ্রান্ত সম্প্রদায়। (৬) এবং আমি পূর্ববর্তীদের মধ্যে বহু নবী প্রেরণ করিয়াছি।

---

٧ - وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

৭। ওয়ামা ইয়া'তীহিম্ মিন্ নাবীয়্যিন্ ইল্লা কা-নূ বিহী ইয়াছ্‌তাহ্‌যিউন।

(৭) এবং তাহাদের নিকট এমন কোন নবী আসেন নাই যাহার সহিত তাহারা বিদ্রূপ করে নাই।

---

(২) এই আয়াতের অর্থকে দুই ভাবে প্রকাশ করা যায়। প্রথমতঃ, অর্থাৎ প্রকাশ্য বর্ণনাকারী কিতাবের শপথ! যাহা হেদায়েতের তরীকাসমূহকে প্রকাশকারী ও সবিস্তারে বর্ণনাকারী। দ্বিতীয়তঃ, এই কিতাবের শপথ! যাহার শব্দসমূহ এবং অর্থসমূহ অত্যন্ত উজ্জ্বল ও বিস্তারিত। এই জন্যই পবিত্র কোরআন শরীফ আরবী ভাষায় নাজিল হইয়াছে, যাহা পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা হইতে বিশুদ্ধ ও ওজস্বিনী ও অলঙ্কারপূর্ণ। (ইব্‌নে কাছির ও জ্বামেউল বয়ান)

٨ - فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ٥

৮। ফাআহ্‌লাক্‌না আশাদ্দা মিন্‌হুম্ বাত্ব্‌শাউ ওয়া মাদ্বা মাছালুল্ আউওয়ালীন্।

(৮) সুতরাং আমি তাহাদের অপেক্ষা বলবানদিগকে এরূপে বিনষ্ট করিয়াছি যাহা পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত হইয়া রহিয়াছে।

٩ - وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ

৯। ওয়ালা ইন্ ছাআল্‌তাহুম্ মান্ খালাক্বাছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল্ আর্‌দ্বা লাইয়াকুলুন্না

(৯) এবং তুমি যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর পৃথিবী ও আকাশ কে সৃষ্টি করিয়াছে, তবে নিশ্চয় তাহারা বলিবে—

خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۙ ١٠ - الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا

খালাকাহুন্নাল্ আযীযুল্ আলীম্। ১০। আল্লাজী জ্বাআলা লাকুমুল্ আর্‌দ্বা মাহ্‌দাঁউ

পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। (১০) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা করিয়া দিয়াছেন,

وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۚ ١١ - وَالَّذِي نَزَّلَ

ওয়া জ্বাআ'লা লাকুম্ ফীহা ছুবুলাল্ লাআ'ল্লাকুম্ তাহ্‌তাদুন। ১১। ওয়াল্‌লাজী নায্‌যালা

এবং তিনি উহাতে তোমাদের জন্য পথসমূহ করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তোমরা পথ পাইতে পার। (১১) এবং তিনি আকাশ হইতে

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ۚ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ

মিনাছ্ ছামায়ি মাআম্ বিক্বাদার ; ফাআন্‌শার্‌না বিহী বাল্‌দাতাম্ মাইতা,

পরিমাণ মত পানি বর্ষণ করেন ; অতঃপর আমি উহা দ্বারা শুষ্ক ভূমি জীবিত করিলাম,

كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ٥ ١٢ - وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم

কাজালিকা তুখ্‌রাজুন্। ১২। ওয়াল্লাজী খালাকাল্ আয্‌ওয়াজ্বা কুল্লাহা ওয়া জ্বাআ'লা লাকুম্

এইরূপেই তোমাদিগকে বহির্গত করা হইবে। (১২) এবং তিনি সকল প্রকার বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদের

مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۙ ١٣ - لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ

মিনাল্ ফুল্‌কি ওয়াল্‌আন্ আ'মি মা তার্‌কাবুন। ১৩। লিতাছ্‌তাউ আ'লা জুহূরিহী

জন্য জাহাজ ও চতুষ্পদ পশু সৃষ্টি করিয়াছেন। ১৩) যাহাতে তোমরা উহাদের পৃষ্ঠোপরি আরোহণ কর ;

ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا

ছুম্মা তাজ্কুরু নি'মাতা রাব্বিকুম্ ইজাছ্ তাওয়াইতুম্ আ'লাইহি ওয়াতাকূলু

পুনরায় তোমাদের প্রতিপালকের দান স্মরণ কর, যখন উহাতে তোমরা দৃঢ়রূপে উপবেশন করিয়া যাও তখন বল—

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝ ١٤ - وَإِنَّا

ছুব্হানাল্লাজী ছাখ্খারা লানা হাজা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্রিনীন। ১৪। ওয়া ইন্না

তাঁহারই পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি যিনি ইহা আমাদের আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়াছেন আমরা ত উহা আয়ত্ত্বে আনিতে পারিতাম না। (১৪) এবং নিশ্চয়

إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝ ١٥ - وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ط

ইলা রাব্বিনা লামুন্কালিবূন। ১৫। ওয়া জ্বাআলূ লাহু মিন্ ই'বাদিহী জুয্আ;

আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করিব। (১৫) এবং তাহারা বান্দাগণের মধ্য হইতে তাঁহার সন্তান নির্দ্ধারিত করিল;

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ع ١٦ - أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ ع ১

ইন্নাল্ ইন্ছানা লাকাফুরুম্ মুবীন। ع ১৬। আমিত্তাখাজা মিম্মা ইয়াখ্লুক্ ১

নিশ্চয় মানবজাতি স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ। (১৬) তিনি কি স্বীয় সৃষ্ট হইতে কন্যাসমূহ বাছিয়া লইলেন রুকু

بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ۝ ١٧ - وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا

বানাতিঁউ ওয়া আছ্ফাকুম্ বিল্বানীন। ১৭। ওয়া ইজা বুশ্শিরা আহাদুহুম্ বিমা

এবং তোমাদের জন্য পুত্রসমূহ নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। (১৭) এবং যখন তাহাদের মধ্যে কাহাকেও এরূপ শুভ

ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝

দ্বারাবা লির্রাহ্মানি মাছালান্ জাল্লা ওয়াজ্হুহূ মুছ্ওয়াদ্দাঁউ ওয়া হুওয়া কাজীম্।

সংবাদ দেওয়া হয় যাহা করুণাময়ের প্রতি সে আরোপ করে তখন সে বিষণ্ণ ও তাহার মুখমণ্ডল কালিমামণ্ডিত হয়।

١٨ - أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۝

১৮। আ-ওয়া মাঁই ইউনাশ্শাউ ফিল্ হিল্য়াতি ওয়া হুওয়া ফিল্ খিছামি গ্বাইরু মুবীন্।

(১৮) অথবা তাহারা কি যাহারা অলঙ্কারে লালিত পালিত হয়? বস্তুতঃ সে বাদানুবাদেও সামর্থহীন।

١٩ - وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ط اَشَهِدُوْا

১৯। ওয়া জ্বাআলুল্ মালায়িকাতাল্লাজীনা হুম্ ই'বাহুর্ রাহ্মানি ইনাছা ; আশাহিদু

(১৯) এবং তাহারা আল্লাহর দাস ফেরেশ্‌তাগণকে স্ত্রীজাতি নির্দ্ধারিত করিয়াছে, তাহারা কি

خَلْقَهُمْ ط سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُوْنَ ٥ ٢٠ - وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ

খাল্কাহুম্ ; ছাতুক্তাবু শাহাদাতুহুম্ ওয়া ইউছ্আলুন। ২০। ওয়াক্বালু লাউ শাআর্

উহাদের সৃজন কালে উপস্থিত ছিল ? শীঘ্রই তাহাদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবে এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। (২০) এবং তাহারা বলে

الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ط مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ق اِنْ هُمْ

রাহ্মানু মা আ'বাদ্নাহুম্ ; মালাহুম্ বিজালিকা মিন্ ই'ল্মিন্. ইন্ হুম্

আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে আমরা উহাদিগের উপাসনা করিতাম না, এ ব্যাপারে তাহাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহারা কেবল

اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ط ٢١ - اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ

ইল্লা ইয়াখ্রুছুন। ২১। আম্ আতাইনা হুম্ কিতাবাম্ মিন্ ক্বাব্লিহী ফাহুম্ বিহী

মিথ্যা কল্পনা করে। (২১) অথবা আমি তাহাদিগকে ইহার পূর্বে কি কোন কিতাব প্রদান করিয়াছি যে তাহারা উহাকে দৃঢ়রূপে

مُسْتَمْسِكُوْنَ ٥ ٢٢ - بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ

মুছ্তাম্ছিকুন। ২২। বাল্ ক্বালু ইন্না ওয়াজ্বাদ্না আ-বা আনা আ'লা উম্মাতিঁউ

ধারণ করিয়া আছে। (২২) বরং তাহারা বলে নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃ-পিতামহদিগকে এইরূপ এক ধর্মমতের উপর পাইয়াছি,

وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ٥ ٢٣ - وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ

ওয়া ইন্না আ'লা আছারিহিম্ মুহ্তাহুন্। ২৩। ওয়া কাজালিকা মা আর্ছাল্না মিন্

নিঃসন্দেহে আমারা তাহাদেরই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া চলিয়াছি। (২৩) এবং এইরূপেই আমি তোমার পূর্বে এমন কোন লোকালয়ে

قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ لا اِنَّا وَجَدْنَآ

ক্বাব্লিকা ফী ক্বার্য়াতিম্ মিন্ নাজীরিন্ ইল্লা ক্বালা মুৎরাফুহা ইন্না ওয়াজ্বাদ্না

ভীতি প্রদর্শনকারী প্রেরণ করি নাই যেখানকার বিত্তশালীরা বলে নাই

آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ○

আ-বা আনা আ'লা উম্মাতিঁউ ওয়া ইন্না আ'লা আছারিহিম্ মুক্‌তাদুন্।
নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতামহদিগকে এক ধর্মমতের উপর পাইয়াছি নিঃসন্দেহে আমরা তাহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া চলিয়াছি।

---

٢٤ - قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ط

২৪। ক্বালা আওয়া লাউ জ্বি'তুকুম্ বি আহ্‌দা মিম্মা ওয়াজ্বাত্তুম্ আ'লাইহি আ-বা আকুম্;
(২৪) তিনি বলিলেন তোমাদের পিতৃ-পিতামহদিগকে যাহার উপর পাইয়াছ আমি যদি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আনয়ন করি?

قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ○ ٢٥ - فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ

ক্বালূ ইন্না বিমা উর্‌ছিল্‌তুম্ বিহী কাফিরূন্। ২৫। ফান্‌তাকাম্‌না মিন্‌হুম্ ফান্‌জুর্
তাহারা বলিল তোমরা যাহা আনিয়াছ, আমরা তাহা মান্য করি না। (২৫) অতঃপর আমি তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম,

---

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ع ٢٦ - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ

ক্বাইফা কা-না আ'কিবাতুল্ মুকাজ্‌জিবীন। ع ২৬। ওয়া ইজ্‌ ক্বালা ইব্‌রাহীমু ع ২
তৎপর তুমি লক্ষ্য কর মিথ্যারোপকারীদের শেষ পরিণতি কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল। (২৬) এবং যখন ইব্রাহীম ২ রুকূ

لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ○ ٢٧ - إِلَّا الَّذِي

লিআবীহি ওয়া ক্বাউমিহী ইন্নানী বারাউম্ মিম্মা তা'বুদুন। ২৭। ইল্লাল্লাজী
তদীয় পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিলেন তোমরা যাহার উপাসনা করিতেছ তাহা হইতে আমি মুক্ত। (২৭) কিন্তু যিনি আমাকে

فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ○ ٢٨ - وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً

ফাত্বারানী ফাইন্নাহু ছাইয়াহ্‌দীন্। ২৮। ওয়া জ্বাআ'লাহা কালিমাতাম্ বা-ক্বিয়াতান্
সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি সত্বর আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন। ২৮) এবং তিনি তাঁহার পরেও তওহীদ-বাণী স্থায়ী

فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○ ٢٩ - بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ

ফী আক্বিবিহী লাআ'ল্লাহুম্ ইয়ার্‌জ্বিউ'ন। ২৯। বাল্ মাত্তা'তু হা-উলা-য়ি
রাখিলেন, সম্ভবতঃ তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে। (২৯) বরং আমি তাহাদিগকে ও তাহাদের

وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۝ -٣٠- وَلَمَّا

ওয়া আবা-আহুম্ হাত্তা জ্বা-আহুমুল্ হাক্‌কু ওয়া রাছুলুম্ মুবীন। ৩০। ওয়া লাম্মা

পিতৃপিতামহগণকে তাহাদের নিকট সত্যধর্ম ও স্পষ্টবাদী রাসূলের আগমনকাল পর্যন্ত উপভোগ করিবার সুযোগ দিলাম। (৩০) এবং যখন

جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝ -٣١- وَقَالُوْا

জ্বা-আহুমুল্ হাক্‌কু কালু হাজা ছিহ্‌রুঁউ ওয়া ইন্না বিহী কাফিরূন। ৩১। ওয়া ক্বালূ

তাহাদের নিকট সত্যধর্ম আসিল তখন তাহারা বলিল—ইহা ইন্দ্রজাল, আমরা ইহা মান্য করি না। (৩১) আরও তাহারা বলিল

لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ

লাউ লা নুয্‌যিলা হাজাল্ কুর্‌আনু আ'লা রাজুলিম্ মিনাল্ ক্বার্‌ইয়াতাইনি

এই কোরআন দুইটি নগরীর কোন বিরাট ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ করা

عَظِيْمٍ ۝ -٣٢- اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ط نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ

আ'জীম। ৩২। আহুম্ ইয়াক্‌ছিমূনা রাহ্‌মাতা রাব্বিক ; নাহ্‌নু ক্বাছাম্‌না বাইনাহুম্

হইল না কেন। (৩২) তাহারা কি তোমার প্রতিপালকের কল্যাণকে বণ্টন করিতে চাহে? আমিই পার্থিব জীবনে তাহাদের

(৩১) মক্কার কাফেরগণ বলিয়াছিল যে, "মক্কার অলীদ বিন মুগিরা এবং তায়েফের উর্‌ওয়া বিন মাছউদের উপর কোরআন শরীফ অবতীর্ণ না হইয়া এতিম এবং নিরক্ষর ও দরিদ্র মুহাম্মদ (দঃ)-এর উপর কেন নাজিল হইল? কেননা মক্কা এবং তায়েফে এই দুই ব্যক্তিই হইল ধনবান এবং সম্মানিত। কোরআন শরীফ নাজিল হইলে, এই দুই ব্যক্তির কোন একজনের উপরই নাজিল হওয়া সঙ্গত ছিল।" আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তাহাদের এই কথার প্রতিবাদে এই আয়াত নাজিল করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়া দেন যে, নবুওত ও রেছালত হইল আল্লাহর রহমত স্বরূপ। এই রহমত আল্লাহতাআলা যাহাকে ইচ্ছা করেন প্রদান করিয়া থাকেন। মানুষের অভিরুচি ও অভিপ্রায় অনুসারে হইতে হইবে এমন কোন কথা বা শর্ত নাই। (ইব্‌নে জারীর ও ফত্‌হুল বারী)

(৩২) বাস্তব জগতের প্রাচুর্য ও ধন-সম্পদ এবং বিত্ত বিভবের আড়ম্বর শুধু কেবল সাময়িক সুখ ও শান্তি লাভের উপকরণ মাত্র। সম্পদের দ্বারা যে সুখ ও আরাম লাভ করা যায়, তাহাতে নানা দুশ্চিন্তা, দুঃস্বপ্ন ও অবিমৃশ্যকারিতা নিহিত থাকে। ফলে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি মানুষ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু সম্পদকে একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে যাহারা গ্রহণ করে না, তাহারা আল্লাহর রহমতের ঝর্ণাধারায় অবগাহন করিতে সক্ষম হয়। পরিণামে তাহারাই কৃতার্থ হইতে পারে। (তাফ্‌হীম)

مَّعِيشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

মাঈ'শাতাহুম্ ফিল্ হাইয়াতিদ্ দুন্ইয়া ওয়া রাফা'না বা'দ্বাহুম্ ফাউক্বা বা'দ্বিন্
মধ্যে তাহাদের জীবিকা বণ্টন করিয়া দেই এবং আমি তাহাদের কাহাকেও উন্নত মর্যাদায় উন্নীত

دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ط وَرَحْمَتُ رَبِّكَ

দারাজ্বাতিল্ লিইয়াত্তাখিজা বা'দ্বুহুম্ বা'দ্বান ছুখ্রিইয়া ; ওয়া রাহ্মাতু রাব্বিকা
করি এই নিমিত্ত যে, তাহাদের একে অপরকে সেবাকার্যে নিয়োজিত করে ; এবং তোমার প্রতিপালকের

خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ٥ ٣٣- وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً

খায়রুম্ মিম্মা ইয়াজ্ব্মাউ'ন। ৩৩। ওয়ালাউ লা আঁই ইয়াকূনান্নাছু উম্মাতাঁউ
অনুগ্রহ তাহাদের ধন-সম্পদ অপেক্ষা অতুৎকৃষ্ট। (৩৩) এবং লোকগণ যদি এক দলভুক্ত

وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ

ওয়া হিদাতাল্ লাজ্বাআ'ল্না লিমাঁই ইয়াক্ফুরু বির্রাহ্মানি লি বুইউতিহিম্
না হইয়া যাইত তবে নিশ্চয় আমি আল্লাহকে অমান্যকারীদের গৃহের

سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ٥ لا ٣٤- وَلِبُيُوْتِهِمْ

ছুকুফাম্ মিন্ ফিদ্দাতিঁউ ওয়া মাআ'রিজ্বা আ'লাইহা ইয়াজ্হারূন। ৩৪। ওয়া লি বুইউতিহিম্
ছাদগুলি ও উহাতে উঠা নামার সিঁড়িগুলি। (৩৪) এবং তাহাদের গৃহসমূহের

اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ٥ لا ٣٥- وَزُخْرُفًا ط وَاِنْ كُلُّ

আব্ওয়াবাঁউ ওয়া ছুরুরান্ আ'লাইহা ইয়াত্তাকিউন। ৩৫। ওয়া যুখ্রুফা ; ওয়া ইন্ কুল্লু
দ্বারগুলি ও পালঙ্কগুলি রৌপ্যের করিয়া দিতাম যাহাতে তাহারা ঠেস দিয়া বসিতে পারে। (৩৫) এমন কি
স্বর্ণেরও করিয়া দিতাম ;এবং এই সমস্ত

ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ

জালিকা লাম্মা মাতাউ'ল্ হাইয়াতিদ্দুন্ইয়া ; ওয়াল্ আখিরাতু ই'ন্দা রাব্বিকা
কেবল পার্থিব জীবনের উপভোগ্য ; এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট খোদা-ভীরুগণের

২
৩
—
৩
রুকু

لِلْمُتَّقِيْنَ ع ٣٦- وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ

লিল্‌মুত্তাক্বীন্। ع ৩৬। ওয়া মাঁই ইয়া'শু আ'ন্ জিক্‌রির্ রাহ্‌মানি নুক্বায়্যিদ্ব্ লাহূ
জন্য পরকালে রহিয়াছে। (৩৬) এবং যে ব্যক্তি করুণাময় আল্লাহর স্মরণ হইতে উদাসীন থাকে, আমি তাহার জন্য একজন শয়তান

شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ٥ ٣٧- وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ

শাইত্বানান্ ফাহুওয়া লাহূ ক্বারীন। ৩৭। ওয়া ইন্নাহুম্ লাইয়াছুদ্দূনাহুম্ আ'নিছ্ ছাবীলি
নিযুক্ত করিয়া দেই, অতঃপর সে তাহার সহচররূপে থাকে। (৩৭) এবং নিশ্চয় তাহারা তাহাদিগকে সৎপথ হইতে দূরে রাখে,

وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ٥ ٣٨- حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا قَالَ

ওয়া ইয়াহ্‌ছাবূনা আন্নাহুম্ মুহ্‌তাদুন। ৩৮। হাত্তা ইজা জ্বা-আনা ক্বালা
অথচ তাহারা মনে করে যে, নিশ্চয় তাহারা সৎপথেই আছে। (৩৮) এমনকি যখন সে আমার নিকট আসিবে সে বলিবে—

يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ٥ ٣٩- وَلَنْ

ইয়ালাইতা বাইনী ওয়া বাইনিকা বু'দাল্ মাশ্‌রিকাইনি ফাবি'ছাল্ ক্বারীন। ৩৯। ওয়া লাঁই
পরিতাপ? তোমার ও আমার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, সুতরাং উক্ত সহচর অতিশয় জঘন্য। (৩৯) এবং যখন

يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ٥

ইয়ান্‌ফাআ'কুমুল্ ইয়াউমা ইজ্ জালাম্‌তুম্ আন্নাকুম্ ফিল্ আ'জাবি মুশ্‌তারিকুন।
তোমরা মিলিতভাবে পাপাচরণ করিয়াছ, তখন সেই দিবস আদৌ ফলপ্রসূ হইবে না, নিশ্চয় তোমরা মিলিতভাবে শাস্তি ভোগ করিবে।

٤٠- اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ

৪০। আফা আন্তা তুছ্‌মিউ'ছ্ ছুম্মা আউ তাহ্‌দিল্ উ'ম্‌ইয়া ওয়া মান্ কানা ফী দ্বালালিম্
(৪০) অতঃপর তুমি কি বধিরকে শ্রবণ করাইতে, অন্ধকে ও স্পষ্ট পথভ্রান্তিতে যে রহিয়াছে, তাহাকে পথ

مُّبِيْنٍ ○ ٤١ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ۙ ٤٢ اَوْ

মুবীন। ৪১। ফাইম্মা নাজ্হাবান্না বিকা ফাইন্না মিন্হুম্ মুন্তাকিমুন। ৪২। আউ
দেখাইতে পার ? (৪১) অনন্তর আমি যদি তোমাকে তুলিয়াও লই তথাপি নিশ্চয় আমি তাহাদের নিকট প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। (৪২) অথবা

نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ٤٣ فَاسْتَمْسِكْ

নুরিইয়ান্নাকাল্লাজী ওয়াআ'দ্নাহুম্ ফাইন্না আ'লাইহিম্ মুক্তাদিরূন। ৪৩। ফাছ্তাম্ছিক্
আমি তোমাকে উহা প্রদর্শন করাইব তাহাদের সহিত আমি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছি, নিশ্চয় তাহাদের উপর আমি শক্তিশালী। (৪৩) অতঃপর তুমি দৃঢ়রূপে উহা ধারণ কর

بِالَّذِىْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ ٤٤ وَاِنَّهٗ

বিল্লাজী উহিইয়া ইলাইক, ইন্নাকা আ'লা ছিরাতিম্ মুছ্তাকীম্। ৪৪। ওয়া ইন্নাহু
যাহা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, নিশ্চয় তুমি সরল পথে আছ। (৪৪) এবং নিশ্চয়ই উহা

لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ ○ ٤٥ وَسْئَلْ مَنْ

লাজিক্রুল্লাকা ওয়া লিকাউমিক, ওয়া ছাউফা তুছ্আলূন। ৪৫। ওয়াছ্আল্ মান্
তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষণীয় এবং তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে। (৪৫) এবং আমি

اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ

আর্ছাল্না মিন্ ক্বাব্লিকা মির্রুছুলিনা আজ্আআ'ল্না মিন্ দুনির্ রাহ্মানি
রাসূলগণকে তোমার পূর্বে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, আমি আল্লাহ্ ব্যতীত

اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ع ٤٦ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ ع

আলিহাতাঁই ইয়া'বুদুন। ع ৪৬। ওয়া লাক্বাদ্ আর্ছাল্না মূছা বিআইয়াতিনা ৪
অন্য কাহাকেও কি উপাস্যসমূহ স্থির করিয়াছি যে,তাহাদের উপাসনা করা হইবে ? (৪৬) এবং আমি মুসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ৪ রুকু

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

ইলা ফির্আ'উন। ওয়া মালাইহী ফাক্বালা ইন্নী রাছূলু রাব্বিল্ আ'লামীন্।
ফেরাউন ও তাহার দলীয় নেতাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম ; অতঃপর তিনি বলিলেন নিশ্চয়ই আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রেরিত পুরুষ।

৪৭- فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ○ ৪৮- وَمَا

৪৭। ফালাম্মা জ্বা-আহুম্ বিআইয়াতিনা ইজা হুম্ মিন্হা ইয়াদ্ব্হাকূন। ৪৮। ওয়ামা
(৪৭) অনন্তর তিনি যখন আমার নিদর্শনাবলীসহ তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন তাহারা উহা লইয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। (৪৮) এবং আমি

نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ز وَاَخَذْنٰهُمْ

নুরীহিম্ মিন্ আইয়াতিন্ ইল্লা হিইয়া আক্বারু মিন্ উখ্তিহা, ওয়া খাজ্নাহুম্
তাহাদিগকে যে নিদর্শন দেখাইতাম, তাহা অপরটি অপেক্ষা বড় ছিল এবং আমি তাহাদিগকে

بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○ ৪৯- وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ

বিল্ আ'জাবি লাআ'ল্লাহুম্ ইয়ার্জিউ'ন্। ৪৯। ওয়া ক্বালু ইয়া-আইয়্যুহাছ্ ছাহিরুদ্উ'
বিপদে ফেলিলাম, সম্ভবতঃ তাহারা প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। (৪৯) এবং তাহারা বলিল—হে ইন্দ্রজালিক! তুমি তোমার

لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ج اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ○ ৫০- فَلَمَّا كَشَفْنَا

লানা রাব্বাকা বিমা আ'হিদা ই'ন্দাক্, ইন্নানা লামুহ্তাদুন। ৫০। ফালাম্মা কাশাফ্না
প্রতিপালককে তোমার সহিত প্রতিশ্রুত ব্যাপারে আহ্বান কর, নিশ্চয়ই আমরা সৎপথ অবলম্বন করিব। (৫০) অতঃপর যখন আমি

عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ○ ৫১- وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ

আ'ন্হুমুল্ আ'জাবা ইজা হুম্ ইয়ান্কুছুন। ৫১। ওয়া নাদা ফিরআ'উনু ফী
তাহাদের বিপদ দুরীভূত করিলাম, তখন তাহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে লাগিল। (৫১) এবং ফেরাউন তাহার

قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ

ক্বাউমিহী ক্বালা ইয়া ক্বাউমি আলাইছা লী মুল্কু মিছ্রা ওয়া হাজিহিল্
সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোষণা করিল, হে আমার সম্প্রদায়! মিসরের রাজাধিপত্য ও আমার প্রাসাদের নিম্নে প্রবাহিত

الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ج اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ط ৫২- اَمْ اَنَا خَيْرٌ

আন্হারু তাজ্রী মিন্ তাহ্তী, আফালা তুব্ছিরূন্। ৫২। আম্ আনা খাইরুম্
স্রোতস্বিনীসমূহ কি আমার নহে? তোমরা কি প্রত্যক্ষ করিতেছ না? (৫২) আমি কি তাহার অপেক্ষা

مِنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ لا وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ۞ ٥٣- فَلَوْلَآ

মিন্ হাজাল্লাজী হুওয়া মাহীনুঁউ; ওয়ালা ইয়াকাদু ইউবীন্। ৫৩। ফালাউলা-
শ্রেষ্ঠ নহি যে ব্যক্তি দরিদ্র, পীড়িত এবং যে স্পষ্টরূপে কথা বলিতে পারে না ? (৫৩) অনন্তর

اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْجَآءَ مَعَهُ

উল্ক্বিইয়া আ'লাইহি আছ্বিরাতুম্ মিন্ জাহাবিন্ আউ জ্বা-আ মাআ'হুল্
তাহাকে স্বর্ণ-বলয়ে ভুষিত করা হইল না কেন ? অথবা ফেরেশ্তামণ্ডলী

الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ۞ ٥٤- فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوْهُ

মালা-ইকাতু মুক্তারিনীন। ৫৪। ফাছ্তাখাফ্ফা ক্বাউমাহু ফাআত্বাউহ্ ;
তাহার সহচররূপে আসিত। (৫৪) অতঃপর সে তাহার সম্প্রদায়কে প্ররোচিত করিল সুতরাং তাহারা তাহার কথায় বাধ্য হইল ;

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۞ ٥٥- فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ

ইন্নাহুম্ কানূ ক্বাউমান্ ফাছিক্বীন। ৫৫। ফালাম্মা আ-ছাফুনান্ তাক্বাম্না মিন্হুম্
নিশ্চয়ই তাহারা পাপাচারী সম্প্রদায় ছিল। (৫৫) অতঃপর যখন তাহারা আমার কোপ বর্ধিত করিল তখন আমি তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম ;

فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۞ لا ٥٦- فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا

ফাআগ্ব্রাক্নাহুম্ আজ্বমাঈ'ন। ৫৬। ফাজ্বাআ'ল্নাহুম্ ছালাফাঁউ ওয়া মাছালাল্
তাহাদিগকে সামগ্রিকভাবে নিমজ্জিত করিলাম। ৫৬) সুতরাং উহা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর জন্য দৃষ্টান্ত

لِّلْاٰخِرِيْنَ ۞ ع ٥٧- وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ

লিল্ আখিরীন। ع ৫৭। ওয়ালাম্মা দ্বুরিবাব্নু মার্ইয়ামা মাছালান্ ইজা কাউমুকা
স্থাপন করিলাম। ৫৭ এবং যখন মরিয়ম পুত্রের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হইল তখন তোমার সম্প্রদায়

ع ৫/৫ রুকু

مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ۞ ٥٨- وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ مَا

মিন্হু ইয়াছিদ্দূন। ৫৮। ওয়া ক্বালূ আ-আলিহাতুনা খাইরুন্ আম্ হুওয়া ; মা
উহাতে আনন্দে চীৎকার করে। (৫৮) এবং তাহারা বলে—আমাদের উপাস্যগুলি শ্রেষ্ঠ অথবা সে ? তাহারা

কেবল

ضَرَبُوهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ○ ٥٩- اِنْ هُوَ اِلَّا

দ্বারাবুহু লাকা ইল্লা জ্বাদালা ; বালহুম্ ক্বাউমুন্ খাছিমূন। ৫৯। ইন্ হুওয়া ইল্লা
তোমার সহিত বিবাদ করিবার জন্য উহা বর্ণনা করে ; তাহারা কলহপ্রিয় সম্প্রদায়। (৫৯) তিনি একজন বান্দা ব্যতীত আর কিছুই নন

عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ ؕ

আ'ব্দুন্ আন্আ'ম্না আ'লাইহি ওয়া জ্বাআ'ল্নাহু মাছালাল্ লিবানী–ইছ্রা-ঈল্ ;
আমি তাঁহাকে অনুগৃহিত করিয়াছি এবং ইস্রাইল বংশধরদের জন্য আমি তাঁহাকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছি।

٦٠- وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِی الْاَرْضِ یَخْلُفُوْنَ ○

৬০। ওয়া লাউ নাশা-উ লাজ্বাআ'ল্না মিন্কুম্ মালা-ইকাতান্ ফিল্ আর্দ্বি ইয়াখ্লুফূন।
(৬০) এবং যদি আমি ইচ্ছা করি তবে তোমাদের মধ্য হইতে ফেরেশ্তা সৃষ্টি করিতে পারি—তাহারা পৃথিবীতে বসবাস করিত।

٦١- وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا

৬১। ওয়া ইন্নাহু লা ই'ল্মুল্ লিছ্ছাআ'তি ফালা তাম্তারুন্না বিহা ওয়াত্তাবিউ'ন ; হাজা
(৬১) এবং নিশ্চয় উহা কেয়ামতের নিদর্শন, সুতরাং তোমরা তাহাতে আদৌ সন্দেহ পোষণ করিও না, এবং তোমরা আমার অনুসরণ কর

صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ○ ٦٢- وَلَا یَصُدَّنَّكُمُ الشَّیْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ

ছিরাত্বুম্ মুছ্তাক্বীম্। ৬২। ওয়ালা ইউছাদ্দান্না কুমুশ্ শাইতান, ইন্নাহু লাকুম্
ইহাই সরল পথ। (৬২) এবং শয়তান যেন তোমাদের পথ রোধ না করে, নিশ্চয় সে তোমাদের

عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ ○ ٦٣- وَلَمَّا جَآءَ عِیْسٰی بِالْبَیِّنٰتِ قَالَ قَدْ

আ'দুব্বুম্ মুবীন্। ৬৩। ওয়ালাম্মা জ্বা-আ ঈ ছা বিল্ বাইয়্যিনাতি ক্বালা ক্বাদ্
প্রকাশ্য শত্রু। (৬৩) এবং ঈসা যখন সুস্পষ্ট প্রমাণসহ আসিলেন, তিনি বলিলেন নিশ্চয়ই

جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَیِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِیْ تَخْتَلِفُوْنَ فِیْهِ ۚ

জ্বি'তুকুম্ বিল্ হিক্মাতি ওয়া লিউ বাইয়্যিনা লাকুম্ বা'দাল্লাজী তাখ্তালিফূনা ফীহ,
আমি তোমাদের নিকট জ্ঞানসহ আসিয়াছি ; এইজন্য যে, যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করিতেছ, আমি তাহার সমাধান করিব,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝ ٦٤- اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ

ফাত্তাকুল্লাহা ওয়া আত্বীউ'ন। ৬৪। ইন্নাল্লাহা হুওয়া রাব্বী ওয়ারাব্বুকুম্ ফা'বুদুহ;
অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে অনুসরণ কর। (৬৪) নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের প্রতিপালক, কাজেই তোমরা তাঁহার উপাসনা কর;

هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝ ٦٥- فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ج

হাজা ছিরাত্বুম্ মুছ্তাকীম্। ৬৫। ফাখ্তালাফাল্ আহ্যাবু মিম্ বাইনিহিম্,
ইহাই সরল পথ। (৬৫) অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে কতিপয় দল পরস্পর মতবিরোধ করিতে লাগিল;

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۝ ٦٦- هَلْ

ফাওয়াইলুল্লিল্লাজীনা জালামূ মিন্ আ'জাবি ইয়াউমিন্ আলীম্। ৬৬। হাল্
অনন্তর যাহারা অনাচার করিল তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক দিবসের ভীষণ শাস্তি রহিয়াছে। (৬৬) তাহারা

يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

ইয়ান্জুরূনা ইল্লাছ্ ছাআ'তা ইন্ তা'তিইয়াহুম্ বাগ্‌তাতাঁউ ওয়া হুম্ লা ইয়াশ্উরূন।
কেয়ামতের প্রতীক্ষা করিতেছে, উহা অকস্মাৎ তাহাদের উপর আপতিত হইবে অথচ তাহারা অবগত হইতেই পারিবে না।

٦٧- اَلْاَخِلَّاۤءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا

৬৭। আল্ আখিল্লা-উ ইয়াউমাইজিম্ বা'দ্বুহুম্ লিবা'দ্বিন্ আ'দুব্বুন্ ইল্লাল্
(৬৭) ধর্ম-ভীরুগণ ব্যতীত সেদিন মিত্রগণও পরস্পর একে অপরের

الْمُتَّقِيْنَ ع ٦٨- يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا

মুত্তাকীন। ৪ ৬৮। ইয়া ই'বাদি লা খাউফুন আ'লাইকুমুল্ ইয়াউমা ওয়ালা-
শত্রু হইবে। (৬৮) হে আমার বান্দাগণ! অদ্য তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা

ع ৬ | ৬ রুকু

اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۝ ٦٩- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ج

আন্তুম্ তাহ্যানূন। ৬৯। আল্লাজীনা আমানূ বিআইয়াতিনা ওয়া কানূ মুছ্লিমীন।
অনুতপ্তও হইবে না। ৬৯) তাহারাই আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি আস্থাবান এবং অনুগত ছিল।

৭০- اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ۝ ٧١- يُطَافُ عَلَيْهِمْ

৭০। উদ্‌খুলুল্ জান্নাতা আন্তুম্ ওয়া আয্‌ওয়াজুকুম্ তুহ্‌বারূন। ৭১। ইউত্বাফু আ'লাইহিম্
(৭০) তোমরা ও তোমাদের সহধর্মীনিগণ প্রফুল্ল চিত্তে বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর। (৭১) তাহাদের চতুর্দিকে

بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ج وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ

বিছিহাফিম্ মিন্ জাহাবিঁউ ওয়া আক্‌ওয়াবিঁই, ওয়া ফীহা মা তাশ্‌তাহীহিল্ আন্‌ফুছু
রক্ষিত হইবে স্বর্ণপাত্র ও পিয়ালা এবং তথায় প্রবৃত্তিসমূহ যাহা কামনা করিবে

وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ج وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ج ٧٢- وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْٓ

ওয়া তালাজ্জুল্ আ'ইউন, ওয়া আন্তুম্ ফীহা খালিদূন্। ৭২। ওয়া তিল্‌কাল্ জান্নাতুল্লাতী-
ও চোখে যাহা ভাল লাগিবে তাহা পাইবে এবং তথায় তোমরা চিরকাল থাকিবে। (৭২ তোমাদের

اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ ٧٣- لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ

উরিছ্‌তুমূ হা বিমা কুন্তুম্ তা'মালূন। ৭৩। লাকুম্ ফীহা ফা-কিহাতুন কাছীরাতুম্
কৃতকার্যের প্রতিদানে তোমরা এই বেহেশ্‌তের অধিকারী হইয়াছ। (৭৩) তথায় তোমাদের জন্য প্রচুর
ফল রহিয়াছে,

مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝ ٧٤- اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ج

মিন্‌হা তা'কুলূন। ৭৪। ইন্নাল্ মুজ্‌রিমীনা ফী আ'জাবি জাহান্নামা খালিদূন।
তন্মধ্য হইতে তোমরা ভক্ষণ করিবে। (৭৪) নিশ্চয়ই পাপীগণ চিরকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করিবে।

٧٥- لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ج ٧٦- وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ

৭৫। লা ইউফাত্তারু আ'ন্‌হুম্ ওয়া হুম্ ফীহি মুব্‌লিছূন। ৭৬। ওয়ামা জালাম্‌নাহুম্
(৭৫) উহা তাহাদিগের হইতে বিদূরীত হইবে না এবং তাহারা তথায় নিরাশ অবস্থায় থাকিবে।
(৭৬) এবং আমি তাহাদের প্রতি অবিচার করি নাই

وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ۝ ٧٧- وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ

ওয়া লাকিন্ কানু হুমুজ্জালিমীন। ৭৭। ওয়া নাদাউ ইয়া মালিকু লিইয়াক্‌দ্বি
বরং তাহারাই উৎপীড়ণ করিত। (৭৭) এবং তাহারা চীৎকার করিয়া বলিবে, হে মালিক! তোমার
প্রতিপালক যেন

عَلَيْنَا رَبُّكَ ط قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ٥ ٧٨- لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ

আ'লাইনা রাব্বুক ; কালা ইন্নাকুম্ মা-কিছূন। ৭৮। লাক্বাদ্ জ্বি'নাকুম্ বিল্ হাক্‌ক্বি
আমাদের শেষ করেন, সে বলিবে, নিশ্চয়ই তোমরা এই অবস্থায় থাকিবে। (৭৮) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট সত্য ধর্ম আনিয়াছি,

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ٧٩- اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا

ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারাকুম্ লিল্ হাক্‌ক্বি কা-রিহূন। ৭৯। আম্ আব্‌র মূ-আম্‌রান্
কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সেই সত্য ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা করিতেছ। (৭৯) তাহারা কি কোন ব্যাপার নির্ধারণ করিয়াছে ?

فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ج ٨٠- اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ

ফাইন্না মুব্‌রিমূন। ৮০। আম্ ইয়াহ্‌ছাবূনা আন্না লা নাছ্‌মাউ' ছির্‌রাহুম্
বস্তুতঃ আমিই নির্ধারণকারী। (৮০) তাহারা কি মনে করে যে, আমি তাহাদের গোপন কথা ও

وَنَجْوٰهُمْ ط بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ٥ ٨١- قُلْ اِنْ كَانَ

ওয়া নাজ্ব্‌ওয়াহুম্ ; বালা ওয়া রুছুলুনা লাদাইহিম্ ইয়াক্‌তুবূন। ৮১। কুল্ ইন্ কা-না
পরামর্শ শ্রবণ করি না ; হঁা তাহাদের নিকটস্থ আমার প্রেরিত ফেরেশ্‌তাগণও লিপিবদ্ধ করিতেছে। (৮১) তুমি বল, যদি

لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ق فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ٥ ٨٢- سُبْحٰنَ رَبِّ

লির্‌রাহ্‌মানি ওয়ালাদুন, ফাআনা আউওয়ালুল্ আ'বিদীন। ৮২। ছুব্‌হানা রাব্বিছ্
আল্লাহর সন্তান থাকিত, তবে প্রথমে আমিই উপাসনা করিতাম। (৮২) পৃথিবী, আকাশ ও

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٥ ٨٣- فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا

ছামাওয়াতি ওয়াল্ আর্‌দ্বি রাব্বিল্ আ'র্‌শি আ'ম্মা ইয়াছিফূন। ৮৩। ফাজার্‌হুম্ ইয়াখুদ্বূ
আরশের প্রতিপালক সম্বন্ধে তাহারা যাহা বলিতেছে, তাহা হইতে তিনি পবিত্র। ৮৩) অতঃপর তুমি তাহাদিগকে

وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ٥ ٨٤- وَهُوَ الَّذِىْ

ওয়া ইয়াল্ আ'বূ হাত্তা ইউলা-ক্বূ ইয়াউমা হুমুল্লাজী ইউ আ'দুন। ৮৪। ওয়া হুওয়াল্লাজী
বৃথা তর্ক করিতে ও মিথ্যা খেলিতে দাও, যতক্ষণ না তাহারা সেই দিবসে সাক্ষাৎ করে, যাহা তাহাদের সহিত অঙ্গীকার করা হইতেছে। (৮৪) এবং তিনিই

فِى السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ ط وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۝

ফিছ্ছামা-ই ইলাহু‘উ ওয়া ফিল্ আর্‌দ্বি ইলাহ ; ওয়া হুওয়াল্ হাকীমুল্ আ'লীম।

আকাশে এবং পৃথিবীতে উপাস্য ; এবং তিনি মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞাত।

٨٥- تَبٰرَكَ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ج

৮৫। তাবারাকাল্লাজী লাহু মুলকুছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ওয়ামা বাইনাহুমা,

(৮৫) তিনিই মহিমান্বিত পৃথিবী, আকাশ ও উহাদের মধ্যস্থিত সমূহে আধিপত্য তাঁহার

وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ ٨٦- وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ

ওয়া ই'ন্দাহু ই'লমুছ্ছাআ'হ। ওয়া ইলাইহি তুর্‌জাউ'ন। ৮৬। ওয়ালা ইয়াম্‌লিকুল্লাজীনা

এবং তাঁহারই নিকট কিয়ামতের জ্ঞান এবং তোমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে। (৮৬) এবং তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া

يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ

ইয়াদ্‌উ'না মিন্ দুনিহিশ্ শাফাআ'তা ইল্লা মান্ শাহিদা বিল্ হাক্‌কি ওয়াহুম্

অন্যান্য যাহাদিগকে আহ্বান করিতেছে, তাহাদের সুপারিশ করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু যাহারা ভালরূপে অবগত হইয়া সত্যধর্মের সাক্ষ্য প্রদান

يَعْلَمُوْنَ ۝ ٨٧- وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

ইয়া'লামূন। ৮৭। ওয়ালাইন্ ছাআল্‌তাহুম্ মান্ খালাক্বাহুম্ লাইয়াক্বূলুন্নাল্লাহু

করিয়াছে। (৮৭) এবং তুমি যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর তাহাদিগকে কে সৃষ্টি করিয়াছে, তবে তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে আল্লাহ

فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝ لا ٨٨- وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ

ফাআন্না ইয়াউ ফাকূন। ৮৮। ওয়া ক্বীলিহী ইয়া রাব্বি ইন্না হাউলা-ই ক্বাউমুল্

সুতরাং কেন তাহারা ভ্রান্তিতে পড়িতেছে। (৮৮) এবং তাঁহার উক্তি : হে আমার প্রতিপালক ! ইহারা এমন সম্প্রদায় যে, তাহারা

ع لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝ م ٨٩- فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ط فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝ ع

৭

৭ লা ইউ মিনুন। ৮৯। ফাছ্ফাহ্ আ'ন্‌হুম্ ওয়া ক্বুল্ ছালাম ; ফাছাউফা ইয়া'লামূন্। ع

ধর্মে আস্থা স্থাপন করিতেছে না। (৮৯) অতঃপর তুমি তাহাদিগের হইতে বিরত থাক এবং বল, সালাম ; অনন্তর তাহারা সত্বরই অবগত হইতে পারিবে।

ছূরা দুখান্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহীম্। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৫৯ আয়াত এবং ৩ রুকু

١- حٰمٓ ج ٢- وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ ٣- اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ

১। হা-মী-ম্। ২। ওয়াল্ কিতাবিল্ মুবীন। ৩। ইন্না আন্‌যাল্‌নাহু ফী লাইলাতিম্

(১) হা-মী ম্। (২) স্পষ্ট কিতাবের শপথ। (৩ আমি উহাকে এক কল্যাণপূর্ণ রজনীতে অবতীর্ণ

مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ○ ٤- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ

মুবারাকাতিন্ ইন্না কুন্না মুন্‌জিরীন। ৪। ফীহা ইউফ্‌রাকু কুল্লু আম্‌রিন্

করিয়াছি ; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। (৪) উহাতে আমার আদেশে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ

حَكِيْمٍ ۙ ٥- اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ط اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ج ٦- رَحْمَةً

হাকীম। ৫। আম্‌রাম্ মিন্ ই'ন্দিনা ; ইন্না কুন্না মুর্‌ছালীন। ৬। রাহ্‌মাতাম্

সমস্যা মীমাংসিত হয়। (৫) কেননা আমিই রাসূলগণকে প্রেরণ করি। (৬) ইহা তোমার প্রতিপালকের

مِّنْ رَّبِّكَ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۙ ٧- رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

মির্ রাব্বিক ; ইন্নাহূ হুওয়াছ্ ছামীউ'ল্ আ'লীম। ৭। রাব্বিছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল্ আর্‌দ্বি

অনুগ্রহ, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী। (৭) নভোমণ্ডল, পৃথিবী

ফায়দা : বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, 'দোখান্' শব্দের অর্থ হইল ধেঁায়া বা ধূম্র কুণ্ডলী। ইহার দ্বারা মক্কার দুর্ভিক্ষের কথা তুলিয়া ধরা হইয়াছে। কেননা মহানবী (দঃ)-এর বদ দোয়ার ফলে মক্কায় ভীষণ অভাব দেখা দিয়াছিল। অভাবের তাড়নায় মানুষ দেখিত যে, সমস্ত আকাশ যেন ধেঁায়ায় ছাইয়া ফেলিয়াছে।

মোসলেম শরীফে আছে যে, কিয়ামতের পূর্বে সারা বিশ্বকে এক প্রকার ধেঁায়ায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। উক্ত ধেঁায়া যে মু'মিন ব্যক্তির নাসিকা রন্ধ্রে প্রবেশ করিবে, তাঁহার হাঁচি দেখা দিবে এবং তিনি ঈমান সহকারে মৃত্যু বরণ করিবেন। কিন্তু গোনাহগার ব্যক্তিগণ উক্ত ধেঁায়ার মধ্যে বেহুস অবস্থায় দৌড়াইতে থাকিবে। তাহারা ইহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে, কিন্তু কিছুতেই নিস্তার পাইবে না। (কবীর ও খাজেন)

وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ○ ٨- لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ

ওয়া মা বাইনাহুমা ; ইন্ কুন্তুম্ মূক্বিনীন। ৮। লা-ইলাহা ইল্লাহুওয়া ইউহ্ঈ

উহার মধ্যস্থিতসমূহের প্রতিপালক, যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হও। (৮) তিনি ব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই, তিনিই জীবিত

وَيُمِيْتُ ط رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○ ٩- بَلْ هُمْ

ওয়া ইউমীত ; রাব্বুকুম্ ওয়া রাব্বু আ-বা-ইকুমুল্ আউওয়ালীন। ৯। বাল্ হুম্

রাখেন ও মৃত্যু ঘটান ; তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পিতামহদের প্রতিপালক। (৯) বরং তাহারা

فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ○ ١٠- فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَآءُ بِدُخَانٍ

ফী শাক্কি'ই ইয়াল্ আ'বূন। ১০। ফার্তাক্বিব্ ইয়াউমা তা'তিছ্ ছামা-উ বিদুখা-নিম্

সন্দেহে পতিত হইয়া ক্রীড়া কৌতুক করিতেছে! (১০) অতঃপর তুমি সেই দিনের প্রতীক্ষা কর, যেই দিন আকাশ হইতে

مُّبِيْنٍ لا ١١- يَّغْشَى النَّاسَ ط هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ ١٢- رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا

মুবীন। ১১। ইয়াগ্ শান্নাছ ; হাজা আ'জাবুন্ আলীম। ১২। রাব্বানাক্শিফ্ আ'ন্নাল্

ধূম্র উত্থিত হইয়া। (১১) মানবকুলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে! ইহা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১২ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে

الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ○ ١٣- اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ

আ'জাব। ইন্না মু'মিনূন। ১৩। আন্না লাহুমুজ্ জিক্রা ওয়া ক্বাদ্ জা-আহুম্ রাছূলুম্

এই শাস্তি হইতে অব্যাহতি প্রদান করুন, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি। (১৩ তাহাদের চৈতন্যোদয় হইল কোথায়! অথচ তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল

مُّبِيْنٌ لا ١٤- ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ۘ ١٥- اِنَّا

মুবীন্। ১৪। ছুম্মা তাওয়াল্লাউ আ'নহু ওয়া ক্বালু মুআ'ল্লামুম্ মাজ্নূন। ১৫। ইন্না

আসিয়াছেন। (১৪) পুনরায় তাহারা তাঁহার নিকট হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল এবং বলিল এই ব্যক্তি শিক্ষা-প্রাপ্ত উন্মাদ। (১৫) আমি

كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ ۘ ١٦- يَوْمَ نَبْطِشُ

কা-শিফূল্ আ'জাবি ক্বালীলান্ ইন্নাকুম্ আ-ইদূন। ১৬। ইয়াউমা নাব্‌ত্বিশুল্

অল্প পরিমাণে শাস্তি বিদূরিত করিতেছি তোমরা আবার ঐরূপ করিবে। (১৬ সেই দিন আমি ভীষণভাবে

ওয়াক্‌ফি লাজিম
ওয়াক্‌ফি লাজিম
ওয়াক্‌ফি লাজিম

البطشة الكبرى ج انا منتقمون ٥ ١٧- ولقد فتنا قبلهم قوم

বাত্ব্শাতাল্ কুব্রা, ইন্না মুন্তাক্বিমূন্। ১৭। ওয়া লাক্বাদ্ ফাতান্না ক্বাব্লাহুম্ ক্বাউমা
ধৃত করিব, নিশ্চয় আমি প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (১৭) এবং তাহাদের পূর্বে নিশ্চয় আমি ফেরাউনের সম্প্রদায়কে

فرعون وجاءهم رسول كريم ج ١٨- ان ادوا الى عباد الله ط

ফির্আ'উনা ওয়া জ্বা-আহুম্ রাছূলুন্ কারীম। ১৮। আন্ আদ্দু ইলাইয়্যা ই'বাদাল্লাহি ;
পরীক্ষা করিয়াছি এবং তাহাদের নিকট সম্মানিত রাসূল আসিয়াছিলেন। (১৮) তোমরা আল্লাহর বান্দাগণকে আমার নিকট সমর্পণ কর ;

انى لكم رسول امين لا ١٩- وان لا تعلوا على الله ج انى اتيكم

ইন্নী-লাকুম্ রাছূলুন্ আমীন। ১৯। ওয়া আল্ লা তা'লূ আ'লাল্লাহ, ইন্নী আ-তীকুম্
নিশ্চয় আমি বিশ্বস্ত রাসূল। ১৯) এবং তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে উদ্ধত আচরণ করিও না ; নিশ্চয় আমি

بسلطن مبين ج ٢٠- وانى عذت بربى وربكم ان ترجمون ج

বিছুল্ত্বানিম্ মুবীন। ২০। ওয়া ইন্নী উ'জ্তু বিরাব্বী ওয়া রাব্বিকুম্ আন্ তার্জুমূন।
তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন করিয়াছি। (২০) এবং তোমরা প্রস্তরাঘাতে আমার মৃত্যু ঘটাইতে পার এই আশঙ্কায় আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছি।

٢١- وان لم تؤمنوا لى فاعتزلون ٥ ٢٢- فدعا ربه ان هؤلاء

২১। ওয়া ইল্লাম্ তু'মিনূ লী ফা'তাযিলুন। ২২। ফাদা আ' রাব্বাহু-আন্না হা-উলা-ই
(২১) এবং তোমরা যদি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে তোমরা আমার হইতে পৃথক থাক। ২২ অতঃপর তিনি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, ইহারা

قوم مجرمون ٥ ٢٣- فاسر بعبادى ليلا انكم متبعون لا

ক্বাউমুম্ মুজ্রিমূন। ২৩। ফাআছ্রি বিই'বাদী লাইলান্ ইন্নাকুম্ মুত্তাবাউ'ন।
দুষ্ট প্রকৃতির লোক। (২৩) অনন্তর তুমি আমার বান্দাগণসহ রাত্রিতে বাহির হইয়া পড়, কেননা নিশ্চয়ই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে।

٢٤- واترك البحر رهوا ط انهم جند مغرقون ٥ ٢٥- كم تركوا من

২৪। ওয়াৎ রুকিল্ বাহ্রা রাহ্ওয়া ; ইন্নাহুম্ জুনদুম্ মুগ্রাকূন্। ২৫। কাম্তারাকূ মিন্
(২৪) এবং তুমি সমুদ্রের শান্ত অবস্থায় উহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও, কেননা তাহাদের সৈন্যগণকে নিমজ্জিত করা হইবে। (২৫ তাহারা পরিত্যাগ করিয়াছে

جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ ٢٦- وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۙ ٢٧- وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا

জান্নাতিঁউ ওয়া উ'ইউন। ২৬। ওয়া যুরূই'উ ওয়া মাক্বামিন্ কারীম। ২৭। ওয়া নি'মাতিন্ কান্ূ

বহু উদ্যান, ও প্রস্রবণ। (২৬) এবং শস্যক্ষেত্র ও মনোরম বাসস্থান। (২৭) পার্থিব সম্পদ

فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ۙ ٢٨- كَذٰلِكَ ۟ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝ ٢٩- فَمَا

ফীহা ফাকিহীন। ২৮। কাজালিকা ; ওয়া আউ রাছ্-নাহা ক্বাউমান্ আখারীন। ২৯। ফামা-

যাহা তাহারা সানন্দে উপভোগ করিত। (২৮) এবং আমি অপর গোত্রকে ইহার উত্তরাধিকারী করিয়াছি ! (২৯) অতঃপর

ع ১ — ১ রুকূ

بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ع

বাকাৎ আ'লাইহিমুছ্ ছামা-উ ওয়াল্ আর্দ্বু ওয়ামা কান্ূ মুন্জারীন। ع

আকাশ ও পৃথিবী তাহাদের দুর্দশায় শোকাভিভূত হয় নাই, এবং তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হয় নাই।

٣٠- وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۙ ٣١- مِنْ

৩০। ওয়া লাক্বাদ্ নাজ্জাইনা বানী-ইছ্রা-ঈলা মিনাল্ আ'জাবিল্ মুহীন। ৩১। মিন্

(৩০) নিশ্চয়ই আমি বনী-ইসরাইলকে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি হইতে উদ্ধার করিলাম। ৩১) ফেরাউনেরা নিশ্চয়ই

فِرْعَوْنَ ط اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ ٣٢- وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ

ফির্আ'উন ; ইন্নাহূ কানা আ'লিইয়াম্ মিনাল্ মুছ্রিফীন। ৩২। ওয়া লাক্বাদিখ্ তার্না-হুম্

সে সীমাহীন উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল। (৩২) এবং আমি তাহাদিগকে

عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ج ٣٣- وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ

আ'লা ই'ল্মিন আ'লাল্ আ'লামীন। ৩৩। ওয়া আ-তাইনাহুম্ মিনাল্ আ-ইয়াতি মা ফীহি

জ্ঞাতসারে বিশ্বজগতের মধ্যে মনোনীত করিলাম। (৩৩) এবং তাহাদিগকে সেই সমস্ত নিদর্শন প্রদান

بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ٣٤- اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ۙ ٣٥- اِنْ هِيَ اِلَّا

বালাউম্ মুবীন। ৩৪। ইন্না হা-উলা-ই লাইয়াকূলূন। ৩৫। ইন্ হিয়া ইল্লা

করিলাম, যাহাতে সুস্পষ্ট পরীক্ষা রহিয়াছে। (৩৪) নিশ্চয়ই তাহারা বলিয়া থাকে। ৩৫) ইহাই

مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ۝ ٣٦- فَأْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ

মাউতাতুনাল্ ঊলা-ওয়ামা নাহ্নু বিমুন্শারীন। ৩৬। ফাআতু বিআ-বা-ইনা-

একমাত্র মৃত্যু, এবং আমাদিগকে পুনর্জীবিত করা হইবে না। (৩৬) তোমরা যদি সত্যবাদী হও

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ ٣٧- اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ لا وَّالَّذِيْنَ

ইন্ কুন্তুম্ ছাদিক্বীন। ৩৭। আহুম্ খাইরুন্ আম্ ক্বাউমু তুব্বাইউ ওয়াল্লাজীনা

তবে আমাদের পিতৃ-পিতামহকে আনয়ন কর। (৩৭ তাহারা কি শ্রেষ্ঠতর শক্তিশালী

مِنْ قَبْلِهِمْ ط اَهْلَكْنٰهُمْ ز اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۝ ٣٨- وَمَا خَلَقْنَا

মিন্ ক্বাব্লিহিম্ ; আহ্লাক্নাহুম্ ইন্নাহুম্ কানূ মুজ্রিমীন। ৩৮। ওয়ামা খালাক্নাছ্

অথবা তাহাদের পুর্ববর্তী তোব্বায়ের সম্প্রদায়, আমি তাঁহাদের সকলকে বিনষ্ট করিয়াছি কেননা তাহারা পাপী ছিল। (৩৮ আমি আকাশ,

---

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ۝ ٣٩- مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا

ছামাওয়াতি ওয়াল্ আর্দ্বা ওয়ামা বাইনাহুমা লাই'বীন। ৩৯। মা খালাক্না-হুমা ইল্লা

পৃথিবী তদুভয়ের মধ্যস্থিত বস্তুসমূহকে খেলার সামগ্রীরূপে সৃষ্টি করি নাই। (৩৯ আমি উভয়কে সত্যসহ

بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ ٤٠- اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ

বিল্ হাক্কি ওয়ালা কিন্না আক্ছারাহুম্ লা ইয়া'লামুন। ৪০। ইন্না ইয়াউমাল্ ফাছ্লি

সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ অবগত নহে। (৪০) নিশ্চয়ই তাহাদের সকলের জন্য

مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ لا ٤١- يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى

মীক্বাতুহুম্ আজ্মাঈ'ন। ৪১। ইয়াউমা লা ইউগ্নী মাউলান্ আ'ম্মাউ লান্

নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে মীমাংসার দিন। (৪১) সেই দিন বন্ধু তাহার

شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ لا ۝ ٤٢- اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ط اِنَّهٗ

শাইআঁউ ওয়ালাহুম্ ইউন্ছারূন। ৪২। ইল্লা মার্রাহিমাল্লাহ ; ইন্নাহু

বন্ধুর কোন উপকারে আসিবে না এবং তাহাদের সাহায্যও করা হইবে না। (৪২) কিন্তু আল্লাহ, যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন ; যেহেতু তিনি

৫ ২ — ২ রুকু

هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ع ٤٣- اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ لا ٤٤- طَعَامُ الْاَثِيْمِ ج

হুওয়াল্ আ'যীযুর্ রাহীম। ৪৩। ইন্না শাজ্বারাতায্ যাক্‌ক্কূম। ৪৪। ত্বাআ'মুল্ আছীম।

পরাক্রমশালী করুণাময়। (৪৩) নিশ্চয়ই যাক্‌কুম্ বৃক্ষ। (৪৪) পাপীর খাদ্য।

٤٥- كَالْمُهْلِ ج يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ لا ٤٦ كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ ٥ ٤٧- خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ

৪৫। কাল্‌মুহ্‌ল, ইয়াগ্‌লী ফিল্ বুত্বূন। ৪৬। কাগ্বাল্‌ইল্ হামীম্। ৪৭। খুজূহু ফা'তিলূহু

(৪৫) উহা গলিত তাম্রের ন্যায় উদরে টগবগ করিবে। (৪৬) যেমন পানি অতিশয় উষ্ণ হয়। (৪৭) তোমরা উহাকে ধৃত কর, অতঃপর

اِلٰى سَوَاۤءِ الْجَحِيْمِ لا ٤٨- ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ

ইলা ছাওয়া-ইল্ জ্বাহীম। ৪৮। ছুম্মা ছুব্বূ ফাউক্বা রা'ছিহী মিন্ আ'জাবিল্

তাহাকে দোযখের দিকে টানিয়া লইয়া যাও। (৪৮) পুনরায় তাহার মস্তকোপরি উত্তপ্ত পানির

الْحَمِيْمِ ط ٤٩- ذُقْ ج صلے اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ٥ ٥٠- اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ

হামীম। ৪৯। জ্বুক্, ইন্নাকা আন্তাল্ আযীযুল্ কারীম। (৫০) ইন্না হাজা মা কুন্তুম্

শাস্তি দাও। (৪৯) স্বাদ গ্রহণ কর; নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রান্ত সম্মানী ছিলে। (৫০) ইহাতেই তোমরা

بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ٥ ٥١- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ لا ٥٢- فِىْ جَنّٰتٍ

বিহী তাম্‌তারূন। ৫১। ইন্নাল্ মুত্তাক্বীনা ফী মাক্বামিন্ আমীন। ৫২। ফী জ্বান্নাতিঁউ

সন্দেহ পোষণ করিতে! (৫১) নিশ্চয় ধর্ম্মভীরুগণ। (৫২) বেহেশ্‌ত-উদ্যান ও প্রস্রবণ-সমন্বিত নিরাপদ স্থানে,

وَّعُيُوْنٍ لا ج ٥٣- يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ج لا

ওয়া উ'ইউন। ৫৩। ইয়াল্ বাছূনা মিন্ ছুনদুছিঁউ ওয়া ইছ্‌তাব্‌রাকিম্ মুতাক্বাবিলীন্।

(৫৩) বিশুদ্ধ ও মিশ্রিত রেশমী পোশাক পরিধান করিবে এবং মুখামুখী থাকিবে।

٥٤- كَذٰلِكَ قف وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ط ٥٥- يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ

৫৪। কাজালিকা; ওয়া যাউওয়াজ্ব্‌না-হুম্ বিহূরিনঈ'ন্। ৫৫। ইয়াদ্‌উ'না ফীহা বিকুল্লি ফাকিহাতিন্

(৫৪) এইরূপে আমি তাহাদের সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট হুরদিগের সহিত বিবাহ দিব। (৫৫) তথায় তাহারা নিরাপদে প্রত্যেক প্রকারের ফল পাইবে।

اٰمِنِيْنَ ۙ ٥٦- لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ

আ-মিনীন। ৫৬। লা-ইয়াজূকূনা ফীহাল্ মাউতা ইল্লাল্ মাউতাতাল্ উলা, ওয়া ওয়াক্বা-হুম্

(৫৬) প্রথম বারের মৃত্যু ব্যতীত তাহারা তথায় মৃত্যুর স্বাদ পাইবে না এবং তিনি তাহাদিগকে

عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۙ ٥٧- فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

আ'জাবাল্ জ্বাহীম্। ৫৭। ফাদ্ব্লাম্ মির্রাব্বিক ; জালিকা হুওয়াল্ ফাউযুল্ আ'জীম্।

দোজখের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন। (৫৭) ইহা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, ইহাই বিরাট সাফল্য।

٥٨- فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ ٥٩- فَارْتَقِبْ

৫৮। ফাইন্নামা ইয়াছ্ছার্না-হু বিলিছা নিকা লাআ'ল্লাহুম্ ইয়াতাজাক্কারূন। ৫৯। ফার্তাক্বিব্

(৫৮) অতঃপর এতদ্ব্যতীত আমি উহাকে তোমার ভাষায় সহজবোধ্য করিয়াছি, সম্ভবতঃ তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করিবে। (৫৯) সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর

اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ۧ

ইন্নাহুম্ মুর্তাক্বিবূন।

নিশ্চয়ই তাহারাও প্রতীক্ষা করিতেছে।

ع ৩ / ৩ রুকু

ছুরা—জ্বাছীয়া ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্মিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	এই ছুরায় ৩৭ আয়াত এবং ৪ রুকু।

١- حٰمٓ ۚ ٢- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝ ٣- اِنَّ

১। হা-মী-ম্। ২। তান্যীলুল্ কিতা-বি মিনাল্লাহিল্ আযীযিল্ হাকীম। ৩। ইন্না

(১) হা-মী-ম্। (২) মহাজ্ঞানী পরাক্রান্ত আল্লাহর তরফ হইতে এই কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে। (৩) নিশ্চয়

(৩) আকাশসমূহ ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআ'লার অনেক নিদর্শনাবলী ও কুদরতের নমুনা বিরাজমান রহিয়াছে। এইগুলির গঠন কৌশল, গতিবিধি, বৈচিত্র্যময় অনুবর্তন ও পরিভ্রমণ সব কিছুতেই আল্লাহ তাআ'লার এক বিরাট মহিমা বিরাজ করিতেছে। যাহারা মুমিন এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাসী, তাহারাই কেবল এই সকল নিদর্শনাবলী হইতে হেদায়েত গ্রহণ করিয়া থাকেন। (তাফ্হীম)

فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ؕ ٤- وَفِىْ خَلْقِكُمْ

ফিছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল্ আর্দ্বি লা-আইয়াতিল্ লিল্ মু'মিনীন। ৪। ওয়া ফী খাল্কিকুম্

আকাশ ও পৃথিবীতে ধর্মবিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে। (৪) এবং তাহাদের ও

وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۙ

ওয়া মা ইয়াবুছ্ছু মিন্ দা-ব্বাতিন আ-ইয়াতুল্ লিকাউমী ইউক্বিনূন।

পৃথিবীতে বিচরণকারীদের সৃজন কৌশলে, দৃঢ় আস্থাশীল সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন রহিয়াছে।

٥- وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ

৫। ওয়াখ্তিলাফিল্ লাইলি ওয়ান্নাহারি ওয়ামা-আন্যালাল্লাহু মিনাছ্ছামা-ই মির্রিয্ক্বিন্

৫) এবং দিবারাত্রির আবর্তনে ও আল্লাহ্ আকাশ হইতে জীবিকার যে উপাদান অবতীর্ণ করেন

فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ

ফাআহ্ইয়া বিহিল্ আর্দ্বা বা'দা মাউতিহা ওয়াতাছ্ রীফির্রিইয়াহি আ-ইয়া-তুল্

অতঃপর তদ্বারা পৃথিবীকে মৃত্যুর পর জীবিত করেন ও বায়ু সঞ্চারণ-পদ্ধতিতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য

لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ٥ ٦- تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ

লিকাউমিঁই ইয়া'ক্বিলূন। ৬। তিল্কা আ-ইয়া-তুল্লাহি নাৎলুহা আ'লাইকা

শিক্ষণীয় নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে। (৬) এইগুলি আল্লাহর নিদর্শনাবলী,আমি যথাযথরূপে উহা তোমার নিকট

بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ٥

বিল্ হাক্ক ; ফাবি আইয়্যিহাদীছিম্ বা'দাল্লাহি ওয়া আ-ইয়া-তিহী ইউ'মিনূন।

বর্ণনা করিতেছি, অতঃপর তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার নিদর্শনাবলী ছাড়িয়া আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে ?

٧- وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۙ ٨- يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى

৭। ওয়াইলুল্ লিকুল্লি আফ্ফাকিন্ আছীম। ৮। ইয়াছ্মাউ' আ-ইয়া-তিল্লাহি তুৎলা-

(৭) প্রত্যেক মিথ্যা আরোপকারী পাপীর জন্য ভয়াবহ শাস্তি রহিয়াছে। (৮) তাহার নিকট পঠিত আল্লাহর আয়াত

عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ج فَبَشِّرْهُ

আ'লাইহি ছুম্মা ইউছিরূ মুছ্‌তাক্‌বিরান্ কা-আল্ লাম্ ইয়াছ্‌মা'হা ফাবাশ্‌শিরহু

সে শ্রবণ করে, পুনরায় উদ্ধত হইয়া সে জেদ করে, সে যেন উহা শ্রবণই করে নাই, সুতরাং তুমি

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ ٩ - وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا ۨ اتَّخَذَهَا

বিআ'জাবিন্ আলীম্। ৯। ওয়া ইজা আ'লিমা মিন্ আ-ইয়া-তিনা শাইআনিত্তাখাজাহা

তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। ৯ এবং যখন সে আমার নিদর্শনাবলীর কিছুটা অবগত হয়, তখন সে

هُزُوًا ط أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ط ۝ ١٠ - مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ج

হুযুওয়া ; উলা-ইকা লাহুম্ আ'জাবুম্ মুহীন। ১০। মিঁউ ওয়ারা-ইহিম্ জাহান্নাম,

উহাকে বিদ্রূপ করে ; তাহাদেরই জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি রহিয়াছে। (১০) তাহাদের সম্মুখে দোজখ রহিয়াছে,

وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ

ওয়ালা ইউগ্‌নী আন্‌হুম্ মা কাছাবু শাইআঁউ ওয়ালা মাত্তাখাজূ মিন্ দুনিল্লাহি

এবং তাহাদের কৃতকার্য ও তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যাহাদিগকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে তৎসমুদয়

أَوْلِيَاءَ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ط ۝ ١١ - هَٰذَا هُدًى ج وَالَّذِينَ كَفَرُوا

আউলিইয়া-আ, ওয়ালাহুম্ আ'জাবুন্ আ'জীম। ১১। হা-জা হুদান্, ওয়াল্লাজীনা কাফারূ

তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না ; এবং তাহাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তি রহিয়াছে। (১১) ইহা পথ-প্রদর্শক এবং যাহারা

بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ أَلِيمٌ ع ۝ ١٢ - اللَّهُ الَّذِي ع

বিআ-ইয়া-তি রাব্বিহিম্ লাহুম্ আ'জাবুম্ মির্‌রিয্‌যিন্ আলীম্। ع ১। আল্লাহুল্লাজী ১

আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অমান্য করিয়াছে, তাহাদের জন্য তিরস্কার ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। ১

(১২) আল্লাহই তোমাদের জন্য রুকু

(১২) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন্ এই আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে সমুদ্র এবং আকাশমণ্ডলকে মানুষের কল্যাণ লাভের জন্য আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই নহে যে, মানুষ এই দুইটি জিনিসের উপর হুকুম জারীও করিতে পারিবে। মূলতঃ ইহার অর্থ এই যে, এই দুইটি জিনিস হইতে মানুষ উপকার ও ফায়দা হাসিল করিতে পারিবে। কিন্তু এই দুই প্রকার জিনিসের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মানুষের হাতে নাই। তাহাছাড়া মানুষ এইগুলিতে আল্লাহর রহমত ব্যতীত কোন রকম উপকার পাওয়ার আশা পোষণ করিতে পারিবে না। (তাফ্‌হীম)

سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا

ছাখ্খারা লাকুমুল্ বাহ্রা লিতাজ্বরিইয়াল্ ফুল্কু ফীহি বিআম্রিহী ওয়া লিতাব্তাগ্বু

সমুদ্রকে আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়াছেন এই নিমিত্ত যে, তাঁহার আদেশে উহাতে জাহাজগুলি যাতায়াত করিবে এবং এই জন্য যে,

مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ج ۱۳- وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ

মিন্ ফাদ্ব্লিহী ওয়া লাআ'ল্লাকুম্ তাশ্কুরূন। ১৩। ওয়া ছাখ্খারা লাকুম্ মা-ফিছ্ ছা-মাওয়াতি

তোমরা তাঁহার কল্যাণ অনুসন্ধান করিবে ; এবং সম্ভবতঃ তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে। ১৩ এবং নভোমণ্ডলও পৃথিবীতে

وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

ওয়ামা ফিল্ আর্দ্বি জ্বামীয়া'ম্ মিন্হু ; ইন্না ফী জা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্

যাহা আছে তৎসমুদয়কে তিনি স্বীয় তরফ হইতে তোমাদের জন্য আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়াছেন, নিঃসন্দেহে ইহাতে গভীর চিন্তাশীল

لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ ۱۴- قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ

লিকাউমিঁই ইয়াতাফাক্কারূন। ১৪। ক্বুল্ লিল্লাজীনা আ-মানূ ইয়াগ্ব্ফিরূ লিল্লাজীনা

সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শনাবলী রহিয়াছে। (১৪) যাহারা ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে

لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

লা ইয়ার্জ্বূনা আইয়্যামাল্লাহি লি ইয়াজ্ব্যিইয়া কাউমাম্ বিমা কানূ ইয়াক্ছিবূন।

বলিয়া দাও : যাহারা আল্লাহর ঘটনাবলীর প্রতি আকাংখা রাখে না তাহাদিগকে যেন ক্ষমা করিয়া দেয়, এই জন্য যে, তিনি ঐ সম্প্রদায়ের প্রতিফল দিবেন তাহারা যাহা করিত।

۱۵- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ز ثُمَّ

১৫। মান্ আ'মিলা ছা-লিহান্ ফালিনাফ্ছিহ্, ওয়ামান্ আছা আ ফাআ'লাইহা, ছুম্মা

(১৫) যে সৎকার্য করিল সে তাহার নিজেদের জন্যই করিল এবং যে মন্দ কার্য করিল তাহার প্রতিফল তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে ; পুনরায়

اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝ ۱۶- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ

এলা রাব্বিকুম্ তুর্জ্বাউ'ন। ১৬। ওয়া লাকাদ্ আ-তাইনা বানী-ইছ্রা-ঈলাল্ কিতাবা

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে। ১৬) এবং নিশ্চয়ই আমি ইস্রাইল বংশধরগণকে কিতাব

وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ

ওয়াল্ হুক্‌মা ওয়ান্ নুবুওয়্যাতা ওয়া রাযাক্‌না-হুম্ মিনাত্ত্বাইয়্যিবাতি ওয়া ফাদ্দাল্‌না-হুম্

রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব ও নবুয়ৎ প্রদান করিয়াছি এবং তাহাদিগকে আমি বিশুদ্ধ খাদ্য দিয়াছি ও তাহাদিগকে জগতের বুকে

عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ج ١٧- وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ج

আলাল্ আ'লামীন। ১৭। ওয়া আ-তাইনা-হুম্ বাইয়্যিনাতিম্ মিনাল্ আম্‌র,

শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি। (১৭) এবং আমি তাহাদিগকে আদেশ সমন্বিত প্রমাণাদি দান করিয়াছি ;

فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ لا بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ط

ফামাখ্‌তালাফূ-ইল্লা মিম্ বা'দি মা জ্বা-আ-হুমু্ল ই'ল্‌ম, বাগ্‌ইয়াম্ বাইনাহুম্ ;

অতঃপর তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পরেও তাহারা বিদ্বেষ বশতঃ তাহাদের মধ্যে মতভেদ করিল,

---

اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ

ইন্না রাব্বাকা ইয়াক্‌দী বাইনাহুম্ ইয়াউমাল্ কিইয়ামাতি ফীমা কানূ ফীহে

নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক, কিয়ামত দিবসে মীমাংসা করিয়া দিবেন তাহারা যাহাতে মতভেদ

يَخْتَلِفُوْنَ ٥ ١٨- ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

ইয়াখ্‌তালিফূন্। ১৮। ছুম্মা জ্বাআ'ল্‌না-কা আ'লা শারীআ'তিম্ মিনাল্ আম্‌রি ফাত্তাবি'হা

করিতেছে। (১৮) পুনরায় আমি তোমাকে ধর্মীয় ব্যাপারে একটি বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলাম, অতঃপর তুমি উহার অনুসরণ কর

وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ٥ ١٩- اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا

ওয়ালা তাত্তাবি' আহ্‌ওয়া-আল্লাজীনা লা ইয়া'লামূন। ১৯। ইন্নাহুম্ লাঁই ইউগ্‌নূ

এবং তুমি অজ্ঞদের কামনার অনুসরণ করিও না। (১৯) নিশ্চয়ই তাহারা কখনও তোমাকে আল্লাহর বিরুদ্ধে

عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ط وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ

আ'ন্‌কা মিনাল্লাহি শাইআ ; ওয়া ইন্নাজ্জালিমীনা বা'দুহুম্ আউলিয়া-উ

কোন বিষয়ে লাভবান করিয়া দিতে পারিবে না ; এবং নিশ্চয় পাপীগণ পরস্পর

بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُتَّقِيْنَ ○ ٢٠- هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ

বা'দ্ব ; ওয়াল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্ মুত্তাক্বীন। ২০। হা-জা বাছা-ইরু লিন্নাছি

সহায় এবং আল্লাহ্ ধর্মভীরুগণের সহায়। (২০) ইহা মানবজাতির জন্য জ্ঞানমূলক উপদেশ

وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○ ٢١- اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا

ওয়া হুদাঁউ ওয়া রাহ্‌মাতাল্ লিক্বাওমিঁই ইউক্বিনূন। ২১। আম্ হাছিবাল্লাজীনাজ্ তারাহুছ্

এবং দৃঢ় আস্থাশীল সম্প্রদায়ের জন্য পথ-প্রদর্শক ও অনুগ্রহ স্বরূপ। (২১) তাহারা কি মনে করে যে, আমি তাহাদিগকে

السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ

ছাইয়্যিআতি আন্ নাজ্‌আ'লাহুম্ কাল্লাজীনা আ-মানূ ওয়া আ'মিলুছ্ ছালিহাতি

ধর্মে বিশ্বাস স্থাপনকারী ও সৎকর্মশীলদের মত করিব ?—

سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۭ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ع

ছাওয়া-আম্ মাহ্‌ইয়াহুম্ ওয়ামামা তুহুম্ ; ছা-আ মা ইয়াহ্‌কুমূন। ع

তাহাদের জীবিত থাকা ও মৃত্যুবরণ সমান কথা ; তাহারা যাহা সিদ্ধান্ত করে তাহা অতিশয় জঘন্য।

ع ২/২ রুকু

٢٢- وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ

২২। ওয়া খালাক্বাল্লাহুছ্ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বা বিল্ হাক্‌ক্বি ওয়ালি তুজ্‌যা কুল্লু

(২২) এবং আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং এই জন্য যে প্রত্যেককে তাঁহার

نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○ ٢٣- اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ

নাফ্‌ছিম্ বিমা কাছাবাৎ ওয়া হুম্ লা ইউজ্‌লামূন। ২৩। আফারাআইতা মানিত্তাখাজা

কৃতকর্মের অনুরূপ প্রতিদান দেওয়া হইবে এবং তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে না। (২৩) তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ সেই ব্যক্তিকে

اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ

ইলাহাহূ হাওয়াহু ওয়া আদ্বাল্লাহু আ'লা ই'ল্‌মিঁউ ওয়া খাতামা আ'লা ছাম্‌ই'হী

যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে ; এবং আল্লাহ জ্ঞাতসারে তাঁহাকে পথভ্রান্ত করিয়াছেন এবং তাহার কর্ণ ও

وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ط فَمَنْ يَّهْدِيْهِ

ওয়া ক্বাল্‌বিহী ওয়া জ্বাআ'লা আ'লা বাছারিহী গ্বিশাওয়াহ। ফামাঁই ইয়াহ্‌দীহী

অন্তরে মোহরাঙ্কিত এবং তাহার চক্ষুর উপর পর্দা স্থাপন করিয়াছেন ; সুতরাং আল্লাহর পরে

مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ط اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ٥ ٢٤- وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا

মিম্ বা'দিল্লাহ ; আফালা তাজাক্কারূন। ২৪। ওয়া ক্বা-লূ মা হিইয়া ইল্লা

আর কে তাহাকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে? অতঃপর কেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতেছে না?

(২৪) এবং তাহারা বলে আমাদের কেবল

حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ ج

হাইয়া তুনাদ্দুন্‌ইয়া নামূতু ওয়া নাহ্‌ইয়া ওয়ামা ইউহ্‌লিকুনা ইল্লাদ্ দাহ্‌র,

পার্থিব জীবন, আমরা মৃত্যুবরণ করি ও জীবিত থাকি এবং কালধর্ম ব্যতীত কেহই আমাদিগকে বিনষ্ট করে না,

وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ج اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ٥ ٢٥- وَاِذَا تُتْلٰى

ওয়া মা লাহুম্ বিজালিকা মিন্ ই'ল্‌ম, ইন্ হুম্ ইল্লা ইয়াজুন্নূন্। ২৫। ওয়া ইজা তুৎলা

এবং এই সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞানই নাই, তাহারা কেবল অনুমানই করে। ২৫) এবং তাহাদের নিকট

عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ

আ'লাইহিম্ আ-ইয়া-তুনা বায়্যিনা-তিম্ মা কা-না হুজ্জাতাহুম্ ইল্লা আন্

আমার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সমন্বিত আয়াতগুলি পঠিত হয়, তখন তাহাদের একমাত্র যুক্তিতর্ক এই যে,

قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ٥ ٢٦- قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ

ক্বালু'তূ বিআবা-ইনা ইন্ কুন্তুম্ ছাদিকীন্। ২৬। ক্বুলিল্লাহু ইউহ্‌য়ীকুম্

তাহারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা আমাদের পিতৃপিতামহগণকে আনয়ন কর।

(২৬) তুমি বলিয়া দাও, আল্লাহই

ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

ছুম্মা ইউমীতুকুম্ ছুম্মা ইয়াজ্ব্‌মাউ'কুম্ ইলা ইয়াউমিল্ ক্বিয়ামাতি

তোমাদিগকে জীবিত রাখেন এবং তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং তিনিই তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন

একত্রিত করিবেন

৪ ৩ | ৩ রুকু

لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ع ٢٧- وَلِلّٰهِ

লা রাইবা ফীহি ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারান্নাছি লা ইয়া'লামূন্। ৪ ২৭। ওয়া লিল্লাহি

উহাতে কোন প্রকারের সন্দেহ নাই ; কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা অবগত নহে। (২৭) এবং নভোমণ্ডল

مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ

মুল্‌কুছ্‌ ছামাওয়াতি ওয়াল্ আর্‌দ্ব ; ওয়া ইয়াউমা তাকূমুছ্‌ ছাআ'তু

এবং পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র আল্লাহরই এবং যে দিবস কিয়ামত সংঘটিত হইবে

يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ٥ ٢٨- وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً قف

ইয়াউমা ইজিঁই ইয়াখ্‌ছারুল্ মুব্‌ত্বিলূন। ২৮। ওয়া তারা কুল্লা উম্মাতিন্ জ্বাছিইয়াহ ;

সে দিবসে মিথ্যা আরোপকারিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। (২৮) এবং তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে নতজানু দেখিতে পাইবে,

كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا ط اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا

কুল্লু উম্মাতিন্ তুদ্‌আ'-ইলা কিতাবিহা ; আল্ ইয়াউমা তুজ্ব্‌যাউনা মা

প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহাদের কর্মলিপির দিকে আহ্বান করা হইবে ; তোমরা যাহা করিতে অদ্য

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٥ ٢٩- هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ط

কুন্তুম্‌ তা'মালুন। ২৯। হাজা কিতাবুনা ইয়ান্‌ত্বিকু আ'লাইকুম্ বিল্ হাক্‌ক ;

তোমাদিগকে তাহার প্রতিফল দেওয়া হইবে। (২৯) ইহাই আমার লিপিকা, ইহা যথাযথ তোমাদের নিকট বর্ণনা করিতেছে,

اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٥ ٣٠- فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

ইন্না কুন্না নাছ্‌তান্‌ছিখু মা কুন্তুম্ তা'মালুন। ৩০। ফাআম্মাল্লাজীনা আ-মানু

নিশ্চয় আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি, যাহা তোমরা করিয়া চলিয়াছ। (৩০) অতঃপর যাহারা ধর্মে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া

(২৮) এই আয়াতে বর্ণিত নতজানু হইয়া বসিবার অবস্থা কিয়ামতের দিন অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, বাস্তব জগতের কাহাকেও 'নতজানু' হইয়া প্রণিপাত করিতে হইবে। কেননা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও জন্য নতজানু হইয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা জায়েজ নাই। কবীর)

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ

ওয়া আমিলুছ্ ছালিহাতি ফাইউদ্‌খিলুহুম্ রাব্বুহুম্ ফী রাহ্‌মাতিহ্; জালিকা
সৎকার্য করিয়াছে, তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে প্রবিষ্ট করাইবেন ; ইহাই

هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ۝ ٣١ - وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ

হুওয়াল্ ফাউযুল্ মুবীন। ৩১। ওয়া আম্মাল্লাজীনা কাফারূ ; আফালাম্ তাকুন্ আ-ইয়াতী
সর্বজনবিদিত সাফল্য। (৩১) আর যাহারা ধর্মদ্রোহিতা করিয়াছে, তোমাদের সমীপে কি আমার

تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝ ٣٢ - وَاِذَا

তুৎলা আ'লাইকুম্ ফাছ্‌তাক্‌বারতুম্ ওয়া কুন্তুম্ কাউমাম্ মুজ্‌রিমীন। ৩২। ওয়া ইজা
আয়াতসমূহ পঠিত হয় নাই ? অতঃপর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছ এবং তোমরা পাপী সম্প্রদায় ছিলে। (৩২) এবং যখন

قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا

ক্বীলা ইন্না ওয়াআ'দাল্লাহি হাক্‌ক্বুঁউ ওয়াছ্‌ছাআতু লা রাইবা ফীহা ক্বুল্‌তুম্ মা
বলা হইয়াছিল যে, নিশ্চয় আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য এবং কিয়ামত যাহাতে কোন প্রকারের সন্দেহ নাই, তখন তোমরা বলিয়াছিলে যে,

نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ۝

নাদ্‌রী মাছ্‌ছা'আ-তু ইন্ নাজুন্নু ইল্লা জান্নাঁউ ওয়ামা নাহ্‌নু বিমুছ্‌তাইক্বিনীন।
কিয়ামত কি তাহা আমরা জানি না, আমরা উহাকে কল্পনা ব্যতীত কিছুই মনে করি না—উহাতে আমাদের আদৌ আস্থা নাই।

٣٣ - وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ

৩৩। ওয়া বাদা লাহুম্ ছাইয়্যিয়াতু মা আ'মিলু ওয়া হা-ক্বা বিহিম্ না কা নূ বিহী
(৩৩) তাহাদের কৃতকর্মের অমঙ্গলসমূহ প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া লইবে, যাহা তাহারা

يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ ٣٤ - وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ

ইয়াছ্‌তাহ্‌যিয়ুন। ৩৪। ওয়া ক্বীলাল্ ইয়াউমা নান্‌ছাকুম্ কামা নাছীতুম্ লিকা-আ
বিদ্রূপ করিত। (৩৪) এবং বলা হইবে—অদ্য আমি তোমাদিগকে ভুলিতেছি যেমন তোমরা এই দিবসের

يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝ ٣٥ - ذٰلِكُمْ

ইয়াউমিকুম্ হা-জা ওয়া মা'ওয়া কুমুন্নারু ওয়ামা লাকুম্ মিন্ না-ছিরীন। ৩৫। জালিকুম্
সাক্ষাৎকার ভুলিয়া গিয়াছিলে এবং তোমাদের স্থান দোযখ এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নাই।
(৩৫) যেহেতু তোমরা

بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ج

বিআন্নাকুমুত্তাখাজতুম্ আ-ইয়া-তিল্লাহি হুযুওয়াঁউ ওয়া গ্বার্‌রাৎকুমুল্ হাইয়াতুদ্ দুন্ইয়া,
আল্লাহর নিদর্শনসমূহ উপহাসরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে,

---

فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝ ٣٦ - فَلِلّٰهِ

ফাল্ ইয়াউমা লা ইউখ্‌রাজুনা মিন্‌হা ওয়ালাহুম্ ইউছ্‌তা'তাবুন। ৩৬। ফালিল্লাহিল্
সুতরাং অদ্য তাহাদিগকে উহা হইতে বাহির করা হইবে না এবং তাহাদের কোন ওজর গৃহীত হইবে না।
(৩৬) অনন্তর নভোমণ্ডল,

الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ٣٧ - وَلَهُ

হাম্‌দু রাব্বিছ্ ছামাওয়াতি ওয়া রাব্বিল্ আর্‌দ্বি রাব্বিল্ আ'লামীন। ৩৭। ওয়া লাহুল্
পৃথিবী ও বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। (৩৭) এবং নভোমণ্ডল

ع ৪ — ৪ রুকু

الْكِبْرِيَاءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ص وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ع

কিব্‌রিয়াউ ফিছ্‌ছামাওয়াতি ওয়াল্ আর্‌দ্বি, ওয়াহু ওয়াল্ আযীযুল্ হাকীম্। ع
ও পৃথিবীতে তাঁহারই গরিমা মহিমা, তিনিই পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী।

---

(৩৫) পৃথিবীর জীবন মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কেননা এই বাস্তব পৃথিবীর মায়া-মোহ ও লোভ কিছুতেই মানুষ সংবরণ করিতে পারে না। আল্লাহ যাহাদিগকে এই সুকঠিন বাধা হইতে নাজাত দান করিয়াছেন, সে-ই হইবে পরম সৌভাগ্যের অধিকারী। (কাছাছ)

ছুরা—আহ্‌ক্বাফ্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মানির্ রাহীম্। অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৩৫ আয়াত এবং ৪ রুকু।

١ - حٰمٓ ج ٢ - تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ٥ ٣ - مَا

১। হা-মী-ম্। ২। তান্‌যীলুল্ কিতাবি মিনাল্লাহিল্ আ'যীযিল্ হাকীম্। ৩। মা

(১) হা-মী-ম্। (২) পরাক্রমশালী পরিপূর্ণ মহাজ্ঞানী আল্লাহর তরফ হইতে এই কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে। (৩) আমি

خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ

খালাক্‌নাছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল্ আর্‌দ্বা ওয়ামা বাইনা হুমা ইল্লা বিল্ হাক্‌ক্বি

নভোমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয় মধ্যস্থ সমুদয়কে যথাযথভাবে ও এক নির্দিষ্ট

وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ٥ ٤ - قُلْ

ওয়া আজ্বালিম্ মুছাম্মা ; ওয়াল্লাজীনা কাফারূ আ'ম্মা উন্‌জিরূ মু'রিদ্বুন। ৪। ক্বুল্

সময়ের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি এবং ধর্মদ্রোহিগণকে যে বিষয়ে ভয় প্রদর্শিত হয়, উহা হইতে তাহারা বিমুখ থাকে। (৪) তুমি বল,

اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ

আরা আইতুম্ মা তাদ্‌উ'না মিন্ দুনিল্লাহি আরূনী মা জা খালাক্বু মিনাল্ আর্‌দ্বি

আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহাদের বিষয় কি তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ ? তাহারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করিয়াছে,

اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ط اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ

আম্ লাহুম্ শির্‌কুন্ ফিছ্‌ছামাওয়াতি ; ঈতুনী বিকিতাবিম্ মিন্ ক্বাব্‌লি হা-জা

অথবা আকাশে তাহাদের কোন্ অংশ আছে, তাহা আমাকে প্রদর্শন কর ; যদি তোমরা সত্যবাদী হও

(৩) পৃথিবী এবং আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন আল্লাহ তাআলা। এই গুলির জন্য নির্দিষ্ট স্থান ও সময় তিনি ঠিক করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ যদি স্বীয় কুদরতের দ্বারা এই নিয়ম-শৃঙ্খলা জারী না রাখিতেন, তাহা হইলে কোন মানুষের পক্ষে তাহা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। (বুরহান)

اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٥ - وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ

আউ আছারাতিম্ মিন্ ই'ল্‌মিন্ ইন্ কুন্তুম্ ছা-দিকীন। ৫। ওয়ামান্ আদ্বাল্লু মিম্মাঁই

তবে ইহার পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা জ্ঞানের কোন নিদর্শন আমার সম্মুখে আনয়ন কর। (৫) এবং তদপেক্ষা কে অধিকতর

يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

ইয়াদ্‌উ' মিন্‌দুনিল্লাহি মাল্‌লা ইয়াছ্‌তাজ্বীবু লাহু ইলা ইয়াউমিল্ ক্বিয়ামাতি

পথভ্রান্ত যে আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুকে আহ্বান করে, যাহা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত

وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝٦ - وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ

ওয়াহুম্ আ'ন্ দুআ'ইহিম্ গ্বাফিলুন্। ৬। ওয়া ইজা হুশিরান্নাছু কা-নু লাহুম্

তাহার কোনই উত্তর প্রদান করিতে সক্ষম নহে এবং উহারা তাহাদের আহ্বান সম্বন্ধেও কোন সংবাদ রাখে না। (৬ এবং যখন মানব জাতিকে একত্রিত করা হইবে, তখন উহারা তাহাদের

اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝٧ - وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ

আ'দাআঁউ ওয়া কা-নু বি ই'বাদাতিহিম্ কাফিরীন। ৭। ওয়া ইজা তুৎলা আ'লাইহিম্

শত্রু হইবে এবং উহারা তাহাদের উপাসনা সম্বন্ধে অস্বীকার করিবে। (৭) এবং যখন তাহাদের সমীপে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ

اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ لا

আ-ইয়া-তুনা বায়্যিনাতিন্ ক্বালাল্লাজীনা কাফারূ লিল্ হাক্ব্‌কি লাম্মা জ্বাআহুম্

পঠিত হয়, তখন ধর্মদ্রোহিগণ—তাহাদের নিকট সত্য আসিলে তাহারা উহাকে বলিল—

هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ط ۝٨ - اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ط قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ

হা-জা ছিহ্‌রুম্ মুবীন্। ৮। আম্ ইয়াক্বুলুনাফ্‌তারাহ্ ; ক্বুল্ ইনিফ্‌তারাইতুহু

ইহা স্পষ্ট যাদু। (৮) অথবা তাহারা বলে সে স্বয়ং উহা রচনা করিয়াছে ? তুমি বলিয়া দাও—যদি আমি স্বয়ং উহা রচনা করিয়া থাকি

فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ط كَفٰى

ফালা তাম্‌লিকূনা লী মিনাল্লাহি শাইয়া ; হুওয়া আ'লামু বিমা তুফিদুনা ফিহ্ ; কাফা

তবে আল্লাহর সমীপে তোমরা আল্লাহর জন্য কিছুই করিতে সমর্থ নহে ; তোমরা উহার সম্বন্ধে যাহা বলিতেছ, সে সম্বন্ধে তিনি খুব জ্ঞাত আছেন ; আমার

بِهٖ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ط وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ٥ ٩ - قُلْ مَا كُنْتُ

বিহী শাহীদাম্ বাইনী ওয়া বাইনাকুম্ ; ওয়াহু ওয়াল্ গ্বাফূরুর্ রাহীম। ৯। ক্বুল্ মা কুন্তু

ও তোমাদের মধ্যে তাঁহার সাক্ষ্যই যথেষ্ট এবং তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল করুণাময়। (৯) তুমি বলিয়া দাও—আমি

بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ ط اِنْ

বিদ্‌আ'ম্ মিনার্‌রুছুলি ওয়ামা আদ্‌রী মা ইউফ্‌আ'লু বী ওয়ালা বিকুম্ ; ইন্

রাসূলগণের মধ্যে নূতন ধরনের নহি এবং আমার সহিত ও তোমাদের সহিত কি করা হইবে তাহাও আমি অবগত নহি ; আমার

اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ٥

আত্তাবিউ' ইল্লা মা ইউহা ইলাইয়্যা ওয়ামা আনা ইল্লা নাজীরুম্ মুবীন্।

প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে, আমি মাত্র তাহারই অনুসরণ করিতেছি এবং আমি শুধু প্রকাশ্য ভীতি প্রদর্শনকারী।

١٠ - قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ

১০। ক্বুল্ আরাআইতুম্ ইন্ কা-না মিন্ ইন্‌দিল্লাহি ওয়াকাফার্‌তুম্ বিহী ওয়া শা-হিদা

(১০) তুমি বলিয়া দাও—তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ যে, ইহা যদি আল্লাহর তরফ হইতে হয় এবং তোমরা উহা অমান্য করিয়াছ ও বণী-ইস্রাইলের

شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ط

শা-হিদুম্ মিম্ বানী ইছ্‌রাঈলা আ'লা মিছ্‌লিহী ফা আ-মানা ওয়াছ্‌তাক্‌বার্‌তুম্ ;

জনৈক সাক্ষ্যদাতা ইহার অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে ; অতঃপর সে বিশ্বাস স্থাপন করিল আর তোমরা অহঙ্কার করিলে ;

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ع ١١ - وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাউমাজ্‌ জা-লিমীন্। ع ১১। ওয়া ক্বালাল্লাজীনা কাফারূ

নিশ্চয় আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। (১১) এবং ধর্মদ্রোহিগণ ধর্মে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের বলিল—

ع ১ — ১ রুকূ

(১০) দয়াময় আল্লাহর নিকট হইতেই সবকিছু আসিয়া থাকে এবং আল্লাহর নির্দেশেই সকল পদার্থ পরিচালিত হয়। আল্লাহর এই নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে কোন রকম পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় না। সুতরাং আল্লাহর নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে কাহারও নাক গলানো উচিৎ নহে। (জামী)

لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ط وَاِذْ لَمْ

লিল্লাজীনা আ-মানু লাউ কা-না খাইরাম্ মা ছাবাক্বূনা ইলাইহ্ ; ওয়া ইজ্‌লাম্

ইহা যদি অত্যুত্তম হইত, তাহা হইলে আমাদের পূর্বে তাহারা ইহার দিকে অগ্রসর হইত না এবং যখন ইহা দ্বারা সুপথ পাইল না

يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ١٢ - وَمِنْ قَبْلِهٖ

ইয়াহ্‌তাদু বিহী ফাছাইয়াকূলূনা হাজা ইফ্‌কুন্ ক্বাদীম্। ১২। ওয়ামিন্ ক্বাব্‌লিহী

কাজেই তাহারা তখন বলিবে যে, ইহা প্রাচীন কালের মিথ্যা কাহিনী। ১২) এবং ইহার পূর্বে

كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ط وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ

কিতাবু মুছা ইমামাঁউ ওয়া রাহ্‌মাহ্ ; ওয়া হা-জা কিতাবুম্ মুছাদ্‌দিকুল্

মূসার কিতাব পথ-প্রদর্শক ও অনুগ্রহ স্বরূপ ছিল এবং এই কিতাব আরবী ভাষার সত্যতা প্রতিপন্নকারী

لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ق صلے وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ج

লিছানান্ আ'রাবিইয়্যাল্ লিইউন্‌জিরাল্লাজীনা জালামু, ওয়া বুশরা লিল্ মুহ্‌ছিনীন্।

এইজন্য যে, পাপীদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিবে এবং সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দাতা।

---

١٣ - اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

১৩। ইন্নাল্লাজীনা ক্বা-লু রাব্বুনাল্লাহু ছুম্মাছ্‌তাক্বামু ফালা খাউফুন্ আ'লাইহিম্

(১৩) নিশ্চয় যাহারা বলে যে, আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক অতঃপর তাহারা উহাতেই অবিচলিত-ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে তাহাদের কোন প্রকারের

وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ج ١٤ - اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج

ওয়ালাহুম্ ইয়াহ্‌যানুন্। ১৪। উলা-য়িকা আছ্‌হাবুল্ জান্নাতি খা-লিদীনা ফীহা ;

আতঙ্ক নাই ও তাহারা সন্তপ্ত হইবে না। (১৪) ইহারাই বেহেশ্‌তবাসী হইবে—তন্মধ্যে তাহারা চিরদিন থাকিবে ;

---

(১২) পবিত্র কোরআনের ভাষা হইল আরবী। এই আরবী ভাষা পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য সকল ভাষা হইতে উত্তম এবং ছন্দ-মধুর ও প্রাঞ্জল। শুধু তাহাই নহে, আরবী ভাষার মত মধুরতা, অন্য কোন ভাষায় নাই। কেননা আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষার সৌন্দর্য ও গতিশীলতা তেমন উচ্চাঙ্গের নহে। আরবী ভাষায় যত বেশী প্রতিশব্দ রহিয়াছে, অন্য কোন ভাষায় তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া, কবরের মধ্যে মানুষ আরবী ভাষাতেই কথাবার্তা বলিবে। রোজ-হাশরেও আরবীতে উত্তর প্রদান করিবে। অতঃপর ফুলসেরাত পার হইয়া জান্নাতে গমন করতঃ আরবী ভাষায়ই বাক্যালাপ করিবে। সুতরাং আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য আমাদের তৎপর হইতে হইবে।

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ١٥ - وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

জাযাআম্ বিমা কা-নূ ইয়া'মালুন। ১৫। ওয়া ওয়াছ্ছাইনাল্ ইন্ছানা বিওয়া-লিদাইহি

ইহাই তাহাদের প্রতিদান—যাহা তাহারা করিত। (১৫) এবং আমি মানবকে স্বীয় জনক-জননীর সহিত সদ্ব্যবহার করিবার জন্য

إِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمْلُهُ

ইহ্ছানা ; হামালাৎহু উম্মুহু কুর্‌হাঁউ ওয়া ওয়াদ্বাআৎহু কুর্‌হা ; ওয়াহাম্‌লুহূ

চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিয়াছি ; তাহার জননী তাহাকে কষ্টের সহিত গর্ভে ধারণ করিয়াছে এবং কষ্টের সহিত তাহাকে প্রসব করিয়াছে এবং তাহাকে গর্ভে ধারণ

وَفِصٰلُهُ ثَلٰثُونَ شَهْرًا ط حَتّٰى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ

ওয়া ফিছালুহু ছালাছুনা শাহ্‌রা ; হাত্তা ইজা বালাগা আশুদ্দাহূ ওয়া বালাগা

ও স্তন্যপান হইতে বিরত করিতে ত্রিশ মাস লাগিয়াছে ; এমনকি, সে যখন যৌবনে পদার্পণ করে ও চল্লিশ বৎসরে

أَرْبَعِيْنَ سَنَةً لا قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ

আর্‌বাঈ'না ছানাতান্, ক্বা-লা রাব্বি আউযি'নী আন্ আশ্‌কুরা নি'মাতাকাল্লাতী

উপনীত হয়, তখন সে বলিতে থাকে—হে আমার প্রতিপালক ! আপনি আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে সমুদয় দান করিয়াছেন, তৎসমুহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ

আন্‌আ'ম্‌তা আ'লাইইয়্যা ওয়া আ'লা ওয়া-লিদাইইয়্যা ওয়া আন্ আ'মালা ছা-লিহান্ তার্‌দ্বাহু

করিবার শক্তি আমাকে প্রদান করুন এবং আমাকে এরূপ সৎকার্য করিবার শক্তি প্রদান করুন, যাহা আপনার সন্তোষ বিধান করে

وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ط إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

ওয়া আছ্‌লিহ্ লী ফী জুর্‌রিইয়্যাতী ; ইন্নী তুব্‌তু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল্ মুছ্‌লিমীন।

ও আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে সৎকর্মশীল করুন ; নিশ্চয় আমি আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি—নিঃসন্দেহে আমি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।

(১৫) মাতা-পিতার প্রতি **এহ্‌ছান** করা ফরজ। এই এহ্‌ছান অর্থ উপকারীর প্রত্যুপকার নহে, বরং ইহা হইল করণীয় ও অবশ্য পালনীয় এবাদত মাত্র। কেননা মাতা-পিতার খেদমত করিবার জন্য সন্তানের জন্ম হইয়া থাকে। তাঁহাদের সামনে গোমরাহ মুখ হইয়া বসিতে নাই। কেননা এক বিমর্ষতা অন্য এক বিমর্ষতাকে উস্কানী দেয়। (মাদারেক)

١٦ - أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ

১৬। উলা-ইকাল্লাজীনা নাতাক্বাব্বালু আ'ন্‌হুম্ আহ্‌ছানা মা আ'মিলু ওয়া নাতাজ্বাওয়াযু

(১৬) ইহারাই তাহারা—আমি যাহাদের কৃত উত্তম কার্যগুলি গ্রহণ করি এবং

عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا

আ'ন্ ছায়্যিআতিহিম্ ফী আছ্‌হাবিল্ জ্বান্নাহ্; ওয়া'দাছ্ ছিদ্‌কিল্লাজী কা-নূ

তাহাদের মন্দ কার্যগুলি ছাড়িয়া দেই—তাহারাই বেহেশ্‌তবাসী এবং ইহাই সত্য প্রতিশ্রুত, যাহা

يُوعَدُونَ ١٧ - وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ

ইউআ'দূন্। ১৭। ওয়াল্লাজী ক্বা-লা লিওয়া-লিদাইহি উফ্‌ফিল্ লাকুমা আতাই'দানিনী আন্

তাহাদিগের সহিত করা হইত। (১৭) এবং যে স্বীয় জনক-জননীকে বলে—তোমাদের জন্য পরিতাপ! তোমরা কি আমাকে পুনরায়

أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ

উখ্‌রাজ্বা ওয়া ক্বাদ্ খালাতিল্ কুরূনু মিন্‌ক্বাব্‌লী, ওয়া হুমা ইয়াছ্‌তাগিছানিল্লাহা

বহির্গত হওয়ার অঙ্গীকার করিতেছ? আমার পূর্বে ত বহু যুগ অতিবাহিত হইয়াছে এবং তাহারা উভয়ে আল্লাহর দোহাই দিয়া

وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا

ওয়াইলাকা আ-মিন্, ইন্না ওয়া'দাল্লাহি হাক্ক্বুন্; ফাইয়া ক্বূলু মা হা-জা ইল্লা

বলে যে, হায়! হায়!! তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর, নিশ্চয় আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য; অতঃপর সে বলে যে

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١٨ - أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ

আছাত্বীরুল্ আউওয়ালীন। ১৮। উলা-ইকাল্লাজীনা হাক্ক্বা আ'লাইহিমুল্ ক্বাউলু

ইহা কেবল মাত্র পূর্বকালের কাহিনী। (১৮) ইহারা সেই লোক—যাহাদের পূর্বে জ্বিন ও মানবের বহু সম্প্রদায় অতীত হইয়া গিয়াছে, যাহাদের উপর

فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا

ফী উমামিন্ ক্বাদ্ খালাৎ মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ মিনাল্ জ্বিন্নি ওয়াল্ ইন্‌ছ্; ইন্নাহুম্ কা-নূ

সেই বাণী সত্য প্রমাণিত হইয়াছে; নিশ্চয় তাহারা

خٰسِرِيْنَ ۝١٩ - وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ

খা-ছিরীন্। ১৯। ওয়ালিকুল্লিন্ দারাজ্বাতুম্ মিম্মা আ'মিলু; ওয়ালি-ইউওয়াফ্ ফিইয়াহুম্
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। (১৯) এবং প্রত্যেকের জন্য স্ব স্ব কৃতকর্ম অনুযায়ী মর্যাদা রহিয়াছে, এইজন্য যে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কার্যাবলীর পূর্ণ

اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝٢٠ - وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ

আ'মা-লাহুম্ ওয়াহুম্ লা ইউজ্লামূন্। ২০। ওয়া ইয়াউমা ইউ'রাদ্বুল্লাজীনা
প্রতিদান দিবেন এবং তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইবে না। (২০) এবং সে দিবস ধর্মদ্রোহিগণকে

كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۖ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا

কাফারূ আ'লান্নার্; আজ্হাব্তুম্ ত্বায়্যিবা-তিকুম্ ফী হাইয়াতিকুমুদ্দুন্ইয়া
দোযখাগ্নিতে উপস্থিত করা হইবে; তোমরা ত পার্থিব জীবনে তোমাদের স্ব স্ব উত্তম বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করিয়াছ

وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ

ওয়াছ্তাম্তা'তুম্ বিহা; ফাল্ ইয়াউমা তুজ্ব্যাউনা আ'জাবাল্ হূনি বিমা কুন্তুম্
এবং উহা উপভোগ করিয়াছ; অতএব অদ্যকার দিনে তোমাদিগকে লাঞ্ছনাজনক প্রতিফল দেওয়া হইবে, যেহেতু তোমরা

تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ع

তাছ্তাক্বিরূনা ফিল্ আর্দ্বি বিগ্বাইরিল্ হাক্কি ওয়া বিমা কুন্তুম্ তাফ্ছুকূন। ع
অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে উদ্ধত আচরণ করিতেছিলে ও যেহেতু তোমরা মহাপাপ করিতেছিলে। ع ২/২ রুকু

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ۗ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ - ٢١

২১। ওয়াজ্কুর আ-খা আ'দ্; ইজ্ আন্জারা কাউমাহূ বিল্ আহ্কাফি ওয়াকাদ্
(২১) এবং তুমি তাহাদের ভ্রাতাকে স্মরণ কর; তিনি যখন 'আহ্কাফে' তাঁহার সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করিলেন;

(১৯) এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন যে, যে যেইরূপ আমল করিবে, সে তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের এই নির্দেশ দ্বারা বুঝা যায় যে, শুধু কেবল তকদীরের দোহাই দিয়া নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকিলেই চলিবে না। বরং আমল করিয়া যাইতে হইবে। হয়ত আল্লাহর দরবারে এই আমল কবুল হইতেও পারে বা নাও হইতে পারে। আল্লাহ কি দিবেন বা না দিবেন, তাহা কেবল তিনিই জানেন। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়া আমাদের আমল করা উচিৎ। নতুবা পরকালে পস্তাইতে হইবে।

خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا

খালাতিন্ নুজুরু মিম্ বাইনি ইয়াদাইহি ওয়ামিন্ খাল্ফিহী আল্লা

বস্তুতঃ তাহাদের পূর্বাপরও বহু ভীতি প্রদর্শনকারী অতীত হইয়া গিয়াছেন যে, তোমরা আল্লাহ

تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ط اِنِّیْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ٥

তা'বুদু ইল্লাল্লাহ্ ; ইন্নী আখাফু আ'লাইকুম্ আ'জাবা ইয়াউমিন্ আ'জীম।

ব্যতীত অন্য কাহারও উপাসনা করিও না ; নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর সেই মহাদিবসের শাস্তি আপতিত আশঙ্কা করিতেছি।

২২ - قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ج فَاْتِنَا بِمَا

২২। কা-লূ আজি'তানা লিতা'ফিকানা আ'ন্ আ-লিহাতিনা ; ফা'তিনা বিমা

(২২) তাহারা বলিল—তুমি কি এইজন্য আসিয়াছ যে, তুমি আমাদিগকে আমাদের উপাস্যগণ হইতে প্রত্যাবর্তিত করিবে ? সুতরাং তুমি যদি

تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ٥ ২৩ - قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ز صلے

তাই'দুনা ইন্কুন্তা মিনাছ্ছা-দিক্বীন। ২৩। ক্বা-লা ইন্নামাল্ ই'ল্মু ই'ন্দাল্লাহি,

সত্যবাদিগণের অন্তর্ভুক্ত হও, তবে তুমি যাহা অঙ্গীকার করিতেছ তাহা আমাদের সমীপে আনয়ন কর।

(২৩) তিনি বলিলেন—এতদ্ব্যতীত নহে যে, উহার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকট,

وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّیْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ٥

ওয়া উবাল্লিগুকুম্ মা উর্ছিল্তু বিহী ওয়ালাকিন্নী আরা কুম্ ক্বাউমান্ তাজ্হালুন্।

আমি শুধু উহাই তোমাদের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি, যৎসহ আমি প্রেরিত হইয়াছি ; কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, তোমরা অজ্ঞ সম্প্রদায়।

২৪ - فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ لا قَالُوْا هٰذَا

২৪। ফালাম্মা রাআউহু আ-রিদাম্ মুছ্তাক্বিলা আউদিয়াতিহিম্, ক্বা-লু হা-জা

(২৪) অতঃপর যখন তাহারা উহাকে মেঘ সদৃশ তাহাদের উপত্যকার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিল, তখন তাহারা বলিল—ইহা

ـا رِضٌ مُّمْطِرُنَا ط بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ط رِيْحٌ فِيْهَـا

আ-রিদ্বুম্ মুম্ত্বিরুনা ; বাল্ হুওয়া মাছ্তা'জাল্তুম্ বিহ্ ; রীহুন্ ফীহা

এক খণ্ড মেঘ—যাহা আমাদের উপর বর্ষিত হইবে ; বরং উহা তাহাই, যে বিষয়ে ত্বরান্বিত হইবার জন্য তোমরা ব্যস্ত ; উহা ঝঞ্ঝাবায়ু,

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ج ٢٥ - تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا

আ'জাবুন্ আ'লীম। ২৫। তুদাম্মিরু কুল্লা শাইইম্ বিআম্রি রাব্বিহা ফাআছ্বাহু

উহাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে, যাহা স্বীয় প্রতিপালকের আদেশে প্রত্যেক বস্তুকে উৎপন্ন করিয়া ছাড়ে। (২৫) বস্তুতঃ তাহারা এইরূপ

لَا يُرٰى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ط كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ٥

লা ইউরা ইল্লা মাছাকিনুহুম্ ; কাজা-লিকা নাজ্যিল্ কাউমাল্ মুজ্রিমীন্।

অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাদের বাসগৃহ ব্যতীত আর কিছুই পরিদৃষ্ট হইতেছিল না ; এইরূপেই আমি দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি।

٢٦ - وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَا اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًـا

২৬। ওয়ালাকাদ্ মাকান্নাহুম্ ফীমা ইম্মাকান্নাকুম্ ফীহি ওয়াজ্বাআ'ল্না লাহুম্ ছাম্আঁ'উ

(২৬) এবং অবশ্য আমি তাহাদিগকে যে যে বিষয়ে শক্তিশালী করিয়াছিলাম, তোমাদিগকে সে বিষয়ে শক্তিশালী করি নাই এবং আমি তাহাদিগকে কর্ণ,

وَّاَبْصَارًا وَّاَفْئِدَةً زصلے فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا

ওয়া আব্ছার'াউ ওয়া আফ্ইদাতান্ ফামা আগ্না আ'ন্হুম্ ছাম্উ'হুম্ ওয়ালা

চক্ষুসমূহ ও অন্তরসমূহ প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদের কর্ণ ; চক্ষুসমূহ ও

اَبْصَارُهُمْ وَلَا اَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ لا

আব্ছারুহুম্ ওয়ালা আফ্ইদাতুহুম্ মিন্ শাইইন্ ইজ্ কা-নু ইয়াজ্হাদুহুনা,

অন্তরসমূহ কোনও বিষয়ে সুফল প্রদান করিল না, কেননা তাহারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ع

বিআ-ইয়া-তিল্লাহি ওয়া হা-কা বিহিম্ মা কা-নু বিহী ইয়াছ্তাহ্যিউন। ع

অমান্য করিতেছিল, তাহারা যে বিষয়ে বিদ্রূপ করিতেছিল, তাহাই তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া লইল।

ع ٣/٣ রুকূ

২৭ - وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ

২৭। ওয়ালাক্বাদ্ আহ্লাক্না মা হাউলাকুম্ মিনাল্ ক্বুরা ওয়াছার্‌রাফ্‌নাল্ আইয়াতি

(২৭) এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের চতুর্পার্শ্বস্থ লোকালয় মধ্য হইতে বিধ্বস্ত করিয়াছি এবং বার বার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিয়াছি

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ০ ২৮ - فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ

লাআ'ল্লাহুম্ ইয়ার্‌জ্বিউ'ন্। ২৮। ফালাউলা নাছারাহুমুল্লাজীনাত্তাখাজু মিন্ দূনিল্লাহি

সম্ভবতঃ তাহারা প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। (২৮) অতঃপর তাহারা আল্লাহ ব্যতীত যাহাদিগকে নৈকট্য লাভের উপায় স্বরূপ উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, সেগুলি

قُرْبَانًا آلِهَةً ط بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ج وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا

ক্বুর্‌বানান্ আলিহাহ্ ; বাল্ দ্বাল্লু আ'ন্‌হুম্ ; ওয়া জা-লিকা ইফ্‌কুহুম্ ওয়ামা কা-নূ

তাহাদিগকে সাহায্য করিল না কেন ; বরং তাহারা তাহাদের নিকট অদৃশ্য হইল এবং ইহা তাহাদের অমূলক ধারণা

يَفْتَرُونَ ০ ২৯ - وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ

ইয়াফ্‌তারূন্। ২৯। ওয়া ইজ্ ছারাফ্‌না ইলাইকা নাফারাম্ মিনাল্ জ্বিন্নি

ও মিথ্যা কল্পনা ছিল। (২৯) এবং যখন আমি একদল জ্বিনকে তোমার দিকে আনয়ন করিলাম—

يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ج فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ج فَلَمَّا

ইয়াছ্‌তামিউ'নাল্ ক্বুর্‌আন্ ; ফালাম্মা হাদ্বারূহু ক্বা-লূ আন্‌ছিতু, ফালাম্মা

যাহারা কোরআন শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল ; অতঃপর যখন তাহারা উহার সমীপবর্তী হইল, তখন তাহারা বলিল—তোমরা নীরব থাক ; তৎপরে যখন উহা

قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ০ ৩০ - قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا

ক্বুদ্বিয়া ওয়াল্লাউ ইলা ক্বাউমিহিম্ মুন্‌জিরীন্। ৩০। ক্বা-লূ ইয়া-ক্বাউমানা ইন্না

সমাপ্ত হইল, তখন তাহারা স্বীয় সম্প্রদায়ের দিকে ভীতি প্রদর্শকরূপে ফিরিয়া গেল। (৩০) তাহারা বলিল—হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা

---

(২৭) কাল ও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিলে মানুষ বুঝিতে পারিবে যে, তাহার পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। সেও এক অবস্থায় থাকিতে পারিবে না। (ইবনে হাজ্বম)

سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ

ছা'মিনা কিতাবান্ উন্যিলা মিম্ বা'দি মুছা মুছাদ্দিক্বাল্লিমা বাইনা

মূসার পরে অবতারিত এইরূপ এক কিতাব শ্রবণ করিয়াছি, যাহা উহার পূর্বেকার

يَدَيْهِ يَهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

ইয়াদাইহি ইয়াহ্দী ইলাল্ হাক্কি ওয়া ইলা ত্বারীক্বিম্ মুছ্তাকীম্।

সত্যতা প্রমাণকারী এবং সত্য ও সরল পথ প্রদর্শন করে।

---

٣١ - يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ

৩১। ইয়া কাউমানা আজ্বীবু দাই'য়াল্লাহি ওয়া আ-মিনূ বিহী ইয়াগ্ফির্লাকুম্ মিন্

(৩১) হে আমাদের সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীকে মান্য কর এবং তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করিবেন

ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○ ٣٢ - وَمَنْ لَّا يُجِبْ

জুনুবিকুম্ ওয়া ইউজ্বির্ কুম্ মিন্ আ'জাবিন্ আ'লীম্ ৩২। ওয়া মাল্ লা ইউজ্বীব্

এবং তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন। (৩২) এবং যে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীকে অমান্য করিবে

دَاعِىَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ

দাই'য়াল্লাহি ফালাইছ বিমু'জ্বিযিন্ ফিল্ আর্দ্বি ওয়া লাইছা লাহূ মিন্ দুনিহী

সে পৃথিবীতে পরাজিত করিতে পারিবে না এবং তিনি ব্যতীত তাহার

اَوْلِيَآءُ ط اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ ٣٣ - اَوَلَمْ يَرَوْا

আউলিয়াউ ; উলা-ইকা ফী দ্বালালিম্ মুবীন্। ৩৩। আওয়ালাম্ ইয়ারাউ

কেহই রক্ষাকারী নাই ; উহারাই প্রকাশ্য পথভ্রান্তিতে রহিয়াছে। (৩৩ তাহারা কি লক্ষ্য করে নাই যে,

---

(৩১) যাহারা মানুষকে আল্লাহর পথের দিকে ডাক দেয় এবং আল্লাহর দিকে মানুষকে অণুপ্রাণিত করে, মানুষের উচিৎ তাহাদের ডাকে সাড়া দেওয়া এবং সর্বোতভাবে তাহাদের অনুসরণ, অনুকরণ ও পায়রবী করা। কিন্তু দুনিয়ার প্রেমে মত্ত মানুষ সেই সত্য পথের দিশারীদিগের প্রতি তাকায় না, এমনকি তাহাদের নেক হেদায়েতকেও কোনরূপ আমল দেয় না। আল্লাহ যেন এমন লোকদিগকে হেদায়েত করেন।

اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ

আন্নাল্লা হাল্লাজী খালাক্বাছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল্ আর্দ্বা ওয়ালাম্ ইয়া'ইয়া বিখাল্‌কিহিন্না

নিশ্চয় আল্লাহই আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ঐগুলি সৃজন করিতে তিনি ক্লান্তিবোধ করেন নাই—

بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى ط بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى

বিক্বাদিরিন্ আ'লা আঁই ইউহ্‌ই ইয়াল্ মাউতা ; বালা ইন্নাহূ আ'লা

তিনি মৃতসমূহকে জীবিত করিতে সক্ষম ; কেননা তিনি সর্ব বিষয়ে

كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ ٣٤ - وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ط

কুল্লি শাইইন্ ক্বাদীর। ৩৪। ওয়া ইয়াউমা ইউ'রিদ্বুল্লাজীনা কাফারূ আ'লান্নার্ ;

সর্বশক্তিমান। (৩৪) এবং যে দিবস ধর্ম অমান্যকারীগণকে দোযখাগ্নিতে উপস্থাপিত করা হইবে ;

اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ط قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ط قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ

আলাইছা হাজা বিল্ হাক্ক্ ; ক্বালূ বালা ওয়া রাব্বিনা ; ক্বালা ফাজুকুল্ আজাবা

ইহা কি সত্য নহে ? তাহারা বলিবে—হাঁ, আমাদের প্রতিপালকের শপথ ; তিনি বলিবেন—তোমরা যাহা অমান্য করিতে

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝ ٣٥ - فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

বিমা কুন্তুম্ তাক্‌ফুরূন্। ৩৫। ফাছ্‌বির্ কামাছাবারা উলুল্ আ'য্‌মি মিনার্‌রুছুলি

তাহার প্রতিফল স্বরূপ স্বাদ গ্রহণ কর। (৩৫) সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর, রাসূলগণের মধ্যে অধ্যবসায়িগণ

وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ط كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَا لَمْ

ওয়ালা তাছ্‌তা'জ্বিল্ লাহুম্ ; কাআন্নাহুম্ ইয়াউমা ইয়ারাউনা মা ইউআ'দুনা লাম্

যেরূপ ধৈর্য ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্য ত্বরান্বিত করিও না ; যেহেতু যে দিবস তাহারা প্রতিশ্রুত বিষয় প্রত্যক্ষ করিবে

يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ط بَلٰغٌ ج فَهَلْ يُهْلَكُ

ইয়াল্‌বাছূ ইল্লা ছাআ'তাম্ মিন্ নাহার্ ; বালাগুন্, ফাহাল্ ইউহ্‌লাকু

তাহারা দিবসের ঘন্টাকাল ব্যতীত অবস্থান করে নাই ; কেবল প্রচারকার্য অতঃপর দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায় ব্যতীত

إِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ع

ইল্লাল্ কাউমুল্ ফাছিকূন্। ع

বিনষ্ট হইবে না।

ع ৪ — ৪ রুকু

ছুরা—মুহাম্মদ্

ইহা মদীনায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিছ্মিল্লা-হির্ রাহ্মানির্ রাহীম্।

অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।

ইহাতে ৩৮ আয়াত

এবং ৪ রুকু।

١ - اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ٥ ٢ - وَالَّذِيْنَ

১। আল্লাজীনা কাফারূ ওয়াছাদ্দূ আ'ন্ ছাবীলিল্লাহি আদ্বাল্লা আ'মালাহুম্। ২। ওয়াল্লাজীনা

(১) যাহারা ধর্ম অমান্য করিয়াছে এবং আল্লাহর পথ হইতে বিরত রহিয়াছে, তিনি তাহাদের কৃত-কর্মসমূহ বিনষ্ট করিয়া দিবেন। (২) এবং যাহারা ধর্মে

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ

আ-মানূ ওয়া আ'মিলুছ্ ছালিহাতি ওয়া আ-মানূ বিমা নুয্যিলা আ'লা মুহাম্মাদি'উ

বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সৎকার্যসমূহ করিয়াছে এবং মোহাম্মদের (সঃ) উপর যাহা অবতারিত হইয়াছে, তৎপ্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে,

وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ لا كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ

ওয়া হু ওয়াল্ হাক্কু মির্রাব্বিহিম্, কাফ্ফারা আ'ন্হুম্ ছায়্যিয়াতিহিম্ ওয়া আছ্লাহা

বস্তুতঃ উহা তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সত্য; তিনি তাহাদের মন্দগুলি দূরীভূত করিয়া দিবেন এবং তাহাদের অবস্থা সংশোধিত

(১) বস্তুতঃ যাহারা কুফুরী করিয়াছে এবং আল্লাহর রাস্তা হইতে মানুষদিগকে গোমরাহ করিয়াছে, তাহাদের সমস্ত আমল বরবাদ হইয়া যাইবে এবং তাহারা আল্লাহর আজাব হইতে নিস্তার পাইবে না। এই ধরনের সতর্কবাণী আল্লাহ বার বার মানুষকে শুনাইয়াছেন, যাহাতে তাহারা হেদায়েত প্রাপ্ত হইতে পারে এবং আল্লাহর রহমত লাভে কৃতার্থ হইতে সক্ষম হয়। (আজিজী)

بَالَهُمْ ۝ ٣ - ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ

বা-লাহুম্। ৩। জা-লিকা বিআন্নাল্লাজীনা কাফারুত্তাবাউ'ল্ বাত্বিল৷ ওয়া আন্নাল্লাজীনা

করিয়া দিবেন। (৩) ইহা এইজন্য যে, ধর্ম অমান্যকারিগণ মিথ্যার অনুসরণ করিয়াছে এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন

اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ط كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ

আমানুত্তাবাউ'ল্ হাক্‌ক্বা মির্ রাব্বিহিম ; কাজা-লিকা ইয়াদ্ব্‌রিবুল্লাহু

করিয়াছে, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে সত্যের অনুসরণ করিয়াছে ; এইরূপেই আল্লাহ মানবজাতির

لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ۝ ٤ - فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ط

লিন্নাছি আম্‌ছালাহুম। ৪। ফা ইজা লাকীতুমুল্লাজীনা কাফারূ ফাদ্বারবার্ রিকাব ;

জন্য তাহাদের দৃষ্টান্ত সকল বর্ণনা করিয়া থাকেন। (৪) অতঃপর যখন তোমরা ধর্ম অমান্যকারিগণের সম্মুখীন হও, তখন তাহাদের শিরচ্ছেদ কর,

حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ لا فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ

হাত্তা-ইজা-আছ্‌খান্‌তুমূহুম্ ফাশুদ্দুল্ ওয়াছাক, ফাইম্মা মান্নাম্ বা'হু

এমনকি, যখন তোমরা প্রবল বেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে, তখন দৃঢ়রূপে বন্দী কর ; তাহার পর হয় তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর

وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا قف ذٰلِكَ ط وَلَوْ

ওয়া ইম্মা-ফিদা-আন্ হাত্তা তাদ্বাআ'ল্ হার্‌বু আওযারাহা, জা-লিক ; ওয়া লাউ

অথবা বিনিময় গ্রহণ কর যে পর্যন্ত তাহার অস্ত্র-শস্ত্র পরিহার করে ; ইহাই নির্দেশ ; এবং আল্লাহ

(৩) কাফের ও অবিশ্বাসীগণ বাতেলের প্রতি অনুরক্তি প্রদর্শন করিয়াছে এবং চিরকাল করিবে। সত্যকে গ্রহণ করিবার মত বিচার-বিবেচনা ও বুদ্ধি তাহাদের থাকা সত্ত্বেও তাহারা সেই বুদ্ধিকে সৎপথে ব্যয় করিতেছে না। ইহা হইল তাহাদের চরম দোষ। যেমন কোন এক রুগ্ন ব্যক্তি একজন ডাক্তারের নিকট পরামর্শ চাহিল। উক্ত ডাক্তার তাহাকে উপদেশ দিলেন যে, কখনও 'টক' খাইবে না। কারণ টক বস্তু ভক্ষণ করিলে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে বা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু সেই রুগ্ন ব্যক্তি ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে চলিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। ফলে রোগের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়া একদিন মরণের দ্বারে উপনীত হইল। এইরূপ দৃষ্টান্তই হইল বাতিলপন্থী লোকদিগের। তাহারা অবশ্যই ধ্বংসের পথে রহিয়াছে।

(৪) যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন সর্বতোভাবে এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া শত্রুকে প্রতিহত করিতে হইবে। শত্রুর কু-চক্র ও ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। যাহাতে শত্রুর যুদ্ধের সাধ চিরতরে মিটিয়া যায় এবং অস্ত্রধারণ করিতে সক্ষম না হয়। কিন্তু শত্রুকে মিত্র মনে করা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নহে। (বারাহীন্)

يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ

ইয়াশা-উল্লাহু লান্‌তাছারা মিন্‌হুম্ ওয়ালা কিল্ লিইয়াব্‌লু ওয়া বা'দ্বাকুম্

যদি ইচ্ছা করিতেন, তবে নিশ্চয়ই তাহাদিগের হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন ; কিন্তু তিনি তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের দ্বারা

بِبَعْضٍ ط وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ٥

বিবা'দ্ব ; ওয়াল্লাজীনা ক্বুতিলূ ফী ছাবীলিল্লাহি ফালাঁই ইউদ্বিল্লা আ'মালাহুম্।

পরীক্ষা করিয়া থাকেন এবং যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে, তিনি কখনও তাহাদের কৃতকর্মগুলি বিনষ্ট করিবেন না।

٥- سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ج ٦- وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ

৫। ছাইয়াহ্‌দীহিম্ ওয়া ইউছ্‌লিহু বা-লাহুম্। ৬। ওয়া ইউদ্‌খিলু হুমুল্ জ্বান্নাতা

(৫) সত্বরই তিনি তাহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিবেন এবং তাহাদের অবস্থা সুশৃঙ্খল করিয়া দিবেন। (৬) এবং তিনি তাহাদিগকে সেই বেহেশ্‌তে প্রবিষ্ট করাইবেন যাহার,

عَرَّفَهَا لَهُمْ ٥ ٧- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ

আ'র্‌রাফাহা লাহুম। ৭। ইয়া-আইয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানূ-ইন্ তান্‌ছুরুল্লাহা

পূর্ব-পরিচয় তিনি তাহাদিগকে দিয়াছিলেন। (৭) হে ধর্মবিশ্বাসীগণ ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর,

يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ٥ ٨- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا

ইয়ান্‌ছুর্‌কুম্ ওয়া ইউছাব্বিৎ আক্ব্‌দা মাকুম। ৮। ওয়াল্লাজীনা কাফারূ ফাতা'ছাল্

তবে তিনিও তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের চরণসমূহ সুদৃঢ় করিয়া দিবেন। (৮) এবং যাহারা ধর্ম অমান্য করিয়াছে,

لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ٥ ٩- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ

লাহুম্ ওয়া আদ্বাল্লা আ'মালাহুম। ৯। জা-লিকা বিআন্নাহুম্ কারিহূ মা-আন্‌যালাল্লাহু

তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য ও তিনি তাহাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল করিয়া দিবেন। (৯) ইহা এই যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তৎপ্রতি তাহারা আস্থা রাখে নাই

فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ٥ ١٠- اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ

ফাআহ্‌বাত্বা আ'মালাহুম। ১০। আফালাম্ ইয়াছীরূ ফিল্ আরদ্বি ফাইয়ানজুরূ কাইফা

সুতরাং তিনি তাহাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল করিয়া দিবেন। (১০) অতএব তাহারা কি পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া ইহা লক্ষ্য করে নাই যে,

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ ز

কা-না আ'ক্বিবাতুল্লাজীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম ; দাম্মারাল্লাহু আ'লাইহিম,
তাহাদের পূর্ববর্তীগণের শেষ পরিণতি কি ঘটিয়াছিল ? আল্লাহ তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিলেন,

وَلِلْكٰفِرِينَ اَمْثَالُهَا ○ ١١- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ اٰمَنُوا

ওয়া লিল্ কা-ফিরীনা আম্ছালুহা। ১১। জা-লিকা বিআন্নাল্লাহা মাউলাল্লাজীনা আ-মানূ
এবং ধর্ম অমান্যকারীদের জন্য অনুরূপ ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। (১১) ইহা এইজন্য যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধর্মবিশ্বাসীগণের রক্ষক

ع
৫
—
৫
রুকূ

وَاَنَّ الْكٰفِرِينَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ع ١٢- اِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ

ওয়া আন্নাল্ কা-ফিরীনা লা-মাউলা লাহুম। ع ১২। ইন্নাল্লাহা ইউদ্খিলুল্লাজীনা
এবং ধর্ম অমান্যকারীগণের কোনই রক্ষক নাই। (১২) যাহারা ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সৎকার্যসমূহ করিয়াছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহাদিগকে বেহেশ্‌তে প্রবিষ্ট

اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط

আ-মানূ ওয়া আ'মিলুছ্ ছা-লিহা-তি জান্নাতিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হার ;
করাইবেন, যাহার নিম্নদেশ দিয়া স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হয় ;

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَاْكُلُونَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ

ওয়াল্লাজীনা কাফারূ ইয়াতামাত্তাউ'না ওয়া ইয়া'কুলূনা কামা তা'কুলুল্ আন্‌আ'মু
এবং যাহারা ধর্ম অমান্য করিয়াছে, তাহারা কেবল ভোগরত থাকে এবং পশু যেরূপ আহার করে তাহারাও তদ্রূপ আহার করে

(১১) আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদিগের জন্য রক্ষক ও প্রতিপালক কিন্তু কাফেরদিগের জন্য কোনই রক্ষক ও বন্ধু নাই। কেননা কাফেরগণ শয়তানকে বন্ধু মনে করিয়া তাহার নির্দেশ অনুযায়ী জীবন চালনা করিয়াছে। সেই শয়তান তাহাদের বিপদের সময় নিজেকে সরাইয়া নিয়া তাহাদের কৃতকর্মের সাজার মজা দেখিতেছে। তাই কাফেরদের কোন রক্ষক নাই বা থাকিবে না। কিন্তু মু'মিন বান্দার জন্য আল্লাহর রহমতই যথেষ্ট। (আজিজী)

وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۝ ١٣- وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً

ওয়ান্নারু মাছ্‌ওয়াল্লাহুম। ১৩। ওয়া কাআইয়্যিম্ মিন্ কার্‌ইয়াতিন হিয়া আশাদ্দু কুওয়াতাম্
তাহাদের জন্য দোযখাগ্নি আবাসস্থল। ১৩) এবং যে নগরী হইতেতোমাকে বহির্গত করা হইয়াছে তদপেক্ষা অধিকতর

مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْ أَخْرَجَتْكَ ج أَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝

মিন্ কার্‌ইয়াতিকাল্লাতী-আখ্‌রাজাৎকা, আহ্‌লাক্‌নাহুম্ ফালা না-ছিরা লাহুম্।
শক্তিশালী বহু লোকালয় আমি বিধ্বস্ত করিয়াছি, বস্তুতঃ তাহাদের কোনই রক্ষক ছিল না।

١٤- أَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْءُ

১৪। আফামান্ কা-না আ'লা বাইয়্যিনাতিম্ মির্‌রাব্বিহী কামান্ যুইয়্যিনা লাহু ছু-উ
(১৪) তবে কি যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের প্রকাশ্য প্রমাণের উপর রহিয়াছে সেকি তাহার মত, যাহার মন্দ কর্ম মনোরম করিয়া

عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْا أَهْوَاءَهُمْ ۝ ١٥- مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط

আ'মালিহী ওয়াত্তাবাউ'-আহ্‌ওয়া-হুম্। ১৫। মাছালুল্ জান্নাতিল্লাতী বুই'দাল্ মুত্তাকূন্;
দেখান হইয়াছে এবং যাহারা স্ব স্ব প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে। (১৫) ধর্মভীরুগণকে যে বেহেশ্‌তের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার উপমা;

---

(১৪) এই আয়াতে আল্লাহ একটি সুন্দর উদাহরণ তুলিয়া ধরিয়াছেন। ১) এক ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন চালনা করিতেছে এবং সত্য পথের উপর সুদৃঢ় রহিয়াছে। সে কখনও আল্লাহর নাফরমানী করে না। (২) অপর ব্যক্তি বদ আমলের দ্বারা স্বীয় খাহেশাতে নফছানীর পায়রুবী করিয়াছে বা করিতেছে এবং সে আল্লাহর রহমত হইতে অনেক দুরে সরিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই দুই ব্যক্তি কখনও সমান হইতে পারে না। এমনকি উভয়ের মর্তবা সমপর্যায়েরও হইতে পারে না। এই বিভেদ চিরকালই থাকিবে। (আল্‌হুক্কু ফিল্লাহ্)

فِيهَآ أَنْهٰرٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ ج وَأَنْهٰرٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ

ফীহা আন্‌হারুম্ মিম্ মা-ইন্ গ্বাইরু আছিন, ওয়া আন্‌হারুম্ মিল্লাবানিল্লাম্

তন্মধ্যে দোষমুক্ত স্বচ্ছ-সলিলা স্রোতস্বিনীসমূহ এবং এইরূপ মুগ্ধপূর্ণ স্রোতস্বিনীসমূহ যাহার স্বাদ পরিবর্তন হয়

يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ ج وَأَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِينَ ج

ইয়াতা গ্বাইয়্যার্ ত্বা'মুহু, ওয়া আন্‌হারুম্ মিন্ খাম্‌রিল্ লাজ্জাতিল্ লিশ্ শা-রিবীন,

না এবং পানকারীদের জন্য এইরূপ সুরাপূর্ণ স্রোতস্বিনীসমূহ যাহা সুস্বাদু,

وَأَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرٰتِ

ওয়া আন্‌হারুম্ মিন্ আ'ছালিম্ মুছাফ্‌ফা ; ওয়া লাহুম্ ফীহা মিন্ কুল্লিছ্ ছামারাতি

ও পরিষ্কৃত মধুপূর্ণ স্রোতস্বিনীসমূহ রহিয়াছে ; এবং তন্মধ্যে তাহাদের জন্য বিবিধ শ্রেণীর ফলরাজি

وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ط كَمَنْ هُوَ خٰلِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوا۟

ওয়া মাগ্ব্‌ফিরাতুম্ মির্‌রাব্বিহিম্ ; কামান্ হুওয়া খালিদুন্ ফিন্নারি ওয়া ছুকূ

ও তাহাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি রহিয়াছে ; ইহারা কি তাহার সদৃশ, যে ব্যক্তি সর্বক্ষণ দোজখের আগুনে থাকিবে এবং যাহাদিগকে

مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ۝ ١٦ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ

মা-আন্ হামীমান্ ফাক্বাত্ত্বাআ' আম্‌আ'-আহুম। ১৬। ওয়া মিন্‌হুম্ মাঁই ইয়াছ্ তামিউ'

অত্যধিক উত্তপ্ত পানি পান করান হইবে, যদ্দ্বারা তাহাদের অন্ত্রসমূহ খণ্ডাকারে কর্তিত হইবে। (১৬) এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে

إِلَيْكَ ج حَتّٰىٓ إِذَا خَرَجُوا۟ مِنْ عِندِكَ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ أُوتُوا۟ الْعِلْمَ مَاذَا

ইলাইক, হাত্তা-ইজা খারাজু মিন্ ই'ন্দিকা ক্বালু লিল্লাজীনা উতুল্ ই'ল্‌মা মা-জা

কর্ণপাত করে, কিন্তু যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায়, তখন তাহারা জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞাসা করে যে,

قَالَ ءَانِفًا قف أُو۟لٰٓئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوٓا۟

ক্বালা আনিফা ; উলা-ইকাল্লাজীনা ত্বাবাআ'ল্লাহু আ'লা ক্বুলুবিহিম্ ওয়াত্তাবাউ'-

সে এখন কি বলিল ? আল্লাহ্ ইহাদেরই অন্তরসমূহে মোহরাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন এবং উহারা স্ব স্ব

أَهْوَاءَهُمْ ۝ ١٧- وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّآتٰهُمْ تَقْوٰهُمْ ۝

আহ্ওয়া-আহুম। ১৭। ওয়াল্লাজীনাহ্ তাদাউ যাদাহুম্ হুদাঁউ ওয়া আ-তা-হুম্ তাক্ ওয়াহুম।

প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। (১৭) এবং যাহারা সৎপথ প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি তাহাদিগের সৎ পথপ্রাপ্তি বর্দ্ধিত করিবেন এবং তাহাদিগকে ধর্মভীতি দান করিবেন।

١٨- فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ج فَقَدْ

১৮। ফাহাল্ ইয়ান্‌জুরূনা ইল্লাছ্ ছাআ'তা আন্‌তা'তিইয়াহুম্ বাগ্‌তাতান, ফাক্বাদ্

(১৮) তবে কি তাহারা সেই নির্দিষ্ট সময়েরই প্রতীক্ষা করিতেছে, যাহা অতর্কিতভাবে তাহাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিবে? বস্তুতঃ অবশ্যই উহার

جَاءَ أَشْرَاطُهَا ج فَأَنّٰى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرٰهُمْ ۝ ١٩- فَاعْلَمْ

জ্বা-আ আশ্‌রাতুহা ; ফা আন্না লাহুম্ ইজা জ্বা-আৎহুম্ জিক্‌রা-হুম। ১৯। ফা'লাম্

লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে ; অতএব যখন উহা তাহাদের নিকট আসিয়া উপনীত হইবে, তখন তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করায় কি ফল হইবে? (১৯) অতঃপর

أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

আন্নাহূ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াছ্‌তাগ্‌ফির্ লিজান্‌বিকা ওয়া লিল্ মু'মিনীনা

তুমি অবগত হও যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই এবং তুমি নিজের ক্রুটির জন্য এবং ধর্ম বিশ্বাসী ও ধর্ম বিশ্বাসিনীদের জন্য

وَالْمُؤْمِنٰتِ ط وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰكُمْ ع

ওয়াল্ মু'মিনাৎ ; ওয়াল্লাহু ইয়া'লামু মুতাক্বাল্লাবাকুম্ ওয়া মাছ্‌ওয়াকুম্। ع

ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং আল্লাহ তোমাদের গতিবিধিস্থল ও আবাসস্থল খুব জ্ঞাত আছেন। ع ৬ / ৬ রুকু

٢٠- وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ج فَإِذَا أُنْزِلَتْ

২০। ওয়া ইয়াক্বূলুল্লাজীনা আ-মানূ লাউ লা নুয্‌যিলাৎ ছুরাতুন্, ফা-ইজা-উন্‌যিলাৎ

(২০) এবং ধর্ম বিশ্বাসিগণ বলে যে, কি জন্য জেহাদ সংক্রান্ত কোন সূরা অবতীর্ণ হয় না! অতঃপর যখন সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী

سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ لا رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي

ছুরাতুম্ মুহ্‌কামাতুঁউ ওয়া জুকিরা ফীহাল্ ক্বিতালু রাআইতাল্লাজীনা ফী

সূরা অবতীর্ণ হইবে, যাহাতে যুদ্ধ সংক্রান্ত বর্ণনা থাকিবে তখন তুমি অন্তরসমূহে ব্যধিগ্রস্ত লোকদিগকে দেখিতে পাইবে যে,

قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ

ক্বুলুবিহিম্ মারাদ্বু ঁই ইয়ান্‌জুরূনা ইলাইকা নাজ্বারাল্ মাগ্‌শিইয়্যি আ'লাইহি

তাহারা তোমার দিকে মৃত্যু-বিভীষিকায় আতঙ্কগ্রস্তের ন্যায়

مِنَ الْمَوْتِ ط فَاَوْلٰى لَهُمْ ج ٢١- طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ قف

মিনাল্ মাউত ; ফাআউলা লাহুম্। ২১। ত্বা-আ'তুঁউ ওয়া ক্বাউলুম্ মা'রূফ,

তাকাইতেছে ; ধিক্, তাহাদিগকে ! (২১) আনুগত্য প্রদর্শন ও সৎকথা বলাই সমীচীন ;

فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ قف فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ج

ফাইজা আ'যামাল্ আম্‌রু, ফালাউ ছাদাক্বুল্লাহা লাকানা খাইরাল্লাহুম্।

অনন্তর যখন সেই বিষয় সুনির্দিষ্ট হইবে, তখন যদি তাহারা আল্লাহর নিকট সত্যবাদীতার পরিচয় দেয়, তাহা হইলে নিশ্চয় ইহা তাহাদের জন্য কল্যাণপ্রদ হইবে।

٢٢- فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا

২২। ফাহাল্ আ'ছাইতুম্ ইন্ তাওয়াল্লাইতুম্ আন্ তুফ্‌ছিদু ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়া তুকাত্ত্বিউ'

(২২) অনন্তর ইহাও সাম্ভাব্য যে, যদি তোমরা বিমুখ হও, তাহা হইলে তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি ও তোমাদের

اَرْحَامَكُمْ ٥ ٢٣- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى

আর্‌হামাকুম। ২৩। উলা-ইকাল্লাজীনা লাআ'নাহুমুল্লাহু ফাআছাম্মাহুম্ ওয়া আ'মা-

আত্মীয়তা কর্তন করিবে। (২৩) আল্লাহ ইহাদিগকে অভিসম্পাৎ করিয়াছেন. তারপর তিনি তাহাদিগকে বধির করিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষুগুলি

اَبْصَارَهُمْ ٥ ٢٤- اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ

আব্‌ছা-রাহুম্। ২৪। আফালা ইয়াতাদাব্বারূনাল্ কুর্‌আনা আম্ আ'লা কুলূবিন্

অন্ধ করিয়া দিয়াছেন। (২৪) তবে কি তাহারা কোরআন সম্বন্ধে প্রগাঢ় চিন্তা করে না ? অথবা অন্তর-সমূহের উপর

(২৪) আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে আল্লাহর কোরআন সম্বন্ধে চিন্তা না করার জন্য মানুষকে বন্ধদিল ওয়ালা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই পবিত্র কোরআনের নির্দেশাবলীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করাতেই আজ আমাদের এই দুর্দশা হইয়াছে। যদি আমরা আল্লাহর বাণী কোরআন শরীফ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা না করি তাহা হইলে আমাদের অবস্থাও কাফেরদের সমতুল্য হইয়া যাইবে। (ইব্‌নে জারীর)

اَقْفَالُهَا ۝ ٢٥- اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ

আক্‌ফালুহা। ২৫। ইন্নাল্লাজীনার্‌তাদ্দূ আ'লা-আদ্‌বারিহিম্‌ মিম্ বা'দি

তালা রহিয়াছে ? (২৫ নিশ্চয় যাহারা তাহাদের জন্য সৎপথ প্রকাশ পাইবার পরও স্বীয় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া

مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لا الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ط

মা তাবাইয়্যানা লাহুমুল্ হুদাশ্‌ শাইত্বানু ছাউওয়ালা লাহুম ;

ফিরিয়া গেল ; শয়তান তাহাদের জন্য উহা সুগম করিল

وَاَمْلٰى لَهُمْ ۝ ٢٦- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ

ওয়া আম্‌লা লাহুম। ২৬। জা-লিকা বিআন্নাহুম্ কালূ লিল্লাজীনা কারিহূ মা নায্‌যালাল্লাহু

এবং সে তাহাদিগের বর্ধিত করিয়া দিল। (২৬) ইহা এইজন্য যে, যাহারা আল্লাহর অবতারিতকে ঘৃণা করিল, তাহাদিগকে উহারা বলিয়াছিল,

---

سَنُطِيْعُكُمْ فِىْ بَعْضِ الْاَمْرِ ج صلے وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ۝ ٢٧- فَكَيْفَ

ছানুত্বীউ'কুম্ ফী বা'দ্বিল্ আম্‌র ; ওয়াল্লাহু ইয়া'লামু ইছ্‌রা রাহুম্। ২৭। ফাকাইফা

আমরা তোমাদের কোন কোন কথা মান্য করিব ; বস্তুতঃ আল্লাহ তাহাদের গোপন রহস্য পরিজ্ঞাত আছেন। (২৭) অতঃপর তখন তাহাদের কি হইবে ?

اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۝

ইজা তাওয়াফ্‌ফাৎহুমুল্ মালা-ইকাতু ইয়াদ্ব্‌রিবূনা বুজু্‌হাহুম্ ওয়া আদ্‌বারাহুম।

যখন ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদিগকে মৃত্যু মুখে পতিত করিবে, তাহাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিবে।

---

(২৫) দুষ্ট দুরাচার শয়তান, প্রত্যেকবার আল্লাহর বান্দাগণকে পথভ্রষ্ট করিবার জন্য যত্ন এবং চেষ্টার ত্রুটি করিতেছে না। যদি কোন প্রকারে আল্লাহর রহমত হইতে বান্দাদিগকে দূরে সরাইয়া দিতে পারে, তবেই সে নিজেকে ধন্য মনে করে। এই নির্দেশ হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, শয়তানের প্ররোচনায় যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে, তাহারা কখনও সুফলের আশা পোষণ করিতে পারিবে না বা পাইবে না ; আল্লাহর গজব তাহাদের উপর অবশ্যই পড়িতে থাকিবে। (মোয়ালেম)

٢٨ - ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ

২৮। জা-লিকা বিআন্নাহুমুত্তাবায়ু'মা আছ্‌খাত্বাল্লাহা ওয়াকারিহূ রিদ্বওয়ানাহূ ফা আহ্‌বাত্বা

(২৮) ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ যাহার প্রতি রুষ্ট তাহারা তাহারই অনুসরণ করিয়াছিল এবং তাঁহার সন্তুষ্টিকে মন্দ জ্ঞান করিয়াছিল ; সুতরাং তিনি তাহাদের কৃতকর্মসমূহ বিনষ্ট

اَعْمَالَهُمْ ع ٢٩ - اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ

আ'মা-লাহুম। ع ২৯। আম্ হাছিবাল্লাজীনা ফী কুলুবিহিম্ মারাদ্বুন্ আল্

করিয়া দিয়াছেন। (২৯) যাহাদের অন্তরসমূহ ব্যাধিগ্রস্ত তাহারা কি মনে করিয়াছে যে,

ع ৩ | ৩ রুকু

لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ٥ ٣٠ - وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ

লাঁই উখ্‌রিজ্বাল্লাহু আদ্ব্‌গ্বা-নাহুম। ৩০। ওয়া লাউ নাশাউ লাআরাইনা কাহুম্

আল্লাহ তাহাদের সেই বৈরিতা কখনও প্রকাশ করিবেন না। (৩০) এবং আমি যদি ইচ্ছা করি তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের তাহাদিগকে দেখাইতে পারি,

فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ط وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ط

ফালা আ'রাফ্‌তাহুম্ বিছীমা-হুম্ ; ওয়ালা তা'রিফান্নাহুম্ ফী লাহ্‌নিল্ কাউল্ ;

অতঃপর তুমি তাহাদের মুখাকৃতি দেখিয়া চিনিয়া লইবে ; এবং নিশ্চয় তুমি তাহাদিগকে বাক্যালাপে চিনিয়া লইবে ;

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ٥ ٣١ - وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ

ওয়াল্লাহু ইয়া'লামু আ'মা-লাকুম। ৩১। ওয়ালা নাব্‌লুওয়ান্নাকুম, হাত্তানা'লামাল্

এবং আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মসমূহ সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন। (৩১) যতক্ষণ না আমার নিকট প্রকাশিত হয় যে,

الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ لا وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ ٥ ٣٢ - اِنَّ الَّذِيْنَ

মুজ্বাহিদীনা মিন্‌কুম্ ওয়াছ্‌ছা-বিরীনা ওয়া নাব্‌লুওয়া আখ্‌বা-রাকুম। ৩২। ইন্নাল্লাজীনা

তোমাদের মধ্যে কে প্রকৃত ধর্ম-যোদ্ধা ও ধৈর্যশীল ততক্ষণ নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে থাকিব এবং আমি তোমাদের প্রকৃত অবস্থা পরীক্ষা করিতে থাকিব। (৩২) নিশ্চয় যাহারা

(৩১) এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, হুজুর আকরম (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ মানুষকে জেহাদের ডাক দিয়া পরীক্ষা করিবেন। যে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয় সে-ই প্রকৃত সোজা পথের পথিক হইয়া যায় এবং সে আল্লাহর ডাকে সর্বদাই সাড়া দেয়। কিন্তু এই পরীক্ষায় কাহাকে আল্লাহ উত্তীর্ণ করিবেন তাহা তিনিই কেবল জানেন, অন্য কেহ নহে।

كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ

কাফারূ ওয়াছাদ্দূ আন্ ছাবীলিল্লাহি ওয়া শাক্ক্বুর্ রাছূলা মিম্ বা'দি মা তাবাইয়্যানা
ধর্ম অমান্য করিয়া আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহাদের নিকট সৎপথ প্রকাশিত হইবার

لَهُمُ الْهُدٰى لا لَّنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ٥

লাহুমুল্ হুদা ল'াইয়াদ্বুররুল্লাহা শাইয়া ; ওয়া ছাইয়ুহ্বিত্বু আ'মা-লাহুম।
পর তাহারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তাহারা কখনও কোন ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষতিসাধন করিতে পারিবে না ; এবং অতি সত্বর তিনি তাহাদের কৃতকর্মসমূহ বিনষ্ট করিয়া দিবেন।

٣٣ - يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا

৩৩। ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানূ আত্বীয়ু'ল্লাহা ওয়া আত্বীয়ু'র্ রাছূলা ওয়ালা তুব্ত্বিলূ
(৩৩) হে ধর্ম বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের কৃতকর্ম-সমূহ বিনষ্ট

اَعْمَالَكُمْ ٥ ٣٤ - اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ

আ'মা-লাকুম। ৩৪। ইন্নাল্লাজীনা কাফারূ ওয়া ছাদ্দূ আ'ন্ ছাবীলিল্লাহি ছুম্মা মা-তু ওয়া হুম্
করিও না। (৩৪) নিশ্চয় যাহারা ধর্ম অমান্য করিয়া আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে, পুনরায় তাহারা ধর্ম অমান্যকারী অবস্থায়

كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ٥ ٣٥ - فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ق صلے

কুফ্ফা-রুন্ ফাল'াই ইয়াগ্‌ফিরাল্লাহু লাহুম। ৩৫। ফালা তাহিনূ ওয়া তাদ্‌উ' ইলাছ্‌ছালমি
মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে ; অতঃপর আল্লাহ কখনও তাহাদের পাপ ক্ষমা করিবেন না। (৩৫) সুতরাং তোমরা নিজদিগকে দুর্বল মনে করিয়া সন্ধির দিকে আহ্বান করিও না ;

وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ق صلے وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ٥

ওয়া আন্‌তুমুল্ আ'লাউনা, ওয়াল্লাহু মাআ'কুম্ ওয়াল'াইইয়াতিরাকুম্ আ'মা-লাকুম।
তোমরাই প্রবল থাকিবে এবং আল্লাহ তোমাদের সহিত আছেন এবং তিনি তোমাদের কৃতকর্মসমূহ হ্রাস করিবেন না।

٣٦ - إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا

৩৬। ইন্নামাল্ হাইয়াতুদ্দুন্ইয়া লায়িবু্ঁউ ওয়া লাহ্ব্ ; ওয়া ইন্তু'মিনু ওয়া তাত্তাকু

(৩৬) পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নহে ; যদি তোমরা ধর্ম বিশ্বাসী হও ও আল্লাহকে ভয় কর,

يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ○ ٣٧ - إِنْ يَسْـَٔلْكُمُوهَا

ইউ'তিকুম্ উজুরাকুম্ ওয়ালা ইয়াছ্ আল্কুম্ আম্-ওয়ালাকুম। ৩৭। ইইয়াছ্ আল্কুমূহা

তবে তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পারিশ্রমিক প্রদান করিবেন এবং তিনি তোমাদের অর্থ-সম্পদ চাহেন না। (৩৭) এবং যদি তিনি তোমাদের নিকট উহা চাহেন,

فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ○ ٣٨ - هٰٓأَنْتُمْ هٰٓؤُلَاءِ

ফাইউহ্ফিকুম্ তাব্খালু ওয়া ইউখ্রিজ্ আদ্ব্গ্বানাকুম। ৩৮। হা-আন্তুম্ হা-উলাই

তারপর তিনি তোমাদিগকে বাধ্য করেন তোমরা কৃপণতা করিতে থাকিবে এবং তিনি তোমাদের মন্দ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া দিবেন। (৩৮) দেখ, তোমরা এমন লোক যে,

تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ

তুদ্আ'উনা লিতুন্ফিকু ফী ছাবীলিল্লাহ, ফামিন্কুম্ মাঁই ইয়াব্খাল্, ওয়া মাঁই

যখন তোমাদিগকে আল্লাহর পথে ব্যয় করিবার জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমাদেরই মধ্যে কেহ কেহ কৃপণতা করে এবং যে

يَّبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۗ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ

ইয়াব্খাল্ ফাইন্নামা ইয়াব্খালু আন্ নাফ্ছিহ্ ; ওয়াল্লাহুল্ গ্বানীয়্যু

কৃপণতা করে সে নিজের জন্যই কৃপণতা করে এবং আল্লাহ্ ধনী

(৩৮) আল্লাহর রাস্তায় দান করিতে যে ব্যক্তি বখিলী করিয়াছে বা করিবে, সে মনে করিতে পারে যে, এইভাবে সে আল্লাহকে কৃপণতা করিতেছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে সহজেই অনুমেয় যে, বখিলী হইল, প্রাণের সংকীর্ণতা ও অন্তরের কলুষতা এবং লোভ ও লালসার প্রতিবিম্ব মাত্র। হজরত শেখ সাদী (রঃ) বলিয়াছেন যে, কৃপণ ও বখিলগণ যতবড় মালদারই হউক না কেন, তাহারা পরকালে অবশ্যই 'কানমলা' গ্রহণ করিবে এবং অতিশয় লজ্জিত হইবে। মূলতঃ এই বখিলীর প্রতিক্রিয়া উল্টা তাহারই উপর পতিত হইবে। ফলে সে আল্লাহর নাফরমান বান্দা হিসাবে চিহ্নিত হইয়া থাকিবে। (আল আবারাত)

وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ج وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا

ওয়া আন্‌তুমুল্ ফুক্বারাউ, ওয়া ইন্ তাতাওয়াল্লাউ ইয়াছ্‌তাব্‌দিল্ ক্বাউমান্

এবং তোমরাই অভাবগ্রস্ত; এবং যদি তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন কর, তবে তিনি তোমাদের স্থলে অপর সম্প্রদায়কে পরিবর্তিত

غَيْرَكُمْ لا ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ ع

গ্বাইরাকুম্ ছুম্মা লা ইয়াকুনূ আম্‌ছা-লাকুম। ع

করিয়া দিবেন, অতঃপর তাহারা তোমাদের মত হইবে না।

ع ৪ — ৪ রুকু

ছূরা আল্ ফাত্‌হু ইহা মদীনায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম্। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ২৯ আয়াত এবং ৪ রুকু

١ - اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لا ٢ - لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا

১। ইন্না-ফাতাহ্‌না-কা ফাত্‌হাম্ মুবীনা। ২। লিইয়াগ্‌ফিরা লাকাল্লাহু মা

(১) নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয়-দান করিয়াছি। (২) যেন আল্লাহ তোমার পূর্ববর্তী

تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ

তাক্বাদ্দামা মিন্ জাম্‌বিকা ওয়ামা তাআখ্‌খারা ওয়া ইউতিম্মা নি'মাতাহূ আ'লাইকা

ও পরবর্তী অপরাধ মার্জনা করেন এবং যেন তিনি তোমার প্রতি তাহার দান সম্পূর্ণ করেন

(১) এই ছূরার প্রথম কয়েক আয়াতে আল্লাহ তাআলা মহানবী (দঃ) কে সুন্দর খোশ-খবর প্রদান করিয়াছেন। কেননা, কাফেরদের সকল চক্রান্ত হইতে মহানবী (দঃ)-কে নিরাপদ রাখিয়া আল্লাহ তাআলা সফলকাম করিয়াছেন এবং হুদায়বিয়ার সন্ধীকে যাহা বাহ্যতঃ মুসলমানদের প্রতিকূলেই ছিল ইসলামের প্রকৃত বিজয়রূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। মূলতঃ হুদায়বিয়ার সন্ধীই ইসলামের দাওয়াতকে সারা বিশ্বে ছড়াইয়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কেননা এই চুক্তির ফলে পবিত্র ইসলামের শক্তি ও বিকাশের পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আরবের বাহিরে এই সন্ধীর বলেই ইসলাম ছড়াইয়া পড়ে এবং সারা বিশ্বে ইস্‌লামের দাওয়াতকে ব্যাপক আকারে বিকশিত করিয়া তুলে। (কবীর)

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ○ ٣ - وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا

ওয়া ইয়াহ্‌ দিইয়াকা ছিরাত্বাম্ মুছ্‌তাক্বীমা। ৩। ওয়া ইয়ান্‌ছুরাকাল্লাহু নাছ্‌রান্

এবং যেন তিনি তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (৩) এবং যেন আল্লাহ তোমাকে সম্মানসূচক শক্তিশালী সাহায্যে

عَزِيْزًا ○ ٤ - هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا

আযীযা। ৪। হুওয়াল্লাজী আন্‌যালাছ্‌ছাকীনাতা ফী ক্বুলূবিল্ মু'মিনীনা লিইয়াযদাদু

সাহায্য করেন। (৪) তিনিই ধর্মবিশ্বাসীগণের অন্তরসমূহে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন, যেন তাহাদের স্বীয়

اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ط وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

ঈমানাম্ মাআ'ঈমা-নিহিম্ ; ওয়া লিল্লাহি জ্বুনূদুছ্‌ ছামাওয়াতি ওয়াল্ আরদ্ব ;

ধর্মবিশ্বাসের সহিত ধর্মবিশ্বাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমগ্র সৈন্য আল্লাহর ;

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا لا ○ ٥ - لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ

ওয়া কা-নাল্লাহু আ'লীমান্ হাকীমাল্। ৫। লিইউদ্‌খিলাল্ মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনাতি

এবং আল্লাহ সূক্ষ্মজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। (৫) তিনি ধর্মবিশ্বাসী পুরুষ ও ধর্মবিশ্বাসী স্ত্রীলোকদিগকে

جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ

জ্বান্নাতিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু খালিদীনা ফীহা ওয়া ইউকাফ্‌ফিরা

বেহেশ্‌তের উদ্যানে প্রবিষ্ট করান—যাহার নিম্নদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হইতেছে, তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে এবং তিনি তাহাদের সকল অপরাধ

(৪) এই আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করিয়াছেন যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে আল্লাহর অসংখ্য সৈনিক রহিয়াছে। কিন্তু সসীম মানুষ উহাদের সংখ্যা ও অস্তিত্বকে অনুভব করিতে পারিতেছে না। কিন্তু তাহাদের কার্যক্রম ও সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ পরিজ্ঞাত আছেন। (রুহুল বয়ান)

عَنْهُمْ سَيِّـاٰتِهِمْ ط وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَـوْزًا عَظِيْمًـا لا ٥

আন্‌হুম্‌ ছাইয়্যিআতিহিম্ ; ওয়া কা-না জা-লিকা ই'ন্দাল্লাহি ফাউযান্ আ'জীমা।

দূরীভূত করিয়া দিবেন ; এবং আল্লাহর সন্নিকট ইহা বিরাট সাফল্য।

٦ - وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ

৬। ওয়া ইউআ'জ্‌জিবাল্ মুনাফিকীনা ওয়াল্ মুনাফিকাতি ওয়াল্ মুশ্‌রিকীনা

(৬) এবং যেন তিনি কপট পুরুষ ও কপট স্ত্রীলোক এবং অংশীবাদী ও অংশীবাদিণীদিগকে

وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِـاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ط عَلَيْهِـمْ

ওয়াল্ মুশ্‌রিকাতিজ্‌ জান্নীনা বিল্লাহি জান্নাছ্‌ছাউই, আ'লাইহিম্

শাস্তি প্রদান করেন—যাহারা আল্লাহর সম্বন্ধে কুধারণা পোষণ করে ; তাহারা

دَآئِرَةُ السَّوْءِ ج وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِـمْ وَلَعَنَهُـمْ

দাইরাতুছ্‌ছাউই, ওয়া গ্বাদিবাল্লাহু আ'লাইহিম্ ওয়া লাআ'নাহুম্

অমঙ্গলের আবর্তে পড়িয়াছে ; এবং তাহাদের উপর আল্লাহর কোপ এবং তিনি তাহাদের উপর অভিসম্পাৎ প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি তাহাদের জন্য

وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ط وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ٥ ٧ - وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

ওয়া আয়া'দ্দালাহুম্ জাহান্নাম্, ওয়াছাআ'ৎ মাছীরা। ৭। ওয়া লিল্লাহি জুনুদুছ্‌ ছামাওয়াতি ওয়াল্ আর্‌দ্ব

দোজখ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং উহা অতি মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল। (৭) এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৈন্য আল্লাহর ;

وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْـزًا حَكِيْمًا ٥ ٨ - اِنَّـآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا

ওয়া কা-নাল্লাহু আযীযান্, হাকীমা। ৮। ইন্না আর্‌ছাল্‌না-কা শা-হিদাঁউ

এবং আল্লাহ সূক্ষ্ম জ্ঞানী বিজ্ঞানময়। (৮) নিশ্চয় আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদ দানকারী

وَمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۙ ٩ - لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ

ওয়া মুবাশ্‌শিরাঁউ ওয়া নাজীরা। ৯। লিতু'মিনু বিল্লাহি ওয়া রাছুলিহী ওয়া তুআয্‌যিরূহু

ও ভীতি প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছি। (৯) যেন তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন কর এবং তাঁহাকে সাহায্য কর

وَتُوَقِّرُوْهُ ؕ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ١٠ - اِنَّ الَّذِيْنَ

ওয়া তুওয়াক্‌কিরূহু; ওয়া তুছাব্বিহূহু বুক্‌রাতাঁউ ওয়া আছীলা। ১০। ইন্নাল্লাজীনা

ও তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর ; এবং যেন তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করিতে থাক। (১০) নিশ্চয় যাহারা

يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ

ইউবায়িউ'নাকা ইন্নামা ইউবায়িউ'নাল্লাহ; ইয়াদুল্লাহি ফাউক্বা আইদীহিম্,

তোমার নিকট 'বাইয়াত্‌' গ্রহণ করিতেছে, প্রকৃত পক্ষে তাহারা আল্লাহরই নিকট 'বাইয়াত্‌' গ্রহণ করিতেছে, আল্লাহর হস্ত তাহাদের হস্তোপরি ;

فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا

ফামান্ নাকাছা ফাইন্নামা ইয়ান্‌কুছু আ'লা নাফ্‌ছিহ্, ওয়া মান্ আউফা বিমা

সুতরাং যে ব্যক্তি শপথ ভঙ্গ করিবে প্রকৃত পক্ষে সে নিজের উপরই শপথ ভঙ্গ করিবে, এবং আল্লাহর সহিত

عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ع ١١ - سَيَقُوْلُ

আ'হাদা আ'লাইহুল্লাহা ফাছাইউ'তীহি আজ্‌রান্ আ'জীমা। ع ১১। ছাইয়াকুলু

তাহার যে অঙ্গীকার হইয়াছিল তাহা যে পূর্ণ করিবে অতিসত্বর তিনি তাহাকে মহৎ প্রতিদান প্রদান করিবেন। (১১) যে সমস্ত অসভ্য মরু প্রান্তরবাসী

ع ১/১ রুকু

(১০) যাহারা সত্যজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে কোনও মুহাক্কেক পীর বা কামেল ব্যক্তির হাতে হাত রাখিয়া তওবা করে বা বাইয়াত গ্রহণ করে, তাহারা অবশ্যই মঙ্গল কার্যের ধারক ও বাহক সাজিয়া যায়। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল প্রবর্তিত জীবন ব্যবস্থার দীক্ষা গ্রহণের জন্য এই ধরনের বাইয়াত জায়েজ। কিন্তু ইহা সর্বতোভাবে পার্থিব লোভ-লালসার বহির্ভূত হইতে হইবে। দুনিয়ার মাল দৌলত ও মান-সম্মান অর্জনের জন্য এই বাইয়াতকে ব্যবহার করিলে তবে তাহা হারাম হইবে। (রুহুল বয়ান)

لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا

লাক্বাল্ মুখাল্লাফূনা মিনাল্ আ'রাবি শাগ্বালাৎনা আম্ ওয়ালুনা ওয়া আহ্‌লুনা

পশ্চাতে অবস্থান করিতেছে তাহারা অতিসত্বর তোমাকে বলিবে যে, আমাদের সম্পদ ও পরিজনবর্গ আমাদিগকে লিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে,

فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ج يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ ط

ফাছ্‌তাগ্বফির্‌লানা, ইয়াক্বূলুনা বিআল্‌ছিনাতিহিম্ মা-লাইছা ফী ক্বুলূবিহিম্ ;

সুতরাং তুমি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহাদের অন্তরসমূহে যাহা নাই তাহাই তাহারা মুখ দিয়া বলে ;

قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا

ক্বুল্ ফাম্াঁই ইয়াম্‌লিকু লাকুম্ মিনাল্লাহি শাইয়ান্ ইন্ আরাদাবিকুম্ দ্বার্‌রান্

তুমি বলিয়া দাও—আল্লাহর সম্মুখীন হইয়া তোমাদের জন্য কাহার কিছু করিবার শক্তি আছে ? যদি তিনি তোমাদের অপকার

اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ط بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ٥

আউ আরা-দা বিকুম্ নাফ্‌আ' ; বাল্ কা-নাল্লাহু বিমা তা'মালু-না খাবীরা।

অথবা উপকার করার ইচ্ছা করেন ; বরং তোমরা যাহা করিতেছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ খুব পরিজ্ঞাত আছেন।

١٢ - بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ

১২। বাল্ জানান্‌তুম্ আল্ লাঁই ইয়ান্‌ক্বালিবার্ রাছূলু ওয়াল্ মু'মিনুনা ইলা আহ্‌লীহিম্

(১২) বরং তোমরা এই ধারণা পোষণ করিতেছিলে যে, রাসূলুল্লাহ ও ধর্মবিশ্বাসীগণ কখনও তাহাদের পরিজনবর্গের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে

(১২) যাহারা আল্লাহর পিয়ারা রাসূল ও তাঁহার অনুসারী মুসলমানদের অনিষ্ট চিন্তায় সময় কাটাইয়াছে, তাহারা অবশ্যই ধ্বংসের দিকে আগাইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের ধ্বংস অবধারিত। এই ধ্বংসের হাত হইতে তাহারা কিছুতেই নিস্তার লাভ করিবে না। কেননা কাহারও অনিষ্ট চিন্তা, বা কপটতা প্রকাশ করিলে পরিণামে নিজেকেই ধ্বংসের দিকে আগাইয়া দেওয়া হয়। (হক্কানী)

أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ج صلے

আবাদাঁউ ওয়া যুইয়্যিনা জা-লিকা ফী কুলুবিকুম্ ওয়া জানান্‌তুম্ জান্নাছ্‌ছাউই,

পারিবে না ; এবং ইহা তোমাদের অন্তরসমূহে বেশ প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল এবং তোমরা কুধারণা পোষণ করিয়াছিলে ;

وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ۝ ١٣ - وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

ওয়া কুন্তুম্ কাউমাম্ বুরা। ১৩। ওয়া মাল্ লাম্ ইউ'মিম্ বিল্লাহি ওয়া রাছুলিহী

এবং তোমরা হইতেছ ধ্বংসোন্মুখ সম্প্রদায়। (১৩) এবং যে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিল না,

فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝ ١٤ - وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

ফাইন্না আ'তাদ্‌না লিল্ কা-ফিরীনা ছাঈ'রা। ১৪। ওয়া লিল্লাহি মুল্‌কুছ্ ছামা-ওয়া-তি

অতঃপর আমি ধর্ম অমান্যকারীগণের নিমিত্ত দোজখের শিখাযুক্ত অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। (১৪) এবং আকাশ ও পৃথিবীর রাজাধিপত্য

وَالْأَرْضِ ط يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ط

ওয়াল্ আর্‌দ্ব ; ইয়াগ্‌ফিরু লিমাঁই ইয়াশা-উ ওয়া ইউআ'জ্জিবু মাঁই ইয়াশা-উ ;

আল্লাহরই জন্য, তিনি যাহাকে ইচ্ছা মার্জনা করেন ও যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে শাস্তি প্রদান করেন ;

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ ١٥ - سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ

ওয়া কা-নাল্লাহু গ্বাফুরার্ রাহীমা। ১৫। ছাইয়াকুলুল্ মুখাল্লিফুনা ইজান্ ত্বালাক্‌তুম্

এবং আল্লাহ্‌ মার্জনাকারী করুণাময়। (১৫) যখন তোমরা যুদ্ধ-লব্ধ দ্রব্যসম্ভার লইতে অগ্রসর হইবে তখন যাহারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া

إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ج يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا

ইলা মাগ্বা-নিমা লিতা'খুজুহা জারূনা নাত্তাবি'কুম, ইউরীদুনা আঁই ইউবাদ্দিলু

পশ্চাতে অবস্থান করিতেছে তাহারা অচিরেই বলিবে, আমাদিগকেও তোমাদের অনুসরণ করিতে সুযোগ দাও, তাহারা আল্লাহর বাণীর

كَلَامَ اللَّهِ ط قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ ج

কালামাল্লাহ ; কুল্ লান্ তাত্তাবিউ'না কাজা-লিকুম্ কালাল্লাহু মিন্ কাব্‌ল,

পরিবর্তন সাধন করিতে চাহে ; তুমি বলিয়া দাও, তোমরা কখনও আমাদের পশ্চাদ অনুসরণ করিও না, আল্লাহ্‌ ইতিপূর্বে এইরূপ বলিয়াছেন,

فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ط بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ٥

ফাছাইয়াকূলূনা বাল্ তাহ্‌ছুদূনানা ; বাল্ কা-নূ লা ইয়াফ্‌কাহূনা ইল্লা ক্বালীলা।

অতঃপর তাহারা সত্বরই বলিবে যে, বরং তোমরা আমাদের প্রতি হিংসা করিতেছে ; বরং তাহারা অতি অল্প ব্যতীত হৃদয় জয় করিতে পারে না !

١٦- قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ

১৬। কুল্ লিল্ মুখাল্লাফীনা মিনাল্ আ'রাবি ছাতুদ্ আ'উনা ইলা ক্বাউমিন

(১৬) যে সমস্ত অসভ্য মরু প্রান্তরবাসী পশ্চাতে অবস্থান করিতেছে তাহাদিগকে তুমি বল, অতি সত্বর

اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ج فَاِنْ تُطِيْعُوْا

উলী বা'ছিন্ শাদীদিন তুকাতিলুনাহুম্ আউ ইউছ্‌লিমূন, ফাইন্ তুত্বীউ'

তোমাদিগকে এক দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা সম্প্রদায়ের দিকে আহ্বান করা হইবে, তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে অথবা তাহারা আত্মসমর্পণ করিবে, যদি তোমরা অনুগত হও

يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ج وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ

ইউ'তিকুমুল্লাহু আজ্‌রান্ হাছানা, ওয়া ইন্ তাতাওয়াল্লাউ কামা তাওয়াল্লাইতুম্ মিন্

তবে আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে উত্তম প্রতিদান দিবেন, এবং যদি তোমরা পূর্বের ন্যায় প্রত্যাবর্তন কর

قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ٥ ١٧- لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ

ক্বাব্‌লু ইউআ'জ্জিব্‌কুম্ আ'জাবান্ আলীমা। ১৭। লাইছা আ'লাল্ আ'মা হারাজুঁউ

তবে তিনি তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করিবেন। (১৭) অন্ধের উপর কোন অপরাধ নাই এবং

وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ط وَمَنْ

ওয়ালা আ'লাল্ আ'রাজ্বি হারাজুঁউ ওয়ালা আ'লাল্ মারীদ্বি হারাজ্ব ; ওয়া মাঁই

খঞ্জের উপর কোন অপরাধ নাই ও ব্যধিগ্রস্তের উপরও কোন অপরাধ নাই ; এবং যে ব্যক্তি

يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا

ইউত্বিই'ল্লাহা ওয়া রাছূলাহূ ইউদ্‌খিল্‌হু জ্বান্নাতিন্ তাজ্ব্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্

আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত হইবে ; তিনি তাহাকে বেহেশ্‌ত উদ্যানে প্রবিষ্ট করাইবেন,

ع ২ — ২ রুকু

الْاَنْهٰرُ ج وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ع ١٨- لَقَدْ

আন্‌হার, ওয়া মাঁই ইয়াতাওয়াল্লা ইউআ'জ্জিব্‌হু আ'জাবান্ আলীমা। ع ১৮। লাকাদ্

যাহার নিম্নদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত ; এবং যে ব্যক্তি পশ্চাদাবর্তন করিল, তিনি তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করিবেন। (১৮) নিশ্চয়ই

رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

রাদ্বিইয়াল্লাহু আ'নিল্ মু'মীনিনা ইজ্ ইউবা-ইউ'নাকা তাহ্‌ত.শ্ শাজ্বারাতি

আল্লাহ বিশ্বাসস্থাপনকারীদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন যখন তাহারা বৃক্ষতলে তোমাদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করিয়াছিল,

فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ

ফাআ'লীমা মা ফী ক্বুলুবিহিম্ ফাআন্‌যালাছ্ ছাকীনাতা আ'লাইহিম্ ওয়া আছা-বাহুম্

অতঃপর তাহাদের অন্তরসমূহে যাহা ছিল তিনি তাহা অবগত ছিলেন, তৎপর তিনি তাহাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করিলেন এবং তাহাদিগকে নিকটবর্তী

فَتْحًا قَرِيْبًا لا ١٩- وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ

ফাৎহান্ ক্বারীবা। ১৯। ওয়া মাগ্বা-নিমা কাছীরাতাঁই ইয়া'খুজূনাহা ; ওয়া কা-নাল্লাহু

বিজয় দান করিলেন। (১৯) এবং প্রচুর যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য সম্ভার দান করিবেন, যাহা তাহারা গ্রহণ করিবে,

عَزِيْزًا حَكِيْمًا ٥ ٢٠- وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا

আযীযান্ হাকীমা। ২০। ওয়াআ'দা কুমুল্লাহু মাগ্বা-নিমা কাছীরাতান্ তা'খুজূনাহা

এবং আল্লাহ, পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়। (২০ আল্লাহ, তোমাদের সহিত প্রচুর যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য-সম্ভারের অঙ্গীকার করিয়াছেন, যাহা তোমরা গ্রহণ করিবে ;

فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ ج وَلِتَكُوْنَ

ফাআ'জ্জালা লাকুম্ হা-জিহী ওয়া কাফ্‌ফা আইদিইয়ান্নাছি আ'ন্‌কুম্, ওয়া লিতাকূনা

অতঃপর তিনি তোমাদের জন্য ইহা অতি সত্বর করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাদিগের হইতে মানবগণের হস্ত-সমূহ প্রতিরুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং যেন ইহা

اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا لا ٢١- وَّاُخْرٰى

আ-ইয়াতাল্ লিল্ মু'মিনীনা ওয়া ইয়াহ্‌দিইয়াকুম্ ছিরাত্বাম মুছ্‌তাকীমা। ২১। ওয়া উখ্‌রা

ধর্ম বিশ্বাসীগণের জন্য নিদর্শন স্বরূপ হইয়া থাকে এবং যেন তোমাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (২১) এবং অপর

لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ

লাম্ তাক্‌দিরূ আ'লাইহা ক্বাদ্ আহাত্বাল্লাহু বিহা ; ওয়া কানাল্লাহু আ'লা কুল্লি
যাহা তোমরা আয়ত্তে আনিতে পার নাই নিশ্চয় আল্লাহ্ উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন এবং আল্লাহ্ সর্ব

شَيْءٍ قَدِيْرًا ۝ ٢٢- وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ

শাইয়্যিন্ ক্বাদীরা। ২২। ওয়া লাউ ক্বাতালাকুমুল্লাজীনা কাফারূ লাওয়াল্লাউল্ আদ্‌বা-রা
বিষয় শক্তিশালী। (২২) এবং যদিও অমান্যকারীগণ তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিত তবে নিশ্চয়ই তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিত,

ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝ ٢٣- سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ

ছুম্মা লা ইয়াজ্বিদুনা ওয়ালীইয়্যাঁউ ওয়ালা নাছীরা। ২৩। ছুন্নাতাল্লাহিল্লাতী ক্বাদ্ খালাৎ
পুনরায় তাহারা কোনই রক্ষক অথবা সাহায্যকারী পাইত না। (২৩) ইতিপূর্ব হইতে আল্লাহর

مِنْ قَبْلُ ج صلے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝ ٢٤- وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ

মিন্ ক্বাব্‌ল, ওয়ালান্ তাজ্বিদা লিছুন্নাতিল্লাহি তাব্‌দীলা। ২৪। ওয়া হুওয়াল্লাজী কাফ্‌ফা
এইরূপ বিধান চলিয়া আসিতেছে এবং তুমি আল্লাহর বিধানে কখনও কোন পরিবর্তন পাইবে না। (২৪) এবং তিনিই তোমাদিগকে

اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ

আইদিইয়াহুম্ আ'ন্‌কুম্ ওয়া আইদিইয়াকুম্ আ'ন্‌হুম্ বিবাত্ব্‌নি মাক্বাতা মিম্‌বা'দি আন্
তাহাদের উপর বিজয়ী করিবার পর মক্কা সীমান্তে তাহাদের হস্তসমূহ তোমাদিগের হইতে এবং তোমাদের হস্তসমূহ তাহাদিগের

(২৩) আল্লাহর বিধান চির শাশ্বত ও অবিনশ্বর। এই বিধানে কোনরূপ লয়, ক্ষয় ও পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন হয় না। এই বিধানের মাধ্যমেই সৃষ্ট জগতের শুরু হইতে অন্ত পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকতার সহিত প্রতিষ্ঠিত পদার্থ চলিয়া আসিতেছে। আল্লাহর ব্যবস্থাকে ডিঙ্গাইয়া যাওয়ার সাধ্য কাহারও নাই। যেমন আগুনের ধর্ম হইল, উত্তাপ, গরম ও প্রদাহিতকরণ ইত্যাদি। সুতরাং আগুনের সংস্পর্শে আসিলে প্রতিটি পদার্থই প্রদাহিত হইতে বাধ্য। অনুরূপভাবে অবিশ্বাসী কাফেরগণের সহিত বিশ্বাসী বান্দাগণের যদি কখনও যুদ্ধ ও সংঘাত বাঁধিয়া যায়, তবে বিশ্বাসী বান্দাগণ ঈমান এবং আমলে সুদৃঢ় থাকিলে, কাফেরগণ অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। (আজিজী)

أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ٥ ٢٥- هُمُ الَّذِينَ

আজ্‌ফারাকুম্‌ আ'লাইহিম্‌ ; ওয়া কা-নাল্লাহু বিমা তা'মালূনা বাছীরা। ২৫। হুমুল্লাজীনা

হইতে প্রতিরুদ্ধ করিয়াছেন ; এবং তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ্‌ তাহা দেখিতেছেন। (২৫) ইহারাই ধর্ম অমান্য

كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا

কাফারূ ওয়া ছাদ্দুকুম্‌ আ'নিল্‌ মাছ্‌জিদিল্‌ হারামি ওয়াল্‌ হাদ্‌ইয়া মা'কূফান্‌

করিল এবং পবিত্র মসজিদ হইতে তোমাদের গতিরোধ করিল ; আরও কোরবানীর পশুকে

أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ط وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ

আঁই ইয়াব্‌লুগা মাহিল্লাহ ; ওয়া লাউলা রিজ্বালুম্‌ মু'মিনূনা ওয়া নিছা-উম্‌

কোরবানীস্থলে উপস্থিত হইতে বাধা প্রদান করিল এবং যদি ধর্ম বিশ্বাসী ও ধর্ম বিশ্বাসীণি মহিলাবৃন্দ

مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ

মু'মিনাতুল্‌ লাম্‌ তা'লামূহুম্‌ আন্‌ তাত্বাউহুম্‌ ফাতুছীবাকুম্‌ মিন্‌হুম্‌ মাআ'র্‌রাতুম্‌

না থাকিত, যাহাদিগকে তোমরা জানিতে না, তাহাদিগকে তোমরা নিষ্পেসিত করিয়া দিতে, অতঃপর অজ্ঞাতসারে তোমাদের উপর

بِغَيْرِ عِلْمٍ ج لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ج لَوْ

বিগ্বাইরি ই'ল্‌মিন, লিইউদ্‌খিলাল্লাহু ফী রাহ্‌মাতিহী মাঁই ইয়াশা উ, লাউ

দোষারোপ আসিত, যেন আল্লাহ্‌ যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহে প্রবিষ্ট করেন, তাহারা

تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٥ ٢٦- إِذْ

তাযাইয়্যালু লাআ'জ্জাব্‌নাল্লাজীনা কাফারূ মিন্‌হুম্‌ আ'জাবান্‌ আলীমা। ২৬। ইজ্‌

যদি পৃথকভাবে থাকিত তবে নিশ্চয়ই আমি তাহাদের মধ্যকার ধর্ম অমান্যকারীগণকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করিতাম। (২৬) যখন

جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ

জ্বাআ'লাল্লাজীনা কাফারূ ফী ক্বুলূবিহিমুল্‌ হামিইয়্যাতা হামিইয়্যাতাল্‌ জ্বাহিলিইয়্যাতি

ধর্ম অমান্যকারীগণ তাহাদের অন্তরসমূহে মূর্খজনোচিত উত্তেজনায় উত্তেজনার সৃষ্টি করিল,

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ

ফাআন্যালাল্লাহু ছাকীনাতাহূ আ'লা রাছূলিহী ওয়া আ'লাল্ মু'মিনীনা ওয়া আল্যামাহুম্
তখন আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল ও ধর্ম বিশ্বাসীগণের উপর স্বীয় শান্তি অবতীর্ণ করিলেন এবং তাহাদিগকে

كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ

কালিমাতাত্তাক্ওয়া ওয়া কা-নূ আহাক্কূ বিহা ওয়া আহ্লাহা ; ওয়া কা-নাল্লাহু
ধর্মবাণীর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং তাহারাই ইহার একান্ত উপযোগী ও যথোপযুক্ত ছিল এবং আল্লাহ্

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ع ٢٧- لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ج

বিকুল্লি শাইইন আ'লীম। ع ২৭। লাক্বাদ্ ছাদাকাল্লাহু রাছুলাহুর্ রুইয়া বিল্হাক্ক্,
সমূহ বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (২৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের সত্য স্বপ্নকে সত্য প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইলেন,

ع ৩ | ৩ রুকু

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ لا مُحَلِّقِيْنَ

লাতাদ্খুলুন্নাল্ মাছ্জিদিল্ হারা-মা ইন্শা-আল্লাহু আমিনীন মুহাল্লিকীনা
যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তবে অবশ্যই তোমরা নিরাপদে সুপবিত্র মসজিদে প্রবেশ করিবে তোমাদের স্ব স্ব

رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لا لَا تَخَافُوْنَ ط فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا

রুউছাকুম্ ওয়া মুক্বাছ্ছিরীন লা তাখা-ফূন ; ফাআ'লিমা মা লাম্ তা'লামূ
মস্তক মুণ্ডিত ও কেশ কাটিয়া ফেলিবে, এবং তোমাদের কোনই আশঙ্কা থাকিবে না, কেননা তোমরা যাহা যান তিনি তাহা অবগত আছেন,

فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ٥ ٢٨- هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ

ফাজ্আআ'লা মিন্ দুনি জা-লিকা ফাৎহান্ কারীবা। ২৮। হুওয়াল্লাজী-আর্ছালা রাছূলাহূ
সুতরাং তিনি ইহার অগ্রেই আসন্ন বিজয় দান করিলেন। (২৮) এবং তিনি তাঁহার রাসূলকে

(২৮) আল্লাহ তাআ'লা তাঁহার রাসূলের মাধ্যমে যে জীবন ব্যবস্থার সনদ পত্র মানুষকে প্রদান করিয়াছেন, ইহা সত্য ও বরহক। এই সত্য ও সঠিক জীবন ব্যবস্থাই পৃথিবীতে প্রচলিত সমুদয় জীবন ব্যবস্থা হইতে অতিশয় উত্তম ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কিন্তু মানুষ রাসূলের প্রবর্তিত জীবন ব্যবস্থার প্রতি সর্বদাই উদাসীন ও অমনোযোগী রহিয়াছে। (শেখ শাদী)

بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ

বিল্‌হুদা ওয়া দীনিল্‌ হাক্‌কি লিইউজ্‌হিরাহু আ'লাদ্দীনি কুল্লিহ ; ওয়া কাফা বিল্লাহি

হেদায়েত ও সত্যধর্মসহ প্রেরণ করিলেন, যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর প্রবল করেন এবং আল্লাহর

شَهِيْدًا ط ۲۹- مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى

শাহীদা। ২৯। মুহাম্মাদুর্‌রাছূলুল্লাহ ; ওয়াল্লাজীনা মাআ'হূ আশিদ্দা-উ আ'লাল্‌

সাক্ষ্যই যথেষ্ট। (২৯) মোহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে আছেন, তাঁহারা ধর্মদ্রোহী-গণের উপর

الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

কুফ্‌ফারি রুহামা-উ বাইনাহুম্‌ তারা-হুম্‌ রুক্কাআ'ন্‌ ছুজ্জাদাঁই

অতি কঠোর, তাহারা পরস্পর কোমল হৃদয়, তুমি তাহাদিগকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি প্রাপ্তির আশায়

ফায়দা ঃ হজরত মুহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার সাহাবাগণের চরিত্রে দুইটি গুণের সুসামঞ্জস প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। (১) নম্রতা, (২) কঠোরতা। বস্তুতঃ নম্রতাই তাঁহাদের স্বভাবের মধ্যে বিশেষভাবে পরিপূর্ণ ছিল। এই নম্রতা তাঁহারা প্রয়োজন অনুসারে সবস্থানেই ব্যববহার করিয়াছেন। এই নম্রতার মাধ্যমেই ঈমানের নুরের জ্যোতি ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু কঠোরতা যাহা তাঁহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা কেবল দ্বীন ও ঈমানের হেফাজতের জন্য। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে কায়েম করিবার জন্য, বিরুদ্ধ শক্তিকে প্রতিহত করিবার জন্য। কিন্তু এই নম্রতা ও কঠোরতা এবাদতে বদনী অর্থাৎ শারীরিক এবাদত ও রুহানী রিয়াজতের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিত। কেননা নামাজ সম্পাদনের দ্বারা তাহাদের কপালে এক প্রকার নুর বিকশিত হইয়াছিল। এই নুরের জ্যোতিই হইল তাহাদিগকে চিনিবার একমাত্র পথ। প্রকৃত পক্ষে যাহারা ধর্ম বিশ্বাসী এবং আল্লাহর এবাদতে নিমগ্ন থাকে, তাহাদের কপাল এবং তাহাদের মুখমণ্ডল দেখিলেই বুঝা যায় যে, তাহারা আল্লাহর পিয়ারা বান্দা। ভক্তি এবং শ্রদ্ধায় মস্তক আপন হইতেই তাহাদের সামনে নত হইয়া পড়ে। কখনও তাহাদের নম্রতার দ্বারা মানুষ কৃতার্থ হয় এবং কখনও তাহাদের কঠোরতার ফলে সত্য পথ ও সত্য জীবন ব্যবস্থার প্রতি মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়। আল্লাহ তাআ'লার এবাদত ও দ্বীন কায়েম রাখিবার জন্য এই নম্রতা ও কঠোরতার প্রয়োজন রহিয়াছে। যাহারা শুধু নম্রতাকেই জীবনের ভূষণ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তাহারা যেমন ভুল করিয়াছে, তেমনি যাহারা শুধু কেবল কঠোরতার দ্বারাই নিয়ম শৃঙ্খলা কায়েম করিতে চাহিয়াছে, তাহারাও ভুল পথেই চলিয়াছে। সুতরাং নম্রতা ও কঠোরতার সমঝোতার মাধ্যমেই পথ চলা উচিৎ।

(মোজেহুল কোরআন ও রুহুল বয়ান)

يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ

ইয়াব্‌তাগূনা ফাদ্‌লাম্ মিনাল্লাহি ওয়া রিদ্‌ওয়ানান, ছীমা-হুম্ ফী বুজূহিহিম্

রুকু ও সেজ্‌দাকারীরূপে দেখিতে পাইবে, তাহাদের পরিচয় এই যে, তাহাদের মুখমণ্ডলে

مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ج صلے وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ج قف

মিন্ আছারিছ্ ছুজুদ ; জা-লিকা মাছালুহুম্ ফিত্তাউরাহ্, ওয়া মাছালুহুম্ ফিল্ ইন্‌জীল,

সেজ্‌দার চিহ্ন রহিয়াছে, তাহাদের অনুরূপ গুণাবলী তওরাতে রহিয়াছে এবং ইঞ্জিলেও তাহাদের অনুরূপ গুণাবলী রহিয়াছে

كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ

কাযার্‌ই'ন আখ্‌রাজা শাত্বআহূ ফাআ-জারাহু ফাছ্‌তাগ্‌লাজা ফাছ্‌তাওয়া আ'লা ছুকিহী

যদ্রূপ শস্যক্ষেত্র উহার অঙ্কুর উদগম করে, অতঃপর উহাকে সবল তারপর পরিপুষ্ট করে, তৎপর উহা স্বীয় কাণ্ডের উপর সোজাভাবে দণ্ডায়মান হইল,

يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ط وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ

ইউ'জিবুয্‌যুর্‌রা আ' লিইয়াগীজা বিহিমুল্ কুফ্‌ফার ; ওয়া আ'দাল্লাহুল্লাজীনা

তখন উহা কৃষককে আনন্দোৎফুল্ল করিয়া তোলে তিনি যেন উহাদের দ্বারা ধর্ম অমান্যকারীগণকে ঈর্ষানলে দগ্ধীভূত করিতে পারেন ; এবং তন্মধ্য হইতে যাহারা

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ع

আ-মানু ওয়া আ'মিলুছ্ ছা-লিহা-তি মিন্‌হুম্ মাগ্‌ফিরাতাঁউ ওয়া আজ্‌রান আ'জীমা। ৪

ধর্ম বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সৎকার্যসমুহ করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদিগের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন।

ছুরা—হুজুরাৎ ইহা মদীনায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ বিছমিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ১৮ আয়াত এবং ২ রুকু

١- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ

১। ইয়া-আয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানু লা তুকাদ্দিমু বাইনা ইয়াদাইল্লাহি

(১) হে ধর্ম বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অগ্রগামী হইও না

وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ ٢ - يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ

ওয়া রাছুলিহী ওয়াত্তাকুল্লাহ ; ইন্নাল্লাহা ছামীউন্ আ'লীম্। ২। ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা

এবং আল্লাহকে ভয় কর ; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী। ২। হে ধর্মে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ !

اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ

আ-মানূ লা তার্ফাউ' আছ্ ওয়াতাকুম্ ফাউকা ছাউতিন্নাবিয়্যি ওয়ালা তাজ্হারূ লাহূ

নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চতর করিও না এবং তোমরা পরস্পর যেরূপ

بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ

বিল্ কাউলি কাজ্বাহ্রি বা'দ্বিকুম্ লিবা'দ্বিন্ আন্ তাহ্বাত্বা আ'মা-লুকুম্

খুব চীৎকার করিয়া কথোপকথন কর, তদ্রূপ চীৎকার করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিও না, ইহাতে আশঙ্কা হয় যে, তোমাদের কৃতকর্মসমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং তোমরা

وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۞ ٣ - اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

ওয়া আন্তুম্ লা-তাশ উ'রূন। ৩। ইন্নাল্লাজীনা ইউগ্বুদ্দ্বূনা আছ্ ওয়াতাহুম্ ই'ন্দা রাছুলিল্লাহি

উহা হৃদয়ঙ্গম করিতেছ না। (৩) নিশ্চয় যাহারা আল্লাহর রাসূল সমীপে নিজ নিজ কণ্ঠস্বর নিম্ন করে,

(২) কতিপয় লোক মহানবী (দঃ)-এর গৃহের পাশে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে মহানবী (দঃ)-কে ডাকিত। ফলে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করিলেন এবং ইদৃশ কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকিবার জন্য তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। ইমাম ইব্নে কাইয়ুম (রাঃ বলিয়াছেন যে, পবিত্র কোরআন, হাদীস শরীফ ও সাহাবাদের আছার হইতে বর্ণিত আছে যে, ইস্লাম ধর্ম বর্জন করিলে যেমন নেক আমল বরবাদ হইয়া যায়, তদ্রূপ বদ আমলের দ্বারাও নেক আমল কমিয়া যায়। এই কমতির দ্বারা নেক আমলের সংখ্যা কমতি বুঝায় না বরং নেক আমল করার ইচ্ছা বা আকাঙ্খা কমিয়া যায়। কিতাবুল ওয়াজ্বিজে আছে যে, এমন কতিপয় গোনাহ রহিয়াছে, যাহার ফলে নেক আমল বরবাদ হইয়া যায়। যেমন জ্বিনা ও কুফুরী। ইহার দরুণ নেক আমলের মর্তবা বিলুপ্ত হইয়া মানুষ ঈমানহারা হইয়া যায়। অধিকন্ত এই আয়াতে আল্লাহ আদব শিক্ষা দিয়াছেন যে, মহানবী দঃ)-এর মজলিসে কখনও বেয়াদবী করিতে নাই। যদি বেয়াদবী করে, তাহা হইলে ঈমান হারানোর আশঙ্কা আছে। অনুরূপভাবে মিলাদ মাহফিলেও বেয়াদবী করা চলিবে না। (মুজেহুল কোরআন)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم

উলা-ইকাল্লাজীনাম্ তাহানাল্লাহু ক্বুলুবাহুম্ লিত্তাক্ ওয়া ; লাহুম্

আল্লাহ্ তাহাদেরই অন্তরসমূহ ধর্মভীরুতার জন্য পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন ; তাহাদেরই জন্য

مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ ٤ - إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ

মাগ্ ফিরাতুঁউ ওয়া আজ্বরুন্ আ'জীম। ৪। ইন্নাল্লাজীনা ইউনাদুনাকা মিঁউ ওয়ারাইল্

ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদান রহিয়াছে। (৪) নিশ্চয় যাহারা তোমাকে প্রকোষ্ঠসমূহের

الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ ٥ - وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا

হুজ্বুরাতি আক্ছারুহুম্ লা ইয়া'ক্বিলুন। ৫। ওয়া লাউ আন্নাহুম্ ছাবারূ

বাহির হইতে চীৎকার করিয়া আহ্বান করে, তাহাদের অধিকাংশই নির্বোধ। (৫) এবং তুমি তাহাদের

حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

হাত্তা তাখ্ রুজা ইলাইহিম্ লাকানা খাইরাল্লাহুম্ ; ওয়াল্লাহু গ্বাফুরুর্ রাহীম্।

নিকট বাহির হইয়া আসা পর্যন্ত যদি তাহারা ধৈর্যসহ প্রতীক্ষা করিত, তবে তাহাদের জন্য অত্যুত্তম হইত ; এবং আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাকারী করুণাময়।

(৪) বণী-তামিম গোত্রের কতিপয় লোক মহানবী দঃ-এর দরবারে আগমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মহানবী (দঃ)-কে নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। এই সময় নবী করিম (দঃ) ঘরের মধ্যে ছিলেন। অতঃপর তিনি এই শোরগোল শুনিয়া বাহিরে আসিলেন এবং তাহাদের সহিত প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা করিলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করেন। বস্তুতঃ তাহারা আদব এবং শিষ্টাচার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করিয়া তাহাদিগকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিলেন। নবী ও রাসূলগণের দরবারে ধৈর্য এবং সংযম অবলম্বন করা উচিৎ। তাহাদের দরবারে কখনও আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন জিনিসের আকাঙ্খা করিতে নাই। ইহাতে নবী ও রাসূলগণের শান্তির ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। তাহাদের নিয়ম-শৃংখলার ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকে।

(কবীর)

٦ - يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ

৬। ইয়া আইয়ু্য হাল্লাজীনা আ-মানূ ইন্ জ্বা-আকুম্ ফা-ছিকুম্ বিনাবাইম্

(৬) হে ধর্মে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ! যদি তোমাদের নিকট কোন দুষ্কৃতিকারী কোন সংবাদ লইয়া আসে,

فَتَبَيَّنُوٓا أَن تُصِيبُوا قَوْمًۢا بِجَهَـٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا

ফাতাবাইয়্যানূ আন্‌তুছীবূ ক্বাউমাম্ বিজ্বাহালাতিন্ ফাতুছ্‌বিহূ আ'লা-মা

তবে উহার তথ্য অনুসন্ধান কর—যেন না হয় যে, তোমরা না জানিয়া কোন সম্প্রদায়কে বিপন্ন কর, অতঃপর তোমাদের

فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ ٧ - وَاعْلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ

ফাআ'ল্‌তুম্ নাদিমীন। ৭। ওয়া'লামু আন্না ফীকুম্ রাছূল্লাহ্; লাউ ইউত্বীউ'কুম্

কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও। (৭) তোমরা অবগত হও যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রহিয়াছেন; যদি তিনি

فِى كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ

ফী কাছীরিম্ মিনাল্ আম্‌রি লা আনিৎতুম্ ওয়ালা কিন্নাল্লাহা হাব্বাবা ইলাইকুমুল্

অধিকাংশ ব্যাপারে তোমাদের কথা মত চলেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমরা বিপদের সম্মুখীন হইবে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট

الْإِيمَـٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ

ঈমানা ওয়া যাইয়্যানাহূ ফী ক্বুলুবিকুম্ ওয়া কার্‌রাহা ইলাইকুমুল্ কুফ্‌রা ওয়াল্ ফুছূক্বা

ধর্ম বিশ্বাসকে প্রিয় বস্তু করিয়াছেন এবং তিনি উহাকে তোমাদের অন্তরসমূহে মনোরম করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাদের প্রতি ধর্ম অমান্য দুষ্কৃতি ও অবাধ্যতা

وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَـٰٓئِكَ هُمُ الرَّٰشِدُونَ ٨ - فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ

ওয়াল্ ই'ছ্‌য়ান্; উলা-ইকা হুমুর্ রাশিদুন। ৮। ফাদ্ব্‌লাম্ মিনাল্লাহি ওয়া নি'মাহ্;

ঘৃণা করিয়া দিয়াছেন; ইহারাই সত্য পথের পথিক। (৮) আল্লাহর অনুগ্রহ ও দানের কল্যাণে;

(৬) মহানবী (দঃ) এক ব্যক্তিকে কোন এক কওমের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। সেই কওমের লোকেরা তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বাহির হইল। ফলে সে মনে করিল যে, হয়ত তাহারা তাহাকে মারিবার জন্যই এই ব্যবস্থা করিয়াছে। অতঃপর সে প্রত্যাবর্তন করিয়া রটাইয়া দিল যে, উমুক কওম ধর্মত্যাগ করিয়াছে। অতঃপর এই আয়াত নাজিল হয়। (খোজেন)

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ ٩ - وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا

ওয়াল্লাহু আ'লীমুন্ হাকীম। ৯। ওয়া ইন্ ত্বা-ইফাতানি মিনাল্ মু'মিনীনাক্ তাতালু

এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। (৯) এবং যদি ধর্ম বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে পরস্পর দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে,

فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ج فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ

ফা আছ্লিহু বাইনাহুমা, ফাইম্ বাগ্বাৎ ইহ্দাহুমা আ'লাল্ উখ্রা ফাক্বাতিলুল্লাতী

তবে তাহাদের উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া দাও ; ইহার পরেও যদি তদুভয় মধ্যে একে অপরের উপর অন্যায় করে, তবে আল্লাহর আদেশের দিকে

تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ج فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

তাব্গ্বী হাত্তা তাফীয়া ইলা আম্‌রিল্লাহ্; ফাইন্ ফা-আৎ ফা আছ্লিহু বাইনাহুমা

ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সেই অন্যায়কারীর সহিত যুদ্ধ কর ; তৎপরে সে যদি ফিরিয়া আসে তখন তদুভয় মধ্যে ন্যায্যভাবে

بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝ ١٠ - اِنَّمَا

বিল্ আ'দ্‌লি ওয়া আক্ছিত্বু; ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল্ মুক্ছিত্বীন। ১০। ইন্নামাল্

সন্ধি স্থাপন করিয়া দাও এবং বিচার কর ; নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন। (১০) এতদ্ব্যতীত নিশ্চয়ই

الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ

মু'মিনূনা ইখ্ওয়াতুন্ ফাআছ্লিহূ বাইনা আখা ওয়াইকুম্ ওয়াত্তাক্বুল্লাহা লাআ'ল্লাকুম্

ধর্ম বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভ্রাতা, এই নিমিত্ত তোমাদের ভ্রাতৃদ্বয়েয় মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া দাও ; এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর - সম্ভবঃত তোমরা অনুগৃহীত

(১০) এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। ধর্মীয় যোগসূত্রের মাধ্যমেই এই অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সংস্থাপিত হইয়াছে। এই বন্ধন শুধু কেবল দুনিয়ার জিন্দেগানীতেই নয় বরং আখেরাতের জিন্দেগানীতেও অটুট থাকিবে। হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, কিয়ামতের ময়দানে বদকারগণকে সারিবদ্ধ-ভাবে দাড় করানো হইবে। তাহাদের সম্মুখ দিয়া একজন নেককার ব্যক্তিকে বেহেশ্তে যাইবার নির্দেশ দেওয়া হইবে। তখন নেককার ব্যক্তি যাইতে শুরু করিবে ও পরিচিত গোনাহগার ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া আবেদন করিবে যে, হে ভাই ! আমি গোনাহগার ! আমি দুনিয়ার জিন্দেগীতে উমুক সময় আপনাকে এক পেয়ালা পানি পান করাইয়াছিলাম। আজ আমার এই সঙ্কট মুহূর্তে আপনি আমার জন্য সুপারিশ করুন। অতঃপর সেই নেককার ব্যক্তি উক্ত বদকার ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করিবেন এবং আল্লাহ তাআলা তাহাকে ক্ষমা করিবেন। (ইবনে মাজা)

ع
১
—
১
রুকু

تُرْحَمُوْنَ ع ١١ - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ

তুর্‌হামূন। ع ১১। ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানূ্ লা ইয়াছ্‌খার্‌ ক্বাউমুম্‌ মিন্‌

হইতে পারিবে। (১১) হে ধর্ম বিশ্বাসিগণ! এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ করিবে না,

قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى

ক্বাউমিন্‌ আ'ছা আঁই ইয়াকূনূ্ খাইরাম্‌ মিন্‌হুম্‌ ওয়ালা নিছাউম্‌ মিন্‌ নিছাইন্‌ আ'ছা

ইহা বিচিত্র নহে যে, উহাদের অপেক্ষা তাহারা উত্তম হইতে পারে এবং নারীগণ কোন নারীগণকেও,

اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا

আঁই ইয়াকুন্না খাইরাম্‌ মিন্‌হুন্না, ওয়ালা তাল্‌মিযু আন্‌ফুছাকুম্‌ ওয়ালা তানাবাযূ

ইহাও বিচিত্র নহে যে, উহাদের অপেক্ষা তাহারা উত্তম হইতে পারে এবং তোমরা পরস্পর নিজেদের মধ্যে নিন্দাবাদ করিও না এবং তোমরা কাহাকেও মন্দ পদবী-সহকারে

بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ

বিল্‌ আল্‌ক্বা'ব্‌ ; বি'ছাল্‌ ইছ্‌মুল্‌ ফুছূকু্‌ বা'দাল্‌ ঈমান্‌, ওয়ামাল্লাম্‌ ইয়াতুব্‌

আহ্বান করিও না ; ধর্ম বিশ্বাস স্থাপনের পর মন্দ নামে আহ্বান করা গর্হিত কার্য এবং যে ফিরিয়া আসিবে না

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ١٢ - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا

ফা উলা-ইকা হুমুজ্‌ জা-লিমূন। ১২। ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানুজ্‌ তানিবূ

প্রকৃতপক্ষে তাহারাই দুষ্কৃতিপরায়ণ। (১২) হে ধর্ম বিশ্বাসিগণ! তোমরা অতিরিক্ত কুধারণা পোষণ পরিহার কর।

(১১) বিদ্রূপ করা একটি বড় দোষ। এই বিদ্রূপ ও উপহাস মানুষের অন্তরে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার সৃষ্টি করে। এই শত্রুতার ফলে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ঝগড়া বিবাদ ও কোন্দল ঘটিয়া থাকে। সুতরাং নারী ও পুরুষের মধ্যে কাহারও পক্ষে বিদ্রূপ ও উপহাসকে মনে স্থান দেওয়া উচিৎ নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিদ্রূপের ফলে আপন মিত্রও শত্রু হইয়া পড়ে এবং এমনকি অনেক সময় প্রাণ নাশেরও কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এই আয়াতের নির্দেশের প্রতি প্রত্যেক স্ত্রী এবং পুরুষের লক্ষ্য করা উচিৎ। অন্যথায় যে কোন সময়, যে কোন দুর্ঘটনা বা অনর্থ ঘটিতে পারে। (মাদারেক)

كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ

কাছীরাম্ মিনাজ্‌জান্নি, ইন্না বা'দ্বাজ্‌জান্নি ইছ্‌মুঁউ ওয়ালা তাজ্বাছ্‌ছাছু ওয়ালা ইয়াগ্‌তাব্

নিশ্চয় কোন কোন কুধারণা পাপকার্য এবং অসাক্ষাতে

بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ

বা'দ্বুকুম্ বা'দ্বা ; আইউহিব্বু আহাদুকুম্ আঁই ইয়া'কুলা লাহ্‌মা আখীহি

একে অপরের দুর্ণাম রটাইও না ; তোমাদের মধ্যে কেহ কি স্বীয় মৃত ভ্রাতার গোশ্‌ত ভক্ষণ করিতে ভালবাস ?

مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ٥

মাইতান্ ফাকারিহ্‌তুমূহ্ ; ওয়াত্তাকুল্লাহ্ ; ইন্নাল্লাহা তাউ ওয়াবুর্ রাহীম।

উহা ত তোমরা ঘৃণা করিয়া থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ; নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় তওবা গ্রহণকারী দয়ালু।

١٣ - يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ

১৩। ইয়া আইয়্যুহান্নাছু ইন্না খালাক্‌নাকুম্ মিন্ জাকারিঁউ ওয়া উন্‌ছা ওয়াজ্বাআ'ল্ না-কুম্

(১৩) হে মানবগণ ! আমি তোমাদিগকে একই পুরুষ ও একই নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে

شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط

শুয়ূ'বাঁউ ওয়া ক্বাবা-ইলা লিত‚আ'রাফূ ; ইন্না আক্‌রামাকুম্ ই'ন্দাল্লাহি আত্‌ক্বাকুম্ ;

বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন গোত্রভুক্ত করিয়াছি—যেন তোমরা পরস্পর পরিচয় লাভ করিতে পার, নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধর্মভীরু ;

(১৩) মানুষকে আল্লাহ তাআলা নারী এবং পুরুষ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিভিন্নতার সৃষ্টি আল্লাহ তাআলা কেন করিয়াছেন, সেই রহস্যও তিনি পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিয়াছেন। এই রহস্য হইল পরস্পর পরস্পরকে চিনিবার এবং জানিবার এক সুযোগ মাত্র। কেননা মানুষ এইভাবে গোত্র ও সম্প্রদায় ভুক্ত না হইলে কেহ কাহাকেও চিনিতে বা পরিচয় জানিতে সক্ষম হইত না। চিনিবার ও জানিবার এই ব্যবস্থা কতটুকু ফলদায়ক, তাহা প্রত্যেক জ্ঞানবানই বুঝিতে সক্ষম হইবেন। (আজিজী)

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٤ - قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ط قُلْ لَمْ

ইন্নাল্লাহা আ'লীমুন্ খাবীর। ১৪। ক্বালাতিল্ অ'রাবু আ-মান্না ; ক্বুল্লাম্

নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় জ্ঞানী সর্বজ্ঞ। (১৪) অসভ্য মরুবাসী আরবেরা বলে যে, আমরা ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি ; তুমি

تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ

তু'মিনূ ওয়ালাকিন্ ক্বূলূ আছ্লাম্না ওয়া লাম্মা ইয়াদ্খুলিল্ ঈমানু

বল তোমরা ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন কর নাই, বরং তোমরা বল যে, আমরা অনুগত হইয়াছি এবং প্রকৃত অবস্থা এই যে, এখনও তোমাদের অন্তরসমূহে ধর্ম বিশ্বাস

فِي قُلُوبِكُمْ ط وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ

ফী ক্বুলূবিকুম; ওয়া ইন্ তুত্বীয়ু'ল্লাহা ওয়া রাছূলাহূ লা-ইয়ালিৎকুম্ মিন্

প্রবেশ করে নাই এবং তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আজ্ঞাবহ হও, তবে তিনি তোমাদের কৃতকর্মসমূহ

أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ١٥ - إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ

আ'মালিকুম্ শাইয়া ; ইন্নাল্লাহা গ্বাফূরুর্ রাহীম। ১৫। ইন্নামাল্ মু'মিনূনাল্লাজীনা

বিন্দুমাত্র হ্রাস করিবেন না ; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। (১৫ প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাসী তাহারাই—যাহারা

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

আ-মানূ বিল্লাহি ওয়া রাছূলিহী ছুম্মা লাম্ইয়ার্তা-বূ ওয়াজা হাদূ বিআম্ ওয়ালিহিম্

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, অতঃপর সন্দেহ করে নাই এবং তাহারা আল্লাহর পথে স্বীয়

(১৫) প্রকৃত মু'মিনদিগের লক্ষণ হইল এই যে, তাঁহারা কখনও আল্লাহ তাআলার কোন নির্দেশের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেন না বা জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন না। তাঁহাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ঈমানের নূরের জ্যোতি পয়দা করিয়া দিয়াছেন। এই জ্যোতির বলেই তাহারা সত্য এবং মিথ্যাকে চিহ্নিত করিতে পারেন। এই জ্যোতিই তাঁহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকের দিকে ধাবিত করে। আল্লাহ আমাদিগকে ঈমানের নূরের জ্যোতি প্রদান করুন, আমিন!

(মানাফেউল কোরআন)

وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝١٥ - قُلْ

ওয়া আন্‌ফুছিহিম্ ফী ছাবীলিল্লাহ্; উলা-ইকা হুমুছ্ ছা-দিক্বূন। ১৬। ক্বুল্

ধন-সম্পদ ও স্বীয় প্রাণ দ্বারা ধর্ম যুদ্ধ করে; ইহারাই সত্যবাদী। (১৬) তুমি বলিয়া দাও—

أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

আতুআ'ল্লিমুনাল্লাহা বিদীনিকুম্; ওয়াল্লাহু ইয়া'লামু মাফিছ্ ছামাওয়াতি

তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের ধর্মপরায়ণতা জ্ঞাপন করিতেছ? বস্তুতঃ আল্লাহ গগনমণ্ডল ও পৃথিবীতে যাহা আছে,

---

وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝١٦ - يَمُنُّونَ

ওয়ামা ফিল্ আরদ্ব; ওয়াল্লাহু বিকুল্লি শাইইন্ আ'লীম। ১৭। ইয়ামুন্নূনা

তাহা ভালরূপে জ্ঞাত আছেন এবং আল্লাহ সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (১৭) তাহারা

عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ط قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ج بَلِ اللَّهُ

আ'লাইকা আন্ আছ্‌লামূ; ক্বুল্ লা তামুন্নূ আ'লাইয়্যা ইছ্‌লামাকুম্, বালিল্লাহু

ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তোমাকে অনুগৃহীত মনে করে; তুমি বলিয়া দাও—তোমাদের ইস্‌লাম গ্রহণকে আমার প্রতি অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিও না;

يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

ইয়ামুন্নু আ'লাইকুম্ আন্ হাদাকুম্ লিল্ ঈমানি ইন্ কুন্তুম্ ছা-দিক্বীন।

বরং আল্লাহই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন—যেহেতু তিনি তোমাদিগকে ধর্মবিশ্বাসের পথ দেখাইয়াছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

---

١٨ - إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ع

১৮। ইন্নাল্লাহা ইয়া'লামু গ্বাইবাছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল্ আরদ্ব; ওয়াল্লাহু বাছীরুম্ বিমা তা'মালূন। ع

ع ২/২ রুকু

(১৮) নিশ্চয় আল্লাহ গগনমণ্ডল ও পৃথিবীর সকল অদৃশ্য বিষয় জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ তাহা দেখিতেছেন।

---

(১৬) বাহ্যিক আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠানের দ্বারা যাহারা নিজদিগকে ধার্মিক ও নেককার বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, তাহারা নিতান্তই গোনাহগার ও বদকার। কেননা বাহিরের আচরণ একটা খোলস মাত্র। এই খোলসের দ্বারা অভ্যন্তর ভাগের ভাল-মন্দ যাচাই করা যায় না।

(মানাফেউল কোরআন)

ছুরা—ক্বাফ্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ বিছ্মিল্লা-হির্ রাহ্মানির্ রাহীম্। অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৪৫ আয়াত এবং ৩ রুকু।

١- قٓ قف وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ج ٢- بَلْ عَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ

১। ক্বা-ফ্; ওয়াল ক্বুরআনিল মাজ্বীদ্। ২। বাল্ আ'জ্বীবু আন্ জ্বা-আহুম্ মুন্জিরুম্

(১) ক্বা-ফ, সম্মানিত কোরআনের শপথ। (২) বরং তাহারা বিস্ময়বোধ করিল যে, তাহাদের মধ্য হইতেই তাহাদের নিকট একজন

مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَیْءٌ عَجِيْبٌ ج ٣- ءَاِذَا مِتْنَا

মিন্হুম্ ফা-ক্বালাল্ কা ফিরূনা হা-জা শাইয়ূন্ আ'জ্বীব্। ৩। আ ইজা-মিৎনা

ভীতিপ্রদর্শক আসিয়াছে; সুতরাং ধর্ম অমান্যকারীগণ বলিতে লাগিল যে, ইহা ত অদ্ভুত ব্যাপার।

(৩) আমরা যখন মৃত্যুমুখে পতিত

وَكُنَّا تُرَابًا ج ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ ٥ ٤- قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ

ওয়া কুন্না তুরা-বান্, জা-লিকা রাজ্ব্উ'ম্ বায়ী'দ্। ক্বাদ আ'লিম্না মা তাম্কুছুল্

হইব এবং মৃত্তিকায় পরিণত হইব, তখন এইরূপ প্রত্যাবর্তন একান্তই সুদূর।

(৪) অবশ্যই আমি অবগত আছি—উহাদের মধ্যে হইতে মৃত্তিকা

الْاَرْضُ مِنْهُمْ ج وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ٥ ٥- بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ

আরদ্বু মিন্হুম্, ওয়া ই'ন্দানা কিতা-বুন হাফীজ্। ৫। বাল্ কাজ্জাবু বিল্হাক্কি

যাহা হ্রাস করিয়া দিতেন, এবং আমার নিকট সুরক্ষিত কিতাব বিদ্যমান।

(৫) বরং সত্য তাহাদের নিকট উপনীত

لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِیْ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ٥ ٦- اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى

লাম্মা জ্বা-আ হুম্ ফাহুম্ ফী আম্রিম্ মারীজ্ব। ৬। আফালাম্ ইয়ান্জুরূ ইলাছ্

হওয়ার পর তাহারা উহার প্রতি মিথ্যারোপ করিয়াছিল, বস্তুতঃ তাহারা এক মহা জটিল সমস্যায় পতিত রহিয়াছে। (৬) তাহারা কি আকাশের দিকে

(৬) এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সতর্ক করিয়াছেন যে, তোমরা কি দেখ নাই যে, তোমাদের মাথার উপরের এই বিশাল সুনীল আকাশ কেমন করিয়া রহিয়াছে। আমিই উহাকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে তারকারাজি দ্বারা সুন্দর ও সুসজ্জিত করিয়াছি এমন কি উহাতে কোন রকম ছিদ্র বা ফাটল নাই। ইহা কি তোমাদের নজরে আসে না? (মানাফে')

السماء فوقهم كيف بنينها وزينها وما لها من

ছামা-ই ফাউক্বাহুম্ কাইফা বানাইনা হা ওয়া যাইয়্যান্নাহা ওয়ামা লাহা মিন্

দৃষ্টিপাত করে নাই যে, আমি কিরূপে উহা নির্মাণ করিয়াছি এবং উহাকে সুসজ্জিত করিয়াছি এবং উহাতে কোনও

فروج ۝٧ والارض مددنها والقينا فيها رواسي وانبتنا

ফুরূজ্ব। ৭। ওয়াল আরদ্বা মাদাদ্না হা ওয়া আল্‌কাইনা ফীহা রাওয়াছিয়া ওয়া আম্‌বাৎনা

ছিদ্র নাই। (৭) এবং পৃথিবী—আমি উহাতে পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি, এবং উহাতে সর্বপ্রকার

فيها من كل زوج بهيج ۝٨ تبصرة وذكرى لكل عبد

ফীহা মিন্ কুল্লি যাউজ্বিম্ বাহীজ্ব। ৮। তাব্‌ছিরাতাঁউ ওয়া জিক্‌রা লিকুল্লি আ'ব্‌দিম্

মনোরম বস্তু উদ্‌গত করিয়াছি। (৮) প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী বান্দার জন্য প্রদর্শন করিতে এবং

منيب ۝٩ ونزلنا من السماء ماء مبركا فانبتنا

মুনীব। ৯। ওয়া নায্‌যালনা মিনাছ্ ছামাই মা-আম্ মুবা-রাকান্ ফাআম্‌বাৎনা

শিক্ষা গ্রহণ করিতে। (৯) এবং আমি আকাশ হইতে প্রচুর কল্যাণপ্রদ পানি বর্ষণ করি, তারপর আমি তদ্দ্বারা

به جنت وحب الحصيد ۝١٠ والنخل بسقت لها طلع

বিহী জান্নাতি্ঁউ ওয়া হাব্বাল্ হাছীদ্। ১০। ওয়ান্নাখ্‌লা বা-ছিকা-তিল লাহা ত্বাল্‌উ'ন্

উদ্যানসমূহ ও ক্ষেত্রের শস্য উৎপন্ন করি। (১০) এবং সমুন্নত খেজুর বৃক্ষসমূহও—যাহার গুচ্ছসমূহ

نضيد ۝١١ رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا

নাদীদ। ১১। রিজকাল্ লিল্‌ই'বাদ। ওয়া আহ্‌ইয়াইনা বিহী বালদাতাম্ মাইতা।

স্তরে স্তরে রহিয়াছে। (১১) বান্দাগণের জীবিকার জন্য। এবং আমি তদ্দ্বারা মৃত দেশকে সঞ্জীবিত করি;

(৭) আল্লাহ তাআ'লা পৃথিবীকে সুসমতল ও বাসোপযোগী করিয়া তৈয়ার করিয়াছেন। অধিকন্তু এই জমীনের এন্তেজাম ও স্থিতিস্থাপকতার জন্য বিরাট বিরাট পাহাড় পর্বত তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পাহাড় পর্বতের দ্বারা পৃথিবী যেমন আপন কেন্দ্র বিন্দুতে সঠিক ও সুস্থির রহিয়াছে তদ্রূপ উহাতে নানা রকম ফলমূল, উদ্ভিদ ও চারা গাছও জন্মিয়া থাকে। ইহা আল্লাহ তাআ'লার এক বিরাট রহমত। এই রহমত চোখে দেখিবার পরও যাহারা আল্লাহর নাফরমানী করে ও গোনাহের কাজে লিপ্ত থাকে তাহারা যথার্থই হতভাগ্য। (মানাকে')

كَذٰلِكَ الْخُرُوجُ ○ ١٢ - كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ

কাজা-লিকাল্ খুরূজ্। ১২। কাজ্জাবাৎ ক্বাব্লাহুম ক্বাউমু নুহি ঁউ ওয়া আছ্হাবুর্ রাছ্ছি

এইরূপেই পুনরুত্থান হইবে। (১২) ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়, কূপের মালিকগণ ও সমুদগোত্র মিথ্যারোপ

وَثَمُودُ ○ ١٣ - وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوطٍ ○ ١٤ - وَاَصْحٰبُ

ওয়া ছামূছ্। ১৩। ওয়া আ'হুঁউ ওয়া ফিরআ'উনু ওয়া ইখ্ওয়ানু লুত। ১৪। ওয়া আছহাবুল্

করিয়াছিল; (১৩) এবং আ'দ, ফেরাউন ও লূতের ভ্রাতৃগণ। (১৪) এবং অরণ্যের অধিবাসী

الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ط كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ○

আইকাতি ক্বাউমু তুব্বাই'; কুল্লুন্ কাজ্জাবারুছুলা ফাহাক্ক্বা ওয়াঈ'দ্।

ও তোব্বা সম্প্রদায়, তাহারা সকলেই রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করিয়াছিল, সেই হেতু আমার অঙ্গীকৃত শাস্তি সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

١٥ - اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ط بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ

১৫। আফা আ'ইনা বিল্খাল্কিল্ আউওয়্যাল; বাল্হুম্ ফী লাব্ছিম্ মিন্ খাল্ক্কিন্

(১৫) আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করিতে ক্লান্ত হইয়াছি— যাহাতে তাহারা নূতন সৃষ্টিতে

جَدِيدٍ ع ١٦ - وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ

ع ১ — ১ রুকু

জাদীদ্। ১৬। ওয়ালাক্বাদ্ খালাক্বনাল্ ইন্ছা-না ওয়ানা'লামু মা-তুওয়াছ্বিছু বিহী

সন্দেহ পোষণ করিতেছে? (১৬) এবং নিশ্চয় আমিই মানবকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার অন্তঃকরণ তাহাকে যে বিষয়ে

(১৬) আল্লাহ তাআ'লা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মানুষের অন্তঃকরণসমূহের বিষয়াবলী সম্পর্কে অবগত আছেন। কোন কিছুই আল্লাহ তাআ'লার এলেম হইতে লুক্কায়িত নাই। এই সর্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী আল্লাহু রাব্বুল ইজ্জতের সামনে যারা মাথা নত করিতে চায় না, তাহাদের সহিত কোন মুসলমানের দোস্তি ও বন্ধুত্ব হইতে পারে না। অধিকন্তু আল্লাহই হইলেন সকলের চেয়ে নিকটতম বন্ধু। দুনিয়াতে আমরা অনেককেই আপন বলিয়া ভাবিয়া থাকি। কিন্তু শেষ ফলে কেহই আমাদের আপন বলিতে থাকে না। থাকেন শুধু দয়াময় আল্লাহ তাআ'লা। (মানাফে')

نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ○ ١٧ - اِذْ

নাফ্ছুহূ ওয়া নাহ্নু আক্ব্রাবু ইলাইহি মিন্ হাব্লিল্ ওয়ারীদ্। ১৭। ইজ্

প্ররোচিত করে তাহাও আমি অবগত আছি; এবং আমি তাহার কণ্ঠশিরা অপেক্ষাও অধিকতর নিকটবর্তী। (১৭) যখন

يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ○

ইয়াতালাক্ব্কাল মুতালাক্ব্কিয়ানি আ'নীল্ ইয়ামীনি ওয়া আ'নিশ শিমা-লি ক্বাঈ'দ্।

গ্রহণকারীদ্বয় গ্রহণ করে, তখন তাহার ডান দিকে ও বামদিকে আসিয়া উপবেশন করে।

---

١٨ - مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ○ ١٩ - وَجَاءَتْ

১৮। মা ইয়াল্ফিজু মিন্ ক্বাউলিন্ ইল্লা লাদাইহি রাক্বী বুন্ আ'তীদ্। ১৯। ওয়াজ্বাআৎ

(১৮) সে যে কথা উচ্চারণ করে, বস্তুতঃ তাহার সন্নিকটে সতর্ক রক্ষক উদ্যত রহিয়াছে। (১৯) এবং মৃত্যুর

سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ط ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ○

ছাক্রাতুল্ মাউতি বিল্ হাক্ক্ব; জা-লিকা মা কুন্তা মিন্হু তাহীদ্।

সংজ্ঞাশূন্যতা সত্যভাবেই উপস্থিত হইবে; ইহাই তাহা যাহা হইতে তুমি পলায়ন করিতেছিলে।

---

٢٠ - وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ ط ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ○ ٢١ - وَجَاءَتْ

২০। ওয়া নুফিখা ফিছ্ছূর্; জা লিকা ইয়াউমুল্ ওয়ায়ী'দ্। ২১। ওয়াজ্বা আৎ

(২০) এবং 'ছূর' ফুৎকার করা হইবে; ইহাই অঙ্গীকারের দিবস।

---

(১৯) মৃত্যুর হিম শীতল স্পর্শ হইতে কেহই বাঁচিতে পারে না। জরা-মৃত্যু প্রতিটি জীবের নিত্য সহচর। প্রতিটি সৃষ্ট জীবকে মৃত্যু বরণ করিতেই হইবে। অজর, অমর হইয়া কোন পদার্থই পৃথিবীতে আসে নাই। সুতরাং মৃত্যুর কথা খেয়াল করিয়া সর্বদাই আমাদের সন্ত্রস্ত থাকা উচিৎ। যাহারা—ফখর ও গরুরী করিয়া থাকে তাহাদের জানা উচিৎ যে, শেষকালের জন্য তাহাদের কি সম্বল রহিয়াছে। সম্বলহীন মানুষের অহঙ্কার করা সাজে না। (তাফ্‌ হীম)

كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ٥ ٢١ - لَقَدْ كُنْتَ فِيْ

কুল্লু নাফ্‌ছিম্‌ মাআ'হা ছাইকুঁউ ওয়া-শাহীদ্‌। ২১। লাক্বাদ্‌ কুন্‌তা ফি

(২১) এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার একজন চালক ও সাক্ষী সহকারে উপনীত হইবে।

غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ

গ্বাফ্‌লাতিম্‌ মিন্‌ হা জা ফাকাশাফ্‌না আ'ন্‌কা গ্বিতা আকা ফাবাছারুকাল্‌ ইয়াউমা

(২২) নিশ্চয়ই তুমি এবিষয়ে উদাসীন ছিলে, সুতরাং তোমা হইতে তোমার আবরণ উন্মোচন করিয়াছি; অতএব অদ্য তোমার দৃষ্টি

حَدِيْدٌ ٥ ٢٣ - وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ط ٢٤ - اَلْقِيَا فِيْ

হাদীদ্‌। ২৩। ওয়া ক্বা লা কারীনুহু হা জা মা লাদাইয়্যা আ'তীদ্‌। ২৪। আল্‌ক্বিয়া ফী

অতীব প্রখর হইয়াছে। (২৩) এবং তাহার রক্ষক সহচর বলিবে, ইহাই তাহা যাহা আমার নিকট প্রস্তুত রহিয়াছে। (২৪) প্রত্যেক অবাধ্য

جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ لا مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ لا

জ্বাহান্নামা কুল্লা কাফ্‌ফা-রিন আ'নীদ। ২৫। মান্নায়ি'ল লিল্‌ খাইরি মু'তাদিম মুরীব।

অমান্যকারীকে অবশ্য অবশ্যই দোজখে নিক্ষেপ কর; (২৫) সৎকার্যে বাধা প্রদানকারী, সীমা লঙ্ঘনকারী সন্দেহ পোষণকারীকেও।

---

(২২) মানুষকে আল্লাহ তাআ'লা যতক্ষণ পর্যন্ত সত্য জ্ঞান ও সত্য উপলব্ধির প্রজ্ঞার অধিকারী না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ভাল এবং মন্দ কোন কিছু সম্পর্কে অনুধাবন ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না। যখন আল্লাহ-প্রদত্ত জ্ঞান ও মনীষার অধিকারী হইতে সক্ষম হয়, তখনই মানুষ প্রকৃত মত ও পথের সন্ধান লাভে কৃতার্থ হয় এবং সত্য জ্ঞানের আলোকে পরম ও পবিত্র জীবনযাত্রাকে বাছিয়া নেয়। সুতরাং আল্লাহ-প্রদত্ত সত্য জ্ঞানের প্রতি সর্বদা মানুষের শ্রদ্ধা ও যত্ন থাকা উচিৎ। কেননা আল্লাহ তাআ'লা যদি গোমরাহীর নির্মম অন্ধকার হইতে মানুষকে আলোকের দিকে লইয়া না আসেন, তাহা হইলে এমন কোন শক্তি বা সত্ত্বা নাই, যাহার ফলে সে প্রকৃত জীবন ব্যবস্থার পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং সত্য জ্ঞানের আলোকের জন্য মানুষকে আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি জ্ঞাপন করা উচিৎ। (তাফ্‌হীম)

۲٦ - نِ الَّذِىْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِى الْعَذَابِ

২৬। নিল্লাজী জ্বা'আ'লা মা'আল্লাহি ইলাহান্ আ-খারা ফাআল ক্বিয়াহু ফিল আ'জাবিশ্

(২৬) যে আল্লাহ'র সহিত অন্যকে উপাস্য নির্দিষ্ট করিয়াছে। এই হেতু উহাকে শাস্তিতে

الشَّدِيْدِ ○ ۲۷ - قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِىْ

শাদীদ। ২৭। ক্বা-লা ক্বারীনুহূ রাব্বানা মা আত্ব্গ্বাইতুহূ ওয়ালা-কিন কা-ন৷ ফী

নিক্ষেপ কর। (২৭) এবং তাহার শয়তান সঙ্গী বলিবে—হে আমাদের প্রতিপালক! আমি ত তাহাকে পথভ্রান্ত করি নাই, কিন্তু সে নিজেই

ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ○ ۲۸ - قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ

দ্বালালিম্ বায়ী'দ। ২৮। ক্বা-ল৷ লা তাখ্তাছিমূ লাদাইয়্যা ওয়াক্বাদ ক্বাদ্দাম্তু ইলাইকুম

ভ্রান্তিতে পতিত ছিল। (২৮) তিনি বলিলেন—তোমরা আমার সমীপে বিবাদ করিও না এবং আমি ত পূর্বে'ই তোমাদের নিকট

بِالْوَعِيْدِ ○ ۲۹ - مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ

বিল ওয়ায়ীদ। ২৯। মা ইউবাদ্দালুল ক্বাউলু লাদাইয়্যা ওয়ামা আনা বিজাল্লামিল্

শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। (২৯) আমার নিকট কথার কোন পরিবর্তন হয় না এবং আমি বান্দাগণের প্রতি

لِّلْعَبِيْدِ ع ۳۰ - يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ ع

লিল্ আ'বীদ্। ৩০। ইয়াউমা নাকূলু লিজাহান্নামা হালিম্তালা'তি ওয়াতাকূলু হাল্ মিম্ ২

আদৌ অত্যাচার করি না। (৩০) সেদিন আমি দোযখকে বলিব, তুমি কি পরিপূর্ণ হইয়াছ? এবং উহা বলিবে—আরও বেশী ২ রুকু

مَّزِيْدٍ ○ ۳۱ - وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ○

মাযীদ্। ৩১। ওয়া উয্লিফাতিল্ জান্নাতু লিল্ মুত্তাক্বীনা গ্বাইরা বায়ী'দ।

আছে কি? (৩১ এবং ধর্মভীরুগণের জন্য বেহেশ্ত উদ্যান নিকটতম করা হইবে—কোন ব্যবধান থাকিবে না।

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ج ٣٣ - مَنْ خَشِىَ الرَّحْمٰنَ - ٣٢

৩২। হা-জা মা'তুআ'দুনা লিকুল্লি আউওয়্যাবিন হাফীজ.। ৩৩। মান্ খাশিয়ার রাহ.মা না

(৩২) ইহা তাহাই যাহা তোমাদের মধ্য হইতে প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনশীল তত্ত্বাবধানকারীর জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইত। (৩৩) যে না দেখিয়া করুণাময় আল্লা'হকে

بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ لا ٣٤ - نِ ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ط ذٰلِكَ

বিল্ গ্বাইবি ওয়া জ্বা আ বিক্বাল্বিম মুনীব.। ৩৪। নিদ্ খুলুহা বিছালা-ম। জা-লিকা

ভয় করে এবং প্রত্যাবর্তনশীল অন্তর লইয়া উপস্থিত হয়। (৩৪) উহাতে শান্তির সহিত প্রবেশ কর;

يَوْمُ الْخُلُوْدِ ٥ ٣٥ - لَهُمْ مَّا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ٥ ٣٦ - وَكَمْ

ইয়াউমুল খুলূদ.। ৩৫। লাহুম্ মা ইয়াশায়ূনা ফীহা ওয়া লাদাইনা মাযীদ.। ৩৬। ওয়া কাম

এই দিবসই হইতেছে চিরস্থায়ী বাসের দিবস। (৩৫) তাহাদের জন্য তথায় যাহা তাহারা চাহিবে তাহাই রহিয়াছে এবং আমার নিকট আরও অধিকতর রহিয়াছে। (৩৬) এবং আমি

اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا

আহ্লাক্না ক্বাব্লাহুম মিন্ ক্বারনিন্ হুম্ আশাদ্দু মিন্হুম্ বাত্শান্ ফানাক্ক্বাবু

তাহাদের পূর্বে যুগে যুগে কত সম্প্রদায়কে বিধ্বস্ত করিয়াছি—যাহারা তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল; অতঃপর তাহারা নগরে নগরে

فِى الْبِلَادِ ط هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ٥ ٣٧ - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ

ফিল্ বিলাদ্; হাল্ মিম্ মাহীছ্। ৩৭। ইন্না ফী জা লিকা লাজিক্রা লিমান্ কা-না লাহু

ছুটিয়াছিল যে, কোন আশ্রয়স্থল আছে কি? (৩৭) নিশ্চয় ইহাতে তাহার জন্য সদুপদেশ রহিয়াছে—

قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ٥ ٣٨ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ

ক্বালবুন্ আউ আল্ক্বাছ্ছাম্য়া' ওয়া হুওয়া শাহীদ্। ৩৮। ওয়া লাকাদ্ খালাক্নাছ্ ছামা-ওয়া তি

যাহার হৃদয় আছে অথবা যেন মনোযোগসহকারে কর্ণপাত করে। ৩৮। নিশ্চয় আমি গগনমণ্ডল

وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ

ওয়াল্ আর্দ্বা ওয়ামা বাইনাহুমা ফী ছিত্তাতি আইয়্যামিঁউ ওয়ামা মাছ্ছানা মিল্

পৃথিবী এবং তদুভয়মধ্যস্থ সমুহকে ছয় দিবসে সৃষ্টি করিয়াছি এবং ক্লান্তি আমাকে আদৌ স্পর্শ

لغوب ○ ٣٩ - فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل

লুগূব্। ৩৯। ফাছ্‌বির আ'লা মা-ইয়াকূলুনা ওয়া ছাব্বিহ্‌ বিহাম্‌দি রাব্বিকা ক্বাব্‌লা
করিতে পার নাই। (৩৯) অতএব তাহারা যাহা বলে উহাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সূর্য
উদয়ের ও উহা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে তোমার প্রতিপালকের

طلوع الشمس وقبل الغروب ج ٤٠ - ومن اليل فسبحه وادبار

তুলূ'ইশ শাম্‌ছি ওয়া ক্বাবলাল গুরূব। ৪০। ওয়া মিনাল্লাইলি ফাছাব্বিহ্‌হু ওয়া আদ্‌বারাছ্‌
সুখ্যাতিসহ পবিত্রতা ঘোষণা কর। (৪০) এবং রাত্রিতে, তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং সেজ্‌দা

السجود ○ ٤١ - واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب لا ○

ছুজুদ্। ৪১। ওয়াছ্‌তামি' ইয়াউমা ইউনা-দিল মুনা-দি মিম্ মাকা নিন ক্বারীব।
সমূহের পরেও। (৪১) এবং উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ কর,—যে দিবস নিকট স্থান হইতে আহ্বানকারী
আহ্বান করিবে।

٤٢ - يوم يسمعون الصيحة بالحق ط ذلك يوم الخروج ○ ٤٣ - انا نحن

৪। ইয়াউমা ইয়াছ্‌মাউ'নাছ্‌ ছাইহাতা বিল্ হাক্‌ক্বি ; জা-লিকা ইয়াউম্‌ল্ খুরূজ। ইন্না নাহ্‌নু
(৪২) সেদিন তাহারা যথাযথভাবে নিকট শব্দ শ্রবণ করিবে ; ইহাই পুনঃ বহির্গমনের দিবস।
(৪৩) নিশ্চয় আমিই জীবিত করি।

نحى ونميت والينا المصير لا ٤٤ - يوم تشقق الارض

নুহ্‌ঈ ওয়া নুমীতু ওয়া ইলাইনাল্ মাছীর। ৪৪। ইয়াউমা তাশাক্কাক্বুল্ আর্‌দু
ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে। (৪৪) যে দিবস পৃথিবী তাহাদিগের হইতে

(৪৩) দুনিয়াতে অনেকেই আবিষ্কারক হিসাবে যশঃ গৌরব অর্জন করিয়াছেন এবং সুনাম ও সুখ্যাতির চরমশীর্ষে আরোহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্ট পদার্থকে ব্যবহার করিয়াই তাহারা আজ আবিষ্কারক ও গবেষক সাজিয়াছেন। পদার্থ ছাড়া তাহাদের গবেষণা কাজ কিছুতেই চলিত না। সুতরাং যে আল্লাহ এই সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার প্রতি নম্রতা প্রকাশ করা আমাদের উচিৎ। (মানাফে)

عَنْهُمْ سِرَاعًا ط ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ٥ ٤٥- نَحْنُ اَعْلَمُ

আ'নহুম্ ছিরাআ' ; জা-লিকা হাশ্রুন আ'লাইনা ইয়াছীর। ৪৫। নাহ্নু আ'লামু

বিদীর্ণ হইবে, তাহারা ত্বরান্বিত করিতে থাকিবে, এইরূপে একত্রিত করা আমার পক্ষে অতি সহজ। (৪৫) তাহারা যাহা বলে,

بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ قف فَذَكِّرْ

বিমা ইয়াকূলূনা ওয়ামা আন্তা আ'লাইহিম্ বিজ্বাববার ; ফাজাক্কির্

আমি তাহা ভালরূপে জ্ঞাত আছি এবং তুমি তাহাদের উপর প্রতাপ প্রয়োগকারী নয় ; অতএব যে ব্যক্তি

بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ع ٥

বিল্ কুরআ-নি মাঁই ইয়াখাফু ওয়ায়ী'দ্। ع

আমার অঙ্গীকৃত শাস্তিতে ভয় করে, তুমি তাহাকে কোরআনের মধ্য দিয়া সৎশিক্ষা দাও।

ع ৩ / ৩ রুকু

ছুরা—জ্বারিয়তি ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিছ্মিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম্। অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৬০ আয়াত এবং ৩ রুকু।

١- وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا لا ٥ ٢- فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا لا ٥ ٣- فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا لا ٥

১। ওয়াজ্জা-রিইয়া-তি জার্ওয়া। ২। ফাল্ হা-মিলা-তি বিক্রা। ৩। ফাল্ জ্বা-রিইয়া-তি ইউছ্রা।

(১) সেই নিক্ষেপণকারী বায়ুরাশির শপথ। (২) তারপর সেই ভার বহনকারীবৃন্দের। (৩) তারপর সেই মৃদু প্রবাহমানদিগের।

(৪৫) এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি আমার সহিত কৃত অঙ্গীকারকে ভয় করিয়া চলে এবং এমনকি সে আমার আজাবকেও ভয় করে, তবে তাহাকে পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে নছিহত কর। কেননা এই নছিহত তাহার কাজে আসিবে ও সে হেদায়েত প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যে আমার আজাবকে ভয় করে না বা যে সর্বদা আমার নাফরমানীতে গা ভাসাইয়া দেয়, তাহার জন্য এই হেদায়েত কোন কাজে আসিবে না। কেননা সে নিতান্তই আজাবে ভুগিবে। (ফত্হুল কাদীর)

٤- فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ۙ ٥- اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۙ ٦- وَّاِنَّ الدِّيْنَ

৪। ফাল্ মুক্বাছ্ছিমা-তি আম্‌রা। ৫। ইন্নামা তূ'আ'দুনা লা-ছা-দিক্। ৬। ওয়া ইন্নাদ্দীনা

(৪) তারপর সেই বস্তু বণ্টনকারীসমূহের। (৫) নিশ্চয় তোমাদের সহিত যে অঙ্গীকার করা হইতেছে, তাহা সত্য। (৬) এবং নিশ্চয় প্রতিদান ও

لَوَاقِعٌ ط ٧- وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۙ ٨- اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ

লাওয়াক্বি'। ৭। ওয়াছ্ছামা-ই জা-তিল্ হুবুক্। ৮। ইন্নাকুম্ লাফী ক্বাউলিম্

প্রতিফল সংঘটিত হইবেই। (৭) শপথ সেই কক্ষপথসমূহযুক্ত গগনের। (৮) নিশ্চয় তোমরা পরস্পর-বিরোধী কথার মধ্যে

مُّخْتَلِفٍ ۙ ٩- يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ط ١٠- قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۙ ١١- الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ

মুখ্‌তালিফ্। ৯। ইউ'ফাকু আন্‌হু মান্ উফিক্। ১০। ক্বুতিলাল্ খার্‌রা-ছূন। ১১। আল্লাজীনা হুম্ ফী

পতিত রহিয়াছ। (৯) যে বিমুখ সেই উহা হইতে বিমুখ হয়। (১০) মিথ্যা আরোপকারীরা বিনষ্ট হউক।

غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۙ ١٢- يَسْئَلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ط ١٣- يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ

গ্বাম্‌রাতিন্ ছাহূন। ১২। ইয়াছ্ আলূনা আইয়্যানা ইয়াউমুদ্দীন। ১৩। ইয়াউমাহুম্ আ'লান্নারি

(১১) যাহারা উদাসীনতার মধ্যে ভুলিয়া রহিয়াছে। (১২) তাহারাই জিজ্ঞাসা করে যে প্রতিদান ও প্রতিফলের দিবস কবে হইবে? ১৩) যে দিবস তাহারা দোযখানলের উপর

يُفْتَنُوْنَ ○ ١٤- ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ط هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ○ ١٥- اِنَّ

ইউফ্‌তানুন। ১৪। জূকূ ফিৎনাতাকুম; হা-জাল্লাজী কুন্তুম্ বিহী তাছ্‌তা'জ্বিলুন। ১৫ ইন্নাল্

শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে। (১৪) তোমরা নিজেদের দুষ্কৃতির স্বাদ গ্রহণ কর; ইহা তাহাই, যাহার সম্বন্ধে তোমরা ত্বরান্বিত করিতেছিলে। (১৫) নিশ্চয়

الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ ١٦- اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ط اِنَّهُمْ

মুত্তাকীনা ফী জ্বান্নাতিঁউ ওয়া উ'ইউন্। ১৬। আ-খিজীনা মা-আ-তা-হুম্ রাব্বুহুম্; ইন্নাহুম্

ধর্মভীরুগণ বেহেশত উদ্যান ও প্রস্রবণসমূহ মধ্যে অবস্থান করিবে। (১৬) তাহাদের প্রতিপালক যাহা তাহাদিগকে দিবেন তাহা গ্রহণ করিবে; কেননা

كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ط ١٧- كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ○

কা-নূ ক্বাব্‌লা জা-লিকা মুহ্‌ছিনীন। ১৭। কা নূ ক্বালীলাম্ মিনাল্ লাইলি মা ইয়াহ্‌জ্বাউ'ন্।

ইতঃপূর্বে তাহারা সৎকর্মশীল ছিল। (১৭) তাহারা রাত্রিতে অত্যল্পই ঘুমাইত।

١٨- وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٥ ١٩- وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ

১৮। ওয়া বিল্ আছ্‌হারিহুম্ ইয়াছ্‌তাগ্‌ফিরূন। ১৯। ওয়া ফী-আম্‌ওয়ালিহিম্ হাক্‌কুল্

(১৮) এবং অতি প্রত্যুষেই তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত। (১৯) এবং তাহাদের ধন-সম্পত্তির একাংশ প্রার্থী ও অভাবগ্রস্তের

لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ٥ ٢٠- وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ لا ٢١- وَفِي

লিছ্‌ছা-ইলি ওয়াল্ মাহ্‌রূম। ২০। ওয়া ফিল্ আর্‌দ্বি আ-ইয়া-তুল্ লিল্ মু'ক্বিনীন। ২১। ওয়া ফী

জন্য নির্ধারিত ছিল। (২০) এবং দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে। (২১) তোমাদের

أَنفُسِكُمْ ط أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٥ ٢٢- وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٥

আন্‌ফুছিকুম্; আফালা তুব্‌ছিরূন। ২২। ওয়া ফিছ্‌ছামা-ই রিয্‌ক্বুকুম্ ওয়ামা তূআ'দূন।

নিজেদের মধ্যেও রহিয়াছে; তবু কেন তোমরা লক্ষ্য করিতেছ না? (২২) এবং আকাশে তোমাদের জীবিকা রহিয়াছে এবং উহাও রহিয়াছে, যাহার সম্বন্ধে তোমাদের সহিত অঙ্গীকার করা হইতেছে।

٢٣- فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ

২৩। ফাওয়া রাব্বিছ্ ছামা-ই ওয়াল্ আর্‌দ্বি ইন্নাহূ লাহাক্‌কুম্ মিছ্‌লা মা-আন্নাকুম্

(২৩) অতএব আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই উহা তোমাদের কথা-বার্তার ন্যায়

تَنطِقُونَ ع ٢٤- هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ م ٢٥- إِذْ

তান্‌ত্বিক্বূন। ع ২৪। হাল্ আতা-কা হাদীছু দ্বাইফি ইব্‌রাহীমাল্ মুক্‌রামীন? ২৫। ইজ্

নিরঙ্কুশ সত্য। (২৪) তোমার নিকটে কি ইব্রাহীমের সমাদৃত অতিথিগণের বৃত্তান্ত উপনীত হইয়াছে? (২৫) যখন

ওয়াক্‌ফি লাজিম ع ১ ১ রুকু

(২২) আকাশে রিজিক থাকার অর্থ হইল এই যে, আল্লাহ তাআলা জমীনকে তরুতাজা ও সজীব রাখিবার জন্য আকাশ হইতে পৃথিবীতে বৃষ্টির পানি পতিত করেন। উক্ত বৃষ্টির ফলে গাছপালা, তরুলতা জন্মে এবং ফল ও ফসলের সমারোহ দেখা দেয়, যাহা দুনিয়ায় বসবাসকারী সকল জীবই ভক্ষণ করিয়া থাকে। সুতরাং আকাশে আল্লাহ তাআলা রিজিকের উপকরণ রাখিয়াছেন। যাহা দ্বারা তিনি মানুষ এবং বিভিন্ন সৃষ্ট জীবকে রিজিক দান করিয়া থাকেন। (বায়জাবী)

دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ط قَالَ سَلَامٌ ج قَوْمٌ مُّنكَرُونَ o

দাখালু আ'লাইহি ফাক্বা-লূ ছালা-মা ; ক্বা-লা ছালা-মুন, ক্বাউমুম্ মুন্কারূন।
তাহারা তাঁহার সমীপে প্রবিষ্ট হইল তখন তাহারা বলিল, সালাম, তিনিও সালাম বলিলেন, ইহারাই অপরিচিত সম্প্রদায়।

٢٦- فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ لا ٢٧- فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ

২৬। ফারা-গ্বা ইলা-আহ্লিহী ফাজ্বা-আ বিই'জ্ব্লিন্ ছামীন। ২৭। ফাকার্‌রাবাহূ-ইলাইহিম্
(২৬) অতঃপর তিনি স্বীয় লোকজনের দিকে মনোনিবেশ করিলেন, তৎপর তিনি একটি ঘৃততর্জিত গোবৎস আনয়ন করিলেন। (২৭) তৎপর তিনি উহাদের সমীপে রাখিয়া

قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ز ٢٨- فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ط قَالُوا لَا تَخَفْ ط

ক্বা-লা আলা তা'কুলুন। ২৮। ফাআউজ্বাছা মিন্হুম্ খীফাহ্ ; ক্বা-লূ লা তাখাফ ;
বলিলেন, তোমরা ভক্ষণ করিতেছ না কেন ? (২৮) অতঃপর তিনি তাহাদিগের হইতে অন্তরে অন্তরে ভয় অনুভব করিলেন ; তাহারা বলিল, তুমি ভয় করিও না

وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ o ٢٩- فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ

ওয়া বাশ্‌শারূহু বিগ্বূলা-মিন্ আ'লীম। ২৯। ফাআক্ববালাতিম্ রাআতুহূ ফী ছার্‌রাতিন্
এবং তাহারা তাঁহাকে একটি জ্ঞানী বালকের সুসংবাদ দান করিল। (২৯) অতঃপর তাঁহার স্ত্রী চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইল,

---

فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ o ٣٠- قَالُوا كَذَٰلِكِ لا قَالَ

ফাছাক্কাৎ ওয়াজ্ব্হাহা ওয়া ক্বা-লাৎ আ'জ্বূযুন্ আ'কীম। ৩০। ক্বা-লু কাজা-লিকি ক্বা-লা
তৎপর সে স্বীয় কপালে করাঘাত করিল এবং বলিল একজন বৃদ্ধা, বন্ধ্যাও। (৩০) তাহারা বলিল, তোমার

رَبُّكِ ط إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ o

রাব্বুক্ ; ইন্নাহু হুওয়াল্ হাকীমুল্ আ'লীম্।
প্রতিপালক এইরূপই বলিয়াছেন ; নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞানময় মহাজ্ঞানী ;

٣١- قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ٥ ٣٢- قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ

৩১। ক্বা-লা ফামা খাৎবুকুম্ আইয়্যুহাল্ মুর্ছালুন। ৩২। ক্বা-লূ ইন্না-উর্ছিল্না-

(৩১) তিনি বলিলেন, হে প্রেরিতগণ! তোমাদের অভিপ্রায় কি? (৩২) তাহারা বলিয়াছিল, আমরা এক স্বভাব দুর্বৃত্ত

اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ٥ لا ٣٣- لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ٥ لا

ইলা ক্বাউমিম্ মুজ্‌রিমীন। ৩৩। লিনুর্ছিলা আ'লাইহিম্ হিজ্বারাতাম্ মিন্ ত্বীন।

সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি। (৩৩) যেন আমরা তাহাদের উপর মৃত্তিকাজাত কঙ্করসমূহ বর্ষণ করি।

٣٤- مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ٥ ٣٥- فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ

৩৪। মুছাউওয়ামাতান্ ই'ন্দা রাব্বিকা লিল্ মুছ্‌রিফীন। ৩৫। ফাআখ্‌রাজ্‌না মান্ কা-না

(৩৪) যাহা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সীমা অতিক্রমকারীদের জন্য নিরূপিত হইয়াছে। (৩৫) সুতরাং আমরা উহা হইতে

فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ج ٣٦- فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ

ফীহা মিনাল্ মু'মীনিন। ৩৬। ফামা ওয়াজ্বাদ্‌না ফীহা গ্বাইরা বাইতিম্ মিনাল্

ধর্ম বিশ্বাসীদিগকে বাহির করিয়া দিলাম। (৩৬) কিন্তু আমরা উহাতে অনুগতদের একটি গৃহ ব্যতীত

الْمُسْلِمِيْنَ ج ٣٧- وَتَرَكْنَا فِيْهَا اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ

মুছ্‌লিমীন। ৩৭। ওয়া তারাক্‌না ফীহা আ-ইয়াতাল্ লিল্লাজীনা ইয়াখাফুনাল্ আ'জাবাল্

পাইলাম না। (৩৭) এবং আমরা তন্মধ্যে, যাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয়ে ভীত, তাহাদের জন্য কোন কোন

الْاَلِيْمَ ط ٣٨- وَفِيْ مُوْسٰٓى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ٥

আলীম। ৩৮। ওয়া ফী মূছা ইজ্ আর্ছাল্‌না-হু ইলা ফির্‌আ'উনা বিছুল্‌ত্বা-নিম্ মুবীন।

নিদর্শন রাখিয়া দিলাম। (৩৮) এবং মূসার ব্যাপারে, সে সময় আমি তাঁহাকে প্রকাশ্য প্রমাণসহ ফেরাউনের দিকে প্রেরণ করিয়াছিলাম।

(৩৭) আল্লাহ তাআলা প্রতিটি আজাব প্রাপ্ত বস্তুর বর্ণনা প্রদান করিয়া মানুষকে সতর্ক করিতেছেন যে, পূর্বতন লোকেরা এই অপরাধের জন্য এইরূপ শাস্তি ভোগ করিয়াছিল। সুতরাং তোমরাও যদি নাফরমানী কর, তাহা হইলে তোমাদের জন্যও অনুরূপ শাস্তি অবশ্যই আসিবে। (বয়ানুল কোরআন)

٣٩- فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ○ ٤٠- فَاَخَذْنٰهُ

৩৯। ফাতাওয়াল্লা বিরুক্‌নিহী ওয়া ক্বা-লা ছা-হিরুন্ আউ মাজ্‌নূন। ৪০। ফাআখাজ্‌না-হু

(৩৯) কিন্তু সে স্বীয় শক্তিগর্বে মুখ ফিরাইল এবং বলিল, এ-ত যাদুকর অথবা উন্মাদ। (৪০) অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার

وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ ط ٤١- وَفِىْ عَادٍ اِذْ

ওয়া জ্বুনূদাহূ ফানাবাজ্‌না-হুম্ ফিল্ ইয়াম্মি ওয়া হুওয়া মুলীম্। ৪১। ওয়া ফী আ'দিন্ ইজ্

সৈন্যদলকে পাকড়াও করিলাম, তারপর তাহাদিগকে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিলাম এবং সে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিল। (৪১) এবং তাদের ব্যাপারেও যখন

اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ج ٤٢- مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ

আর্‌ছাল্‌না আ'লাইহিমুর্ রীহাল্ আ'ক্বীম। ৪২। মা তাজারু মিন্ শাইইন্ আতাৎ

আমি তাহাদের প্রতিকূলে ধ্বংসের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করিয়াছিলাম। (৪২) কিন্তু উহা যাহা করিতে আপতিত

عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ط ٤٣- وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا

আ'লাইহি ইল্লা জ্বাআ'লাৎহু কার্‌রামীম্। ৪৩। ওয়া ফী ছামূদা ইজ্ ক্বীলা লাহুম্ তামাত্তাউ'

হইয়াছিল, তাহাকে চুর্ণ-বিচুর্ণ না করিয়া ছাড়ে নাই। (৪৩) এবং সামুদের ব্যাপারেও তৎকালীন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, তোমরা এক নিরূপিত সময় পর্যন্তই

حَتّٰى حِيْنٍ ○ ٤٤- فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ

হাত্তা হীন। ৪৪। ফাআ'ত্বাউ আ'ন্ আম্‌রি রাব্বিহিম্ ফাআখাজাৎহুমুছ্ ছা-ই'ক্বাতু

উপভোগ করিয়া লও। (৪৪) কিন্তু তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের আদেশের প্রতিকূল আচরণ করিয়াছিল কাজেই বজ্র তাহাদিগকে পাক্‌ড়াও করিয়াছিল

وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ○ ٤٥- فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ لا

ওয়াহুম্ ইয়ান্‌জুরূন। ৪৫। ফামাছ্‌তাত্বাউ' মিন্ ক্বিইয়ামি'উ ওয়ামা কা-নূ মুন্‌তাছিরীন।

এবং তাহারা দেখিতেছিল। (৪৫) কিন্তু তাহারা দাঁড়াইতে পারে নাই বা প্রতিশোধ লইতে পারে নাই।

٤٦- وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ع ○ ٤٧- وَالسَّمَآءَ ع ২

৪৬। ওয়া ক্বাউমা নুহিম্ মিন্ কাব্‌ল্; ইন্নাহুম্ কা-নু কাউমান্ ফা-ছিক্বীন। ৪৭। ওয়াছ্‌ছামা-আ ২

(৪৬) এবং ইহার পূর্বে নূহের সম্প্রদায়; নিশ্চয়ই তাহারা দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায় ছিল! (৪৭) এবং গগনমণ্ডল রুকু

(৪৬ নূহের কওমের লোকেরা ছিল ফাছেক; এই ফাছেক শব্দের অর্থ হইল তাহারা বেশরা কাজে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে হক ও বাতিলের কোন পার্থক্য ছিল না। ইব্‌নে জারীর)

بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ○ ٤٨- وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ

বানাইনা-হা বিআইদি'উ ওয়া ইন্না লামূছিউ'ন। ৪৮। ওয়াল্ আর্দ্বা ফারাশ্‌না-হা ফানি'মাল্

আমি উহাকে শক্তি-বলে সৃষ্টি করিয়াছি, নিশ্চয় আমি শক্তি সম্প্রদায়কারী। (৪৮ এবং পৃথিবী, আমি উহাকে শয্যারূপে রচিত করিয়াছি, সুতরাং

الْمٰهِدُوْنَ ○ ٤٩- وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

মা-হিদুন। ৪৯। ওয়া মিন্ কুল্লি শাইইন খালাক্‌না যাউজ্বাইনি লাআ'ল্লাকুম্ তাজাক্কারূন।

আমি কেমন উত্তম শয্যা রচনাকারী। (৪৯) এবং আমি প্রত্যেক বস্তুকে যুগ্মরূপে সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে তোমরা অনুধাবন কর।

٥٠- فَفِرُّوْآ اِلَى اللّٰهِ ط اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ج ○ ٥١- وَلَا تَجْعَلُوْا

৫০। ফাফিরূ ইলা-ল্লাহ ; ইন্নী লাকুম্ মিন্‌হু নাজীরুম্ মুবীন। ৫১। ওয়ালা তাজ্‌আ'লু

(৫০) অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে দ্রুত গমন কর, নিশ্চয়ই আমি তাহার পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য ভিতি-প্রদর্শক। (৫১) এবং তোমরা

مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ط اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○ ٥٢- كَذٰلِكَ

মাআ'ল্লাহি ইলা-হান্ আ-খার ; ইন্নী লাকুম্ মিন্‌হু নাজীরুম্ মুবীন। ৫২। কাজা-লিকা

আল্লাহর সহিত অন্য উপাস্য স্থির করিও না ; নিশ্চয় আমি তাঁহার পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য ভীতি প্রদর্শক। (৫২) এইরূপে

مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ

মা-আতাল্লাজীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ মির্ রাছূলিন ইল্লা ক্বা-লু ছাহিরুন আউ

তাহাদের পূর্বে যে কোন রাসূল আসিত, তাহারা তাঁহাদিগকে যাদুকর অথবা উন্মাদ

مَجْنُوْنٌ ج ٥٣- اَتَوَاصَوْا بِهٖ ج بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ج ٥٤- فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ

মাজ্বনূন্। ৫৩। আতাওয়া ছাউবিহ্‌, বাল্ হুম্ ক্বাউমুন্ তা-গ্বূন। ৫৪। ফাতাওয়াল্লা আ'ন্‌হুম্ ফামা-

ব্যতীত বলিত না। (৫৩) তাহারা কি পরস্পর এইরূপই অছিয়ত করিয়া গিয়াছে ? বরং তাহারা বিরুদ্ধচারী সম্প্রদায় ছিল। (৫৪) অতএব তুমি উহাদিগের হইতে বিমুখ হও, তোমার

(৫১) এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করিয়াছেন যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে অংশী স্থাপন করিও না। কেননা আল্লাহর নাফরমানীর মধ্যে তাঁহার সহিত অংশী স্থাপন করাই হইল শ্রেষ্ঠতম নাফরমানী। এই অংশীবাদীর গোনাহ তওবার দ্বারাও আল্লাহ ক্ষমা করিবেন না। কেননা ইহাতে আল্লাহর ইলাহিয়াতের মধ্যে দোষ চাপানো হইয়া থাকে। (ছুররে মানছুর)

اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ۝٥٥ وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٥٦ وَمَا خَلَقْتُ

আন্তা বিমালূম্। ৫৫। ওয়া জাক্কির্ ফাইন্নাজ্জিক্‌রা তান্‌ফাউ'ল্ মু'মিনীন। ৫৬। ওয়ামা খালাক্‌তুল্
উপর কোনই দোষারোপ হইবে না। (৫৫) এবং তুমি সদুপদেশ দান করিতে থাক, কেননা সদুপদেশ ধর্মবিশ্বাসীগণকে সুফল প্রদান করে। (৫৬) এবং আমি জ্বেন ও মানবকে

الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝٥٧ مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ

জ্বিন্না ওয়াল্ ইন্‌ছা ইল্লা লিইয়া'বুদুন। ৫৭। মা-উরীদু মিন্‌হুম্ মির্‌রিয্‌ক্বিঁউ ওয়ামা-
ইহা ব্যতীত সৃষ্টি করি নাই যে, তাহারা আমার উপাসনা করিবে। (৫৭) আমি তাহাদিগের নিকট কোন প্রকার উপজীবিকার

اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ۝٥٨ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ۝٥٩ فَاِنَّ

উরীদু আঁই ইউৎই'মূন। ৫৮। ইন্নাল্লাহা হুওয়ার্‌রায্‌যাকু জুল্ কুওয়্যাতিল্ মাতীন। ৫৯। ফাইন্না
কামনা করি না এবং আমি ইহাও চাহি না যে,তাহারা আমাকে আহার্য দান করিবে। (৫৮) নিশ্চয় আল্লাহই একমাত্র জীবিকা দাতা, অটল শক্তি-সামর্থের অধিকারী। (৫৯) অতএব নিশ্চয় অমান্যকারীদের জন্য

لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ۝

লিল্লাজীনা জালামূ জানূবাম্ মিছ্‌লা জানূবি আছ্‌হা-বিহিম্ ফালা ইয়াছ্‌তা'জ্বিলুন।
তাহাদের সহচরগণের ন্যায় অংশ রহিয়াছে, কাজেই তাহারা ত্বরান্বিত হইয়া না উঠে।

٦٠ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ۝ ع

৬০। ফাওয়াইলুল্ লিল্লাজীনা কাফারূ মিঁই ইয়াউমি হিমুল্লাজী ইউআ'দুন। ع
৬০। অতএব সেই অঙ্গীকৃত দিবসের অমান্যকারীদের জন্য আক্ষেপ।

ع ৩/৩ রুকু

(৫৬) আল্লাহ তাআলা মানুষ এবং জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন শুধু কেবল আল্লাহর এবাদত করিবার জন্য। এই এবাদতের মধ্যে সমুদয় ফরজ ও ওয়াজিব এবং সুন্নতও সামিল রহিয়াছে। যাহারা আল্লাহর এবাদতে মন লাগায় না বা এবাদতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তাহাদের পৃথিবীতে আসিবার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। তাহারা হইল নাফরমান ও অকৃতজ্ঞ। এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু কেবল আল্লাহর এবাদতের দ্বারাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর এবাদত করে না, সে অবশ্যই নিকৃষ্ট ও অধম। (কবীর)

ছুরা—তুর ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	এই ছুরায় ৪৯ আয়াত এবং ২ রুকু।

১ - وَالطُّوْرِ ٥ لا ٢ - وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ٥ لا ٣ - فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ٥ لا ٤ - وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ٥ لا

১। ওয়াত্ব্‌ত্বুর। ২। ওয়া কিতাবিম্ মাছ্‌তুর। ৩। ফী রাক্‌কিম্ মান্‌শূর। ৪। ওয়াল্ বাইতিল্ মা'মুর।

(১) শপথ পর্বতের। (২) এবং শপথ এই লিখিত কিতাবের। (৩) যাহা উন্মুক্ত পৃষ্ঠাসমন্বিত। (৪) এবং শপথ ঐ আরাধনা-মুখরিত গৃহের।

৫ - وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ٥ لا ٦ - وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ٥ لا ٧ - اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٥ لا

৫। ওয়াছ্ ছাক্‌ফিল্ মার্‌ফু'ই। ৬। ওয়াল্ বাহ্‌রিল্ মাছ্‌জুর। ৭। ইন্না আ'জাবা রাব্বিকা লা ওয়াকিই'।

(৫) এবং শপথ সমুন্নত ছাদের। (৬) এবং শপথ ঐ উচ্ছলিত সমূদ্রের। (৭) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি সংঘটিত হইবেই।

৮ - مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ٥ لا ٩ - يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ٥ لا ١٠ - وَّتَسِيْرُ

৮। মা লাহূ মিন্ দাফিই'। ৯। ইয়াউমা তামুরুছ্ ছামা-উ মাউরা। ১০। ওয়া তাছীরুল্ জ্বিবালু ছাইরা।

(৮) কেহ উহা টলাইতে পারিবে না। ৯) যে দিন গগনমণ্ডল ঘুরিতে থাকিবে। (১০) এবং পর্বতসমূহ উড়িতে থাকিবে।

الْجِبَالُ سَيْرًا ٥ ط ١١ - فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ٥ لا ١٢ - الَّذِيْنَ

১১। ফাওয়াইলুঁই ইয়াউমায়িজিল্ লিল্ মুকাজ্‌জিবীন। ১২। আল্লাজীনা হুম্ ফী খাউদ্বিঁই ইয়াল্ আ'বূন।

(১১) বস্তুতঃ সে দিবস মিথ্যারোপকারীদের জন্য আক্ষেপ। (১২) যাহারা অর্থহীন কুটতর্কের খেলা খেলে।

هُمْ فِىْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ٥ م ١٣ - يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ

১৩। ইয়াউমা ইউদায়্যূ'না ইলা না-রি জ্বাহান্নামা

(১৩) সে দিন তাহাদিগকে দোজখের অগ্নির দিকে বিতাড়িত করা

ওয়াক্ফে লাজিম

(৭) এই সূরায় আল্লাহ তাআলা অনেকগুলি শপথের পর উল্লেখ করিয়াছেন যে, আল্লাহর আজাব অবশ্যই আপতিত হইবে। এই আজাব হইতে রক্ষা পাওয়ার কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু এই ভীষণ আজাব হইতে কেবল মাত্র সেই ব্যক্তিই নিষ্কৃতি পাইবে, যাহাকে আল্লাহ রক্ষা করিবেন। (ইবরাত)

دَعًّا ط ١٤ - هٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ٥ ١٥ - أَفَسِحْرٌ

দা'আ। ১৪। হা-জিহিন্ না-রুল্লাতী কুন্তুম্ বিহা তুকাজ্‌জিবূন। ১৫। আফাছিহ্‌রুন্

হইবে। (১৪) ইহাই সেই দোজখানল—যাহার বিষয়ে তোমরা মিথ্যারোপ করিতে। (১৫) তবে কি ইহা

هٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ج ١٦ - اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ

হা-জা আম্ আন্তুম্ লা তুব্‌ছিরূন। ১৬। ইছ্‌লাউহা ফাছ্‌বিরূ আউ

যাদু অথবা তোমরা দেখিতে পাইতেছ না। (১৬) ইহার মধ্যে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর বা

لَا تَصْبِرُوا ج سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ط إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

লা তাছ্‌বিরূ, ছাওয়ায়ুন্ আ'লাইকুম্; ইন্নামা তুয্‌যাউনা মা কুন্তুম্ তা'মালুন।

না কর, তোমাদের পক্ষে সমতুল্য ; তোমরা যাহা করিয়াছিলে, কেবলমাত্র তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

---

١٧ - إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ لا ١٨ - فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ج

১৭। ইন্নাল্ মুত্তাক্বীনা ফী জ্বান্না-তিঁউ ওয়া নায়ী'ম। ১৮। ফা-কিহীনা বিমা আ-তা-হুম্ রাব্বুহুম্,

(১৭) নিশ্চয় ধর্মভীরুগণ বেহেশ্‌ত উদ্যানে ও দান সম্ভারে থাকিবে। (১৮) যাহা তাহাদের প্রতিপালক দান করিয়াছেন তাহাতে ;

وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ٥ ١٩ - كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ

ওয়া ওয়াক্বাহুম্ রাব্বুহুম্ আজা-বাল্ জ্বাহীম। ১৯। কুলূ ওয়াশ্‌রাবূ হানীআম্ বিমা কুন্তুম্

তাহারা আনন্দ উপভোগ করিবে এবং তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালক দোজখের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন। (১৯) তোমরা যাহা করিয়াছিলে তদ্বিনিময়ে তোমরা আনন্দের সহিত

تَعْمَلُونَ لا ٢٠ - مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ ج وَزَوَّجْنَاهُمْ

তা'মালুন। ২০। মুত্তাকিয়ীনা আ'লা ছুরুরিম্ মাছ্‌ফুফাহ্, ওয়াযাউওয়াজ্‌না-হুম্

খাও ও পান কর। (২০) তাহারা সারিবদ্ধভাবে স্থাপিত উচ্চাসনসমূহের উপর এলায়িতভাবে উপবেশন করিবে ; এবং আমি আয়তলোচনা সুন্দরীদের

---

(১৭) প্রকৃত মোত্তাকী হইল ঐ ব্যক্তি যিনি ভয় ও ভীতির সহিত সর্বদা আল্লাহর করুণা ও দয়ার প্রতি আশান্বিত থাকে। আল্লাহর প্রদত্ত সীমারেখা কখনও লঙ্ঘন করে না। এই জন্য বলা হইয়াছে যে, প্রকৃত ঈমান ভয় এবং আশার মাধ্যমেই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। (বায়জাবী)

بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۝ ٢١ - وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ

বিহূরিন্ য়ী'ন্। ২১। ওয়াল্লাজীনা আ-মানূ ওয়াত্তাবাআ'ৎহুম্ জুর্‌রিয়্যাতুহুম্ বিঈমানিন্

সহিত তাহাদের পরিণয়াবদ্ধ করিয়া দিব। (২১) এবং যাহারা ধর্ম বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং তাহাদের বংশধরগণ ধর্ম বিশ্বাস ব্যাপারে উহাদের

اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ط

আল্‌হাক্‌না বিহিম্ জুর্‌রিয়্যাতাহুম্ ওয়ামা আলাৎনা-হুম্ মিন্ আ'মালিহিম্ মিন্ শাইইন্ ;

অনুগামী হয়, আমি তাহাদের বংশধরগণকে তাহাদের সহিত সম্মিলিত করিব ; এবং আমি তাহাদের কৃতকর্মসমূহের কিছুমাত্র হ্রাস করিব না ;

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ۝ ٢٢ - وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ

কুল্লুম্‌রিইম্ বিমা কাছাবা রাহীন। ২২। ওয়া আম্‌দাদ্‌না-হুম্ বিফা-কিহাতিঁউ

প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় কৃতকর্মের দায়িত্বে আবদ্ধ। (২২) এবং আমি তাহাদের আকাঙ্খানুযায়ী

وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝ ٢٣ - يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ

ওয়া লাহ্‌মিম্ মিম্মা ইয়াশ্‌তাহূন। ২৩। ইয়াতানাযায়ু'না ফীহা কা'ছাল্ লা লাগ্‌বুন্

প্রচুর ফলরাজি ও গোশ্‌ত প্রদান করিব। (২৩) তথায় তাহারা পানপাত্র লইয়া পরস্পরে কথা আদান-প্রদান করিবে—যাহাতে প্রলাপোক্তি

فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ۝ ٢٤ - وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ

ফীহা ওয়ালা তা'ছীম। ২৪। ওয়া ইয়াতুফু আ'লাইহিম্ গ্বিল্‌মানুল্ লাহুম্ কাআন্নাহুম্

অথবা অপরাধজনক কিছুই নাই। (২৪) এবং তাহাদের সমীপে সযত্ন-আবৃত মুক্তা—সদৃশ বালক পরিবেশকারীরা

لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ۝ ٢٥ - وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ ۝

লু'লুউম্ মাক্‌নূন। ২৫। ওয়া আক্‌বালা বা'দ্বুহুম্ আ'লা বা'দি'ই ইয়াতাছা-আলুন্।

যাতায়াত করিবে। (২৫) এবং পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য একে অপরের দিকে অগ্রসর হইবে।

٢٦ - قَالُوْا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ۝ ٢٧ - فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا

২৬। ক্বা-লু ইন্না কুন্না ক্বাব্‌লু ফী আহ্‌লিনা মুশ্‌ফিক্বীন। ২৭। ফামান্নাল্লাহু আ'লাইনা

(২৬) তাহারা বলিবে—নিশ্চয় ইতিপূর্বে আমরা স্বীয় পরিজনবর্গ লইয়া সন্ত্রস্ত থাকিতাম। (২৭) কিন্তু আল্লাহ আমাদের প্রতি মহা উপকার করিয়াছেন

وَوَقٰنَا عَذَابَ السَّمُومِ ۝ ٢٨ - اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ط اِنَّهٗ هُوَ

ওয়া ওয়াক্বা-না আজাবাছ্ছামুম। ২৮। ইন্না কুন্না মিন্ ক্বাব্লু নাদ্উ'হু ; ইন্নাহু হুওয়াল্

এবং তিনি আমাদিগকে উত্তপ্ত বায়ুর শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন। (২৮) নিশ্চয় আমরা পূর্ব হইতেই তাঁহাকে আহ্বান করিতাম ; নিশ্চয়

اَلْبَرُّ الرَّحِيمُ ع ٢٩ - فَذَكِّرْ فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا ع ১

বার্রুর্ রাহীম। ع ২৯। ফাজাক্কির্ ফামা আন্তা বিনি'মাতি রাব্বিকা বিকা-হিনি'উ ওয়ালা ১

তিনি মহোপকারী করুণাময়। (২৯) অতঃপর তুমি সদুপদেশ দান করিতে থাক ; প্রকৃতপক্ষে স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি গণক অথবা রুকু

مَجْنُونٍ ط ٣٠ - اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُونِ ۝

মাজ্নুন। ৩০। আম্ ইয়াক্বুলুনা শা~ই'রুন্ নাতারাব্বাছু বিহী রাইবাল্ মানূন।

উন্মাদ নহ। (৩০) অথবা তাহারা কি বলে—সে কবি, আমরা তাহার ব্যাপারে কালগ্রাসের প্রতীক্ষা করিতেছি।

---

٣١ - قُلْ تَرَبَّصُوا فَاِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ط ٣٢ - اَمْ تَاْمُرُهُمْ

৩১। কুল্ তারাব্বাছূ ফাইন্নী মাআ'কুম্ মিনাল্ মুতারাব্বিছীন। ৩২। আম্ তা'মুরুহুম্

(৩১) তুমি বল—তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতে থাকিলাম। (৩২) তবে কি তাহাদের বিবেক-বুদ্ধি

اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ج ٣٣ - اَمْ يَقُولُونَ

আহ্লা-মুহুম্ বিহা-জা আম্হুম্ ক্বাউমুন্ ত্বা-গূন। ৩৩। আম্ ইয়াক্বুলুনা

তাহাদিগকে এইরূপই প্ররোচিত করে অথবা তাহারা দুর্বৃত্ত সম্প্রদায়। (৩৩) তবে কি তাহারা বলে যে,

---

تَقَوَّلَهٗ ج بَلْ لَّا يُؤْمِنُونَ ۝ ٣٤ - فَلْيَاْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ

তাক্বাউয়্যালাহ্, বাল্ লা ইউমিনুন। ৩৪। ফাল্ইয়া'তু বিহাদীছিম্ মিছ্লিহী ইন্

সে স্বয়ং ইহা রচনা করিয়াছে ? বরং তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে না। (৩৪) বেশ তাহারা যদি সত্যবাদী হয়, তবে ইহার সদৃশ কোন

كَانُوا صٰدِقِينَ ط ٣٥ - اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُونَ ط

কা-নু ছা-দিক্বীন। ৩৫। আম্ খুলিক্বূ মিন্ গ্বাইরি শাইইন্ আম্ হুমুল্ খা-লিকুন।

বাক্য আনয়ন করুক। (৩৫) তবে কি তাহারা কোন বস্তু ব্যতীতই সৃজিত হইয়াছে অথবা তাহারা স্বয়ং সৃজনকারী?

٣٦ - أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ج بَلْ لَّا يُوقِنُونَ ط ٣٧ - أَمْ عِنْدَهُمْ

৩৬। আম্ খালাক্বুছ্ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব; বাল্ লা ইউক্বিনূন। ৩৭। আম্ ই'ন্দাহুম্

(৩৬) অথবা তাহারা কি গগনমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে? বরং তাহারা আস্থা স্থাপন করে না। ৩৭। তবে কি

خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ط ٣٨ - أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ

খাযা-ইনু রাব্বিকা আম্ হুমুল্ মুছাইত্বিরূন। ৩৮। আম্ লাহুম্ ছুল্লামু'ই

তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের ধন-ভাণ্ডার রহিয়াছে অথবা তাহারা কি উহার সর্বাধিনায়ক। (৩৮) অথবা তাহাদের কি কোন সিঁড়ি

يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ج فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ط

ইয়াছ্‌তামিয়ূ'না ফীহ; ফাল্‌ইয়া'তি মুছ্‌তামিউ'হুম্ বিছুল্‌ত্বা-নিম্ মুবীন্।

আছে—যদ্দ্বারা তাহারা শ্রবণ করিয়া থাকে? বেশ, তবে তাহাদের শ্রবণকারীরা প্রকাশ্য প্রমাণ আনয়ন করুক।

٣٩ - أَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ط ٤٠ - أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ

৩৯। আম্ লাহুল্ বানাতু ওয়ালাকুমুল্ বানূন। ৪০। আম্ তাছ্‌আলুহুম্ আজ্‌রান্ ফাহুম্ মিম্

(৩৯) তবে কি তাঁহার জন্য কন্যাগণ আর তোমাদের জন্য পুত্রগণ। (৪০) অথবা তুমি কি তাহাদের নিকট পারিশ্রমিক প্রার্থনা করিতেছ? তাহারাই

مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ط ٤١ - أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ط ٤٢ - أَمْ

মাগ্‌রামিম্ মুছ্‌ক্বালূন। ৪১। আম্ ইন্দাহুমুল্ গ্বাইবু ফাহুম্ ইয়াক্‌তুবূন। ৪২। আম্

অভাবের ভারে ভারাক্রান্ত। (৪১) তবে কি তাহাদের নিকট অদৃশ্যের জ্ঞান রহিয়াছে যে, তাহারা লিপিবদ্ধ করিতেছে। (৪২) অথবা

يُرِيدُونَ كَيْدًا ط فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ط ٤٣ - أَمْ لَهُمْ إِلٰهٌ

ইউরীদুনা কাইদা; ফাল্লাজীনা কাফারূ হুমুল্ মাকীদূন। ৪৩। আম্ লাহুম্ ইলাহুন্

তাহারা কি প্রতারণা করিতে চাহে? প্রকৃতপক্ষে অমান্যকারী যাহারা তাহারাই প্রতারিত হয়। (৪৩) তবে কি আল্লাহ ব্যতীত

(৩৬) আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল কে সৃষ্টি করিয়াছেন? পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার কাহার নিকট রহিয়াছে? উত্তর হইল, আল্লাহর নিকট। আল্লাহ তাআলাই গায়েবের খবর জানেন। তাঁহার এলেম বহির্ভূত কোন জিনিসই নাই। সুতরাং মানুষের অহঙ্কার বলিতে কিছুই নাই। যাহারা অহঙ্কার করে, তাহারাই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। (মানাফে)

غَيْرُ اللّٰهِ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ ٤٣ - وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا

গ্বাইরুল্লাহ্; ছুব্‌হা-নাল্লা-হি আ'ম্মা ইউশ্‌রিকূন। ৪৪। ওয়াই ঁই ইয়ারাউ কিছ্‌ফাম্‌

তাহাদের অন্য কোন উপাস্য আছে? তাহারা যে অংশী স্থির করে—আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র। (৪৪) এবং যদি তাহারা আকাশের কোন

مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ۝ ٤٥ - فَذَرْهُمْ حَتّٰى

মিনাছ্‌ ছামা-ই ছা-ক্কিতাঁই ইয়াক্কুলু ছাহাবুম্‌ মার্‌কুম। ৪৫। ফাজার্‌হুম্‌ হাত্তা

অংশ পতিত হইতে দেখে, তবে তাহারা বলিবে—উহা ঘনীভূত মেঘমালা। (৪৫) অতঃপর তুমি উহাদিগকে ঐ দিবস পর্যন্ত পরিহার

يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ لا ٤٦ - يَوْمَ لَا يُغْنِىْ

ইউলা-ক্কু ইয়াউমাহুমুল্লাজী ফীহি ইউছ্‌আ'ক্কুন। ৪৬। ইয়াউমা লা ইউগ্‌নী

করিয়া চল—যে দিবস তাহারা পরস্পর চৈতন্যহারা দেখিতে পাইবে। (৪৬) সে দিবস তাহাদের প্রতারণামূলক ষড়যন্ত্র তাহাদিগকে

عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ط ٤٧ - وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

আ'নহুম্‌ কাইদুহুম্‌ শাইআঁউ ওয়ালাহুম্‌ ইউন্‌ছারূন। ৪৭। ওয়া ইন্নালিল্লাজীনা জালামূ

কিছুমাত্র সুফল প্রদান করিবে না এবং তাহারা সাহায্যও প্রাপ্ত হইবে না। (৪৭) এবং নিশ্চয় অত্যাচারকারীদের জন্য

عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ ٤٨ - وَاصْبِرْ

আজা-বান্‌ দুনা জা-লিকা ওয়ালাকিন্না আক্‌ছারাহুম্‌ লা ইয়া'লামূন। ৪৮। ওয়াছ্‌বির্‌

ইহা ব্যতীত আরও শাস্তি রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অবগত নহে। (৪৮) এবং তুমি ধৈর্যসহ স্বীয়

لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا - وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

লিহুক্‌মি রাব্বিকা ফাইন্নাকা বি আ'ইউনিনা ওয়াছাব্বিহ্‌ বিহাম্‌দি রাব্বিকা

প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষা কর, কেননা তুমি আমার দৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছ; এবং যখন তুমি উত্থান কর, তখন তোমার প্রতিপালকের

(৪৮) আল্লাহ তাআলার নির্দেশকে সর্বোতভাবে মানিয়া লইয়া আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করাই হইল মু'মিন বান্দার লক্ষণ। কেননা মু'মিন বান্দা সর্বদাই আল্লাহর রহমতের দৃষ্টির ছায়াতলে অবস্থান করে। ফলে তাহারা আল্লাহর নাফরমানী হইতে সর্বদাই বাঁচিয়া থাকে। (রুহুল বয়ান)

ع
২
—
২
রুকু

حِيْنَ تَقُوْمُ ۙ ٤٩ - وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ع

হীনা তাকূমু। ৪৯। ওয়ামিনাল্লাইলি ফাছাব্বিহ্ হু ওয়া ইদ্‌বা-রান্ নুজূম। ع

প্রশংসা সহ পবিত্রতা ঘোষণা কর। (৪৯) এবং রাত্রিকালেও—নক্ষত্ররাজি অস্তমিত হওয়ার পর তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করিও।

ছুরা—ওয়ান্ নাজ্‌মি ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম। পরম কৃপাময় অতি দয়াময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৬২ আয়াত এবং ৩ রুকু।

١ - وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ ٢ - مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ج ٣ - وَمَا يَنْطِقُ

১। ওয়ান্‌নাজ্‌মি ইজা-হা ওয়া। ২। মা দ্বাল্লা ছা-হিবুকুম্ ওয়ামা গ্বাওয়া। ৩। ওয়ামা ইউন্‌ত্বিকু

(১) শপথ ঐ নক্ষত্রের—যখন উহা নিম্নে পতিত হয়। (২) তোমাদের সহচর পথহারাও নহে এবং সে বিভ্রান্তও নহে। (৩) এবং সে

عَنِ الْهَوٰى ط ٤ - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ يُّوْحٰى ۙ ٥ - عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۙ

আ'নিল্ হাওয়া। ৪। ইন্ হুওয়া ইল্লা ওয়াহ্‌ইঁই ইউহা। ৫। আ'ল্লামাহূ শাদীদুল্ কুওয়া।

প্রবৃত্তির ইঙ্গিতে কিছু বলে না। (৪) এতদ্ব্যতীত নহে যে, উহা প্রত্যাদেশ—যদ্দারা তিনি প্রত্যাদিষ্ট হন। (৫) সেই বিরাট শক্তিশালী তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছে।

٦ - ذُوْ مِرَّةٍ ط فَاسْتَوٰى ۙ ٧ - وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ط ٨ - ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۙ

৬। জু মির্‌রাতিন্, ফাছ্‌তাওয়া। ৭। ওয়া হুওয়া বিল্ উফুকিল্ আ'লা। ৮। ছুম্মা দানা ফাতাদাল্লা।

(৬) সে বিরাট শক্তির অধিকারী অতঃপর সে পরিদৃষ্ট হইল। (৭) বস্তুতঃ সে সমুচ্চ আকাশ প্রান্তে ছিল। (৮) তারপর সে নিকট হইতে নিকটতর হইয়াছিল।

٩ - فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ج ١٠ - فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ

৯। ফা কা-না ক্বা-বা ক্বাউছাইনি আউ আদ্‌না। ১০। ফা আউহা ইলা আব্‌দিহী মা

(৯) এমন কি, সে দুই ধনুকের ব্যবধান পরিমাণ নিকটবর্তী হইয়াছিল—অথবা আরও নিকটবর্তী। (১০) অনন্তর তিনি তাঁহার বান্দার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিবার

(৫) এই আয়াতে বিরাট শক্তিশালী হিসাবে যাহাকে চিহ্নিত করা হইয়াছে, তিনি হইলেন, হজরত জিব্রাইল আমিন। সমস্ত ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে তাঁহার মর্যাদাই সর্বাধিক। তিনিই আল্লাহর অহী আনা নেওয়ার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। হজরত জিব্রাইলে আমিনকে 'রুহুল কুদ্দুছ'-ও বলা হইয়া থাকে। (মোয়ালেম)

أَوْحَى ط ١١ - مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ١٢٥ - أَفَتُمرُونَهُ عَلَى مَا

আউহা। ১১। মা কাজাবাল্ ফুআদু মা রাআ। ১২। আফাতুমা-রূনাহু আ'লা মা

তাহাই প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। (১১) তিনি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার অন্তঃকরণ তাহা মিথ্যা ধারণা করে নাই। (১২) তবে কি তোমরা সেই বিষয় লইয়া কলহ করিতেছ—যাহা তিনি

يَرَى ١٣٥ - وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى لا ١٤ - عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ٥

ইয়ারা। ১৩। ওয়া লাক্বাদ্ রাআ-হু নায্‌লাতান্ উখ্‌রা। ১৪। ই'ন্দা ছিদ্‌রাতিল্ মুন্‌তাহা।

চাক্ষুষ দেখিলেন। (১৩) এবং ইহা নিঃসন্দেহ যে তিনি আর একবার তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। (১৪) সেই সীমান্ত নির্দেশক 'সেদরা' বৃক্ষের নিকট।

١٥ - عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ط ١٦ - إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى لا

১৫। ই'ন্দাহা জ্বান্নাতুল্ মাওয়া। ১৬। ইজ্ ইয়াগ্‌শাছ্ ছিদ্‌রাতা মা ইয়াগ্‌শা।

(১৫) উহারই নিকট বেহেশ্‌ত-নিকেতন। (১৬) যখন ঐ 'সেদ্‌রা'কে যদ্দ্বারা আবৃত করিবার—ইহা আবৃত করিয়াছিল।

١٧ - مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ٥ ١٧ - لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ٥

১৭। মা জা-গাল্ বাছারু ওয়া মা-ত্বাগ্বা। ১৮। লাক্বাদ্ রাআ মিন্ আ-ইয়া-তি রাব্বিহিল্ কুব্‌রা।

(১৭) তখন তাঁহার চক্ষু দৃষ্টিভ্রম অথবা অভিক্রান্ত হয় নাই। (১৮) নিঃসন্দেহ তিনি তাঁহার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

١٩ - أَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزَّى لا ٢٠ - وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى ٥

১৯। আফারাআই তুমুল্লা-তা ওয়াল্ উ'য্‌যা। ২০। ওয়া মানা-তাছ্ ছা-লিছাতাল্ উখ্‌রা।

(১৯) তোমরা কি 'লাত' ও 'ওযষা'কে দেখিয়াছ। (২০) আর শেষবার তৃতীয় 'মানাত'কে।

٢١ - أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى ٥ ٢٢ - تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ٥ ٢٣ - إِنْ هِيَ

২১। আলাকুমুজ্ জাকারু ওয়া লাহুল্ উন্‌ছা। ২২। তিল্‌কা ইজান্ ক্বিছ্‌মাতুন্ দ্বীযা। ২৩। ইন্‌হিয়া

(২১) তবে কি তোমাদের জন্য পুত্রগণ আর তাঁহার জন্য কন্যাসমূহ। (২২) তাহা হইলে ইহা একান্তই অসমীচীন বন্টন। (২৩) ইহা শুধু

(১৮) নবী ও রাসূলগণের মধ্যে শুধু মহানবী (দঃ-)ই মেরাজের সময় আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই নিদর্শনাবলী 'মাকামে লাহুতে' মহানবী (দঃ)-এর সামনে সংঘটিত হইয়াছিল। খোদা-প্রেমিকদের নিকট 'লাহুত' একটি প্রেমের সাগর। এই সাগরে যে একবার ডুব দিয়াছে, সে আর ভাসিতে চায় না। (মারেফাত তত্ত্ব)

إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

ইল্লা আছ্‌মা-উন্ ছাম্মাইতুমুহা-আন্তুম্ ওয়া আ-বা-উকুম্ মা-আন্‌যালাল্লাহু

নামসমূহ ব্যতীত নহে, তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা এই নামকরণ করিয়াছ, আল্লাহ্

بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ط إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ج

বিহা মিন্ ছুল্‌ত্বান ; ইঁই ইয়াত্তাবিউ'না ইল্লাজ্‌ জান্না ওয়ামা তাহ্‌ওয়াল্ আন্‌ফুছ,

এই সম্বন্ধে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই ; তাহারা কল্পনা ও তাহাদের প্রবৃত্তি যাহা চাহে তাহারই অনুসরণ করে,

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ط ٢٤- أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى زصلے

ওয়ালাক্বাদ্ জ্বা-আহুম্ মির্ রাব্বিহিমুল্ হুদা। ২৪। আম্ লিল্ ইন্‌ছানি মা তামান্না,

বস্তুতঃ নিশ্চয়ই তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের সমীপে হেদায়েত আসিয়াছে।

(২৪) তবে কি মানুষ যাহার আকাঙ্খা করে তাহাই পাইয়া থাকে ?

٢٥- فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ع ٢٦- وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ

ع ১ / ১ রুকু

২৫। ফালিল্লাহিল্ আ-খিরাতু ওয়াল্ উলা। ع ২৬। ওয়া কাম্ মিম্ মালাকিন্ ফিছ্‌ছামা-ওয়া-তি

(২৫) কাজেই পরকাল ও ইহকাল আল্লাহরই আয়ত্তাধীন। (২৬) এবং আকাশে বহু ফেরেশ্‌তা আছে

لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ

লা-তুগ্‌নী শাফাআতুহুম্ শাইআন্ ইল্লা মিম্ বা'দি আঁই ইয়া'জানাল্লাহু

তাহাদের সুপারিশ কোনই ফলদায়ক হইবে না, কিন্তু আল্লাহর অনুমতি প্রাপ্তির পর,

لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ٥ ٢٧- إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

লিমাঁই ইয়াশা-উ ওয়া ইয়ার্‌দ্বা। ২৭। ইন্নাল্লাজীনা লা-ইউমিনূনা বিল্ আ-খিরাতি

তিনি যাহার প্রতি ইচ্ছা করিবেন ও সন্তুষ্ট হইবেন। (২৭) নিশ্চয় যাহারা পরকালের আস্থা রাখে না,

(২৪) এই আয়তে আল্লাহ তাআলা একটি সুন্দর প্রশ্ন রাখিয়াছেন। প্রশ্নটি হইল এই যে, মানুষ বাস্তব জীবনে ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, উপকার ও অনিষ্টের এবং উন্নতি ও অবনতির অনেক প্রকার আকাঙ্খার বশবর্তী হইয়া থাকে। এই সকল আশা আকাঙ্খার মধ্যে সব কয়টিই মানুষের ভাগ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে না। সুতরাং মানুষ যাহা ভাবে তাহাই কি হয় ? নাকি আল্লাহ যাহা চান তাহা হয় ? আল্লাহর ইচ্ছাই বলবৎ থাকে।

لِيُسَمُّونَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثٰى ۝ ٢٨- وَمَا لَهُم بِهٖ مِنْ

লাইউছাম্মুনাল্ মালা-ইকাতা তাছ্‌মিইয়াতাল্ উন্‌ছা। ২৮। ওয়ামা লাহুম্ বিহী মিন্
তাহারাই নারী জনোচিৎ নামে ফেরেশতাগণের নাম রাখে। (২৮) এই সম্বন্ধে তাহাদের আদৌ

عِلْمٍ ط اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ج وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ

ই'ল্‌ম ; ইই ইয়াত্তাবিউনা ইল্লাজ্‌ জান্না, ওয়া ইন্নাজ্জান্না লা-ইউগ্‌নী মিনাল্
জ্ঞান নাই, তাহারা কেবল কল্পনারই অনুসরণ করে এবং ইহা নিশ্চিত যে সত্যের সম্মুখীন হইয়া কল্পনা

الْحَقِّ شَيْئًا ج ٢٩- فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى لا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ

হাক্‌কি শাইআ। ২৯। ফাআ'রিদ্ব্ আ'ম্মান্ তাওয়াল্লা আ'ন্ জিক্‌রিনা ওয়া লাম্
আদৌ ফলপ্রসূ হইবে না। (২৯) অতঃপর যে আমরা স্মরণ হইতে ফিরিয়া গিয়াছে, তুমি তাহা হইতে বিমুখ হও এবং সে

يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ط ٣٠- ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ط

ইউরিদ্ ইল্লাল্ হাইয়া-তাদ্ দুন্‌ইয়া। ৩০। জা-লিকা মাব্‌লাগুহুম্ মিনাল্ ই'ল্‌ম ;
কেবল পার্থিব জীবনই আকাঙ্খা করে। (৩০) ইহা তাহাদের জ্ঞানের সীমারেখা ;

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ لا وَهُوَ اَعْلَمُ

ইন্না রাব্বাকা হুওয়া আ'লামু বিমান্ দ্বাল্লা আন্ ছাবীলিহী ওয়া হুওয়া আ'লামু
নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক তাহাকে ভালরূপে জানেন, যে তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত হইয়াছে এবং তিনি তাহাকেও ভালরূপে জানেন

بِمَنِ اهْتَدٰى ۝ ٣١- وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ لا

বিমানিহ্‌তাদা। ৩১। ওয়া লিল্লাহি মা ফিছ্‌ছামা-ওয়া-তি ওয়ামা ফিল্ আর্‌দ্বি
যে সুপথ প্রাপ্ত হইয়াছে। ৩১। এবং আকাশে যাহা আছে ও পৃথিবীতে যাহা আছে, তৎসমূহ আল্লাহরই,

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ

লিইয়াজ্‌ যিইয়াল্লাজীনা আছা-উ বিমা আ'মিলু ওয়া ইয়াজ্‌ যিইয়াল্লাজীনা
যেন তিনি দুষ্কৃতিকারীদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান এবং সৎকর্মশীলদিগকে

اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ج ٣٢- اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ

আহ্ছানূ বিল্ হুছ্না। ৩২। আল্লাজীনা ইয়াজ্ তানিবুনা কাবা-ইরাল্ ইছ্মি
তিনি উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন। (৩২) যাহারা নগণ্য অপরাধ ব্যতীত মহাপাপসমূহ ও

وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ط اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ط هُوَ

ওয়াল্ ফাওয়া-হিশা ইল্লাল্ লামাম ; ইন্না রাব্বিকা ওয়া-ছিউল্ মাগ্ ফিরাহ ; হুওয়া
অশ্লীল কার্যকলাপ হইতে দুরে থাকে, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অকৃপণ ক্ষমা প্রদানকারী ; তিনি

اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ

আ'লামু বিকুম্ ইজ্ আন্শাআকুম্ মিনাল্ আর্‌দ্বি ওয়া ইজ্ আন্তুম্ আজ্বিন্নাতুন্ ফী
তোমাদিগকে ভালরূপে পরিজ্ঞাত আছেন, যখন তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন
এবং যখন তোমরা স্ব স্ব মাতৃগর্ভে

بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ج فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط هُوَ اَعْلَمُ

বুত্বুতি উম্মাহা-তিকুম্, ফালা তুযাক্কূ-আন্ফুছাকুম ; হুওয়া আ'লামু
ভ্রুণরূপে ছিলে ; সুতরাং তোমরা নিজদিগকে দোষমুক্ত মনে করিও না। কে সংযমী, তাহাকেও তিনি

ع بِمَنِ اتَّقٰى ع ٣٣- اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ تَوَلّٰى ٥ ٣٤- وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ٥

২ বিমানিত্তাকা। ع ৩৩। আফারাআইতাল্লাজী তাওয়াল্লা। ৩৪। ওয়া আ'ত্বা-ক্বালীলাঁউ ওয়া আক্‌দা।
২ ভালরূপে অবগত আছেন। (৩৩) আচ্ছা তুমি ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছ কি যে পশ্চাদ পদ হয়। (৩৪) অল্প
রুকূ পরিমাণ দান করে এবং দান বন্ধ করিয়া দেয় ?

٣٥- اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى ٥ ٣٦- اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِيْ

৩৫। আই'ন্দাহূ ই'ল্মুল্ গ্বাইবি ফাহুওয়া ইয়ারা। ৩৬। আম্ লাম্ ইউনাব্বা' বিমা ফী
(৩৫) তাহার নিকট কি অদৃশ্যের জ্ঞান রহিয়াছে যে, সে উহা দেখিতেছে ?

صُحُفِ مُوْسٰى لا ٣٧- وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى لا ٣٨- اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ

ছুহুফি মূছা। ৩৭। ওয়া ইব্‌রাহীমাল্লাজী ওয়াফ্ ফা। ৩৮। আল্‌লা তাজিরু ওয়া-যিরাতুঁউ
(৩৬) তাহা হইলে সে কি মূসার সহীফাসমূহে যাহা আছে তদ্বিষয়ে অবগত নহে ? (৩৭) এবং ইব্রাহিমের
যিনি অঙ্গীকারপুর্ণ করিয়াছিলেন ? (৩৮ উহা এই যে, কোন ভরবাহী অপরের

وِزْرَ أُخْرَىٰ ۙ ٣٩- وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۙ ٤٠- وَأَنَّ

বিয্‌রা উখ্‌রা। ৩৯। ওয়া আল্ লাইছা লিল্ ইন্‌ছানি ইল্লা মা ছাআ'। ৪০। ওয়া আন্না

ভার বহন করিবেন না। (৩৯) আরও, মানুষের ইহা ব্যতীত আর কিছুই নাই যাহা সে প্রচেষ্টা করে। (৪০) এবং ইহা সুনিশ্চিত যে,

سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۝ ٤١- ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۙ ٤٢- وَأَنَّ

ছা'ইয়াহূ ছাউফা ইউরা। ৪১। ছুম্মা ইউজ্‌যা-হুল্ জ্বাযা-আল্ আউফা। ৪২। ওয়া আন্না

অতি সত্বর তাহার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইবে। (৪১) তৎপর তাহাকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদত্ত হইবে। ৪২। এবং ইহা সুনিশ্চিত যে,

إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ۙ ٤٣- وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۙ ٤٤- وَأَنَّهُ

ইলা রাব্বিকাল মুন্‌তাহা। ৪৩। ওয়া আন্নাহূ হুওয়া আদ্ব্‌হাকা ওয়া আব্‌কা। ৪৪। ওয়া আন্নাহূ

তোমার প্রতিপালকের দিকেই তোমার শেষ গন্তব্যস্থল। (৪৩) এবং ইহাও সুনিশ্চিত যে, তিনি হাসাইয়া ও কাঁদাইয়া থাকেন। (৪৪) এবং সুনিশ্চিত যে,

هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۙ ٤٥- وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ

হুওয়া আমাতা ওয়া আহ্‌ইয়া। ৪৫। ওয়া আন্নাহূ খালাকায্‌ যাউজ্বাইনিজ্‌ জাকারা

তিনি মৃত্যু ঘটান ও জীবন দান করেন। (৪৫) এবং সুনিশ্চিত যে, তিনিই নর ও নারীকে যুগ্ম-রূপে

وَالْأُنثَىٰ ۙ ٤٦- مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۝ ٤٧- وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ۙ

ওয়াল্ উন্‌ছা। ৪৬। মিন্ নুৎফাতিন্ ইজা তুম্‌না। ৪৭। ওয়া আন্না আ'লাইহিন্ নাশ্‌আতাল্ উখ্‌রা।

সৃষ্টি করিয়াছেন। (৪৬) একবিন্দু শুক্র হইতে যখন শুক্রপাত করা হয়। (৪৭) এবং ইহাও সুনিশ্চিত যে, শেষবারের সৃষ্টি তাঁহারই আয়ত্তাধীন।

٤٨- وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۙ ٤٩- وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ۙ ٥٠- وَأَنَّهُ

৪৮। ওয়া আন্নাহূ হুওয়া আগ্‌না ওয়া আক্‌না। ৪৯। ওয়া আন্নাহূ হুওয়া রাব্বুশ্‌ শি'রা। ৫০। ওয়া আন্নাহূ

(৪৮) এবং সুনিশ্চিত যে, তিনিই অভাবশূন্য করেন এবং সামর্থ প্রদান করেন। (৪৯) এবং ইহা সুনিশ্চিত যে, তিনিই শেরা নক্ষত্রের প্রতিপালক। (৫০) এবং তিনিই

(৩৯) মানুষের জন্য উহাই মিলিবে যাহার জন্য সে চেষ্টা বা পরিশ্রম করিয়াছে। এই চেষ্টাও তকদীরের দ্বারাই বুঝা যাইবে সে কি পাইবে এবং কি পাইবে না। ইহা আমলে 'কছবি'বা কার্যগত প্রতিফল হিসাবে বিবেচিত হইবে। তৎসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইহাও বলিয়াছেন যে, তাহার আমল অবশ্যই পরিলক্ষিত হইবে। (মানাফেউল কোরআন)

أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۙ ٥١- وَثَمُودَا فَمَا أَبْقَىٰ ۙ ٥٢- وَقَوْمَ نُوحٍ

আহ্লাকা আ'দানিল্ উলা। ৫১। ওয়া ছামূদা ফামা-আব্ক্কা। ৫২। ক্বাউমা নূহিম্

সুনিশ্চিত পুরাকালের আদকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। (৫১) এবং সামুদকেও অতঃপর তিনি তাহাদের কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই। (৫২) এবং ইহার পুর্বে

مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۖ ٥٣- وَالْمُؤْتَفِكَةَ

মিন্ ক্বাব্ল ; ইন্নাহুম্ কা-নূ হুম্ আজ্লামা ওয়া আত্ব্খা। ৫৩। ওয়াল্ মু'তাফিকাত৷

নূহের সম্প্রদায়কেও, কেননা তাহারা ভীষণ পাপী ও দুর্বিনীতি পরায়ণ অবাধ্য ছিল। (৫৩) এবং তিনি উৎপাটিত লোকালয় সমূহকে

أَهْوَىٰ ۙ ٥٤- فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ۚ ٥٥- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ

আহ্ওয়া। ৫৪। ফাগ্বাশ্শা-হা মা গ্বাশ্শা। ৫৫। ফাবিআয়্যি আলা-ই রাব্বিকা

বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। (৫৪) তৎপরে আচ্ছন্নকারী উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। (৫৫) অতঃপরও তোমার স্বীয় প্রতিপালকের কোন

تَتَمَارَىٰ ٥٦- هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ٥٧- أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ۚ

তাতামারা। ৫৬। হা-জা নাজীরুম্ মিনান্ নুজুরিল্ উলা। ৫৭। আযিফাতিল্ আ-যিফাহ্।

দান সম্বন্ধে সন্দেহ প্রশ্ন তুলিতেছ? (৫৬) এই ভীতি-প্রদর্শক, পুর্ববর্তী ভীতি-প্রদর্শকগণের অন্যতম। (৫৭) আসন্ন ঘটনা আগতপ্রায়।

٥٨- لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۖ ٥٩- أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۙ

৫৮। লাইছা লাহা মিন্ দুনিল্লাহি কা-শিফাহ্। ৫৯। আফা মান্ হা-জাল্ হাদীছি তা'জ্বাবূন।

(৫৮) আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহই উহা প্রকাশ করিতে পারে না। (৫৯) তবে কি তোমরা এইরূপ কথায় বিস্ময়বোধ করিতেছ?

٦٠- وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۙ ٦١- وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ٦٢- فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۩

৬০। ওয়া তাদ্ব্হাকুনা ওয়ালা তাব্কুন। ৬১। ওয়া আন্তুম ছা-মিদুন। ৬২। কাছ্জুদু লিল্লাহি ওয়া'বুদু। ع

৬০। তোমরা ক্রন্দন করিতেছ না হাসিতেছ। (৬১) এবং তোমরা উদাসীন রহিয়াছ। (৬২) সুতরাং তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজ্দা কর ও এবাদত-আরাধনা কর।

রুকু ৩ | ৩ ع সেজ্দাহ্—১২

ছুরা আল্ ক্বামার ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ বিছ্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির্ রাহীম্। অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৫৫ আয়াত এবং ৩ রুকু

١- اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ٥ ٢- وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً

১। ইক্ব্‌তারাবাতিছ্‌ ছাআ'তু ওয়ান্ শাক্ব্‌ক্বাল্ ক্বামার। ২। ওয়া ইঁই ইয়ারাউ আ-ইয়াতাঁই

(১) সেই সময় আসন্নপ্রায় হইয়াছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে। (২) এবং যদিও তাহারা কোন নিদর্শন দেখ,

يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ٥ ٣- وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا

ইউ'রিদু ওয়া ইয়াকূলূ ছিহ্‌রুম্ মুছ্‌তামির্। ৩। ওয়া কাজ্জাবূ ওয়াত্তাবাউ'

তবুও তাহারা মুখ ফিরাইয়া বলে ইহা আবহমান কালের যাদু। (৩) এবং তাহারা মিথ্যারোপ করিল ও তাহারা স্ব স্ব

اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ٥ ٤- وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ

আহ্‌ওয়া-আহুম্ ওয়া কুল্লু আম্‌রিম্ মুছ্‌তাক্বির্। ৪। ওয়া লাক্বাদ্ জ্বা-আহুম্ মিনাল্

প্রবৃত্তির অনুগামী হইল, বস্তুতঃ প্রত্যেক বিষয় অটলভাবে নিরূপিত রহিয়াছে এবং নিশ্চয়ই তাহাদের নিকট শিক্ষামূলক

الْاَنْبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ٥ ٥- حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ

আম্-ই মা ফীহি মুয্‌দাজার। ৫। হিক্‌মাতুম্ বা-লিগাতুন্ ফামা তুগ্‌নিন্

নিষেধাজ্ঞার সংবাদসমূহ আসিয়াছে। (৫) পরিপূর্ণ জ্ঞান, কিন্তু ভীতি প্রদর্শনকারীদের ভীতি প্রদর্শন ফলপ্রসূ

النُّذُرُ ٥ ٦- فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ

নুজুর। ৬। ফাতাওয়াল্লা আন্‌হুম্; ইয়াউমা ইয়াদ্‌উ'দ্ দাই' ইলা শাইইন্

হয় নাই। (৬) সুতরাং তুমি তাহাদিগের হইতে মুখ ফিরাও, সেদিন আহ্বানকারী এক অবাঞ্ছিত

ওয়াক্‌ফে লাজিম

(১) যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হইবে, তখন আস্‌মানসমূহ ফাটিয়া যাইবে অধিকন্তু চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। ইহার কোন অস্তিত্ব বজায় থাকিবে না। ইহাই হাশরের দিন। এই দিন কেহ কাহারও সাহায্য করিতে পারিবেন না। সবাই নিজ নিজ কর্ম চিন্তায় বেহুশ হইয়া পড়িবে।

نُّكُرٍ ۝ ٧- خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ

নুকুর। ৭। খুশ্‌শাআ'ন্ আব্‌ছারুহুম্ ইয়াখ্‌রুজুনা মিনাল্ আজ্‌দাছি

বস্তুর দিকে আহ্বান করিবে। (৭) তাহারা অবনমিত দৃষ্টিতে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় কবরসমূহ

كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۝ ٨- مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ط يَقُوْلُ

কাআন্নাহুম্ জ্বারা-দুম্ মুন্‌তাশির। ৮। মুহ্‌ত্বিয়ী'না ইলাদ্দাই' ; ইয়াকূলুল্

হইতে বহির্গত হইবে। (৮) সেই আহ্বানকারীর দিকে দৌড়াইতে থাকিবে, ধর্ম অমান্যকারীগণ বলিবে,

الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝ ٩- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ

কাফিরূনা হা-জা ইয়াউমুন্ আ'ছির। ৯। কাজ্জাবাৎ ক্বাব্‌লাহুম্ ক্বাউমু নূহিন

ইহা ভীষণ দিন। (৯) ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করিয়াছিল ;

فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ۝ ١٠- فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّيْ

ফাকাজ্জাবু আব্‌দানা ওয়া কা-লু মাজ্‌নূনু'উ ওয়ায্‌দুজ্বির। ১০। ফাদাআ' রাব্বাহূ-আন্নী

তারপর তাহারা আমার আজ্ঞাবহের প্রতিও মিথ্যারোপ করিয়াছিল আর বলিয়াছিল—উন্মাদ, তিরস্কৃত। অতঃপর তিনি স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করিলেন, আমি

مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۝ ١١- فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ

মাগ্‌লুবুন্ ফান্‌তাছির্। ১১। ফাফাতাহ্‌না-আব্‌ওয়াবাছ্ ছামা-উ বিমা-ইম্

আক্রান্ত হইয়াছি, অতএব আপনি আমাকে সাহায্য করুন। (১১) তারপর আমি মুষলধারায় বৃষ্টিসহ আকাশের দ্বারসমূহ

مُّنْهَمِرٍ ۝ ١٢- وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ

মুন্‌হামির। ১২। ওয়া ফাজ্জার্‌নাল্ আর্‌দ্বা উ'ইউনান্ ফাল্‌তাক্বাল্ মা-আ

উন্মুক্ত করিয়া দিলাম। (১২) এবং আমি পৃথিবীতে স্রোতসমূহ প্রবাহিত করিয়াছিলাম, অতঃপর নির্দিষ্ট

عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝ ١٣- وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ

আ'লা-আম্‌রিন্ ক্বাদ্ ক্বুদির। ১৩। ওয়া হামাল্‌না-হু আ'লা জাতি আল্‌ওয়াহিঁউ

পরিমাণ পানি একত্রিত হইয়াছিল। (১৩) আর আমি তাহাকে তক্তা ও কলীকযুক্ত নৌকায়

وَدُسُرٍ ۝ ١٤- تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ۚ جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ۝

ওয়া দুছুর। ১৪। তাজ্‌রী বিআ'ইউনিনা, জ্বাযা-আল্ লিমান্ কা-না কুফির।

আরোহণ করাইয়া ছিলাম। (১৪) যাহা আমার নয়ন-সমক্ষে চালিত হইতেছিল, ইহা তাহার প্রতিদান, যাহাকে অমান্য করা হইয়াছিল।

١٥- وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝ ١٦- فَكَيْفَ كَانَ

১৫। ওয়া লাকাত্তারাক্‌না-হা আ-ইয়াতান্ ফাহাল্ মিম্ মুদ্দাকির। ১৬। ফাকাইফা কা-না

(১৫) এবং আমি উহাকে নিদর্শনস্বরূপ রাখিয়াছিলাম, কিন্তু কেহ কি উপদেশ গ্রহণ করিবে? (১৬) অতঃপর আমার শাস্তি ও

عَذَابِي وَنُذُرِ ۝ ١٧- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ

আ'জাবী ওয়া নুজুর। ১৬। ওয়া লাক্বাদ্ ইয়াছ্‌ছারনাল্ ক্বুরআ-না লিজ্জিক্‌রি ফাহাল্

ভীতি প্রদর্শন কিরূপ ভয়াবহ হইয়াছিল। (১৭) এবং ইহা সুনিশ্চিত যে, আমি কোরআনকে সদুপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত সহজবোধ্য করিয়াছি, অতএব কেহ কি

مِن مُّدَّكِرٍ ۝ ١٨- كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۝

মিম্ মুদ্দাকির। ১৮। কাজ্জাবাৎ আ'দুন্ ফাকাইফা কা-না আজাবী ওয়া নুজির।

সদুপদেশ গ্রহণ করিবে? (১৮) আদ-সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করিয়াছিল, কাজেই আমার শাস্তি ও ভীতি-প্রদর্শন কিরূপ ভয়াবহ হইয়াছিল।

---

(১৭) এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করিয়াছেন যে, নছিহত লাভের জন্য তিনি পবিত্র কোরআনকে সহজ বোধ্য ও প্রাঞ্জল করিয়াছেন। যে কেহ উহা হইতে নছিহত লাভ করিতে চাহিবে, সে-ই প্রয়োজনীয় নছিহত উহাতে পাইবে; এতে কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর আল্লাহ্ বলিতেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ নছিহত গ্রহণকারী আছে কি? অর্থাৎ যদি তোমাদের মধ্যে কেহ নছিহত কবুল করিবার যোগ্যতা সম্পন্ন থাকিয়া থাকে, তবে যেন সে পবিত্র কোরআন হইতে নছিহত গ্রহণ করে। কেননা নছিহত গ্রহণ করার মত যোগ্যতা যাহার নাই, তাহার জন্য কোরআন কোন কাজেই লাগিবে না।

(ফত্‌হুল বারী)

١٩ - إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ

১৯। ইন্না আর্ছাল্না আ'লাইহিম্‌, রীহান্ ছার্ছারান্ ফী ইয়াউমি নাহ্ছিম্

(১৯) ইহা সুনিশ্চিত যে, আমি তাহাদের উপর এক দুর্যোগের দিনে অবিরাম প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করিয়াছিলাম ; (২০) যাহা মনুষ্যগণকে

مُسْتَمِرٍّ ۝ ٢٠ - تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ۝

মুছ্‌তামির। ২০। তান্‌যিউন্না-ছা কা-আন্নাহুম্ আ'জ্বাযু নাখ্‌লিম্ মুন্‌কাই'র।

সমূলে উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডের ন্যায় ছুড়িয়া ফেলিতেছিল।

٢١ - فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۝ ٢٢ - وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ

২১। ফাকাইফা কানা আজা-বী ওয়া নুজুর। ২২। ওয়ালাক্বাদ্ ইয়াছ্‌ছার্‌নাল্ কুর্‌আ-না

(২১) অতঃপর আমার শাস্তি ও ভীতি প্রদর্শন কিরূপ ভয়াবহ হইয়াছিল। (২২) এবং সুনিশ্চিত যে, আমি এই কোরআনকে সদুপদেশ

ع ১ ১ রুকু

لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ع ٢٣ - كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۝

লিজ্‌জিক্‌রি ফাহাল্ মিম্ মুদ্দাকির্। ع ২৩। কাজ্জাবাৎ সামুদু বিন্নুজুর্।

গ্রহণনিমিত্ত সহজবোধ্য করিয়াছি, অতঃপর কেহ কি উপদেশ গ্রহণ করিবে ? (২৩) সামুদ সম্প্রদায়ও ভীতি প্রদর্শকদিগকে মিথ্যারোপ করিয়াছিল।

٢٤ - فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ

২৪। ফাক্বা-লূ আবাশারাম্ মিন্না ওয়া-হিদান্ নাত্তাবিউঁহু ইন্না ইজাল্ লা ফী দ্বাল-লিউঁ

(২৪) অতঃপর তাহারা বলিতে লাগিল—আমরা কি আমাদেরই মধ্যেকার একজন মানবের অনুসরণ করিব ? তাহা হইলে অবশ্যই আমরা

وَسُعُرٍ ۝ ٢٥ - أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ

ওয়া ছুয়ু'র্। ২৫। আউল্‌ক্বিয়াজ্‌ জিক্‌রু আ'লাইহি মিম্ বাইনিনা বাল্ হুওয়া

বিভ্রান্তিতে পতিত এবং উন্মাদ বলিয়া পরিগণিত হইব। (২৫) আমাদের মধ্যে কেবল কি তাহারই উপর সদুপদেশ অবতীর্ণ হইল ? বরং

كَذَّابٌ أَشِرٌ ۝ ٢٦ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ۝

কাজ্জাবুন্ আশির। ২৬। ছাইয়া'লামুনা গ্বাদাম্ মানিল্ কাজ্জাবুল্ আশির।

সে ত একজন গর্বপরায়ণ মিথ্যাবাদী। (২৬) তাহারা কালই অবগত হইবে কে গর্বিত মিথ্যাবাদী।

٢٨ - انا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ز ٢٧ - ونبئهم

২৭। ইন্না মুর্‌ছিলুনান্‌ না-ক্বাতি ফিৎনাতাল্‌ লাহুম্‌ ফার্‌তাক্বিব্‌হুম ওয়াছতাবির।
২৮। ওয়া-নাব্বি'হুম

(২৭) তাহাদের পরীক্ষার জন্য আমি একটি উষ্ট্রি প্রেরণ করিব। সুতরাং তুমি প্রতিক্ষা কর এবং ধৈর্যধারণ কর। (২৮) এবং তুমি তাহাদিগকে অবগত করিয়া দাও

ان الماء قسمة بينهم ج كل شرب محتضر o ٢٩ - فنادوا

আন্নাল্‌ মা-আ ক্বিছ্‌মাতুম্‌ বাইনাহুম্‌, কুল্লু শির্‌বিম্‌ মুহ্‌তাদ্বার। ২৯। ফানা-দাউ

যে, তাহাদের মধ্যে পানি বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে—প্রত্যেকেই পর্য্যায়ক্রমে পান করিতে উপস্থিত হইবে। (২৯) কিন্তু তাহারা

صاحبهم فتعاطى فعقر o ٣٠ - فكيف كان عذابي ونذر o

ছা-হিবাহুম্‌ ফাতাআ'ত্বা ফাআক্বার। ৩০। ফাকাইফা কা-না আজা-বী ওয়া নুজুর।

তাহাদের সঙ্গীকে আহ্বান করিল, অতঃপর সে হস্ত প্রসারিত করিল এবং পদ কর্তন করিল। (৩০) অনন্তর আমার শাস্তি ও ভীতি প্রদর্শন কিরূপ ভয়াবহ হইয়াছিল?

٣١ - انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم

৩১। ইন্না আর্‌ছার্‌লনা আ'লাইহিম্‌ ছাইহাতাঁউ ওয়া-হিদাতান ফাকা-নু কাহাশীমিল্‌

(৩১) নিশ্চয় আমি তাহাদের উপর এক আতঙ্ক-ধ্বনি প্রেরণ করিলাম—তাহাতে তাহারা চুর্ণিকৃত কাষ্ঠের ন্যায়

المحتظر ط ٣٢ - ولقد يسرنا القران للذكر فهل من

মুহ্‌তাজির্‌। ৩২। ওয়া লাক্বাদ্‌ ইয়াছ্‌ছারনাল্‌ ক্বুরআ-না লিজ্‌জিক্‌রি ফাহাল মিম্‌

হইয়া পড়িল। (৩২) এবং ইহা সুনিশ্চিত যে, আমি কোরআনকে সদুপদেশ গ্রহণের জন্য সহজবোধ্য করিয়াছি, কেহ কি

مدكر o ٣٣ - كذبت قوم لوط بالنذر o ٣٤ - انا ارسلنا

মুদ্দাকির্‌? ৩৩। কাজ্জাবাৎ কাউমু লুতিম্‌ বিন্‌ নুজুর্‌। ৩৪। ইন্না আর্‌ছাল্‌না

সদুপদেশ গ্রহণ করিবে? (৩৩) লুত-সম্প্রদায়ও ভীতি প্রদর্শনকারীদের উপর মিথ্যারোপ করিয়াছিল। (৩৪) অতএব আমি তাহাদের

عليهم حاصبا الا ال لوط ط نجينهم بسحر لا

আ'লাইহিম্‌ হা ছিবান্‌ ইল্লা-আ-লা লুত; নাজ্জাইনা-হুম্‌ বিছাহার;

উপর প্রস্তর বর্ষণ করিলাম; লুতের বংশধর ব্যতীত—তাহাদিগকে আমি প্রভাতেই উদ্ধার করিয়াছিলাম;

٣٥ - نِّعۡمَةً مِّنۡ عِنۡدِنَا ؕ كَذٰلِكَ نَجۡزِىۡ مَنۡ شَكَرَ ○ ٣٦ - وَلَقَدۡ

৩৫। নি'মাতান্ মিম্ ই'ন্দিনা। কাজা-লিকা নাজ্‌যী মান্ শাকার। ৩৬। ওয়া লাক্বাদ্

(৩৫) আমার স্বীয় অনুগ্রহে; এইরূপেই আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীকে উদ্ধার করিয়া থাকি। (৩৬) এবং ইহা সুনিশ্চিত যে,

اَنۡذَرَهُمۡ بَطۡشَتَنَا فَتَمَارَوۡا بِالنُّذُرِ ○ ٣٧ - وَلَقَدۡ رَاوَدُوۡهُ عَنۡ

আন্‌জারাহুম্ বাত্ব্‌শাতানা ফাতামা-রাউ বিন্নুজুর। ৩৭। ওয়া লাক্বাদ্ রা ওয়াদুহু আন্

তিনি তাহাদিগকে আমার 'পাক্‌ড়াও' সম্বন্ধে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা ভীতি প্রদর্শন সম্বন্ধে তর্ক জালই সৃষ্টি করিয়াছিল। (৩৭) এবং ইহা সুনিশ্চিত যে, তাহারা তাঁহার

ضَيۡفِهٖ فَطَمَسۡنَاۤ اَعۡيُنَهُمۡ فَذُوۡقُوۡا عَذَابِىۡ وَنُذُرِ ○ ٣٨ - وَلَقَدۡ

দ্বাইফিহী ফাতামাছ্‌না-আ'ইয়ুনাহুম্ ফাজুক্ব আজা-বী ওয়া নুজুর্। ৩৮। ওয়া লাকাদ

অতিথিদিগকে বার বার দাবী করিয়াছিল; অতঃপর আমি তাহাদিগের চক্ষুসমূহ দৃষ্টিহীন করিয়া দিলাম। অতএব তোমরা আমার শাস্তি ও ভীতি প্রদর্শনের স্বাদ গ্রহণ কর। (৩৮) আরও ইহা সুনিশ্চিত

صَبَّحَهُمۡ بُكۡرَةً عَذَابٌ مُّسۡتَقِرٌّ ۚ ٣٩ - فَذُوۡقُوۡا عَذَابِىۡ وَنُذُرِ ○

ছাব্বাহাহুম্ বুক্‌রাতান্ আজা-বুম মুছ্‌তাক্বির্। ৩৯। ফাজুক্ব আজা-বী ওয়া নুজুর্।

যে, অতি প্রত্যুষেই তাহাদিগকে বিরামহীন শাস্তি আক্রমণ করিয়াছিল! (৩৯) সুতরাং তোমরা আমার শাস্তি ও ভীতি প্রদর্শনের স্বাদ গ্রহণ কর।

٤٠ - وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا الۡقُرۡاٰنَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِنۡ مُّدَّكِرٍ ع

৪০। ওয়া লাকাদ্ ইয়াছ্‌ছার্‌নাল্ ক্বুর্‌আ-না লিজ্‌জিক্‌রি ফাহাল মিম্ মুদ্দাকির?

(৪০) এবং ইহা সুনিশ্চিত যে, আমি কোরআনকে সদুপদেশ গ্রহণের জন্য সহজবোধ্য করিয়াছি, অতঃপর কেহ কি সদুপদেশ গ্রহণ করিবে?

ع ২/২ রুকূ

٤١ - وَلَقَدۡ جَآءَ اٰلَ فِرۡعَوۡنَ النُّذُرُ ۚ ٤٢ - كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا

৪১। ওয়া লাকাদ্ জ্বা-আ আ লা ফির্‌আ'উনান্ নুজুর্। ৪২। কাজ্জাবু বিআ-ইয়া-তিনা

(৪১) এবং ইহা নিঃসন্দেহ যে, ফেরাউন-গোষ্ঠির নিকটও ভীতি-প্রদর্শনকারী আগমন করিয়াছিল। (৪২) তাহারা আমার সমূহ নিদর্শনগুলিতে

كُلِّهَا فَاَخَذۡنٰهُمۡ اَخۡذَ عَزِيۡزٍ مُّقۡتَدِرٍ ○ ٤٣ - اَكُفَّارُكُمۡ

কুল্লিহা ফা-আখাজ্‌না হুম্ আখ্‌জা আযীযিন্ মুক্‌তাদির। ৪৩। আকুফ্‌ফা-রুকুম্‌

মিথ্যারোপ করিয়াছিল; সুতরাং আমি তাহাদিগকে শক্তিশালী অপ্রতিরোধ্য 'পাক্‌ড়াও'তে পাক্‌ড়াও করিলাম। (৪৩) হে মক্কাবাসী তোমাদের ধর্ম অবিশ্বাসীগণ কি

خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ج ٤٤ - أَمْ

খাইরুম্‌ মিন্‌ উলা-য়িকুম্‌ আম্‌ লাকুম্‌ বারা-আতুন্‌ ফিয্‌যুবুর্‌ ? ৪৪। আম্‌

তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অথবা গ্রন্থসমুহে 'মুক্তি পরওয়ানা' লিখিত আছে ? (৪৪) অথবা

يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ٥ ٤٥ - سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ

ইয়াক্বুলুনা নাহ্নু জ্বামীউম্‌ মুন্‌তাছির ? ৪৫। ছাইউহ্‌যামূল্‌ জ্বাম্‌উ'

তাহারা বলে যে, আমরা শক্তিশালী প্রতিরোধকারী দল ? (৪৫) অতি সত্বর এই দল পরাজয় বরণ করিবে এবং

وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ٥ ٤٦ - بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ

ওয়া-ইয়ুওয়াল্লুনাদ্‌ দুবুর। ৪৬। বালিছ্‌ছা-আ'তু মাউয়ি'দুহুম্‌ ওয়াছ্‌ছা-আতু

পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে। (৪৬) বরং এ সময় তাহাদের শাস্তি ভোগের সময় এবং ঐ সময়

أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ٥ ٤٧ - إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ٤٨ - يَوْمَ

আদ্‌হা ওয়া আমার। ৪৭। ইন্নাল্‌ মুজ্‌রিমীনা ফী দ্বলালিঁউ ওয়া ছুয়ু'র। ৪৮। ইয়াউমা

অতি ভীষণ ও তিক্তকর। (৪৭) এবং ইহা সুনিশ্চিত যে, অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও নির্বুদ্ধিতায় পতিত। (৪৮) সে দিন তাহাদিগকে

يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ط ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ٥ ٤٩ - إِنَّا كُلَّ

ইয়াছ্‌হাবুনা ফিন্নারি আ'লা বুজুহিহিম্‌ ; জুক্‌ মাছ্‌ছা ছাকার্‌। ৪৯। ইন্না-কুল্লা

তাহাদের মুখমণ্ডলের উপর দিয়া দোজখাগ্নিতে টানিয়া লওয়া হইবে ; তোমরা দোজখ স্পর্শের স্বাদ গ্রহণ কর। (৪৯) ইহা সুনিশ্চিত যে,

شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٥ ٥٠ - وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ

শাইয়িন্‌ খালাক্বনা-হু বিক্বাদার্‌। ৫০। ওয়া মা আম্‌রুনা ইল্লা ওয়া-হিদাতুন্‌

আমি প্রত্যেক বস্তু উহার পরিমিতভাবে সৃষ্টি করিয়াছি। (৫০) এবং আমার আদেশ চক্ষুর পলকের

كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ٥ ٥١ - وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن

কালাম্‌হিম্‌ বিল্‌ বাছার্‌। ওয়া লাকাদ আহ্‌লাক্‌না আশইয়া আ'কুম্‌ ফাহাল্‌ মিম্‌

ন্যায় একবার ব্যতীত নহে। (৫) এবং ইহা সুনিশ্চিত যে, আমি তোমাদের সমপর্য্যায়ভুক্তগণকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছি, অতঃপর কেহ কি

ওয়াক্‌ফে লাজিম

مُّدَّكِرٍ ۝٥٢ وَكُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ ۝٥٣ وَكُلُّ صَغِيْرٍ

মুদ্দাকির ? ৫২। ওয়া কুল্লু শাইয়িন ফাআ'লূহু ফিয্‌যুবুর্। ৫৩। ওয়া কুল্লু ছাগীরিউঁ

সদুপদেশ গ্রহণ করিবে ? (৫২) এবং তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে তৎসমুহ লিপিকায় রহিয়াছে। (৫৩) এবং প্রত্যেক ছোট

وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ۝٥٤ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ۙ

ওয়া কাবীরিম্ মুছ্‌তাত্বার। ৫৪। ইন্নাল্ মুত্তাক্বীনা ফী জ্বান্নাতিউঁ ওয়া নাহার।

ও বড় বিষয় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। (৫৪) ইহা সুনিশ্চিত যে, ধর্মভীরুগণ বেহেস্ত-উদ্যান ও স্রোতস্বিনী সমূহের মধ্যে রহিবে।

ع ৩ । ৩ রুকু

فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝٥٥ ع

৫৫। ফী মাক্‌আ'দি ছিদ্‌কিন্ ইন্দা মালীকিম্ মুক্‌তাদির।

(৫৫) মহাশক্তিধর সম্রাটের নিকট সত্যধামে আসন গ্রহণ করিবেন !

ছুরা—আর্ রাহ্‌মান ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মানির্ রাহীম্। অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৭৮ আয়াত এবং ৩ রুকু।

١ - اَلرَّحْمٰنُ ۙ ۝٢ - عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝٣ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ ۝٤ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

১। আর্‌রাহ্‌মা-নু ২। আ'ল্লামাল্ ক্বুরআ-ন ৩। খালাকাল্ ইন্‌ছা-না ৪। আ'ল্লামাহুল্ বাইয়ান।

(১) অনন্তকরুণাময় ; (২) যিনি এই কোরআন শিক্ষা দিয়াছেন। (৩) তিনি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; (৪) তাহাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়াছেন।

(১) আল্লাহ তাআলা বড়ই মেহেরবান ও দয়ালু। তিনি দয়া পরবশ হইয়া মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাকে কথা বলিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন। যে মুখে মানুষ বাক্যালাপ করে, সেই মুখেই পবিত্র কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিয়া থাকে। এই তেলাওয়াতের দ্বারা মুখের হক আদায় হইয়া যায়। যেহেতু পবিত্র কোরআনের শিক্ষক হইলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। এইজন্য কোন পণ্ডিত ব্যক্তি পবিত্র কারআনের ব্যাপারে বড়াই করা সমুচীন নহে। (খাজেন)

٥ - اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۙ ٦ - وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ

৫। আশ্‌শাম্‌ছু ওয়াল্‌ ক্বামারু বিহুছ্‌বান ; ৬। ওয়ান্‌ নাজ্‌মু ওয়াশ্‌শাজারু।
(৫) সূর্য্য ও চন্দ্র গণনা করিতে নিয়োজিত রহিয়াছে ; (৬) এবং লতাসমূহ ও তরুরাজি

يَسْجُدَانِ ○ ٧ - وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۙ ٨ - اَلَّا

ইয়াছ্‌জুদান। ৭। ওয়াছ্‌ছামা-আ-রাফাআহা ওয়া ওয়াদ্বাআ'ল্‌ মীযান্‌। ৮। আ'ল্লা
সেজ্‌দা করিতেছে। (৭) এবং আকাশ—তিনিই উহাকে সমুন্নত করিয়াছেন এবং তিনি পরিমাপ-যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। (৮) যেন

تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ○ ٩ - وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ○

তাত্ব্‌গাউ ফিল্‌ মীযান। ৯। ওয়া আক্বীমুল্‌ ওয়ায্‌না বিল্‌ ক্বিছ্‌ত্বি ওয়ালা তুখ্‌ছিরুল্‌ মীযান।
তোমরা পরিমাপে সীমা অতিক্রম না কর। (৯) এবং তোমরা বিচারসঙ্গতভাবে পরিমাপ প্রতিষ্ঠা কর এবং পরিমাপে কম করিও না।

١٠ - وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۙ ١١ - فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ

১০। ওয়াল্‌ আর্‌দ্বা ওয়া দ্বাআহা লিল্‌ আনাম্‌। ১১। ফীহা ফা কিহাতুঁউ ওয়ান্‌ নাখ্‌লু জা-তুল
(১০) এবং পৃথিবী—তিনি ইহাকে প্রাণীজগতের জন্য রচনা করিয়াছেন। (১১) তন্মধ্যে ফলরাজি ও খোশাযুক্ত খেজুরগুচ্ছ

الْاَكْمَامِ ۝ ١٢ - وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۚ ١٣ - فَبِاَيِّ اٰلَآءِ

আক্‌মাম। ১২। ওয়াল্‌ হাব্বু জুল্‌ আছ্‌ফি ওয়ার্‌রাইহান। ১৩। ফাবি আইয়্যি আ-লা য়ি
রহিয়াছে। (১২) এবং তুষযুক্ত খাদ্য ও সুগন্ধযুক্ত ফুল। (১৩) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ ١٤ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۙ

রাব্বিকু মা তুকাজ্‌জিবান ? ১৪। খালাক্বাল্‌ ইন্‌ছানা মিন্‌ ছাল্‌ছালিন্‌ কাল্‌ফাখ্‌খার।
কোন্‌ দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে ? (১৪) তিনি অগ্নিদগ্ধ মৃত্তিকার ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

(৬) তারকারাজি ও বৃক্ষরাজি আল্লাহতাআ'লাকে সেজ্‌দা করিয়া থাকে। এই সেজ্‌দা সাধারণ মানুষ চর্ম চক্ষে অবলোকন করিতে সক্ষম নয়। কিন্তু যাহাদের দিলের চক্ষু রহিয়াছে তাহারা অবশ্যই ইহাদের সেজ্‌দাকে দেখিতে সক্ষম হন। (তাম্বিহ)

١٥ - وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ج ١٦ - فَبِأَيِّ آلَاءِ

১৫। ওয়া খালাক্বাল্ জ্বা-ন্না মিম্ মা রিজ্বিম্ মিন্ না-র। ১৬। ফাবি আইয়্যি আ-লা-য়ি
(১৫) এবং তিনি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ হইতে জ্বীনকে সৃষ্টি করিয়াছেন। (১৬) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ٥ ١٧ - رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ج

রাব্বিকু মা তুকাজ্‌জিবান ? ১৭। রাব্বুল মাশ্‌রিক্বাইনি ওয়া রাব্বুল মাগ্‌রিবাইন।
কোন্ দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে ? (১৭) তিনি পূর্বদ্বয়ের প্রতিপালক ও পশ্চিমদ্বয়ের প্রতিপালক

١٨ - فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ٥ ١٩ - مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

১৮। ফাবি আইয়্যি আ-লা-য়ি রাব্বিকু মা তুকাজ্‌জিবান ? ১৯। মারাজ্বাল্ বাহ্‌রাইনি
(১৮) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে। (১৯) তিনি সমুদ্রদ্বয়কে

يَلْتَقِيٰنِ لا ٢٠ - بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ج ٢١ - فَبِأَيِّ

ইয়াল্‌তাক্বিয়ান্। ২০। বাইনা হুমা বার্‌যাখুল্ লা-ইয়াব্‌গিয়ান। ২১। ফাবি আইয়্যি
একত্রিতভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন। (২০) তদুভয়ের মধ্যে অনতিক্রমনীয় অন্তরাল রহিয়াছে। (২১) তবে তোমরা

آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ٥ ٢٢ - يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ

আ-লা-য়ি রাব্বিকু মা তুকাজ্‌জিবান্ ? ২২। ইয়াখ্‌রুজু মিন্‌হুমাল্ লুলুয়ু
তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে ? (২২) তদুভয়ের মধ্য হইতে মুক্তা ও

وَالْمَرْجَانُ ج ٢٣ - فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ٥ ٢٤ - وَلَهُ

ওয়াল্ মার্‌জ্বা-ন। ফাবি আইয়্যি আ লা-য়ি রাব্বিকু মা তুকাজ্‌জিবান্ ? ২৪। ওয়া লাহুল্
প্রবাল বহির্গত করা হয়। (২৩) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে ? (২৪) এবং তাঁহারই অনুগ্রহে

الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ج ٢٥ - فَبِأَيِّ آلَاءِ

জ্বাওয়ারিল্ মুন্‌শা'আ তু ফিল্ বাহ্‌রি কাল্ আ'লাম্। ২৫। ফাবি আইয়্যি আ-লা য়ি
সমুদ্র মধ্যে দণ্ডায়মান পর্বত সদৃশ নৌকা স্থিতাবস্থায় রহিয়াছে। (২৫) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ ٢٦ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۚ ٢٧ وَّيَبْقٰى

রাব্বিকু মা তুকাজ্‌জিবান্‌? ২৬। কুল্লু মান্‌ আ'লাইহা ফা-ন্‌। ২৭। ওয়া ইয়াব্‌ক্বা

কোন্‌ দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে? (২৬) ইহার উপর অবস্থিত যাবতীয় বস্তুই লয়শীল; (২৭) আর তোমার

ع ১ — ১ রুকু

وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۚ ٢٨ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا

ওয়াজ্‌হু রাব্বিকা জুল জ্বালা-লি ওয়াল্‌ ইক্‌রাম। ২৮। ফাবি আইয়্যি আ-লা-য়ি রাব্বিকু মা

মহা সম্মানজনক প্রতাপশালী প্রতিপালকের সত্ত্বা লয়হীন—অনন্তকাল স্থায়ী। (২৮) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ দান-সম্পদে

تُكَذِّبٰنِ ۝ ٢٩ يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ

তুকাজ জিবান্‌? ২৯। ইয়াছ্‌ আলুহু মান্‌ ফিছ্‌ছামা-ওয়া তি ওয়াল্‌ আর্‌দ্ব; কুল্লা

মিথ্যারোপ করিবে? (২৯) আকাশ ও পৃথিবীর সকলই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছে; প্রতিক্ষণই

يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ۚ ٣٠ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

ইয়াউমিন্‌ হুওয়া ফী শান? ৩০। ফাবি আইয়্যি আ-লা-য়ি রাব্বিকু মা তুকাজ্‌জিবান্‌।

তিনি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে সুপ্রতিষ্ঠিত। (৩০) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে?

٣١ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۚ ٣٢ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ

৩১। ছানাফ্‌রুগু লাকুম্‌ আইয়্যিহাছ্‌ছাক্বালান্‌। ৩২। ফাবি আইয়্যি আ-লা-য়ি

(৩১) হে দুই সম্প্রদায়! আমি অতি সত্বর তোমাদের দিকে মনোযোগী হইব। (৩২) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ ٣٣ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ

রাব্বিকু মা তুকাজ্‌জিবান্‌? ৩৩। ইয়া মা'শারাল্‌ জ্বিন্নি ওয়াল্‌ ইন্‌ছি ইনিছ্‌ তাত্বা'তুম্‌

কোন্‌ দান সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে? (৩৩) হে জ্বিন ও মানব! যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমান্ত অতিক্রম করিতে

(২৬) বাস্তব পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবকিছু ধ্বংস ও বিনাশ হইয়া যাইবে। কোন কিছুই টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। কেবল মাত্র আল্লাহ তাআলাই বাকী থাকিবেন যিনি সর্বময় মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। সুতরাং সেই মহান আল্লাহর প্রতি অটুট ঈমান ও অচল ভক্তি সহকারে আত্মসমর্পণ করা উচিৎ। (মানাফেউল কোরআন)

أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ط لَا تَنْفُذُونَ

আন্ তান্ফুজু মিন্ আক্‌ত্বারিছ্ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ফান্‌ফুজু ; লা তান্‌ফুজুনা

সক্ষম হও, অতিক্রম করিয়া যাও, তদ্রূপ শক্তি ব্যতীত তোমরা অতিক্রম করিয়া যাইতে

إِلَّا بِسُلْطٰنٍ ٥ ٣٤- فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ٥

ইল্লা বিছুল্‌ত্বান। ৩৪। ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকু মা তুকাজ্জিবান ?

পারিবে না। (৩৪) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে ?

٣٥- يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ لا وَّنُحَاسٌ فَلَا

৩৫। ইউর্‌ছালু আ'লাইকুমা শুওয়াজুম্ মিন্ নারিঁউ ওয়া নুহাছুন্ ফালা

(৩৫) তোমাদের উভয়ের উপর অগ্নি-শিখা ও ধুম্র নিক্ষিপ্ত হইবে, তখন

تَنْتَصِرٰنِ ج ٣٦- فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ٥

তান্‌তাছিরা-ন। ৩৬। ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকু মা তুকাজ্জিবান ?

তোমরা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। (৩৬) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে ?

٣٧- فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ج ٣٨- فَبِأَيِّ

৩৭। ফাইজান্ শাক্‌কাতিছ্ ছামা-উ ফাকা-নাৎ ওয়ার্‌দাতান্ কাদ্দিহা-ন্। ৩৮। ফাবি আইয়্যি

(৩৭) অতঃপর যখন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া রক্তাক্ত চর্ম সদৃশ লোহিত বর্ণ ধারণ করিবে। (৩৮) তবে তোমরা তোমাদের

اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ٥ ٣٩- فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ

আ-লা-ই রাব্বিকু মা তুকাজ্জিবান ? ৩৯। ফাইয়াউমাইজিল্ লা ইয়াছ্‌আলু

প্রতিপালকের কোন দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে ? (৩৯) তারপর সেদিন মানব অথবা জ্বিন

عَنْ ذَنْبِهٖ إِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ ج ٤٠- فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا

আ'ন্ জাম্বিহী ইন্‌ছুঁউ ওয়ালা জ্বান। ৪০। ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকু মা

তাহাদের পাপ সম্বন্ধে কেহ কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে না। (৪০) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন দান-সম্পদে

تُكَذِّبٰنِ ۝ ٤١- يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ

তুকাজ্জিবান ? ৪১। ইউ'রাফুল্ মুজ্‌রিমূনা বিছীমা হুম্ ফাইউ'খাজু বিন্নাওয়াছী

মিথ্যারোপ করিবে ? (৪১) অপরাধীরা স্ব স্ব আকৃতিতেই ধরা পড়িবে, তখন তাহাদিগকে কেশদাম ও পদসমূহ সহকারে

وَالْاَقْدَامِ ج ٤٢- فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

ওয়াল্ আক্‌দাম্। ৪২। ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকু মা তুকাজ্জিবান ?

পাক্‌ড়াও করা হইবে। (৪২) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে ?

٤٣- هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ م ٤٤- يَطُوْفُوْنَ

৪৩। হা-জিহী জ্বাহান্নামুল্লাতী ইউকাজ্জিবু বিহাল্ মুজ্‌রিমূন। ৪৪। ইয়াত্বূফুনা

(৪৩) ইহা সেই দোযখ, যাহার সম্বন্ধে পাপীগণ মিথ্যারোপ করিত। (৪৪) তাহারা ইহার মধ্যেই

بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ج ٤٥- فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا

বাইনাহা ওয়া বাইনা হামীমিন্ আ-ন। ৪৫। ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকু মা

অত্যধিক উত্তপ্ত পানিতে ঘুরিয়া বেড়াইবে। (৪৫) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ দান-সম্পদে

تُكَذِّبٰنِ ع ٤٦- وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ج ٤٧- فَبِاَىِّ

তুকাজ্জিবান ? ع ৪৬। ওয়ালি মান্ খা-ফা মাকামা রাব্বিহী জ্বান্নাতান্। ৪৭। ফাবি

মিথ্যারোপ করিবে ? (৪৬) এবং যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালক সমক্ষে দাঁড়াইতে সদা সন্ত্রস্ত, তাহার জন্য দুইটি বেহেশ্‌ত রহিয়াছে। (৪৭) তবে তোমরা

اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ لا ٤٨- ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ ج

আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকু মা তুকাজ্জিবান ? ৪৮। জাওয়াতা-আফ্‌নান।

তোমাদের প্রতিপালকের কোন দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে ? (৪৮) উভয়টি বহু শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত।

٤٩- فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ ٥٠- فِيْهِمَا عَيْنٰنِ

৪৯। ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকু মা তুকাজ্জিবান ? ৫০। ফীহিমা আইনা-নি

(৪৯) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে ? (৫০) আরও তদুভয় মধ্যে দুইটি ঝরণা

ওয়াক্‌ফে লাজিম

ع ২ | ২ রুকু

تَجْرِيَانِ ج ﴿٥١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٢﴾ فِيْهِمَا

তাজ্‌রিইয়া-ন। ৫১। ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান? ৫২। ফীহিমা

প্রবাহিত হইবে। (৫১) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে? (৫২) উভয়টির মধ্যে

مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٣﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا

মিন্ কুল্লি ফা কিহাতিন্ যাউজা-ন। ৫৩। ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকু মা

সর্ব প্রকারের ফল জোড়া জোড়া রহিয়াছে। (৫৩) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের

تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٤﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ بَطَاۤىِٕنُهَا مِنْ

তুকাজ্জিবান। ৫৪। মুত্তাকিয়ীনা আ'লা ফুরুশিম্ বাত্বা-ইনুহা মিন্

কোন দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে? (৫৪) তাহারা রেশমী বস্ত্র খচিত শয্যাসমূহের উপর এলায়িতভাবে

اِسْتَبْرَقٍ ط وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ج ﴿٥٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ

ইছ্‌তাব্‌রাক্ব; ওয়া জানাল্ জান্নাতাইনি দা-ন। ৫৫। ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই

অবস্থান করিবে এবং উভয় বেহেশ্‌তের ফলরাশি নিকটবর্তী হইবে। (৫৫) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٦﴾ فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ لَا لَمْ يَطْمِثْهُنَّ

রাব্বিকু মা তুকাজ্জিবান? ৫৬। ফীহিন্না ক্বা-ছিরা-তুৎত্বার্‌ফি লাম্ ইয়াৎমিছ্‌হুন্না

কোন দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে? (৫৬) তথায় নির্মিলিত আঁখি সুন্দরীগণ রহিয়াছে মানব অথবা

اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَاۤنٌّ ج ﴿٥٧﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا

ইন্‌ছুন্ কাব্‌লাহুম্ ওয়াল্ জা-ন। ৫৭। ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকু মা

জীন ইতিপূর্বে কেহই তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই। (৫৭) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন

تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٨﴾ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ج ﴿٥٩﴾ فَبِاَيِّ

তুকাজ্জিবান? ৫৮। কাআন্নাহুন্নাল্ ইয়া-কূতু ওয়াল্ মার্‌জা-ন্। ৫৯। ফাবি আইয়্যি

দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে? (৫৮) তাহারাই পদ্মরাগ মণি ও মুক্তা সদৃশ। (৫৯) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের

آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ ٦٠ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا

আ-লা-ই রাব্বিকু মা তুকাজ্জিবান ? ৬০। হাল্‌ জ্বাযা-উল্‌ ইহ্‌ছানি ইল্লাল্‌

কোন দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে ? (৬০) সদাচারের জন্য প্রতিদান সদাচার

الْإِحْسَانُ ج ٦١- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ ٦٢- وَمِنْ

ইহ্‌ছান। ৬১। ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকু মা তুকাজ্জিবান ? ৬২। ওয়া মিন্‌

ব্যতীত আর কিছুই নহে। (৬১) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে ? (৬২) এবং

دُونِهِمَا جَنَّتٰنِ ج ٦٣- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ لا

দুনিহিমা জ্বান্নাতা-ন। ৬৩। ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকু মা তুকাজ্জিবান ?

এই দুইটি ব্যতীত আরও দুইটি বেহেশ্‌ত রহিয়াছে। (৬৩) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে ?

٦٤- مُدْهَآمَّتٰنِ ج ٦٥- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ج

৬৪। মুদ্‌হা-ম্মাতা-ন। ৬৫। ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকু মা তুকাজ্জিবান ?

৬৪। উভয়টি গাঢ় হরিদ্রা বর্ণবিশিষ্ট। (৬৫) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে ?

٦٦- فِيهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ج ٦٧- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

৬৬। ফীহিমা আইনা-নি নাদ্দাখাতা-ন। ৬৭। ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকু মা

(৬৬) উহাদের দুইটির মধ্যে দুইটি ঝরণা উচ্ছ্বসিত হইতেছে। ৬৭) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন দান-সম্পদে

تُكَذِّبٰنِ ج ٦٨ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ج ٦٩- فَبِأَيِّ

তুকাজ্জিবান ? ৬৮। ফীহিমা ফা-কিহাতুঁউ ওয়া নাখ্‌লুঁউ ওয়া রুম্মান। ৬৯। ফাবি

মিথ্যারোপ করিবে ? (৬৮) উভয়টির মধ্যে রাশিকুত ফল খর্জ্জুর ও দাড়িম্ব রহিয়াছের। (৬৯) তবে

آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ج ٧٠- فِيهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ج

আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকু মা তুকাজ্জিবান। ৭০। ফীহিন্না খাইরা-তুন্‌ হিছান।

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে ? (৭০) তন্মধ্যে শুদ্ধ-চরিত্রা রূপসীগণ রহিয়াছে।

٧١- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ج ٧٢- حُوْرٌ

৭১। ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকু মা তুকাজ্জিবান ? ৭২। হূরুম্

(৭১) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন দান সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে ? (৭২) সুলোচনা

مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ ج ٧٣- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ج

মাক্ছূরাতুন্ ফিল্ খিইয়াম্। ৭৩। ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকু মা তুকাজ্জিবান ?

সুন্দরীগণ তাঁবুসমূহের মধ্যে বসিয়া রহিয়াছে। (৭৩) তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে ?

٧٤- لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَاۤنٌّ ج ٧٥- فَبِاَيِّ

৭৪। লাম্ ইয়্যাত্বমিছ্হুন্না ইন্ছুন্ কাব্লাহুম্ ওয়ালা জ্বা-ন। ৭৫। ফাবি আইয়্যি

(৭৪) মানব অথবা জ্বীন, কেহই ইতিপূর্বে তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই। (৭৫) তবে তোমরা তোমাদের

اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ٥ ٧٦- مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ

আ-লা-ই রাব্বিকু মা তুকাজ্জিবান ? ৭৬। মুত্তাকিয়ীনা আ'লা রাফ্রাফিন্

প্রতিপালকের কোন দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে ? ৭৬ তাহারা সবুজ বর্ণের গালিচা ও অতি উপাদেয়

خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ج ٧٧- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا

খুদ্ব্রিঁউ ওয়া আব্কারীয়্যিন হিছা-ন। ৭৭। ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকু মা

ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের শয্যায় এলায়িতভাবে অবস্থান করিবে। (৭৭) তবে তোমারা তোমাদের প্রতিপালকের

ع تُكَذِّبٰنِ ٥ ٧٨- تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ع

৩/৩ রুকু তুকাজ্জিবান ? ৭৮। তাবারাকাছ্মু রাব্বিকা জিল্ জ্বালা-লি ওয়াল্ ইক্রাম। ع

কোন দান-সম্পদে মিথ্যারোপ করিবে ? (৭৮) তোমাদের প্রতিপালকের নাম মহামান্বিত, যিনি প্রতাপ ও মহাসম্মানের অধিকারী।

(৭৭) জ্বিন ও ইন্সানকে স্মরণ করাইবার জন্য, আল্লাহ তাআলা এই ছুরায় ৩১ বার ৩১ প্রকার নেয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক প্রকার নেয়ামতের পরে এই সতর্ক বাণী উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর জ্বিন ও ইন্সানকে তাম্বিহ করিয়া বলিয়াছেন যে, হে জ্বিন ও ইন্সান। তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত এই সকল নেয়ামতের মধ্যে কোন্ কোন্ নেয়ামতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিবে। (ইব্নে জ্বারীর)

ছুরা ওয়া-ক্বিয়াহ
ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম্।
পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।

ইহাতে ৯৬ আয়াত
এবং ৩ রুকু

ওয়াক্বি'য়াহ্ লাজিম

١- اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۙ ○ ٢- لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ○

১। ইজা ওয়াক্বাআ'তিল্ ওয়া-ক্বিয়াহ্। ২। লাইছা লিওয়াক্‌আ'তিহা কা-জিবাহ।
(১) সেই মহা-ঘটনা যখন অবশ্যই আকস্মাৎ সংঘটিত হইবে। (২) উহার সংঘটনে মিথ্যার কোনই স্থান নাই।

٣- خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۙ ○ ٤- اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۙ ○ ٥- وَّبُسَّتِ

৩। খা-ফিদ্বাতুর্ রা-ফিআহ্। ৪। ইজা রুজ্জাতিল্ আর্‌দ্বু রাজ্জা। ৫। ওয়া বুছ্‌ছাতিল্
(৩) উহা অবনত ও উন্নতকারী। (৪) তখন পৃথিবী মহা-আলোড়নে আলোড়িত হইবে। (৫) এবং পর্বত-সমূহ চুর্ণিত

الْجِبَالُ بَسًّا ۙ ○ ٦- فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۙ ○ ٧- وَّكُنْتُمْ

জ্বিবালু বাছ্‌ছা। ৬। ফাকা-নাৎ হাবা-আম্ মুম্‌বাছ্‌ছা। ৭। ওয়া কুন্তুম্
বিচুর্ণিত হইবে। (৬) সেই সময় উহা উড্ডীয়মান ধূলিকণার ন্যায় হইবে। (৭) এবং তোমরা

اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ؕ ○ ٨- فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ

আয্‌ওয়াজ্বান্ ছালা-ছাহ। ৮। ফা আছ্‌হা-বুল্ মাইমানাতি মা আছ্‌হাবুল্
তিন দলে বিভক্ত হইবে। (৮) তন্মধ্যে দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত দল ; দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত দল

الْمَيْمَنَةِ ؕ ○ ٩- وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ؕ ○

মাইমানাহ্। ৯। ওয়া আছ্‌হা-বুল্ মাশ্‌আমাতি মা-আছ্‌হা-বুল্ মাশ্‌আমাহ্।
কি উৎকৃষ্ট। (৯) এবং বাম পার্শ্বস্থিত দল ; বাম পার্শ্বস্থিত দল কি নিকৃষ্ট।

(১) এই ছুরায় কিয়ামতের কথা এবং হাশরের মাঠের বিচারের কথা আলোচিত হইয়াছে। এই জন্য এই ছুরার ফজিলত অত্যন্ত বেশী। বস্তুতঃ বিপদের সময় এই ছুরা অধিকবার পাঠ করিলে আল্লাহর রহমতে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং আল্লাহ অবস্থার পরিবর্তন করিয়া দেন। (খাজেন)

١٠- وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۙ ١١- اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۚ ١٢- فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝

১০। ওয়াছ্ছা-বিকূনাছ্ ছাবিকূন। ১১। উলা-ইকাল্ মুকার্‌রাবুন। ১২। ফী জ্বান্নাতি ন্নায়ী'ম।

(১০) যাহারা অগ্রগামী ছিল, তাহারাই অগ্রগামী থাকিবে। (১১) ইহারাই সন্নিকটবর্তী। (১২) দান-সম্ভার সম্বলিত বেহেশ্‌ত-ভবনে থাকিবে।

١٣- ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۙ ١٤- وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۗ ١٥- عَلٰى

১৩। ছুল্লাতুম্ মিনাল্ আউওয়ালীন। ১৪। ওয়া ক্বালীলুম্ মিনাল্ আ-খিরীন। ১৫। আ'লা

(১৩) প্রথম যুগের অন্তর্গত এক বৃহৎ দল। (১৪) এবং শেষ যুগের ক্ষুদ্র দল। (১৫) তাহারা

سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۙ ١٦- مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ۝

ছুরুরিম্ মাউদ্বূনাহ। ১৬। মুত্তাকিয়ীনা আ'লাইহা মুতাক্বা-বিলীন।

কারুকার্য খচিত কাষ্ঠাসনোপরি। (১৬) ঠেস দিয়া মুখোমুখিভাবে উপবেশন করিবে।

١٧- يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۙ ١٨- بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ

১৭। ইয়াত্বূফু আ'লাইহিম্ বিল্‌দানুম্ মুখাল্লাদুন। ১৮। বিআক্‌ওয়াবি'উ ওয়া আবা-রীক্বা

(১৭) চির মুকুলিত যৌবন বালকেরা তাহাদের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইবে। (১৮) পানাধার ও পানপাত্র

وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۙ ١٩- لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۙ

ওয়াকা'ছিম্ মিম্ মায়ী'ন। ১৯। লা ইউছাদ্দাউ'না আ'ন্‌হা ওয়ালা ইউন্‌যিফুন।

এবং নির্দোষ সুরাপূর্ণ পিয়ালাসহ। (১৯) যাহাতে তাহারা শিরঃপীড়া ভোগ করিবে না অথবা তাহারা পানোন্মত্তায় আক্রান্ত হইবে না।

٢٠- وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ۙ ٢١- وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۗ

২০। ওয়া ফা কিহাতিম্ মিম্মা ইয়াতাখাইয়ারূন। ২১। ওয়া লাহ্‌মি ত্বাইরিম্ মিম্মা ইয়াশ্‌তাহূন।

(২০) এবং তাহাদের মনের মত ফলরাজিসহ। (২১) এবং পক্ষীমাংস সহকারে যাহার আকাঙ্খা তাহারা করিবে।

٢٢- وَحُوْرٌ عِيْنٌ ۗ ٢٣- كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ۚ ٢٤- جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا

২২। ওয়া হূরুন্ য়ী'ন। ২৩। কাআম্‌ছা-লিল্ লু'লুইল্ মাক্‌নূন। ২৪। জ্বাযা-আম্ বিমা কা-নূ

(২২) এবং এরূপ সুন্দরীগণ। (২৩) যাহারা উহার মুক্তার আধারে রক্ষিত মুক্তা সদৃশ। ২৪) ইহা তাহাদের

يَعْمَلُوْنَ ۝ ٢٥- لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا لا ٢٦- اِلَّا قِيْلًا

ইয়া'মালূন। ২৫। লা ইয়াছ্‌মাউ'না ফীহা লাগ্‌ওয়াঁউ ওয়ালা তা'ছীমা। ২৬। ইল্লা ক্বীলান

কৃতকর্মের প্রতিদান। (২৫) তাহারা তথায় অর্থহীন বিরক্তিকর অথবা ভদ্রতা বহির্ভূত কোন কথাই শ্রবণ করিবে না। (২৬) শান্তি

سَلٰمًا سَلٰمًا ۝ ٢٧- وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ لا مَا اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ط

ছালা-মান্ ছালা-মা। ২৭। ওয়া আছ্‌হা-বুল্ ইয়ামীনি মা আছ্‌হা-বুল্ ইয়ামীন।

দায়ক আন্তি-বাণী ব্যতীত। ২৭) আর দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত দল, দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত দল কি?

٢٨- فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ لا ٢٩- وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ لا ٣٠- وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ لا ٣١- وَّمَآءٍ

২৮। ফী ছিদ্‌রিম্ মাখ্‌দ্বূদ। ২৯। ওয়া ত্বাল্‌হিম্ মান্‌দ্বূদ। ৩০। ওয়া জিল্লিম্ মাম্‌দুদ। ৩১। ওয়া মা-ইম্

(২৮) তাহারা কণ্টকহীন কুলবৃক্ষ মধ্যে। (২৯) এবং সারিবদ্ধ কদলী-তরু মধ্যে। (৩০) এবং সবিস্তৃত ছায়ায়। (৩১) এবং ঝরণা-প্রবাহিত

مَّسْكُوْبٍ لا ٣٢- وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ لا ٣٣- لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ لا

মাছ্‌কুব। ৩২। ওয়া ফা কিহাতিন্ কাছীরাহ্। ৩৩। লা মাক্‌ত্বূ আ'তিঁউ ওয়ালা মাম্‌নূআ'হ্।

সলিল ধারায়। (৩২) এবং অগণিত ফলরাজি মধ্যে অবস্থান করিবে। (৩৩) সেগুলি নিঃশেষিত হইবে না এবং সেগুলিতে নিষেধাজ্ঞা নাই।

٣٤- وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ط ٣٥- اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً لا ٣٦- فَجَعَلْنٰهُنَّ

৩৪। ওয়া ফুরুশিম্ মার্‌ফুআ'হ্। ৩৫। ইন্না আন্‌শা' না-হুন্না ইন্‌শা-আ। ৩৬। ফাজ্বাআ'ল্‌না-হুন্না

(৩৪) এবং উচ্চ রচিত শয্যায়। (৩৫) ইহা সুনিশ্চিত যে আমি তাহাদিগকে অপূর্ব সৃজন করিয়াছি;। (৩৬) অতঃপর আমি তাহাদিগকে

اَبْكَارًا لا ٣٧- عُرُبًا اَتْرَابًا لا ٣٨- لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ع ٣٩- ثُلَّةٌ

আব্‌কা-রা। ৩৭। উ'রুবান্ আৎরা-বা। ৩৮। লি আছ্‌হা-বিল্ ইয়ামীন্। ع ৩৯। ছুল্লাতুম্

চিরকুমারী করিয়া রাখিয়াছি। (৩৭) তাহাদিগকে মনোমোহনী ও সম বয়স্কা করিয়া রাখিয়াছি। (৩৮) ইহারা দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত দলের জন্যই। (৩৯) এই দলের প্রথম যুগের

مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ لا ٤٠- وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ط ٤١- وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ لا

মিনাল্ আউওয়ালীন। ৪০। ওয়া ছুল্লাতুম্ মিনাল্ আ-খিরীন। ৪১। ওয়া আছ্‌হাবুশ্‌শিমালি

এক দল। (৪০) এবং শেষ যুগেরও একদল। (৪১) এবং বাম পার্শ্বস্থিত দল,

مَآ اَصۡحٰبُ الشِّمَالِ ط ۴۱ - فِیۡ سَمُوۡمٍ وَّ حَمِیۡمٍ لا ۴۲ - وَّ ظِلٍّ مِّنۡ یَّحۡمُوۡمٍ لا

মা আছ্হাবুশ্ শিমাল। ৪২। ফী ছামুমিঁউ ওয়া হামীম। ৪৩। ওয়া জিল্লিম্ মিঁই ইয়াহ্মূম।

বাম পার্শ্বস্থিত দল কি নিকৃষ্ট। (৪২) তাহারা চরম উষ্ণ বায়ু ও ফুটন্ত পানিতে থাকিবে। (৪৩) এবং কৃষ্ণবর্ণ ধুম্রযুক্ত ছায়ায়।

۴۴ - لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِیۡمٍ ۝ ۴۵ - اِنَّهُمۡ كَانُوۡا قَبۡلَ ذٰلِكَ مُتۡرَفِیۡنَ ج صلے ۴۶ وَكَانُوۡا

৪৪। লা বা-রিদিঁউ ওয়ালা কারীম। ৪৫। ইন্নাহুম্ কা-নূ ক্বাব্লা জা-লিকা মুত্রাফীন। ৪৬। ওয়া কা-নূ

(৪৪) যাহাতে স্নিগ্ধতা নাই এবং স্বস্তিজনকও নহে। (৪৫) কেননা তাহারা ইতিপূর্বে ধনৈশ্বর্যে লালিত-পালিত হইয়াছিল। (৪৬) আরও তাহারা

یُصِرُّوۡنَ عَلَی الۡحِنۡثِ الۡعَظِیۡمِ ج ۴۷ - وَكَانُوۡا یَقُوۡلُوۡنَ لا اَئِذَا مِتۡنَا

ইউছিরূনা আ'লাল্ হিন্‌ছিল্ আ'জীম। ৪৭। ওয়া কা-নূ ইয়াক্বূলূনা আ ইজা মিত্‌না

অমার্জ্জনীয় মহা অপরাধ করিতে অত্যুৎসুক ছিল। (৪৭) এবং তাহারা বলিত—যখন আমরা মৃত্যুমুখে

وَكُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبۡعُوۡثُوۡنَ لا ۴۸ - اَوَ اٰبَآؤُنَا

ওয়া কুন্না তুরাবাঁউ ওয়া ই'জা-মান্ আ ইন্না লামাব্উ'ছূন। ৪৮। আও আ-বা-উনাল্

পতিত হইব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিপুঞ্জে পরিণত হইয়া যাইব, তখন কি পুনরায় আমরা উত্থিত হইব? (৪৮) অথবা আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-

الۡاَوَّلُوۡنَ ۝ ۴۹ - قُلۡ اِنَّ الۡاَوَّلِیۡنَ وَالۡاٰخِرِیۡنَ لا ۵۰ - لَمَجۡمُوۡعُوۡنَ لا اِلٰی

আউওয়াল্ূন। ৪৯। ক্বুল্ ইন্নাল্ আউওয়ালীনা ওয়াল্ আ-খিরীন। ৫০। লা মাজ্মূউ'না ইলা

পিতামহগণও। (৪৯) তুমি বল—ইহা সুনিশ্চিত যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ। (৫০) সকলেই সেই সুপরিজ্ঞাত

مِیۡقَاتِ یَوۡمٍ مَّعۡلُوۡمٍ ۝ ۵۱ - ثُمَّ اِنَّكُمۡ اَیُّهَا الضَّآلُّوۡنَ الۡمُكَذِّبُوۡنَ لا

মীকাতি ইয়াউমিম্ মা'লূম। ৫১। ছুম্মা ইন্নাকুম্ আইয়্যুহাদ্ব্ দ্বাল্লূনাল্ মুকাজ্জিবূন।

দিবসকালে একত্রিত হইবে। (৫১) পুনরায় হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা!

۵۲ - لَاٰكِلُوۡنَ مِنۡ شَجَرٍ مِّنۡ زَقُّوۡمٍ لا ۵۳ - فَمَالِـُٔوۡنَ مِنۡهَا الۡبُطُوۡنَ ج

৫২। লা আ-কিলূনা মিন্ শাজারিম্ মিন্ যাক্কূম। ৫৩। ফামালিউনা মিন্হাল্ বুতূন।

(৫২) অবশ্যই তোমাদিগকে 'জক্কুম' বৃক্ষ খাইতে হইবে। (৫৩) অতঃপর উহাতেই উদরসমূহ পূর্ণ করিতে হইবে।

৫৪ - فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ج ٥٥ - فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ط ٥٦ - هٰذَا

৫৪। ফাশা-রিবূনা আ'লাইহি মিনাল্ হামীম। ৫৫। ফাশা-রিবূনা শুর্‌বাল্ হীম। ৫৬। হা-জা

(৫৪) তার পরেপরেই ফুটন্ত পানি পান করিতে হইবে। (৫৫) বস্তুতঃ তোমাদিগকে পীপাসার্ত উষ্ট্রের ন্যায় পান করিতে হইবে। (৫৬) প্রতিফল দিবসে

نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ط ٥٧ - نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ٥

নুযুলুহুম্ ইয়াউমাদ্দীন। ৫৭। নাহ্‌নু খালাক্‌না-কুম্ ফালাউলা তুছাদ্‌দিকূন।

ইহাই তাহাদের উপযুক্ত আতিথেয়তা। (৫৭) আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি ; অতএব কেন তোমরা ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছ না ?

৫৮ - اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ط ٥٩ - ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ

৫৮। আফারাআইতুম্ মা তুম্‌নূন। ৫৯। আ অান্তুম্ তাখ্‌লুকূনাহূ আম্ নাহ্‌নুল্

(৫৮) আচ্ছা, তোমরা কি জরায়ুতে বীর্য্যপাত সম্বন্ধে লক্ষ্য করিয়াছ ? (৫৯) তবে কি তোমরা ভ্রূণ সৃষ্টি কর অথবা আমি

الْخَالِقُوْنَ ٥ ٦٠ - نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ لا

খা-লিকূন। ৬০। নাহ্‌নু ক্বাদ্দার্‌না বাইনাকুমুল্ মাউতা ওয়ামা নাহ্‌নু বিমাছ্‌বূক্বীন।

উহার স্রষ্টা ? (৬০) আমিই তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি এবং আমি আদৌ সামর্থ্যহীন নহি।

৬১ - عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ٥

৬১। আ'লা আন্ নুবাদ্দিলা আম্‌ছা-লাকুম্ ওয়া নুন্‌শিআকুম্ ফী মা-লা তা'লামুন।

(৬১) এই ব্যাপারে যে, আমি তোমাদের আকৃতি পরিবর্তন করিয়া দিতে পারি এবং এরূপ আকৃতিতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিতে পারি—যাহা তোমরা আদৌ অবগত নহে।

৬২ - وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ٥ ٦٣ - اَفَرَءَيْتُمْ

৬২। ওয়া লাক্বাদ্ আ'লিম্‌তুমুন্ নাশ্‌আতাল্ উলা ফালাউলা তাজাক্কারূন। ৬৩। আফারা আইতুম্

(৬২) তোমরা ত প্রথমবারের সৃষ্টি ভালরূপে অবগত আছ, তবে কেন তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতেছ না। (৬৩) আচ্ছা, তোমরা

مَّا تَحْرُثُوْنَ ط ٦٤ - ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ٥

মা তাহ্‌রুছুন। ৬৪। আ আন্তুম্ তায্‌রাউ'নাহূ আম্ নাহ্‌নুয্ যারিউ'ন।

যাহা বপন কর, তৎ-সম্বন্ধে তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ ? (৬৪) তোমরা কি উহা উদ্‌গত কর অথবা আমি উৎপন্ন করি ?

٦٥ - لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ○ ٦٦ - إِنَّا

৬৫। লাউ নাশা-উ' লাজ্বাআ'ল্নাহু হুত্বামান্ ফাজাল্তুম্ তাফাক্কাহুন। ৬৬। ইন্না

(৬৫) যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, আমি উহাকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করিব, তখন তোমরা কেবল কথার সৃষ্টি করিতে থাকিবে। (৬৬) সত্য-সত্যই

لَمُغْرَمُوْنَ لا ٦٧ - بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ○ ٦٨ - أَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ

লামুগ্ব্রামূন। ৬৭। বাল্ নাহ্নু মাহ্রূমূন। ৬৮। আফা রাআইতুমুল্ মা-আ ল্লাজী

আমরা সর্বস্ব হারাইয়াছি। (৬৭) বরং আমরা ভাগ্যহীন হইলাম। (৬৮) আচ্ছা, তোমরা কি তোমাদের পানীয় পানি

تَشْرَبُوْنَ ط ٦٩ - ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ

তাশ্রাবূন। ৬৯। আ আন্তুম্ আন্যাল্তুমূহু মিনাল্ মুয্নি আম্ নাহ্নুল্

সম্বন্ধে লক্ষ্য করিয়াছ ? (৬৯) তোমরা কি উহা মেঘ হইতে অবতীর্ণ করাও অথবা আমি অবতীর্ণ

الْمُنْزِلُوْنَ ○ ٧٠ - لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ○

মুন্যিলুন। ৭০। লাউ নাশা-উ জ্বাআ'ল্না-হু উজ্বা-জ্বান্ ফালাউ লা ত.শ্কুরূন।

করাই ? (৭০) যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে আমি উহাকে লবণাক্ত বিস্বাদ করিয়া দিতে পারি ; তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ না ?

٧١ - أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ط ٧٢ - ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا

৭১। আফা রাআইতুমুন্ নারাল্লাতী তূরূন। ৭২। আ আন্তুম্ আন্শা'তুম্ শাজ্বারাতাহা

(৭১) আচ্ছা তোমরা কি অগ্নির প্রতি লক্ষ্য করিতেছ—যাহা তোমরা জ্বালাইয়া থাক ? (৭২) আচ্ছা তোমরা কি উহার বৃক্ষ

أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ ○ ٧٣ - نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا

আম্ নাহ্নুল্ মুন্শিউন। ৭৩। নাহ্নু জ্বাআ'ল্না-হা তাজ্কিরাতাঁউ ওয়া মাতাআ'ল্

উদ্গত করিয়াছ অথবা আমি উহার সৃষ্টিকারী ? (৭৩) আমিই ত উহাকে স্মরণীয় এবং ভ্রমণকারীদের

لِلْمُقْوِيْنَ ج ٧٤ - فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ع ٧٥ - فَلَآ اُقْسِمُ

লিল্‌ মুক্‌বীন। ৭৪। ফাছাব্বিহ্‌ বিছ্‌মি রাব্বিকাল্‌ আ'জীম। ع ৭৫। ফালা উক্‌ছিমু
জন্য কার্যোপযোগী করিয়াছি। (৭৪) অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর। (৭৫) অতঃপর আমি

ع ২ — ২ রুকু

بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ لا ٧٦ - وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ لا

বিমাওয়া-ক্বিই'ন্‌ নুজুমু। ৭৬। ওয়া ইন্নাহূ লাক্বাছামুল্‌ লাউ তা'লামূনা আ'জীম।
নক্ষত্ররাজির অস্তগমনের শপথ করিতেছি। (৭৬) এবং যদি তোমরা অবহিত হও, তবে নিশ্চয় ইহা গুরুত্বপুর্ণ শপথ।

٧٧ - اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ لا ٧٨ - فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ لا ٧٩ - لَّا يَمَسُّهٗ

৭৭। ইন্নাহূ লাক্বুরআ-নুন্‌ কারীম্‌। ৭৮। ফী কিতা-বিম্‌ মাক্‌নুন। ৭৯। লা ইয়ামাছ্‌ছুহূ
(৭৭) নিশ্চয় ইহা মহাসম্মানজনক কোরআন। (৭৮) যাহা সংরক্ষিত গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। (৭৯) মলিনতামুক্ত পবিত্রগণ ব্যতীত

اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ط ٨٠ - تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ o ٨١ - اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ

ইল্লাল্‌ মুতাহ্‌হারূন। ৮০। তান্‌যীলুম্‌ মির্‌রাব্বিল্‌ আ'লামীন। ৮১। আফাবিহা-জাল্‌-হাদীছি
কেহই উহা স্পর্শ করিতে পারে না। (৮০) বিশ্ব-সৃষ্টির প্রতিপালকের তরফ হইতে ইহা অবতারিত। (৮১) তবুও কি তোমরা

اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ لا ٨٢ - وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ o

আন্তুম্‌ মুদ্‌হিনূন। ৮২। ওয়া তাজ্‌আ'লূনা রিয্‌ক্বাকুম্‌ আন্নাকুম্‌ তুকাজ্‌জিবুন।
এই বাক্যের ব্যাপারে অবজ্ঞা করিতেছ? (৮২) এবং মিথ্যারোপ করাকেই তোমরা নিজেদের দৈনন্দিন উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ?

٨٣ - فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ لا ٨٤ - وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ لا

৮৩। ফালাউ লা ইজা বালাগ্বাতিল্‌ হুল্‌কুম। ৮৪। ওয়া আন্তুম্‌ হীনাইজিন্‌ তান্‌জুরূন।
(৮৩) অনন্তর যে সময় প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তখন কেন উহা রোধ কর না? (৮৪) বস্তুতঃ তোমরা কেবল তাকাইয়া থাক?

(৭৪) "ফাছাব্বিহ্‌ বিছ্‌মি রাব্বিকাল্‌ আ'জীম্‌" ৪৪৪৪ বার পাঠ করিলে মনের আশা আল্লাহ পূর্ণ করেন। কিন্তু পাপের কাজে আমল করিলে কাফের হইয়া মরিবার সম্ভাবনা আছে। বিশেষ করিয়া তাহাজ্জুদের নামাজের পর এই আমল করা উচিৎ। (মানাফেউল কোরআন)

٨٥ - وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ٥ ٨٦ - فَلَوْلَآ

৮৫। ওয়া নাহ্‌নু আক্‌রাবু ইলাইহি মিন্‌কুম্ ওয়ালা কিল্ লা তুব্‌ছিরূন। ৮৬। ফালাউ লা

(৮৫) এবং আমি তোমাদের অপেক্ষা তাহার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না। (৮৬) অতঃপরও যদি তোমরা

اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ لا ٨٧ - تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ٥ ٨٨ - فَاَمَّآ

ইন্ কুন্তুম্ গ্বাইরা মাদীনীন। ৮৭। তার্‌জ্বিউ'নাহা ইন্ কুন্তুম্ ছা-দিক্বীন। ৮৮। ফা আম্মা

কাহারও আজ্ঞাধীন না হও, তবে কেন উহা রোধ করিতে পার না ? (৮৭) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমরা উহা ফিরাইয়া আন। (৮৮) পক্ষান্তরে

اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ لا ٨٩ - فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ لا وَّجَنَّتُ

ইন্ কা-না মিনাল্ মুকার্‌রাবীন। ৮৯। ফারাওহুঁউ ওয়া রাইহা-নুঁউ ওয়া জ্বান্নাতু

যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্গত হয়। (৮৯) তবে তাহার জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও দান সম্ভারে পূর্ণ বেহেশ্‌ত-উদ্যান

نَعِيْمٍ ٥ ٩٠ - وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ لا ٩١ - فَسَلٰمٌ لَّكَ

নায়ী'ম। ৯০। ওয়া আম্মা ইন্ কা-না মিন্ আছ্‌হাবিল্ ইয়ামীন। ৯১। ফাছালামুল্ লাকা

রহিয়াছে। (৯০) এবং যদি সে দক্ষিণ পার্শ্বস্থদিগের অন্তর্গত হয়। (৯১) তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থদলের অন্তর্গত।

مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ٥ ٩٢ - وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ

মিন্ আছ্‌হা-বিল্ ইয়ামীন। ৯২। ওয়া আম্মা ইন্ কা-না মিনাল্ মুকাজ্‌জিবীনাদ্ব্‌

তোমার প্রতি সালাম—শান্তি বর্ষিত হউক। (৯২) এবং যদি সে মিথ্যারোপকারী বিভ্রান্তদের

الضَّآلِّيْنَ لا ٩٣ - فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ لا ٩٤ - وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ٥ ٩٥ - اِنَّ

দ্বা-ল্লীন। ৯৩। ফানুযুলুম্ মিন্ হামীম। ৯৪। ওয়া তাছ্‌লিয়াতু জ্বাহীম। ৯৫। ইন্না

অন্তর্গত হয়। ৯৩) তবে তাহার জন্য অতিথি-সেবা হইবে ফুটন্ত পানি। (৯৪) এবং দোযখাগ্নিতে প্রবেশ। (৯৫) নিঃসন্দেহে

هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ج ٩٦ - فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ع

হা-জা লাহুওয়া হাক্‌কুল্ ইয়াক্বীন। ৯৬। ফাছাব্বিহ্ বিছ্‌মি রাব্বিকাল্ আ'জীম। ع

ইহাই পরিপূর্ণ সত্য-সঞ্জাত বিশ্বাস্য। (৯৬) অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর।

ع ৩ ৩ রুকু

ছুরা—আল্ হাদীদ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ বিছমিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ২৯ আয়াত এবং ৪ রুকু।

١ - سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥

১। ছাব্বাহা লিল্লা-হি মা ফিছ্ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্ব, ওয়া হুওয়াল্ আ'যীযুল্ হাকীম।

১৷ দ্যুলোকে-ভূলোকে যাহা কিছু আছে—তৎসমস্তই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে; এবং তিনি বিক্রমশালী মহা বিজ্ঞানময়।

٢ - لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ج وَهُوَ

২। লাহূ মুল্‌কুছ্ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্ব, ইউহ্‌য়ী ওয়া ইউমীত্, ওয়া হুওয়া

(২) দ্যুলোক-ভূলোকের রাজাধিপত্য একমাত্র তাঁহারই, তিনিই জীবিত রাখেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তিনি

عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ٥ ٣ - هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَ

আ'লা কুল্লি শাইইন্ ক্বাদীর। ৩। হুওয়াল্ আউওয়ালু ওয়াল্ আ-খিরু ওয়াজ্‌জাহিরু ওয়াল্

সকল বিষয়ের উপর শক্তিধর। (৩) তিনিই প্রথম ও শেষ এবং স্বপ্রকাশ ও

الْبَاطِنُ ج وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ٥ ٤ - هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

বাত্বিন্, ওয়া হুওয়া বিকুল্লি শাইইন্ আ'লীম। ৪। হুওয়াল্লাজী খালাক্বাছ্ ছামা-ওয়া-তি

দৃষ্টি বহির্ভূত এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (৪) তিনি ছয় দিবসে দ্যুলোক ও ভূলোক

وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط يَعْلَمُ

ওয়াল্ আর্‌দ্বা ফী ছিত্তাতি আইয়্যামিন্ ছুম্মাছ্ তাওয়া আ'লাল্ আ'র্‌শ্, ইয়া'লামু

সৃষ্টি করিয়াছেন, তারপর তিনি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; ভূলোকাভ্যন্তরে

مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ

মা ইয়ালিজু ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়ামা ইয়াখ্‌রুজু মিন্‌হা ওয়ামা ইয়ান্‌যিলু

যাহা প্রবিষ্ট হয় এবং উহা হইতে যাহা উদ্গত হয়, এবং দ্যুলোক হইতে

مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ط وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط

মিনাছ্ ছামা-ই ওয়ামা ইয়া'রুজু ফীহা ; ওয়া হুওয়া মাআ'কুম্ আইনা মা কুন্তুম্ ;
যাহা অবতীর্ণ এবং তন্মধ্যে যাহা আরোহণ করে—তৎসমুদয় তিনি পরিজ্ঞাত আছেন, এবং তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন ;

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ٥ - لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط

ওয়াল্লাহু বিমা তামা'লূনা বাছীর। ৫। লাহু মুল্কুছ্ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্ব ;
এবং তোমরা যাহা কর তিনি তাহা প্রত্যক্ষকারী। (৫) দ্যুলোক ও ভূলোক তাঁহারই রাজাধিপত্য

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝ ٦ - يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ

ওয়া ইলাল্লা-হি তুর্জ্বাউ'ল্ উমূর। ৬। ইউলিজ্বুল্লাইলা ফিন্নাহারি ওয়া ইউলিজ্বুন্নাহা-রা
এবং আল্লাহরই দিকে সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হইয়া থাকে। (৬) তিনিই রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং

فِي الَّيْلِ ط وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ ٧ - اٰمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

ফিল্ লাইল্ ; ওয়া হুওয়া আ'লীমুম্ বিজা-তিছ্ ছুদুর। ৭। আ-মিনূ বিল্লা-হি ওয়া রাছূলিহী
দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করান এবং তিনি অন্তরসমূহের বিষয় খুব পরিজ্ঞাত আছেন। (৭) তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ط فَالَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ

ওয়া আন্ফিকূ মিম্মা জাআ'লাকুম্ মুছ্তাখ্লাফীনা ফীহ্ ; ফাল্লাজীনা আ-মানূ মিন্কুম্
এবং তোমরা তন্মধ্য হইতে ব্যয় কর যাহাতে তিনি তোমাদিগকে উত্তরাধিকারী করিয়াছেন ; বস্তুতঃ তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা

وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ ٨ - وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ج

ওয়া আন্ফাকূ লাহুম্ আজ্‌রুন্ কাবীর। ৮। ওয়ামা লাকুম্ লা তু'মিনূনা বিল্লাহ্,
বিশ্বাস স্থাপন করিল এবং ব্যয়ও করিল তাহাদের জন্য বৃহত্তর প্রতিদান রহিয়াছে। (৮) তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছ না ?

وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

ওয়ার্ রাছূলু ইয়াদ্উ'কুম্ লিতু'মিনূ বিরাব্বিকুম্ ওয়া কাদ্ আখাজা মীছা-কাকুম্ ইন্ কুন্তুম্
বস্তুতঃ রাসূল তোমাদিগকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে আহ্বান করিতেছেন ; এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন ; যদিও তোমরা

مُؤْمِنِيْنَ ۝ ٩ - هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ

মু'মিনীন। ৯। হুওয়াল্লাজী ইউনায্‌যিলু আ'লা আ'ব্‌দিহী আই-য়া-তিম্‌ বাইয়্যিনাতিল্‌

বিশ্বাস স্থাপনকারী হও। (৯) তিনিই স্বীয় আজ্ঞাবহের প্রতি এরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেন—

لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ

লিইউখ্‌রিজাকুম্‌ মিনাজ্‌ জুলুমা-তি ইলান্নুর্‌; ওয়া ইন্নাল্লাহা বিকুম্‌

যদ্দ্বারা সে তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকের দিকে বহির্গত করে; এবং নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি

لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ ١٠ - وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ

লারাউ'ফুর্‌ রাহীম। ১০। ওয়ামা লাকুম্‌ আল্‌ লা তুন্‌ফিকু ফী ছাবীলিল্লা-হি ওয়া লিল্লা-হি

সদয় করুণাময়। (১০) তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করিবে না; বস্তুতঃ আল্লাহর জন্যই

مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ

মীরা-ছুছ্‌ ছামাওয়াতি ওয়াল্‌ আর্‌দ্ব্‌; লা ইয়াছ্‌তাবী মিন্‌কুম্‌ মান্‌ আন্‌ফাকা মিন্‌

দ্যুলোক-ভূলোকের উত্তরাধিকারীত্ব, তোমাদের মধ্যে কেহই তাঁহার সমতুল্য নহে—যে মক্কা বিজয়লাভের

قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ

কাব্‌লিল্‌ ফাৎহি ওয়া কা-তাল্‌; উলা-ইকা আ'জামু দারাজাতাম্‌ মিনাল্লাজীনা

পূর্বে ব্যয় করিয়াছিল এবং জেহাদ করিয়াছিল; তাহারাই উহাদের অপেক্ষা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন—

اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ

আন্‌ফাকু মিম্‌ বা'দু ওয়া কা-তালু; ওয়া কুল্লাঁউ ওয়া আ'দাল্লা-হুল্‌ হুছ্‌না; ওয়াল্লাহু

যাহারা পরে ব্যয় করিয়াছে এবং জেহাদ করিয়াছ; এবং আল্লাহ সকলকে উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, এবং তোমরা

بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ع ١١ - مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ع ١

বিমা তা'মালূনা খাবীর। ع ১১। মান্‌জাল্লাজী ইউক্‌রিদ্বুল্লাহা কার্‌দ্বান্‌ হাছানান্‌

যাহা কর আল্লাহ তদ্বিষয়ে খুবই সতর্ক। (১১) অতঃপর কে আছে এমন—যে সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহকে ঋণদান করিবে— ১ রুকু

فَيُضٰعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ج ١٢- يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ

ফা ইউদ্বা-ই'ফাহূ লাহূ ওয়া লাহূ আজ্‌রুন্ কারীম। ১২। ইয়াউমা তারাল্ মু'মিনীনা

বস্তুতঃ তিনি উহার জন্য দ্বিগুণ করিবেন আরও তাহার জন্য সম্মানজনক পুরস্কার রহিয়াছে। (১২) সেই দিন তুমি প্রত্যক্ষ করিবে যে, ধর্ম বিশ্বাসী

وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ

ওয়াল্ মু'মিনা-তি ইয়াছ্‌আ' নূরুহুম্ বাইনা আইদীহিম্ ওয়া বি আইমা-নিহিম্

নর-নারীদের সম্মুখে এবং তাহাদের দক্ষিণে তাহাদের জ্যোতি গমণাগমণ করিতে থাকিবে

بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ

বুশ্‌রা-কুমুল্ ইয়াউমা জান্নাতুন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হারু খা-লিদীনা

অদ্য তোমাদের জন্য সেই সুখদায়ক উদ্যানের সুসংবাদ,যাহার তলদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হইতেছে,

فِيْهَا ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ج ١٣- يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ

ফীহা জা-লিকা হুওয়াল্ ফাউযুল্ আ'জীম। ১৩। ইয়াউমা ইয়াকূলুল্ মুনা-ফিকূনা

তন্মধ্যে তোমরা অনন্তকাল অবস্থান করিবে , ইহাই বিরাট সাফল্য। (১৩) যেদিন কপট বিশ্বাসী

وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ج

ওয়াল্ মুনা-ফিকা-তু লিল্লাজীনা আ-মানুন্ জুরূনা নাক্‌তাবিছ্ মিন্ নূরিকুম,

নর-নারীগণ ধর্ম বিশ্বাসীদিগকে বলিবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু প্রতীক্ষা কর, যেন আমরাও তোমাদের জ্যোতি হইতে আলোক গ্রহণ করিতে পারি।

قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ط فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ

ক্বীলার্‌জিঊ' ওয়ারা-আকুম্ ফাল্‌তামিছূ নূরা ; ফা দ্বুরিবা বাইনাহুম্ বিছূরিল্

বলা হইবে, তোমরা পশ্চাতে ফিরিয়া যাও, তারপর জ্যোতি অনুসন্ধান কর ; অতঃপর তাহাদের মধ্যে একটি প্রাচীর স্থাপিত হইবে,

لَّهُ بَابٌ ط بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ط

লাহূ বা-ব ; বা-ত্বিনুহূ ফীহির্ রাহ্‌মাতু ওয়া জা-হিরুহূ মিন্ ক্বিবালিহিল্ আ'জা-ব ;

যাহার দরজা থাকিবে, তাহার অন্তরদেশে করুণা এবং বহির্দেশে শাস্তি।

١٤- يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ط قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ

১৪। ইউনাদু নাহুম্‌ আলাম্‌ নাকুম্‌ মাআ'কুম ; ক্বা-লু বালা ওয়া লা-কিন্নাকুম্‌ ফাতান্‌তুম্‌
(১৪) উহারা চিৎকার করিয়া তাহাদিগকে বলিবে আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? তাহারা বলিবে, হাঁ, অবশ্যই ; কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজকে

اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى

আন্‌ফুছাকুম্‌ ওয়া তারাব্বাছ্‌তুম্‌ ওয়ার্‌ তাব্‌তুম্‌ ওয়া গ্বার্‌রাৎকুমুল্‌ আমা-নিয়্যু হাত্তা
বিপন্ন করিয়াছিলে এবং কাল-ক্ষেপ করিয়াছিলে ও সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলে এবং আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত

جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ٥ ١٥- فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ

জ্বা-আ আম্‌রুল্লাহি ওয়া গ্বার্‌রাকুম্‌ বিল্লাহিল্‌ গ্বারূর। ১৫। ফাল্‌ ইয়াউমা লা ইউখাজু
তোমাদের অমূলক আশাই তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল এবং প্রতারণাকারীরাও আল্লাহ সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল। (১৫) অতএব অদ্য তোমাদের নিকট হইতে

مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ط هِيَ

মিন্‌কুম্‌ ফিদ্‌ইয়াতু ঁউ ওয়ালা মিনাল্লাজীনা কাফারূ ; মা'ওয়া-কুমুন্নার ; হিইয়া
কোন মুক্তি-পণ লওয়া হইবে না এবং ধর্ম অমান্যকারীগণের নিকট হইতেও ; দোজখের আগুনই তোমাদের অবস্থান-স্থল, উহাই

مَوْلٰىكُمْ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ٥ ١٦- اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ

মাউলা-কুম ; ওয়া বিই'ছাল্‌ মাছীর। ১৬। আলাম্‌ ইয়া'নি লিল্লাজীনা আ-মানূ আন্‌
তোমাদের আশ্রয়-কেন্দ্র এবং নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল। (১৬) তবে কি ধর্ম বিশ্বাসীদের জন্য সেই সময় নিকটবর্তী হয় নাই যে, তাহাদের অন্তরসমূহ

تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ لا وَلَا يَكُوْنُوْا

তাখ্‌শাআ' ক্বুলুবুহুম্‌ লিজিক্‌রিল্লাহি ওয়া মা নাযালা মিনাল্‌ হাক্‌ক্বি ওয়া লা ইয়াকুনূ
আল্লাহর স্মরণে এবং সত্য হইতে যাহা নাজিল হইয়াছে, তদ্বিষয়ে দ্রবীভূত হয় এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থকারীদের

كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ

কাল্লাজীনা উতুল্‌ কিতা-বা মিন্‌ ক্বাব্‌লু ফাত্বা-লা আ'লাইহিমুল্‌ আমাত্বু ফাকাছাৎ
সদৃশ না হয়, কেননা তাহাদের উপর দিয়া বহুযুগ অতীত হইয়াছে সুতরাং তাহাদের অন্তরসমূহ

قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ○ ١٧- اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي

ক্বুলূবুহুম্ ; ওয়া কাছীরুম্ মিন্হুম্ ফা-ছিক্বূন। ১৭। ই'লামূ আন্নাল্লাহা ইউহ্য়ীল্

কঠোর হইয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতিপরায়ণ। (১৭) তোমরা অবহিত হও যে, নিশ্চয় আল্লাহ্

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ

আর্দ্বা বা'দা মাউতিহা ; কাদ্ বাইইয়ান্না লাকুমুল্ আ-ইয়া-তি লাআ'ল্লাকুম্

পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করিয়া থাকেন, ইহা অবধারিত সত্য যে, আমি তোমাদের জন্য নিদর্শন সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছি, যাহাতে

تَعْقِلُونَ ○ ١٨- إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا

তা'কিলূন। ১৮। ইন্নাল্ মুছ্ছাদ্দিক্বীনা ওয়াল্ মুছাদ্দিকাতি ওয়া আক্ব্রাদ্বুল্লাহা ক্বার্দ্বান্

তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পার। (১৮) ইহা সুনিশ্চিত যে, সেই পুরুষ ও মহিলা যাহারা দান করে এবং সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহকে ঋণদান

حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ○ ١٩- وَالَّذِينَ آمَنُوا

হাছান'াই ইউদ্বা-আ'ফু লাহুম্ ওয়া লাহুম্ আজ্ রুন্ কারীম। ১৯। ওয়াল্লাজীনা আ-মানূ

করে, তাহাদের জন্য দ্বিগুণ করা হইবে এবং তাহাদের জন্য গৌরবজনক প্রতিদান রহিয়াছে। (১৯) এবং যাহারা আল্লাহ্ ও

بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ

বিল্লাহি ওয়া রুছুলিহী উলা-ইকা হুমুছ্ ছিদ্দীক্বূন ; ওয়াশ্শুহাদা-উ ই'ন্দা

তাঁহার রাসূলের প্রতি সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই তাহাদের প্রতিপালক সন্নিধানে সত্যপরায়ণ

رَبِّهِمْ ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

রাব্বিহিম্ ; লাহুম্ আজ্ রুহুম্ ওয়া নূরুহুম ; ওয়াল্লাজীনা কাফারূ ওয়া কাজ্জাবূ

ও আত্মদানকারী ; তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিদান ও তাহাদের জ্যোতি রহিয়াছে এবং যাহারা আমার নিদর্শনসমূহ অমান্য ও

ع ২ ২ রুকূ

بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ع ○ ٢٠- اعْلَمُوا أَنَّمَا

বিআ-ইয়া-তিনা উলা-ইকা আছ্হাবুল্ জ্বাহীম। ع ২০। ই'লামূ-আন্নামাল্

মিথ্যারোপ করিয়াছে, তাহারা দোযখবাসী হইবে। ২০। তোমরা অবহিত হও যে, এই পার্থিব জীবন

اَلْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ

হাইয়া-তুদ্ দুন্ইয়া লাই'বুঁউ ওয়া লাহ্বুঁউ ওয়া যীনাতুঁউ ওয়া তাফা-খুরুম্ বাইনাকুম্

ক্রীড়া, কৌতুক, মনোরম, সাজ-সজ্জা, পরস্পর গর্ব প্রদর্শন এবং ধন ঐশ্বর্যে ও সন্তান-সন্ততিতে

وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ط كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ

ওয়া তাকা-ছুরুন্ ফিল্ আম্ওয়া-লি ওয়াল্ আউলাদ ; কামাছালি গ্বাইছিন আ'জাবাল্

প্রাচুর্যের প্রয়াস ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহা বৃষ্টিধারা সদৃশ সব্‌জী উৎপন্নকারীদের

الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ

কুফ্‌ফারা নাবা-তুহূ ছুম্মা ইয়াহীজু ফাতারা-হু মুছ্‌ফার্‌রান্ ছুম্মা ইয়াকুনু

আনন্দ দেয়, তৎপরে উহা বর্দ্ধিত হয়, তখন তুমি উহা সবুজ বর্ণ দেখিতে পাইবে ; তৎপর উহা

حُطَامًا ط وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ لا وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ

হু-ত্বামা ; ওয়া ফিল্ আ-খিরাতি আজা-বুন শাদীদুঁউ ওয়া মাগ্বফিরাতুম্ মিনাল্লাহি

চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া যায়, এবং পরকালে কঠোর শাস্তি এবং আল্লাহর নিকট হইতে

وَرِضْوَانٌ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝ ٢١ سَابِقُوْٓا

ওয়া রিদ্ব্‌ওয়া-ন ; ওয়ামাল্ হাইয়া-তুদ্ দুন্ইয়া ইল্লা মাতাউ'ল্ গ্বুরূর। (২১) ছা-বিকূ

সন্তুষ্টি রহিয়াছে এবং এই পার্থিব জীবন প্রতারণা ব্যতীত নহে। (২১) তোমরা

اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ

ইলা মাগ্বফিরাতিম্ মির্‌রাব্বিকুম্ ওয়া জান্নাতিন্ আ'র্‌দ্বুহা কা আ'র্‌দ্বিছ্ ছামা-ই

তোমাদের প্রতিপালকের মার্জনা ও সেই বেহেশ্‌ত উদ্যানের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও, যাহার প্রসারতা আকাশ ও পৃথিবীর মত

وَالْاَرْضِ لا اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ط ذٰلِكَ

ওয়াল্ আর্‌দ্বি উয়ি'দ্দাৎ লিল্লাজীনা আ-মানূ বিল্লাহি ওয়া রুছুলিহ ; জা-লিকা

সম্প্রসারিত ; ইহা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে, ইহা

فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ o

ফাদ্‌লুল্লাহি ইউ'তীহি মাঁই ইয়াশা-উ ; ওয়াল্লাহু জুল্‌ ফাদ্‌লিল্‌ আ'জীম।

আল্লাহরই অনুগ্রহের দান ! নি যাহাকে ইচ্ছা উহা দান করেন এবং আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহকারী।

٢٢- مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ

২২। মা-আছাবা মিম্‌ মুছীবাতিন্‌ ফিল আর্‌দ্বি ওয়ালা ফী আন্‌ফুছিকুম্‌ ইল্লা ফী

(২২) এই পৃথিবীতে অথবা তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যে বিপদ আপতিত হয় আমি

كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ج

কিতা-বিম্‌ মিন্‌ কাব্‌লি আন্‌ নাব্‌রাআহা ; ইন্না জা-লিকা আ'লাল্লাহি ইয়াছীর।

সৃষ্টি করিবার পূর্বেই উহা লওহে মাহ্‌ফুজে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে উহা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।

٢٣- لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ ط

২৩। লিকাইলা তা'ছাউ আ'লা মা ফা-তাকুম্‌ ওয়ালা তাফ্‌রাহু বিমা আ-তা-কুম ;

(২৩) ইহা এই জন্য যে, যাহা তোমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে তজ্জন্য দুঃখ করিও না এবং তোমাদিগকে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তজ্জন্য উল্লাসিত হইও না ;

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ لا o ٢٤- نِ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ

ওয়াল্লাহু লা-ইউহিব্বু কুল্লা মুখ্‌তা-লিন্‌ ফাখুর। ২৪। নিল্লাজীনা ইয়াব্‌খালুনা

এবং আল্লাহ্‌ উল্লাস-ক্ষিপ্ত অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না। (২৪) যাহারা কৃপণতা করে এবং মানবগণকে

وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ

ওয়া ইয়া'মুরূনান্‌ না-ছা বিল্‌ বুখ্‌ল ; ওয়া মাঁই ইয়াতাওয়াল্লা ফাইন্নাল্লাহা হুওয়াল্‌

কৃপণতা উদ্দীপক আদেশ করে, এবং যে বিমুখ হয় নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন,

الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ o ٢٥- لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ

গ্বানীয়্যুল্‌ হামীদ। ২৫। লাকাদ্‌ আর্‌ছাল্‌না রুছুলানা বিল্‌ বাইয়্যিনাতি

নিশ্চয় তিনি অভাব রহিত প্রশংসাভাজন। (২৫) নিশ্চয় আমি স্বীয় রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করিয়াছি,

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج

ওয়া আন্‌যাল্‌না মাআ'হুমুল্ কিতা-বা ওয়াল্ মীযা-না লিইয়াকুমান্না-ছু বিল্ ক্বিছ্ত্ব,

এবং তাঁহাদের সহিত কিতাব ও ন্যায় বিচারের তুলাদণ্ডও অবতীর্ণ করিয়াছি, যেন মানবগণ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে,

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

ওয়া আন্‌যাল্‌নাল্ হাদীদা ফীহি বা'ছুন্ শাদীদুঁউ ওয়া মানাফিউ' লিন্না-ছি

এবং লৌহ অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে কঠোর যুদ্ধের অস্ত্রাদি ও মানবগণের জন্য বিবিধ উপকার নিহিত

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ط إِنَّ اللّٰهَ

ওয়া লিইয়া'লামাল্লাহু মাঁই ইয়ান্‌ছুরুহূ ওয়া রুছুলাহূ বিল্ গ্বাইব ; ইন্নাল্লাহা

রহিয়াছে এবং যেন আল্লাহ জ্ঞাত হইতে পারেন, কে তাঁহাকে ও তাঁহার রাসূলগণকে না দেখিয়া সাহায্য করে, নিশ্চয় আল্লাহ

قَوِيٌّ عَزِيزٌ ع ٢٦- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَّإِبْرٰهِيمَ وَجَعَلْنَا ع ৩/৩

ক্বাবীইয়ুন্ আ'যীয্। ৠ ২৬। ওয়া লাকাদ্ আর্‌ছাল্‌না নূহাঁউ ওয়া ইব্‌রাহীমা ওয়া জ্বাআ'ল্‌না

শক্তিধর ও পরাক্রমশালী। (২৬) এবং ইহা সুনিশ্চিত যে, আমি নূহ্ ও ইব্রাহীমকে প্রেরণ করিলাম এবং রুকূ

فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ج وَكَثِيرٌ

ফী জুর্‌রিইয়্যাতিহিমান্ নুবুউওয়াতা ওয়াল্ কিতা-বা ফামিন্‌হুম্ মুহ্‌তাদ্, ওয়া কাছীরুম্

তদুভয়ের বংশধরদের নবুয়ত ও কিতাব দান করিলাম, বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সুপথ প্রাপ্ত হইল

مِّنْهُمْ فٰسِقُونَ ٥ ٢٧- ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا

মিন্‌হুম্ ফা-ছিকূন। ২৭। ছুম্মা ক্বাফ্ফাইনা আ'লা আ-ছা-রিহিম্ বিরুছুলিনা

এবং তাহাদের মধ্যে অধিক সংখ্যকই দুষ্কৃতিপরায়ণ। (২৭) তারপর তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার জন্য আমি আমার অন্যান্য রাসূলগণকে প্রেরণ করিলাম,

وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْإِنْجِيلَ لا وَجَعَلْنَا

ওয়া ক্বাফ্ফাইনা বিয়ীছাব্‌নি মার্‌ইয়ামা ওয়া আ-তাইনা-হুল্ ইন্‌জ্বীল্ ওয়া জ্বাআল্‌না

এবং আমি তাঁহাদের পশ্চাতে মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে প্রেরণ করিলাম এবং তাহাকে ইঞ্জিল প্রদান করিলাম ; এবং যাহারা

فِى قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً ط وَرَهْبَانِيَّةَ

ফী কুলূবিল্লাজীনাত্তাবাউ'হু রা'ফাতাঁউ ওয়া রাহ্মাহ্ ; ওয়া রাহ্বা-নিইয়্যাতা

তাহার অনুগামী হইয়াছিল, আমি তাহাদের অন্তরে কোমলতা ও করুণার ভাব উদ্রেক্ত করিয়াছিলাম এবং তাহারা সংসার বৈরাগ্য প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিল,

ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا

নিব্তাদাউ'হা মা কাতাব্না-হা আ'লাইহিম্ ইল্লাব্তিগা আ রিদ্ব্ওয়া-নিল্লাহি ফামা

যাহা আমি বিধি-বদ্ধ করি নাই, বরং তাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করিয়াছিল, কিন্তু

رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ج فَاٰتَيْنَا الَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ج

রাআ'উহা হাক্কা রিআ'ইয়াতিহা, ফাআ-তাইনাল্লাজীনা আ-মানূ মিন্হুম্ আজ্রাহুম,

তাহারা উহা যথাযথরূপে পালন করিতে পারে নাই, অতঃপর তাহাদের মধ্যে যাহারা ধর্ম বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল আমি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিদান দিয়াছিলাম,

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُونَ ٥ ٢٨- يٰاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ

ওয়া কাছীরুম্ মিন্হুম্ ফা-ছিকূন। ২৮। ইয়া-আইয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানুৎ তাকুল্লাহা

এবং তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতিপরায়ণ ছিল। (২৮) হে ধর্মে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর

وَاٰمِنُوا بِرَسُولِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ

ওয়া আ-মিনূ বিরাছূলিহী ইউ'তিকুম্ কিফ্লাইনি মির্রাহ্মাতিহী ওয়া ইয়াজ্আ'ল্ লাকুম্

এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন কর, তিনি তোমাদিগকে তাঁহার করুণা হইতে দ্বিগুণ প্রতিদান প্রদান করিবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য

نُورًا تَمْشُونَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ج ٥

নূরান্ তাম্শূনা বিহী ওয়া ইয়াগ্ফির্ লাকুম ; ওয়াল্লাহু গ্বাফূরুর্ রাহীম্।

জ্যোতি স্থির করিয়া দিবেন, যদ্দ্বারা তোমরা পথ অতিক্রম করিতে পার, এবং তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাকারী করুণাময়।

٢٩- لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُونَ عَلٰى شَىْءٍ

২৯। লিআল্লা ইয়া'লামা আহ্লুল্ কিতা-বি আল্লা ইয়াক্দিরূনা আ'লা শাইয়্যিম্

(২৯) যাহাতে কিতাবধারীগণ অবগত হইতে পারে যে, আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে তাহারা

مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ط

মিন্ ফাদ্ব্লিল্লাহি ওয়া আন্নাল্ ফাদ্ব্লা বিইয়াদিল্লাহি ইউ'তীহি মাঁই ইয়াশা-উ ;
আদৌ সক্ষম নহে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহর হাতে অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ইহা দান করেন ;

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ع

ওয়াল্লাহু জুল্‌ফাদ্ব্লিল্ আ'জীম্। ع
এবং আল্লাহ্‌ অতীব অনুগ্রহের অধিকারী।

ع ৪ — ৪ রুকূ

ছুরা— মুজ্বাদালা ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম। পরম কৃপাময় অতি দয়াময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ২২ আয়াত এবং ৩ রুকু।

١- قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ

১। ক্বাদ্ ছামিআ'ল্লাহু ক্বাউলাল্লাতী তুজ্বা-দিলুকা ফী যাউজ্বিহা ওয়া তাশ্‌তাকী
(১) হে নবী, যে নারীটি তার স্বামী সম্পর্কে তোমার সহিত বিতর্ক ও আল্লাহর কাছে অভিযোগ করিতেছিল, আল্লাহ তাহার কথা শুনিয়াছেন

اِلَى اللّٰهِ ق صلے وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ○

ইলাল্লাহ, ওয়াল্লাহু উয়াছ্‌মাউ' তাহা-বুরাকুমা ; ইন্নাল্লাহা ছামীউ'ম্ বাছীর।
আল্লাহ তোমাদের প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিতেছিলেন, কেননা আল্লাহই শ্রোতা ও দ্রষ্টা।

(১) এই ছুরার প্রথম কয়েকটি আয়াতের শানে নুজুল হইল এই যে, ইস্‌লামের আবির্ভাবের পূর্বে যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বলিত যে, "তুমি আমার মা" তবে তারা উক্ত স্বামীর উপর হারাম বলিয়া সাব্যস্ত হইত। মহানবী (সঃ)-এর আমলে এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে এই কথা বলিয়া বসিল। অতঃপর উভয়েই অনেক অনুশোচনা করিতে লাগিল। পরিশেষে স্ত্রীলোকটি মহানবী (সঃ)-এর দরবারে আসিয়া এই সম্পর্কে পবিত্র ইস্‌লামের বিধান জানিতে চাহিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই ছুরা নাজিল করিলেন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, যে প্রসব করে নাই সে কখনও মাতা হইতে পারে না। সুতরাং মাতার কোনও অঙ্গের সহিত স্ত্রীর কোনও অঙ্গের উপমা দিলে উহাকে জেহার বলা হয়। এই ধরনের কোনও কটু কথা বলিলে কাফ্‌ফারা আদায় করিতে হইবে। কাফ্‌ফারা হইল— একজন গোলাম আজাদ করা। অপারগ হইলে ক্রমান্বয়ে ৬০ দিন রোজা রাখা ; অন্যথায় ৬০ জন মিছকিনকে খাওয়াইতে হইবে। (কবীর ও খাজেন)

٢ - اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ط

২। আল্লাজীনা ইউজাহিরূনা মিন্‌কুম্ মিন্ নিছাইহিম্ মা হুন্না উম্মাহাতিহিম্ ;

২। তোমাদের মধ্যে যাহারা আপন স্ত্রীকে মায়ের সহিত তুলনা করে, বাস্তবিক উহারা তাহাদের মাতা নহে ;

اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓئِىْ وَلَدْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ

ইন্ উম্মাহাতুহুম্ ইল্লাল্‌লা-য়ী ওয়ালাদ্‌না-হুম্ ; ওয়া ইন্নাহুম্ লাইয়াক্কুলুনা

বরং তাহাদের জন্মদাত্রীগণই তাহাদের মাতা ; নিশ্চয়ই তাহারা বলিয়া থাকে

مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ٥ ٣ - وَالَّذِيْنَ

মুন্‌কারাম্ মিনাল্ ক্কাউলি ওয়াযুরা ; ওয়া ইন্নাল্লাহা লাআফুয়্যুন্ গাফুর। ৩। ওয়াল্লাজীনা

বাহুল্য ও অসত্য, এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই মাফকারী, ক্ষমাশীল। (৩) যাহারা

يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ

ইউজাহিরূনা মিন্ নিছাইহিম্ ছুম্মা ইয়াউ'দুনা লিমা কা-লু ফাতাহ্‌রীরু

আপন স্ত্রীর সহিত জেহার করতঃ আপন কথার খেলাপ করিতে চায়, তাহাদেরকে একটি দাস বা দাসী আজাদ করিতে হইবে

رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ط ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ط

রাক্কাবাতিম্ মিন্ ক্কাব্‌লি আঁই ইয়াতামা-ছ্‌ছা ; জা-লিকুম্ তুআ'জুনা বিহ্ ;

পরস্পরকে স্পর্শ করার আগে ; ইহা দ্বারা তোমরা উপদেশ লাভ করিবে ;

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ٥ ٤ - فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালুনা খাবীর। ৪। ফামাল্ লাম্ ইয়াজিদ্ ফাছিয়া মু শাহ্‌রাইনি

আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। (৪) আর যে ব্যক্তি তাহা না পারে, তাহাকে একাদিক্রমে দুই মাস রোজা রাখিতে হইবে

(৪) জেহারের 'পর স্ত্রী সহিত সম্মিলচার পূর্বেই কাফ্‌ফারা আদায় করিতে হইবে। এই কাফ্‌ফারা সঙ্গতি অনুসারে আছান ও সহল করিবার জন্য আল্লাহ তিনভাবে আদায় করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। আল্লাহর এই ব্যবস্থার কথা মনে রাখিয়া মু'মেন মুসলমানের উচিৎ "জেহারের" মত কথা বলা হইতে বিরত থাকা। (ছুররে মানছুর)

مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ط فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ

মুতাতাবিআ'ইনি মিন্ ক্বাব্লি আঁই ইয়াতামা-ছ্ছা ; ফামাল্ লাম্ ইয়াছ্তাত্বি,
পরস্পরকে স্পর্শ করার আগে, আর যে ইহাতেও সমর্থ না হয়,

فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ط ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط

ফাইত্বআ'মু ছিত্তীনি মিছ্কীনা ; জা-লিকা লিতু'মিনু বিল্লাহি ওয়া রাছূলিহ্ ;
তাহাকে ষাট জন মিস্কিন্‌কে খাওয়াইতে হইবে, এই ব্যবস্থা এইজন্য যেন তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর আস্থা স্থাপন কর ;

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ٥ - اِنَّ الَّذِيْنَ

ওয়া তিল্কা হুদুহুল্লাহ্ ; ওয়া লিল্ কা-ফিরীনা আ'জাবুন্ আলীম। ৫। ইন্নাল্লাজীনা
উহা আল্লাহর নির্দ্ধারিত সীমানা, আর কাফেরদের জন্য কঠোর শাস্তি। (৫) বরং যাহারাই

يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

ইউহা-দ্ দুনাল্লাহা ওয়া রাছুলাহূ কুবিতু কামা কুবিতাল্ লাজীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম্
আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা করে, তাহারা লাঞ্ছিত হইবে, তাহাদের পুর্ববর্তীগণের অনুরূপ ;

وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ

ওয়া ক্বাদ্ আন্‌যাল্‌না আ-ইয়া-তিম্ বাইয়্যিনাৎ ; ওয়া লিল্ কা-ফিরীনা আ'জা-বুম্
আমি সাফ সাফ নির্দেশ করিয়াছি ; আর কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তি হইবে।

مُّهِيْنٌ ج ٦ - يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ

মুহীন্। ৬। ইয়াউমা ইয়াব্‌আছু হুমুল্লাহু জ্বামীআ'ন্ ফাইউনাব্বিউহুম্
(৬) সেদিন, যেদিন আল্লাহ সকলকে পুনরায় জীবিত করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞাত করিবেন

بِمَا عَمِلُوْا ط اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

বিমা আ'মিলু ; আহ্ছা-হুল্লাহু ওয়া নাছুহ্ ; ওয়াল্লাহু আ'লা কুল্লি শাইইন্
তাদের কৃতকার্য সম্পর্কে ; আল্লাহ উহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে—অথচ আল্লাহ সব কিছুর উপর খবরদার।

৪
১
—
১
৮২

شَهِيْدٌ ۞ ٧ - اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى

শাহীদ্। ৫ ৭। আলাম্ তারা আন্নাল্লাহা ইয়া'লামু মা-ফিছ্ ছামা-ওয়া-তি ওয়ামা ফিল্

(৭) তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে তাহার সবই আল্লাহ জানেন ;

الْاَرْضِ ط مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا

আরদ্ব ; মা ইয়াকুনু মিন্ নাজ্ওয়া ছালা-ছাতিন্ ইল্লা হুওয়া রাবিউ'হুম্ ওয়া লা

সুতরাং যে কোন ত্রয়ী গোপন-পরামর্শই হউক, তিনি তাদের চতুর্থ হন এবং

خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ

খাম্ছাতিম্ ইল্লা হুওয়া ছা-দিছুহুম্ ওয়া লা আদ্না মিন্ জা-লিকা ওয়া লা আক্ছারা

পাঁচ জনের হইলে তিনি ষষ্ঠ হন, আর ইহার কম বেশী যাহাই হউক না কেন,

اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ج ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا

ইল্লা হুওয়া মাআ'হুম্ আইনা মা কা-নূ, ছুম্মা ইউনাব্বিউহুম্ বিমা আমিলু

তিনিও সর্বত্রই তাহাদের সাথে আছেন; অতঃপর তাহাদের কৃতকার্য সম্পর্কে তাহাদিগকে পরিজ্ঞাত করিবেন

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞ ٨ - اَلَمْ تَرَ

ইয়াউমাল্ ক্বিয়ামাহ্; ইন্নাল্লাহা বিকুল্লি শাইইন্ আ'লীম্। ৮। আলাম্ তারা

কিয়ামত দিবসে—নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা। (৮) তুমি কি লক্ষ্য কর নাই

اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ

ইলাল্লাজীনা নুহূ আ'নিন্ নাজ্ওয়া ছুম্মা ইয়াউ'দুনা লিমা নুহূ আ'ন্হু ওয়া ইয়াতানা-জাউনা

তাদের প্রতি যাহাদিগকে কানাঘুষা করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল, তারপরও তাহারা সেই নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হইতেছে—আর তাহারা কানাঘুষা করিতেছে

(৮) রাসূলুল্লাহ (দঃ -এর দরবারে মোনাফিকগণ বসিয়া পরস্পর কানে-কানে অনার্থক কানাঘুষি করিত। ইহাতে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ ও অমঙ্গল আশঙ্কা ছাইয়া যাইত। ফলে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করিলেন এবং এই ধরণের আচরণ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

(মোজেহুল কোরআন)

بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ز وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ

বিল্ ইছ্‌মি ওয়াল্ উদ্‌ওয়ানি ওয়া মা'ছিয়াতির্ রাছুলি, ওয়া ইজা জ্বা-উকা হাইইয়াউকা
পাপ, সীমা লঙ্ঘন এবং রাসূলুল্লার সহিত নাফরমানী সম্পর্কে, আর তারা তোমার কাছে আগমন করে,
তোমাকে এমন শব্দ দ্বারা সালাম করে,

بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ لا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا

বিমা লাম্ ইউহাইয়্যিকা বিহিল্লাহু ওয়া ইয়াক্বুলুনা ফী আন্‌ফুছিহিম্ লাউ লা
যে শব্দ দ্বারা আল্লাহ তোমাকে ছালাম দেন নাই এবং তারা মনে মনে বলে, কেন

يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ط حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ج يَصْلَوْنَهَا ج

ইউআজ্‌জিবুনাল্লাহু বিমা নাক্বুল্ ; হাছ্‌বুহুম্ জ্বাহান্নাম, ইয়াছ্‌লাউ নাহা,
আল্লাহ আমাদের এসব কথার জন্য আমাদিগকে শাস্তি দিতেছেন না ; তাদের জন্য দোজখই যথেষ্ট—তাহারা উহাতে প্রবেশ করিবে

فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ ٩ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ

ফাবি'ছাল্ মাছীর। ৯। ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানু ইজা তানাজ্বাইতুম্
এবং উহা জঘন্য বাসস্থল। (৯) হে মু'মিনগণ, যখন কোন গোপন আলোচনা কর,

---

فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا

ফালা তাতানা-জ্বাউ বিল্ ইছ্‌মি ওয়াল্ উদ্‌ওয়ানি ওয়া'মা'ছিয়াতির্ রাছুলি ওয়া তানা-জ্বাউ
তবে গোনাহ সীমা লঙ্ঘন ও রাসূলের অবাধ্যতার আলোচনা করিও না এবং আলোচনা কর

بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ ١٠ ، إِنَّمَا

বিল্ বির্‌রি ওয়াত্তাক্বওয়া ; ওয়াত্তাক্বুল্লাহাল্ লাজী ইলাইহি তুহ্‌শারূন। ১০। ইন্নামান্
পরোপকার ও পরহেজগারীর, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁহার কাছে তোমাদিগকে একত্রীভূত করা হইবে।

(১০) শুধু

النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ

নাজ্‌ওয়া মিনাশ্‌শাইত্বানি লিইয়াহ্‌যুনাল্ লাজীনা আ-মানু ওয়া লাইছা বিদ্বা-র্‌রিহিম্

শয়তান হইতেই এরূপ গোপন আলোচনা হয়, মু'মিনগণকে ব্যথিত করার জন্য ; বস্তুতঃ তাহারা মু'মিনগণকে অনিষ্ট করিতে সমর্থ নহে

شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ٥

শাইইয়ান্ ইল্লা বিইজ্‌নিল্লাহ্ ; ওয়া আ'লাল্লাহি ফাল্‌ইয়াতা ওয়াক্কালিল্ মু'মিনুন্।

কিছুমাত্রও আল্লাহর হুকুম ব্যতীত ; আর আল্লাহর উপরই ভরসা করা মু'মিনগণের কর্তব্য।

١١ - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى

১১। ইয়া আইয়্যুহাল্ লাজীনা আ-মানু ইজা ক্বীলা লাকুম্ তাফাছ্‌ছাহু ফিল্

(১১) হে মু'মিনগণ, যখন তোমাদিগকে বলা হয়—জায়গা প্রশস্ত করিয়া দাও

الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ج وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا

মাজ্বা-লিছি ফাফ্‌ছাহূ ইয়াফ্‌ছাহিল্লাহু লাকুম্, ওয়া ইজা ক্বীলান্ শুযু ফান্‌শুযু

মজলিসের মধ্যে, তবে জায়গা প্রশস্ত করিয়া দাও, আল্লাহ তোমাদিগকে প্রশস্ত জায়গা দান করিবেন ; আর যখন বলা হয়—উঠ তবে উঠিয়া পড়

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ لا وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ط

ইয়ার্‌ফাইল্লাহু ল্লাজীনা আ-মানূ মিন্‌কুম্ ওয়াল্ লাজীনা উতুল্ ই'ল্‌মা দারাজ্বা-ত ;

তৎফলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্য হইতে মু'মিনগণকে এবং বিদ্বানগণকে উন্নত করিবেন ;

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ٥ ١٢ - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا

ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালুনা খাবীর। ১২। ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানু ইজা

আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। (১২) হে মু'মিনগণ, যখন

(১১) এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনও নেক মজলিশে মুরুব্বীয়ানদের জন্য উপবেশনের নির্দিষ্ট স্থান বা বসিবার জন্য যায়গা করিয়া দেওয়া বা সভাপতির নির্দেশকে মানিয়া লওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। যাহাতে সভার শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। (ফত্‌হুল বারী)

نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةً ۭ ذٰلِكَ

না-জ্বাইতুমুর্ রাছুলা ফাক্বাদ্দিমূ বাইনা ইয়াদাই নাজ্ব্ওয়া-কুম্ ছাদাক্বাহ্; জ্বা-লিকা
তোমরা রাসূলের সহিত গোপনে আলাপের সঙ্কল্প কর, তবে তার আগে মিস্কিন্দিগকে কিছু ছদ্কা দান কর; উহা

خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ۭ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

খাইরুল্ লাকুম্ ওয়া আত্ব্হার্; ফাইল্ লাম্ তাজ্বিদু ফাইন্নাল্লাহা গ্বাফুরুর্ রাহীম।
তোমাদের পক্ষে ছওয়াব লাভের জন্য উত্তম ও গোনাহ হইতে পবিত্রকারক, তবে যদি তোমরা কেহ তা না পাও, তবে আল্লাহ মাফ ও রহমত করিবেন।

١٣ - ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰكُمْ صَدَقٰتٍ ۭ

১৩। আ আশ্ফাক্তুম্ আন্ তুক্বাদ্দিমু বাইনা ইয়াদাই নাজ্ব্ওয়াকুম্ ছাদাক্বা-ত;
(১৩) ওহে! তোমরা আলাপের আগে সদ্কা দিতে ভয় পাইয়াছ?

فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ

ফাইজ্লাম্ তাফ্আ'লু ওয়া তা-বাল্লাহু আ'লাইকুম্ ফাআক্বীমুছ্ ছালা-তা ওয়া
যখন তোমরা তা পারিলে না এবং আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করিলেন তখন নামাজ আদায় কর,

اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ع ۝ ع ২/২ রুকূ

আ-তুয্ যাকাতা ওয়া আত্বীউ'ল্লাহা ওয়া রাছুলাহু, ওয়াল্লাহু খাবীরুম্ বিমা তা'মালুন। ع
জাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও রাসূলের কথা মানিয়া চল, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তৎসম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন।

١٤ - اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۭ

১৪। আলাম্ তারা ইলাল্ লাজীনা তাওয়াল্লাউ ক্বাউমান্ গ্বাদ্বিবাল্লাহু আ'লাইহিম্;
(১৪) ওহে! তুমি কি ঐসব লোকের প্রতি লক্ষ্য কর নাই, যারা এমন কওমের সহিত বন্ধুত্ব করে, আল্লাহ যাদের উপর অভিশাপ দিয়াছেন;

مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ج ۝

মা হুম্ মিন্কুম্ ওয়ালা মিন্হুম্ ওয়া ইয়াহ্লিফুনা আ'লাল্ কাজিবি ওয়া হুম্ ইয়া'লামুন।
তারা না তোমাদের শামিল, না তাদের শামিল; তারা মিথ্যার উপর কসম করে, অথচ তারা জানে।

١٥ - اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ط اِنَّهُمْ سَاۤءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ٥

১৫। আ আ'দ্দাল্লাহু লাহুম্ আজাবান্ শাদীদা ; ইন্নাহুম্ ছা-আ মা-কানু ইয়া'মালুন।

(১৫) আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর সাজা প্রস্তুত রাখিয়াছেন, নিয়শ্চই তাদের কার্যকলাপ জঘন্য ছিল।

١٦ - اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ

১৬। ইত্তাখাজু আইমানাহুম্ জুন্নাতান্ ফাছাদ্দু আ'ন্ ছাবীলিল্লাহি ফালাহুম্ আজা-বুম্

(১৬) তাদের মিথ্যা কসমসমূকে তারা ঢালরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং অপর লোকগণকে আল্লাহর রাস্তা হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছে তাই তাদের জন্য

مُّهِيْنٌ ٥ ١٧ - لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ

মুহীন। ১৭। লান্ তুগ্‌নিয়া আন্‌হুম্ আম্‌ওয়া লুহুম্ ওয়ালা আউলা-দুহুম্

ঘৃণ্য শাস্তি। (১৭) তখন তাদের মাল-আওলাদ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না

مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٥

মিনাল্লাহি শাইয়া ; উলা-ইকা আছ্‌হাবুন্নার্, হুম্ ফীহা খা-লিদুন।

আল্লাহ হইতে কিছুমাত্রও, তারা দোজখের অধিবাসী, তারা তন্মধ্যে চিরস্থায়ী।

١٨ - يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ

১৮। ইয়াউমা ইয়াব্ আ'ছুহুমুল্লাহু জ্বামীয়া'ন্ ফা ইয়াহ্‌লিফুনা লাহু কামা ইয়াহ্‌লিফুনা

(১৮) যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরায় উত্থাপন করিবেন, তখন তাঁর কাছেও তারা হলফ করিবে, যেমন মিথ্যা হলফ করিয়া থাকে

لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ط اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ

লাকুম্ ওয়া ইয়াহ্‌ছাবুনা আন্নাহুম্ আ'লা শাইইন্, আলা ইন্নাহুম্ হুমুল্

তোমাদের কাছে ; আর তারা ধারণা করিবে যে তারা কোন ভাল অবস্থায় আছে, সাবধান নিশ্চয়ই ইহারা—ইহারাই

الْكٰذِبُوْنَ ٥ ١٩ - اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ط

কা-জিবুন। ১৯। ইছ্‌তাহ্‌ ওয়াজা আ'লাইহিমুশ্ শাইত্বানু ফা আন্ ছাহুম্ জিক্‌রাল্লাহ্ ;

মিথ্যাবাদী। (১৯) তাদের উপর শয়তান পুর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছে এবং ফলে আল্লাহর জিকির হইতে তাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে।

أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ

উলা-ইকা হিয্‌বুশ্‌ শাইত্বান্‌, আলা ইন্না হিয্‌বাশ্‌ শাইত্বানি হুমুল্

তাহারা শয়তানের দল ; ওহে ! নিশ্চয় শয়তানের দল—উহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

الْخَاسِرُونَ ۝ ٢٠ - إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي

খা-ছিরূন। ২০। ইন্নাল্লাজীনা ইউহাদ্দুনাল্লাহা ওয়া রাছুলাহু উলা-ইকা ফিল্

(২০) কেননা যাহারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা করে, তাহারা হীনাতি হীনদের অন্তর্ভুক্ত।

الْأَذَلِّينَ ۝ ٢١ - كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ

আজাল্লীন। ২১। কাতাবাল্লাহু লাআগ্‌লিবান্না আনা ওয়া রুছুলী ; ইন্নাল্লাহা

(২১) আল্লাহ লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, নিশ্চয় আমি ও আমার রাসূলগণ প্রবল থাকিব—নিশ্চয় আল্লাহ

قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ ٢٢ - لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

ক্বাবীয়্যুন্ আযীয। ২২। লা তাজিদু ক্বাউমাঁই ইউমিনুনা বিল্লাহি ওয়াল্ ইয়াউমিল্

শক্তিশালী ও প্রবল। (২২) যাহারা আল্লাহ ও পরকালের উপর আস্থা রাখে, তুমি তাহাদিগকে পাইবে না।

الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ

আ-খিরি ইউওয়াদ্দুনা মান্ হা-দ্দাল্লাহা ওয়া রাছুলাহু ওয়া লাউ কা-নু আ-বা আহুম্

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যগণের প্রতি বন্ধুত্বশীল—যদিও হয় তাদের পিতা,

أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ

আউ আব্‌না আহুম্ আউ ইখ্‌ওয়া নাহুম্ আউ আশীরাতাহুম্, উল-ইকা

তাদের সন্তান, তাদের ভ্রাতা অথবা তাদের পরিবার ; তাদেরই—

كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ

কাতাবা ফী ক্বুলুবিহিমুল্ ঈমানা ওয়া আইয়্যাদাহুম্ বিরূহিম্ মিন্‌হু ;

দিলের মধ্যে আল্লাহ ঈমান লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন আর তাহাদিকে আপন ফায়েজ দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছেন ;

وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ

ওয়া ইউদ্‌খিলুহুম্ জান্না-তিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হারু খা-লিদীনা।

এবং তাহাদিগকে প্রবেশ করাইবেন এমন বেহেশ্‌তে যাহার তলদেশ দিয়া ঝরণাসমূহ প্রবাহিত হয়, তাহারা তন্মধ্যে স্থায়ীভাবে বাস করিবে ;

فِيْهَا ط رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ط

ফীহা ; রাদ্বিইয়াল্লাহু আ'ন্‌হুম্ ওয়া রাদ্বূ আ'ন্‌হু ; উলা-ইকা হিয্‌বুলাহ ;

আল্লাহ তাহাদের উপর সন্তুষ্ট হইবেন এবং তাহারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হইবে ; ইহারা আল্লাহর ভক্ত ;

اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ع

আলা-ইন্না হিয্‌বাল্লাহি হুমুল্ মুফ্‌লিহূন। ع

দল ওহে ! নিশ্চয়ই আল্লাহর দল, উহারাই উদ্ধারপ্রাপ্ত

ع ৩ — ৩ রুকু

ছুরা হাশ্‌র ইহা মদীনায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ বিছ্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির্ রাহীম্। অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ২৪ আয়াত এবং ৩ রুকু

١- سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥

১। ছাব্বাহা লিল্লাহি মা ফিছ্‌ছামা-ওয়া-তি ওয়ামা ফিল্ আর্‌দ্বি, ওয়া হুওয়াল্ আ'যীযুল্ হাকীম।

(১) আসমান ও জমীনস্থ সকলেই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তিনি জবরদস্ত ও সুকৌশলী।

٢- هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ

২। হুওয়াল্লাজী আখ্‌রাজাল্লাজীনা কাফারূ মিন্ আহ্‌লিল্ কিতাবি মিন্ দিইয়া-রিহিম্

(২) তিনিই যিনি কিতাবী কাফেরগণকে বহিষ্কৃত করিয়াছেন তাহাদের আপন গৃহ হইতে প্রথম

(২) মদীনার চার-পাঁচ ক্রোশ দূরে বনী নজীর নামে ইহুদীদের এক শক্তিশালী গোত্র ছিল। প্রথমতঃ তাহাদের সহিত মহানবী (সঃ) সন্ধী সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাহারা পরবর্তী কালে মক্কার কাফেরদের সহিত যোগসাজস করিতে লাগিল। একদা মহানবী (সঃ) একটি দেওয়ালের নীচে কতিপয় মুসলমানসহ বসিয়াছিলেন। এমন সময় মহানবী (সঃ)-কে হত্যা করিবার জন্য তাহারা ভারী পাথর ফেলিয়া ছিল। আল্লাহর রহমতে মহানবী সঃ) রক্ষা পাইলেন। কিন্তু একজন নিরীহ মুসলমান শহীদ হইলেন। অতঃপর মহানবী (সঃ) সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহাদিগকে মদীনা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা সেই ভূখণ্ডকে 'ফাই' হিসাবে প্রদান করিলেন। (মোছেহুল কোরআন)

لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ط مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ

লি আউওয়ালিল্ হাশ্‌রি ; মা জানান্‌তুম্ আঁই ইয়াখ্‌রুজু ওয়া জান্নূ আন্নাহুম্

হাশরে ; তোমরা ধারণা করিতে পার নাই যে, তাহারা বহিষ্কৃত হইবে আর তাহারাও ভাবিতে ছিল

مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ

মা নিআ'তুহুম্ হুছূনুহুম্ মিনাল্লাহি ফাআতা-হুমুল্লাহু মিন্ হাইছু লাম্

তাদের দুর্গ তাহাদিগকে আল্লাহর শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে ; ফলে তাহাদের কল্পনাতীত স্থান হইতে তাহাদের উপর আল্লাহর আজাব আসিল।

يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ

ইয়াহ্‌তাছিবূ ওয়া ক্বাজাফা ফী ক্বুলূবিহিমুর্ রু'বা ইউখ্‌রিবূনা বুইউতাহুম্

আল্লাহ্, তাহাদের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া দিলেন, ফলে তাহারা নিজেদের গৃহসমূহ বিনষ্ট করিল

بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ ق فَاعْتَبِرُوْا يٰاُولِى الْاَبْصَارِ ০

বিআইদীহিম্ ওয়া আইদিল্ মু'মিনীনা ফা'তাবিরূ ইয়া-উলিল্ আব্‌ছা-র।

আপন হাতে ও মুসলমানদের হাতে, অতএব হে চক্ষুষ্মানগণ ! ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর।

٣- وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ

৩। ওয়া লাউ লা আন্ কাতাবাল্লাহু আ'লাইহিমুল্ জ্বালা-আ লাআ'জ্জাবাহুম্

(৩) এবং যদি আল্লাহ্ তাহাদের উপর বহিষ্কার আদেশ নির্ধারিত না রাখিতেন, নিশ্চয় তাহাদের প্রতি শাস্তি প্রদান করিতেন

فِى الدُّنْيَا ط وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ০ ٤- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

ফিদ্দুন্‌ইয়া ; ওয়ালাহুম্ ফিল্ আ-খিরাতি আ'জা-বুন্না-র। ৪। জা-লিকা বিআন্নাহুম্

তবে তাহাদের জন্য আখেরাতে দোজখের শাস্তি নির্ধারিত আছে। (৪) এই শাস্তি এই জন্য যে, তাহারা

(৪) ইহুদী গোত্র বনী নাজীরের উপর এই শাস্তি এই জন্য হইয়াছিল যে, তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সহিত নাফরমানী করিয়াছিল। সুতরাং যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সহিত নাফরমানী করে, তাহার উপর আল্লাহ এই ধরনের আজাব অবশ্যই নাজিল করিয়া থাকেন। (কবীর)

شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ج وَمَنْ يُّشَاقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

শা-ক্ক্লাহা ওয়া রাছুলাহ, ওয়া মাঁই ইউশা-ক্কিল্লাহা ফাইন্নাল্লাহা শাদীছুল্

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করিয়াছে, আর যে আল্লাহর বিরোধিতা করে, তাহাকে আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

الْعِقَابِ ٥ ‏-٥ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰٓى

ই'কা-ব। ৫। মা কাত্বা'তুম্ মিল্ লীনাতিন্ আউ তারাক্‌তুমুহা কা-ইমাতান্ আ'লা

(৫) হে মু'মিনগণ! তোমরা যে খোরমা গাছসমূহ কাটিয়াছ বা উহাদিগকে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখিয়াছ

اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ٥ ‏-٦ وَمَآ

উছুলিহা ফাবি ইজ্নিল্লাহি ওয়ালি ইউখ্‌যিইয়াল্ ফা-ছিক্বীন। ৬। ওয়ামা

উহার মূলের উপর, আল্লাহর সম্মতিতেই ও কাফেরগণকে অপমানিত করার জন্য।

اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ

আফা-আল্লাহু আ'লা রাছুলিহী মিন্‌হুম্ ফামা আউ জ্বাফ্‌তুম্ আ'লাইহি মিন্

(৬) আর আল্লাহ ফাইরূপে আপন রাসূলকে তাহাদের নিকট হইতে যাহা কিছু দান করিয়াছেন, তোমাদিগকে অর্জনে আরোহণ করিতে হয় নাই

خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ

খাইলিঁউ ওয়া লা রিকাবিঁউ ওয়ালা-কিন্নাল্লাহা ইউছাল্লিত্বু রুছুলাহূ আ'লা মাঁই

অশ্ব বা উটে অর্থাৎ সফর বা যুদ্ধ করিতে হয় নাই কিন্তু আল্লাহ স্বীয় রাসূলগণকে জয়ী করেন, যার উপর

يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ ‏-٧ مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ

ইয়াশা-উ ; ওয়াল্লাহু আ'লা কুল্লি শাইইন্ কাদীর। ৭। মা আফা-আল্লাহু

তিনি জয়ী করিতে চাহেন ; তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাবান। (৭) সুতরাং আল্লাহ ফাইরূপে যদি প্রদান

عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى

আ'লা রাছুলিহী মিন্ আহ্‌লিল্ কুরা ফালিল্লাহি ওয়া লির্‌রাছুলি ওয়া লিজিল্ কুর্‌বা

করেন স্বীয় রাসূলকে কোন গ্রামের কাফের বাসিন্দা হইতে, তবে উহা আল্লাহর রাসূলের, তাঁর আত্মীয়-

وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ

ওয়াল্ ইয়াতা-মা ওয়াল্ মাছা-কীনি ওয়াব্‌নিছ্ ছাবীলি কাই লা ইয়াকূনা দুলাতুম্ বাইনা

স্বজনের এতীমগণের, নিঃস্বগণের ও ভ্রমণরত লোকদের হক ; যেন ফাই অধিকার ভুক্ত না হয়

الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ط وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ط وَمَا

আগ্ব্‌নিয়া-ই মিন্‌কুম ; ওয়ামা-আ-তা-কুমুর্ রাছুলু ফাখুজুহু ; ওয়ামা

তোমাদের মধ্যস্থ ধনীগণের। আর রাসূল তোমাদিগকে যাহা প্রদান করেন, তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা

نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ق

নাহা-কুম্ আ'ন্‌হু ফান্‌তাহূ, ওয়াত্তাক্বুল্লাহ ; ইন্নাল্লাহ্ শাদীদুল্ ইকাব।

নিষেধ করেন, তাহা হইতে বিরত থাক ; আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তি দাতা।

٨- لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ

৮। লিল্ ফুক্বারা-ইল্ মুহা-জ্বিরীনাল্ লাজীনা উখ্‌রিজু মিন্ দিইয়া-রিহিম্ ওয়া

(৮) ফাই বিশেষভাবে সেই সব দরিদ্র মহাজেরদের জন্য, যাহারা বহিষ্কৃত হইয়াছে স্বীয় বাসস্থান ও

اَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ

আম্‌ওয়া-লিহিম্ ইয়াব্‌তাগ্বূনা ফাদ্বলাম্ মিনাল্লাহি ওয়া রিদ্ব্‌ওয়া-না'উ ওয়া ইয়ান্‌ছুরূনাল্লাহা

ধন-সম্পত্তি হইতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি চাহিয়া এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সাহায্য কামনা করিয়া,

وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ج ٩- وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ

ওয়া রাছুলাহু ; উলা-ইকা হুমুছ্ ছা-দিকূন। ৯। ওয়াল্লাজীনা তাবাউ ওয়া উদ্দারা

ইহারাই খাঁটি ঈমানদার। (৯) এবং যাহারা অবস্থিত রহিয়াছে, দারুল ইস্‌লামে এবং

وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا

ওয়াল্ ঈমা-না মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ ইউহিব্বূনা মান্ হা-জ্বারা ইলাইহিম্ ওয়ালা

ঈমানে উহাদের আগে হইতে, তাহারা ভালবাসে তাহাদের দিকে হিজরতকারীগণকে এবং

يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى

ইয়াজিদুনা ফী ছুদূরিলিম্ হা-জাতাম্ মিম্মা-উতূ ওয়া ইউ'ছিরূনা আ'লা
উহাদিগকে যাহা প্রদত্ত হয়, তাহাতে মনে কোন হিংসা পোষণ করে না এবং উহাদের দাবীকে অগ্রগণ্য

أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ قف ط وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ

আন্‌ফুছিহিম্ ওয়া লাউ কা-না বিহিম্ খাছা-ছাহ্ ; ওয়া মাঁই ইউকা শুহ্‌হা নাফ্‌ছিহী
করে নিজের উপর, যদিও নিজেরা উপবাসী হয়, আর যাহারা স্বীয় অন্তরের বখিলী হইতে বাঁচিয়া থাকে,

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ج ١٠- وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ

ফা উলা-ইকা হুমুল্ মুফ্‌লিহূন। ১০। ওয়াল্লাজীনা জ্বা-উ মিম্ বা'দিহিম্ ইয়াকূলূনা
তাহারাই নেককার। (১০) এবং যাহারা তাহাদের পরবর্তীকালে আসিয়াছে, বলিয়া থাকিবে

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا

রাব্বানাগ্‌ফিরলানা ওয়ালি ইখ্‌ওয়া-নিনাল্ লাজীনা ছাবাকূনা বিল্ ঈমা-নি ওয়ালা
হে আমার রব ! আমাদিগকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী মু'মিনগণকে মাফ কর

৪ ১/১ রুকু

تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ع

তাজ্‌আ'ল্ ফী কুলুবিনা-গিল্লাল্ লিল্লাজীনা আ-মানূ রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর্ রাহীম। ৪
এবং আমাদের অন্তরে মু'মিনদের প্রতি হিংসা উৎপাদন করিও না,হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই তুমি দয়ালু,দয়াময়।

١١- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

১১। আলাম্ তারা ইলাল্লাজীনা না ফাকূ ইয়াকূলূনা লি ইখ্‌ওয়ানি হিমুল্লাজীনা
(১১) তুমি কি সেই মোনাফেকদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই, যাহারা তাহাদের দলীয় ভ্রাতা বিতাবী কাফের-গণকে বলিত, যদি তোমরা দেশ

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ

মিন্ আহ্‌লিল্ কিতা-বি লাইন্ উখ্‌রিজ্বতুম্ লানাখ্‌রুজ্বান্না মাআ'কুম্ ওয়ালা নুত্বীউ'
হইতে বহিষ্কৃত হও, আমরাও তোমাদের সহিত দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইব এবং আমরা মানিব না

فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا لا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ط وَاللّٰهُ

ফীকুম্ আ-হাদান্ আবাদান্ ওয়া ইন্ ক্বূতিল্‌তুম্ লা নান্‌ছুরান্নাকুম্ ; ওয়াল্লাহু

তোমাদের ব্যাপারে কাহারও কথা কোন সময় এবং যদি তোমরা সংগ্রাম কর আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করিব এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে,

---

يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ○ ١٢- لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ج

ইয়াশ্‌হাদু ইন্নাহুম্ লাকা-জিবুন। ১২। লাইন্ উখ্‌রিজ্বূ লা ইয়াখ্‌রুজ্বূনা মাআ'হুম্,

তাহারা মিথ্যাবাদী। (১২) যদি তাহারা বহিষ্কৃত হয়, ইহারা তাহাদের সহিত বহির্গত হইয়া যাইবে না

وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ ج وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ

ওয়া লাইন্ ক্বূতিলু লা-ইয়ান্‌ছুরূনাহুম্, ওয়ালাইন্ নাছারূহুম্ লাইউওয়াল্লুন্নাল্

এবং যদি তাহারা সংগ্রাম করে, তাহাদের সাহায্য করিবে না এবং যদিই বা সাহায্য করিতে যায়, পশ্চাদ্ধাবন

الْأَدْبَارَ قف ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ ○ ١٣- لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي

আদ্‌বা-রা, ছুম্মা লা ইউন্‌ছারূন্। ১৩। লা আন্তুম্ আশাদ্দু রাহ্‌বাতান্ ফী

করিবে, তাহারা আর কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। (১৩) নিশ্চয়ই তাহাদের হৃদয়ে আল্লাহর চেয়েও তোমরা অধিক সন্ত্রাসজনক উহা।

صُدُورِهِمْ مِنَ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ○

ছুদুরিহিম্ মিনাল্লাহ ; জা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বাউমুল্ লা ইয়াফ্‌ক্বাহূন।

অর্থাৎ আল্লাহর চেয়ে তোমাদেরকে অধিক ভয় করে এজন্য যে, তাহারা এমন সম্প্রদায়, যাহারা জ্ঞানহীন।

١٤- لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَّرَاءِ

১৪। লা-ইউক্বাতিলূ নাকুম্ জ্বামীআ'ন্ ইল্লা ফী ক্বুরাম্ মুহাছ্‌ছানাতিন্ আউ মিঁউ ওয়ারা-ই

(১৪) ইহারা সম্মিলিতভাবে তোমাদের সহিত সংগ্রাম করিবে না সুরক্ষিত পল্লীতে বা প্রাচীরের অন্তরালে

جُدُرٍ ط بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ط تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَّقُلُوبُهُمْ

জ্বুদুর ; বা'ছুহুম্ বাইনাহুম্ শাদীদ ; তাহ্‌ছাবুহুম্ জ্বামীআ'ঁউ ওয়া ক্বুলুবুহুম্

ছাড়া, কারণ তাহাদের যুদ্ধ প্রচণ্ড হয় শুধু নিজেদের মধ্যে, তুমি তাহাদিগকে মনে কর মিলিত, বস্তুতঃ তাহাদের অন্তর সমূহ

شَتّٰى ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ج ١٥- كَمَثَلِ الَّذِيْنَ

শাত্তা ; জা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বাউমুল্ লা ইয়া'ক্বিলুন। ১৫। কামাছালিল্লাজীনা

বিক্ষিপ্ত। উহা এই জন্য যে, তাহারা এমন কওম, যাহারা ঐক্যের ধর্ম জানিয়া লয় না। (১৫) তাহাদের মত,

مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ج

মিন্ কাব্লিহিম্ ক্বারীবান্ জা-ক্বূ ওয়া বা-লা আম্‌রিহিম্, আ'জা-বুনু আলীম।

যাহারা ইহাদের অল্প আগে স্বীয় কৃতকার্যের শাস্তি দুনিয়াতে ভোগ করিয়াছে আর তাহাদের জন্য আখেরাতেও কঠোর শাস্তি নির্ধারিত আছে।

١٦- كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ج فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ

১৬। কামাছালিশ্ শাইত্বা-নি ইজ্ ক্বা-লা লিল্ ইন্‌ছা-নিক্‌ফুর, ফালাম্মা কাফারা ক্বা-লা

(১৬) শয়তানের মত যখন সে মানুষকে বলে, কুফরী কর এবং যখন মানুষ কুফরী করিয়া বসে তখন শয়তান

اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ٥ ١٧- فَكَانَ

ইন্নী বারী-উম্ মিন্‌কা ইন্নী আখ্‌ফুল্লাহা রাব্বাল্ আ'লামীন। ১৭। ফাকা-না

বলে, আমি তোমার কু-কর্ম হইতে সম্পর্কহীন আমি আল্লাহকে ভয় করি যিনি সর্বজগতের প্রতিপালক। (১৭) অতঃপর তাহাদের উভয়ের

عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ

আ-ক্বিবাতাহুমা আন্নাহুমা ফিন্নারি খা-লিদাইনি ফীহা ; ওয়া জা-লিকা

পরিণতি হইল এই যে, তাহারা উভয়েই দোজখে যাইবে, তন্মধ্যে চিরকাল অবস্থান করিবে এবং উহা

ع ২ / ২২ রুকু

جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ع ١٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ

জাযা-উজ্ জা-লিমীন। ع ১৮। ইয়া-আইয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানুত্তাকুল্লাহা

সকল অত্যাচারীরই শাস্তি। (১৮) হে মু'মিনগণ আল্লাহকে ভয় কর

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ

ওয়াল্ তান্‌জুর্ নাফ্‌ছুম্ মা-কাদ্দামাৎ লিগ্বাদ, ওয়াত্তাকুল্লাহ ; ইন্নাল্লাহা খাবীরুম্

এবং প্রত্যেকেই লক্ষ্য রাখ, কি প্রেরিত হইয়াছে আগামী দিনের জন্য এবং আল্লাহকে ভয় কর কেননা আল্লাহ সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন

بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ ١٩- وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ

বিমা তা'মালূন। ১৯। ওয়ালা তাকূনূ কাল্লাজীনা নাছুল্লাহা ফাআন্‌ছা-হুম্ আন্‌ফুছাহুম্
তেমোদের আমল সম্পর্কে। (১৯) এবং তোমরা তাহাদের মত হইও না, যাহারা আল্লাহ হইতে বেপরওয়া হইয়া গিয়াছে এবং ফলে আল্লাহ তাহাদিগকে তাদের নিজের প্রতি বেপরওয়া করিয়া দিয়াছেন,

---

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ ٢٠- لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ

উলা-ইকা হুমুল্ ফা-ছিকূন। ২০। লা-ইয়াছ্‌তাবী আছ্‌হা-বুন্নারি ওয়া আছ্‌হা-বুল্
তাহারাইত গোনাহগার। (২০) দোজখী এবং বেহেশ্‌তী সমান নহে;

الْجَنَّةِ ط اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝ ٢١- لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا

জ্বান্নাহ্; আছ্‌হা-বুল্ জান্নাতি হুমুল্ ফা-ইযূন্। ২১। লাউ আন্‌যাল্‌না হা-জাল্
বেহেশ্‌তীগণ, তারাই সাফল্য প্রাপ্ত। (২১) যদি আমরা অবতীর্ণ করিতাম এই

الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ

কুর্‌আ-না আ'লা জ্বাবালিল্ লারাআইতাহূ খা-শিআ'ম্ মুতাছাদ্দিআ'ম্ মিন্
কোরআনকে পাহাড়ের উপর, উহাকে দেখিতে নত ও খণ্ডিত-বিখণ্ডিত

خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

খাশ্‌ইয়াতিল্লাহ; ওয়া তিল্‌কাল্ আম্‌ছা-লু নাদ্ব্‌রিবুহা লিন্নাছি লাআ'ল্লাহুম্
আল্লাহর ভয়ে এবং মানবের হিতার্থ আমরা এসব বিবরণ প্রদান করিতেছি, যেন তাহারা

يَتَفَكَّرُوْنَ ۝ ٢٢- هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ

ইয়াতাফাক্কারূন। ২২। হুওয়াল্লাহুল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লাহু। আ'-লিমুল্ গ্বাইবি
চিন্তা করে। (২২) তিনিই যিনি ব্যতীত আর কেহ এবাদতযোগ্য নাই, যিনি গুপ্ত

وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ ٢٣ - هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ

ওয়াশ্ শাহাদাহ্ ; হুওয়ার্ রাহ্‌মা-নুর্ রাহীম। ২৩। হুওয়াল্লা-হুল্লাজী লা ইলাহা ইল্লাহু,

ও প্রকাশ্যজ্ঞ, তিনি দয়ালু দয়াময়। (২৩) তিনিই, যিনি ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই,

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ

আল্‌মালিকুল্ কুদ্দূছুছ্ ছালা-মুল্ মু'মিনুল্ মুহাইমিনুল্ আ'যীযুল্

যিনি মালেক, ত্রুটিহীন, নির্দোষ, ক্ষমাকারী, নেগাহ্‌বান জবরদস্ত

الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ ٢٤ - هُوَ اللّٰهُ

জ্বাব্বা-রুল্ মুতাকাব্বির ; ছুব্‌হা-নাল্লাহি আম্মা ইউশ্ রিকুন। ২৪। হুওয়াল্লাহুল্

সংশোধক, মহান ; কাফেরগণ কর্তৃক বর্ণিত অংশীদারসমূহ হইতে আল্লাহ পবিত্র। (২৪) তিনি আল্লাহ—

الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ

খা-লিক্বুল্ বা-রিউল্ মুছাউবিরু লাহুল্ আছ্‌মা-উল্ হুছ্‌না ; ইউছাব্বিহু

স্রষ্টা, নির্মাতা, রূপদাতা ; তাঁর বহুসংখ্যক উত্তম নাম আছে, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে

لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ ع

লাহূ মা ফিছ্ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্ব ; ওয়া হুওয়াল্ আযীযুল্ হাকীম। ع

আসমান ও জমীনের সমুদয় বস্তু ; তিনি প্রভাবশালী ও সুকৌশলী।

ع ৩ | ৩ রুকু

(২৩) শাইখুল ইস্‌লাম হজরত ইব্‌নে তাইমিয়াহ্ (রাঃ বলিয়াছেন যে এই আয়াত পাঠ করিবার সময় মনে মনে এই ধারণা করিবে যে, "আমি অন্তরের মহব্বতের সহিত ঐ আল্লাহর এবাদত করিতেছি যিনি সারা জাহানের পালনকর্তা। যাহার দরবারে আমি অত্যন্ত হীন ও নিকৃষ্ট ; আমি সে আল্লাহর আজাব হইতে ভয় করিতেছি এবং তাঁহার রহমতের আশা পোষণ করিতেছি ; আমি সমস্ত বিপদ-আপদে তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পন করিতেছি এবং তাঁহারই উপর ভরসা করিতেছি। তাঁহার জিকিরকে আমি অন্তরের শান্তিধারা করিয়া লইয়াছি। আমি কখনও তাঁহাকে বিস্মরণ হইব না। আমি তাঁহারই নগণ্য বান্দা।" (মারেফত তত্ত্ব)

ছুরা—মুম্‌তাহিনা ইহা মদীনায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌ রাহ্‌মা-নির্‌ রাহীম্‌। অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ১৩ আয়াত এবং ২ রুকু।

١ - يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ

১। ইয়া আইয়্যুহাল্ লাজীনা আ-মানু লা তাত্তাখিজু আদুউবী ওয়া আদুওয়াকুম্

(১) হে মু'মিনগণ! তোমরা গ্রহণ করিও না আমার ও তোমাদের শত্রুকে

اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا

আউলিয়া-আ তুল্‌কূনা ইলাইহিম্ বিল্-মাওয়াদ্দাতি ওয়াক্বাদ্ কাফারূ বিমা

মিত্ররূপে—কারণ তোমরা তাহাদের সহিত মিত্রভাব প্রকাশ কর বটে কিন্তু তাহারা অগ্রাহ্য করে

جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ج يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا

জ্বা-আকুম্ মিনাল্ হাক্‌ক্বি ; ইউখ্‌রিজুনার্ রাছুলা ওয়া ইয়্যাকুম্ আন্ তু'মিনূ

তোমাদের কাছে আগত সত্য ধর্মকে, তাহারা রাসূলকে ও তোমাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে তোমরা ঈমান আনয়ন করায়

بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ط اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَابْتِغَآءَ

বিল্লাহি রাব্বিকুম ; ইন্ কুন্তুম্ খারাজ্বতুম্ জ্বিহা-দান্ ফী ছাবীলী ওয়াব্‌তিগ্বা-আ

তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর—যদি তোমরা আমার রাস্তায় জেহাদ করিতে এবং আমার সন্তুষ্টি অর্জন করিতে হিজরৎ করিয়া থাক

مَرْضَاتِىْ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ق صلے وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا

মার্‌দ্বা-তী তুছিররূনা ইলাইহিম্ বিল্ মাওয়াদ্দাতি, ওয়া আনা আ'লামু বিমা

তোমরা মিত্রভাবে গোপনে তাহাদের সহিত আলাপ করিতেছ ; কিন্তু আমি জ্ঞাত আছি

---

(১) 'ছারা' নামক এক কপট রমণী মদীনায় আগমন করিয়াছিল। সে গোপনে হাতেব বিন আবু বুল্‌তার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এমনকি সে মুসলিম সেনাবাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কেও মক্কার কোরেশগণকে খবর দিতে বদ্ধপরিকর ছিল। সে হাতেবের চিঠি লইয়া মক্কার দিকে রওয়ানা হইলে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করিয়া তাহার সংবাদ মহানবী (সঃ)-কে জানাইয়া দিলেন। পথিমধ্যে সে হজরত আলীর (রাঃ) হাতে ধৃত হয় এবং উক্ত চিঠি তাহার চুলের মুঠি হইতে বাহির করা হয়। (বুখারী ও মোসলেম)

أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ ط وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ

আখ্‌ফাইতুম্ ওয়ামা আ'লান্‌তুম ; ওয়া মাঁই ইয়াফ্‌আ'লহু মিন্‌কুম্ ফাক্বাদ্ দ্বাল্লা

তোমাদের গুপ্ত ও প্রকাশ্য কার্যকলাপ ; তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি উহা করিবে, সে ভুল পথে

سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ ٢ - إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً

ছাওয়া–আছ্‌ছাবীল। ২। ইঁই ইয়াছ্‌কাফুকুম্ ইয়াকূনু লাকুম্ আ'দাআঁউ

চালিত হইবে। (২) তাহারা যদি তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তবে তোমাদের শত্রুতে পরিণত হইবে,

وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ

ওয়া ইয়াব্‌ছুত্বু ইলাইকুম্ আইদিয়াকুম্ ওয়া আল্‌ছিনাতাহুম্ বিছ্‌ছু-ই ওয়া ওয়াদ্দু লাউ

তোমাদের প্রতি তাহাদের অনিষ্টের হাত ও মুখ সম্প্রসারিত করিবে এবং কামনা করিবে, তোমরাও যেন

تَكْفُرُونَ ط ٣ - لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ج يَوْمَ

তাকফুরূন। ৩। লান্ তান্‌ফাআ'কুম্ আর্‌হা-মুকুম্ ওয়ালা আউলা-দুকুম, ইয়াউমাল্

কাফের হইয়া যাও। (৩) তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও আওলাদ কিয়ামতের দিন তোমাদের কোন কাজে আসিবে না ;

الْقِيَامَةِ ج يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

ক্বিয়া-মাহ, ইয়াফ্‌ছিলু বাইনাকুম ; ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালুমা বাছীর।

আল্লাহই তোমাদের মীমাংসা করিবেন ; আল্লাহ তোমাদের সমুদয় কাজকর্মই দেখিয়া থাকেন।

٤ - قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ج إِذْ

৪। ক্বাদ্ কা-নাৎ লাকুম্ উছ্‌ওয়াতুন্ হাছানাতুন্ ফী ইব্‌রাহীমা ওয়াল্লাজীনা মাআ'হূ, ইজ্

(৪) তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাঁর সাথিগণের মধ্যে সুন্দর এক আদর্শ বিদ্যমান আছে, যখন

(৩) দুনিয়ার জিন্দেগানীর আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি সবাই নিজ নিজ মুক্তির জন্য পরকালে পেরেশান থাকিবে। কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়াও তাকাইবে না। সেই সঙ্কটের দিনে শুধুমাত্র নিজ নিজ 'আমলই' সহায়ক হইবে। সুতরাং আখেরাতের সম্বল হিসাবে আমাদিগকে দুনিয়ার জিন্দেগীতেই নেক আমল সঞ্চয় করিতে হইবে। (মাদারেক)

قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ز

ক্বা-লু লিক্বাউমিহিম্ ইন্না বুরা-উ মিন্‌কুম্ ওয়া মিম্মা তা'বুদুনা মিন্ দুনিল্লা-হি

তাঁহারা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়া দিলেন ; 'আমরা তোমাদের হইতে এবং আল্লাহকে ছাড়িয়া অপর যে সবকে তোমরা এবাদত করিতেছ তাহা হইতে বিমুখ,

كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ

কাফার্‌না বিকুম্ ওয়া বাদা বাইনানা ওয়া বাইনাকুমুল্ আ'দা ওয়াতু ওয়াল্ বাগ্‌দ্বা-উ

আমরা তোমাদের বিরোধিতা করিব ; তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতা সুস্পষ্ট ও বিদ্বেষ থাকিবে

أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيمَ لِأَبِيهِ

আবাদান্ হাত্তা তু মিনূ বিল্লা-হি ওয়াহ্‌দাহু ইল্লা ক্বাউলা ইব্‌রাহীমা লি আবীহি

চিরকাল—যে পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন না কর, কিন্তু স্বীয় বাপের প্রতি ইব্রাহীমের উক্তি

لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ط

লা আছ্‌তাগ্‌ফিরান্না লাকা ওয়ামা আম্‌লিকু লাকা মিনাল্লাহি মিন্ শাইয়্যি,

আমি আপনার জন্য অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করিব, এবং আপনার জন্য খোদার নিকট আমার আর কোন ক্ষমতা নাই ; অতঃপর আল্লাহর কাছে আবেদন করিল :

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ٥

রাব্বানা আ'লাইকা তাওয়াক্কাল্‌না ওয়া ইলাইকা আনাব্‌না ওয়া ইলাইকাল্ মাছীর।

'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমার উপর ভরসা করি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিব বস্তুতঃ তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল।

٥ - رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ج

৫। রাব্বানা লা তাজ্‌আ'ল্‌না ফিৎনাতাল্ লিল্লাজীনা কাফারূ ওয়াগ্‌ফির্ লানা রাব্বানা ;

(৫) 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে কাফেরদের পরীক্ষাস্থল করিও না ; আর আমাদিগকে ক্ষমা কর ; হে আমাদের প্রভু,

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٥ ٦ - لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ

ইন্নাকা আন্তাল্ আযীযুল্ হাকীম। ৬। লাক্বাদ্ কা-না লাকুম্ ফীহিম্ উছ্‌ওয়াতুন্

নিশ্চয়ই তুমি জবরদস্ত সুকৌশলী। (৬) নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য এক উত্তম আদর্শ আছে

حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ط وَمَنْ

হাছানাতুল্ লিমান্ কা-না ইয়ার্জুল্লাহা ওয়াল্ ইয়াউমাল্ আ-খির ; ওয়া মাঁই

যে আল্লাহর সম্মুখে হাজির ও কিয়ামত উপস্থিতির উপর আস্থা রাখে ; আর যে

ع ১ — ১ রুকু

يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ع ٧ - عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ

ইয়াতাওয়াল্লা ফাইন্নাল্লাহা হুওয়াল্ গ্বানীউল্ হামীদ। ع ৭। আ'ছাল্লাহু আঁই ইয়াজ্'আ'লা

আল্লাহ হইতে বিমুখ হয়, কেননা আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসনীয়। (৭) কাফেরদের শত্রুতায় বা আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদে অধৈর্য হইও না সত্বরই আল্লাহ সৃষ্টি করিয়া দিবেন—তোমাদের

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ط وَاللّٰهُ

বাইনাকুম্ ওয়া বাইনাল্লাজীনা আ'দাইতুম্ মিন্হুম্ মাওয়াদ্দাহ, ওয়াল্লাহু

ও তোমাদের শত্রুদের মধ্যে বন্ধুত্ব ; আল্লাহ সকল ক্ষমতার

قَدِيْرٌ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٨ - لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ

কাদীর, ওয়াল্লাহু গ্বাফুরুর্ রাহীম। ৮। লা ইয়ান্হা কুমুল্লা-হু আ'নিল্লাজীনা

অধিকারী ; আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। (৮) আল্লাহ বারণ করেন না তোমাদিগকে,

لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ

লাম্ ইউক্বা-তিলুকুম্ ফিদ্দীনি ওয়া লাম্ ইউখ্রিজুকুম্ মিন্ দিয়া-রিকুম্ আন্

যাহারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে আপন বাসস্থান হইতে বিতাড়িত করে নাই,

تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

তাবার্রূহুম্, ওয়া তুক্ছিত্বূ ইলাইহিম্, ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল্ মুক্ছিত্বীন।

তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার ও সুবিচার করিতে ; কেননা আল্লাহ সুবিচারকগণকে ভালবাসেন।

٧ - اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ

৯। ইন্নামা ইয়ান্‌হা-কুমুল্লাহু আ নিল্লাজীনা ক্বা-তালুকুম্ ফিদ্‌দীনি ওয়া আখ্‌রাজুকুম্

(৯) আল্লাহ তোমাদিগকে বারণ করেন শুধু তাদের হইতে, যাহারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে এবং স্বদেশ হইতে তোমাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে,

مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ج وَمَنْ

মিন্ দিয়া-রিকুম্ ওয়া জা-হারু আ'লা ইখ্‌রাজিকুম্ আন্ তাওয়াল্লাউ হুম, ওয়া মাঁই

তোমাদের বহিষ্কার ব্যাপারে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব প্রকাশ করিয়াছে ; আর যাহারা

يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ ١٠ - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

ইয়াতাওয়াল্লাহুম্ ফাউলা-ইকা হুমুজ্ জা-লিমুন। ১০। ইন্না আইয়্যুহাল্লাজীনা

তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব প্রকাশ করে, তারাই অত্যাচারী। (১০) হে

اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ط

আ-মানু ইজা জা-আকুমুল্ মু'মিনাতু মুহাজিরাতিন্ ফাম্‌তাহিনু হুন্না ;

মু'মিনগণ ! যখন নারী মু'মিনগণ হিজরত করতঃ তোমাদের কাছে আগমন করে, তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লও,

اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ج فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا

আল্লাহু আ'লামু বিঈমানি হিন্না, ফাইন আ'লিম্‌তুমু হুন্না মু'মিনাতিন্ ফালা

কারণ আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত ; পরীক্ষান্তে যদি তাহাদিগকে মু'মিন বলিয়া মনে কর, তবে

(৯) এই ছুরার প্রথমে কাফেরদিগের সহিত মেলা-মেশার কথা নিষেধ করিয়া দেওয়া হইলে, সমস্ত মুসলমানগণ কাফেরদের সহিত সম্পূর্ণ যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া দেন। ফলে সন্ধীর সময়ে হজরত আবু বকরের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী 'বিবি ফাতিলা' কিছু উপ-ঢৌকনসহ মক্কা হইতে মদীনায় আগমন করিল। কিন্তু তাহার কন্যা 'আছমা' কাফের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না এমনকি তাহার উপ-ঢৌকনও গ্রহণ করিলেন না। ফলে আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন যে, নিষেধাজ্ঞা শুধু কেবল মোশরেক পুরুষদের উপরই প্রযোজ্য। যাহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রীলোক, নাবালক শিশু ও দুর্বল বৃদ্ধদের সহিত এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নহে। (বুখারী ও মুসলেম

تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ط لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ

তার্জ্বিয়ুহুন্না ইলাল্ কুফ্ফা-র ; লা হুন্না হিল্লুল্ লাহুম্ ওয়া লা হুম্ ইয়াহিল্লুনা

কাফেরদের নিকট তাহাদিগকে ফেরৎ পাঠাইও না, কেননা ইহারা ইহাদের কাফের স্বামীদের জন্য হালাল নহে ; উহারাও ইহাদের জন্য হালাল নহে ;

لَهُنَّ ط وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوا

লাহুন্না ; ওয়া আ-তুহুম্ মা আন্ফাকু ; ওয়া লা জুনা-হা আ'লাইকুম্ আন্ তান্কিহু

আর উহাদিগকে প্রদান কর যাহা তাহারা ব্যয় করিয়াছে ; ইহাদিগকে বিবাহ করা তোমাদের পক্ষে কোন দোষাবহ হইবে না

هُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ط وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

হুন্না ইজা আ-তাইতুমুহুন্না উজুরাহুন্না ; ওয়া লা তুম্ছিকু বিই'ছামিল্ কাওয়া-ফিরি

যখন তোমরা ইহাদিগকে মোহর প্রদান কর এবং তোমাদের কাফের স্ত্রীগণের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ কর

وَسْئَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنفَقُوا ط ذَٰلِكُمْ

ওয়াছ্আলু মা আন্ফাক্তুম্ ওয়াল্ইয়াছ্আলু মা আন্ফাকু ; জা-লিকুম্

তোমাদের ব্যয় তোমরা কাফেরদের হইতে তলব কর, আর তাহারাও তাদের ব্যয় তোমাদের হইতে তলব করুক; উহা

حُكْمُ اللَّهِ ط يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

হুক্মুল্লাহ্ ; ইয়াহ্কুমু বাইনাকুম্ ; ওয়াল্লাহু আ'লীমুন্ হাকীম ।

আল্লাহর মীমাংসা, তিনি তোমাদের মধ্যে সংঘটিত ব্যাপারসমূহ মীমাংসা করিয়া থাকেন ।

١١ - وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ

১১। ওয়া ইন্ ফা-তাকুম্ শাইউম্ মিন্ আয্ওয়াজ্বিকুম্ ইলাল্ কুফ্ফারি

(১১) যদি তোমাদের কোন স্ত্রী কাফেরদের কাছে হাতছাড়া হইয়া যায়, অতঃপর তোমাদের পালা আসে অর্থাৎ তাদের কোন স্ত্রী মোহরসহ তোমাদের হস্তগত হয়,

فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ط

ফাআ-ক্বাব্তুম্ ফাআ-তুল্লাজীনা জাহাবাৎ আয্ওয়াজুহুম্ মিছ্লা মা আন্ফাকু ;

তবে তোমাদের মধ্যে যাহার স্ত্রী হাতছাড়া হইয়াছে, তাহাকে তাহার মোহর পরিমাণ প্রদান কর ;

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝ ١٢ - يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا

ওয়াত্তাক্বুল্লা হাল্লাজী আন্‌তুম্ বিহী-মু'মিনূন। ১২। ইয়া আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ইজা

আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর উপর তোমরা আস্থাশীল। (১২) হে নবী, যদি

جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ

জ্বা-আকাল্ মু'মিনা-তু ইউবাই'নাকা আ'লা আল্ লা ইউশ্‌রিক্‌না

তোমার কাছে মু'গিন নারীগণ আগমন করে এসব বিষয় বয়াত করার জন্য—তাহারা আল্লাহর সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না,

---

بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ

বিল্লাহি শাইআঁউ ওয়া লা ইয়াছ্‌রিক্‌না ওয়া লা ইয়ায্‌নীনা ওয়া লা ইয়াক্ব্‌তুল্‌না

চুরি, জেনা, সন্তান হত্যা ও করিবে না,

اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ

আউলা-দাহুন্না ওয়া লা ইয়া'তীনা বিবুহ্‌তানিঁই ইয়াফ্‌তারীনাহু বাইনা আইদীহিন্না

অপরের গর্ভজাত বা ঔরষজাত সন্তানকে আপন স্বামীর ঔরষজাত দাবী করিয়া লইবে না এবং

وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ

ওয়া আর্‌জুলিহিন্না ওয়া লা ইয়া'ছীনাকা ফী মা'রূফিন্ ফাবা-ই'হুন্না ওয়াছ্‌তাগ্‌ফির্

ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাকে অমান্য করিবে না, তবে তাহাদিগকে বয়াত কর, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাও—

لَهُنَّ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ ١٣ - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

লাহুন্নাল্লাহ্; ইন্নাল্লাহা গ্বাফুরুর্ রাহীম। ১৩। ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানূ

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা ও দয়া করিবেন। (১৩) হে মু'মিনগণ!

---

(১২) কতিপয় মোশরেক পুরুষের স্ত্রী হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিল এবং মহানবী (সঃ)-এর নিকট পবিত্র ইস্‌লামের বাইআত গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন পেশ করিলে মহানবী (সঃ) ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ফলে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করিলেন এবং তাহাদিগকে 'বাইআত' করিবার জন্য মহানবী (সঃ)-কে নির্দেশ প্রদান করিলেন।

(মোজেহুল কোরআন ও ইবনে কাছির)

لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ

লা তাতাওয়াল্লাউ ক্বাউমান্ গাদ্বিবাল্লাহু আ'লাইহিম ক্বাদ্ ইয়াইছু মিনাল্

তোমরা বন্ধুত্ব রাখিও না এমন কাওমের সহিত, যাহাদের উপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন, তাহারা আখেরাত সম্পর্কে নিরাশ হইয়াছে

الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ع

আখিরাতি কামা ইয়ায়িছাল্ কুফ্‌ফা-রু মিন্ আছ্‌হাবিল্ ক্বুবুর। ৪

যেরূপ কাফিরগণ মৃত্যু পর কবরে হতাশ হইয়াছে।

ع ২ | ২ রুকূ

ছূরা—ছফ্ ইহা মদীনায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ০ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	এই ছুরায় ১৪ আয়াত এবং ২ রুকু।

١ - سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ

১। ছাব্বাহা লিল্লাহি মা ফিছ্‌ছামা-ওয়া-তি ওয়া মা ফিল্ আর্দ্ব, ওয়া হুওয়াল্ আযীযুল

(১) আসমান-জমীনের সমস্ত বস্তু আল্লার পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া থাকে ; বস্তুতঃ তিনি মহা প্রতাপশালী

الْحَكِيْمُ ٥ - ٢ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ٥

হাকীম। ২। ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানু লিমা তাক্বূলুনা মা-লা তাফ্‌আ'লুন।

কৌশলী। (২) হে মু'মিনগণ! কেন তোমরা এমন কথা বল, যাহা তোমরা কর না।

٣ - كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ٥ - ٤ اِنَّ اللّٰهَ

৩। কাবুরা মাক্‌তান্ ই'ন্দাল্লাহি আন্ তাকূলু মা-লা তাফ্‌আ'লুন্। ৪। ইন্নাল্লাহা

(৩) আল্লাহর নিকট ইহা অত্যন্ত অসন্তোষজনক যে, তোমরা এমন কথা মুখে বল, যাহা কাজে পরিণত কর না। (৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ

(৩) যুদ্ধের নির্দেশ নাজিল হওয়ার পূর্বে কিছু সংখ্যক লোক যুদ্ধ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসাহী ছিল। কিন্তু পরে যুদ্ধের আয়াত নাজিল হইলে তাহাদের অনেকেই যুদ্ধকে ভয় করিতে লাগিল এবং যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবার জন্য টাল-বাহানা করিতেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করিলেন। (আছ্‌বাবে নুজুল)

يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ

ইউহিব্বুল্ লাজীনা ইউক্বাতিলুনা ফী ছাবীলিহী ছাফ্‌ফান্ কা আন্নাহুম্

পছন্দ করেন এমন লোকদিগকে যাহারা সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে

بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝٥ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ

বুন্‌ইয়ানুম্ মার্‌ছুছ্। ৫। ওয়া ইজ্ ক্বা লা মুছা লিকাউমিহী ইয়া কাউমি লিমা

যেন তাহারা সিসাযুক্ত প্রাচীর। (৫) যখন মুসা তাহার কাওমকে বলিয়াছিল 'হে আমার কাওম কেন

تُؤْذُوْنَنِىْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْٓا

তু'জুনানী ওয়াক্বাদ তা'লামুনা আন্নী রাছুলুল্লাহি ইলাইকুম্। ফালাম্মা যা-গু্

আমাকে যন্ত্রণা দিতেছ বস্তুতঃ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর দূত,' তখন তাহায়া মুসার কথা গ্রাহ্য করে নাই। ফলে যখন তাহারা বক্রভাবে রহিয়া গেল,

اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

আযা-গ্বাল্লাহু ক্বুলুবাহুম ; ওয়াল্‌ল্লাহু লা ইয়াহ্‌দিল্ কাউমাল্ ফা-ছিক্বীন্।

তৎপর আল্লাহ আরও বক্র করিয়া দিলেন তাহাদের হৃদয়সমুহকে ; কেননা আল্লাহ এমন ফাছেক সম্প্রদায়কে সুপথে চালিত করেন না।

٦ وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ

৬। ওয়া ইজ্ কা-লা ইছাব্‌নু মার্‌ইয়ামা ইয়া বানী-ইছ রায়ীলা ইন্নী রাছুলুল্লাহি

(৬) আর যখন মরিয়ম-পুত্র ঈসা বলিয়াছিল, হে বনী ইস্রাইল! আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর দূত,

(৬) মোছনাদে ইমাম আহমদে হজরত আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত আছে সে, "এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর গুজারিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩১৫ জন হইলেন রাসূল। ছুরায়ে আল্এমরানে বলা হইয়াছে—আল্লাহ তাআলা আজল দিবসে প্রত্যেক নবী হইতে এই অঙ্গীকার লইয়াছেন যে, তাহারা একজন অন্তজনকে সত্য বলিয়া সাক্ষী দিবে। সুতরাং সেই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে বনী-ইসরাইলের শেষ নবী হজরত ঈসা (আঃ) হজরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে সত্যতার সাক্ষী প্রদান করেন। কিন্তু বনী-ইসরাইলের দুষ্ট লোকেরা তাওরাত ও ইঞ্জিলের সেই প্রশংসা বাণীকে পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা ছিল ইহুদী এবং খৃষ্টানদের এক কুটিল চক্রান্তমাত্র। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা হজরত ঈসা (আঃ) এর সাক্ষীকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। যাহাতে মুসলমানগণ ইহুদী নাছারা ও মুর্ত্তিপুজারীদের চক্রান্ত বুঝিতে পারে। (খাজেন, ইবনে কাছির ফত্‌হুল বয়ান)

إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ

ইলাইকুম্ মুছাদ্দিক্কাল্ লিমা বাইনা ইয়াদাইয়্যা মিনাত্ তাউরাতি

আমার পূর্ববর্তী কিতাব তওরাতের সমর্থক এবং

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا

ওয়া মুবাশ্ শিরাম্ বিরাছুলিঁই ইয়াতী মিম্ বা'দি ছমুহূ আহ্‌মাদ্ ; ফালাম্মা

আমার পর আগমনকারী আহমদ নামে এক রাসুল সম্পর্কে সুসংবাদ বাহক ; যখন

جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝٧ وَمَنْ أَظْلَمُ

জ্বা-আ-হুম বিল্ বাইয়্যিনাতি ক্বা-লু হা-জা ছিহ্‌রুম্ মুবীন। ৭। ওয়া মান্ আজ্‌লামু

তাদের কাছে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিল, তাহারা বলিল এসব ডাহা যাদুকরী। (৭) তার চেয়ে অধিক জালেম আর কে!

مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ

মিম্মানিফ্ তারা আ'লাল্লাহিল্ কাজ্বিবা ওয়া হুওয়া ইউদ্‌আ' ইলাল্ ইছ্‌লাম।

বস্তুতঃ তাহাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয় সে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে,

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝٨ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا

ওয়াল্লাহু লা-ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাউমাজ্ জ্বা-লিমীন। ৮। ইউরীদুনা লি ইউত্বফিয়ু

আল্লাহ এরূপ জালেম কাওমকে হেদায়েত করেন না। (৮) তারা নিভাইয়া দিতে চায়

(৮) অবিশ্বাসী কাফের ও ইহুদী এবং নাছারাগণ মনে করিত যে, যদি মুখে মুখে আল্লাহর কোরআন সম্পর্কে অপ প্রচার করা যায় বা মুসলমানদের নবীর কুৎসা রটনা করা যায় ; তাহা হইলে অচিরেই মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইয়া যাইবে এবং তাহারা আল্লাহ তাআলা এবং মহানবীর প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িবে। এমনকি ইহা এমন এক পর্যায়ে গিয়া দাঁড়াইবে যে, ক্রমশঃ পবিত্র ইসলামের নূরের জ্যোতিঃ একদিন চিরতরে নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। তাহাদের এহেন নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্যতম কাজের প্রতিবাদে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করিয়া দেন যে, অসীম কুদরতের অধিকারী আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরত এবং মহিমা দ্বারা দ্বীন ইস্‌লামকে উজ্জল আলোকে পরিপূর্ণ করিবেন। কাফের ও অবিশ্বাসীগণ উহাকে যতই খারাপ ভাবুক না কেন বস্তুতঃ সত্য ধর্ম ও সত্য জীবন ব্যবস্থা সর্বদাই সমুন্নত থাকিবে। এই সত্যকে দাবাইয়া রাখিবার অধিকার মানুষের পূর্বেও ছিল না, এখনও নাই, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না। (রুহুল বয়ান্, কবীর)

نُوْرَ اللهِ بِاَفْوَاهِهِمْ ط وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ

নূরাল্লাহি বি আফ্ওয়া হিহিম্ ; ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহী ওয়া লাউ কারিহাল্

আল্লাহর নূরকে মুখের ফুৎকার দ্বারা ; কিন্তু কাফেরগণ বিরূপভাবাপন্ন হওয়া সত্বেও আল্লাহ স্বীয় নূরকে পূর্ণত্ব দান করিবেন।

الْكٰفِرُوْنَ ٩ - هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ

কা-ফিরূন। ৯। হুওয়াল্লাজী আর্ছালা রাছুলাহূ বিল্ হুদা, ওয়া দীনিল্ হাক্ কি

(৯) তিনি এমন, যিনি হেদায়েত ও সত্যধর্মসহ স্বীয় রাছূলকে প্রেরণ করিয়াছেন,

---

لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ع ع ১ — ১ রুকু

লিইউজ্ হিরাহূ আ'লাদ্দীনি কুল্লিহী ওয়া লাউ কারিহাল মুশ্ রিকুন। ع

উহাকে মোশরেকগণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন হওয়া সত্বেও অপর সমুদয় অসত্য ধর্মের উপর প্রদান্য দান করিতে।

---

١٠ - يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ

১০। ইয়া আইয়্যুহাল্ লাজীনা আ-মানু হাল্ আদুল্লুকুম্ আ'লা-তিজা-রাতিন্

(১০) হে মু'মিনগণ, তোমাদিগকে কি এমন ব্যবসায়ের সন্ধান দান করিব

تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ١١ - تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ

তুন্জীকুম্ মিন্ আ'জা-বিন্ আলীম। ১১। তু'মিনুনা বিল্লাহি ওয়া রাছুলিহী ওয়া তুজাহিদুনা

যাহা তোমাদিগকে কঠোর আজাব হইতে রক্ষা করিবে। (১১) উহা এই যে তোমরা আল্লাহর উপর এবং তাঁর রাছূলের উপর আস্থা স্থাপন করিবে, জেহাদ করিবে

فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

ফী ছাবীলিল্লাহি বি আম্ওয়া-লিকুম্ ওয়া আন্ফুছিকুম্ ; জা লিকুম্ খাইরুল্লাকুম্

আল্লাহর রাস্তায় মাল ও জান দিয়া ; ইহা হইতেছে তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক

اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ لا ١٢ - يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ

ইন্ কুন্তুন্ তা'লামুন। ১২। ইয়াগ্ ফির লাকুম্ জুনুবাকুম্ ওয়া ইউদ্খিল্কুম্ জান্না-তিন্

যদি তোমাদের জ্ঞানবুদ্ধি থাকে। (১২) আল্লাহ তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে প্রবেশ করাইবেন এমন বাগানে

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط

তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল আন্‌হারু ওয়া মাছা-কিনা ত্বাইয়্যিবাতান্ ফী জান্নাতি আদ্‌নি ;

যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত ও এমন বাসস্থানসমূহে যাহা চিরস্থায়ী বাগানসমূহে অবস্থিত ;

ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۙ ١٣ - وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ط نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ

জা লিকাল্ ফাউযুল আ'জীম্। ১৩। ওয়া উখ্‌রা তুহিব্বূনাহা ; নাছ্‌রুম্ মিনাল্লাহি

ইহা বিরাট সাফল্য। (১৩) তোমাদের প্রিয় দ্বিতীয় লাভ হইতেছে আল্লাহর পক্ষ হইতে সাহায্য

وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ ١٤ - يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ

ওয়া ফাৎহুন্ কারীব ; ওয়া বাশ শিরিল্ মু'মিনীন। ১৪। ইয়া আইয়্যুহাল্ লাজীনা

ও আসন্ন বিজয় ; হে রাসূল, মু'মিনগণকে উল্লেখিত সুসংবাদ দান কর। (১৪) হে মু'মিনগণ

اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ

আ-মানু কূনু আন্‌ছা রাল্লাহি কামা ক্বালা ঈছাব্‌নু মার্‌ইয়ামা লিল্ হাওয়া-রীয়্যীনা

তোমরা আল্লাহর ধর্মের সহায়ক হও যেমন মরিয়ম-পুত্র ঈসা যখন হাওয়ারীগণকে বলিয়াছিল,

مَنْ اَنْصَارِىْۤ اِلَى اللّٰهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ

মান্ আন্‌ছা-রী ইলাল্ লাহি ; ক্বা লাল্ হাওয়া-রীইয়্যুনা নাহ্‌নু আন্‌ছারুল্লাহি

'আল্লাহর রাস্তায় কে আছ আমার সহায়ক,' তখন হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, আমরা আছি আল্লাহর ধর্মের সহায়ক।

فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ج

ফা আ-মানাৎ ত্বা-য়িফাতুম্ মিম্ বানী-ইছ্‌রায়ীলা ওয়া কাফারাৎ ত্বা-য়িফাহ্ ;

ফলে বনি ইস্‌রাইলদের একদল ঈমান আনিল ; পক্ষান্তরে একদল কাফের থাকিয়া গেল।

ع ২ — ২ রুকু فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ع

ফাআইয়্যাদ্‌নাল্ লাজীনা আ-মানু আ'লা আ'দুউবিহিম্ ফা আছ্‌বাহূ জা-হিরীন্। ع

অতঃপর আমি মু'মিনগণকে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য দান করি। ফলে তারা জয়ী হয়।

ছুরা—জুমুআ' ইহা মদীনায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ বিছ্মিল্লা-হির্ রাহ্মানির্ রাহীম্। অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ১১ আয়াত এবং ২ রুকু।

١ - يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ

১। ইউছাব্বিহু লিল্লাহি মা-ফিছ্ ছামা ওয়া-তি ওয়া মা ফিল্ আর্‌দিল্ মালিকিল্

(১) আসমান-জমীনের সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, যিনি সর্ববস্তুর অধিকারী,

الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ٥ ٢ - هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ

কুদ্দুছিল্ আযীযিল্ হাকীম্। ২। হুওয়াল্ লাজী বাআ'ছা ফিল্ উম্মিয়্যীনা রাছুলাম্ মিন্‌হুম

ত্রুটিবর্জ্জিত, জবরদস্ত ও কৌশলী। (২) তিনিই হইতেছেন, যিনি উম্মীগণের জন্য তাহাদের মধ্যে হইতে একজন পয়গাম্বর প্রেরণ করিয়াছেন,

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

ইয়াৎলু আ'লাইহিম্ আ-য়া-তিহী ওয়া ইউযাক্কীহিম্ ওয়া ইউআ'ল্লিমুহুমুল্

যে তাহাদিগকে আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনাইয়া থাকে, তাহাদিগকে পাপমুক্ত করে এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দান করে,

الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ٥

কিতা বা ওয়াল্ হিক্‌মাহ ; ওয়া ইন্ কা-নু মিন্ ক্বাব্‌লু লাফী দ্বালা-লিম্ মুবীন।

কোরআন ও হেকমত ; বস্তুতঃ তাহারা ইহার পূর্বে প্রকাশ্য গোমরাহীতে পতিত ছিল।

٣ - وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥

৩। ওয়া আখা রীনা মিন্‌হুম্ লাম্মা ইয়াল্‌হাকু বিহিম্ ; ওয়া হুওয়াল্ আযীযুল হাকীম।

(৩) এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে অন্যান্যদের জন্যও, যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হন নাই ; বস্তুতঃ তিনি হইতেছেন জবরদস্ত কৌশলী।

٤ - ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ٥

৪। জ্বা-লিকা ফাদ্বলুল্লাহি ইউতীহি মাঁইয়াশা-উ। ওয়াল্লাহু জুল্ ফাদ্বলিল্ আ'জীম।

(৪) ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে দিতে চাহেন তাহাকে ইহা দান করেন ; বস্তুতঃ আল্লাহ বিরাট দাতা।

٥ - مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ

৫। মাছালুল্ লাজীনা হুম্মিলুৎ তাউরা-তা ছুম্মা লাম্ ইয়াহ্‌মিলুহা-কামাছালিল্

(৫) যাহাদের উপর তাওরাত চাপানো হইয়াছিল, তারপর উহাকে তাহারা বহন করে নাই তাহাদের অবস্থা হইতেছে

الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ط بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

হিমা-রি ইয়াহ্‌মিলু আছফা-রা। বি'ছা মাছালুল্ ক্বাউমিল্ লাজীনা কাজ্‌জাবু

বহুকিতাব-বাহী গাধার অবস্থার অনুরূপ। সেই কাওমের অবস্থা মন্দ, যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ - ٦ قُلْ

বিই আ-ইয়া-তিল্লাহ্। ওয়াল্লাহু লা-ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাউমাজ্ জ্বা-লিমীন্। ৬। ক্বুল

আল্লাহর আয়াতসমূহকে বস্তুত: আল্লাহ্ অত্যাচারী কাওমকে হেদায়েত দান করেন না। (৬) বল:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاۤءُ

ইয়া আইয়্যুহাল্ লাজীনা হা-দু-ইন্ জাআ'মতুম্ আন্নাকুম্ আউলিয়াউ

'হে ইহুদীগণ যদি তোমরা ধারণা কর যে, তোমরাই আল্লাহর প্রিয়

لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ - ٧ وَلَا

লিল্লাহি মিন্ দুনিন্নাছি ফাতামান্নাবুল্ মাউতা ইন্ কুন্তুম্ ছা-দিক্বীন্। ৭। ওয়ালা

অপর সকল ছাড়া, আর যদি তোমরা তাহাতে সত্য হও, তবে মৃত্যুকে কামনা করিয়া দেখাও। (৭) বস্তুত:

يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ

ইয়াতামান্নাউনাহু আবাদাম্ বিমা ক্বাদ্দামাৎ আইদীহিম্; ওয়াল্লাহু আ'লীমুম্

ইহুদীগণ কখনও উহা কামনা করিবে না, স্বীয় কৃতকার্যের শাস্তির ভয়ের দরুণ; আল্লাহ ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন

بِالظّٰلِمِيْنَ ۝ - ٨ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ

বিজ্‌জা-লিমীন্। ৮। কুল্ ইন্নাল্ মাউতাল্ লাজী তাফির্‌রূনা মিন্‌হু ফাইন্নাহু মুলাক্বীকুম্

সেই অত্যাচারীদের সম্পর্কে। (৮) তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, যে মৃত্যু হইতে তোমরা পলায়ণ করিতেছ, উহা তোমাদিগকে সাক্ষাৎ করিবেই

ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ

ছুম্মা তুরাদ্দূনা ইলা আ'লিমিল্ গ্বাইবি ওয়াশ্‌শাহা-দাতি ফাইউনাব্বিউকুম্

অতঃপর তোমরা গুপ্ত ও প্রকাশ্যজ্ঞের দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে। তখন তিনি তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন

ع ١ — ١ রুকু

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ع ٩ - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ

বিমা কুন্তুম্ তা'মালুন্। ع ৯। ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানু ইজা নূদিয়া

তোমাদের কৃতকার্যসমূহ। (৯) হে মু'মিনগণ! যখন আজান দেওয়া হয়

لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط

লিছ্‌ছালা-তি মিঁই ইয়াউমিল্ জুমুআতি ফাছ্‌আ'উ ইলা জিক্‌রিল্লাহি ওয়া জারুল্ বাইআ'

নামাজের জন্য জুম্মার দিন, তখন আল্লাহর জিকিরের পানে চলিয়া যাও এবং ক্রয় বিক্রয় ত্যাগ কর।

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ ١٠ - فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ

জা লিকুম্ খাইরুল লাকুম্ ইন্ কুন্তুম্ তা'লামুন্। ১০। ফা ইজা কুদ্বিয়াতিছ্ ছালা তু

ইহা তোমাদের পক্ষে উত্তম, যদি তোমাদের বিবেকবুদ্ধি থাকে। (১০) অতঃপর যখন নামাজ সমাপ্ত হয়

فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا

ফান্‌তাশিরু ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়াব্‌তাগ্বূ মিন্ ফাদ্বলিল্লাহি ওয়াজ্‌কুরুল্লাহা কাছীরাল্

তখন সংসার ক্ষেত্রে নামিয়া পড় এবং আল্লাহর দান সন্ধান কর এবং বেশী পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ কর

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ ١١ - وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَانِ انْفَضُّوْا

লাআ'ল্লাকুন্ তুফ্‌লিহূন। ১১। ওয়া ইজা রাআউ তিজারাতান্ আউ লাহ্‌ওয়ানিন ফাদ্ব্‌দ্বু

হয়ত সাফল্য লাভে সক্ষম হইবে। (১১) হে মোহাম্মদ যখন কোন ব্যবসায় বা খেলতামাসা দেখে, ধাবিত হয়

(৯) প্রত্যেক আজানের জন্য এই হুকুম নহে। বরং জুম্‌আর নামাজের প্রথম আজানের সঙ্গেই এই হুকুম সংযুক্ত। কেননা তৎকালে জুম্‌আর নামাজ একই স্থানে হইত এবং যদি এই তরতিব না থাকিত তাহা হইলে আল্লাহর জিকির পবিত্র খুতবা কেমন করিয়া শ্রবণ করিবার যোগ্যতা মানুষের হইত। শেষ জামানার ইমামগণ বলেন যে, বর্তমান সময়ের জন্যে 'খুতবার' আজানই হইল এই আয়াতের নিদে'শের সম্পূরক। সুতরাং দ্বিতীয় আজানের পর খুতবা শ্রবণ না করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করা জায়েজ নহে। (তাফহীম)

اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا ط قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ

ইলাইহা ওয়াতারাকূকা ক্বা-ইমা ; ক্বুল্ মা ই'ন্দাল্লা-হি খাইরুম্ মিনাল্ লাহ্ বি

সেদিকে এবং তোমাকে দণ্ডায়মান ফেলিয়া যায় ; তাহাদিগকে বল, আল্লাহর নিকট যাহা আছে, তাহা খেলতামাসা হইতে উত্তম

وَمِنَ التِّجَارَةِ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ع

ওয়া মিনাৎ তিজা-রাহ্ ; ওয়াল্লা-হু খাইরুর্ রা-যিক্বীন। ৪

এবং ব্যবসায় হইতে ; বস্তুতঃ আল্লাহ উত্তম রুজিদাতা।

১১ রুকু ২ | ২

ছুরা—মুনা-ফিক্বূন ইহা মদীনায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছমিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ১১ আয়াত এবং ২ রুকু।

১- اِذَا جَاۤءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ م وَاللّٰهُ

১। ইজা জ্বা-আকাল্ মুনা-ফিক্বূনা ক্বা-লু নাশ্হাদু ইন্নাকা লা রাছূলুল্লা-হ ; ওয়াল্লা-হু

(১) হে মোহাম্মদ, যখন তোমার নিকট এ সমস্ত মোনাফেক আগমন করে, তাহারা বলে, আমরা আন্তরিক সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল ; আর আল্লাহ

يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ط وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ

ইয়া'লামু ইন্নাকা লারাছূলুহ্ ; ওয়াল্লা-হু ইয়াশ্হাদু ইন্নাল্ মুনা'ফিক্বীনা

বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন যে, তুমি নিশ্চয় তাঁহার রাসূল ; আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, এসব মোনাফেক

لَكٰذِبُوْنَ ج ٢- اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط

লাকা-জিবুন। ২। ইত্তাখাজূ আইমা-নাহুম্ জুন্নাতান্ ফাছাদ্দূ আন্ ছাবীলিল্লা-হ,

মিথ্যাবাদী। (২) তারা স্বীয় কসমগুলিকে ঢালরূপে গ্রহণ করে এবং লোকদিগকে আল্লাহর রাস্তা হইতে বাধা দান করে ;

اِنَّهُمْ سَاۤءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ ٣- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ

ইন্নাহুম্ ছা-আ মা কা-নূ ইয়া'মালূন। ৩। জা-লিকা বিআন্নাহুম্ আ-মানূ ছুম্মা

নিশ্চয়ই তাহাদের এমন কার্যকলাপ অতিশয় মন্দ। (৩) তাহা এজন্য যে, তাহারা ঈমান আনিয়া পুনরায়

ওয়াকফি লাযিম

كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝ ٣ - وَإِذَا

কাফারূ ফাত্বুবিআ' আ'লা ক্বুলূবিহিম্ ফাহুম্ লা ইয়াফ্ক্বাহূন। ৪। ওয়া ইজা
কাফের হইয়া গিয়াছে তাই তাহাদের দিলে মোহর মারিয়া দেওয়া হইয়াছে ফলে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না। (৪) যখন

رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ط وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ط

রাআইতাহুম্ তু'জিবুকা আজ্বছা-মুহুম্ ওয়া ইঁই ইয়াক্বূলূ তাছ্মা' লিক্বাউলিহিম ;
তুমি লক্ষ্য করিবে তাহাদের প্রতি, তাহাদের দেহ তোমাকে আশ্চর্যান্বিত করিবে ; তাহারা যদি কথা বলে তুমি তাহা শ্রবণ করিবে ;

كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ط يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ط

কাআন্নাহুম্ খুশুবুম্ মুছান্নাদাহ ; ইয়াহ্ছাবূনা কুল্লা ছাইহাতিন্ আ'লাইহিম্
কিন্তু তাহারা যেন হেলান দেওয়া কাঠ বিশেষ ; তাহারা প্রতিটি উচ্চধ্বনিকে নিজেদের উপর পতনশীল বিপদ বলিয়া ধারণা করে ;

هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ط قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ز أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝

হুমুল্ আ'দুব্বু ফাহ্জারহুম্, ক্বা-তালাহুমুল্লা-হি আন্না ইয়ু'ফাকূন।
তাহারাই তোমাদের শত্রু, সাবধান থাক তাহাদের হইতে—আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন—সত্য হইতে কোথায় চলিয়া যাইতেছে তাহারা।

٥ - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا

৫। ওয়া ইজা ক্বীলা লাহুম্ তাআ'লাউ ইয়াছ্তাগ্ফির্ লাকুম্ রাছূলুল্লাহি লাউওয়াউ
(৫) এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়—আস, রাসূলুল্লাহ তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন—তাহারা ফিরাইয়া নেয়

رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ ٦ - سَوَاءٌ

রুউছাহুম্ ওয়া রাআইতাহুম্ ইয়াছুদ্দূনা ওয়াহুম্ মুছ্তাক্বিরূন। ৬। ছাওয়াউন্
আপন মস্তককে, আর তাহাদিগকে দেখিবে, তাহারা অহঙ্কারে বিমুখ হয়।

عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط لَنْ

আ'লাইহিম্ আছ্তাগ্ফার্তা লাহুম্ আমলাম্ তাছ্তাগ্ফির্ লাহুম ; লাঁই
(৬) তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহিতে কি না চাহিতে তাদের পক্ষে সমান ; কখনও

يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

ইয়াগ্‌ফিরাল্লা-হু লাহুম ; ইন্নাল্লা-হা লা ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাউমাল্ ফা-ছিক্বীন।

আল্লাহ তাহাদেরকে মাফ করিতেন না ; আল্লাহ এসব ফাসেক কাওমকে হেদায়েতের তওফিক দান করেন না।

٧ - هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى

৭। হুমুল্লাজীনা ইয়াকূলুনা লা তুন্‌ফিকূ আ'লা মান্ ই'ন্দা রাছূলিল্লা-হি হাত্তা

(৭) তাহারা হইতেছে এমন সব যাহারা আনসারগণকে বলে, রাসূলুল্লাহর সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করিও না ; তবেই

يَنْفَضُّوْا ط وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ

ইয়ান্‌ফাদ্বদ্বূ ; ওয়ালিল্লা-হি খাযাইনুছ্ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ওয়ালা কিন্নাল্

ইহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে ; কেননা আসমান-জমীনের সমস্ত সম্পদ আল্লাহরই ; কিন্তু

الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝ ٨ - يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ

মুনা-ফিক্বীনা লা ইয়াফ্‌ক্বাহূন। ৮। ইয়াকূলুনা লাইর্ রাজা'না ইলাল্ মাদীনাতি

মোনাফেকরা তাহা বুঝে না। (৮) তাহারা বলে, যদি আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি,

لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ط وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ

লা ইউখ্‌রিজান্নাল্ আআ'য্‌যু মিন্‌হাল্ আজাল্ল ; ওয়ালিল্লা-হিল্ ইয্‌যাতু

সম্মানিগণ তথা হইতে ছোটলোকগণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে ; কিন্তু সম্মান আল্লাহর,

ع وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ع

১/১ ওয়ালি রাছূলিহী ওয়ালিল্ মু'মিনীনা ওয়ালাক্বিন্নাল্ মুনা-ফিক্বীনা লা ইয়া'লামূন। ع

রুকু এবং তাঁহার রাসূলের ও মু'মিনদের ; কিন্তু মোশ্‌রেকেরা তাহা বুঝে না।

(৮) কোন এক ছফরে একজন মুহাজের ও একজন আনসারের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া যায়। অতঃপর মহানবী (সঃ)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছিলে উভয়ের মধ্যে আপোষ করাইয়া দেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মোনাফেকগণ নানা রকম কথা বলিতে শুরু করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করিলেন এবং মোনাফেকদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন। বস্তুতঃ সমুদয় ইজ্জত ও সম্মান কেবলমাত্র আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের জন্য নিহিত রহিয়াছে। (মোজেহুল কোরআন)

٩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا

৯। ইয়া আইয়্যুহাল্ লাজীনা আ-মানূ লা তুল্হিকুম্ আম্ওয়া-লুকুম্ ওয়ালা

৯। হে মু'মিনগণ, তোমাদের মাল ও আওলাদ যেন উদাসীন না করে তোমাদিগকে

أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ج وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ

আউলা-দুকুম্ আ'ন্ জিক্‌রিল্লা-হ্, ওয়া মা'ই ইয়াফ্‌আ'ল্ জা-লিকা ফাউলা-ইকা

আল্লাহর জিকির হইতে, যাহারা তাহা করে তাহারাই হইতেছে

هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ ١٠- وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ

হুমুল্ খা-ছিরূন। ১০। ওয়া আন্‌ফিকূ মিম্মা রাযাক্‌না-কুম্ মিন্ কাব্‌লি আঁই ইয়া'তিয়া

ক্ষতিগ্রস্ত। (১০) এবং আমি যাহা তোমাদিগকে দান করিয়াছি, তাহা হইতে ব্যয় কর মৃত্যু আসার

أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ

আহাদাকুমুল্ মাউতু ফাইয়াকূলা রাব্বি লাউলা আখ্‌খারতানী ইলা আজালিন্

ও এ কথা বলার পূর্বে—হে আল্লাহ, আমাকে দুনিয়াতে আরও দিন কতক কেন বিলম্ব করাইলে না—

قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ ١١- وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ

কারীব, ফা আছ্‌ছাদ্দাকা ওয়াকুম্ মিনাছ্ ছা-লিহীন। ১১। ওয়া লাঁই ইউওয়াখ্‌খিরাল্লা-হু

তাহা হইলে আমি দান-খয়রাত করিয়া নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম। (১১) কিন্তু আল্লাহ কাহাকেও বিলম্ব করান না,

---

نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ط وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ع ۝ ع

নাফ্‌ছান্ ইজা জ্বা-আ আজালুহা, ওয়াল্লা-হু খাবীরুম্ বিমা তা'মালুন। ع

যখন তাহার মেয়াদ আগত হয়, বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন।

ع ২ ২ রুকু

ছুরা তাগা-বুন ইহা মদীনায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌ রাহ্‌মা-নির্‌ রাহীম্‌। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ১৮ আয়াত এবং ২ রুকু।

١- يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ج لَهُ الْمُلْكُ

১। ইউছাব্বিহু লিল্লা-হি মা ফিছ্‌ ছামা-ওয়া-তি ওয়ামা ফিল্‌ আর্‌দ্বি, লাহুল্‌ মুল্‌কু

(১) আসমান-জমীনের সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁহারই রাজত্ব

وَلَهُ الْحَمْدُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ٥ ٢- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ

ওয়া লাহুল্‌ হাম্‌দু ওয়াহুওয়া আ'লা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর। ২। হুওয়াল্লাজী খালাক্বাকুম্‌

তাঁহারই প্রশংসা এবং তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান। (২) তিনিই হইতেছেন যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন

فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٥

ফামিন্‌কুম্‌ কা-ফিরুউ ওয়া মিন্‌কুম্‌ মু'মিনু, ওয়াল্লা-হু বিমা তা'মালূনা বাছীর।

তোমাদের কেহ হইতেছে কাফের কেহ মু'মিন ; আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী ভালভাবে দেখিতেছেন।

٣- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ

৩। খালাক্বাছ্‌ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্‌ আর্‌দ্বা বিল্‌ হাক্‌ক্বি ওয়া ছাওয়ারাকুম্‌ ফা-আহ্‌ছানা

(৩) তিনি আসমান জমীনকে ঠিকভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাদিগকে রূপদান করিয়াছেন এবং সুশোভিত করিয়াছেন

صُوَرَكُمْ ج وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ٥ ٤- يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

ছুওয়ারাকুম্‌, ওয়া ইলাইহিল্‌ মাছীর। ৪। ইয়া'লামু মা ফিছ্‌ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্‌ আর্‌দ্বি

তোমাদের আকৃতিসমূহকে আর তাঁহারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। ৪) তিনি আসমান-জমীনের সবকিছুই জানেন

وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ

ওয়া ইয়া'লামু মা তুছিরূনা ওয়ামা তু'লিনুন ; ওয়াল্লা-হু আ'লীমুম্‌

এবং যাহা কিছু তোমরা গোপন কর বা প্রকাশ কর, তাহাও তিনি জানেন এবং তিনি জ্ঞাত আছেন

بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ ٥ - أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ

বিজা-তিছ্ ছুদুর। ৫। আলাম্ ইয়া'তিকুম্ নাবাউল্লাজীনা কাফারূ মিন্ ক্বাব্লু

মনের ভিতরকার বিষয়ও। (৫) হে তাহাদের খবর কি তোমাদের কাছে পৌছান নাই, যাহারা ইতিপূর্বে কুফরী করিয়াছিল,

فَذَاقُوْا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ۝ ٦ - ذٰلِكَ بِأَنَّهٗ

ফাজা-কূ ওয়াবা-লা আম্রিহিম্ ওয়ালাহুম্ আ'জাবুন্ আলীম। ৬। জা-লিকা বিআন্নাহু

পরে স্বীয় কার্যের কুফল ভোগ করিয়াছে এবং আখেরাতেও তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত আছে কঠোর সাজা। (৬) তাহা এজন্য যে,

كَانَتْ تَّأْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا أَبَشَرٌ

কা-নাৎ তা'তীহিম্ রুছুলুহুম্ বিল্ বাইয়্যিনা-তি ফাক্বা-লূ আবাশারুই

রাসূলগণ তাহাদের কাছে দলীলসহ আগমন করিলে তাহারা বলিত, আমাদিগকে কি একটি মানব

يَّهْدُوْنَنَا ۡ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝

ইয়াহ্দুনানা, ফাকাফারূ ওয়াতাওয়াল্লাউ ওয়াছ্তাগ্ব্নাল্লা-হ ; ওয়াল্লা-হু গ্বানীয়্যুন্ হামীদ।

হেদায়েত করিবে? মোটের উপর তাহারা কাফের হইল, বিমুখ হইল এবং আল্লাহ তাহাদের হইতে বেপরওয়া হইলেন—আল্লাহ বে-মোহতাজ ও প্রশংসনীয়।

٧ - زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا أَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ

৭। যাআ'মাল্লাজীনা কাফারূ আল্লাঁই ইউব্আ'ছু, কুল্ বালা ওয়া রাব্বী লাতুব্ আ'ছুন্না

(৭) কাফেরগণ দাবী করে যে, তাহারা কখনও পুনরায় উত্থিত হইবে না, তাহাদিগকে বলিয়া দাও, হাঁ, কসম খোদার, নিশ্চয় তোমরা পুনরায় উত্থাপিত হইবে,

ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ط وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

ছুম্মা লাতুনাব্বাউন্না বিমা আ'মিল্তুম ; ওয়া জা-লিকা আ'লাল্লা-হি ইয়াছীর।

অতঃপর তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে খবর প্রদত্ত হইবে আর ইহা আল্লাহর পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

٨ - فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ أَنْزَلْنَا ط وَاللّٰهُ بِمَا

৮। ফাআ-মিনু বিল্লা-হি ওয়া রাছুলিহী ওয়ান্নুরিল্লাজী আন্যাল্না ; ওয়াল্লা-হু বিমা

(৮) অতএব আল্লাহর উপর, তাঁহার রাসূলের উপর এবং আমি যে নূর অবতীর্ণ করিয়াছি তাহার উপর ঈমান আনয়ন কর ; আল্লাহ

تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ٥ ٩ - يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ

তা-মালুনা খাবীর। ৯। ইয়াউমা ইয়াজ্‌মায়ু'কুম্ লিইয়াউমিল্ জ্বাম্‌ই' জা-লিকা

তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশেষভাবে খবর রাখেন। (৯) স্মরণ কর যখন তোমাদিগকে সম্মিলিত করিবেন সম্মিলন-দিন, উহা হইতেছে

يَوْمُ التَّغَابُنِ ط وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا

ইয়াউমুত্তাগ্বা-বুন্; ওয়া মা'ই ইউমিম্ বিল্লা-হি ওয়া ইয়া'মাল্ ছালিহাই

লাভ-লোকসানের দিন, যে আল্লাহর উপর আস্থা রাখে এবং সৎকাজ করে,

يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ

ইউকাফ্‌ফির্ আ'ন্‌হু ছাইয়্যিআ-তিহী ওয়া ইউদ্‌খিল্‌হু জ্বান্না-তিন্ তাজ্বরী মিন্

আল্লাহ তাহার গোনাহসমূহ তখন মাফ করিয়া দিবেন আর তাহাকে এমন বাগানে প্রবেশ করাইবেন, প্রবাহিত হয়

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ٥

তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু খা-লিদীনা ফীহা আবাদ্বা; জা-লিকাল্ ফ.উযুল্ আ'জীম।

যাহার তলদিয়া ঝরণাসমূহ, তাহারা উহাতে চিরকাল অবস্থান করিবে; ইহা হইতেছে বিরাট সাফল্য।

١٠ - وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ

১০। ওয়াল্লাজীনা কাফারূ ওয়া কাজ্‌জ্বাবু বিআ-য়া-তিনা উলা-ইকা আছ্‌হা-বুন্না-রি

(১০) এবং যাহারা কুফরী করে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া আরোপিত করে, তাহারা হইতেছে দোজখের বাসিন্দা—

ع ١/١ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ع ١١ - مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا

খা-লিদীনা ফীহা; ওয়াবি'ছাল্ মাছীর। ع ১১। মা আছা-বা মিম্ মুছীবাতিন্ ইল্লা

রুকু তাহারা উহাতে চিরকাল অবস্থান করিবে আর উহা হইতেছে জঘন্য স্থান। (১১) কোন বিপদ আসে না

(১১) যদি কাহারও কোন প্রকার মছিবত দেখা দেয়, অতঃপর সে মনে করে যে, উহা আল্লাহ তাআলার হুকুমেই হইয়াছে এবং আল্লাহ তাআলা আমার তকদীরে উহা লিখিয়া রাখিয়াছেন। এবং সে আল্লাহর নির্দেশের উপরই সর্বতোভাবে নির্ভর করে, তাহা হইলে তাহার এই ধৈর্য ও নির্ভরশীলতার জন্য আল্লাহ তাহার অন্তরে হেদায়েত এবং সত্য একীন প্রদান করেন। আবার কখনও কখনও এমন হইতেও দেখা যায় যে, যে জিনিস আল্লাহ তাআলা বান্দাদের নিকট হইতে লইয়াছেন, ইহার বদলে তাহাকে সম পরিমাণ কিংবা ইহা হইতে উত্তম জিনিস প্রদান করিয়া থাকেন। (ইব্‌নে কাছির)

بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ

বি ইজ্‌নিল্লা-হ ; ওয়া মাঁই ইউমিম্ বিল্লা-হি ইয়াহ্‌দি ক্বাল্‌বাহ ; ওয়াল্লা-হু বিকুল্লি

আল্লাহর হুকুম ব্যতীত, যে আল্লাহর উপর আস্থা রাখে, আল্লাহ তাহার অন্তরকে সুপথে চালিত করেন, আল্লাহ

شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○ ١٢ - وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ج فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا

শাইইন্ আ'লীম। ১২। ওয়া আত্বীউ'ল্লা-হা ওয়া আত্বীউ'র্ রাছূলা, ফাইন্ তাওয়াল্লাইতুম্ ফাইন্নামা

সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ। (১২) এবং আল্লাহর কথা ও রাসূলের কথা মানিয়া চল ; যদি তোমরা বিমুখ হও তবে

عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○ ١٣ - اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط

আ'লা রাছূলিনাল্ বালা-গ্বুল্ মুবীন। ১৩। আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা-হু ;

আমার রাসূলের কর্তব্য হইতেছে শুধু সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা। (১৩, মনে রাখ আল্লাহ ব্যতীত এবাদতের যোগ্য আর কেহ নাই ;

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ ١٤ - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

ওয়া আ'লাল্লাহি ফাল্ ইয়া তাওয়াকালিল্ মু'মিনুন। ১৪। ইয়া আইয়্যুহাল্ লাজীনা

অতএব আল্লাহরই উপর মু'মিনগণ ভরসা করুক। (১৪) হে মু'মিনগণ,

اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ج

আ-মানূ ইন্না মিন্ আয্‌ওয়া জ্বিকুম্ ওয়া আউলা-দুকুম্ আদুয়্যাল্ লাকুম্ ফাহ্‌জারূহুম ;

তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান হইতেছে তোমাদের শত্রু ; অতএব তাহাদের হইতে সাবধান থাক ;

وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ ١٥ - اِنَّمَآ

ওয়া ইন্ তা'ফু ওয়া তাছ্‌ফাহু ওয়া তাগ্ব্‌ফিরূ ফাইন্নাল্লা-হা গ্বাফূরুর্ রাহীম। ১৫। ইন্নামা

যদি তাহাদিগকে মাফ কর, উপেক্ষা কর ; আর ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (১৫) নিশ্চয়ই

اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

আম্‌ওয়ালুকুম্ ওয়া আউলা-দুকুম্ ফিৎনাহ ; ওয়াল্লা-হু ই'ন্দাহু আজ্বরুন্ আ'জীম।

তোমাদের মাল ও আওলাদ পরীক্ষা বিশেষ ; আল্লাহর নিকট আছে বিরাট পুরস্কার।

١٦- فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ط

১৬। ফাত্তাকুল্লাহা মাছ্‌তাত্বা'তুম্ ওয়াছ্‌মাউ' ওয়া আত্বীউ' ওয়া আন্‌ফিকু খাইরাল্ লি আন্‌ফুছিকুম ;

(১৬) অতএব আল্লাহকে যথাসম্ভব ভয় কর ; আল্লাহর কথা শ্রবণ কর ও মানিয়া চল এবং ব্যয় কর আপন হিতার্থে।

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٥

ওয়া মাঁই ইউকা শুহ্‌হা নাফ্‌ছিহী ফা উলা-ইকা হুমুল্ মুফ্‌লিহূন।

আর যাহারা প্রলোভন হইতে সংযত থাকিবে তাহারাই হইতেছে মুক্তিপ্রাপ্ত।

١٧- اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط

১৭। ইন্ তুক্‌রিদুল্লাহা কার্‌দ্বান্ হাছানাঁই ইউদ্বা-ই'ফ্‌হু লাকুম্ ওয়া ইয়াগ্‌ফির্ লাকুম্ ;

(১৭) যদি আল্লাহকে ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য উহাকে বৃদ্ধি করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা

وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ لا ١٨- عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ع

ওয়াল্লাহু শাকূরুন্ হালীম। ১৮। আ'-লিমুল্ গ্বাইবি ওয়াশ্‌শা-হাদাতিল্ আযীযুল্ হাকীম। ع

করিবেন বস্তুতঃ আল্লাহ্ অত্যন্ত মানজ্ঞ ও ধৈর্যশীল। (১৮) তিনি গোপন ও প্রকাশজ্ঞ, জবরদস্ত ও সুকৌশলী।

ع ২ — ২ রুকু

ছুরা ত্বালাক্ ইহা মদীনায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম। অতি দয়ালু পরম কৃপালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ১২ আয়াত এবং ২ রুকু

١- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ

১। ইয়া-আইয়্যুহান্নাবীইয়্যু ইজা-ত্বাল্লাক্‌তুমুন্নিছা-আ ফাত্বাল্লিকূহুন্না

(১) হে নবীর উম্মতগণ! যখন তোমরা আপন স্ত্রীকে তালাক দিতে চাও, তবে তালাক দাও।

لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ج لَا تُخْرِجُوْهُنَّ

লি ই'দ্দাতিহিন্না ওয়া আহ্‌ছুল্ ই'দ্দাহ, ওয়াত্তাকুল্লাহা রাব্বাকুম, লা তুখ্‌রিজূহুন্না

ইদ্দতকালের পূর্বে এবং ইদ্দতকে স্মরণ রাখ ; এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর ; তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিও না

مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ

মিম্ বুইউতিহিন্না ওয়ালা ইয়াখ্‌রুজ্‌না ইল্লা আঁই ইয়া'তীনা বিফা-হিশাতিম্‌

তাহাদের গৃহ হইতে, তাহারা নিজেরাও বাহির না হউক ; কিন্তু যদি প্রকাশ্য কুকর্মে লিপ্ত হয় ;

مُبَيِّنَةٍ ط وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ط وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

মুবাইয়্যানাহ্‌ ; ওয়া তিল্‌কা হুদুহুল্লাহ ; ওয়া মাঁই ইয়াতাআ'দ্দা হুদুদাল্লাহি

ইহা আল্লাহর সীমানা এবং যে আল্লাহর সীমানা লঙ্ঘন করে

فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ

ফাক্বাদ্ জালামা নাফ্‌ছাহ্ ; লা তাদ্‌রী লাআ'ল্লাল্লাহা ইউহ্‌দিছু বা'দা জা-লিকা

সে নিজের উপর জুলুম করে, কেননা এখন তুমি জানিতেছ না, হয়ত অতঃপর আল্লাহ পয়দা করিয়া দিবেন

أَمْرًا ○ ٢- فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

আম্‌রা। ২। ফা ইজা বালাগ্‌না আজ্বালাহুন্না ফা আম্‌ছিকূহুন্না বিমা'রূফিন্‌ আউ

কোন নূতন ভাব। (২) অতঃপর যখন তাহারা ইদ্দত প্রায় শেষ করিবে তখন হয় তাহাদিগকে শরীয়ত মত রাখিয়া দাও অথবা

فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا

ফা-রিকূহুন্না বিমা'রূফিঁউ ওয়া আশ্‌হিদু জাওয়াই আদ্‌লিম্ মিন্‌কুম্ ওয়া আক্বীমুশ্‌

শরীয়ত মত বিদায় করিয়া দাও এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুই জন ন্যায় পরায়ণ লোককে সাক্ষী করিয়া লও, হে সাক্ষীগণ তোমরা সাক্ষ্যদান কর

الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ط ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

শাহা-দাতা লিল্লাহ ; জা-লিকুম্ ইউআ'জু বিহী মান্ কা-না ইউ'মিনু বিল্লাহি

আল্লাহর জন্য ; ইহার দ্বারা উপদেশ দেওয়া যাইতেছে আল্লাহর উপর এবং আখেরাতের উপর

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ○

ওয়াল্ ইয়াউমিল্ আ-খির ; ওয়া মাঁই ইয়াত্তাক্বিল্লাহা ইয়াজ্ব্‌আ'ল্ লাহু মাখ্‌রাজ্বা।

আস্থাশীলগণকে ; এবং যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য পথ করিয়া দিবেন।

٣- وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

৩। ওয়া ইয়ার্‌যুক্‌হু মিন্‌ হাইছু লা-ইয়াহ্‌তাছিব ; ওয়া মা'ই ইয়াতাওয়াক্কাল্‌ আ'লাল্লাহি

(৩) এবং তাহাকে কল্পনাতীত স্থান হইতে রুজী দান করিবেন ; যে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল,

فَهُوَ حَسْبُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ط قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ

ফা হুওয়া হাছ্‌বুহ ; ইন্নাল্লাহা বা-লিগু আম্‌রিহ ; ক্বাদ্‌ জ্বাআ'লাল্লাহু লিকুল্লি

আল্লাহই তাহার জন্য যথেষ্ট ; নিশ্চয় আল্লাহ আপন কাজ সম্পন্নকারী ; তবে তাহার জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে, আল্লাহ করিয়া রাখিয়াছেন সব

شَيْءٍ قَدْرًا ٥ ٤- وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ

শায়্যিন্‌ ক্বাদ্‌রা। ৪। ওয়াল্‌ লা-য়ী ইয়াইছ্‌না মিনাল্‌ মাহীদ্বি মিন্‌ নিছা-ইকুম্‌

কিছুর জন্য এক নির্দিষ্ট পরিমাণ। ৪) তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে যাহারা হায়েজ হইতে নিরাশ হইয়াছে,

اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ

ইনির্‌তাব্‌তুম্‌ ফাই'দ্দাতুহুন্না ছালা-ছাতু আশ্‌হুরিঁউ ওয়াল্লা-য়ী লাম্‌

যদি তাহাদেরকে তোমরা সন্দেহ পোষণ কর, তবে তাহাদের ইদ্দত হইতেছে তিন মাস আর তাহাদেরও

يَحِضْنَ ط وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ط

ইয়াহিদ্বন্‌ ; ওয়া উলা-তুল্‌ আহ্‌মা-লি আজ্বালুহুন্না আঁই ইয়াদ্বা'না হাম্‌লাহুন্না ;

যাহাদের হায়েজ এখনও হয় নাই। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দত হইতেছে সন্তান প্রসব পর্য্যন্ত ;

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ٥ ٥- ذٰلِكَ

ওয়া মা'ই ইয়াত্তাক্বিল্লাহা ইয়াজ্‌আ'ল্‌লাহু মিন্‌ আম্‌রিহী ইউছ্‌রা। ৫। জা-লিকা

এবং যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাহার জন্য তাহার সব কাজ সহজ করিয়া দেন। (৫) ইহা

اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ط وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ

আম্‌রুল্লাহি আন্‌যালাহূ ইলাইকুম ; ওয়া মা'ই ইয়াত্তাকিল্লাহা ইউকাফ্‌ফির্‌

আল্লাহর হুকুম, আল্লাহ ইহাকে তোমাদের প্রতি নাজিল করিয়াছেন এবং যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ মুছিয়া দিবেন তাহার আমলনামা হইতে তাহার

عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ○ ٦- اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ

আ'নহু ছায়্যিআ-তিহী ওয়া ইউ'জিম্ লাহূ আজ্‌রা। ৬। আছ্‌কিনূহুন্না মিন্

গোনাহসমূহ এবং তাহার পুরস্কারকে তাহার জন্য বর্ধিত করিয়া দেন। (৬) তাহাদিগকে থাকিবার স্থান দাও

حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ط

হাইছু ছাকানতুম্ মিঁউ ওয়াজ্‌দিকুম্ ওয়ালা-তুদ্বা-র্‌রূহুন্না লিতুদ্বায়্যিক্ব্ আ'লাইহিন্না ;

যেখানে তোমরা থাক স্বীয় অবস্থা অনুযায়ী, তাহাদিগকে সঙ্কুচিত করিবার জন্য তাহাদের প্রতি অশান্তি সৃষ্টি করিও না ;

وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ج

ওয়া ইন্ কুন্না উলা-তি হাম্‌লিন্ ফাআন্‌ফিক্ব্ আ'লাইহিন্না হাত্তা ইয়াদ্বা'না হাম্‌লাহুন্না

যদি তালাক-প্রদত্ত স্ত্রী গর্ভবতী হয়, তাহাদের খরচ বহন কর, যতদিন সন্তান প্রসব না করে,

---

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ج وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ج

ফা ইন্ আর্‌দ্বা'না লাকুম্ ফাআ-তুহুন্না উজূ্‌রাহুন্না, ওয়া'তামিরূ বাইনাকুম্ বিমা'রূফ,

যদি তোমাদের জন্য সন্তানকে দুগ্ধ পান করায়, তবে তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য প্রদান কর এবং সহানুভূতির সহিত পরস্পর বুঝাপড়া করিয়া লও,

---

وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى ○ ٧- لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ

ওয়া ইন্ তাআ'-ছার্‌তুম্ ফাছাতুর্‌দ্বিউ' লাহূ উখ্‌রা। ৭। লি ইউন্‌ফিক্ জূ ছাআ'তিম্

এবং যদি তোমরা দর কষাকষি কর তবে অপর কোন দাই তাহাকে দুধ পান করাইবেই। (৭) স্বচ্ছল লোকদের কর্তব্য সন্তানের জন্য খরচ করা

مِّنْ سَعَتِهٖ ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ

মিন্ ছাআ'তিহ্ ; ওয়া মান্ ক্বুদিরা আ'লাইহি রিয্‌ক্বুহূ ফাল্ ইউন্‌ফিক্ মিম্মা

স্বীয় অবস্থা অনুযায়ী এবং যাহার অবস্থা অস্বচ্ছল, তাহারাও সন্তানের জন্য খরচ করা উচিত

اٰتٰىهُ اللّٰهُ ط لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ط

আ-তা-হুল্লাহ ; লা-ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফ্‌ছান্ ইল্লা মা আ-তা-হা ;

আল্লাহ্ তাহাকে যে পরিমাণ দান করিয়াছেন তদনুযায়ী, এই তারতম্য এইজন্ত যে, আল্লাহ কাহাকেও কোন হুকুম পালনে কষ্ট দেন না, কিন্তু তাহাকে যাহা দান করিয়াছেন তৎসম্পর্কে ;

ع ১ — ১ রুকু

سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ع ٨- وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ

ছাইয়াজ্‌আ'লুল্লা'হা বা'দা উ'ছরি'ই ইউছ্‌রা। ৪ ৮। ওয়া কাআয়্যিম্ মিন্ কার্‌ইয়াতিন্

অস্বচ্ছলতার পর আল্লাহ সত্বরই স্বচ্ছল করিয়া দিবেন। (৮) অনেক পল্লীবাসী

عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا

আ'তাৎ আ'ন্ আম্‌রি রাব্বিহা ওয়া রুছুলিহী ফাহা ছাবনা-হা হিছা-বান শাদীদাঁউ

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের হুকুম হইতে উদ্ধত প্রকাশ করিয়াছিল, ফলে আমরা কঠোরভাবে হিসাব করিয়াছি

وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ٩- فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ

ওয়া আজ্জাব্‌না-হা আজা-বা-ন্ নুক্‌রা। ৯। ফাজা-ক্বাৎ ওয়া বা-লা আম্‌রিহা ওয়া কা-না

এবং তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিয়াছি। (৯) ফলে তাহারা স্বীয় কাজের সাজা ভোগ করিয়াছে এবং

عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ١٠- اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا لا

আ'-ক্বিবাতু আম্‌রিহা খুছ্‌রা। ১০। আআ দ্দাল্লাহু লাহুম্ আজা-বান শাদীদান্

তাহাদের কাজের পরিণতি অনিষ্টই হইয়াছে। (১০) তাহাদের আখেরাতের জন্য আল্লাহ কঠোর শাস্তি তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ ج صلے الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ

ফাত্তাকূল্লাহা ইয়া উলিল্ আল্‌বা-ব, আল্লাজীনা আ-মানূ, ক্বাদ্ আন্‌যালাল্লাহু

হে জ্ঞানী মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর ; আল্লাহ অবতীর্ণ করিয়াছেন তোমাদের কাছে

اِلَيْكُمْ ذِكْرًا لا ١١- رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ

ইলাইকুম্ জিক্‌রা। ১১। রাছূলাই ইয়াৎলু আ'লাইকুম্ আ-ইয়া-তিল্লাহি মুবায়্যিনা-তিল্

এমন এক নসীহতনামা। (১১) এমন এক রাসূল, যিনি আল্লাহর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে পাঠ করেন

لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ

লিইউখ্‌রিজাল্ লাজীনা আ-মানূ ওয়া আ'মিলুছ্‌ছা-লিহা-তি মিনাজ্‌ জুলুমা-তি

মু'মিন ও নেককারগণকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আনিবার জন্য

اِلَى النُّوْرِ ط وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ

ইলান্নূর্ ; ওয়া মাঁই ইউ'মিম্ বিল্লাহি ওয়া ইয়া'মাল্ ছা-লিহাঁই ইউদ্‌খিল্‌হু
আলোর দিকে ; যে আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে এবং সৎকাজ করে, তাহাকে প্রবেশ করাইবেন

جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط

জ্বান্না-তিন্ জাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু খা-লিদীনা ফীহা-আবাদা ;
এমন সব বাগানে, যাহার নীচ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হয়, তাহারা উহাতে একটানাভাবে অনন্তকাল অবস্থান করিবে ;

قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ۞ ١٢- اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ

ক্বাদ্ আহ্‌ছানাল্লাহু লাহূ রিয্‌ক্বা। ১২। আল্লাহুল্লাজী খালাকা ছাব্‌আ' ছামা-ওয়া-তিঁউ
আল্লাহ তাহার জন্য উত্তম রিজিকেরও বন্দোবস্ত করিবেন। (১২) আল্লাহ হইতেছেন, যিনি সাত আসমান পয়দা করিয়াছেন

وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ط يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا

ওয়া মিনাল্ আর্‌দ্বি মিছ্‌লাহুন্না ; ইয়াতানায্‌যালুল্ আম্‌রু বাইনাহুন্না লিতা'লামূ
এবং তদনুরূপ জমীনও, ইহাদের উপর আল্লাহর হুকুম অবতীর্ণ হয় এই জন্য যে, তোমরা যেন জ্ঞাত হও

اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لا وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ

আন্নাল্লাহা আ'লা কুল্লি শায়্যিন্ ক্বাদীরুঁউ ওয়া আন্নাল্লাহা ক্বাদ্ আহা-ত্বা বিকুল্লি
আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও আল্লাহ সকল বস্তু আপন

شَىْءٍ عِلْمًا ع ۞

শায়্যিন্ ই'ল্‌মা। ৠ

জ্ঞানশক্তিতে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন।

২ — ২ রুকূ

ছুরা তাহ্‌রীম্ ইহা মদীনায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম্। অতি দয়াময় পরম কৃপালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ১২ আয়াত এবং ২ রুকু

١- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ج تَبْتَغِيْ

১। ইয়া-আইয়্যুহান্নাবীয়্যু লিমা তুহার্‌রিমু মা-আহাল্লাল্লাহু লাকা, তাব্‌তাগী

(১) হে নবী! কেন তুমি হারাম করিতেছ যাহা তোমার জন্য আল্লাহ হালাল করিয়াছেন,

مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ ٢- قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ

মার্‌দ্বা-তা আয্‌ওয়াজ্বিক ; ওয়াল্লাহু গ্বাফূরুর্ রাহীম। ২। ক্বাদ্ ফারাদ্বাল্লাহু লাকুম্

আপন স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি চাহিয়া ; এবং আল্লাহ হইতেছেন ক্ষমাশীল দয়াময়। ২) তাই আল্লাহ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তোমাদের জন্য

تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ج وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ط وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

তাহিল্লাতা আইমা-নিকুম, ওয়াল্লাহু মাউলা-কুম্ ওয়া হুওয়াল্ আ'লীমুল্ হাকীম।

কসমের উন্মোচনী এবং আল্লাহ হইতেছেন তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও সুকৌশলী।

٣- وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ج فَلَمَّا نَبَّاَتْ

৩। ওয়া ইজ্ আছার্‌রান্নাবীইয়্যু ইলা বা'দ্বি আয্‌ওয়াজ্বিহী হাদীছা, ফালাম্মা নাব্বাআৎ

(৩) এবং যখন নবী কোন বিবির কাছে গোপনে কোন একটি কথা বলিয়াছিলেন এবং সেই বিবি যখন তাহা জানাইয়া দিল,

(৩) বুখারী শরীফে ও মুসলেম শরীফে হজরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্ত্রী জয়নব বিন্‌তে জাহাশের গৃহে অধিকক্ষণ অবস্থান করিতেন এবং সেখানে তিনি 'মধু' পান করিতেন। হজরত আয়েশা (রাঃ বলেন যে, আমি এবং আমার সতীন 'হাফছা' এই পরামর্শ করিলাম যে, জয়নবের গৃহ হইতে আমাদের কাহারও গৃহে মহানবী (সঃ) আসিলে আমরা বলিব যে, "আপনায় পবিত্র মুখ হইতে মাগাফির ফুলের গন্ধ আসিতেছে।" অতঃপর মহানবী কাহারও গৃহে আগমন করিলে তিনি তদ্রূপ বাক্যই বলিলেন। ফলে মহানবী (সঃ) বলিলেন যে, আমি ত জয়নবের গৃহে মধু পান করিয়াছি মাত্র। অতঃপর তিনি শপথ করিলেন যে, আমি মধু পান করিব না। কিন্তু এই কথা যেন কাহাকেও জানানো না হয়। কিন্তু বিবিগণ তাহা প্রকাশ করিয়া দিলেন, আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন এবং মহানবী (সঃ)-কে কছম ভঙ্গ করিবার নির্দেশ দেন। (জামেউল বয়ান)

بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ج

বিহী ওয়া আজ্‌হারাহুল্লাহু আ'লাইহি আ'র্‌রাফা বা'দ্বাহু ওয়া আ'রাদ্বা আ'ম্ বা'দ্ব,

এবং আল্লাহ তাহা নবীর নিকট ব্যক্ত করিয়া দিলেন, তাহার কতক ব্যক্ত করিল ও কতক অব্যক্ত রাখিল,

فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاَكَ هٰذَا ط قَالَ نَبَّاَنِیَ

ফালাম্মা নাব্বাআহা বিহী ক্বা-লাৎ মান্ আম্‌বাআকা হা-জা ; ক্বা-লা নাব্বাআনিইয়াল্

যখন নবী বিবিকে জানাইলেন, বিবি বলিল কে আপনাকে ইহা জানাইয়াছেন ? নবী বলিলেন আমাকে

الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ٥ ٤- اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ج

আ'লীমুল্ খাবীর। ৪। ইন্ তাতুবা ইলাল্লাহি ফাকাদ্ ছাগ্বাৎ ক্বুলূবুকুমা,

জানাইয়াছেন যিনি সর্বজ্ঞানী ও সব জানেন। (৪) যদি তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর তোমাদের পক্ষে মঙ্গল, কারণ তোমাদের অন্তর মন্দের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে

وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيْلُ

ওয়া ইন্ তাজা-হারা আ'লাইহি ফাইন্নাল্লাহা হুওয়া মাউলা-হু ওয়া জ্বিব্‌রীলু

এবং যদি নবীর বিরোধিতায় রত থাক, তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ জিব্রাঈল ও নেক মু'মিনগণ তাহাদের সহায়ক আছেন,

وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ج وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ٥

ওয়া ছা-লিহুল্ মু'মিনীন, ওয়াল্ মালা-ইকাতু বা'দা জা-লিকা জাহীর।

এতদ্ব্যতীত ফেরেশ্‌তাগণও তাহার সহায়ক।

٥- عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ

৫। আ'ছা-রাব্বুহূ ইন্ ত্বাল্লাকাকুন্না আঁাই ইউব্‌দিলাহূ আয্‌ওয়াজ্বান্ খাইরাম্ মিন্‌কুন্না

(৫) যদি নবী তোমাদিগকে তালাক দেয়, অতি সত্বর তাহার রব তোমাদের বদলে তাহাকে দান করিবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম নারী—

مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ

মুছ্‌লিমা-তিম্ মু'মিনা-তিন্ ক্বা-নিতা-তিন্ তা-ইবা-তিন্ আ'-বিদা-তিন্

মুসলমান, মু'মিন, অনুগত, তাওবাকারিণী, এবাদতকারিণী

سَٰٓئِحَٰتٍ ثَيِّبَٰتٍ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

ছা-য়িহা-তিন্ ছাইয়্যিবা-তিঁউ ওয়া আব্‌কা-রা। ৬। ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানূ

রোজাদার—বিধবা ও কুমারী। (৬) হে মু'মিনগণ,

قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ

ক্বূআন্‌ফুছাকুম্ ওয়া আহ্‌লীকুম্ নারাঁউ ওয়া ক্বূদুহান্না-ছু ওয়াল্ হিজা-রাতু

তোমাদের নিজকে ও পরিবারবর্গকে বাঁচাও এমন আগুন হইতে যার ইন্ধন হইতেছে মানব ও পাথর

عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ

আ'লাইহা মালা-ইকাতুন্ গ্বিলা-জুন্ শিদা-দুল্ লা ইয়া'ছূনাল্লাহা মা

যার উপর নির্মম ও কঠোর ফেরেশ্‌তাগণ রহিয়াছে, যাহারা অমান্য করে না

أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟

আমারাহুম্ ওয়া ইয়াফ্‌আ'লূনা মা ইউ'মারূন। ৭। ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা কাফারূ

আল্লাহর কোন হুকুম ; তাহারা পালন করে যা কিছু আদিষ্ট হয়। (৭) হে কাফেরগণ,

ع ১ | ১ রুকু

لَا تَعْتَذِرُوا۟ ٱلْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ ع

লা তা'তাজিরুল্ ইয়াউমা ; ইন্নামা তুজ্‌যাউনা মা কুন্তুম্ তা'মালূন। ع

আজ আপত্তি দর্শাইও না ; কারণ তোমরা শুধু স্বীয় কার্যকলাপেরই ফল ভোগ করিতেছ।

٨ - يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ط

৮। ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানূ তূ-বূ ইলাল্লা-হি তাউবাতান্ নাছূহা ;

(৮) হে মু'মিনগণ, আল্লাহর নিকট তওবা কর—প্রকৃত তওবা ;

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ

আ'ছা রাব্বুকুম্ আঁই ইউকাফ্‌ফিরা আ'নকুম্ ছাইয়্যিআতিকুম্ ওয়া ইউদ্‌খিলাকুম্

তবে নিশ্চয়ই তোমাদের রব তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে প্রবেশ করাইবেন

جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لا يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ

জ্বান্না-তিন্ তাজ্ব্রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু ইয়াউমা লা ইউখ্যিল্লা-হুন্নাবীয়্যা

এমন বাগানের মধ্যে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হয়; ইহা সেদিন ঘটিবে যেদিন আল্লাহ লজ্জিত করিবেন না নবী

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ج نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ

ওয়াল্লাজীনা আ-মানু মাআ'হু, নূরুহুম্ ইয়াছ্আ' বাইনা আইদীহিম্ ওয়াবি আইমানিহিম্

ও তাহারা সঙ্গী মুসলমানগণকে; তাহাদের নূর তাহাদের সম্মুখে ও ডানে দৌড়াইতে থাকিবে

يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ج اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ

ইয়াকূলূনা রাব্বানা আত্মিম্ লানা নূরানা ওয়াগ্ফির্ লানা, ইন্নাকা আ'লা কুল্লি

তারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের নূরকে আমাদের জন্য পূর্ণ কর আর আমাদিগকে মাফ কর, তুমি সব কিছুর উপরই

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٩ - يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ

শাইইন্ ক্বাদীর। ৯। ইয়া আইয়্যুহান্নাবীয়্যু জ্বা-হিদিল্ কুফ্ফা-রা

শক্তিমান। (৯) হে নবী, জেহাদ কর কাফের ও

وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ٥

ওয়াল্ মুনা-ফিক্বীনা ওয়াগ্লুজ্ আ'লাইহিম্; ওয়া মা'ওয়াহুম্ জ্বাহান্নাম্; ওয়া বি'ছাল্ মাছীর।

মোনাফেকদের বিরুদ্ধে এবং কঠোর হও তাহাদের উপর—তাহাদের ঠিকানা হইতেছে জাহান্নাম এবং উহা হইতেছে নিকৃষ্ট জায়গা।

١٠ - ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ط

১০। দ্বারাবাল্লা-হু মাছালাল্ লিল্ লাজীনা কাফারুম্ রায়াতা নূহিঁউ ওয়াম্রাআতা লূত্ব্;

(১০) আল্লাহ কাফেরদের শিক্ষার জন্য নূহ্ ও লূতের স্ত্রীর অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন;

كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ

কা-নাতা তাহ্তা আব্দাইনি মিন্ ই'বাদিনা ছা-লিহাইনি ফাখা-নাতা-হুমা ফালাম্

উহারা আমার দুইজন নেক বান্দার বিবাহাধীন থাকিয়া তাহাদের খেয়ানত করিল;

يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ○

ইউগ্‌নিয়া আ'নহুমা মিনাল্লা-হি শাইয়া'উ ওয়াক্বীলাদ্‌ খুলান্নারা মাআ'দ্‌ দা-খিলীন।

ফলে তাহা আল্লাহর মোকাবেলায় উহাদের কোন কাজেই আসিল না, বরং উহাদিগকে বলা হইল, অপর প্রবেশকারীদের সহিত তোমরাও দোজখের মধ্যে প্রবেশ কর।

١١ - وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ مِ اِذْ قَالَتْ

১১। ওয়া দ্বারাবাল্লা-হু মাছালাল্‌ লিল্লাজীনা আ-মানুম্‌ রায়াতা ফির্‌আ'উনা। ইজ্‌ক্বা-লাৎ

(১১) এবং আল্লাহ মু'মিনদের জন্য ফেরাউনের স্ত্রীর অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। যখন সে বলিল,

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ

রাব্বিব্‌নি লী ই'ন্দাকা বাইতান্‌ ফিল্‌ জান্নাতি ওয়া নাজ্জ্বিনী মিন্‌ ফির্‌আ'উনা

হে আল্লাহ তোমার কাছে আমার জন্য একটি ঘর বানাও আর আমাকে রক্ষা কর ফেরাউন ও তাহার

وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ لا ○ ١٢ - وَمَرْيَمَ ابْنَتَ

ওয়া আমালিহী ওয়া নাজ্জ্বিনী মিনাল্‌ কাউমিজ্‌ জা-লিমীন। ১২। ওয়া মার্‌ইয়ামাব্‌নাতা

কার্যকলাপ হইতে এবং রক্ষা কর এই অত্যাচারী সম্প্রদায় হইতে। (১২) এবং এমরান কন্যা মরিয়মের;

عِمْرٰنَ الَّتِيْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ

ই'ম্‌রা-নাল্লাতী আহ্‌ছানাৎ ফার্‌জ্বাহা ফানাফাখ্‌না ফীহি মির্‌রূহিনা ওয়া ছাদ্দাক্বাৎ

যে স্বীয় লজ্জাস্থানকে পবিত্র রাখিয়াছিল তৎপর আমারা আমাদের নিকটস্থ রূহকে ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম, এবং সে আস্থা স্থাপন করিয়াছিল

(১২) হজরত মরিয়মের উদরে হজরত ঈসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত মরিয়ম ছিলেন কুমারী। সুতরাং এই কুমারী কন্যার সন্তান ধারণের মূলে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কুদ্‌রতই কার্যকরী হইয়াছিল। ইহাতে মানুষের কোন হাত ছিল না। হজরত জিব্রাইলে আমীন বিবি মরিয়মের হাতে একটি ফুটন্ত ফুল প্রদান করিয়াছিলেন। বিবি মরিয়ম উক্ত ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করিলেন। ফলে আল্লাহর কুদরতে হজরত ঈসার (আঃ জন্ম হয়। হজরত মরিয়ম ছিলেন পুতঃ চরিত্রা ও আল্লাহর অঙ্গীকারকে রক্ষাকারী ও সৎস্বভাবের অধিকারিণী। আল্লাহ তাআলা হজরত আদমকে মাতাপিতা ছাড়াই পয়দা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু হজরত ঈসাকে পিতা ছাড়া শুধু মাতার উদরেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাতে আল্লাহ তাআলার কামেল কুদরতের নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাতে মানুষের একিন ও ঈমানে দৃঢ়তা সাধিত হয়। কিন্তু এই দুই ঘটনায় জন্মগ্রহণকে আল্লাহর কুদরত হিসাবেই মানিয়া লইতে হইবে। তাহা না হইলে কাফের হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং মুসলমানদিগকে সাবধানে পথ চলিতে হইবে।

বর্তমান যুগে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সমাজে কুমারী মেয়েদের সন্তান প্রসবের জন্য 'হাসপাতাল' খোলা হইয়াছে। তাহাদের নিকট কুমারীদের সন্তান দান জায়েজ আছে। নাউজু বিল্লাহ! আল্লাহ মুসলমান-দিগকে এই অভিশাপ হইতে রক্ষা করুন। (মানাফিউল কোরআন)

بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ع

বিকালিমা-তি রাব্বিহা ওয়া কুতুবিহী ওয়া কা-নাৎ মিনাল্ ক্বা-নিতীন। ع

আল্লাহর বাণী ও তাঁহার কিতাবসমূহের উপর এবং সে এবাদতকারীদের দলভুক্ত ছিল।

ع ২ — ২ রুকু

ছুরা মুল্‌ক্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রহীম। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৩০ আয়াত এবং ২ রুকু।

١ - تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۨ لا ۝

১। তাবা-রাকাল্লাজী বিইয়াদিহিল্ মুলকু, ওয়া হুওয়া আ'লা-কুল্লি শাইইন্ ক্বাদীর।

(১) অতি মহান তিনি, যাঁর হাতে সর্ববস্তুর অধিকার—তিনিই হইতেছেন সব কিছুর উপর শক্তিমান।

٢ - نِ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ

২। নিল্লাজী খালাক্বাল্ মাউতা ওয়াল্ হায়া-তা লিইয়াব্‌লুওয়া কুম্ আইয়্যুকুম আহ্‌ছানু

২) যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কে অধিক সৎকর্মশীল তাহা পরীক্ষা করার জন্য

عَمَلًا ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ لا ۝ ٣ - الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ

আ'মালা ; ওয়া হুওয়াল্ আযীযুল্ গ্বাফুর। ৩। আল্লাজী খালাক্বা ছাব্'আ' ছামা-ওয়া-তিন্

তিনি হইতেছেন জবরদস্ত ও ক্ষমাশীল। (৩ যিনি সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন ;

طِبَاقًا ط مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا

ত্বিবা-ক্বা ; মা তারা ফী খাল্‌ক্বির্ রাহ্‌মা-নি মিন্ তাফা-বুৎ ; ফার্‌জ্বিই'ল্ বাছারা

আল্লাহর সেই সৃষ্টিতে সাধারণতঃ তুমি কোন ত্রুটি দেখিতে পাও না এখন পুনঃ বিশেষভাবে সেদিকে চক্ষু ফিরাও,

هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝ ٤ - ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ

হাল্ তারা মিন্ ফুত্বুর। ৪। ছুম্মার্‌জ্বিই'ল্ বাছারা কার্‌রাতাইনি ইয়ান্‌ক্বালিব্

কোথাও কোন ছিদ্র দেখিতেছ কি ? (৪ আবার, দেখ কোথাও কোন ত্রুটি না পাইয়া ফিরিয়া আসিবে

اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝ ٥ - وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ

ইলাইকাল্ বাছারু খা-ছিআঁউ ওয়া হুওয়া হাছীর। ৫। ওয়া লাকাদ্ যাইয়্যান্নাছ্ছামা-আদ্

তোমার চক্ষু তোমার দিকে হীন ও অনুতপ্তভাবে। (৫) বস্তুতঃ আমি সুশোভিত করিয়াছি নিম্নস্তরের আসমানকে

الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا

দুন্ইয়া বিমাছা-বীহা ওয়া জ্বাআ'ল্না-হারুজ্বমাল্ লিশ্শাইয়াতীনি ওয়া আ'তাদ্না

চেরাগসমূহ দ্বারা এবং আমি উহাকে শয়তান-বিতাড়করূপে পরিণত করিয়াছি,আমি আরও প্রস্তুত রাখিয়াছি

لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝ ٦ - وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ط

লাহুম্ আ'জা-বাছ্ ছায়ীর। ৬। ওয়া লিল্লাজীনা কাফারু বিরাব্বিহিম্ আ'জা-বু জ্বাহান্নাম্;

তাহাদের জন্য দোজখের শাস্তি। (৬) যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের একত্বকে অস্বীকার করে, তাহাদের জন্যও দোজখের শাস্তি রহিয়াছে;

وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ ٧ - اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۝

ওয়া বি'ছাল্ মাছীর। ৭। ইজা উল্কূফীহা ছামিউ' লাহা শাহীকাঁউ ওয়া হিয়া তাফূর।

এবং উহা হইতেছে জঘন্য স্থল। (৭) তখন তাহারা উহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, উহার কত বিকট শব্দ শ্রবণ করিবে এবং উহা উথলিতে থাকিবে।

٨ - تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ط كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ

৮। তাকা-দু তামাইয়্যাযু মিনাল্ গ্বাইজ; কুল্লামা উল্কিয়া ফীহা ফাউজ্বুন্

(৮) ক্রোধে যেন উহার ফাটে ফাটে অবস্থা; যখনই একদল উহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে,

سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝ ٩ - قَالُوْا بَلٰى قَدْ

ছাআলাহুম্ খাযানাতুহা আলাম্ ইয়া'তিকুম্ নাজীর। ৯। ক্বা-লূ বালা ক্বাদ্

উহার রক্ষক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, ওহে, তোমাদের কাছে কি আল্লাহর ভয় প্রদর্শক কেহ আসেন নাই। (৯) তাহারা উত্তর দিবে, হাঁ

جَآءَنَا نَذِيْرٌ لا فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ

জ্বা-আনা নাজ্বীরুন্ ফাকাজ্জাব্না ওয়া ক্বুল্না মা নায্যালাল্লা-হু মিন্

বস্তুতঃ আমাদের কাছে একজন ভয়প্রদর্শক আসিয়াছিলেন; তখন আমরা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছি এবং আমরা বলিয়াছি—আল্লাহ নাজিল করেন নাই

شَيْءٍ ج صلے اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ٥ ١٠ - وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ

শাইয়্যিন, ইন্ আন্তুম্ ইল্লা ফী দ্বালা-লিন্ কাবীর। ১০। ওয়া ক্বা-লু লাউ কুন্না নাছ্‌মাউ'

কিছুই. তোমরাই মারাত্মক গোমরাহীতে পড়িয়া আছ। (১০) তাহারা আরও বলিবে, যদি আমরা শুনিতাম,

---

اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ٥ ١١ - فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ

আউ না'ক্বিলু মা কুন্না ফী আছ্‌হা-বিছ্ ছায়ী'র। ১১। ফা'তারাফূ বিজাম্‌বিহিম

অথবা উপলব্ধি করিতাম, আমরা আজ দোজখের বাসিন্দাগণের শামিল হইতাম না। (১১) ফলকথা তখন তাহারা স্বীয় দোষ স্বীকার করিবে ;

فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ٥ ١٢ - اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

ফাছ্‌হূক্বাল্ লি আছ্‌হা-বিছ্ ছায়ী'র। ১২। ইন্নাল্লাজীনা ইয়াখ্‌শাউনা রাব্বাহুম্

অতএব দোজখীদের প্রতি ধিক্কার। (১২) নিশ্চয়ই যাহারা আপন প্রভুকে ভয় করে

بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ٥ ١٣ - وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ

বিল্ গ্বাইবি লাহুম্ মাগ্‌ফিরাতুঁউ ওয়া আজ্‌রুন্ কাবীর। ১৩। ওয়া আছির্‌রূ ক্বাউলাকুম্

অসাক্ষাতে থাকিয়াও তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত আছে ক্ষমা ও বিরাট প্রতিফল। ১৩) তোমরা গোপনেই কথা বল,

---

اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ٥ ١٤ - اَلَا يَعْلَمُ

আবিজ্‌হারূ বিহ ; ইন্নাহূ আ'লীমুম্ বিজা-তিছ্ ছুদুর। ১৪। আ'লা ইয়া'লামু

অথবা প্রকাশ্যে আল্লাহর নিকট সমস্তই জানা আছে ; তিনি অন্তরস্থ বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত। (১৪) কিহে, তিনি কি জানিবেন না,

---

مَنْ خَلَقَ ط وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ع ١٥ - هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ

মান্ খালাক্ব ; ওয়া হুওয়াল্‌লাত্বীফুল্ খাবীর। ع ১৫। হুওয়া ল্লাজী জ্বাআ'লা লাকুমুল্

যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ; বিশেষতঃ তিনি হইতেছেন সূক্ষ্মদর্শী, অতি খবরদার। ১৫। তিনি হইতেছেন, যিনি করিয়াছেন তোমাদের প্রতি

ع ১ — ১ রুকু

الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ط وَاِلَيْهِ

আর্‌দ্বা জালূলান্ ফাম্‌শূ ফী মানা-কিবিহা ওয়া কুলূ মির্‌রিয্‌কিহ ; ওয়া ইলাইহিন্

জমীনকে অনুগত, অতএব উহার রাস্তাসমূহে চলাফেরা কর এবং তাঁহার প্রদত্ত রিজিক আহার কর এবং তাঁহারই কাছে

النُّشُوْرُ ۞ ١٦ - ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاۤءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ

নুশূর। ১৬। আ আমিন্তুম্ মান্ ফিছ্ছামা-ই আঁই ইয়াখ্ছিফা বিকুমুল্ আর্দ্বা

পুনরুত্থান। (১৬) ওহে, তোমরা কি বেপরওয়া হইয়াছ উপরওয়ালা হইতে, অর্থাৎ ইহা হইতে যে, তিনি তোমাদিগকে মাটিতে ধ্বসিয়া দিবেন

فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ ۞ ١٧ - اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاۤءِ اَنْ يُّرْسِلَ

ফাইজা হিয়া তামূরু। ১৭। আম্ আমিন্তুম্ মান্ ফিছ্ছামা-ই আঁই ইউর্ছিলা

আর উহা প্রকম্পিত হইতে থাকিবে। (১৭) অথবা কি তোমরা নির্ভয় হইয়াছ উপরওয়ালা হইতে, তিনি তোমাদের উপর প্রবল

عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ط فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ۞ ١٨ - وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ

আ'লাইকুম্ হা-ছিবা ; ফাছাতা'লামূনা কাইফা নাজীর। ১৮। ওয়া লাক্বাদ্ কাজ্জাবাল্লাজীনা

ঝড়ো হাওয়া প্রেরণ করিবেন, আর সত্বরই তোমরা বুঝিবে, কেমন ছিল আমার ভয় প্রদর্শন। (১৮) ইহাদের পূর্ববর্তীগণও সত্য ধর্মকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল,

مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۞ ١٩ - اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ

মিন্ ক্বাব্লিহিম্ ফাকাইফা কা-না নাকীর। ১৯। আ ওয়া লাম্ ইয়ারাউ ইলাত্ত্বাইরি

তৎপর তাহাদের উপর আমার শাস্তি কেমন হইল। (১৯) তাহারা কি পাখীগুলির প্রতি দেখে নাই,

فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ط مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ط

ফাউক্বাহুম্ ছাফ্-ফা-তিঁউ ওয়া ইয়াক্ববিদ্বনা ; মা ইউম্ছিকুহুন্না ইল্লার্ রাহ্মা-ন ;

তাহাদের উপর ডানা সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচনরত অবস্থায় ; রহমান ব্যতীত আর কেহই উহাদিগকে শূন্যে ধরিয়া রাখে না।

اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍۢ بَصِيْرٌ ۞ ٢٠ - اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ

ইন্নাহূ বিকুল্লি শাইইম্ বাছীর। ২০। আম্মান্ হা-জাল্ লাজী হুওয়া জুন্দুল্ লাকুম্

নিশ্চয়ই তিনি সর্বদ্রষ্টা। (২০) কোন্ সে সহায়ক যে তোমাদের সৈন্য হইয়া

يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ط اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِىْ غُرُوْرٍ ج ٢١ - اَمَّنْ

ইয়ান্ছুরুকুম্ মিন্ দুনির্ রাহ্মা-ন ; ইনিল্ কা-ফিরূনা ইল্লা ফী গুরূর। ২১। আম্মান্

তোমাদের সাহায্য করিবে, আল্লাহ ব্যতীত ; কাফেরগণ একান্তই ভ্রান্তিতে আছে। (২১) অথবা কে আছে

ওয়াক্ফ্ লাজিম

هٰذَا الَّذِىْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ج بَلْ لَّجُّوْا فِىْ عُتُوٍّ

হা-জাল্লাজী ইয়ার্‌যুক্‌কুম্ ইন্ আম্‌ছাকা রিয্‌কাহ ; বাল্ লাজ্জ্‌জু ফী উতুবিঁউ
এমন, যে তোমাদিগকে রুজি দান করিবে, যদি তিনি স্বীয় দান বন্ধ করেন ; বরং তাহারা রত রহিয়াছে সীমালঙ্ঘন

وَّنُفُوْرٍ ○ ٢٢ - اَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ

ওয়া নুফ্‌র। ২২। আফাম্‌াঁই ইয়াম্‌শী মুকিব্বান আ'লা ওয়াজ্‌হিহী আহ্‌দা আম্মাঁই
ও ঘৃণার উপর সংঘবদ্ধ। (২২) ওহে, যে চেহরার উপর পড়িয়া পথ চলে, সে উত্তম পথিক, না যে

يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ ٢٣ - قُلْ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ

ইয়াম্‌শী ছাবিয়্যান্ আ'লা ছিরা-ত্বিম্ মুছ্‌তাকীম। ২৩। কুল্ হুওয়াল্লাজী আন্‌শাআকুম্
সমতল পথে সোজা হইয়া পথ চলে ? (২৩) বল, তিনি হইতেছেন, যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ط قَلِيْلًا

ওয়া জা-আ-লা লাকুমুছ্ ছাম্‌আ' ওয়াল্ আব্‌ছা-রা ওয়াল আফ্‌ইদাহ ; ক্বালীলাম্
এবং তোমাদের সুবিধার্থে তোমাদের কান, চোখ ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন অথচ তোমরা সামান্যই

مَّا تَشْكُرُوْنَ ○ ٢٤ - قُلْ هُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ

মা তাশ্‌কুরূন। ২৪। কুল্ হুওয়াল্লাজী জারাআকুম্ ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়া ইলাইহি
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (২৪) এবং ইহাও বলিয়া দাও, তিনি হইতেছেন, যিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং তোমরা তাঁহারই কাছে

تُحْشَرُوْنَ ○ ٢٥ - وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ ٢٦ - قُلْ

তুহ্‌শারূন। ২৫। ওয়া ইয়াকূলুনা মাতা হা-জাল্ ওয়া'দু ইন্ কুন্তুম্ ছা-দিক্বীন। ২৬। কুল্
সম্মিলিত হইবে। (২৫) এবং কাফেরগণ বলিতে থাকে, কখন পূর্ণ হইবে এই প্রতিশ্রুতি, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ২৬) তদুত্তরে বল,

اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ص وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○ ٢٧ - فَلَمَّا

ইন্নামাল্ ই'লমু ই'ন্দাল্লা-হি, ওয়া ইন্নামা আনা নাজীরুম্ মুবীন। ২৭। ফালাম্মা
এই জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহরই আছে এবং আমি একজন স্পষ্টভাষী প্রদর্শক মাত্র। (২৭) যখন

رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ

রাআউহু যুল্‌ফাতান্ ছী-আৎ বুজুহুল্লাজীনা কাফারূ ওয়া ক্বীলা হা-জাল্লাজী কুন্তুম্

কাফেরগণ প্রত্যক্ষ করিবে তখন কাফেরদের চেহারাসমূহ বিবর্ণ হইয়া যাইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে ইহা হইতেছে তোমাদের সেই

بِهِ تَدَّعُونَ ٥ ٢٨- قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ

বিহী তাদ্দাউ'ন। ২৮। কুল্ আরাআইতুম্ ইন্ আহ্‌লাকানিইয়াল্লাহু ওয়া মাম্ মাই'ইয়া

পার্থিব বস্তু। (২৮) বল, হে কাফেরগণ! যদি আল্লাহ্ আমাকে এবং আমার সাথিগণকে ধ্বংস করিয়া দেন

أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ٥ ٢٩- قُلْ

আউ রাহিমানা ফাম'াই ইয়াজ্বীরুল্ কা-ফিরীনা মিন্ আ'জাবিন আলীম। ২৯। ক্বুল্

অথবা আমাদের উপর রহমত করেন, তবে কাফেরগণকে কঠোর আজাব হইতে কে রক্ষা করিবে? (২৯) তাহাদিগকে ইহাও বলিয়া দাও,

هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ج فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ

হুওয়ার্ রাহ্‌মা-নু আ-মান্না বিহী ওয়া আ'লাইহি তাওয়াক্কাল্‌না, ফাছাতা'লামূনা মান্

তিনি হইতেছেন রহমান, আমরা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়াছি; অতএব সত্বরই তোমরা জানিবে কে

هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٥ ٣٠- قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ

হুওয়া ফী দ্বালালিম্ মুবীন। ৩০। ক্বুল্ আরাআইতুম্ ইন্ আছ্‌বাহা মা-উকুম্

প্রকাশ্য ভুলপথে আছে। (৩০) তাহাদেরকে বল, যদি তোমাদের পানি

ع ২/২ রুকু
غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ع

গ্বাউরান্ ফাম'াই ইয়া'তীকুম্ বিমা-ইম্ মায়ী'ন। ع

তলাইয়া যায়, তবে কে তোমাদের জন্য স্রোতের পানি আনয়ন করিবেন?

ছুরা কালাম্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির্ রাহীম্। অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৫২ আয়াত এবং ২ রুকু

١- نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۙ○ ٢- مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ

১। নূ-ন ওয়াল্ ক্বালামি ওয়া মা ইয়াছ্‌তুরূন। ২। মা-আন্তা বিনি'মাতি রাব্বিকা

(১) নূ-ন ; কলমের ও ফেরেশ্‌তাগণ কর্তৃক কলম চালনার কসম। (২) তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি

بِمَجْنُوْنٍ ۚ ٣- وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۚ○ ٤- وَاِنَّكَ لَعَلٰى

বিমাজ্‌নূন। ৩। ওয়া ইন্না লাকা লা আজ্‌রান গাইরা মাম্‌নূন। ৪। ওয়া ইন্নাকা লাআ'লা-

বিকৃত-মস্তিক নও। (৩) এবং নিশ্চয়ই তোমার জন্য অশেষ পুরস্কার নির্ধারিত আছে। (৪) এবং নিশ্চয়ই তুমি অবস্থিত আছ

خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○ ٥- فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۙ ٦- بِاَيِّكُمُ

খুলুকিন্ আ'জীম। ৫। ফাছাতুব্‌ছিরু ওয়া ইউব্‌ছিরূন। ৬। বিআইয়্যিকুমুল্

উচ্চ স্বভাবের উপর। (৫) এবং ইহাদের কথায় ব্যথিত হইও না, কেননা, সত্বরই তুমিও দেখিবে তাহারাও দেখিবে। তোমাদের মধ্যে কে বিকৃত

الْمَفْتُوْنُ ۚ ٧- اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ

মাফ্‌তুন। ৭। ইন্না রাব্বাকা হুওয়া আ'লামু বিমান দ্বাল্লা আন্‌ছাবীলিহী, ওয়া হুওয়া

মস্তিষ্ক। (৭ নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পথভ্রষ্টগণ সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং তিনি

اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○ ٨- فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ○ ٩- وَدُّوْا لَوْ

আ'লামু বিল্ মুহ্‌তাদীন। ৮। ফালা তুত্বিই'ল্ মুকাজ্জিবীন। ৯। ওয়াদ্দূ লাউ

পথ প্রাপ্তগণ সম্পর্কেও অধিক অভিজ্ঞতাশীল। (৮) অতএব এই মিথ্যারোপকারীদের কথা মানিও না। (৯) তাহার কামনা করে, যদি

تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ○ ١٠- وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۙ ١١- هَمَّازٍ

তুদ্‌হিনু ফাইউদ্‌হিনুন। ১০। ওয়ালা তুত্বি' কুল্লা হাল্লাফিম্ মাহীন। ১১। হাম্মাযিম্

তুমি শিথিল হও, তাহারাও তোমার বিরোধিতায় শিথিল হইবে। (১০) এবং কোন কথা মানিও না অত্যধিক কসমখোর, ইতর। (১১) নিন্দুক,

مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ۙ ١٢- مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۙ ١٣- عُتُلٍّ

মাশ্‌শা-ইম্ বিনামীম। ১২। মান্না-ই'ল্ লিল্ খাইরি মু'তাদিন্ আছীম। ১৩। উ'তুল্‌লিম্

চোগলখোরী রত। (১২) সৎকাজে বাধাদানকারী, সীমাতিক্রমকারী, গুনাহগার। (১৩) কঠোর স্বভাব

بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ۙ ١٤- أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۭ ١٥- إِذَا تُتْلَىٰ

বা'দা জা-লিকা যানীম। ১৪। আন্ কা-না জা-মা-লি'উ ওয়া বানীন। ১৫। ইজা তুৎলা

আর দুরাচার। (১৪) প্রচুর মাল ও আওলাদের অধিকারী বলিয়া। ১৫ কারণ যখন পাঠ করা হয়

عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ ١٦- سَنَسِمُهُ عَلَى

আ'লাইহি আ-ইয়া-তুনা ক্বা-লা আছা-ত্বীরুল্ আউওয়ালীন। ১৬। ছানাছিমুহূ আ'লাল্

তাহার কাছে আমার আয়াতসমূহ সে বলে, এই সব পূর্ববর্তীগণের গল্প। (১৬ সত্বরই আমি দাগ লাগাইয়া

الْخُرْطُومِ ۝ ١٧- إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ۚ إِذْ

খুরত্বূম। ১৭। ইন্না বালাউ না-হুম্ কামা বালাউ না-আছ্‌হা-বাল্ জ্বান্নাহ্ ; ইজ্

দিব তাহার নাকের উপর। (১৭) আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া রাখিয়াছি, যেমন আমি বাগানওয়ালা-গণকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, যখন

أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۙ ١٨- وَلَا يَسْتَثْنُونَ ۝ ١٩- فَطَافَ

আক্‌ছিমূ লাইয়াছ্‌রিমুন্নাহা মুছ্‌বিহীন। ১৮। ওয়ালা ইয়াছ্‌ তাছ্‌নূন। ১৯। ফাত্বা-ফা

তাহারা কসম করিল যে, ভোরে উঠিয়া উহার ফল ছিড়িয়া আনিবে। (১৮) এবং ইন্‌শা আল্লাহ পর্যন্ত বলিল না। (১৯) তখন চলিয়া গেল

عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۝ ٢٠- فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۙ

আ'লাইহা ত্বা-ইফুম্ মির্ রাব্বিকা ওয়া হুম্ না-ইমূন। ২০। ফাআছ্‌বাহাৎ কাছ্‌ছারীম।

উহার উপর দিয়া এক চলন্ত শাস্তি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ্য হইতে, আর তাহারা ছিল ঘুমন্ত। ২০) ফলে বাগানটির ভোর হইল শস্যকাটা জমির মত।

---

(১৭) কোনও এক ধনী ব্যক্তির একটি বৃহৎ উৎকৃষ্ট ফলের বাগান ছিল। বাগানের ফল পাকিয়া আসিলে সে একটি নির্দিষ্ট অংশ গরীব মিস্‌কীনকে দান করিত। ফলে তাহার বাগানে প্রচুর পরিমাণে ফল উৎপাদিত হইত। অতঃপর সেই ব্যক্তি পাঁচ জন ছেলে রাখিয়া মারা গেলে, ছেলেরা ভাবিল যে, "এতগুলি ফল গরীব মিস্‌কীনকে না দিয়া নিজেদের কাজে ব্যবহার করিলে সংসারে অনেক উন্নতি হইবে।" এই জন্য তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, গরীব মিস্‌কীনকে না জানাইয়া রাত্রে ফল পাড়িয়া আনিবে। কিন্তু 'ইন্‌শা আল্লাহ' বলিল না। ফলে সমস্ত বাগান আল্লাহর গজবে জ্বলিয়া গেল। (কবীর, খাজেন)

٢١- فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ۙ ٢٢- أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ٥

২১। ফাতানা-দাউ মুছ্‌বিহীন। ২২। আনিগ্‌দু আ'লা হার্‌ছিকুম্ ইন্ কুন্তুম্ ছা-রিমীন।
২১) আর এদিকে তাহারা সকালে উঠিয়া পরস্পরকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। (২২) ভোর থাকিতে তোমাদের জমির উপর পৌঁছ, যদি ফল চয়ন করিতে চাও।

٢٣- فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ۙ ٢٤- أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ

২৩। ফান্‌ত্বালাক্ব ওয়া হুম্ ইয়াতাখা-ফাতুন। ২৪। আল্ লা ইয়াদ্‌খুলান্নাহাল্ ইয়াউমা
(২৩) অতঃপর তাহারা চুপে চুপে অগ্রসর হইল। (২৪) নিশ্চয়ই আজ প্রবেশ করিতে পারিবে না

عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ۙ ٢٥- وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ٥ ٢٦- فَلَمَّا رَأَوْهَا

আ'লাইকুম্ মিছ্‌কীনুন। ২৫। ওয়া গ্বাদাউ আ'লা হার্‌দিন্ ক্বা-দিরীন। ২৬। ফালাম্মা রাআউহা
তোমাদের কাছে কোন মিস্‌কীন। (২৫) আর তারা না দেওয়ার উপর নিজকে সক্ষম ভাবিয়া চলিল। (২৬) যখন উহাকে দেখিল,

قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ۙ ٢٧- بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ٥ ٢٨- قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ

ক্বা-লূ ইন্না লাদ্বাল্লুন। ২৭। বাল্ নাহ্‌নু মাহ্‌রূমূন। ২৮। ক্বা-লা আউছাত্বুহুম্ আলাম্
তাহারা বলিল, নিশ্চয়ই আমরা ভুল করিয়াছি। (২৭) বরং আমরা বঞ্চিতই হইয়াছি। (২৮) তাহাদের মধ্যে নেককার ব্যক্তি বলিল, কেমন

أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ٥ ٢٩- قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا

আক্বুল্ লাকুম্ লাউলা তুছাব্বিহূন। ২৯। কা-লু ছুব্‌হা-না রাব্বিনা ইন্না কুন্না
আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই? এখনও তোমরা তছবীহ পাঠ করিতেছ না কেন? ২৯) তখন তাহারা বলিতে লাগিল, আমাদের প্রভু পবিত্র, নিশ্চয়ই আমরা

ظَالِمِينَ ٥ ٣٠- فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ٥ ٣١- قَالُوا

জা-লিমীন। ৩০। ফাআক্‌বালা বা'দ্বুহুম্ আ'লা বা'দি'ই ইয়াতালা-ওয়ামুন। ৩১। ক্বা-লূ
অপরাধী। (৩০) আবার একে অপরকে দোষারোপ করিতে লাগিল। ৩১) সমবেতভাবে বলিতে লাগিল

يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ٥ ٣٢- عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا

ইয়া-ওয়াই লানা-ইন্না কুন্না ত্বাগীন। ৩২। আ'ছা রাব্বুনা আঁই ইউব্‌দিলানা
হায়, আফসোস আমরা সবাই ছিলাম সীমাতিক্রমকারী। (৩২) হয়ত আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে

ওয়াকিফ লাজিম ১৮ | ১ রুকু ১

خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ط ٣٣- كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ط

খাইরাম্ মিন্‌হা ইন্না ইলা রাব্বিনা রা-গ্বিবূন। ৩৩। কাজা-লিকাল্ আ'জা-ব ;
দান করিবেন তদপেক্ষা উত্তম বাগান আমরা এখন আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি।
(৩৩) আল্লাহর হুকুম অমান্যের ফলে এমন আজাবই হইয়া থাকে ;

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ م لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ع ٣٤- إِنَّ

ওয়া লা আ'জাবুল্ আ-খিরাতি আক্‌বার। লাউ কা-নূ ইয়া'লামূন। ع ৩৪। ইন্না
এবং আখেরাতের আজাব অধিক কঠোর। যদি ইহারা জানিত। (৩৪) নিশ্চয়ই

لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيمِ ط ٣٥- أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ

লিল্ মুত্তাকীনা ই'ন্দা রাব্বিহিম্ জান্না-তিন্ নায়ী'ম। ৩৫। আফানাজ্‌আ'লুল্ মুছ্‌লিমীনা
পরহেজগারগণের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের কাছে সুখদায়ক বেহেশ্‌ত আছে। (৩৫) কিহে আমি কি
মুসলমানগণকে

كَالْمُجْرِمِينَ ط ٣٦- مَا لَكُمْ قف كَيْفَ تَحْكُمُونَ ج ٣٧- أَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ

কাল্ মুজ্‌রিমীন। ৩৬। মা লাকুম্ ; কাইফা তাহ্‌কুমূন। ৩৭। আম্ লাকুম্ কিতা-বুন্
কাফেরদের মত করিব ? (৩৬) কি হইল তোমাদের ? তোমরা কেমন ফয়সালা করিতেছ ? (৩৭) তোমাদের
কাছে কি এমন কোন কিতাব আছে,

فِيهِ تَدْرُسُونَ لا ٣٨- إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ لا ٣٩- أَمْ لَكُمْ

ফীহি তাদ্‌রুছূন। ৩৮। ইন্না লাকুম্ ফীহি লামা-তাখাইয়্যারূন। ৩৯। আম্ লাকুম্
যাহার মধ্যে পাঠ করিতেছ। (৩৮) তোমাদের জন্য উহাতে নির্ধারিত আছে, যাহা তোমরা চাহিতেছ।
(৩৯) অথবা তোমাদের জন্য

أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لا إِنَّ لَكُمْ

আইমা-নুন্ আ'লাইনা বা-লিগ্বাতুন্ ইলা ইয়াউমিল্ ক্বিইয়া-মাতি ইন্না লাকুম্
আমাদের উপর কসমসমূহ বিদ্যমান আছে, যাহা কিয়ামত পর্য্যন্ত থাকিবে তোমাদের জন্য নির্ধারিত

لَمَا تَحْكُمُونَ لا ٤٠- سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ط ٤١- أَمْ لَهُمْ

লামা তাহ্‌কুমূন। ৪০। ছাল্‌হুম্ আইয়্যুহুম্ বিজা-লিকা যায়ী'ম। ৪১। আম্ লাহুম্
আছে, যাহা তোমরা ফয়সালা করিতেছ। (৪০) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহাদের তৎসম্পর্কে কে জিম্মাদার।
(৪১) তবে কি তাহাদের জন্য

شُرَكَاءُ ج فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ط

শুরাকা-উ, ফাল্ ইয়া'তূ বিশুরাকা-ইহিম্ ইন্ কা-নূ ছা-দিক্বীন।

শরীকদারসমূহ আছে? তবে তাহারা উপস্থিত করুক তাহাদের শরীগণকে যদি তাহারা সত্যবাদী হয়।

٤٢- يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا

৪২। ইয়াউমা ইউক্‌শাফু আ'ন্ ছা-কিঁউ ওয়া ইউদ্‌আ'উনা ইলাছ্‌ছুজ্জূদি ফালা

(৪২) যেদিন যবনিকা উত্তোলিত হইবে এবং তাহারা সেজদার দিকে আহুত হইবে, অথচ

يَسْتَطِيعُونَ لا ٤٣- خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط وَقَدْ كَانُوا

ইয়াছ্‌তাত্বীউ'ন। ৪৩। খা-শিআ'তান্ আব্‌ছা-রুহুম্ তার্‌হাকুহুম্ জিল্লাহ্; ওয়া ক্বাদ্ কা-নূ

তাহারা সমর্থ হইবে না। (৪৩) তাহাদের চক্ষু অধঃমুখীভাবে অবস্থিত থাকিবে, আপমান তাহাদিগকে ছাইয়া ফেলিবে; বস্তুতঃ তাহারা

يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ط ٤٤- فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ

ইউদ্‌আ'উনা ইলাছ্‌ ছুজ্জূদি ওয়াহুম্ ছা-লিমূন। ৪৪। ফাজার্‌নী ওয়া মাঁই ইউকাজ্জিবু

তুনিয়ায় সেজ্দার দিকে আহুত হইত সুস্থ অবস্থায়। (৪৪ অতএব আমাকে এবং বাণীর প্রতি মিথ্যারোপ-কারীগণকে থাকিতে দাও

بِهَذَا الْحَدِيثِ ط سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ لا ٤٥- وَأُمْلِي

বিহা-জাল্ হাদীছ; ছানাছ্‌তাদ্‌রিজুহুম্ মিন্ হাইছু লা ইয়া'লামূন। ৪৫। ওয়া উম্‌লী

আর তাহাদিগকে ধীরে ধীরে লইয়া যাইব তাহাদের অজ্ঞাতসারে। (৪৫) এবং আমি শুধু অবসর দিতেছি

لَهُمْ ط إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ط ٤٦- أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ

লাহুম; ইন্না কাইদী মাতীন। ৪৬। আম্ তাছ্‌আলুহুম্ আজ্‌রান্ ফাহুম্ মিম্ মাগ্‌রামিম্

তাহাদিগকে, নিশ্চয়ই আমার ব্যবস্থা সুদৃঢ়। (৪৬) তুমি কি তাহাদের কোন মজুরী চাহিতেছ যে, ফলে

مُثْقَلُونَ لا ٤٧- أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ج ٤٨- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ

মুছ্‌ক্বালুন। ৪৭। আম্ ই'ন্দা হুমুল্ গ্বাইবু ফাহুম্ ইয়াক্‌তুবুন। ৪৮। ফাছ্‌বির্ লিহুক্‌মি

তাহারা দায়ে ভারগ্রস্ত হয়। (৪৭) অথবা কি তাহাদের কাছে গোপন জ্ঞান আছে যে, তাহা আল্লাহর হুকুমসহ লিখিয়া রাখে। (৪৮) অতএব আল্লাহর হুকুমের উপর ধৈর্য্য ধারণ কর,

ওয়াক্‌ফ্ লাজিম

رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ إِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ۘ ٤٩- لَوْ

রাব্বিকা ওয়ালা তাকূন্ কাছা-হিবিল্ হূৎ। ইজ্ না-দা ওয়া হুওয়া মাক্‌জুম। ৪৯। লাউ

আর মৎস্য-সম্প্‌ক্তের মত হইও না, যখন সে দোয়া করিল চিন্তাযুক্ত হইয়া। (৪৯) তখন যদি

لَآ أَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ

লা আন্ তাদা-রাকাহূ নি'মাতুম্ মির্ রাব্বিহী লানুবিজা বিল্ আ'রা-ই ওয়া হুওয়া

আল্লাহর নিকট হইতে নেয়ামত তাহাকে সাহায্য না করিত সে নিক্ষিপ্ত হইত সেই মাঠে

مَذْمُوْمٌ ۝ ٥٠- فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ ٥١- وَإِنْ

মাজ্‌মূম। ৫০। ফাজ্‌তাবা-হু রাব্বুহু ফাজাআ'লাহূ মিনাছ্ ছা-লিহীন। ৫১। ওয়া ইই

মন্দভাবে। (৫০) অতঃপর আল্লাহ্ তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং সজনভুক্ত করিলেন।

يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ

ইয়াকা-দুল্লাজীনা কাফারূ লাইউয্‌লিকূনাকা বিআব্‌ছা-রিহিম্ লাম্মা-ছামিউজ্জিক্‌রা

(৫১) এবং কাফেরগণ তোমার প্রতি কঠোর দৃষ্টি হানিয়া থাকে যখন কোরআন শ্রবণ করে

وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۘ ٥٢- وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ع

ওয়া ইয়াকূলূনা ইন্নাহূ লামাজ্‌নূন। ৫২। ওয়ামা হুওয়া ইল্লা জিক্‌রুল্ লিল্ আ'-লামীন। ৪

এবং তোমার সম্পর্কে তাহারা বলে, সে পাগল। (৫২) বস্তুতঃ তাহা সারা জগতের জন্য নছীহত ছাড়া আর কিছু নয়।

৪ ২ | ২ রুকু

ওয়াক্‌ফ্ লাজিম

ছুরা হাক্ব্কা ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম্। অতি দয়ালু পরম কৃপালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৫২ আয়াত এবং ২ রুকু

١- اَلْحَآقَّةُ ۙ ٢- مَا الْحَآقَّةُ ۝ ٣- وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ۘ

১। আল্‌হা-ক্বক্বাতু। ২। মাল্ হা-ক্বক্বাহ। ৩। ওয়ামা আদ্‌রা-কামাল্ হা-ক্বক্বাহ।

(১) সেই ঘটনা। (২) কি সেই ঘটনা? (৩) তুমি কি জান, সেই কি ঘটনা?

৪- كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۝ ٥- فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا

৪। কাজ্জাবাৎ ছামূদু ওয়া আ'দুম্ বিল্ ক্বা-রিয়াহ। ৫। ফাআম্মা ছামূদু ফাউহ্লিকু

(৪) ছামুদ ও আদ সেই গর্জনকে মিথ্যা জানিয়াছিল। (৫) অতঃপর ছামুদ বিধ্বস্ত হইল

بِالطَّاغِيَةِ ۝ ٦- وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝

বিত্তাগিইয়াহ। ৬। ওয়া আম্মা আ'-দুন্ ফাউহ্লিকু বিরীহিন্ ছার্ছারিন্ আ'তিইয়াহ।

বিকট ধ্বনির দ্বারা। (৬) আদ বিধ্বস্ত হইল প্রবল ঝড়ে।

٧- سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا

৭। ছাখ্খারাহা আ'লাইহিম্ ছাব্আ' লাইয়া-লিঁউ ওয়া ছামা-নিইয়াতা আইয়্যা-মিন্ হুছূমান্

(৭) আল্লাহ তাহাদের উপর একটানা ৭ রাত ৮ দিন অধিপত্যাধিন করিয়াছিলেন

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝

ফাতারাল্ ক্বাউমা ফীহা ছার্আ' কাআন্নাহুম্ আ'জ্বা-যু নাখ্লিন্ খা-বিইয়াহ।

অতঃপর তুমি দেখিতে সেই কওমকে ভূ-পতিত, যেমন জড়-কাটা খেজুর গাছ।

٨- فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۝ ٩- وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ

৮। ফাহাল্ তারা লাহুম্ মিম্ বা-ক্বিইয়াহ। ৯। ওয়া জ্বা-আ ফির্আ'উনু ওয়া মান্ ক্বাব্লাহু

(৮) ওহে, এখন তুমি কি তাদের কোন অবশিষ্ট দেখিতে পাও? (৯) এবং ফেরাউন তাহার পূর্ববর্তীগণ

وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝ ١٠- فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ

ওয়াল্ মু'তাফিকা-তু বিল্ খা-ত্বিয়াহ। ১০। ফাআ'ছাউ রাছূলা রাব্বিহিম্ ফা আখাজাহুম্

এবং 'মুতাকেফাত' অতি জঘন্য অপরাধ করিয়াছে। (১০) এবং তাহাদের প্রতিপালকের দূতকে অমান্য করিয়াছে, তখন আল্লাহ তাহাদিগকে ধরিয়াছেন

أَخْذَةً رَابِيَةً ۝ ١١- إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ۝

আখ্জাতার্ রা-বিইয়াহ। ১১। ইন্না লাম্মা ত্বাগাল্ মা-উ হামাল্না-কুম্ ফিল্ জ্বা-রিইয়াহ।

কঠোর ধরা। (১১) যখন পানি স্ফীত হইয়াছিল, আমি তোমাদিগকে নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলাম।

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَا أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ○

১২। লিনাজ্ব্আ'লাহা লাকুম্ তাজ্কিরাতাঁউ ওয়া তায়ি'ইয়াহা ওজুনুঁউ ওয়া'য়িইয়াহ্

(১২) উহাকে তোমাদের জন্য স্মরণীয় করিতে এবং উহাকে কান ধারণ করিতে।

١٣ - فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ لا ١٤ - وَّحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ

১৩। ফাইজা নুফিখা ফিছ্ছুরি নাফ্খাতুঁউ ওয়া-হিদাহ। ১৪। ওয়া হুমিলাতিল্ আর্দ্বু ওয়া

(১৩) যখন প্রথম দফা শিঙ্গার মধ্যে একবার ফুঁ দেওয়া হইবে এবং (১৪) উত্তোলিত হইবে জমীন ও

الْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً لا ١٥ - فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ

জ্বিবালু ফাদুক্কাতা দাক্কাতাঁউ ওয়া-হিদাহ। ১৫। ফাইয়াউমাইজিঁউ ওয়াক্বাআতিল্

পাহাড় সমূহ—অতঃপর উভয়ই একসাথে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। (১৫) সেদিনই ঘটিবে

الْوَاقِعَةُ لا ١٦ - وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ لا

ওয়া-ক্বিআহ। ১৬। ওয়ান্শাক্কাতিছ্ ছামা-উ ফাহিয়া ইয়াউমাইজিঁউ ওয়া-হিয়াহ।

সেই ঘটনা। (১৬) আর আসমান ফাটিয়া যাইবে, কারণ উহা সেদিন নরম হইয়া যাইবে;

١٧ - وَّالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ط وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ

১৭। ওয়াল্ মালাকু আ'লা-আর্জায়িহা; ওয়া ইয়াহ্মিলু আর্শা রাব্বিকা

(১৭) আর ফেরেশ্তাগণ উহার কিনারাভিমুখে চলিয়া যাইবে এবং দ্বিতীয় ফুঁক দেওয়ার পর প্রতিপালকের আরশকে বহন করিবে

فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ط ١٨ - يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى

ফাউক্বাহুম্ ইয়াউমাইজিন্ ছামা-নিয়াহ। ১৮। ইয়াউমাইজিন্ তু'রাদ্বুনা লা তাখফা

সেদিন আটজন ফেরেশ্তা। (১৮) সেদিন তোমরা উপস্থিত হইবে, এবং গোপন থাকিবে না

مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ○ ١٩ - فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ لا فَيَقُولُ

মিন্কুম্ খা-ফিয়াহ্। ১৯। ফাআম্মা-মান্ উতিয়া কিতা-বাহু বিয়ামীনিহী ফাইয়াকূলু

তোমাদের কোন কথা। (১৯) এবং যাহার আমলনামা ডান হাতে প্রদত্ত হইবে, সে বলিবে,

هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتٰبِيَهْ ج ٢٠ - اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ج

হা-উমুক্‌রায়ু কিতা-বিইয়াহ। ২০। ইন্নী জানান্‌তু আন্নী মুলা-কিন্ হিছা-বিয়াহ।

—"আমার আমলনামাটি পাঠ কর। (২০ আমি ধারণা করিতাম যে, আমি হিসাবের সম্মুখীন হইবই।

٢١ - فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ لا ٢٢ - فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لا ٢٣ - قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ٥

২১। ফাহুওয়া ফী য়ীশাতিরা-দ্বিয়াহ্। ২২। ফী জ্বান্নাত্বিন আ'লিয়াহ্। ২৩। ক্বুতুফুহা দা-নিয়াহ।

(২১) আর সে থাকিবে সুখ সম্ভোগের মধ্যে ; (২২) উচ্চ বেহেশ্‌তের মধ্যে ; (২৩) উহার ফলসমূহ ঝুঁকিয়া থাকিবে।

٢٤ - كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْۤئًا بِمَاۤ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ٥

২৪। কুলু ওয়াশ্‌রাবু হানী-আম্ বিমা-আছ্‌লাফ্‌তুম্ ফিল্ আইয়্যামিল্ খা-লিয়াহ্।

(২৪) "তৃপ্তির সহিত ভোজন কর, পান কর—তোমাদের অতীত কার্যাবলীর বদলে।

٢٥ - وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ لا فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ

২৫। ওয়া আম্মা মান্ উতিয়া কিতা-বাহু বিশিমা-লিহী ফাইয়াকুলু ইয়া লাইতানী লাম্

(২৫) কিন্তু যাহার আমলনামা বাম হাতে প্রদত্ত হইবে, সে বলিবে, 'হায়, আফসোস!

اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ج ٢٦ - وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ج ٢٧ - يٰلَيْتَهَا كَانَتِ

উতা কিতা-বিয়াহ। ২৬। ওয়া লাম্ আদ্‌রি মা হিছা-বিয়াহ্। ২৮। ইয়া লাইতাহা কা-নাতিল

যদি আমি আমলনামা প্রাপ্ত না হইতাম, (২৬) আর কি আমার হিসাব, যদি জ্ঞাত না হইতাম। (২৭) হায়! যদি উহাই হইতো

الْقَاضِيَةَ ج ٢٨ - مَاۤ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ ج ٢٩ - هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ ج

ক্বা-দ্বিয়াহ। ২৮। মা আগ্‌না আ'ন্নী মা-লিয়া। ২৯। হালাকা আ'ন্নী ছুল্‌ত্বানিইয়াহ্।

সমাপ্তি! (২৮) আমার ধন-সম্পত্তি আমার কোন কাজে আসিল না। (২৯) আমার প্রভাব-প্রতিপত্তিও বিনষ্ট হইয়াছে!

٣٠ - خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ لا ٣١ - ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ لا

৩০। খুজূহু ফাগ্‌লুহু। ৩১। ছুম্মাল্ জাহীমা ছাল্লুহু।

(৩০) তাকে ধর, তার গলায় রশি লাগাও, (৩১) অতঃপর তাহাকে দোজখের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাও।

٣٢ - ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ط ٣٣ - اِنَّهُ

৩২। ছুম্মা ফী ছিল্‌ছিলাতিন্ জার্‌উহা ছাব্‌উনা জিরা-আ'ন ফাছলুকুহ। ৩৩। ইন্নাহু
(৩২) তারপর তাকে শৃঙ্খলবদ্ধ কর সত্তর গজী শিকলে। (৩৩) নিশ্চয়ই সে

كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ لا ٣٤ - وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ

কা-না লা-ইউ'মিনু বিল্লাহিল্ আযীম। ৩৪। ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আ'লা ত্বাআ'-মিল্
মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনিত না। (৩৪) গরীবকে খাওয়ানোর ব্যাপারে উৎসাহ দিত না।

الْمِسْكِيْنِ ط ٣٥ - فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ لا ٣٦ - وَلَا طَعَامٌ اِلَّا

মিছ্‌কীন। ৩৫। ফালাইছা লাহুল্ ইয়াউমা হা-হুনা হামীম ৩৬। ওয়ালা তাআ'মুন ইল্লা
(৩৫) তাই আজ তার জন্য এখানে কোন হিতৈষী নাই। (৩৬) এবং কোন আহার্য্য নাই

مِنْ غِسْلِيْنٍ لا ٣٧ - لَّا يَأْكُلُهُ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ع ٣٨ - فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا

ع ১ | ১ | ৮

মিন্ গিছ্‌লীন। ৩৭। লা ইয়া'কুলুহু ইল্লাল্ খা-তিউন। ع ৩৮। ফালা উক্‌ছিমু বিমা
ক্ষত-নিঃসৃত পূঁজ ব্যতীত (৩৭) যাহা গোনাহগারগণ ব্যতীত আর কেহ ভক্ষণ করিবে না।
(৩৮) আর আমি কছম করিতেছি ঐসব বস্তুর,

تُبْصِرُوْنَ لا ٣٩ - وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ لا ٤٠ - اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ج

তুব্‌ছিরূন। ৩৯। ওয়ামা লা-তুব্‌ছিরূন। ৪০। ইন্নাহু লাক্বাউলু রাছুলিন্ কারীম।
যাহাদিগকে তোমরা দেখ। (৩৯) এবং যাহাদিগকে তোমরা দেখ না। (৪০) নিশ্চয়ই উহা একজন সম্মানিত রাসূলের মারফত প্রেরিত আল্লাহর বাণী।

٤١ - وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ط قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ لا ٤٢ - وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ط

৪১। ওয়ামা হুওয়া বিক্বাউলি শা-য়ির্; ক্বালীলাম্ মা-তু'মিনুন। ৪২। ওয়ালা বিক্বাউলি কা-হিন্;
(৪১) উহা কবির উক্তি নহে—তোমরা এসবে কচিৎ ঈমান আনিয়া থাক। (৪২) আর উহা কোন জ্যোতিষীর উক্তিও নহে—

قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ط ٤٣ - تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥ ٤٤ - وَلَوْ

ক্বালীলাম্ মা তাজাক্কারূন। ৪৩। তান্‌যীলুম্ মির্ রাব্বিল্ আ'লামীন। ৪৪। ওয়া লাউ
কচিৎ তোমরা বুঝিয়া থাক। (৪৩) বরং উহা সর্বজগতের পালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।
(৪৪) যদি মোহাম্মদ

تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝٤٤ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝٤٥ ثُمَّ

তাক্বাউবালা আ'লাইনা বা'দাল্ আক্বা-বীলি। ৪৫। লাআখাজ্না মিন্হু বিল্ ইয়ামীনি। ৪৬। ছুম্মা

আমাদের উপর কোন কথা বানাইয়া বলিত; (৪৫) আমি তাহার দক্ষিণ হস্ত পাকড়াও করিতাম; (৪৬) তারপর

لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝٤٦ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝

লাক্বাত্বা'না মিন্হুল্ ওয়াতীন্। ৪৭। ফামা মিন্কুম্ মিন্ আহাদিন্ আ'ন্হু হা-জ্বিযীন।

তাহার জীবন শীরা কাটিয়া দিতাম। (৪৭) তখন তোমাদের কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতে না।

۝٤٧ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ۝٤٨ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ

৪৮। ওয়া ইন্নাহু লাতাজ্কিরাতুল্ লিল্ মুত্তাক্বীন। ৪৯। ওয়া ইন্না লানা'লামু আন্না মিন্কুম্

(৪৮) আর নিশ্চয়ই উহা পরহেজগারগণের জন্য উপদেশ। (৪৯) অবশ্য আমি জানি যে তোমাদের কতক লোক

مُكَذِّبِينَ ۝٤٩ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝٥٠ وَإِنَّهُ لَحَقُّ

মুকাজ্জিবীন। ৫০। ওয়া ইন্নাহূ লাহাছ্রাতুন্ আ'লাল্ কা-ফিরীন। ৫১। ওয়া ইন্নাহু লাহাক্কুল্

মিথ্যাবাদী। (৫০) আর উহা কাফেরদের উপর মনোবেদনার কারণ। (৫১) বস্তুতঃ উহা ধ্রুব

الْيَقِينِ ۝٥١ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ع

ইয়াক্বীন। ৫২। ফাছাব্বিহ্ বিছ্মি রাব্বিকাল্ আ'জীম। ع

সত্য। (৫২) অতএব তোমাদের সেই মহান প্রতিপালকের নামে তসবীহ পাঠ কর।

ع ২/২ রুকু

ছুরা—মাআ'রিজ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিমিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	এই ছুরায় ৪৪ আয়াত এবং ২ রুকু।

۝١ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝٢ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ

১। ছাআলা ছা-য়িলুম্ বিআ'জা-বিঁউ ওয়া-ক্বি'। ২। লিল্ কা-ফিরীনা লাইছা লাহু

(১) একজন প্রার্থী বাস্তব শাস্তি প্রার্থনা করিতেছে। (২) যাহা কাফেরদের জন্য নির্দ্ধারিত আছে, উহাকে

دَافِعٌ ۝ ٣ - مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ۝ ٤ - تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ

দা-ফিই'। ৩। মিল্লা-হি জিল্ মাআ'-রিজ্ । ৪। তা'রুজুল্ মালা-য়িকাতু ওয়ার্‌রূহু

বাধাদানকারী কিছুই নাই। (৩) আল্লাহর পক্ষ হইতে সংঘটিত হইবে, যিনি সিড়িসমূহের অধিপতি।

(৪) যে সিড়ি দিয়া ফেরেশ্‌তাগণ ও নেককারদের রূহ আরোহণ করিবে

اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۝ ٥ - فَاصْبِرْ

ইলাইহি ফী ইয়া উমিন্ কা-না মিক্‌দা-রুহু খাম্‌ছীনা আল্‌ফা ছানাহ্। ৫। ফাছ্‌বির্

তাঁর দিকে এমন দিনে, যাহার পরিমাণ হইবে ৫০ হাজার পার্থিব বৎসর। (৫) অতএব ছবর কর

صَبْرًا جَمِيْلًا ۝ ٦ - اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۝ ٧ - وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ۝ ٨ - يَوْمَ

ছাব্‌রান্ জ্বামীলা। ৬। ইন্নাহুম্ ইয়ারাউ নাহূ বায়ী'দা; ৭। ওয়া নারা-হূ ক্বারীবা।

৮। ইয়াউমা

প্রশান্তচিত্তে। (৬) তাহারা উহাকে দূরে বলিয়া ধারণা করিতেছে। (৭) কিন্তু আমি উহাকে দেখিতেছি নিকটবর্তী। (৮) উহা ঘটিবে সেদিন, যে দিন

تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۝ ٩ - وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝

তাকূনুছ্ ছামা-উ কাল্‌মুহ্‌লি। ৯। ওয়া তাকূনুল্ জ্বিবা-লু কাল্ ই'হ্‌নি।

আছমানসমূহ তামার মত হইয়া যাইবে। (৯) পাহাড়সমূহ রঙিন পশমের মত হইয়া যাইবে।

١٠ - وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۝ ١١ - يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ۝ يَوَدُّ

১০। ওয়ালা ইয়াছ্‌আলু হামীমুন হামীমা। ১১। ইউবাছ্‌ছারূনাহুম্; ইয়াওয়াদ্দুল্

(১০) এবং কোন বন্ধুই কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিবে না; অথচ পরস্পর পরিলক্ষিত হইবে। কাফের ইচ্ছা করিবে,

الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ ۝

মুজ্ব্‌রিমু লাউ ইয়াফ্‌তাদী মিন্ আজা-বি ইয়াউমায়িজিম্ বিবানীহি।

তখনকার আজাব হইতে বাঁচিবার জন্য তার ছেলেকে দিয়া।

١٢ - وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۝ ١٣ - وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُؤْوِيْهِ ۝ ١٤ - وَمَنْ فِى الْاَرْضِ

১২। ওয়া ছা-হিবাতিহী ওয়া আ-খীহি। ১৩। ওয়া ফাছীলাতিহিল্লাতী তু'বীহি।

১৪। ওয়া মান্ ফিল্ আর্‌দ্বি।

(১২) স্ত্রীকে, ভাইকে, (১৩) আশ্রয়দাতা আত্মীয়কে, (১৪) এমনকি জগতের সকলকে নিজের ফিদিয়া

جَمِيعًا لا ثُمَّ يُنْجِيهِ لا ١٥ - كَلَّا ط إِنَّهَا لَظَى ج ١٦ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى ج صلے

জামীআ'ন ছুম্মা ইউন্জ্বীহি। ১৫। কাল্লা ; ইন্নাহা-লাজা। ১৬। নায্যা আ'তাল্ লিশ্শাওয়া।
স্বরূপ অতঃপর উহা তাহাকে আজাব হইতে রক্ষা করুক (১৫) কিন্তু তাহা কখনও হইবে না ; বরং সেই আগুন এমনই প্রচণ্ড শিখাবিশিষ্ট যে ; (১৬) চামড়া খোলাইয়া ফেলিবে।

١٧ - تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ١٨ - وَجَمَعَ فَأَوْعَى ١٩ - إِنَّ الْإِنْسَانَ

১৭। তাদ্উ মান্ আদ্বারা ওয়া তাওয়াল্লা। ১৮। ওয়া জামাআ' ফা আওআ'।
১৯। ইন্নাল্ ইন্ছা-না
(১৭) সে আহ্বান করিবে ধর্মের কাজে পশ্চাৎগামী অথবা বিমুখ সকলকে, (১৮) এবং পরের হক সংগ্রহ ও সঞ্চয়কারীকে। (১৯) নিশ্চয়ই মানুষ

خُلِقَ هَلُوعًا لا ٢٠ - إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا لا ٢١ - وَإِذَا مَسَّهُ

খুলিকা হালুআ' ২০। ইজা-মাছ্ছাহুশ্শারু জ্বাযুআ'। ২১। ওয়া ইজা-মাছ্ছাহুল্
সৃষ্ট হইয়াছে দুর্বল-মনা (২০) যখন তাহার অমঙ্গল ঘটে, সে অস্থির হইয়া পড়ে, (২১) আর যখন তাহার

الْخَيْرُ مَنُوعًا لا ٢٢ - إِلَّا الْمُصَلِّينَ لا ٢٣ - الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

খাইরু মানুআ'। । ইল্লাল্ মুছাল্লীন। ২৩। আল্লাজীনা হুম্ আ'লা ছালা-তিহিম্
মঙ্গল হয়, সে কার্পণ্য করিতে থাকে ২২) কিন্তু যে নামাজী (২৩) স্বীয় নামাজের উপর

دَائِمُونَ ج صلے ٢٤ - وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لا ٢٥ - لِلسَّائِلِ

দা-য়িমুন। ৪। ওয়াল্লাজীনা ফী আম্ওয়ালিহিম্ হাক্কুম্ মা'লুম। ২৫। লিছ্ছায়িলি
স্থায়ীভাবে রত থাকে ; (২৪) যাহাদের ধন-সম্পত্তির মধ্যে নির্দিষ্ট অংশ আছে। (২৫) প্রার্থী

وَالْمَحْرُومِ صلا ٢٦ - وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ٥ ٢٧ - وَالَّذِينَ هُمْ

ওয়াল্ মাহ্রূম। ২৬। ওয়া ল্লাজীনা ইউছাদ্দিকূনা বিইয়াউমিদ্দীন। ২৭। ওয়াল্ লাজীনা হুম
এবং বঞ্চিতদের জন্য। (২৬) যাহারা কিয়ামতের সত্যতা স্বীকার করে ; (২৭) যাহারা

مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ج ٢٨ - إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ٥

মিন্ আজা-বি রাব্বিহিম্ মুশ্ফিকুন। ২৮। ইন্না আজা-বা রাব্বিহিম্ গ্বাইরু মা'মুন।
তাদের প্রতিপালকের আজাব হইতে ভীত (২৮) তাহাদের প্রতিপালকের আজাব অভয়ের বিষয় নহে।

٢٩ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ لا ٣٠ - اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ

২৯। ওয়া ল্লাজীনা হুম্ লিফুরুজিহিন্ হা-ফিজুন। ৩০। ইল্লা আ'লা-আয্‌ওয়াজিহিম্ আউ

(২৯) যাহারা স্বীয় লজ্জাস্থানকে বাঁচাইয়া রাখে। (৩০) আপন বিবি বা ধর্মসম্মত দাসীর উপর ব্যতীত

مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ج ٣١ - فَمَنِ ابْتَغٰى

মা-মালাকাৎ আইমানুহুম্ ফাইন্নাহুন্ গ্বাইরু মালুমীন। ৩১। ফামানিব্ তাগ্বা-

কেননা ইহারা নিন্দনীয় নহে। (৩১) আর যে অভিলাষী হইবে

وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ج ٣٢ - وَالَّذِيْنَ هُمْ

ওয়া রা-আ জা-লিকা ফাউলা-য়িকা হুমুল্ আ'দূন। ৩২। ওয়া ল্লাজীনা হুম্

ইহার ব্যতীক্রমের ; (৩২) তাহারাই সীমাতিক্রমকারী যাহারা

لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ لا ٣٣ - وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ

লিআমা-না-তিহিম্ ওয়া আহ্‌দিহিম্ রা-উ'ন। ৩৩। ওয়াল্লাজীনাহুম্ বিশাহা-দা-তিহিম্

তাহাদের আমানত ও অঙ্গীকার পালন এর খেয়াল রাখে। (৩৩) যাহারা সাক্ষ্য

قَآئِمُوْنَ ص لا ٣٤ - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ط ٣٥ - اُولٰٓئِكَ

ক্বা-য়িমুন। ৩৪। ওয়াল্লাজীনাহুম্ আ'লা-ছালা-তিহিম্ ইউহা-ফিজুন। ৩৫। উলা-য়িকা

যথাযথ আদায় করে ; যাহারা স্বীয় নামাজের প্রতি লক্ষ্য রাখে ; (৩৫) উহারা

فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ع ٣٦ - فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ لا

ع ১ — ১ রুকু

ফী-জ্বান্না-তিম্ মুক্‌রামুন্। ع ৩৬। ফামা-লিল্লাজীনা কাফারূ ক্বিবালাকা মুহ্‌ত্বিয়ী'ন।

বেহেশ্‌তের মধ্যে সম্মানিত হইবে। (৩৬) কাফেরদের কি হইল—তাহারা তোমার দিকে ছুটাছুটি করিয়া আসিতেছে ?

٣٧ - عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ٥ ٣٨ - اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ

৩৭। আ'নিল্ ইয়ামীনি ওয়া আ'নিশ্‌শিমালি ই'যীন্। ৩৮। আইয়াত্ব্‌মাউ'কুল্লুম্‌রিয়িম্

(৩৭) দলবদ্ধভাবে বামে-ডানে হইতে। (৩৮) কি হে, তাদের প্রত্যেকেই কি চায়

مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ۙ ٣٩ - كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا

মিন্হুম্ আঁই ইউদ্খালা জ্বান্নাতা নায়ী'মি। ৩৯। কাল্লা ; ইন্না-খালাক্না হুম্ মিম্মা

যে, নেয়ামত বিশিষ্ট বেহেশ্তে প্রবেশ করিতে। (৩৯) নিশ্চয়ই না কারণ, আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এমন বস্তু হইতে যাহা

يَعْلَمُونَ ٥ ٤٠ - فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا

ইয়া'লামুন। ৪০। ফালা উক্ছিমু বিরাব্বিল্ মাশা-রিক্বি ওয়াল্ মাগ্বা-রিবি ইন্না

তাহারা জ্ঞাত আছে। (৪০) আমি উদয়াস্তের স্থানসমূহের প্রভুর কসম করিয়া বলিতেছি যে. নিশ্চয়ই আমি

لَقَادِرُونَ ۙ ٤١ - عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ٥

লাক্বা-দিরূন। ৪১। আ'লা আন্ নুবাদ্দিলা খাইরাম্ মিন্হুম্ ওয়ামা-নাহ্নু বিমাছ্বূক্বীন্।

সমর্থ আছি। (৪১) দুনিয়াতেও তাহাদের বদলে তাহাদের চেয়ে উত্তম লোক আনয়ন করি ; আর আমি তাহাতে অসমর্থ নহি।

٤٢ - فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي

৪২। ফাজারহুম্ ইয়াখুদ্বূ ওয়া ইয়াল্ আবু হাত্তা-ইউলা-ক্বূ ইয়াউমা হুমুল্লাজী

(৪২) অতএব তাহাদিগকে তাহাদের চেষ্টা-তদ্বীর ও আমোদ প্রমোদে ছাড়িয়া দাও, যে পর্যন্ত না তাহারা প্রতিশ্রুতি দিনের সাক্ষাৎ লাভ করে।

يُوعَدُونَ ۙ ٤٣ - يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ

ইউ আ'দুন। ৪৩। ইয়াউমা ইয়াখ্রুজুনা মিনাল্ আজ্দাছি ছিরা-আ'ন কাআন্নাহুম্

(৪৩) যে দিন তাহারা কবর হইতে দৌড়িয়া বাহির হইবে, যেন তাহারা

إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ۙ ٤٤ - خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ

ইলা নুছুবি'উ ইউফিদ্বুন। ৪৪। খা-শিআ'তান্ আবছারুহুম্ তারহাক্বুহুম্ জিল্লাহ্।

কোন এবাদতখানার দিকে ছুটিয়া যাইতেছে, (৪৪) তাদের চক্ষু অধঃমুখী হইবে ; লজ্জা তাহাদিগকে ছাইয়া ফেলিবে—

ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ع

জা-লিকাল্ ইয়াউমুল্লাজী কা-নু ইউআ'দুন। ع

উহাই সেই প্রতিশ্রুত দিবস।

ع ২/২ রুকূ

ছুরা— নূহ্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিছ্মিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম। পরম কৃপাময় অতি দয়াময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ২৮ আয়াত এবং ২ রুকু।

١ - اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ

১। ইন্না আর্ছাল্না নুহান্ ইলা ক্বাউমিহী আন্ আন্জির্ ক্বাউমাকা মিন্ ক্বাব্লি

(১) আমি নূহ্কে তাহার কওমের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম যে তোমার কাওমকে ভয় প্রদর্শন কর

اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ٥ ٢ - قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ لَكُمْ

আঁই ইয়া'তিয়াহুম্ আজা-বুন্ আলীম। ২। ক্বা-লা ইয়া ক্বাউমি ইন্নী লাকুম্

তাহাদের উপর কঠোর আজাব আসিবার আগে। (২) তখন নূহ্ বলিল, হে আমার কাওম, আমি তোমাদের জন্য

نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ لا ٣ - اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ لا ٤ - يَغْفِرْ لَكُمْ

নাজীরুম্ মুবীন। ৩। আনি'বুদুল্লাহা ওয়াত্তাকূহু ওয়া আ্তীউ'ন। ৪। ইয়াগ্ফির্ লাকুম্

সুস্পষ্ট ভয়প্রদর্শক। (৩) যে আল্লাহর এবাদত কর, তাঁহাকে ভয় কর এবং আমার কথা মান। (৪) আল্লাহ মাফ করিয়া দিবেন

مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ط اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ

মিন্ জুনুবিকুম্ ওয়া ইউআখ্খিরকুম্ ইলা আজ্বালিম্ মুছাম্মা ; ইন্না আজ্বালাল্লাহি

তোমাদের গোনাহসমূহ আর তোমাদিগকে অবসর দিবেন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ; নিশ্চয় আল্লাহর নির্দ্ধারিত সময়

اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ م لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥ ٥ - قَالَ رَبِّ اِنِّيْ

ওয়াক্ফি লাজিম

ইজা জ্বা-আ লা ইউআখ্খার। লাউ কুন্তুম্ তা'লামুন। ৫। কা-লা রাব্বি ইন্নী

যখন আসে তখন বিলম্ব হয় না। যদি তোমরা বুঝিতে। (৫) নূহ্ বলিল, হে আমার প্রতিপালক, আমি

دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا لا ٦ - فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْۤ اِلَّا

দা'আউতু ক্বাউমী লাইলা'উ ওয়া নাহারা। ৬। ফালাম্ ইয়াযিদ্ হুম্ দুআ-য়ী ইল্লা

দিবারাত্র আমার কাওমকে আহ্বান করিয়াছি। (৬) কিন্তু আমার ডাক তাহাদের পলায়নই বৃদ্ধি করিয়াছে মাত্র।

فِرَارًا ٥ ٧ - وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ

ফিরা-রা। ৭। ওয়া ইন্নী কুল্লামা দ্বাআ'উতুহুম্ লিতাগ্‌ফিরা লাহুম্ জ্বাআ'লু আছাবিআ'হুম্
(৭) যখনই আমি তাহাদিগকে ডাকিয়াছি—তুমি তাহাদিগকে মাফ করার জন্য—তাহারা অঙ্গুলিসমূহ দিয়া রাখিয়াছে

فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا

ফী আ-জা-নিহিম্ ওয়াছ্‌তাগ্‌শাউ ছিয়াবাহুম্ ওয়া আছার্‌রু ওয়াছ্‌তাক্‌বারুছ্‌
তাহাদের কানে এবং কাপড় ঢাকা দিয়া রাখিয়াছে, হটকারী ও অত্যধিক অহঙ্কার করিয়াছে।

اسْتِكْبَارًا ج ٨ - ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا لا ٩ - ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ

তিক্‌বা রা। ৮। ছুম্মা ইন্নী দাআ'উতুহুম্ জ্বিহা-রা। ৯। ছুম্মা ইন্নী আ'লান্তু লাহুম্
(৮) অতঃপরও আমি তাহাদিগকে উচ্চস্বরে আহ্বান করিলাম। (৯) প্রকাশ্যে বুঝাইলাম,

وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا لا ١٠ - فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ج إِنَّهُ كَانَ

ওয়া আছ্‌রার্‌তু লাহুম্ ইছ্‌রা-রা। ১০। ফা ক্বুল্‌তুছ্‌তাগ্‌ফিরূ রাব্বাকুম, ইন্নাহূ কা-না
অতি গোপনে বুঝাইলাম। (১০) এবং বলিলাম, তোমাদের প্রতিপালকের কাছে মাফ চাও—নিশ্চয়ই তিনি

غَفَّارًا لا ١١ - يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا لا ١٢ - وَيُمْدِدْكُمْ

গ্বাফ্‌ফা-রা। ১১। ইউর্‌ছিলিছ্‌ ছামা-আ আ'লাইকুম্ মিদ্‌রা-রা। ১২। ওয়া ইউম্‌দিদ্‌কুম্
ক্ষমাশীল। (১১) তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। (১২) তোমাদের জন্য বৃদ্ধি করিবেন

بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ

বি আম্‌ওয়া-লিঁউ ওয়া বানীনা ওয়া ইয়াজ্ব্‌আ'ল্ লাকুম্ জ্বান্না-তিঁউ ওয়া ইয়াজ্ব্‌আ'ল্ লাকুম্
মাল-আওলাদ, তোমাদের জন্য বাগান তৈয়ার করিবেন ও প্রবাহিত করিবেন

أَنْهَارًا ط ١٣ - مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ج ١٤ - وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ٥

আন্‌হা-রা। ১৩। মা-লাকুম্ লা তার্‌জুূনা লিল্লাহি ওয়াক্বা-রা। ১৪। ওয়াক্বাদ্ খালাক্বাকুম্ আত্‌ওয়া-রা।
ঝরণাসমূহ। (১৩) তোমাদের কি হইল যে, আল্লাহর মাহাত্ম্যকে স্বীকার করিতেছ না? (১৪ বস্তুতঃ তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি তোমাদিগকে নানাভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন।

١٥ - أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا لا ١٦ - وَّ

১৫। আলাম্ তারাউ কাইফা খালাকাল্লাহু ছাব্‌আ' ছামা-ওয়া-তিন্ ত্বিবা-ক্বা। ১৬। ওয়া

(১৫) ওহে, তোমরা কি আরও নিদর্শন দেখিতেছ না যে, কেমন করিয়া আল্লাহ সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন।

جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ٥ ١٧ - وَاللّٰهُ

জা-আলাল্ ক্বামারা ফী-হিন্না নূরাঁউ ওয়া জ্বাআলাশ্ শাম্‌ছা ছিরা-জ্বা। ১৭। ওয়াল্লাহু

১৬) তন্মধ্যে চাঁদকে আলোকবিশিষ্ট করিয়াছেন এবং সূর্য্যকে করিয়াছেন ছেরাগ সদৃশ ? (১৭) এবং আল্লাহ

أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا لا ١٨ - ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَ

আম্বাতাকুম্ মিনাল্ আর্‌দ্বি নাবা-তা। ১৮। ছুম্মা ইউয়ী'দুকুম্ ফীহা ওয়া

তোমাদিগকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। (১৮) অতঃপর মৃত্যুর পর তোমাদিগকে তন্মধ্যে ফিরাইয়া নিবেন এবং

يُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ٥ ١٩ - وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لا

ইউখ্‌রিজ্বুকুম্ ইখ্‌রা-জ্বা। ১৯। ওয়াল্লাহু জ্বাআ'লা লাকুমুল্ আর্‌দ্বা বিছা-ত্বা।

বহির্গত করিবেন। (১৯) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য জমীনকে শয্যা স্বরূপ করিয়াছেন।

ع ١ / ١ রুকু

٢٠ - لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ع ٢١ - قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ

২০। লিতাছ্‌লুকু মিন্‌হা ছুবুলান্ ফিজ্বা-জ্বা। ع ২১। ক্বা-লা নুহুর্‌রাব্বি ইন্নাহুম্

(২০) যেন তোমরা চলিতে পার উহার প্রশস্ত রাস্তাসমূহে। (২১) নূহ্ আবার বলিল, হে আমার প্রতিপালক, তাহারা আমার কথা

عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ج

আছাউনী'ওয়াত্তাবাউ' মাল্ লাম্ ইয়াযিদ্‌হু মা-লুহু ওয়া ওয়ালাদুহূ ইল্লা খাছা-রা।

অমান্য করিয়াছে এবং তাহার কথা মানিয়াছে যাহার মাল আওলাদ তাহার নিজের ক্ষতির পরিমাণই বৃদ্ধি করিয়াছে।

٢٢ - وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا لا ٢٣ - وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا

২২। ওয়া মাকারু মাক্‌বার কুব্বা-রা। ২৩। ওয়া ক্বা-লু লা তাজারুন্না আ-লিহাতাকুম্ ওয়ালা

(২২) তাহারা ধর্ম বিরোধী বড় বড় চক্রান্তসমূহ করিয়াছে। (২৩) এবং অনুগামীদিগকে বলিয়াছে, তোমরা স্বীয় খোদাগণকে ত্যাগ করিও না,

تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ج

তাজারুন্না ওয়াদ্দাঁউ ওয়ালা ছুওয়া-আঁ উ, ওয়ালা ইয়াগ্‌ছুছা ওয়া ইয়াউ'কা ওয়া নাছ্‌র।।
এবং বিশেষ করিয়া ওদ্দ, ছোয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নছরকে ত্যাগ করিও না।

٢٤ - وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ج وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِينَ إِلَّا ضَلٰلًا ۝

২৪। ওয়াকাদ্ আদ্বাল্‌লু কাছীরা, ওয়ালা তাযিদিজ্ জ্বা-লিমীনা ইল্লা দ্বালা-লা।
(২৪) নিশ্চয়ই তাহারা অনেকে তোমাদিগকে গোমরাহ করিয়া ফেলিয়াছে, হে আল্লাহ, এ অত্যাচারি গণকে শুধু গোমরাহী বাড়াইয়া দাও।

٢٥ - مِمَّا خَطِيٓـٔتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا لا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم

২৫। মিম্মা খাত্বী ইআ-তিহিম্ উগ্‌রিকু ফাউদ্‌খিলু না-রান ফালাম্ ইয়াজ্বিদু লাহুম্
(২৫) তাহাদের সে সব গোনাহর ফলে তারা জলমগ্ন হইল, পরে দোজখে প্রবিষ্ট হইল, তাহারা পাইল না

مِّن دُونِ اللّٰهِ أَنصَارًا ۝ ٢٦ - وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ

মিন্ দুনিল্লা-হি আন্‌ছা-রা। ২৬। ওয়া ক্বা-লা নূহুর্‌রাব্বি লা তাজার্ আ'লাল্ আর্‌দ্বি মিনাল্
আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও সহায়ক। ২৬) নূহ্ পুনরায় বলিল, হে আমার প্রতিপালক, পৃথিবীতে রাখিও না

الْكٰفِرِينَ دَيَّارًا ۝ ٢٧ - إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ

কা-ফিরীনা দাইয়্যা-রা। ২৭। ইন্নাকা ইন্ তাজার্‌হুম্ ইউদ্বিল্লু ইবা-দাকা
কাফেরদের একটি বাসিন্দাও। (২৭) কেননা, যদি তাহাদিগকে রাখ, তাহারা তোমার বান্দাগণকে গোমরাহ্ করিবে,

وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝ ٢٨ - رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوٰلِدَيَّ

ওয়ালা ইয়ালিদু ইল্লা ফা-জ্বিরান্ কাফ্‌ফা-রা। ২৮। রাব্বিগ্‌ফির্‌লী ওয়ালি ওয়া-লিদাইয়্যা
আর জন্মদান করিবে শুধু গোনাহগার ও কাফের সন্তানই। (২৮) হে আমার প্রতিপালক, ক্ষমা কর আমাকে এবং আমার মা-বাপকে,

وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط

ওয়ালি মান্ দাখালা বাইতিয়া মু'মিনাঁউ ওয়ালিল্ মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনা-ত ;
আমার গৃহস্থিত মু'মিনগণকে এবং সকল মু'মিন নর-নারীকে

৪
২
—
২
রুকু

وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ۝

ওয়ালা তাযিদিজ্ জা-লিমীনা ইল্লা তাবা-রা। ৪

এবং জালিমদের জন্য ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই বাড়াইয়া দিবেন না।

ছুরা—জ্বিন ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিছ্ মিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম্। অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ২৮ আয়াত এবং ২ রুকু।

١ - قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا

১। কুল্ উহিয়া ইলাইয়্যা আন্নাহুছ্‌তামাআ' নাফারুম্ মিনাল্ জ্বিন্নি ফাকা-লূ ইন্না ছামি'না

(১) হে মোহাম্মদ বল, আমার কাছে অহি প্রেরিত হইয়াছে যে, একদল জ্বিন কোরআন শ্রবণ করতঃ স্বজাতিদের নিকট যাইয়া বলিয়াছে, আমরা শুনিয়াছি

قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝ ٢ - يَّهْدِىْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ط وَلَنْ

কুর্আ-নান্ আজ্বা'বা। ২। ইয়াহ্‌দী ইলার্‌রুশ্‌দি ফাআ-মান্না বিহ্; ওয়ালান্

এক আশ্চর্য কোরআন। (২) যাহা সৎপথ প্রদর্শন করে; তাই আমরা উহার উপর ঈমান আনিয়াছি; আমরা কখনও

نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝ ٣ - وَّاَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ

নুশ্‌রিকা বিরাব্বিনা আহাদা। ৩। ওয়া আন্নাহূ তাআ'-লা জ্বাদ্দু রাব্বিনা মাত্তাখাজা

আমাদের প্রতিপালকের সহিত কাহাকেও শরীক করিব না। (৩) কারণ আমাদের প্রতিপালকের শান বিরাট; এমন যে, তিনি না

(১) হুজরত মুহাম্মদ (সঃ) ফজরের নামাজ পড়িতেছিলেন। এমন সময় আহলে নাছিবাইন এর কতিপয় জ্বিন তেলায়াতে কালামে পাক শ্রবণ করতঃ ঈমান আনয়ন করিল এবং তাহারা স্বীয় গোত্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজেদের ঈমান আনয়নের কথা প্রকাশ করিল। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, যাহারা জ্বিনদের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করে, নিশ্চয়ই তাহারা কাফের। (মুজেহুল কোরআন, শামী)

صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ ٤ - وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ

ছাহিবাতাঁউ ওয়ালা ওয়ালাদা। ৪। ওয়া আন্নাহূ কা-না ইয়াকূলু ছাফীহুনা আ'লাল্লাহি

স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছেন না সন্তান। (৪) আমাদের মধ্যে হইতে নির্বোধগণ আল্লাহ সম্পর্কে বলিত

شَطَطًا ۙ ٥ - وَّاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ

শাত্বাত্বা। ৫। ওয়া আন্না জানান্না আল্ লান্ তাকূলাল্ ইন্ছু ওয়াল্ জ্বিন্নু আ'লাল্লাহি

সীমাবহির্ভূত কথা। (৫) আমরা মনে করিতাম, মানব ও জ্বিন আল্লাহ সম্পর্কে কখনও বলিবে না

كَذِبًا ۙ ٦ - وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ

কাজিবা। ৬। ওয়া আন্নাহূ কা-না রিজ্বা-লুম্ মিনাল্ ইন্ছি ইয়াউ'জূনা বি রিজ্বা-লিম্

কোন মিথ্যা কথা। (৬) এবং কতকগুলি মানব আশ্রয় চাহিত কতকগুলি

مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ ٧ - وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ

মিনাল্ জ্বিন্নি ফাযা-দুহুম্ রাহাক্বা। ৭। ওয়া আন্নাহুম্ জান্নূ কামা জানান্তুম্ আল্

জ্বিনের, ফলে তাহারা উহাদের অহমিকা বাড়াইয়া দিয়াছিল। (৭) তাহারা মনে করিত—যেমন তোমরা এতদিন মনে করিতে

لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ ٨ - وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا

ল'াই ইয়াব্ আছাল্লাহু আহাদা। ৮। ওয়া আন্না লামাছ্নাছ্ ছামা-আ ফাওয়াজ্বাদ্না-হা

নিশ্চয়ই আল্লাহ কাহাকেও রাসূলরূপে প্রেরণ করিবেন না। (৮) কিন্তু এখন আল্লাহ একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন; তাহার প্রমাণ এই যে, সম্প্রতি আমরা আসমান পর্যন্ত গিয়াছিলাম, তখন উহাকে পাইয়াছি

(৪) হজরত আকরামা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, প্রথমাবস্থায় জ্বিন জাতি মানুষকে খুব বেশী ভয় করিত, যেমন বর্তমানে মানুষ জ্বিনকে ভয় করিয়া থাকে। যখন মানুষ কোন প্রান্তরে অবস্থান করিত, তখন সমুদয় জ্বিন সেই স্থান হইতে পলাইয়া যাইত। অতঃপর জ্বিনেরা মানুষের ভয় ভীতির কথা জানিতে পারিল। কেননা মানুষের কাফেলা কোনও প্রান্তরে অবস্থানকালে এই বলিয়া আবেদন করিত যে, "আমরা এই প্রান্তরের সর্দারের নিকট সম্মানপূর্ণ অবস্থান কামনা করি।" সুতরাং যখন জ্বিনেরা মানুষের এই ধরণের বাক্যালাপ শুনিতে পাইল, তখন তাহারা মনে মনে ভাবিল যে, আমরা মানুষকে যতটুকু ভয় করি, মানুষেরাও আমাদিগকে ততটুকু ভয় করে। তাই জ্বিনেরা মানুষের কাফেলার সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলাফিরা শুরু করিয়া দিল। কিন্তু এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে যেমন গোমরাহী দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ জ্বিনদের মধ্যেও কেহ কেহ ঈমানদার এবং কেহ কেহ নাফরমান রহিয়াছে। (ইবনে কাছির)

مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ۙ ٩ - وَّأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ

মুলিআৎ হারাছান্ শাদীদাঁউ ওয়া শুহুবা। ৯। ওয়া আন্না কুন্না নাক্‌উ'দু

কঠোর পাহারা ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিপূর্ণ। (৯) আর আমরা আসমানী খবর শুনিতে নির্বিঘ্নে বসিতাম

مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ط فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ

মিন্‌হা মাক্বাই'দা লিছ্‌ছাম্‌ই' ; ফামাঁই ইয়াছ্‌তামিই'ল্ আ-না ইয়াজ্বিদ্ লাহূ

উহার শ্রবণযোগ্য স্থানসমূহে ; কিন্তু এখন যে শুনিতে চায়, সে প্রাপ্ত হয় তার জন্য

شِهَابًا رَّصَدًا ۙ ١٠ - وَّأَنَّا لَا نَدْرِيْٓ أَشَرٌّ أُرِيْدَ بِمَنْ فِي

শিহাবার্ রাছাদা। ১০। ওয়া আন্না লা নাদ্‌রী আশার্‌রুন্ উরীদা বিমান্ ফিল্

তৈয়ারী স্ফুলিঙ্গ। (১০) জানি না, ইহা জগদ্বাসীর জন্য কি উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে—কোন মন্দ,

---

الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۙ ١١ - وَّأَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ

আর্‌দ্বি আম্ আরা-দা বিহিম্ রাব্বুহুম্ রাশাদা। ১১। ওয়া আন্না মিন্নাছ্ ছা-লিহূনা

অথবা তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের প্রতি হেদায়েতের উদ্দেশ্যে রাখিয়াছেন। (১১) পূর্ব হইতেই আমাদের কেহ ছিল ভাল,

---

وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ط كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۙ ١٢ - وَّأَنَّا ظَنَنَّآ أَنْ

ওয়া মিন্না দুনা জা-লিক ; কুন্না ত্বারা-ইক্বা ক্বিদাদা। ১২। ওয়া অ ন্না জানান্না আল্

এবং কেহ তার ব্যতিক্রম ; আমরা ছিলাম বিভিন্ন পন্থী। (১২) আমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করি যে,

---

لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۙ ١٣ - وَّأَنَّا

লান্ নু'জ্বিযাল্লাহা ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়া লান্ নু'জ্বিযাহূ হারাবা। ১৩। ওয়া আন্না

নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহকে পরাজিত করিতে পারিব না জমীনের কোন অংশের মধ্যে গমন করিয়া এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিব না অন্য কোথাও পলাইয়া। (১৩) পরে আমরা

---

(১০) হজরত ইবনে আব্বাছ, মুজ্বাহেদ ছাঈদে বিন মুছাইয়্যা বলেন যে, যদি জ্বিন জাতির সবাই ঈমান আনিত, নেক আমল করিত এবং বদ আমল হইতে বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে রিযিকের দরজা ফুশাদা করিয়া দিতেন এবং তাহাদের উপর রহমত বর্ষণ করিতেন। (জ্বামেউল বয়ান)

لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا

লাম্মা ছামি'নাল্ হুদা আ-মান্না-বিহ ; ফামাঁই ইউমিন্ বিরাব্বিহী ফালা

যখনই হেদায়েতের আহ্বান শুনিয়াছি, তাহার উপর ঈমান আনিয়াছি ; যে স্বীয় প্রতিপালকের উপর ঈমান

يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۙ ١٤ - وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا

ইয়াখা-ফু বাখ্ছাঁউ ওয়ালা রাহাক্কা। ১৪। ওয়া আন্না মিন্নাল্ মুছ্‌লিমুনা ওয়া মিন্নাল্

আনিবে, সে না নেকী হ্রাসের ভয় করিবে, না বদী বৃদ্ধির। (১৪) এখন আমাদের কেহ হইতেছে মুসলমান আর কেহ হইতেছে

الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ١٥ - وَاَمَّا

ক্কা-ছিত্বূন, ফামান্ আছ্‌লামা ফাউলা-ইকা তাহার্‌রাউ রাশাদা। ১৫। ওয়া আম্মাল্

পথভ্রষ্ট ; যাহারা মুসলমান হইয়াছে তাহারা সঠিক পথ খুঁজিয়া লইয়াছে। (১৫) পক্ষান্তরে

الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۙ ١٦ - وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ

কাছিত্বূনা ফাকা-নূ লিজাহান্নামা হাত্বাবা। ১৬। ওয়া আল্ লাবিছ্‌তাক্কা-মু আলাত্ত্বারীক্কাতি

ভ্রষ্টগণ হইয়াছে দোজখের ইন্ধন। (১৬) এবং হে মুহাম্মদ বল, আমার কাছে অহি প্রেরিত হইয়াছে যে, যদি ইহারা সোজা পথ গ্রহণ করিত,

---

لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ۙ ١٧ - لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَمَنْ

লাআছ্‌ক্কাইনা-হুম্ মা-আন্ গ্বাদাক্কা। ১৭। লিনাফ্‌তিনাহুম্ ফীহ ; ওয়া মাঁই

তাহাদিগকে আমি পান করাইতাম স্বাচ্ছন্দ্যের পানি। (১৭) তন্মধ্যে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ; এবং যে

يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۙ

ইউ'রিদ্ব্ আন্ জিক্‌রি রাব্বিহী ইয়াছ্‌লুক্‌হু আজা-বান্ ছাআ'দা।

স্বীয় প্রতিপালকের জিকির হইতে বিমুখ হইবে, তিনি তাহাকে কঠোর আজাবের মধ্যে প্রবেশ করাইবেন।

---

١٨ - وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۙ ١٩ - وَّاَنَّهٗ

১৮। ওয়া আন্নাল্ মাছা-জ্বিদা লিল্লাহি ফালা-তাদ্‌উ' মাআ'ল্লাহি আহাদা। ১৯। ওয়া আন্নাহু

(১৮) এবং সব সেজদা হইতেছে আল্লাহর প্রাপ্য ; অতএব আল্লাহর সহিত আর কাহাকেও ডাকিও না। (১৯) এবং

ع
১
১ রুকু

لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ع

লাম্মা ক্বা-মা আ'ব্‌দুল্লাহি ইয়াদ্‌উ'হু কা-দু ইয়াকুনূনা আ'লাইহি লিবাদা। ع

যখন আল্লাহর খাস বান্দা তাঁর এবাদতে দণ্ডায়মান হয় তাহারা তাহার কাছে ভীড় জমায়।

٢٠ - قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّىْ وَلَا اُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا ٥ ٢١ - قُلْ اِنِّىْ

২০। ক্বুল্ ইন্নামা আদ্‌উ' রাব্বী ওয়ালা উশ্‌রিকু বিহী আহাদা। ২১। ক্বুল্ ইন্নী

(২০) হে মুহম্মদ বল, আমি শুধু আমার প্রতিপালকের এবাদত করি এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করি না। (২১) আরও বলিয়া দাও, আমি

لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ٥ ٢٢ - قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ

লা আম্‌লিকু লাকুম্ দ্বার্‌রাঁউ ওয়ালা রাশাদা। ২২। ক্বুল্ ইন্নী লাঁই ইউজ্বীরানী

তোমাদের কোন ভাল-মন্দের অধিকার রাখি না। (২২) এবং ইহাও বলিয়া দাও, নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবে না

مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ لا وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ٥ لا ٢٣ - اِلَّا

মিনাল্লাহি আহাদুঁউ, ওয়ালান্ আজ্বিদ্ মিন্ দুনিহী মুল্‌তাহাদা। ২৩। ইল্লা

আল্লাহ হইতে কেহই; আর নিশ্চয় আমি আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও কাছে কোন আশ্রয়স্থল পাইতে পারিব না।

بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ

বালা-গ্বাম্ মিনাল্লাহি ওয়া রিছা-লা-তিহ; ওয়ামাঁই ইয়া'ছিল্লাহা ওয়া রাছুলাহূ ফাইন্না

(২৩) কিন্তু আল্লাহর নিকট হইতে হুকুম পৌঁছান আর তাঁহার পয়গাম আদায় করাই আমার কাজ; যে আল্লাহকে ও তাঁহার রাসূলকে অমান্য করে, নিশ্চয়ই

لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط ع ٢٤ - حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا

লাহু না-রা জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা আবাদা। ২৪। হাত্তাইজা রাআউ মা

তাহার জন্য নির্দ্ধারিত আছে দোজখের আগুন, উহার মধ্যে তাহারা চিরস্থায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে। (২৪) এবং যখন তাহারা দেখিতে পাইবে

يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ٥

ইউআ'দুনা ফাছাইয়া'লামুনা মান্ আ'দ্‌আফু না-ছিরাউ ওয়া আকাল্লু আ'দাদা।

প্রতিশ্রুত বস্তুকে, তখন অবশ্যই জানিতে পারিবে; কাহার সহায়ক দুর্বল ও সংখ্যায় নগণ্য।

ع

٢٥ - قُلْ اِنْ اَدْرِیْۤ اَقَرِیْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ یَجْعَلُ لَهٗ رَبِّیْۤ

২৫। কুল্ ইন্ আদ্‌রী আ ক্বারীবুম্ মা তূআ'দুনা আম্ ইয়াজ্‌আ'লু লাহূ রাব্বী
(২৫) বল, আমি জানি না—তোমাদের প্রতিশ্রুত বস্তু কি নিকটবর্তী, অথবা আমার প্রতিপালক তাহার জন্য করিয়াছেন

اَمَدًا ۝ ٢٦ - عٰلِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِهٖۤ اَحَدًا لا

আমাদা। ২৬। আ'লিমুল্ গ্বাইবি ফালা ইউজ্‌হিরু আ'লা গ্বারইবিহী আহাদা।
দীর্ঘমেয়াদ। (২৬ কারণ তিনিই গায়বী জানেন ; তাঁহার গায়বীর ব্যাপার কাহাও নিকট প্রকাশ করেন না।

٢٧ - اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ یَسْلُكُ مِنْۢ بَیْنِ یَدَیْهِ

২৭। ইল্লা মানিরতাদ্বা মির্‌রাছূলিন্ ফাইন্নাহু ইয়াছ্‌লুকু মিম্ বাইনি ইয়াদাইহি
(২৭) কিন্তু অবহিত করেন স্বীয় মনোনীত রাসূলকে, তখন তাহার অগ্র-পশ্চাৎ প্রেরণ করেন

وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا لا ٢٨ - لِّیَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ

ওয়া মিন্ খাল্‌ফিহী রাছাদা। ২৮। লিইয়া'লামা আন্ ক্বাদ্ আব্‌লাগ্বূ রিছা-লা-তি
পাহারাদার ফেরেশ্‌তা। (২৮) যেন আল্লাহ প্রকাশ্যতঃ জানিতে পারেন যে, ফেরেশ্‌তাগণ পৌঁছাইয়াছে

رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَیْهِمْ وَاَحْصٰی كُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا ع

রাব্বিহিম্ ওয়া আহা-ত্বা বিমা-লাদাইহিম্ ওয়া আহ্‌ছা কুল্লা শাইইন্ আ'দাদা। ع
তাহাদের প্রতিপালকের বার্তাসমূহ এবং তিনি তাহাদের সমুদয় অবস্থা ঘিরিয়া আছেন আর সব জিনিষের সংখ্যা জ্ঞাত আছেন। ع ২ — ২ রুকু

ছুরা মুজ্জাম্মিল
ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম্।
পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।

ইহাতে ২০ আয়াত
এবং ২ রুকু।

١ - یٰۤاَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ لا ٢ - قُمِ الَّیْلَ اِلَّا قَلِیْلًا لا ٣ - نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ

১। ইয়া আইয়্যুহাল্ মুজ্জাম্মিলু। ১। ক্বুমিল্ লাইলা ইল্লা ক্বালীলান। ৩। নিছ্‌ফাহূ আবিন্
(১) হে কাপড়ে ঢাকা মোহাম্মদ। ২ রাত্রে নামাজে নিয়োজিত থাক, কিন্তু কতক রাত্রে বিরত থাক।
(৩) অর্দ্ধরাত্রি, তাহার চেয়ে কিছু কম কর।

(১) অহী নাযিল হওয়ার প্রথমাবস্থার মহানবী (সঃ) এর সমস্ত দেহ মুবারকে অহীর গুরুত্ব ও ভারীত্বের দরুণ কম্পনসহ জ্বর অনুভূত হইল। মহানবী সঃ বিবি খাদিজা (রাঃ বলিলেন, আমার গায়ে চাদর জড়াইয়া দাও। সুতরাং মহানবী (সঃ) চাদর জড়ানো অবস্থায় থাকা কালিন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দেন যে, হে নবী! আপনি রাত্রে নামাজ পাঠ করুন। (মুজেহুল কোরআন)

مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ ٤ - اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ

কূছ্ মিন্‌হু কালীলা। ৪। আউযিদ্ আ'লাইহি ওয়া রাত্তিলিল্ কুর্‌আ-না

(৪) অথবা তদুপরি কিছু বৃদ্ধি কর এবং কোরআনকে খুব স্পষ্টভাবে পাঠ কর।

تَرْتِيْلًا ؕ ٥ - اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ٥ ٦ - اِنَّ نَاشِئَةَ

তার্‌তীলা। ৫। ইন্না ছানুল্‌কী আ'লাইকা কাউলান্ ছাকীলা। ৬। ইন্না নাশিআতাল্

(৫. কারণ আমি তোমার উপর শীঘ্রই একটি গুরুভার বিশিষ্ট বাণী প্রেরণ করিব। (৬) এবং রাত্রে উত্থান—

الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّ اَقْوَمُ قِيْلًا ٥ ٧ - اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ

লাইলি হিয়া আশাদ্দু ওয়াৎআ'উ ওয়া আক্ ওয়ামু কী-লা। ৭। ইন্না লাকা ফিন্নাহা-রি

ইহা আত্মাকে কঠোর চাপ প্রদায়ক ও আল্লাহর সহিত বাক্যালাপের অধিকতর উপযোগী। (৭) তা'ছাড়া, দিনের বেলায় তোমার

سَبْحًا طَوِيْلًا ؕ ٨ - وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ؕ

ছাব্‌হান্ ত্বাবীলা। ৮। ওয়াজ্ কুরিছ্ মা রাব্বিকা ওয়া তাবাত্তাল্ ইলাইহি তাব্‌তীলা।

বহু কাজ রহিয়াছে। (৮) এবং তোমার প্রতিপালকের নাম সব সময় স্মরণ কর ও আল্লাহর দিকে রুজু হও ঐকান্তিকভাবে।

---

٩ - رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ٥

৯। রাব্বুল্ মাশ্‌রিক্বি ওয়াল্ মাগ্‌রিবি লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়া ফাত্তাখিজ্‌হু ওয়াকীলা।

(৯) তিনি হইতেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত এবাদতযোগ্য আর কেহই নাই; অতএব তাঁহাকে নির্ভরশীলরূপে গ্রহণ কর।

---

١٠ - وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ٥ ١١ - وَذَرْنِيْ وَ

১০। ওয়াছ্‌বির্ আ'লা মা ইয়াকুলুনা ওয়াহ্‌জুরহুম্ হাজ্‌রান্ জ্বামীলা। ১১। ওয়া জারনি ওয়াল্

(১০) আর ইহাদের পীড়াদায়ক কথায় ধৈর্য ধারণ কর এবং সুন্দরভাবে তাহাদের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাও। (১১) চলতি অবস্থায়, ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং

الْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ٥ ١٢ - اِنَّ لَدَيْنَآ

মুকাজ্জিবীনা উলিন্ না'মাতি ওয়া মাহ্‌হিল্ হুম্ কালীলা। ১২। ইন্না লাদাইনা

নিয়ামতভোগী অবিশ্বাসকারীগণকে এবং তাহাদিগকে সামান্য সময় অবসর দাও। (১২) কারণ, তাহাদের জন্য আছে আমাদের নিকট

أَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۙ ١٢ - وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ۚ قف

আন্‌কা-লাঁউ ওয়া জ্বাহীমাঁউ। ১৩। ওয়াত্বা আ-মান্ জা-গুছ্‌ছাতিঁউ ওয়া আজা-বান আলীমা।

হাত-বেড়িসমূহ ও দোজখ। (১৩) কণ্ঠ-রোধক খাদ্য ও কঠোর শাস্তি।

١٤ - يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا

১৪। ইয়াউমা তার্‌জুফুল্ আর্‌দ্বু ওয়াল্ জ্বিবালু ওয়াকা-নাতিল্ জ্বিবালু কাছীবাম্

(১৪) যেদিন জমীন ও পাহাড়সমূহ প্রকম্পিত হইবে এবং পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া বালুকাস্তুপে পরিণত হইবে।

مَّهِيْلًا ۝ ١٥ - اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا

মাহীলা। ১৫। ইন্না আর্‌ছাল্‌না ইলাইকুম্ রাছূলান্ শা-হিদান্ আ'লাইকুম্ কামা

(১৫) হে অবিশ্বাসকারীগণ, আমি তোমাদের নিকট এমন একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছি, যিনি কিয়ামতে তোমাদের উপর সাক্ষ্যদান করিবেন, যেমন

اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ۭ ١٦ - فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ

আর্‌ছাল্‌না ইলা ফির্‌আ'উনা রাছূলা। ১৬। ফাআ'ছা ফির্‌আ'উনুর্ রাছূলা

আমি ফেরাউনের নিকট একজন রাসূলকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। (১৬) তখন ফেরাউন সেই রাসূলের কথা অমান্য করে,

فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ۝ ١٧ - فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ

ফাআ'খাজ্‌না-হু আখ্‌জাঁউ ওয়াবীলা। ১৭। ফাকাইফা তাত্তাকূনা ইন্ কাফার্‌তুম্

ফলে আমি তাহাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করি। (১৭) অতএব তোমরাও কেমন করিয়া বাঁচিবে—যদি তোমরা কুফরী কর—

يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ۖ ق صلے ١٨ - نِ السَّمَاۗءُ مُنْفَطِرٌۢ

ইয়াউমাঁই ইয়াজ্ব্‌আ'লুল্ বিল্‌দা-না শীবা। ১৮। নিছ্‌ছামা-উ মুন্‌ফাত্বিরুম্

সে দিনের মছিবত হইতে, যে দিনটি বালককে বৃদ্ধ করিবে। (১৮) যেদিন আসমান ফাটিয়া যাইবে

بِهٖ ۭ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ۝ ١٩ - اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ

বিহ্; কা-না ওয়া'দুহূ মাফ্‌উ'লা। ১৯। ইন্না হা-জিহী তাজ্‌কিরাহ্, ফামান্

নিশ্চয়ই জানিও, এ সব ঘটিবেই; কারণ তাঁহার ওয়াদা কার্যকরী হইয়া থাকে। (১৯) নিশ্চয়ই ইহা উপদেশ; অতএব যে,

ع ১/১ রুকূ

شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ع ٢٠ - إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ

শা আত্তাখাজা ইলা রাব্বিহী ছাবীলা। ع ২০। ইন্না রাব্বাকা ইয়া'লামু

ইচ্ছা করে, সে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে পথ গ্রহণ করুক। (২০) তোমার প্রতিপালক জানেন

أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ

আন্নাকা তাক্বূমু আদ্না মিন্ ছুলুছা ইল্লাইলি ওয়া নিছ্ফাহু ওয়া

যে, তুমি নামাজে নিয়োজিত থাক রাত্রের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্দ্ধেক

وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ط وَاللَّهُ يُقَدِّرُ

ছুলুছাহূ ওয়া ত্বা-ইফাতুম্ মিনাল্লাজীনা মাআ'ক্; ওয়াল্লা-হু ইউক্বাদ্দিরুল্

এবং কখনও বা এক-তৃতীয়াংশ এবং তোমার সাথীদের একদলও; আল্লাহই আন্দাজ করিতে পারেন

اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

লাইলা ওয়ান্নাহার; আ'লিমা আল্ লান্ তুহ্ছুহু ফাতা-বা আ'লাইকুম্

দিবা-রাত্রের এবং তিনি জানিয়াছেন যে, তোমরা উহা পারিবে না; তাই তিনি তোমাদের অবস্থার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ط عَلِمَ أَن سَيَكُونُ

ফাক্ব্রাউ মা-তাইয়াছ্ছারা মিনাল্ কুর্আ-ন্; আ'লিমা আন্ ছাইয়াকূনু

অতএব এখন হইতে সহজে যতটুকু পার কোরআন পাঠ কর, তিনি ইহাও জানেন যে,

مِنكُم مَّرْضَىٰ لا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن

মিন্কুম্ মার্দ্বা ওয়া আখারূনা ইয়াদ্ব্রিবুনা ফিল্ আর্দ্বি ইয়াব্তাগূনা মিন্

তোমাদের কেহ হইবে রুগ্ন আর কেহ কেহ রুজির সন্ধানে সফর করিবে,

فَضْلِ اللَّهِ لا وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ز صلے فَاقْرَءُوا

ফাদ্ব্লি ল্লা-হি, ওয়া আ-খারূনা ইউক্বা-তিলুনা ফী ছাবীলিল্লা-হ্; ফাক্ব্রাউ

অন্য একদল আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিবে; এইজন্য হুকুম দিয়াছেন যে, কোরআনকে পাঠ কর

مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ لا وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ

মা তাইয়াছ্ছারা মিন্হু ওয়া আক্বীমুছ্ ছালাতা ওয়া আ-তুয্যাকা-তা ওয়া আক্ রিদ্বু ল্লা-হা

সহজে যতদুর পার, নামাজ আদায় কর, জাকাৎ প্রদান কর, আল্লাহকে কর্জ্জ দাও

قَرْضًا حَسَنًا ط وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ

ক্বার্দ্বান্ হাছানা ; ওয়ামা তুক্বাদ্দিমূ লিআফুন্ছিকুম্ মিন্ খাইরিন্

উত্তমভাবে ; এবং যে নেকী নিজের হিতার্থে তোমরা প্রেরণ করিবে

تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ط وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط

তাজ্বিদুহু ই'ন্দাল্লা-হি হুওয়া খাইর'াউ ওয়া আ'জামা আজ্ রা ; ওয়াছ্তাগ্ফিরুল্লাহ্ ;

উহাকে আখেরাতে আল্লাহর কাছে পাইবে ; উহা হইতেছে উত্তম ও বিরাট পুরস্কার এবং আল্লাহর নিকট সর্বদা মাফ চাও—

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ع

ইন্নাল্লাহা গ্বাফুরুর্ রাহীম। ع

তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল দয়ালু।

ع ২ — ২ রুকু

ছুরা—মুদ্দাছ্ছির ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছমিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৫৬ আয়াত এবং ২ রুকু।

١ - يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ لا ٢ - قُمْ فَاَنْذِرْ لا ٣ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ لا

১। ইয়া আয়্যুহাল্ মুদ্দাছ্ছিরু। ২। ক্বুম্ ফাআ'ন্জির। ৩। ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির।

(১ হে কাপড়ে ঢাকা মোহাম্মদ। (২) উঠ কাফেরগণকে আল্লাহর ভয় প্রদর্শন কর। (৩) তোমার প্রতিপালকের মাহাত্ম্য বর্ণনা কর।

٤ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ لا ٥ - وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ لا ٦ - وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ لا

৪। ওয়া ছিয়া-বাকা ফাত্বাহ্হির। ৫। ওয়ার্ রুজ্ য্যা ফাহ্জুর্। ৬। ওয়ালা-তামনুন্ তাছ্তাখ্ছির।

(৪ কাপড়সমূহকে পাক কর। (৫) ভুতসমূহের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন থাক। (৬) দান করিও না অধিক প্রতিদান দাবীর উদ্দেশ্য।

٧ - وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝ ٨ - فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۝ ٩ - فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ

৭। ওয়া লিরাব্বিকা ফাছ্‌বির। ৮। ফাইজা-নুক্বিরা ফিন্না-কূর। ৯। ফাজা-লিকা ইয়াউমাইজি ই

(৭) তোমার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্যাবলম্বন কর। (৮) যখন সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে। (৯) উহা সেই দিন

يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝ ١٠ - عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝ ١١ - ذَرْنِي وَمَنْ

ইয়াউমুন্ আ'ছীর। ১০। আ'লাল্ কা-ফিরীনা গ্বাইরু ইয়াছীর। ১১। জার্‌নী ওয়া মান্

যাহা কাফেরদের উপর কঠোর হইবে। (১০) কাফেরদের জন্য তাহা সহজ হইবে না। (১১) ছাড়িয়া দাও আমাকে ও তাহাকে

خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝ ١٢ - وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۝ ١٣ - وَبَنِينَ

খালাক্ব্‌তু ওয়াহীদা। ১২। ওয়া জ্বাআল্‌তু লাহূ মা লাম্ মাম্‌দূদা। ১৩। ওয়া বানীনা

যাহাকে আমি একক অবস্থায় সৃষ্টি করিয়াছি। (১২) এবং পরে তাহাকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছি। (১৩ ও সন্তান

شُهُودًا ۝ ١٤ - وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ۝ ١٥ - ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۝

শুহূদা। ১৪। ওয়া মাহ্‌হাদ্‌তু লাহু তাম্‌হীদা। ১৫। ছুম্মা ইয়াৎমাউ' আন্ আযীদা।

নিকটে অবস্থানকারীরূপে। (১৪) এবং সর্বপ্রকারের সরঞ্জাম তার জন্য আয়োজন করিয়াছি। (১৫) তারপরও সে আকাঙ্খা করে যে, আমি তাহার জন্য আরও বর্দ্ধিত করি।

١٦ - كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ۝ ١٧ - سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ۝

১৬। কাল্লা ; ইন্নাহূ কা-না লি আ-ইয়াতিনা আ'নীদা। ১৭। ছাউর্‌হিক্বূহূ ছাউ'দা।

(১৫) না, না, সে ইহার উপযুক্ত নয় ; কারণ সে আমাদের আয়াতসমূহের বিরোধী। (১৭) সত্বরই আমি তাহাকে দোজখের পাহাড়ের উপর আরোহণ করাইব।

١٨ - إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝ ١٩ - فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝ ٢٠ - ثُمَّ قُتِلَ

১৮। ইন্নাহু ফাক্কারা ওয়া ক্বাদ্দারা। ১৯। ফা-ক্বুতিলা কাইফা ক্বাদ্দারা। ২০। ছুম্মা ক্বুতিলা

(১৮) সে চিন্তা করিয়া পরে একটি অনুমান স্থির করিয়াছে। (১৯) নিহত হউক সে ! কেমন অনুমান সে করিল। (২০) পুনশ্চ সে নিহত হউক।

(১০) ওয়ালীদ ইব্‌নে মুগাইয়্যারাহ একজন ধনী কাফের ছিল। একদা সে মহানবী (সঃ -এর খেদমতে হাজির হইলে মহানবী সঃ তাহাকে পবিত্র কোরআনের আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইলেন। কিন্তু ওয়ালীদ অন্যান্য কুচক্রী কাফেরদের চক্রান্তে ঈমান আনিতে পারিল না। এই ওয়ালীদের ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াই আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন। (বয়ানুল কোরআন)

كَيْفَ قَدَّرَ ۙ ٢١ - ثُمَّ نَظَرَ ۙ ٢٢ - ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۙ ٢٣ - ثُمَّ أَدْبَرَ

কাইফা ক্বাদ্দারা। ২১। ছুম্মা নাজারা। ২২। ছুম্মা আবাছা ওয়া বাছারা। ২৩। ছুম্মা আদ্বারা

কেমন অনুমান সে করিল! (২১) পরে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মুখের দিকে চাহিল। (২২) তৎপর কপাল কুঞ্চিত করিল, পরে মুখ বিকৃত করিল। ২৩ মুখ ফিরাইয়াছে

وَاسْتَكْبَرَ ۙ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۙ ٢٥ - إِنْ هَٰذَا

ওয়াছ্তাক্বারা। ২৪। ফাক্বা-লা ইন্ হা-জা ইল্লা ছিহ্‌রুঁই ইউছার। ২৫। ইন্ হা-জা

এবং গর্ব প্রকাশ করিয়াছে। (২৪) অতঃপর তাহার অনুমানকে ব্যক্ত করিতে যাইয়া বলিয়াছে। (২৫) ইহা নকল করা যাদু ব্যতীত আর কিছু নহে, সুতরাং ইহা নহে

إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ط - سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۝ ٢٧ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ط

ইল্লা ক্বাউলুল্ বাশার। ২৬। ছাউছ্লীহি ছাক্বার। ২৭। ওয়ামা আদ্‌রাকা মা ছাক্বার।

মানুষের কথা ব্যতীত আর কিছু। (২৬) আমি তাহাকে সত্বর দোজখে প্রবেশ করাইব। (২৭) তোমার কি ধারণা আছে—দোজখ কেমন?

٢٨ - لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ج ٢٩ - لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ج صلے ٣٠ - عَلَيْهَا تِسْعَةَ

২৮। লা-তুব্‌ক্বী ওয়ালা তাজার। ২৯। লাউওয়াহাতুল্ লিল্ বাশার। ৩০। আ'লাইহা তিছ্‌আ'তা

(২৮) উহা দোজখীদের কিছুই অবশিষ্ট রাখিবে না। (২৯) মানুষের দেহকে বিগড়াইয়া দিবে। (৩০) উহার উপর থাকিবে

عَشَرَ ط ٣١ - وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ص وَّمَا

আ'শার। ৩১। ওয়ামা জ্বাআ'ল্‌না আছ্হা-বা ন্না-রি ইল্লা মালা-ইকাতাঁউ ওয়ামা

১৯ জন ফেরেশ্‌তা। (৩১) আমি শুধু ফেরেশ্‌তাগণকেই দোজখের কার্যকারক বানাইয়াছি এবং

جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ

জ্বাআ'ল্‌না ই'দ্দাতাহুম্ ইল্লা ফিৎনাতাল্ লিল্লাজী কাফারূ লিইয়াছ্তাইকিনা ল্লাজীনা

কাফেরদিগকে পরীক্ষা করার জন্যই তাহাদিগকে এরূপ সংখ্যক করিয়াছি; ফলে যেন আস্থা স্থাপন করে যাহারা

(৩১) এক একজন ফিরিশ্‌তাকে আল্লাহ তাআলা যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, ইহার পরিমাণ হইল সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত জ্বিনের শক্তির পরিমাণের সমান। এই শক্তিশালী ফিরিশ্‌তাগণ দোজখের বাসিন্দাদিগকে আজাব প্রদান করিবে। তাহারা হইল আজাবের ফিরিশ্‌তা। আল্লাহ আমাদিগকে আজাবের ফিরিশ্‌তার কবল হইতে রক্ষা করুন। (বয়ানুল কোরআন)

أُوتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ اٰمَنُوٓا اِيمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ

উতুল্ কিতা-বা ওয়া ইয়ায্দা-দাল্লাজীনা আ-মানূ ঈমানাঁউ ওয়ালা ইয়ার্তা-বাল্

কিতাবী এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মু'মিনগণের ঈমান আর যেন সন্দেহ না করে

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُونَ لا وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ

ল্লাজীনা উতুল্ কিতা-বা ওয়াল্ মু'মিনূনা ওয়া লিইয়াকূ লাল্লাজীনা ফী ক্বুলূবিহিম্

কিতাবী ও মু'মিনগণ, যেন বলে সন্দিগ্ধমনা

مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُونَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ط كَذٰلِكَ

মারাদ্বুঁউ ওয়াল্ কা-ফিরূনা মা জা আরাদাল্লাহু বিহা-জা মাছালা ; কাজা-লিকা

ও কাফেরগণ এই অদ্ভুত কথায় আল্লাহর কি উদ্দেশ্য রহিয়াছে ; এই ভাবে

يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِى مَنْ يَّشَآءُ ط وَمَا يَعْلَمُ

ইউদ্বিল্লুল্লাহু মাঁই ইয়াশা-উ ওয়া ইয়াহ্দী মাঁই ইয়াশা-উ ; ওয়ামা ইয়া'লামু

আল্লাহ্ যাকে চাহেন গোমরাহ্ করিয়া দেন, আর যাকে চাহেন, হেদায়েত করেন ; কেহই জানে না

ع ১/১ রুকু

جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ط وَمَا هِىَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ع ٣٢- كَلَّا وَالْقَمَرِ لا

জুনূদা রাব্বিকা ইল্লা হুওয়া; ওয়ামা হিইয়া ইল্লা জিক্রা লিল্ বাশার। ع ৩২। কাল্লা ওয়াল্ ক্বামার্।

তোমার প্রতিপালকের লস্কর সম্পর্কে তিনি ব্যতীত আর দোজখের বর্ণনা মানবের জন্য উপদেশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। (৩২) হাঁ, চন্দ্রের কসম।

٣٣- وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ لا ٣٤- وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ لا ٣٥- اِنَّهَا لَاِحْدَى

৩৩। ওয়াল্ লাইলি ইজা আদ্বার। ৩৪। ওয়াছ্ ছুব্হি ইজা আছ্ফার। ৩৫। ইন্নাহা লা ইহ্দাল্

(৩৩) ও রাত্রের, যখন অপসৃত হইতে থাকে। (৩৪) এবং কসম প্রভাতের, যখন আলোকিত হয়। (৩৫) নিশ্চয়ই উহা

الْكُبَرِ لا ٣٦- نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ لا ٣٧- لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ

কুবার। ৩৬। নাজীরাল্ লিল্ বাশার। ৩৭। লিমান্শা-আ মিন্কুম্ আঁই ইয়াতাকাদ্দামা

গুরুত্বশীল বস্তুসমূহের অন্যতম। (৩৬) মানুষের জন্য ভয় প্রদর্শক। (৩৭) তোমাদের মধ্যে

أَوْ يَتَأَخَّرَ ۝ ٣٨- كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ لا ٣٩- إِلَّا

আউ ইয়াতাআখ্খার। ৩৮। কুল্লু নাফ্ছিম্ বিমা কাছাবাৎ রাহীনাতুন। ৩৯। ইল্লা

অগ্র-গমন অথবা পশ্চাদ্-গমনে ইচ্ছুক উভয়ের জন্যই সমান। (৩৮) তথায় প্রত্যেকেই স্বীয় কার্যকলাপের ফলে আবদ্ধ থাকিবে। (৩৯) কিন্তু

أَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ط ٤٠- فِيْ جَنّٰتٍ قف ط يَتَسَاءَلُوْنَ لا ٤١- عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ لا

আছ্হা-বাল্ ইয়ামীন। ৪০। ফী জান্না-তিন্ ; ইয়াতাছাআলূন। ৪১। আ'নিল্ মুজ্‌রিমীন ;

দক্ষিণ হস্তে আমলনামাধারিগণ। (৪০) তাহারা বেহেশ্‌তে অবস্থান করিবে। (৪১) গোনাহগারগণকে জিজ্ঞাসা করিবে।

٤٢- مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ۝ ٤٣- قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ لا ٤٤- وَلَمْ نَكُ

৪২। মা ছালাকাকুম্ ফী ছাকার। ৪৩। ক্বা-লু লাম্ নাকু মিনাল্ মুছাল্লীনা। ৪৪। ওয়া লাম্ নাকু

(৪২) কিসে তোমাদিগকে দোজখে প্রবেশ করাইল। (৪৩) তাহারা উত্তরে বলিবে, আমরা না ছিলাম নামাজী। (৪৪) না ছিলাম

نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۝ ٤٥- وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ لا ٤٦- وَكُنَّا نُكَذِّبُ

নুত্ব ই'মুল্ মিছ্কীন। ৪৫। ওয়া কুন্না নাখুদ্বু মাআ'ল্ খা ইদ্বীন। ৪৬। ওয়া কুন্না নুকাজ্জিবু

মিছকীনকে ভোজদাতা। (৪৫) বরং আমরা ধর্মের অনিষ্ট সন্ধানীদের সহিত অনিষ্ট সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলাম। (৪৬) এবং অবিশ্বাস করিয়াছিলাম

بِيَوْمِ الدِّيْنِ لا ٤٧- حَتّٰى أَتٰنَا الْيَقِيْنُ ط ٤٨- فَمَا تَنْفَعُهُمْ

বি ইয়াউমিদ্দীন। ৪৭। হাত্তা আতা-নাল্ ইয়াক্বীন। ৪৮। ফামা তান্ফাউ'হুম্

কিয়ামতকে। (৪৭) এ পর্যন্ত যে, তদবস্থায় আমাদের উপর মৃত্যু আসিয়া পড়ে। (৪৮) সুতরাং তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না।

شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ط ٤٩- فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ لا

শাফা-আ'তুশ্ শা-ফিয়ী'ন। ৪৯। ফামা লাহুম্ আ'নিত্তাজ্‌কিরাতি মু'রিদ্বীন।

কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ। (৪৯) তাহাদের কি হইল যে, তাহারা এই নছিহত হইতে বিপরীত মুখী হইয়াছে।

٥٠- كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ لا ٥١- فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ط ٥٢- بَلْ

৫০। কাআন্নাহুম্ হুমুরুম্ মুছ্তান্ফিরাহ। ৫১। ফার্‌রাৎ মিন্ ক্বাছ্ওয়ারাহ্। ৫২। বাল্

(৫০) যেন তাহারা বন্য গাধা। (৫১) ব্যাঘ্র হইতে পলায়নরত। (৫২) শুধু তাহাই নয়, বরং

يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۙ ٥٣- كَلَّا ۖ

ইউরীদু কুল্লুম্‌রিয়িম্ মিন্‌হুম্ আঁাই ইউ'তা ছুহুফাম্ মুনাশ্‌শারাহ। ৫৩। কাল্লা ;

তাহাদের প্রত্যেকে চায়, তাহারা প্রদত্ত হউক আসমানী বিশেষ পত্র রাসূলকে মানিবার অনুকূলে। (৫৩ না, কারণ ইহার প্রয়োজন নাই, তাহাদের সে যোগ্যতাও নাই ; কোন সাধারণ ব্যাপারেও যোগ্যতা থাকে না ;

بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۚ ٥٤- كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۚ ٥٥- فَمَن شَاءَ

বাল্ লা ইয়াখা ফুনাল্ আ-খিরাহ। ৫৪। কাল্লা ইন্নাহূ তাজ্‌কিরাহ। ৫৫। ফামান্ শা আ

তবু যে তারা আছমানী পত্র চাহিতেছে, রাসূলকে মানিবার উদ্দেশ্যে নহে ; বরং এই জন্য যে তাহারা আখেরাতের ভয় করে না। (৫৪) অতএব ইহা কখনও হইতে পারে না ; বরং ইহা নছীহত। (৫৫) অতএব

ذَكَرَهُ ۚ ٥٦- وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ

জাকারাহ। ৫৬। ওয়া মা ইয়াজ্‌কুরূনা ইল্লা আঁাই ইয়াশা-আল্লাহ ; হুওয়া

যে চায়, উহাকে গ্রহণ করুক। (৫৬) এবং ইহারা গ্রহণ করিবে না আল্লাহ্‌ গ্রহণ করাইতে ইচ্ছা করা ব্যতীত ; কেননা তিনি

৭
২
২ রুকু

أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ع

আহ্‌লুৎ তাক্‌ওয়া ওয়া আহ্‌লুল্ মাগ্‌ফিরাহ। ع

হইতেছেন ভীতি-যোগ্য ও ভয়কারীর প্রতি ক্ষমাশীল।

ছুরা ক্বিইয়ামাত ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম। অতি দয়ালু পরম কৃপালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৪০ আয়াত এবং ২ রুকু

١- لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۙ ٢- وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۚ

১। লা-উক্‌ছিমু বি ইয়াউমিল্ ক্বিইয়া-মাহ্‌। ২। ওয়ালা উক্‌ছিমু বিন্নাফ্‌ছিল্ লাউওয়া-মাহ্‌।

(১ আমি কসম করিতেছি কিয়ামত দিবসের। (২) এবং কসম করিতেছি অনুতপ্ত আত্মার।

٣- أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ۚ ٤- بَلَىٰ قَادِرِينَ

৩। আ ইয়াহ্‌ছাবুল্ ইন্‌ছা-নু আল্লান্ নাজ্‌মা মাআ' ই'জা-মাহ্‌। ৪। বালা-ক্বাদিরীনা

(৩) মানব কি মনে করে নিশ্চয় আমি তাহাদের অস্থিসমূহকে জমা করিব না। (৪) অবশ্যই আমি জমা করিব

عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ ۝ ٥- بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ

আ'লা আন্ নুছাব্যিইয়া বানা-নাহ্। ৫। বাল্ ইউরীদুল্ ইন্ছা নু লিইয়াফ্জুরা

অঙ্গুলীসমূহকেও যথাযথ সংস্থাপনে সক্ষমরূপে। (৫) বরং কোন কোন লোক চায় সে নির্বিঘ্নে পাপে রত থাকুক

اَمَامَهٗ ج ٦- يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ط ٧- فَاِذَا

আমা-মাহ্। ৬। ইয়াছ্আলু আয়্যানা ইয়াউমুল্ ক্বিইয়া-মাহ। ৭। ফা ইজা

তার ভবিষ্যৎ জীবনেও। (৬) পাপের মোহে কিয়ামত সম্পর্কে সে কোন চিন্তাই করে না ; ফলে তদ্বিষয়ে তার মনে কোন ভয়ের উদ্রেকও হয় না ; সে জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত কবে। (৭) যখন

بَرِقَ الْبَصَرُ لا ٨- وَخَسَفَ الْقَمَرُ لا ٩- وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ط

বারিক্বাল্ বাছার। ৮। ওয়া খাছাফাল্ ক্বামার। ৯। ওয়া জুমিআ'শ্ শাম্ছু ওয়াল্ ক্বামার।

চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে। (৮) চাঁদ জ্যোতিহীন হইয়া যাইবে। (৯) এমনকি সূর্য্য ও চাঁদ সমদশাগ্রস্ত হইবে।

١٠- يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ج ١١- كَلَّا لَا

১০। ইয়াক্বূলুল্ ইন্ছা-নু ইয়াউমাইজিন্ আইনাল্ মাফার। ১১। কাল্লা-লা

(১০) সেই দিন মানব বলিবে, কোথায় পলায়নস্থল। (১১) না, পলায়নের সাধ্য নাই। কেননা,

وَزَرَ ط ١٢- اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرُّ ط ١٣- يُنَبَّؤُا

ওয়াযার্। ১২। ইলা রাব্বিকা ইয়াউমাইজিনিল্ মুছ্তাকার্। ১৩। ইউনাব্বাউল্

কিয়ামতে কোথাও আশ্রয়স্থল নাই। (১২) সেদিন শুধু তোমার রবের কাছেই যাইবার ঠিকানা। (১৩) অবহিত

الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ط ١٤- بَلِ الْاِنْسَانُ

ইন্ছা-নু ইয়াউমাইজিম্ বিমা ক্বাদ্দামা ওয়া আখ্খার। ১৪। বালিল্ ইন্ছা-নু

করা হইবে মানুষকে সেই দিন তাহার কৃত-অকৃত কার্যকলাপ। (১৪) বরং মানব

(১৪) অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। যদিও সে ওজর আপত্তি করিবে তথাপি তাহার সেই আপত্তি কবুল করা হইবে না। এই জন্য যে তাহার দেহেরই একটি অংশ তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছে। অতএব পৃথিবীর কোন বন্ধুই আখেরাতে স্বীয় বন্ধুত্বের পরিচয় প্রদান করিবেন না। (জামেউল বয়ান)

عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۙ ١٥- وَلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ط ١٦- لَا تُحَرِّكْ بِهٖ

আ'লা নাফ্ছিহী বাছীরাহ। ১৫। ওয়া লাউ আল্কা মাআ'-জীরাহ। ১৬। লা তুহার্রিক্ বিহী

নিজেই নিজের অবস্থার উপর অবহিত হইবে। (১৫) যদিও নানা ওজর আপত্তি উপস্থিত করিবে। (১৬) হে রাসূল! কোরআনের উপর সঞ্চালিত করিও না

لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ط ١٧- اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ج صلے

লিছা-নাকা লিতা'জ্বালা বিহ। ১৭। ইন্না আ'নাইনা জ্বাম্আ'হূ ওয়া ক্বুর্আ-নাহ।

তোমার জিহ্বাকে, উহাকে তাড়াতাড়ি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে। (১৭) কেননা, উহাকে তোমার অন্তরে সঞ্চিত করা ও তোমার মুখে পড়াইয়া দেওয়ার দায়িত্ব আমারই উপর।

١٨- فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ج ١٩- ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ط

১৮। ফা ইজা ক্বারা'না-হু ফাত্তাবি' ক্বুর্আ-নাহ। ১৯। ছুম্মা ইন্না আ'লাইনা বাইয়া-নাহ।

(১৮) অতএব যখন আমি উহাকে পাঠ করি, উহার পাঠ অনুসরণ কর। (১৯) অতঃপর তোমার মুখে উহার প্রচার করানোর দায়িত্বও আমারই উপর।

٢٠- كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ۙ ٢١- وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ط ٢٢- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ

২০। কাল্লা বাল্ তুহিব্বূনাল্ আ'-জ্বিলাহ। ২১। ওয়া তাজারূনাল্ আ-খিরাহ। ২২। বুজূহুঁই ইয়াউমাইজিন্

(২০) না, বরং তোমরা উহাকে অস্বীকার করিতেছ শুধু এই জন্য যে, তোমরা ইহকালের মায়ায় আকৃষ্ট আছ। (২১) ফলে পরকালকে ছাড়িয়া দিয়াছ। (২২) অনেক চেহারা সেদিন

نَّاضِرَةٌ ۙ ٢٣- اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ج ٢٤- وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۙ

না-দ্বিরাহ। ২৩। ইলা রাব্বিহা না-জিরাহ। ২৪। ওয়া বুজূহুঁই ইয়াউমাইজিম্ বা-ছিরাহ।

উজ্জ্বল হইবে। (২৩) আপন প্রভুর দিকে চাহিতে থাকিবে। (২৪) অনেক চেহারা সেদিন মলিন হইবে।

٢٥- تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ط ٢٦- كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۙ

২৫। তাজুন্নু আঁই ইউফ্আ'লা বিহা ফা-ক্বিরাহ। ২৬। কাল্লা ইজা বালাগ্বাতিৎ তারা-ক্বিয়া।

(২৫) তাহারা ভাবিবে তাহাদের সহিত আচরিত হইবে রূঢ় ব্যবহার। (২৬) না, দুনিয়া প্রিয়বস্তু নহে যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়।

٢٧- وَقِيْلَ مَنْ سَكْتَهٗ رَاقٍ ۙ ٢٨- وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ۙ ٢٩- وَالْتَفَّتِ السَّاقُ

২৭। ওয়া কীলা মান্ রা-ক্ব। ২৮। ওয়া জান্না আন্নাহুল্ ফিরা-ক্ব। ২৯। ওয়াল্ তাফ্ফাতিছ্ছা-ক্ব

(২৭) এবং বলা হয়, কোন্ ঝাড়-ফুঁক ওয়ালা আছে। (২৮) এবং সে মনে করে যে, উহাই দুনিয়া হইতে বিচ্ছেদ। (২৯) এবং যখন পায়ে পায়ে মিলিয়া যায়।

بِالسَّاقِ ۙ ٣٠- اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقُ ۚ ٣١- فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ۙ

বিছ্ছা-ক্ । ৩০ । ইলা রাব্বিকা ইয়াউমাইজিনিল্ মাছাক্ । ع ৩১ । ফালা ছাদ্দাকা ওয়ালা ছাল্লা।

(৩০ সেদিন তোমার প্রভুর দিকেই গমন। ৩১) কারণ সে-না আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়াছে, না নামাজ আদায় করিয়াছে।

ع ১ — ১ রুকু

٣٢- وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۙ ٣٣- ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ط

৩২। ওয়া লা কিন্ কাজ্জাবা ওয়া তাওয়াল্লা। ৩৩। ছুম্মা জাহাবা ইলা আহ্লিহী ইয়াতামাত্তা।

(৩২) অধিকন্তু আল্লাহ্ ও রাসূলকে অবিশ্বাস করিয়াছে ও তাঁহাদের আদেশ পালনে বিমুখ হইয়াছে।

(৩৩ তদুপরি গোনাহর জন্য সঙ্কুচিত না হইয়া পরিবারবর্গের কাছে গমন করিয়াছে বাহাদুরীর সহিত।

٣٤- اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۙ ٣٥- ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ط ٣٦- اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ

৩৪। আউলা লাকা ফা আউলা। ৩৫। ছুম্মা আউলা লাকা ফা আউলা। ৩৬। আইয়াহ্ছাবুল্ ইন্ছানু

(৩৪) তখন কাফেরকে বলা হইবে, দুর্ভাগ্য তোমার। (৩৫) পুনরায় দুর্ভাগ্য তোমার। (৩৬) কেমন, মানব কি মনে করে যে,

اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ط ٣٧- اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ۙ

আঁই ইউৎরাকা ছুদা। ৩৭। আলাম্ ইয়াকু নুত্ফাতাম্ মিম্ মানিয়্যিঁই ইউম্না।

তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে দায়ীরূপে। (৩৭) সে কি প্রক্ষিপ্ত মনির ফোটামাত্র নয়?

٣٨- ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ۙ ٣٩- فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ

৩৮। ছুম্মা কা না আ'লাকাতান্ ফাখালাকা ফাছাউওয়া। ৩৯। ফাজাআ'লা মিন্হুয্ যাউজাইনিজ্

(৩৮ তারপর উহা রক্তপিণ্ডে পরিণত হইয়াছে, অতঃপর তাহাকে মানুষরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তারপর সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। (৩৯) তারপর উহা হইতে দুই প্রকার মানব গড়িয়াছেন,

الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ط ٤٠- اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ

জাকারা ওয়াল্ উন্ছা। ৪০। আলাইছা জা-লিকা বিকা দিরিন্ আ'লা আঁই

পুরুষ ও নারী। (৪০) তিনি কি সক্ষম নহেন যে,

يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى ۚ

ইউহ্ই ইয়াল্ মাউতা। ع

মৃতকে জীবিত করেন।

ع ২ — ২ রুকু

ছুরা দাহ্‌র ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম্। অতি দয়াময় পরম কৃপালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৩১ আয়াত এবং ২ রুকু

١- هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا

১। হাল্ আতা আ'লাল্ ইন্‌ছা-নি হীনুম্ মিনাদ্দাহ্‌রি লাম্ ইয়াকুন্ শাইআম্

(১) নিশ্চয়ই মানুষের এমন সময়ও ঘটিয়াছে যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

مَّذْكُوْرًا ○ ٢- اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ق صلے

মাজ্‌কূরা। ২। ইন্না খালাক্‌নাল্ ইন্‌ছা-না মিন্ নুত্বাফ্‌তিন্ আম্‌শা জ্বিন,

(২) কারণ আমি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি নারী-পুরুষের মিশ্রিত মনি হইতে;

نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○ ٣- اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ

নাবৃতালীহি ফাজ্বাআ'ল্‌না হু ছামীআ ম্ বাছীরা। ৩। ইন্না হাদাইনা-হুছ্ ছাবীলা

এমনভাবে যে, আমি তাহাকে দায়িত্বশীল করিব। (৩) তাই আমি তাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছি

اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ○ ٤- اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا

ইম্মা শা-কিরাঁউ ওয়া ইম্মা কাফুরা। ৪। ইন্না আ'তাদ্‌না লিল্ কা-ফিরীনা ছালা-ছিলা

সে হয়ত কৃতজ্ঞ হইবে, না হয় অবাধ্য। (৪) আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি শিকলসমূহ,

وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ○ ٥- اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ

ওয়া আগ্‌লা-লাঁউ ওয়া ছায়ী'রা। ৫। ইন্নাল্ আব্‌রা রা ইয়াশ্‌রাবুনা মিন্ কা'ছিন্

কণ্ঠ রজ্জু ও জ্বলন্ত অগ্নি। (৫) পক্ষান্তরে নেককারগণ এমন শরাব পান করিবে

كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ج ٦- عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ

কা-না মিযা-জুহা কা-ফূরা। ৬। আ'ইনাঁই ইয়াশ্‌রাবু বিহা ই'বা-দুল্লাহি

যাহাতে কাফুর মিশ্রিত থাকিবে। (৬) এমন ঝরণা হইতে আল্লাহর বান্দাগণ পান করিবে, উহা হইতে

يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ○ ٧- يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ

ইউফাজ্জিরূনাহা তাফ্‌জীরা। ৭। ইউফুনা বিন্‌ নাজ্‌রি ওয়া ইয়াখা-ফুনা

অনেক নদী প্রবাহিত হইবে। (৭) কারণ ইহারা কর্তব্য পালন করে আর তাহারা ভয় করে

يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ○ ٨- وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ

ইয়াউমান কা-না শার্‌রুহূ মুছ্‌তাত্বীরা। ৮। ওয়া ইউত্ব্‌ই'মূনাত্ত্বাআ'মা আ'লা হুব্বিহী

এমন দিনকে, যাহার কঠোরতা হইবে সর্বব্যাপী। (৮) আর তাহারা আল্লাহর মহব্বতে ভোজন করায়

مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ○ ٩- إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ

মিছ্‌কীনাঁউ ওয়া ইয়াতীমাঁউ ওয়া আছীরা। ৯। ইন্নামা নুত্ব্‌য়িমুকুম্‌ লি ওয়াজ্‌হিল্লাহি

মিছকীন, এতীম ও বন্দীকে। (৯) শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই আমি তোমাদিগকে খাওয়াইতেছি আমি

لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ○ ١٠- إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا

লা নুরীদু মিন্‌কুম্‌ জ্বাযা-অাঁউ ওয়া লা শুকূরা। ১০। ইন্না নাখা-ফু মির্‌ রাব্বিনা

তোমাদের নিকট কোন বদলা বা কৃতজ্ঞতা চাহি না। (১০ আমি ভয় করিতেছি আমাদের প্রতিপালক হইতে

يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ○ ١١- فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ

ইয়াউমান্‌ আ'বুছান্‌ কাম্‌ত্বারীরা। ১১। ফাওয়াক্বা-হুমুল্লাহু শার্‌রা জা-লিকাল্‌

কঠোর ও তিক্ত দিবসের। (১১) ফলে আল্লাহ্‌, তাহাদিগকে সেদিন কঠোরতা হইতে বাঁচাইবেন

الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ج ١٢- وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا

ইয়াউমি ওয়া লাক্ব্‌ক্বা-হুম্‌ নাদ্ব্‌রাতাঁউ ওয়া ছুরূরা। ১২। ওয়া জ্বাযা-হুম্‌ বিমা ছাবারূ

এবং তাহাদিগকে দেহ লাবণ্য ও মনে আনন্দ দান করিবেন। ১২) তাহারা দৈর্য্যশীল হইয়াছে বলিয়া
আল্লাহ উহাদিগকে উহার প্রতিদান প্রদান করিবেন

جَنَّةً وَحَرِيرًا ج ١٣- مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ج لَا يَرَوْنَ فِيهَا

জ্বান্নাতাঁউ ওয়া হারীরা। ১৩। মুত্তাকিয়ীনা ফীহা আ'লাল্‌ আরা-ইক্‌, লা ইয়ারাউনা ফীহা

বেহেশ্‌ত ও রেশমী পোষাক। (১৩) তাহারা তথায় পালঙ্কের উপর হেলানভাবে থাকিবে ; না তথায়
দেখিবে

شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ۚ ١٤ - وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَ

শাম্ছাঁউ ওয়ালা যাম্হারীরা। ১৪। ওয়া দা-নিইয়াতান্ আ'লাইহিম্ জিলা-লুহা ওয়া

উত্তাপ না শীত। (১৪) এবং উহার ছায়াসমূহ তাহাদের উপর ঝোঁক দিয়া থাকিবে উহার মেওয়াসমূহ

ذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝ ١٥ - وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ

জুল্লিলাৎ কুত্বূফুহা তাজ্‌লীলা। ১৫। ওয়া ইউত্বা-ফু আ'লাইহিম্ বিআ-নিইয়াতিম্ মিন্

তাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে। (১৫) তাহাদের কাছে খাদ্যদ্রব্যাদি আনীত হইবে রূপার থালায়

فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ۝ ١٦- قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ

ফিদ্বাতিঁউ ওয়া আক্ওয়া-বিন্ কা-নাৎ কাওয়া-রীরা। ১৬। কাওয়া-রীরা মিন্ ফিদ্বাতিন্

এবং কাঁচের পেয়ালায়। (১৬) সেই কাঁচ রৌপ্যের তৈরী খাদেমগণ উহাকে ভর্তি

قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝ ١٧- وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا

কাদ্দারূহা তাক্‌দীরা। ১৭। ওয়া ইউছ্‌কাউনা ফীহা কা'ছান্ কা-না মিযা-জুহা

করিবে পরিমাণ মত। (১৭) তথায় আরও শরাবের পেয়ালা পান করান হইবে, যাহাতে আদা মিশ্রিত

زَنْجَبِيْلًا ۚ ١٨- عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ۝ ١٩- وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ

যান্‌জাবীলা। ১৮। আ'ইনান্ ফীহা তুছাম্মা ছাল্‌ছাবীলা। ১৯। ওয়া ইয়াত্বূফু আ'লাইহিম্

থাকিবে। (১৮) এমন ঝরণা যাহা তথায় ছাল্‌ছাবীল্ নামে অভিহিত। (১৯) এই সব বস্তু লইয়া তাহাদের
কাছে যাতায়াত করিবে

وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا

বিল্‌দানুম্ মুখাল্লাদুন, ইজা রাআইতাহুম্ হাছিব্‌তাহুম্ লু'লুআম্

চির-কিশোর বালকগণ, তাহাদিগকে দেখিলে তুমি ধারণা করিবে বিক্ষিপ্ত মুতি বলিয়া।

مَّنْثُوْرًا ۝ ٢٠- وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ۝

মান্‌ছুরা। ২০। ওয়া ইজা রা আইতা ছুম্মা রা আইতা নায়ী'মাঁউ ওয়া মুল্‌কান্ কাবীরা।

(২০) এবং যে স্থান দেখ, তবে দেখিবে এক বিরাট নেয়ামত ও বিশাল সম্রাজ্য।

٢١- عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ وَّحُلُّوْا

২১। 'আ'-লিইয়াহুম্ ছিইয়া-বু ছুনদুছিন্ খুদ্‌রুঁউ ওয়া ইছ্‌তাব্‌রাকুঁউ ওয়া হুল্লু

২১। উহাদের উপর রেশমী কাপড় থাকিবে সূক্ষ্ম এবং মোটা এবং তাহারা পরিহিত হইবে রূপার কাঙ্কন

اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ج وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ٥ ٢٢- اِنَّ

আছা-বিরা মিন্ ফিদ্দ্বাহ্, ওয়া ছাকা-হুম্ রাব্বুহুম্ শারা-বান্ ত্বাহূরা। ২২। ইন্না

এবং তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে পান করাইবেন পবিত্র শরাব। (২২) নিশ্চয়ই

هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ع ٢٣- اِنَّا

হা-জা কা-না লাকুম্ জ্বাযা-আঁউ ওয়া কা-না ছা'ইউকুম্ মাশ্‌কুরা। ع ২৩। ইন্না

ইহা হইতেছে তোমাদের জন্য প্রতিদান ; বস্তুতঃ তোমাদের চেষ্টা কবুল হইয়াছে। (২৩) নিশ্চয়ই

ع ১ ১ রুকূ

نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ج ٢٤- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ

নাহ্‌নু নায্‌যাল্‌না আ'লাইকাল্ কুর্‌আ-না তান্‌যীলা। ২৪। ফাছ্‌বির্ লিহুক্‌মি

আমি তোমার নিকট কোরআনকে অল্প অল্প করিয়া নাজিল করিয়াছি। (২৪) অতএব তোমার প্রভুর হুকুমের উপর স্থির থাক, তাহাদের

رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ج ٢٥- وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ

রাব্বিক। ওয়ালা তুত্বি' মিন্‌হুম্ আ-ছিমান্ আউ কাফূরা। ২৫। ওয়াজ্‌কুরিছ্‌মা রাব্বিকা

মধ্যেকার কোন গোনাহগার অথবা কাফেরদের বশীভূত হইও না। (২৫) তোমার প্রভুর নাম ইয়াদ কর

بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ج صلے ٢٦- وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا

বুক্‌রাতাঁউ ওয়া আছিলা। ২৬। ওয়া মিনাল্ লাইলি ফাছ্‌জুদ্ লাহূ ওয়া ছাব্বিহ্‌হু লাইলান্

সকাল ও বিকাল। (২৬) রাত্রের কতক সময়ের মধ্যে তাঁহার সেজ্দা আদায় কর এবং তাঁহার তছ্‌বীহ্ পড়

طَوِيْلًا ٥ ٢٧- اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ

ত্বাবীলা। ২৭। ইন্না হা-উলা-ই ইউহিব্বূনাল্ আ'-জ্বিলাতা ওয়া ইয়াজারূনা

রাত্রের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত। (২৭) ইহারা ইহকালকে ভাল বাসিতেছে এবং বিসর্জন দিতেছে

وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۝ ٢٨- نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَا

ওয়ারা-আহুম্ ইয়াউমান্ ছাক্বীলা। ২৮। নাহ্নু খালাক্না-হুম্ ওয়া শাদাদ্না
তাহাদের পশ্চাদস্থ কঠোর দিবসকে। (২৮) প্রথমেও আমিই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং মজবুত

أَسْرَهُمْ ج وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ۝ ٢٩- إِنَّ هٰذِهٖ

আছ্রাহুম, ওয়া ইজা শি'না-বাদ্দাল্না আম্ছালাহুম্ তাব্দীলা। ২৯। ইন্না হা-জিহী
করিয়াছি তাহাদের সন্ধিস্থলসমূহকে, এবং যখন চাহিব তাহাদের মত লোক বদলাইয়া দিব। (২৯) এই সব

تَذْكِرَةٌ ج فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهٖ سَبِيلًا ۝ ٣٠- وَمَا تَشَآءُونَ

তাজ্কিরাহ্, ফামান্ শা-আত্তাখাজা ইলা রাব্বিহী ছাবীলা। ৩০। ওয়ামা তাশা-উনা
হইতেছে নছীহত, অতএব যে চায় তাহার প্রভুর দিকে রাস্তা গ্রহণ করুক। (৩০) কিন্তু তোমরা কিছুই চাহিতে পার না

إِلَّآ أَنْ يَشَآءَ اللّٰهُ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ق لا صلے ٣١- يُدْخِلُ

ইল্লা আঁই ইয়াশা-আল্লাহ; ইন্নাল্লাহা কা-না আ'লীমান্ হাকীমা। ৩১। ইউদ্খিলু
আল্লাহ্র চাওয়া ব্যতীত; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী। (৩১) তিনি প্রবেশ করাইয়া থাকেন

ع مَنْ يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهٖ ط وَالظّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ع

২ মাঁই ইয়াশা-উ ফী রাহ্মাতিহ; ওয়াজ্জা-লিমীনা আআ'দ্দা লাহুম্ আ'জা-বান্ আলীমা। ع
২ রুকু আপন অনুগ্রহের মধ্যে যাহাকে চাহেন, এবং অত্যাচারীগণের জন্য নির্ধারিত রাখিয়াছেন কঠোর শাস্তি।

ছুরা মুর্ছালা-ত ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ বিছ্মিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম্। অতি দয়ালু পরম কৃপালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৫০ আয়াত এবং ২ রুকু

١- وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا لا ۝ ٢- فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا لا ۝ ٣- وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا لا ۝

১। ওয়াল্ মুর্ছালা-তি ওর্ফা। ২। ফাল্ আ'-ছিফা-তি আ'ছ্ফা। ৩। ওয়ান্না-শিরা-তি নাশ্রা।
(১) মঙ্গলার্থে প্রেরিত হাওয়ার কসম। (২) প্রচণ্ড গতি সম্পন্ন হাওয়ার কসম। (৩) মেঘ বিতাড়িত হওয়ার কসম।

٤- فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ۙ ٥- فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ۙ ٦- عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ۙ

৪। ফাল্ ফা-রিক্বা-তি ফারক্বা। ৫। ফাল্ মুল্‌ক্বিইয়া-তি জিক্‌রা। ৬। উ'জ্‌রান্ আউ নুজ্‌রা।

(৪) মেঘ ছিন্ন ভিন্নকারী হওয়ার কসম। (৫) আর কসম হাওয়ার, যা মনের মধ্যে নিক্ষেপকারী আল্লাহর জিকিরকে। (৬) অর্থাৎ তওবা বা ভয়কে।

٧- إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ؕ ٨- فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ۙ ٩- وَإِذَا السَّمَاءُ

৭। ইন্নামা তূআ'দুনা লা ওয়া-ক্বিউ'। ৮। ফা ইজা নুজূমু ত্বুমিছাৎ। ৯। ওয়া ইজাছ্ ছামা-উ

(৭) নিশ্চয়ই তোমরা যা প্রতিশ্রুতি দিতেছ উহা অবশ্যই ঘটিবে। (৮) যখন তারকারাজি নিপ্রভ হইবে। (৯) আসমান ফাঁটিয়া

فُرِجَتْ ۙ ١٠- وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۙ ١١- وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ؕ

ফুরিজাৎ। ১০। ওয়া ইজাল্ জিবা-লু নুছিফাৎ। ১১। ওয়া ইজার্ রুছুলু উক্বিতাৎ।

যাইবে। (১০) পাহাড়সমূহ উড়িতে থাকিবে। (১১) রাসূলগণ নির্ধারিত সময়ে একত্রিত হইবে তখন সমুদয় মীমাংসা হইবে।

١٢- لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ؕ ١٣- لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۚ ١٤- وَمَا أَدْرَاكَ

১২। লি আইয়্যি ইয়াউমিন্ আজ্জিলাৎ। ১৩। লি ইয়াউমিল্ ফাছ্‌ল। ১৪। ওয়ামা আদ্‌রা-কা

(১২) কোন্ দিনের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। (১৩) মীমাংসা দিবসের জন্য। (১৪ তুমি কি জান,

مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ؕ ١٥- وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

মা ইয়াউমুল্ ফাছ্‌ল। ১৫। ওয়াইলুঁই ইয়াউমাইজিল্ লিল্ মুকাজ্জিবীন।

মীমাংসা দিবস কি? (১৫) সেদিন মহাদুর্গতি এই সব অবিশ্বাসীদের জন্য।

١٦- أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ؕ ١٧- ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ۝ ١٨- كَذَٰلِكَ

১৬। আলাম্ নুহ্‌লিকিল্ আওয়ালীন। ১৭। ছুম্মা নুৎবিউ'হুমুল্ আ-খিরীন। ১৮। কাজা-লিকা

(১৬) আমি কি পূর্ববর্তীগণকে ধ্বংস করি নাই। (১৭) পরবর্তীগণকে তাহাদের অনুগামী করিব। (১৮) কারণ এই রকমই

نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝ ١٩- وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

নাফ্‌আ'লু বিল্ মুজ্‌রিমীন। ১৯। ওয়াইলুঁই ইয়াউমাইজিল্ লিল্ মুকাজ্জিবীন।

আমি গোনাহগারদের সহিত করিয়া থাকি। ১৯ সেদিন মহাদুর্গতি এই সব অবিশ্বাসীদের জন্য।

٢٠- اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ لا ٢١- فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ

২০। আলাম্ নাখ্‌লুক্‌কুম্ মিম্ মা-ইম্ মাহীন। ২১। ফাজ্বাআ'ল্‌না হু ফী ক্বারা রিম্

(২০) আমি কি তোমাদিগকে নগণ্য পানি হইতে পয়দা করি নাই ? (২১) অতঃপর উহাকে স্থাপন করিয়াছি

مَّكِيْنٍ لا ٢٢- اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ لا ٢٣- فَقَدَرْنَا قصلے فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ٥ ٢٤- وَيْلٌ

মাক্বীন। ২২। ইলা ক্বাদারিম্ মা'লুম। ২৩। ফাক্বাদার্‌না ফানি'মাল্ ক্বাদীরূন। ২৪। ওয়াইলুঁই

সুরক্ষিত স্থানে। ২২) নির্দিষ্ট সময় অবধি। (২৩) এই সবের অনুমান করিয়াছি এবং আমি উত্তম অনুমানকারী। (২৪) মহাদুর্গতি

يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ٥ ٢٥- اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا لا

ইয়াউমাইজিল্ লিল্ মুকাজ্জিবীন। ২৫। আলাম্ নাজ্ব্‌আ'লিল্ আর্‌দ্বা কিফা-তা।

সেদিন এই সব অবিশ্বাসীদের জন্য। ২৫) আমি কি জমিনকে আশ্রয়স্থল বানাই নাই ?

٢٦- اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا لا ٢٧- وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ

২৬। আহ্‌ইয়া-অঁাউ ওয়া আম্‌ওয়া-তা। ২৭। ওয়া জ্বাআ'ল্‌না ফীহা রাওয়া-ছিইয়া শা-মিখা-তিঁউ

(২৬) জীবিতগণের ও মুরদাগণের। ২৭ এবং উহার মধ্যে উঁচু পাহাড় স্থাপন করিয়াছি ;

وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ط ٢٨- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ

ওয়া আছ্‌ক্বাইনা-কুম্ মা-আন্ ফুরা-তা। ২৮। ওয়াইলুঁই ইয়াউমাইজিল্

এবং তোমাদিগকে উত্তম পানি পান করাইয়াছি। (২৮) সেদিন মহাদুর্গতি এই সব

لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ٥ ٢٩- اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ج

লিল্ মুকাজ্জিবীন। ২৯। ইন্‌ত্বালিক্বু ইলা মা কুন্তুম্ বিহী তুকাজ্জিবুন।

অবিশ্বাসীদের জন্য। (২৯) চল সেই দিকে যে শাস্তিকে তোমরা অবিশ্বাস করিতে।

٣٠- اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ لا ٣١ لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِيْ

৩০। ইন্‌ত্বালিক্বু ইলা জিল্লিন্ জী ছালাছি শুআ'ব। ৩১। লা জালীলিঁউ ওয়া লা ইউগ্‌নী

(৩০) চল সেই তিন শাখা বিশিষ্ট গাছের দিকে। ৩১) যাহা না, ঠাণ্ডা না উত্তাপ রোধ করিবে।

مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣٢﴾ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٣﴾ كَأَنَّهُ

মিনাল্ লাহাব। ৩২। ইন্নাহা তার্মী বিশারারিন্ কাল্ক্বাছ্র্। ৩৩। কাআন্নাহূ

(৩২) উহা মস্ত বড় সৌধসদৃশ স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিবে। (৩৩, যেন

جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٤﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٥﴾ هٰذَا

জ্বিমা-লাতুন্ ছুফ্র্। ৩৪। ওয়াইলুঁই ইয়াউমাইজিল্ লিল্ মুকাজ্জিবীন। ৩৫। হা-জা

ভীষণ কাল উট। (৩৪) সেদিন মহাদুর্গতি এই সব অবিশ্বাসীদের জন্য। (৩৫) ইহা হইবে

يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ

ইয়াউমু লা ইয়ান্ত্বিকূন। ৩৬। ওয়ালা ইউজানু লাহুম্ ফাইয়া'তাজিরূন।

এমন এক দিন, যেদিন তাহারা কথা বলিতে পারিবে না। (৩৬) ওজর আপত্তির অনুমতি প্রদত্ত হইবে না।

﴿٣٧﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٨﴾ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ

৩৭। ওয়াইলুঁই ইয়াউমাইজিল্ লিল্ মুকাজ্জিবীন। ৩৮। হা-জা ইয়াউমুল্ ফাছ্ল,

(৩৭) সেই দিন মহাদুর্গতি এই সব অবিশ্বাসীদের জন্য। (৩৮) ইহাই হইতেছে তোমাদের সেই মীমাংসার দিন,

جَمَعْنٰكُمْ وَالْأَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ

জ্বামা'না-কুম্ ওয়াল্ আউওয়ালীন। ৩৯। ফাইন্ কা-না লাকুম্ কাইদুন্ ফাকীদুন।

আমি আজ মীমাংসার জন্য তোমাদিগকে এবং পূর্ববর্তীগণকে সম্মিলিত করিয়াছি। (৩৯) ইহা হইতে বাঁচিবার কোন তদ্‌বীর যদি তোমাদের থাকে তবে আমার বিরুদ্ধে সে তদ্‌বীর প্রয়োগ কর।

﴿٤٠﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ع ﴿٤١﴾ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِى ظِلٰلٍ ع ١ ١

৪০। আইলুঁই ইয়াউমাইজিল্ লিল্ মুকাজ্জিবীন। ع ৪১। ইন্নাল্ মুত্তাকীনা ফী জিলা-লিঁউ

(৪০ সেই দিন মহাদুর্গতি এই সব অবিশ্বাসীদের জন্য। (৪১) যে দিন পরহেজগার লোকগণ ছায়া রুকু

وَّعُيُوْنٍ ﴿٤٢﴾ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٤٣﴾ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا

ওয়া উ'ইউন। ৪২। ওয়া ফাওয়া-কিহা মিম্মা ইয়াশ্তাহূন। ৪৩। কুলূ ওয়াশ্রাবূ হানীআম্

নহরসমূহ (৪২) এবং আকাঙ্খিত মেওয়াসমূহের মধ্যে অবস্থান করিবে। (৪৩) তাহাদিগকে বলা হইবে,

স্বাদের সহিত ভক্ষণ কর, ও পান কর তোমাদের

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٥ ৪৪- اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ٥ ৪৫ وَيْلٌ

বিমা কুন্তুম্ তা'মালূন। ৪৪। ইন্না কাজা-লিকা নাজ্ যিল্ মুহ্ছিনীন। ৪৫। ওয়াইলুঁই
নেক কার্যাবলীর বদলে। (৪৪) আমি নেককারগণকে এমনই বদলা দিয়া থাকি। (৪৫) সেই দিন মহাদুর্গতি

يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ٥ ৪৬- كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ

ইয়াউমাইজিল্ লিল্ মুকাজ্জিবীন। ৪৬। কুলূ ওয়া তামাত্তাউ' ক্বালীলান্ ইন্নাকুম্
এই সব অবিশ্বাসীদের জন্য। (৪৬) হে কাফেরগণ! দুনিয়াতে স্বল্পকাল খাও এবং উপভোগ কর, তোমরা

مُّجْرِمُوْنَ ٥ ৪৭- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ٥ ৪৮- وَاِذَا قِيْلَ

মুজ্ রিমূন। ৪৭। ওয়াইলুঁই ইয়াউমাইজিল্ লিল্ মুকাজ্জিবীন। ৪৮। ওয়া ইজা ক্বীলা
হইতেছ গোনাহগার। (৪৭ সেই দিন মহাদুর্গতি এই সব অবিশ্বাসীদের জন্য। (৪৮) যখন বলা হইবে

لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ٥ ৪৯- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ٥

লাহুমুর্ কাউ' ইয়ার্কাউ'ন। ৪৯। ওয়াইলুঁই ইয়াউমাইজিল্ লিল্ মু'কাজ্জিবীন।
তাহাদিগকে, আল্লাহর দিকে নত হও তাহারা নত হইত না। (৪৯) সেই দিন মহাদুর্গতি এই সব অবিশ্বাসীদের জন্য

ع ২ ৫০- فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ع

৫০। ফাবিআইয়্যি হাদীছিম্ বা'দাহূ ইউমিনূন। ع
(৫০) ইহার পর আর কোন্ কথার উপর ইহারা ঈমান আনিবে?

২ রুকু

(৪৯) এই আয়াতকে এই ছুরায় দশবার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার মর্ম হইল এই যে, মিথ্যাবাদীদিগকে তাহাদের মিথ্যার অনুসারে আজাব প্রদান করা হইবে। কেননা প্রত্যেক মিথ্যারোপের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরণের শাস্তি আরোপিত হইবে। মূলতঃ একটি কথাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার দরুণ যে শাস্তি আরোপিত হইবে, অন্য একটি কথাকে মিথ্যা মনে করিলে সেইরূপ গোনাহ হইবে না। সুতরাং ঐ পরিমাণ শাস্তিই বান্দার উপর আরোপিত হইবে। যে পরিমাণ সে গোনাহ করিয়াছে।
(ফত্হুল ক্বাদীর)

ছুরা নাবা ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম্। অতি দয়ালু পরম কৃপালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৪০ আয়াত এবং ২ রুকু

١- عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ ج ٢- عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ لا ٣- الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ط

১। আ'ম্মা ইয়াতাছা-আলূন। ২। আ নিন্ নাবায়িল্ আ'জীম। ৩। আল্লাজী হুম্ ফীহি মুখ্‌তাফুন।

(১) ইহারা কোন্ বিষয় জানিতে চাহিতেছে। (২) সেই বিরাট ব্যাপার সম্পর্কে। (৩) যাহাতে তাহারা মতভেদে লিপ্ত।

٤- كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ لا ٥- ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ٥ ٦- اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ج

৪। কাল্লা ছাইয়া'লামূন। ৫। ছুম্মা কাল্লা ছাইয়া'মূন। ৬। আলাম্ নাজ্'আ'লিল্ আর্‌দ্বা মিহা দা।

(৪) অবশ্যই তাহারা জানিত পারিবে। (৫) পুনশ্চ, সত্বরই তাহারা জানিতে পারিবে। (৬) আমি কি করি নাই জমিনকে শয্যা ?

٧- وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا لا ٨- وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا لا

৭। ওয়াল্ জ্বিবা-লা আউতা-দা। ৮। ওয়া খালাক্‌না-কুম্ আয্‌ওয়াজ্বা।

(৭ ও পাহাড়সমূহকে পেরেক। (৮) এবং তোমাদিগকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি।

٩- وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا لا ١٠- وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا لا

৯। ওয়া জ্বাআ'ল্‌না নাউমাকুম্ ছুবা-তা। ১০। ওয়া জ্বাআ'ল্‌নাল্ লাইলা লিবা-ছা।

(৯) তোমাদের নিদ্রাকে আরামদায়ক করিয়াছি। (১০) এবং রাত্রিকে করিয়াছি পরদা।

١١- وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ج ١٢- وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا لا

১১। ওয়া জ্বাআ'ল্‌না ন্নাহা-রামাআ'-শা। ১২। ওয়া বানাইনা ফাউকাকুম্ ছাব্‌আ'ন্ শিদা-দা।

(১১) এবং দিনকে করিয়াছি উপার্জনের সময়। (১২) তোমাদের উপর সপ্ত আসমান গঠন করিয়াছি।

١٣- وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا لا ١٤- وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَاءً

১৩। ওয়া জ্বাআ'ল্‌না ছিরা-জ্বাঁউ ওয়াহ্‌ হা-জ্বা। ১৪। ওয়া আন্‌যাল্‌না মিনাল্ মু'ছিরা-তি মা-আন্

(১৩) উজ্জ্বল প্রদীপ সূর্য্য সৃষ্টি করিয়াছি। (১৪) এবং মেঘ হইতে প্রচুর পানি বর্ষণ করিয়াছি

ثَجَّاجًا لا ١٥ - لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا لا ١٦ - وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ط

ছাজ্ব্জ্বাজ্বা। ১৫। লি নুখ্রিজ্বা বিহী-হাবব্বাঁউ ওয়া নাবা-তা। ১৬। ওয়া জ্বান্না-তিন্ আল্ফা ফা ;

(১৫) উহা দ্বারা শস্য, উদ্ভিদ ও ঘনসন্নিবিষ্ট। (১৬) বাগানসমুহ উৎপাদন করিবার জন্য।

١٧ - اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا لا ١٨ - يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ

১৭। ইন্না ইয়াউমাল্ ফাছ্লি কা না মীকা-তা। ১৮। ইয়াউমা ইউন্ফাখু ফিছ্ছুরি

(১৭) নিশ্চয় বিচার দিবস নির্দ্ধারিত আছে। (১৮) যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার করা হইবে,

فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا لا ١٩ - وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا لا

ফাতা তূনা আফ্ওয়া-জ্বা। ১৯। ওয়া ফুতিহাতিছ্ ছামা-উ ফাকা নাৎ আব্ওয়া-বা।

তবে তোমরা দলে দলে বিভক্ত হইয়া আগমন করিবে। (১৯) আকাশকে উন্মুক্ত করা হইবে এবং উহা হইবে বহু দ্বার বিশিষ্ট।

٢٠ - وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ط ٢١ - اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ

২০। ওয়া ছুয়্যি-রাতিল জ্বিবা-লু ফাকা-নাৎ ছারা বা। ২১। ইন্না জ্বাহান্নামা কানাৎ

(২০) পর্বতমালাকে চালিত করা হইবে, ফলে উহারা বালুকা হইয়া যাইবে। (২১) নিশ্চয়ই দোজখ শাস্তির

مِرْصَادًا لا ٢٢ - لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا لا ٢٣ - لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ج

মির্ছা দা। ২২। লিত্ত্বা-গ্বীনা মাআ-বা। ২৩। লা-বিছীনা ফীহা-আহ্কা-বা।

ঘাটি। (২২) উহা অবাধ্যগণের ঠিকানা। (২৩) উহাতে তাহারা বহুকাল অবস্থান করিবে।

٢٤ - لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا لا ٢٥ - اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا لا

২৪। লা-ইয়াজূকূনা ফীহা বার্দাঁউ ওয়ালা শা-রাবা। ২৫। ইল্লা হামীমাঁউ ওয়া গাছ্ছা-কা।

(২৪) তন্মধ্যে তাহারা গরম পানি ও পুঁজ ব্যতীত। (২৫) কোন ঠাণ্ডা শরবত উপভোগ করিবে না।

٢٦ - جَزَآءً وِّفَاقًا ط ٢٧ - اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا لا ٢٨ - وَّكَذَّبُوْا

২৬। জ্বা'যা-আঁর বিফাকা। ২৭। ইন্নাহুম্ কা-নু লা-ইয়ারজ্বু না হিছা-বা। ২৮। ওয়া কাজ্জাবূ

(২৬) উপযুক্ত ফল স্বরূপ। (২৭) তাহারা হিসাব দেওয়ার ধারণা রাখিত না। (২৮) এবং তাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল

بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ط ٢٩ - وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا لا

বি আ-ইয়া-তিনা কিজ্‌জাবা। ২৯। ওয়া কুল্লা শাইইন্ আহ্‌ছাইনা-হু কিতা-বা।

আমার নিদর্শনসমুহকে সম্পুর্ণভাবে। (২৯) আমি তাহাদের প্রত্যেকটি কাজ আমলনামায় লিখিয়া রাখিয়াছি।

٣٠ - فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ع ٣١ - اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ

৩০। ফাজূক্‌কু ফালান্ নাযীদাকুম্ ইল্লা আ'জা-বা। ع ৩১। ইন্না লিল্‌মুত্তাকীনা

(৩০) তাহাদিগকে বলা হইবে, "স্বীয় বদ আমলের স্বাদ গ্রহণ কর এবং আমি তোমাদের কেবল যন্ত্রণাই বৃদ্ধি করিব। (৩১) নিশ্চয়ই খোদাভীরুদের জন্য নির্দ্ধারিত আছে

مَفَازًا لا ٣٢ - حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا لا ٣٣ - وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا لا

মাফা-যা। ৩২। হাদা-ইকা ওয়া আ'না-বা। ৩৩। ওয়া কাওয়া-ই'বা আৎরা-বা।

সাফল্য। (৩২) বাগানসমুহ ও আঙ্গুরসমুহ। (৩৩) এবং সমবয়স্কা যুবতীগণ।

٣٤ - وَّكَاْسًا دِهَاقًا ط ٣٥ - لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ج صلے

৩৪। ওয়া কা'ছান্ দিহা-কা। ৩৫। লা-ইয়াছ্‌মাউ'না ফীহা লাগ্‌ওয়া'উ ওয়ালা কিজ্‌জা-বা।

(৩৪) বিশুদ্ধ শরাব ভর্তি পেয়ালাসমুহ ; (৩৫) তথায় তাহারা না কুকথা শুনিতে পাইবে, না মিথ্যা কথা।

٣٦ - جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا لا ٣٧ - رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

৩৬। জ্বা'যা-আম্ মির্ রাব্বিকা আ'ত্বা-আন্ হিছা-বা। ৩৭। রাব্বিছ্‌ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি

(৩৬) উপযুক্ত প্রতিদান স্বরূপ বখশিশরূপে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে। (৩৭) যিনি প্রতিপালক আছমান, জমীন

وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ج ٣٨ - يَوْمَ

ওয়ামা বাইনাহুমার্ রাহমা-নি লা ইয়াম্‌লিকূনা মিন্‌হু খিত্বা-বা। ৩৮। ইয়াউমা

ও তদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমুহের, যিনি দয়ালু তাঁহাকে কাহারও সম্বোধন করার অধিকার থাকিবে না। (৩৮) যেদিন

يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا لا لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ

ইয়াকুমুর রূহু ওয়াল্ মালা-ইকাতু ছাফ্‌ফা, লা ইয়াতাকাল্লামূনা ইল্লা মান্ আজিনা

জিব্রাইল ও ফেরেশ্‌তাগণ সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইবে, কাহারও কথা বলার ক্ষমতা হইবে না, কিন্তু যাহাকে অনুমতি দিবেন

ع ১ — ১ রুকু

لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝ ٣٩ - ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ج

লাহুর্‌ রাহমা-নু ওয়া ক্বা-লা ছাওয়া-বা। ৩৯। জা-লিকাল্‌ ইয়াউমুল্‌ হাক্‌ক্ব,

দয়াময় এবং সে খাঁটি কথাই বলিবে। (৩৯) সেই দিন সত্য,

فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ۝ ٤٠ - اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا

ফামান্‌ শা-আত্তাখাজা ইলারাব্বিহী মাআ-বা। ৪০। ইন্না আন্‌জার্‌না-কুম্‌ আ'জা-বান্‌

অতএব যাহার ইচ্ছা আপন প্রভুর দিকে ঠিকানা করিয়া লউক। (৪০) নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে নিকটতম শাস্তির ভয় দেখাইলাম,

قَرِيْبًا ج صلے يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ

ক্বারীবা, ইয়াউমা ইয়ান্‌জুরুল্‌ মার্‌উ মা ক্বাদ্দামাৎ ইয়াদা-হু

যেদিন মানুষ নিজের অগ্রে প্রেরিত নেকী-বদী প্রত্যক্ষ করিবে

ع
২
২
রুকু

وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ع

ওয়া ইয়াক্বুলুল্‌ কা-ফিরু ইয়া লাইতানী কুন্তু তুরা-বা।

এবং কাফেরগণ বলিবে, হায়! যদি মাটি হইয়া যাইতাম।

ছুরা—নাযিয়া'ত ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌ রাহ্‌মা-নির্‌ রাহীম্‌। অতি দয়ালু পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৪৬ আয়াত এবং ২ রুকু

١ - وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا لا ٢ - وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ج ٣ - وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا لا

১। ওয়ান্না-যিআ'-তি গ্বার্‌ক্বা। ২। ওয়ান্না-শিত্বা-তি নাশ্‌ত্বা। ৩। ওয়াছ্‌-ছাবিহাতি ছাব্‌হা।

(১) শপথ সজোরে আকর্ষণকারীর। (২) এবং বন্ধন সহজে উন্মোচনকারীর। (৩) এবং দ্রুত গমনকারীর।

ওয়াক্বফে লাজিম

٤ - فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا لا ٥ - فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا م ٦ - يَوْمَ تَرْجُفُ

৪। ফাছ্‌ছা-বিকা-তি ছাব্‌কা। ৫। ফাল্‌ মুদাব্বিরা-তি আম্‌রা। ৬। ইয়াউমা তারজুফুর

(৪) নির্দেশ পাইয়া ইল্লীন-ছিজ্জীনের দিকে দ্রুত ধাওয়াকারীর। (৫) অতঃপর তত্ত্বাবধানকারী ফেরেশ্‌তাগণের। (৬) যেদিন প্রকম্পিত করিবে

الرَّاجِفَةُ ۙ ٧ - تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ط ٨ - قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۙ

রা-জ্বিফাহ। ৭। তাৎবাউ'হার রা-দিফাহ। ৮। কুলুবুঁই ইয়াউমা ইজিঁউ ওয়া-জ্বিফাহ।

প্রকম্পনকারী। (৭) তার অনুসরণ করিবে পরবর্তী ধ্বনি। (৮) সেদিন কতকগুলি আত্মা কাঁপিতে থাকিবে।

---

٩ - أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ م ١٠ - يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ط

৯। আব্‌ছা-রুহা খা-শিআ'হ। ১০। ইয়াকূলূনা আইন্না লামারদুদুনা ফিল্‌ হা-ফিরাহ।

(৯) তাহাদের চক্ষুসমূহ অবনত হইবে। (১০) তাহারা বলিতেছে, আমরা কি আবার দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিব?

ওয়াক্‌ফি লাজিম

---

١١ - أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً ط ١٢ - قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ م

১১। আ-ইজা কুন্না ই'জা-মান্‌ নাখিরা। ১২। ক্বা-লু তিল্‌কা ইজান্‌ কার্‌রাতুন্‌ খা-ছিরাহ।

(১১) যখন আমরা বিগলিত অস্থিতে পরিণত হইব? (১২) তাহারা বলে, ইহা ত ক্ষতিকর প্রত্যাবর্তন।

ওয়াক্‌ফি লাজিম

---

١٣ - فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۙ ١٤ - فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ط

১৩। ফাইন্নামা- হিয়া যাজ্‌রাতুঁউ ওয়া-হিদাহ। ১৪। ফা ইজা-হুম্‌ বিছ্‌ছা হিরাহ।

(১৩) বরং ইহা তো একটি কঠোর শব্দ মাত্র। (১৪) ফলে, অচিরে তাহারা হাশরে সমবেত হইবে।

---

١٥ - هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ م ١٦ - إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ

১৫। হাল্‌ আতা-কা হাদীছু মূছা। ১৬। ইজ্‌ না দা-হু রাব্বাহূবিল্‌ ওয়া দিল মুক্বাদ্দাছি

(১৫) হে মোহাম্মদ! তোমার কাছে মূসার ঘটনা পৌছিয়াছে কি? (১৬) যখন তাহার প্রভু তাহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন পবিত্র ময়দান

ওয়াক্‌ফি লাজিম

طُوًى ج ١٧ - اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ صلے ١٨ - فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ

ত্বুআ। ১৭। ইজ্‌হাব্‌ইলাফির্‌আ'উনা ইন্নাহূ ত্বাগা। ১৮। ফাকুল্‌ হাল্‌ লাকা ইলাআন্‌

'তুয়া'তে। (১৭) ফিরাউনের নিকট গমন কর, কারণ সে ঔদ্ধত্য অবলম্বন করিয়াছে। (১৮) এবং বল, "তোমার কি ইচ্ছা আছে যে,

---

تَزَكَّىٰ ۙ ١٩ - وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ج ٢٠ - فَأَرَاهُ الْآيَةَ

তাযাক্কা। ১৯। ওয়া আহ্‌দিয়াকা ইলা রাব্বিকা ফাতাখ্‌শা। ২০। ফাআরাহু-ল্‌ আ-ইয়া-তাল্‌

তুমি পাক হইবে? (১৯) এবং আমি তোমাকে তোমার প্রভুর দিকে হেদায়েত করিব, ফলে তুমি ভয় করিবে। (২০) তখন মূসা ফেরাউনকে মহানিদর্শন দেখাইল।

الكبرى صلے ٢١. فكذب وعصى زصلے ٢٢. ثم ادبر يسعى زصلے ٢٣. فحشر فنادى زصلے

কুব্‌রা। ২১। ফাকাজ্জাবা ওয়া আ'ছা। ২২। ছুম্মা আদ্‌বারা ইয়াছ্‌আ'। ২৩। ফাহাশারা ফানা-দা।

(২১) তখন সে মুসাকে অবিশ্বাস করে এবং অমান্য করে। (২২) অতঃপর সে প্রতিকূল চেষ্টায় লিপ্ত হয়। (২৩) উচ্চ স্বরে সম্বোধন করিয়া সকলকে জড় করে

٢٤. فقال انا ربكم الاعلى زصلے ٢٥. فاخذه الله نكال

২৪। ফাক্বা-লা আনা রাব্বুকুমুল্ আ'লা। ২৫। ফাআখাজাহুল্লা-হু নাকালাল্

(২৪) তৎপর বলিল, আমিই তোমাদের মহাপ্রভু। (২৫) ফলে তাহাকে আল্লাহ্ আজাবের মধ্যে গ্রেফতার করিলেন—

ع
১
—
১
রুকু

الاخرة والاولى ط ٢٦. ان في ذلك لعبرة لمن يخشى ط ع

আখিরাতি ওয়াল্ উলা। ২৬। ইন্না ফী জা-লিকা লাই ব্‌রাতাল্ লিমাঁই ইয়াখ্‌শা। ع

ইহকাল ও পরকালের। (২৬) নিশ্চয়ই ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে আল্লাহ্ ভীরুদের জন্য।

٢٧. ءانتم اشد خلقا ام السماء ط بنىها ق وقف ٢٨. رفع سمكها

২৭। আ আন্তম্ আশাদ্দু খাল্‌ক্বান আমিছ্ছামা-উ ; বানা-হা। ২৮। রাফাআ' ছাম্‌কাহা

(২৭) সৃষ্টির দিক দিয়া তোমরাই কি অধিক শক্ত, না তাঁর তৈয়ারী আছমান। (২৮) তিনি উহার ছাদকে সুউচ্চ করিয়াছেন

فسوىها لا ٢٩. واغطش ليلها واخرج ضحىها ص ٣٠. والارض بعد

ফাছাউওয়া-হা। ২৯। ওয়া আগ্‌ত্বাশা লাইলাহা ওয়া আখ্‌রাজা দ্বুহা-হা। ৩০। ওয়াল্ আর্‌দ্বা বা'দা

এবং উহাকে নিখুঁত করিয়াছেন। (২৯) উহার রাতকে আঁধার ও দিনকে উজ্জ্বল বানাইয়াছেন। (৩০) অতঃপর ভুমিকে

ذلك دحىها لا ٣١. اخرج منها ماءها ومرعىها ص ٣٢. والجبال

জা-লিকা দাহা-হা। ৩১। আখ্‌রাজা মিন্‌হা মা-আহা ওয়া মার্‌আ'-হা। ৩২। ওয়াল্‌জ্বিবা-লা

সমতল করিয়াছেন। (৩১) উহা হইতে উহার পানি ও উদ্ভিদের চারাসমূহ উৎপাদন করিয়াছেন। (৩২) এবং পাহাড়সমূকে

ارسىها لا ٣٣. متاعا لكم ولانعامكم ط ٣٤. فاذا جاءت

আর্‌ছা-হা। ৩৩। মাতা আ'ল্‌লাকুম্ ওয়ালি আন্ আ'-মিকুম্। ৩৪। ফাইজা জ্বা-আতি

স্থাপন করিয়াছেন। (৩৩) তোমাদের ও তোমাদের পশুকুলের উপকারের জন্য। (৩৪) অনন্তর যখন সমাগম হইবে

الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ز صلے ٣٥ - يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى لا

ত্ব-ম্মাতুল্ কুব্রা। ৩৫। ইয়াউমা ইয়াতাজাক্কারুল্ ইন্ছা-নু মা ছাআ'।

কিয়ামত। (৩৫) যেদিন লোক নিজের কৃতকর্মের কথা স্মরণ করিবে।

٣٦ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ٣٦ - فَاَمَّا مَنْ طَغٰى لا ٣٧ - وَاٰثَرَ

৩৬। ওয়া বুর্‌রিযাতিল্ জ্বাহীমু লিমাঁই ইয়ারা। ৩৭। ফাআম্মা মান্ ত্বাগা। ৩৮। ওয়া আ-ছারাল্

(৩৬) এবং দর্শকের সামনে দোজখকে প্রকাশ করা হইবে। (৩৭) সেদিন যে অবাধ্য (৩৮) ও

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا لا ٣٩ - فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ط ٤٠ - وَاَمَّا مَنْ خَافَ

হায়া-তা দ্দুন্‌ইয়া। ৩৯। ফাইন্নাল্ জ্বাহীমা হিয়াল্ মা'ওয়া। ৪০। ওয়া আম্মা মান্ খা-ফা

দুনিয়া-প্রিয়। (৩৯) তাহার ঠিকানা হইবে দোজখ। (৪০) এবং যে

مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى لا ٤١ - فَاِنَّ الْجَنَّةَ

মাকা-মা রাব্বিহী ওয়া নাহান্ নাফ্‌ছা আ'নিল্ হাওয়া। ৪১। ফাইন্নাল্ জ্বান্নাতা

আপন প্রতিপালকের সামনে হাজির হওয়া সম্পর্কে ভীত ও নিজের মনকে উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে রক্ষাকারী।

(৪১) তাহার ঠিকানা হইবে বেহেশ্‌ত।

هِىَ الْمَاْوٰى ط ٤٢ - يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ط

হিয়াল্ মা'ওয়া। ৪২। ইয়াছ্‌আ'লুনাকা আ'নিছ্‌ছা-আ'তি আইয়্যা-না মুর্‌ছা-হা।

(৪২) মানুষ তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে—উহার সংঘটন কবে হইবে?

٤٣ - فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ط ٤٤ - اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ط ٤٥ - اِنَّمَا اَنْتَ

৪৩। ফীমা আন্তা মিন্ জিক্‌রা-হা। ৪৪। ইলা রাব্বিকা মুন্তাহা-হা। ৪৫। ইন্নামা আন্তা

(৪৩) উহার আলোচনায় তোমার কি সম্পর্ক? (৪৪) তোমার প্রভুর দিকেই উহার শেষ ফল।

(৪৫) তুমি শুধু

مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ط ٤٦ - كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا

মুন্‌জিরু মাঁই ইয়াখ্‌শা-হা। ৪৬। কাআন্নাহুম্ ইয়াউমা ইয়ারাউনাহা

উহার প্রতি ভয়কারীগণকে ভয় প্রদর্শক মাত্র। (৪৬) যখন উহাকে প্রত্যক্ষ করিবে, তখন মনে হইবে,

যেন তাহারা

ع
২/২ রুকু

لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحٰهَا ع

লাম্ ইয়াল্‌বাছু ইল্লা আ'শিইয়্যাতান্ আউ দ্বুহা-হা। ع

এক সন্ধ্যা বা এক প্রভাত ব্যতীত দুনিয়াতে বেশী অবস্থান করে নাই।

ছুরা—আ'বাছা ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম্। অতি দয়ালু পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৪২ আয়াত এবং ১ রুকু।

١ - عَبَسَ وَتَوَلّٰى ۙ ٢ - أَنْ جَآءَهُ الْأَعْمٰى ۭ ٣ - وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ

১। আ'বাছা ওয়া তাওয়াল্লা। ২। আন্‌জ্বা-আহুল্ আ'মা। ৩। ওয়ামা ইউদ্‌রীকা লাআ'ল্লাহূ

(১) চেহারা বিকৃত করিল ও মুখ ফিরাইল। (২) তাহার নিকট একজন অন্ধ আগমন করায়। (৩) কিসে তোমাকে জ্ঞাত করিবে যে, হয়ত সে

يَزَّكّٰى ۙ ٤ - أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۭ ٥ - أَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۙ

ইয়াায্‌যাক্কা। ৪। আউ ইয়াজ্জাক্কারু ফাতান্‌ফাআ'হুজ্ জিক্‌রা। ৫। আম্মা-মানি ছ্‌তাগ্‌না।

পাক হইবে। (৪) অথবা নছীহত গ্রহণ করিবে, ফলে নছীহত তাহার পক্ষে ফলদায়ক হইবে। (৫) কিন্তু যে বে-পরওয়া;

٦ - فَأَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى ۭ ٧ - وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكّٰى ۭ ٨ - وَأَمَّا مَنْ جَآءَكَ

৬। ফাআন্তা লাহূ তাছাদ্দা। ৭। ওয়ামা আ'লাইকা আল্লা ইয়াায্‌যাক্কা। ৮। ওয়া আম্মা মান্ জ্বা-আকা

(৬) তুমি তাহারই জন্য সচেষ্ট। (৭) বস্তুতঃ তোমার উপর কোন দায়িত্ব নাই, সে পবিত্র না হওয়ার জন্য। (৮) অতঃপর যে তোমার কাছে ছুটিয়া আসিল।

يَسْعٰى ۙ ٩ - وَهُوَ يَخْشٰى ۙ ١٠ - فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ج ١١ - كَلَّا إِنَّهَا

ইয়াছ্‌আ'। ৯। ওয়া হুওয়া ইয়াখ্‌শা। ১০। ফাআন্তা আ'ন্‌হু তালাহ্‌হা। ১১। কাল্লা ইন্নাহা

(৯) এবং সে আল্লাহ্‌কে ভয় করে। (১০) তুমি তাহার প্রতি উদাসীন। (১১) না, না, উহা হইতেছে

(৪) একদা মহানবী (সঃ) কতিপয় মোশরেকদিগকে ঈমানের দিকে নছিহত করিতেছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, হয় ত তাহারা ঈমান আনিবে। এমন সময় একজন অন্ধ সাহাবা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাক্‌তুম সেখানে উপস্থিত হইয়া মহনবী (সঃ)-এর নিকট আরজী পেশ করিলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করিলেন এবং মোশরেকদের প্রতি বৃথা আশা পোষণ করিতে নিষেধ করিলেন। (খাজেন ও ফতহুল বয়ান)

تَذْكِرَةٌ ج ١٢ - فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ م ١٣ - فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ لا

তাজ্‌কিরাহ্‌। ১২। ফামান্‌ শা-আ জাকারাহ্‌। ১৩। ফী ছুহুফিম্‌ মুকার্‌রামাহ্‌।

উপদেশ। (১২) যাহার ইচ্ছা, সে উহাকে গ্রহণ করুক। (১৩) সম্মানিত,

١٤ - مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ لا ١٥ - بِأَيْدِي سَفَرَةٍ لا ١٦ - كِرَامٍ بَرَرَةٍ ط

১৪। মার্‌ফুআ'তিম্‌ মুত্বাহ্‌হারাহ। ১৫। বিআইদী ছাফারাহ। ১৬। কিরা-মিম্‌ বারারাহ।

(১৪) উচ্চ স্থানীয় ও পবিত্র ছহীকাসমুহের মধ্যে। (১৫) সম্মানিত হও (১৬) নেক লিপিকারগণের হাতে

١٧ - قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ط ١٨ - مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ط

১৭। ক্বুতিলাল্‌ ইন্‌ছা-নু মাআক্‌ফারাহ। ১৮। মিন্‌ আইয়্যি শাইইন্‌ খালাক্বাহ।

(১৭) মানব ধ্বংস হউক! কেমন অকৃতজ্ঞ সে! (১৮) আল্লাহ তাহাকে কি বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?

١٩ - مِنْ نُّطْفَةٍ ط خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ لا ٢٠ - ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ لا ٢١ - ثُمَّ

১৯। মিন্‌ নুত্‌ব্‌ফাহ। খ.লাক্বাহু ফাক্বাদ্দারাহ। ২০। ছুম্মাছ্‌ছাবীলা ইয়াছ্‌ছারাহ। ২১। ছুম্মা

(১৯) বীর্য হইতে তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, পরিমিত করিয়াছেন। (২০) অতঃপর তাহার পথকে সহজ করিয়াছেন। (২১) তৎপর

أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ لا ٢٢ - ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ط ٢٣ - كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا

আমা-তাহু ফাআক্‌বারাহ। ২২। ছুম্মা ইজা শা-আ আন্‌শারাহ। ২৩। কাল্লা লাম্মা ইয়াক্‌দ্বি মা

তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়াছেন ও কবরে পৌঁছাইয়াছেন। (২২) অনন্তর যখন চাহিবেন, তাহাকে উত্থাপিত করিবেন। (২৩) না, সে পালন করে নাই যাহা

أَمَرَهُ ط ٢٤ - فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ لا ٢٥ - أَنَّا صَبَبْنَا

আমারাহ্‌। ২৪। ফাল্‌ ইয়ান্‌জুরিল ইনছা-নু ইলা ত্বাআ'মিহ্‌। ২৫। আন্না ছাবাব্‌নাল্‌

আল্লাহ তাহাকে আদেশ করিয়াছেন। (২৪) অতঃপর তাহার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিদান করুক। (২৫) দেখিবে, আমি

الْمَاءَ صَبًّا لا ٢٦ - ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا لا ٢٧ - فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا لا

মা-আ ছাব্বা। ২৬। ছুম্মা শাক্বাক্‌নাল্‌ আর্‌দ্বা শাক্‌কা। ২৭। ফাআম্বাৎনা ফীহা হাব্বা।

বিশেষ পদ্ধতিতে পানি বর্ষণ করিয়াছি। (২৬) তৎপর ভূমিকে আবশ্যকমত বিদীর্ণ করিয়াছি। (২৭) উহাতে উৎপন্ন করিয়াছি শস্য

٢٨ - وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا لا ٢٩ - وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا لا ٣٠ - وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا لا

২৮। ওয়া ই'নাবাঁউ ওয়া কাদ্ব্‌বা। ২৯। ওয়া যাইতূনাঁউ ওয়া নাখ্‌লা। ৩০। ওয়া হাদা-ইকা গ্বুল্‌বা।

(২৮) এবং আঙ্গুর ও তরকারী। (২৯) এবং জয়তুন ও খেজুর। (৩০) এবং ঘনসন্নিবিষ্ট বাগান।

٣١ - وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا لا ٣٢ - مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ط ٣٣ - فَاِذَا

৩১। ওয়া ফা-কিহাতাঁউ ওয়া আব্বা। ৩২। মাতা-আ'ল্লাকুম্ ওয়ালি আন্‌আ'মিকুম। ৩৩। ফাইজা

(৩১) ফল ও তৃণ। (৩২) তোমাদের ও তোমাদের পশুকুলের উপকারার্থে। (৩৩) অনন্তর যখন

جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ز ٣٤ - يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ لا ٣٥ - وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ لا

জ্বা-আতিছ্‌ছা-খ্‌খাহ। ৩৪। ইয়াউমা ইয়াফির্‌রুল্ মার্‌উ মিন্ আখীহি। ৩৫। ওয়া উম্মিহী ওয়া আবীহি।

কর্ণ-বিদারক ধ্বনি উপস্থিত হইবে। ৩৪) সেদিন লোক পলায়ন করিবে তাহার ভ্রাতা (৩৫) মাতা, পিতা।

٣٦ - وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ط ٣٧ - لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ط

৩৬। ওয়া ছাহিবাতিহী ওয়া বানীহ। ৩৭। লিকুল্লি মরিইম্ মিন্‌হুম্ ইয়াউমাইজিন্ শা'নুই ইউগ্ব্‌নীহ;

(৩৬) স্ত্রী ও সন্তানগণের নিকট হইতে। (৩৭) সেদিন তাহাদের প্রত্যেকেরই এমন অবস্থা ঘটিবে যে, অন্যের চিন্তা হইতে বিরত রাখিবে।

٣٨ - وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ لا ٣٩ - ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ج ٤٠ - وَوُجُوْهٌ

৩৮। বুজ্বুহুঁই ইয়াউমাইজ্বিম্ মুছ্‌ফিরাহ। ৩৯। দ্বা-হিকাতুম্ মুছ্‌তাব্‌শিরাহ। ৪০। ওয়া বুজ্বুহুঁই

(৩৮) সে দিন কতকগুলি চেহারা উজ্জ্বল (৩৯) হাসিময় আনন্দিত হইবে। (৪০) এবং কতকগুলি চেহারা

يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ لا ٤١ - تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ط

ইয়াউমাইজিন্ আ'লাইহা গ্বাবারাহ। ৪১। তার্‌হাক্বুহা ক্বাতারাহ।

সে দিন উহাদের উপর হইবে মালিন্য। (৪১) উহাদিগকে কালিমা আচ্ছন্ন করিবে।

ع ৪২ - اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ع

১ ৪২। উলা-ইকা হুমুল্ কাফারাতুল্ ফাজ্বারাহ। ع

১ রুকু (৪২) ইহারাই কাফের পাপাচারী দল।

ছুরা— তাক্উয়ীর ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিছ্মিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম। পরম কৃপাময় অতি দয়াময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ২৯ আয়াত এবং ১ রুকু।

১ - اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ لا ٢ - وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ صلا ٣ - وَاِذَا الْجِبَالُ

১। ইজাশ্শাম্ছু কুব্বিরাৎ। ২। ওয়া ইজান্ নুজুমুন্ কাদারাৎ। ৩। ওয়া ইজাল্ জ্বিবা-লু

(১) যখন সূর্য্যকে নিষ্প্রভ করা হইবে। (২) তারকাগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া যাইবে। (৩) যখন পাহাড়সমুহকে

سُيِّرَتْ صلا ٤ - وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ صلا ٥ - وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ صلا ٦ - وَاِذَا

ছুইয়্যিরাৎ। ৪। ওয়া ইজাল্ ইশা-রু উত্ত্বিলাৎ। ৫। ওয়া ইজাল্ উহুশু হুশিরাৎ। ৬। ওয়া ইজাল্

চালিত করা হইবে। (৪) যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রীসমূহ পরিত্যক্ত হইবে। (৫) যখন বন্য পশুকুল একত্রিত করা হইবে। (৬) যখন

الْبِحَارُ سُجِّرَتْ صلا ٧ - وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ صلا ٨ - وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ لا

বিহা-রু ছুজ্জ্বিরাৎ। ৭। ওয়া ইজান্ নুফুছু যুউবিজ্বাৎ। ৮। ওয়া ইজাল্ মাউয়্দাতু ছুয়িলাৎ।

সাগরসমূহকে করা হইবে উদ্বেলিত। (৭) এবং যখন আত্মাসমূহকে মিলিত করা হইবে। (৮, যখন জীবন্ত-প্রোথিতা কন্যা জিজ্ঞাসিত হইবে।

٩ - بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ج ١٠ - وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ صلا ١١ - وَاِذَا السَّمَاءُ

৯। বি আইয়্যি জাম্বিন্ কুতুলাৎ। ১০। ওয়া ইজাছ্ ছুহুফু নুশিরাৎ। ১১। ওয়া ইজাছ্ছামা-উ

(৯) কি অপরাধে সে নিহিত হইয়াছে। (১০) যখন আমলনামাসমূহকে খোলা হইবে। (১১) যখন আকাশকে

كُشِطَتْ لاص ١٢ - وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ص ١٣ - وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ لا

কুশিত্বাৎ। ১২। ওয়া ইজাল্ জ্বাহীমু ছুয়্যি'রাৎ। ১৩। ওয়া ইজাল্ জ্বান্না-তু উয্লিফাৎ।

উন্মুক্ত করা হইবে। (১২) যখন দোজখকে প্রজ্জলিত করা হইবে। (১৩) যখন বেহেশ্তকে নিকটবর্তী করা হইবে। (১৪ জ্ঞাত হইবে

١٤ - عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ ط ١٥ - فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ لا ١٦ - الْجَوَارِ الْكُنَّسِ لا

১৪। আলিমাৎ নাফ্ছুম্মা আহ্দ্বারাৎ। ১৫। ফালা-উক্ছিমু বিল্ খুন্নাছিল। ১৬। জ্বাওয়া-রিল্ কুন্নাছি।

আত্মা কি সে উপস্থিত করিয়াছে। (১৫) তাই আমি কসম করিতেছি চলন্ত আত্মগোপনকারী (১৬) পশ্চাদগামী তারা সমুহের।

١٧ - وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ لا ١٨ - وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ لا ١٩ - اِنَّهٗ لَقَوْلُ

১৭। ওয়াল লাইলি ইজা আ'ছ্‌আ'ছা। ১৮। ওয়াছ্‌ ছুব্‌হি ইজা তানাফ্‌ফাছা। ১৯। ইন্নাহূ লাক্বাউলু

(১৭) এবং রাত্রের যখন উহা শেষ হইতে থাকে। (১৮) প্রভাতের যখন উহা আলোকিত হইতে থাকে। (১৯) নিশ্চয়ই ইহা হইতেছে

رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ لا ٢٠ - ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ لا ٢١ - مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ط

রাছূলিন্‌ কারীম। ২০। জী-ক্বুওয়াতিন্‌ ই'ন্দা জিল্‌ আর্‌শি মাকীন। ২১। মুত্বা-ইন্‌ ছুম্মা আমীন।

সম্মানিত (২০) শক্তিশালী, আরশের অধিপতির নিকট পদমর্যদাশীল, সরদার ও। (২১) বিশ্বস্ত এক বাহকের বাণী।

---

٢٢ - وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ج ٢٣ - وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ج

২২। ওয়ামা ছা-হিবুকুম্‌ বিমাজ্‌নূন। ২৩। ওয়া লাক্বাদ্‌ রাআ-হু বিল্‌ উফুকিল্‌ মুবীন।

(২২) তোমাদের সঙ্গী বিকৃত মস্তিষ্ক নহে। (২৩) বস্তুতঃ জিব্রাইলকে সে স্পষ্ট কিনারায় নিরীক্ষণ করিয়াছে।

---

٢٤ - وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ج ٢٥ - وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ لا

২৪। ওয়ামা হুওয়া আ'লাল্‌ গ্বাইবি বিদ্বানীন। ২৫। ওয়ামা হুওয়া বিক্বাউলি শাইত্বা নির্‌রাজীম।

(২৪) এবং সে কোরআনে বর্ণিত বিষয়সমূহের উপর কৃপণ নহে। (২৫) এবং উহা বিতাড়িত শয়তানের উক্তিও নহে।

---

٢٦ - فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ط ٢٧ - اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ لا ٢٨ - لِمَنْ شَاءَ

২৬। ফাআইনা তাজ্‌হাবুন। ২৭। ইন্‌ হুওয়া ইল্লা জিক্‌রুল্‌লিল্‌ আ'লামীন। ২৮। লিমান্‌ শা-আ

(২৬) অতএব তোমরা কোথায় চলিয়াছ (২৭) ইহা শুধু উপদেশ সমগ্র জগৎবাসীর জন্য। (২৮) বিশেষভাবে

مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ط ٢٩ - وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ع

মিনকুম্‌ আঁই ইয়াছ্‌তাক্বীম। ২৯। ওয়ামা তাশা-উনা ইল্লা আঁই ইয়াশা আল্লা-হু রাব্বুল্‌ আ'লামীন। ع

তোমাদের মধ্যস্থ সরলপথে গমনে ইচ্ছুকদের জন্য। (২৯) এবং সমুদয় জগতের প্রভু আল্লাহর ইচ্ছা করা ব্যতীত তোমরা ইচ্ছা করিতে পার না।

ع ১/১ রুকূ

ছূরা ইন্‌ফিতার
ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

বিছ্‌মিল্লা-হির্‌ রাহ্‌মা-নির্‌ রহীম।
পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।

ইহাতে ১৯ আয়াত
এবং ১ রুকূ।

١ - اِذَا السَّمَاۤءُ انْفَطَرَتْ ۝ ٢ - وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝ ٣ - وَاِذَا الْبِحَارُ

১। ইজাছ্‌ছামা-উন্‌ ফাত্বারাৎ। ২। ওয়া ইজাল্‌ কাওয়া-কিবু ন্‌তাছারাৎ। ৩। ওয়া ইজাল্‌ বিহা-রু

(১) যখন আকাশ ফাটিয়া যাইবে। (২) যখন তারাসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে ছুটিয়া পড়িবে। (৩) যখন সাগরসমূহকে

فُجِّرَتْ ۝ ٤ - وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝ ٥ - عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

ফূজ্জ্বিরাৎ। ৪। ওয়া ইজাল্‌ ক্বুবুরু বু'ছিরাৎ। ৫। আলিমাৎ নাফ্‌ছুম্‌ মা ক্বাদ্দামাৎ

উদ্বেলিত করা হইবে। (৪) এবং যখন কবরসমূহকে উৎখাত করা হইবে। (৫) প্রত্যেক আত্মা জানিবে, কি সে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে অথবা পশ্চাতে ত্যাগ করিয়াছে।

وَاَخَّرَتْ ۝ ٦ - يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝

ওয়া আখ্‌খারাৎ। ৬। ইয়া আইয়্যুহাল্‌ ইন্‌ছা-নু মা গ্বাররাকা বিরাব্বিকাল্‌ কারীম।

(৬) হে মানব! কিসে তোমাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে তোমার পরমদাতা প্রভু হইতে।

٧ - الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۝ ٨ - فِىْۤ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاۤءَ

৭। আল্লাজী খালাক্বাকা ফাছাউওয়াকা ফাআ'দালাক। ৮। ফী আইয়্যি ছূরাতিম্‌ মা শা-আ

(৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সমন্বিত করিয়াছেন, পরিমিত করিয়াছেন। (৮) এবং আপন ইচ্ছা অনুযায়ী রূপে সংগঠিত করিয়াছেন।

رَكَّبَكَ ۝ ٩ - كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۝ ١٠ - وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝

রাক্কাবাক। ৯। কা-ল্লা বাল্‌ তুকাজ্জিবুনা বিদ্দীন। ১০। ওয়া ইন্না আ'লাইকুম্‌ লাহা-ফিজীন।

(৯) না, এবং তোমরা বিচার-দিবসকে মিথ্যা জানিতেছ। (১০) তোমাদের উপর ফিরিশ্‌তাগণ নিয়োজিত আছে।

١١ - كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝ ١٢ - يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝ ١٣ - اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۝

১১। কিরা-মান্‌ কা-তিবীন। ১২। ইয়া'লামুনা মা তাফ্‌আ'লুন। ১৩। ইন্নাল্‌ আব্‌রা-রা লাফী নায়ী'ম।

(১১) সম্মানিত লিখক দল। (১২) তোমরা যাহা কিছু কর, তাহারা জানিতে পারে। (১৩) নিশ্চয়ই নেককারগণ বেহেশ্‌তে বাস করিবে।

١٤ - وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ ج ١٥ - يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ٥ ١٦ - وَمَا

১৪। ওয়া ইন্ন'ল্ ফুজ্জ্বা-রা লাফী জ্বাহীম। ১৫। ইয়াছ্‌লাউনাহা ইয়াউমাদ্দীন। ১৬। ওয়ামা

(১৪) এবং বদকারগণ দোজখে অবস্থান করিবে। (১৫) তাহারা উহাতে বিচার-দিবসে প্রবেশ করিবে।
(১৬) এবং তাহারা

هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ط ١٧ - وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ لا ١٨ - ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ

হুম্ আ'ন্‌হা বিগা-ইবীন। ১৭। ওয়ামা আদ্‌রা-কা মা ইয়াউমুদ্দীন। ১৮। ছুম্মা মা আদ্‌রা-কা

উহা হইতে অপসৃত হইতে পারিবে না। (১৭) কিসে তোমাকে অবহিত করিল, বিচার-দিবস কি?
(১৮) পুনশ্চ কিসে তোমাকে অবহিত করিল,

مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ط ١٩ - يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ

মা ইয়াউমুদ্দীন। ১৯। ইয়াউমা লা তাম্‌লিকু নাফ্‌ছুল্ লিনাফ্‌ছিন্

বিচার-দিবস কি? (১৯) যে দিন কোন আত্মা কোন আত্মার কিছুরই অধিকারী হইবে না

شَيْئًا ط وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ع

শাইআ; ওয়াল্ আম্‌রু ইয়াউমাইজিল্ লিল্লা-হ। ع

সে দিন হুকুম চালনা আল্লাহরই থাকিবে।

ع ১/১ রুকূ

ছুরা তাত্‌ফীফ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৩৬ আয়াত এবং ১ রুকূ।

١ - وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ لا ٢ - الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ز

১। ওয়াইলুল্লিল্ মুতাফ্‌ফিফীন। ২। আল্লাজীনা ইজাক্‌তা-লু আ'লান্না-ছি ইয়াছ্‌তাউফুন।

(১) পরিতাপ কম প্রদানকারীদের জন্য। (২) যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া পুরা আদায় করে।

٣ - وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ط ٤ - اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ

৩। ওয়া ইজা কা-লু হুম্ আউ ওয়াযানুহুম্ ইউখ্‌ছিরূন। ৪। আলা ইয়াজুন্নু উলা-ইকা আন্নাহুম্

(৩) পক্ষান্তরে তাহাদিগকে ওজন করিয়া দিবার সময় কম প্রদান করে। (৪) তাহারা কি ধারণা করে
না যে, নিশ্চয়ই তাহারা

مبعوثون لا ٥ - ليوم عظيم لا ٦ - يوم يقوم الناس لرب العلمين ط

মাব্‌উছুন। ৫। লিইয়াউমিন্‌ আ'জীম। ৬। ইয়াউমা ইয়াকূমুন্‌ না-ছু লিরাব্বিল্‌ আ'লামীন।
পুনরায় উত্থাপিত হইবে। (৫) ভীষণ এক দিনে। (৬) যে দিন সমস্ত মানব সর্বজগতের প্রতিপালকের নিকট দণ্ডায়মান হইবে।

---

٧ - كلا ان كتب الفجار لفي سجين ط ٨ - وما ادرىك ما سجين ط

৭। কাল্লা ইন্না কিতা-বাল্‌ ফুজ্জা-রি লাফী ছিজ্জীন। ৮। ওয়ামা আদ্‌রা-কা মা ছিজ্জীন।
(৭) না, কাফেরদের আমলনামা 'ছিজ্জীনে'র্‌ মধ্যে থাকিবে। (৮) এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিল 'ছিজ্জীন' কি?

---

٩ - كتب مرقوم ط ١٠ - ويل يومئذ للمكذبين لا ١١ - الذين

৯। কিতা-বুম্‌ মার্‌কূম। ১০। ওয়াইলুঁই ইয়াউমাইজিল্‌ লিল্‌ মুকাজ্জিবীন। ১১। আল্লাজীনা
(৯) উহা লিখিত এক দফতর। (১০) কিয়ামতের দিন মহাদুর্ভোগ সেই অবিশ্বাসীদের জন্য। (১১) যাহারা

يكذبون بيوم الدين لا ١٢ - وما يكذب به الا كل معتد

ইউকাজ্জিবুনা বিইয়াউমিদ্দীন। ১২। ওয়ামা ইউকাজ্জিবু বিহী ইল্লা কুল্লু মু'তাদিন্‌
বিচারের দিনকে মিথ্যা মনে করে। ১২) এবং উহাকে মিথ্যা মনে করে না সীমালঙ্ঘনকারী

اثيم ط ١٣ - اذا تتلى عليه ايتنا قال اساطير الاولين ط

আছীম। ১৩। ইজা তুৎলা আ'লাইহি আ-ইয়া-তুনা ক্বা-লা আছা-ত্বীরুল্‌ আউওয়ালীন।
গোনাহ্‌গার ব্যতীত। (১৩) যখন তাহার নিকট আমার আয়াতসমূহ পঠিত হয়, সে বলে, এ সব পূর্ববর্তীদের কাহিনী।

---

١٤ - كلا بل سكته ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ٥ ١٥ - كلا انهم عن ربهم

১৪। ক্বাল্লা বাল্‌ রা-না আ'লা ক্বুলুবিহিম্‌ মা কা-নূ ইয়াক্‌ছিবুন। ১৫। ক্বাল্লা ইন্নাহুম্‌ আ'র্‌ রাব্বিহিম্‌
(১৪) না, বরং তাহাদের আমল তাহাদের দিলের উপর মরিচিকারূপে জমিয়া গিয়াছে। (১৫) না, তাহাদের প্রতিপালকের দর্শন হইতে তাহাদিগকে

يومئذ لمحجوبون ط ١٦ - ثم انهم لصالوا الجحيم ط ١٧ - ثم يقال

ইয়াউমাইজ্জিল্‌ লামাহ্‌জুবুন। ১৬। ছুম্মা ইন্নাহুম্‌ লাছা-লুল্‌ জ্বাহীম। ১৭। ছুম্মা ইউকা-লু
সে দিন অবশ্যই বিরত রাখা হইবে। (১৬) অতঃপর নিশ্চয়ই তাহারা দোজখে প্রবেশ করিবে। (১৭) তাহাদিগকে বলা হইবে,

هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ط ١٨ - كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ط

হা-জা ল্লাজী কুন্তুম্ বিহী তুকাজ্জিবুন। ১৮। কাল্লা ইন্না কিতা-বাল্ আব্‌রা-রি লাফী ই'ল্লিয়্যিন।

ইহা সেই কর্মফল, যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিতে। (১৮) না, নেককারগণের আমলনামা 'ইল্লীনে'র মধ্যে থাকিবে।

---

١٩ - وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ط ٢٠ - كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ لا ٢١ - يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ط

১৯। ওয়ামা আদ্‌রা-কা মা ই'ল্লিয়্যুন। ২০। কিতা-বুম্ মার্‌কুম। ২১। ইয়াশ্‌হাহুহুল্ মুকার্‌রাবুন।

(১৯) কিসে তোমাকে জ্ঞাত করিবে; 'ইল্লীন' কি? (২০) উহা লিখিত এক দফতর। (২১) ঘনিষ্ট ফেরেশ্‌তাগণ উহাকে নিরীক্ষণ করে।

---

٢٢ - اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ لا ٢٣ - عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ لا ٢٤ - تَعْرِفُ فِيْ

২২। ইন্নাল্ আব্‌রা-রা লাফী নায়ীম। ২৩। আ'লাল্ আরা-ইকি ইয়ান্‌জুরূন। ২৪। তা'রিফু ফী

(২২) এবং নেককারগণ ভোগবিলাসের মধ্যে। (২৩) পালঙ্কে বসিয়া, দর্শনে মগ্ন থাকিবে। (২৪) তুমি স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করিবে

وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ لا ٢٥ - يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ لا ٢٦ - خِتٰمُهٗ

বুজুহি-হিম্ নাদ্বরাতান্ নায়ীম। ২৫। ইউছ্‌কাউনা মির্‌রাহীকিম্ মাখ্‌তুম। ২৬। খিতা-মুহু

তাহাদের চেহারায় নেয়ামতের লক্ষণ। (২৫) তাহাদিগকে পান করানো হইবে মোহরকৃত বিশুদ্ধ-মদ। (২৬) যাহার মোহর হইতেছে

مِسْكٌ ط وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنٰفِسُوْنَ ط ٢٧ - وَمِزَاجُهٗ

মিছ্‌ক; ওয়া ফী জা-লিকা ফাল্‌ইয়াতানা-ফাছিল্ মুতানা-ফিছুন। ২৭। ওয়া মিযা-জুহু

মেশ্‌ক; উহার প্রতি আগ্রহশীল হউক আগ্রহশীলগণ। (২৭ এবং উহার মিশ্রণ হইতেছে

مِنْ تَسْنِيْمٍ لا ٢٨ - عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ط ٢٩ - اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا

মিন্ তাছ্‌নীম। ২৮। আ'ইনাই ইয়াশ্‌রাবু বিহাল্ মুকার্‌রাবুন। ২৯। ইন্নাল্লাজীনা আজ্‌রামু

'তসনীম' হইতে। (২৮) সেই নহর হইতে, ঘনিষ্ঠ বান্দাগণ পান করিবে। (২৯) নিশ্চয়ই গোনাহগারগণ

كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ صلے ٣٠ - وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ صلے

কা-নূ মিনাল্লাজীনা আ-মানু ইয়াদ্ব্‌হাকুন। ৩০। ওয়া ইজা মার্‌রু বিহিম্ ইয়াতাগ্বা-মাযুন।

মু'মিনদের প্রতি হাস্য করিত। (৩০) তাহাদের পার্শ্ব দিয়া গমনকালে পরস্পর চোখ ঠারিত।

٣١ - وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ٣٢ - وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ

৩১। ওয়া ইজান্‌কালাবূ ইলা আহ্‌লিহিমুন্ ক্বালাবূ ফাকিহীন। ৩২। ওয়া ইজা রাআউহুম্ ক্বা-লু ইন্না

(৩১) আপন লোকদের নিকট প্রত্যাবর্তনকালেও বিদ্রূপ করিত। (৩২) তাহাদিগকে দেখিয়া বলিত নিশ্চয়ই

هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ٣٣ - وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ٣٤ - فَالْيَوْمَ الَّذِينَ

হা-উলা-ই লাদ্বা-ল্লুন। ৩৩। ওয়ামা উর্‌ছিলু আ'লাইহিম্ হা-ফিজীন। ৩৪। ফাল্‌ইয়াউমা ল্লাজীনা

ইহারা পথভ্রষ্ট। (৩৩) বস্তুতঃ তাহারা ইহাদের রক্ষকরূপে প্রেরিত হয় নাই। (৩৪) সুতরাং আজ

آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ٣٥ - عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ

আ-মানু মিনাল্ কুফ্‌ফা-রি ইয়াদ্ব্‌হাকুন। ৩৫। আ'লাল্ আরা-ইকি ইয়ান্‌জুরূন।

মু'মিনগণ কাফেরদের প্রতি হাস্য করিবে। (৩৫) পালঙ্কে থাকিয়া অবলোকন করিতে থাকিবে।

---

٣٦ - هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ع

৩৬। হাল্ ছুব্বিবাল্ কুফ্‌ফা-রু মা কা-নু ইয়াফ্‌আ'লুন। ع

(৩৬) কাফেরগণ আপন কাজের বদলা প্রদত্ত হইয়াছে কি?

ع ১/১ রুকু

ছুরা—ইন্‌শিকাক্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম্। অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ২৫ আয়াত এবং ১ রুকু।

---

١ - إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ٢ - وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ٣ - وَإِذَا الْأَرْضُ

১। ইজাছ্‌ছামা-উন্ শাক্‌কাৎ। ২। ওয়া আজিনাৎ লিরাব্বিহা ওয়া হুক্‌কাৎ। ৩। ওয়া ইজাল্ আর্‌দ্বু

(১) যখন আসমান ফাটিয়া যাইবে। (২) এবং আপন প্রতিপালকের কথা শুনিবে, বস্তুতঃ সে উহার উপযুক্ত। (৩) এবং যখন জমিনকে সম্প্রসারিত করা হইবে।

مُدَّتْ ٤ - وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ٥ - وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

মুদ্দাৎ। ৪। ওয়া আল্‌কাৎ মা ফীহা ওয়া তাখাল্লাৎ। ৫। ওয়া আজিনাৎ লিরাব্বিহা ওয়া হুক্‌কাৎ।

(৪) এবং সে তন্মধ্যস্থকে উৎক্ষেপ করিয়া শূন্য হইয়া যাইবে। (৫) এবং আপন প্রতিপালকের হুকুম শুনিবে, বস্তুতঃ সে উহার উপযুক্ত।

٦- يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا

৬। ইয়া-আইয়্যুহাল্ ইন্ছা-নু ইন্নাকা কা-দিহুন্ ইলা রাব্বিকা কাদ্হান্

(৬) হে মানব ! নিশ্চয় তুমি তোমার প্রভুর নিকট পৌঁছান পর্যন্ত চেষ্টায় নিয়োজিত থাক উহার সহিত

فَمُلَـٰقِيهِ قف ٧- فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ لا ٨- فَسَوْفَ

ফামুলা-কীহ্। ৭। ফাআম্মা মান্ উতিইয়া কিতা-বাহূ বিইয়ামীনিহ্। ৮। ফাছাউফা

তুমি পুনঃ মিলিত হইবে। (৭) ফলে যাহার ডান হাতে আমলনামা প্রদত্ত হইবে। (৮) সে সত্বরই

يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا لا ٩- وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ط

ইউহা-ছাবু হিছা-বাঁই ইয়াছীরা। ৯। ওয়া ইয়ান্কালিবু ইলা আহ্লিহী মাছ্রূরা।

সহজভাবে হিসাব-নিকাশ দিবে। ৯) এবং আপন লোকদের কাছে সানন্দে প্রত্যাবর্তন করিবে।

١٠- وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ لا ١١- فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا لا

১০। ওয়া আম্মা মান্ উতিইয়া কিতা-বাহূ ওয়ারা-আ জাহ্রিহ্। ১১। ফাছাউফা ইয়াদ্উ' ছুবূরা।

(১০) এবং যাহাকে তাহার পশ্চাদ্ দিক হইতে আমলনামা প্রদত্ত হইবে। (১১) সে মৃত্যুকে আহ্বান করিবে।

١٢- وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ط ١٣- إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ط ١٤- إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ج

১২। ওয়া ইয়াছ্লা ছায়ীরা। ১৩। ইন্নাহূ কা-না ফী আহ্লিহী মাছ্রূরা। ১৪। ইন্নাহূ জান্না আল্লাঁই ইয়াহূর।

(১২) এবং দোজখে প্রবেশ করিবে। (১৩, আপন লোকদের মধ্যে যে ব্যক্তি আনন্দিত ছিল। (১৪) সে ভাবিত, সে কখনও প্রত্যাবর্তন করিবে না।

١٥- بَلَىٰٓ ج إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا ط ١٦- فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ لا ١٧- وَٱلَّيْلِ

১৫। বালা, ইন্না রাব্বাহূ কা-না বিহী বাছীরা। ১৬। ফালা উক্ছিমু বিশ্শাফাক্। ১৭। ওয়াল্লাইলি

(১৫) হাঁ, নিশ্চয়ই তাহার প্রভু তাহার প্রতি দৃষ্টিশীল ছিলেন। (১৬) তাই আমি কসম করিয়া বলিতেছি সূর্য্যাস্তকালীন রক্তিম আভার। ১৭) এবং রাত্রের

وَمَا وَسَقَ لا ١٨- وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ لا ١٩- لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ط

ওয়ামা ওয়াছাক্। ১৮। ওয়াল্ কামারি ইজাৎ তাছাক্। ১৯। লাতার্কাবুন্না ত্বাবাকান্ আ'ন্ ত্বাবাক্।

যাহা সংগ্রহ করে। (১৮) এবং চাঁদের, যখন উহা পূর্ণতা লাভ করে। (১৯) নিশ্চয়ই তোমরা ধাপে ধাপে অবস্থানস্থলের দিকে আরোহণ করিতে থাকিবে।

۲۰- فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۙ ۲۱- وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ

২০। ফামা লাহুম্ লা ইউ'মিনূন। ২১। ওয়া ইজা কুরিআ আ'লাইহিমুল্ কুর্আ-নু
(২০) অতএব তাহাদের কি হইয়াছে যে, তাহারা ঈমান আনে না। (২১) এবং যখন তাহাদের কাছে কোরআন পঠিত হয়,

لَا يَسْجُدُونَ ۩ ۲۲- بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ۖ ۲۳- وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

লা ইয়াছ্জুদুন। ২২। বালিল্লাজীনা কাফারূ ইউকাজ্জিবূন। ২৩। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিমা
তখন সেজ্দা করে না। (২২) বরং কাফেরগণ মিথ্যা বলিয়া অভিহিত করে। (২৩) এবং আল্লাহ বিশেষ-ভাবে অবহিত আছেন

يُوعُونَ ۖ ۲۴- فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۙ ۲۵- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

ইউউ'ন। ২৪। ফাবাশ্শির্ হুম্ বি আ'জাবিন্ আলীম্। ২৫। ইল্লাল্লাজীনা আ-মানূ
ইহাদের কুকর্ম সম্পর্কে। (২৪) অতএব তাহাদিগকে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ প্রদান কর। (২৫) কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ع

ওয়া আ'মিলুছ্ ছা-লিহা-তি লাহুম্ আজ্রুন্ গাইরু মাম্নুন। ع
এবং সৎকর্ম করিয়াছে; তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম পুরস্কার।

ع ২ | ২ রুকু

ছুরা—বুরূজ্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ বিছ্মিল্লা-হির্ রাহ্মানির্ রাহীম্। অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ২২ আয়াত এবং ১ রুকু।

۱- وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۙ ۲- وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۙ ۳- وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۭ ۴- قُتِلَ

১। ওয়াছ্ছামা-ই জা-তিল্ বুরূজ্। ২। ওয়াল্ ইয়াউমিল্ মাউউ'দ। ৩। ওয়া শা-হিদি'উ ওয়া মাশ্হূদ ৪। কুতিলা
(১) কসম বুরূজসমূহ সমন্বিত আসমানের। (২) প্রতিশ্রুত দিনের। (৩) উপস্থিত ও উপস্থাপিতের। (৪ অভিশপ্ত হইয়াছে

(২) হজরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা কিয়ামতের দিনের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। (৩ অর্থাৎ জুম্মার দিন সকলেই শহরে জমায়েত হয় এবং হজ্জের মৌসুমে মাঠে সমবেত হয়। (৪) কোন এক বাদশাহের এক পালক পুত্র ছিল। বাদশাহ তাহাকে এক যাদুকরের নিকট যাদু বিদ্যা শিক্ষা করিতে পাঠাইয়া দিল। কিন্তু সেই ছেলে যাদু বিদ্যা না শিখিয়া ইঞ্জিল কিতাব শিক্ষা করিল এবং আল্লাহ তাঁহাকে কামালত দান করিলেন। তিনি সাপ এবং বাঘকে হুকুম করিলে ইহারা তাঁহার হুকুম পালন করিত। এমনকি তাঁহার স্পর্শ লাভে অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগী আরোগ্য লাভ করিত। তাঁহার হাতে অনেক লোক মুসলমান হইল এবং হজরত ইসা (আঃ)-এর উপর ঈমান আনয়ন করিল। ফলে উক্ত মূর্তি পূজারী বাদশাহ সেই বুজুর্গ ছেলেকে হত্যা করিল ও ঈমানদারদিগকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। ফলে আল্লাহর গজবে উক্ত আগুন সেই বাদশাহ ও তাহার দলবল জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ধ্বংস করিয়া দিল। (মোছেহুল কোরআন ও ফত্হুল বয়ান)

اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۙ ٥- النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۙ ٦- اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۙ

আছ্‌হাবুল্‌ উখ্‌দুদ। ৫। আন্না-রি জা-তিল্‌ ওয়াক্বূদ। ৬। ইজ্‌ হুম্‌ আ'লাইহা ক্বুঊদ্‌।

গোনাহগারগণ। (৫) বহু ইন্ধনযুক্ত আগুনওয়ালাগণ। (৬) যখন তাহারা পার্শ্বে বসিয়া ছিল।

٧- وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ؕ ٨- وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ

৭। ওয়া হুম্‌ আ'লা মা ইয়াফ্‌আ'লূনা বিল্‌ মু'মিনীনা শুহূদ্‌। ৮। ওয়ামা নাক্বামূ মিন্‌হুম্‌ ইল্লা আঁই

(৭) মু'মিনদের উপর তাহাদের আচরণ প্রত্যক্ষ করিতেছিল। (৮) বস্তুত; তাহাদের প্রতি ইহারা বিদ্বেষ পোষণ

يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ ٩- الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

ইউমিনূ বিল্লাহিল্‌ আ'যীযিল্‌ হামীদ। ৯। আল্লাজী লাহূ মুল্‌কুছ্‌ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্‌ আর্‌দ্ব ;

করে নাই, পরাক্রান্ত প্রশংসিত আল্লাহর উপরে ঈমান আনয়নের জন্য। (৯) যিনি আসমান ও জমীনের

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ؕ ١٠- اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ

ওয়াল্লাহু আ'লা কুল্লি শায়্যিন্‌ শাহীদ। ১০। ইন্নাল্লাজীনা ফাতানুল্‌ মু'মিনীনা

অধিকারী অথচ আল্লাহ্‌ সবকিছু অবগত আছেন। (১০) যাহারা মু'মিন নর নারীদিগকে কষ্ট দিয়াছে,

وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ

ওয়াল্‌ মু'মিনাতি ছুম্মা লাম্‌ ইয়াতূবু ফালাহুম্‌ আ'জা-বু জ্বাহান্নামা ওয়ালাহুম্‌

পরে তওবাহ্‌ করে নাই, তাহাদের জন্য রহিয়াছে দোজখের শাস্তি, আরও রহিয়াছে

عَذَابُ الْحَرِيْقِ ؕ ١١- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ

আ'জা-বুল্‌ হারীক্ব। ১১। ইন্নাল্লাজীনা আ-মানূ ওয়া আ'মিলুছ্‌ ছা-লিহা-তি লাহুম্‌ জ্বান্না-তুন্‌

জ্বলন্ত শাস্তি। (১১) নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য আছে বাগানসমূহ,

(৯) আকাশ এবং জমীনের বাদশাহী শুধুমাত্র আল্লাহর হাতেই নির্ভরশীল ও ন্যস্ত। এই উভয়-বিধ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য কেহই দাবী করিতে পারে না। যদি কেহ সহায়-শক্তি ও কৌশলের জোরে সেইগুলির উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে তবে সে ধ্বংস হইয়া যাইবে। তবে হাঁ, আল্লাহর রহমতে যদি কেহ রূহানী শক্তির অধিকারী হইয়া থাকে, তবে সে রূহানীভাবে আকাশ ও জমীনে সফর করিতে পারে। কিন্তু তাহা আল্লাহর রহমতের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। (মানাফিউল কোরআন)

تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ط ۝ ١٢- اِنَّ بَطْشَ

তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হার ; জা-লিকাল্ ফাউযুল্ কাবীর। ১২। ইন্না বাত্‌শা

যাহার নীচ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হয়, ইহা হইতেছে বিরাট সাফল্য। (১২) নিশ্চয়ই তোমার প্রতি-পালকের ধরা

رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ط ۝ ١٣- اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ج ۝ ١٤- وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ لا ۝

রাব্বিকা লাশাদীদ। ১৩। ইন্নাহু হুওয়া ইউব্‌দিউ ওয়া ইউয়ী'দ্। ১৪। ওয়া হুওয়াল্ গাফূরুল্ ওয়াদূদ্।

অতি কঠোর। (১৩) তিনিই সৃষ্টি করেন ও পুনঃ সৃষ্টি করিবেন। (১৪) এবং তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময়।

١٥- ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ لا ۝ ١٦- فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ط ۝ ١٧- هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ لا ۝

১৫। জুল্ আ'র্‌শিল্ মাজীদ। ১৬। ফাআ্যা'-লুল্ লিমা-ইউরীদ্। ১৭। হাল্ আতা-কা হাদীছুল্‌জুনূদ।

(১৫) আরশের অধিপতি মহান। (১৬) এবং আপন ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ কাজে নিয়োগকারী। (১৭) তোমার কাছে কি সেই লোকদিগের বর্ণনা আসিয়াছে ?

١٨- فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ط ۝ ١٩- بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ تَكْذِيْبٍ لا ۝ ٢٠- وَّاللّٰهُ

১৮। ফির্‌আ'উনা ওয়া ছামূদ। ১৯। বালিল্লাজীনা কাফারূ ফী তাক্‌জীব্। ২০। ওয়াল্লাহু

(১৮) ফেরআউন ও ছামুদের ? (১৯) বরং এই কাফেরগণ মিথ্যারোপে মত্ত আছে। (২০) এবং পরিণামে তাহারা ইহার ফলভোগ করিবে, কারণ আল্লাহ্

مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ج ۝ ٢١- بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ لا ۝ ٢٢- فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ع ع ১/১ রুকু

মিঁউ ওয়ারা-ইহিম্ মুহীত্ব। ২১। বাল্ হুওয়া কূর্‌আ-নুম্ মাজীদ্। ২২। ফী লাউহিম্ মাহ্‌ফূজ। ع

তাহাদের পশ্চাৎ হইতে পরিবেষ্টন করিয়াছেন। (২১) বরং উহা মহিমান্বিত কোরআন। (২২) যাহা লওহে মাহ্‌ফুজের মধ্যে লিপিবদ্ধ।

ছুরা ত্বা-রিক্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির্ রাহীম্। অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ১৭ আয়াত এবং ১ রুকু

١- وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ لا ۝ ٢- وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الطَّارِقُ لا ۝ ٣- النَّجْمُ الثَّاقِبُ لا ۝ ٤- اِنْ كُلُّ

১। ওয়াছ্‌ছামা-ই ওয়াৎ ত্বা-রিক। ২। ওয়ামা আদ্‌রা-কা মাৎ ত্বা-রিক। ৩। আন্নাজ্‌মুছ্ ছা-কিব্। ৪। ইন্‌কুল্লু

(১) কসম আসমানের ও নিশাচারীর। (২) এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে, নিশাচারী কি ? (৩) জলন্ত তারকা। (৪) এমন কোনও

نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ط ۵- فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ط

নাফ্ছিল্ লাম্মা আ'লাইহা হা-ফিজ। ৫। ফাল্ ইয়ান্‌জুরিল্ ইন্‌ছা-নু মিম্মা খুলিক্।

লোক নাই, যাহার উপর কোন সংরক্ষক নাই। (৫) অতএব মানুষের চিন্তা করা উচিত, তাহাকে কি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

۶- خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ لا ۷- يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ط ۸- اِنَّهٗ

৬। খুলিকা মিম্মা-ইন্ দা-ফিক্ব। ৭। ইয়াখ্‌রুজু মিম্ বাইনিছ্ ছুল্‌বি ওয়াত্তারা-ইব। ৮। ইন্নাহু

(৬) তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে কঠিন বীর্য্য হইতে। (৭) যাহা পিঠ ও বুকের মধ্য হইতে নির্গত হয়। (৮) নিশ্চয়ই তিনি

عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ط ۹- يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ لا ۱۰- فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ

আ'লা রাজ্‌ই'হী লাক্বাদির্। ৯। ইয়াউমা তুব্‌লাছ্ ছারা-ইর্। ১০। ফামা লাহু মিন্ ক্বুউওয়াতিঁউ

তাহাকে পুনঃ সৃষ্টি করিতে সমর্থ। (৯) যেদিন গোপন তত্ত্বসমূহ পরীক্ষিত হইবে। (১০) এবং না তাহার শক্তি হইবে

وَّلَا نَاصِرٍ ط ۱۱- وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ لا ۱۲- وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ لا ۱۳- اِنَّهٗ لَقَوْلٌ

ওয়ালা নাছির। ১১। ওয়াছ্‌ছামা-ই জা-তির্ রাজ্‌ই'। ১২। ওয়াল্ আর্‌দ্বি জা-তিছ্ ছাদ্‌ই'।
১৩। ইন্নাহু লাক্বাউলুন্

না সহায়ক। (১১) এবং বারিবর্ষী আসমানের শপথ। (১২) বিদরণশীল জমীনের। (১৩) উহা অত্যন্ত

فَصْلٌ لا ۱۴- وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۱۵- اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا لا ۱۶- وَّاَكِيْدُ

ফাছল্। ১৪। ওয়ামা হুওয়া বিল্ হায্‌ল্। ১৫। ইন্নাহুম্ ইয়াকীদুনা কাইদা। ১৬। ওয়া আকীদু

সত্য কথা। (১৪) উহা সমালোচনা নহে। (১৫) ইহারা বিভিন্নরূপ ছলনা করিতেছে। (১৬) আমিও প্রতিফল দান করিতেছি।

ع
১
كَيْدًا صلے ج ۱۷- فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ع

১ কাইদা। ১৭। ফামাহ্‌হিলিল কা-ফিরীনা আম্‌হিল্ হুম্ রুওয়াইদা ع

রুকু (১৭) অতএব কাফেরদিগকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও।

ছূরা আ'লা ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম্। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ১৯ আয়াত এবং ১ রুকু।

١- سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ○ لا ٢- الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ○ لا ٣- وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ○ ص

১। ছাব্বিহিছ্‌মা রাব্বিকাল্ আ'লা। ২। আল্লাজী খালাক্বা ফাছাউওয়া। ৩। ওয়াল্লাজী ক্বাদ্দারা ফাহাদা।

(১) পবিত্রতা বর্ণনা কর তোমার মহান প্রভুর নামে। (২) যিনি পয়দা করিয়াছেন ও যথাযথ সংস্থাপন করিয়াছেন। (৩) নির্ধারিত করিয়াছেন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

٤- وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ○ لا ٥- فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ○ ط ٦- سَنُقْرِئُكَ

৪। ওয়াল্লাজী আখ্‌রাজাল্ মার্‌আ'। ৫। ফাজাআ'লাহূ গুছা-আন্ আহ্‌ওয়া। ৬। ছানুক্‌রিউকা

(৪) যিনি ঘাসের চারা বাহির করিয়াছেন। (৫) অতঃপর উহাকে শুষ্ক মলিন করিয়াছেন। (৬) কারণ অচিরেই আমি তোমাকে কোরআন পাঠ করাইব ;

فَلَا تَنْسٰى ○ لا ٧- اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ط اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ○ ط

ফালা তান্‌ছা। ৭। ইল্লা মা শা-আল্লাহ্‌ ; ইন্নাহূ ইয়া'লামুল্ জ্বাহ্‌রা ওয়ামা ইয়াখ্‌ফা।

ফলে তুমি বিস্মৃত হইবে না। (৭) আল্লাহ্‌ যাহা চাহিবে তাহা ব্যতীত ; তিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবহিত আছেন।

٨- وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ○ صلے ٩- فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ○ ط ١٠- سَيَذَّكَّرُ

৮। ওয়া নুইয়াছ্যিরুকা লিল্ ইউছ্‌রা। ৯। ফাজাক্কির্ ইন্ নাফাআ'তিজ্জিক্‌রা। ১০। ছাইয়াজ্জাক্কারু

(৮) এবং আমরা তোমাকে সহজ বিষয়ে সহায়তা করিব। (৯) অতএব তুমি নছীহত কর, যদি নছীহত ফলপ্রসূ হয়। (১০) নিশ্চয়ই নছীহত গ্রহণ করিবে

مَنْ يَّخْشٰى ○ لا ١١- وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ○ لا ١٢- الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ○ ج

মা'ই ইয়াখ্‌শা। ১১। ওয়া ইয়াতাজ্বান্নাবুহাল্ আশ্‌ক্বা। ১২। আল্লাজী ইয়াছ্‌লান্না-রাল্ কুব্‌রা।

ভীরু ব্যক্তি। (১১) পক্ষান্তরে উহা হইতে সরিয়া থাকিবে সেই দুর্ভাগ্য ব্যক্তি। (১২) যে ভীষণ অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

١٣- ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيٰى ط ١٤- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى لا

১৩। ছুম্মা লা ইয়ামূতু ফীহা ওয়ালা ইয়াহ্ইয়া। ১৪। ক্বাদ্ আফ্লাহা মান্ তাযাক্কা।

(১৩) অতঃপর সে উহাতে না মরিবে, না বাঁচিবে। (১৪) সাফল্য লাভ করিয়াছে যাহারা পাক হইয়াছে।

١٥- وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ط ١٦- بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا لا ١٧- وَالْاٰخِرَةُ

১৫। ওয়া জাকারাছ্মা রাব্বিহী ফাছাল্লা। ১৬। বাল্ তুছিরূনাল্ হাইয়াতাদ্দুনইয়া। ১৭। ওয়াল্ আ-খিরাতু

(১৫) আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়াছে ও নামাজ আদায় করিয়াছে। (১৬) বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে পছন্দ করিতেছ। (১৭) বস্তুতঃ পরকাল বহুগুণে

خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ١٨- اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى لا

খাইরুঁউ ওয়া আব্ক্বা। ১৮। ইন্না হা-জা লাফিছ্‌ ছুহুফিল্ উলা।

উত্তম ও স্থায়ী। (১৮) নিশ্চয়ই ইহা পূর্ববর্তী ছহীফাসমূহে ছিল।

١٩- صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ع

১৯। ছুহুফি ইব্রা-হীমা ওয়া মূছা।

(১৯) ইব্রাহীম ও মূসার ছহীফাসমূহেও আছে।

ع ১/১ রুকু

ছুরা গ্বা-শিইয়াহ্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিছমিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ২৬ আয়াত এবং ১ রুকু।

١- هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ط ٢- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ

১। হাল্ আতা-কা হাদীছুল্ গ্বা-শিইয়াহ্। ২। বুজুহুঁই ইয়াউমাইজিন্ খা-শিআ'হ্।

(১) তোমার কাছে সেই সর্বব্যাপক ঘটনার বিবরণ পৌঁছিয়াছে কি? (২) সেদিন বহু চেহারা লাঞ্ছনা।

(১৪) অর্থাৎ কুফুরী এবং গোনাহ্ হইতে পাক হইয়াছে এবং আপন প্রতিপালক আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়াছে। দিলে এবং জবানে তাঁহার জিকির সম্পাদন করিয়াছে। পাঞ্জেগানা নামাজ আদায় করিয়াছে। ছলফে ছালিহিনে অনেকের মতে উহার দ্বারা মুরাদ হইল, "যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখার পর ছদকায়ে ফিতির প্রদান করিয়াছে এবং ঈদের নামাজ পাঠ করিয়াছে। (জামেউল বয়ান)

٣- عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۙ ٤- تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۙ ٥- تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ

৩। আ'-মিলাতুন্ না-ছিবাহ্। ৪। তাছ্.লা না-রান্ হা-মিইয়াহ্.। ৫। তুছ্.কা মিন্ আ'ইনিন

(৩) বিপদ ও ক্লান্তিযুক্ত হইবে। (৪) জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করিবে। (৫) ফুটন্ত পানি পান করানো হইবে।

اٰنِيَةٍ ۭ ٦- لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۙ ٧- لَّا يُسْمِنُ وَلَا

আ-নিইয়াহ্.। ৬। লাইছা লাহুম্ত্বাআ'-মুন্ ইল্লা মিন্ দ্বারীই'। ৭। লা ইউছ্.মিনু ওয়ালা

(৬) তাদের খাদ্য হইবে একমাত্র কাঁটাযুক্ত তৃণ। (৭) না পুষ্টি সাধন করিবে, না

يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ۭ ٨- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۙ ٩- لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۙ

ইউগ্.নী মিন্ জুই'। ৮। বুজুহুঁই ইয়াউ মাইজিন্ না-ই'মাহ্.। ৯। লিছা'হা রা-দ্বিইয়াহ্.।

ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে। (৮) বহু চেহারা সেদিন উৎফুল্ল হইবে। (৯) আপন কাজের সাফল্যের আনন্দে।

١٠- فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ ١١- لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۭ ١٢- فِيْهَا عَيْنٌ

১০। ফী জান্নাতিন্ আ'-লিইয়াহ্.। ১১। লা তাছ্.মাউ' ফীহা লা-গিইয়াহ্.। ১২। ফীহা আ'ইনুন্

(১০) এমন উত্তম বেহেশ্.তে অবস্থান করিবে। (১১) যেখানে বৃথা কথা শুনিবে না (১২) যেখানে থাকিবে প্রবাহমান নহর।

جَارِيَةٌ ۘ ١٣- فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۙ ١٤- وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۙ

জা-রিয়াহ্.। ১৩। ফীহা ছুরুরুম্ মার্ফুআ'হ্.। ১৪। ওয়া আক্ওয়াবুম্ মাউদ্বূআ'হ্.।

(১৩) যেখানে উচ্চ আসনসমূহ থাকিবে। (১৪) সংস্থাপিত পেয়ালাসমূহ।

١٥- وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۙ ١٦- وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ۭ ١٧- اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ

১৫। ওয়া নামা-রিকু মাছ্.ফুফাহ্.। ১৬। ওয়া যারা-বিইয়্যু মাব্ছূছাহ্.। ১৭। আফালা ইয়ান্জুরূনা

(১৫) সারিবন্দী বালিশসমূহ। (১৬) বিছাইয়া রাখা শয্যাসমূহ। (১৭ তাহারা কি লক্ষ্য করে নাই

اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وقفة ١٨- وَاِلَى السَّمَاۗءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وقفة ١٩- وَاِلَى الْجِبَالِ

ইলাল্ ইবিলি কাইফা খুলিকাত। ১৮। ওয়া ইলাছ্ ছামা-ই কাইফা রুফিআ'ৎ। ১৯। ওয়া ইলাল্ জিবালি

উটের দিকে, কিভাবে উহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে? (১৮) আসমানের দিকে, কিভাবে উহাকে উঁচু করা হইয়াছে? (১৯) পাহাড়সমূহের দিকে,

ওয়াক্ ফুল্ লাযিম

كَيْفَ نُصِبَتْ ۝ ٢٠- وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝ ٢١- فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ

কাইফা নুছিবাৎ। ২০। ওয়া ইলাল্ আর্‌দ্বি কাইফা ছুত্বিহাৎ। ২১। ফাজাক্কির্ ইন্নামা আন্তা

কি প্রকারে সেগুলিকে স্থাপন করা হইয়াছে। (২০) এবং ভূ-মণ্ডলের দিকে, কিভাবে উহাকে বিছান হইয়াছে। (২১) অতঃপর তুমি উপদেশ দিতে থাক, শুধু তুমি মানুষের প্রতি

مُذَكِّرٌ ۝ ٢٢ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۝ ٢٣ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ۝

মুজাক্কির। ২২। লাছ্‌তা আ'লাইহিম্ বিমুছাইত্বিরিন। ২৩। ইল্লামান তাওয়াল্লা ওয়া কাফার।

একজন উপদেষ্টা মাত্র। (২২) তুমি তাহাদের উপর জুলুমকারী নও। (২৩) কিন্তু যে মুখ ফিরায় ও ধর্মদ্রোহী হয়।

٢٤- فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝ ٢٥- إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝

২৪। ফাইউআ'জ্বিবুহুল্লা-হুল্ আজা-বাল্ আক্‌বার। ২৫। ইন্না ইলাইনা ইয়াবাহুম।

(২৪) কেননা আল্লাহ্ তাহাকে কঠোরভাবে শাস্তি দিবেন। (২৫) নিশ্চয়ই আমার দিকে তাহাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।

ع ১ — ১ রুকু

٢٦- ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝ ع

২৬। ছুম্মা ইন্না আ'লাইনা হিছা-বাহুম। ع

(২৬) অতঃপর তাহাদের হিসাব গ্রহণও আমার উপর।

ছুরা ফাজ্‌র্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৩০ আয়াত এবং ১ রুকু।

١- وَالْفَجْرِ ۝ ٢- وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ ٣- وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ ٤- وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝

১। ওয়াল্ ফাজ্‌রি। ২। ওয়া লাইয়ালিন্ আশ্‌রি। ৩। ওয়াশ্‌শাফ্‌ই' ওয়াল্ ওয়াৎরি।
৪। ওয়াল্লাইলি ইজা ইয়াছ্‌র।

(১) শপথ ফজরের। (২) জিল্‌হজ্বের প্রথম দশ রাত্রের। (৩) জোড় ও বেজোড়ের। (৪) এবং চলন্ত রাত্রের।

٥- هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ۝ ٦- أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ

৫। হাল্ ফী জা-লিকা কাছামু ল্লাজী হিজ্‌র। ৬। আলাম্ তারা কাইফা-ফাআ'লা রাব্বুকা

(৫) ইহাতে কি অভিজ্ঞ লোকের জন্য কছম আছে? (৬) তুমি কি দেখ নাই, তোমার প্রতিপালক কি করিয়াছিলেন

بِعَادٍ صلے ٧- اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ لا ص ٨ - الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ لا ص

বিআ'দ। ৭। ইরামা জা-তিল্ ই'মাদ। ৮। আল্লাতী লাম্ ইউখ্‌লাক্‌ মিছ্‌লুহা-ফিল্ বিলা-দ।

আদ-এর সহিত। (৭) স্তম্ভসদৃশ ইরমের সহিত। (৮) যাহাদের সমকক্ষ কোন শহরে সৃষ্টি করা হয় নাই।

٩- وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ لا ص ١٠ - وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ لا ص ١١- الَّذِينَ

৯। ওয়া ছামুদা ল্লাজীনা জ্বাবুছ্‌ছাখ্‌রা বিল্ ওয়া-দ। ১০। ওয়া ফির্‌আ'উনা জিল্ আউতা-দ। ১১। আল্লাজীনা

(৯) এবং ছামুদের সহিত, যাহারা প্রান্তরে বৃহৎ প্রস্তর খনন করিত। (১০) এবং খুঁটিওয়ালা ফেরাউনের সহিত। (১১) যাহারা

طَغَوْا فِي الْبِلَادِ لا ص ١٢- فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ لا ص ١٣- فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ

ত্বাগ্বাউ ফিল্ বিলা-দ। ১২। ফা আক্‌ছারূ ফী হাল্ ফাছা-দ। ১৩। ফাছাব্বা আ'লাইহিম্ রাব্বুকা

নগরসমূহে ঔদ্ধত্য করিয়াছে। (১২) পরে অধিক মাত্রায় উপদ্রব করিয়াছে। (১৩) ফলে তোমার প্রতিপালক তাহাদের প্রতি বর্ষণ করিয়াছেন

سَوْطَ عَذَابٍ لا ص ١٤- إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ط ١٥ - فَأَمَّا الْإِنْسَانُ

ছাউত্বা আ'জা-ব। ১৪। ইন্না রাব্বাকা লাবিল্ মির্‌ছা-দ। ১৫। ফাআম্মাল্ ইন্‌ছা-নু

শাস্তির কশাঘাত। (১৪) তোমার প্রভু ঘাতে আছেন। (১৫) কিন্তু মানবকে

إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ لا فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ط

ইজা মাব্‌তালা-হু রাব্বুহূ ফাআক্‌রামাহূ ওয়া না'আ'মাহূ ফাইয়াকূলু রাব্বী আক্‌রামান।

যখন তোমার প্রভু পরীক্ষা করেন, সম্মান ও নিয়ামত দান করেন, তখন সে বলিতে থাকে, আমার প্রভু আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।

١٦- وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ لا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ج

১৬। ওয়া আম্মা ইজা মাব্‌তালা-হু ফাকাদারা আ'লাইহি রিয্‌কাহূ ফাইয়াকূলু রাব্বী আহা-নান।

(১৬) পক্ষান্তরে যখন তিনি তাহাকে পরীক্ষা করেন, তাহার উপর তাহার রিজিককে সঙ্কুচিত করিয়া দেন, তখন সে বলিতে থাকে, আমার প্রভু আমাকে হেয় করিয়াছেন।

(৭) হজরত নূহ তনয় ছামের পুত্রের নাম ইরম। ইরমের এক পুত্রের নাম আছ এবং এক পুত্রের নাম আবির। আসের পুত্র আদ ও আবিরের পুত্র ছামুদ। সুতরাং ইরম আদ ও ছামুদের দাদা। তাই আদ সম্প্রদায়কে দাদার নামে ইরম সম্প্রদায়ও বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ আদ সম্প্রদায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দুই ভাগে বিভক্ত। আদকে ইরম বলাতে পূর্ববর্তীদের প্রতি ইঙ্গিত বুঝাইতেছে।

(রুহুল মাআনী ও তাফ্‌হীম

١٧ - كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ج ١٨ - وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ لا

১৭। কাল্লা বাল্ লা তুক্‌রিমুনাল্ ইয়াতীম। ১৮। ওয়ালা তাহা-দ্‌দ্বুনা আ'লা ত্বাআ'মিল্ মিছ্‌কীন।

(১৭) না, বরং তোমরা এতিমকে আদর কর না। (১৮) মিসকীন ভোজনে উৎসাহ দাও না।

١٩ - وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا لا ٢٠ - وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ط

১৯। ওয়াতা' কুলুনাত্ তুরা-ছা আক্‌লাল্ লাম্মা। ২০। ওয়া তুহিব্বূনাল্ মা-লা হুব্বান্ জ্বাম্মা।

(১৯) মৃতের সম্পত্তি ভোগ করিয়া থাক। (২০) এবং মাল-দৌলতের প্রতি অতিমাত্রায় মহব্বত রাখ।

٢١ - كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا لا ٢٢ - وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ

২১। কাল্লা ইজা দুক্কাতিল্ আর্‌দ্বু দাক্কা। ২২। ওয়াজ্বা-আ রাব্বুকা ওয়াল্ মালাকু

(২১) না, যখন জমিনকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করতঃ সমতল করা হইবে। (২২) এবং তোমার প্রভু ও সারিবদ্ধ ফেরেশ্‌তাগণ আগমন করিবেন।

صَفًّا صَفًّا ج ٢٣ - وَجِاْیْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ لا يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ

ছাফ্‌ফান্ ছাফ্‌ফা। ২৩। ওয়াজ্বী আ ইয়াউমাইজিম্ বিজ্বাহান্নামা ইয়াউমাইজিঁই ইয়াতাজাক্কারুল্

(২৩) এবং ঐদিন দোজখকে আনয়ন করা হইবে সে দিন মানুষ উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহিবে;

الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ط ٢٤ - يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ ج

ইন্‌ছা-নু ওয়া আন্না-লাহুজ্ জিক্‌রা। ২৪। ইয়াকুলূ ইয়া-লাইতানী ক্বাদ্দাম্‌তু লিহাইয়া-তী

বস্তুতঃ উপদেশ গ্রহণের সময় কোথায়। (২৪ সে বলিতে থাকিবে, আফসোস্! যদি আমার জীবনের জন্য নেকী প্রেরণ করিতাম।

٢٥ - فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ لا ٢٦ - وَّلَا يُوْثِقُ

২৫। ফাইয়াউমাইজিল্ লা ইউআ'জ্বিবু আজ্বা-বাহূ আহাদ্। ২৬। ওয়ালা ইউছিকু

(২৫) কেননা সেদিন না তাঁহার শাস্তির মত কেহ শাস্তি দিতে পারে। (২৬) না, তাহার অবরোধের মত কেহ অবরোধ করিতে পারে।

وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ط ٢٧ - يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ق صلے ٢٨ - ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ

ওয়াছা-ক্বাহূ আহাদ। ২৭। ইয়া আইয়্যাতুহান্ নাফ্‌ছুল্ মুত্‌মাইন্নাহ। ২৮। ইর্‌জ্বিয়ী' ইলা রাব্বিকি

(২৭) হে নিরুদ্বেগ আত্মা। (২৮) তোমার প্রভুর দিকে গমন কর

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ج ٢٩ - فَادْخُلِي فِي عِبٰدِي لا ٣٠ - وَادْخُلِي جَنَّتِي ع

রা-দ্বিইয়্যাতাম্ মার্দ্বিইয়াহ। ২৯। ফাদ্খুলি ফী ই'বা-দী। ৩০। ওয়াদ্খুলি জ্বান্নাতী। ع

সন্তুষ্ট ও সন্তোষপ্রাপ্ত ভাবে। (২৯) অতঃপর আমার বান্দাগণের মধ্যে শামিল হও। (৩০) এবং আমার বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর।

ছুরা বালাদ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ع বিছ্‌মিল্লা-হির্‌ রাহ্‌মা-নির্‌ রাহীম। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ২০ আয়াত এবং ১ রুকু।

١ - لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ لا ٢ - وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ لا ٣ - وَوَالِدٍ

১। লা উক্‌ছিমু বিহা-জাল্ বালাদ। ২। ওয়া আন্তা হিল্লুম্ বিহা-জাল্ বালাদ। ৩। ওয়া ওয়া-লিদি'উ

(১) আমি কছম করিতেছি এই শহরের। (২) বস্তুতঃ তুমি উহাতে প্রবেশ কর। (৩) শপথ জনক ও

وَّمَا وَلَدَ لا ٤ - لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ط ٥ - اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ

ওয়ামা ওয়ালাদ। ৪। লাক্বাদ্ খালাক্বনাল্ ইন্‌ছা-না ফী কাবাদ। ৫। আ ইয়াহ্‌ছাবু আল্‌ল্'াই

জনিতের। (৪) নিশ্চয়ই আমি মানবকে কষ্টের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছি। (৫) সে কি মনে করে যে,

يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ م ٦ - يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ط

ইয়াক্‌দিরা আ'লাইহি আহাদ। ৬। ইয়াকূলু আহ্‌লাক্‌তু মা-লাল্ লুবাদ।

তাহার উপর কেহই ক্ষমতাবান হইবে না। (৬) সে বলে, আমি অফুরন্ত মাল ব্যয় করিয়াছি।

٧ - اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ط ٨ - اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ لا

৭। আইয়াহ্‌ছাবু আল্ লাম্ ইয়ারাহূ আহাদ। ৮। আলাম্ নাজ্ব্‌আ'ল্ লাহু আ'ইনাইন।

(৭) সে কি মনে করে যে, কেহ তাহাকে দর্শন করে নাই। (৮) আমি কি তাহার জন্য বানাই নাই— দুইটি চোখ।

٩ - وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ لا ١٠ - وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ج ١١ - فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ صلے ز

৯। ওয়া লিছা-ন'াউ ওয়া শাফাতাইন। ১০। ওয়া হাদাইনা-হুন্ নাজ্ব্‌দাইন। ১১। ফালাক্‌ তাহামাল্ আকাবাহ।

(৯) একটি জিহ্বা ও দুইটি ওষ্ঠ। (১০) এবং তাহাকে দুইটি পথ দেখাইয়াছি। (১১) অথচ না সে ধর্মের ঘাঁটি অতিক্রম করিয়াছে।

١٢ - وَمَا أَدْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ ط ١٣ - فَكُّ رَقَبَةٍ لا ١٤ - أَوْ إِطْعٰمٌ فِي يَوْمٍ

১২। ওয়ামা আদ্‌রা-কা মাল্ আক্বাবাহ। ১৩। ফাক্কু রাক্বাবাহ। ১৪। আউ ই'ত্ব্‌আ-মুন্ ফী ইয়াউমিন্

(১২) এবং কিসে তোমাকে জ্ঞাত করিল, আকাবা কি? (১৩) কাহারও গর্দানকে মুক্ত করা। (১৪) অথবা দুর্ভিক্ষকালে

ذِي مَسْغَبَةٍ لا ١٥ - يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ لا ١٦ - أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ط

জী মাছ্‌গ্বাবাহ। ১৫। ইয়াতীমান্ জা-মাক্‌রাবাহ। ১৬। আউ মিছ্‌কীনান্ জা-মাৎরাবাহ।

(১৫) এতিম আত্মীয় (১৬) বা ধুলায়িত কাঙ্গালকে অন্নদান করা।

١٧ - ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ط

১৭। ছুম্মা কা-না মিনাল্লাজীনা আ-মানু ওয়া তাওয়া ছাউবিছ্‌ছাব্‌রি ওয়া তাওয়া ছাউবিল্ মার্‌হামাহ

(১৭) অতঃপর সে মু'মিনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং পরস্পরকে সহনশীলতার ও সহানুভূতির উপদেশ দিল।

١٨ - أُولٰئِكَ أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ط ١٩ - وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰتِنَا هُمْ أَصْحٰبُ

১৮। উলা-ইকা আছ্‌হাবুল্ মাইমানাহ। ১৯। ওয়াল্লাজীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তিনা হুম্ আছ্‌হা-বুল্

(১৮) ইহারা হইতেছে ভাগ্যবান। (১৯) এবং যাহারা আমার নিদর্শনসমূহের বিরোধী, তাহারা হইতেছে

ع
১
১
রুকু

الْمَشْئَمَةِ ط ٢٠ - عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ع

মাশ্‌আমাহ। ২০। আ'লাইহিম্ না-রুম মু'ছাদাহ। ع

হতভাগ্য। (২০) তাহাদের উপর রুদ্ধদ্বার অগ্নি পরিবেষ্টিত থাকিবে।

ছুরা শাম্‌ছ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ع বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ১৫ আয়াত এবং ১ রুকু।

١ - وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا لاص ٢ - وَالْقَمَرِ إِذَا تَلٰهَا لا ٣ - وَالنَّهَارِ إِذَا جَلّٰهَا لا

১। ওয়াশ্‌শাম্‌ছি ওয়া দ্বুহা-হা। ২। ওয়াল্ ক্বামারি ইজা তালা-হা। ৩। ওয়ান্নাহারি ইজা জ্বাল্লাহা

(১) কছম সূর্য্য ও উহার জ্যোতির। (২) চন্দ্রের, যখন উহাকে অনুসরণ করে। (৩) দিবসের, যখন উহাকে প্রকাশিত করে।

٤- وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا لا ص ٥ - وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا لا ص ٦- وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ص لا

৪। ওয়াল্ লাইলি ইজা ইয়াগ্‌শা-হা। ৫। ওয়াছ্ ছামা-ই ওয়ামা বানা-হা। ৬। ওয়াল্ আর্‌দ্বি ওয়ামা ত্বাহা-হা।

(৪) রাতের যখন উহাকে আচ্ছন্ন করে। ৫) আকাশ ও উহার সংগঠনের। (৬) জমিন ও উহার সংস্থাপনের।

٧ - وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا لا ص ٨ - فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ص لا

৭। ওয়া নাফ্‌ছিঁউ ওয়ামা ছাউওয়া-হা। ৮। ফাআল্‌হামাহা ফুজূরাহা ওয়া তাক্‌ওয়া-হা।

(৭) আত্মা ও উহার সুবিন্যাসের। (৮) তন্মধ্যে পাপপুণ্যের অনুভূতি প্রদানের।

٩ - قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ص لا ١٠ - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ط ١١ - كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ

৯। ক্বাদ্ আফ্‌লাহা মান্ যাক্কাহা। ১০। ওয়া ক্বাদ্ খা-বা মান্ দাছ্‌ছা-হা। ১১। কাজ্জাবাৎ ছামুদু

(৯) আত্মাকে বিশুদ্ধকারী সফলকাম হইবে। (১০) এবং উহাকে আচ্ছন্নকারী ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। (১১) ছামুদ অবিশ্বাস করিয়াছিল

بِطَغْوٰهَا لا ص ١٢ - اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا لا ص ١٣ - فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ

বি-তাগ্‌ওয়া-হা। ১২। ইজিম্বাআ'ছা আশ্‌ক্বা-হা। ১৩। ফাক্বা-লা লাহুম্ রাছুলু ল্লাহি না-ক্বাতা ল্লাহি

স্বীয় ঔদ্ধত্যবশতঃ। (১২) যখন তাহার দুষ্টতম ব্যক্তি উদ্যোগী হইল। (১৩) তখন আল্লাহর রাসূল তাহাদিগকে বলিলেন, আল্লাহর উষ্ট্রী

وَسُقْيٰهَا ط ١٤ - فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا لا ص فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ

ওয়া ছুক্‌ইয়া-হা। ১৪। ফাকাজ্জাবুহু ফাআকারূহা ; ফাদাম্‌দামা আ'লাইহিম্ রাব্বুহুম্

ও উহার পানি পান হইতে সাবধান। (১৪) তবুও তাহারা তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়া উহাকে হত্যা করিল, তখন তাহাদের উপর তাহাদের প্রভু ধ্বংস অবতীর্ণ করিলেন

بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰهَا لا ص ١٥ - وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ع

বিজাম্বিহিম্ ফাছাউওয়া-হা। ১৫। ওয়ালা ইয়াখা-ফু উক্‌বা-হা। ع

তাহাদের পাপের বিনিময়ে এবং উহাকে ব্যাপক করিয়া দিলেন। (১৫) বস্তুতঃ তিনি উহার পরিণতি সম্পর্কে কোনরূপ পরওয়া করেন না।

ع ১ / ১ রুকু

ছুরা লাইল ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بسم الله الرحمن الرحيم বিছ্‌মিল্লা-হির্‌ রাহ্‌মা-নির্‌ রাহীম। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ২১ আয়াত এবং ১ রুকু।

١ - والليل اذا يغشى لا ٢ - والنهار اذا تجلى لا ٣ - وما خلق الذكر والانثى لا

১। ওয়াল্লাইলি ইজা ইয়াগ্‌শা। ২। ওয়ান্নাহা-রি ইজা তাজাল্লা। ৩। ওয়ামা খালাকাজ্‌ জাকারা ওয়াল্‌ উন্‌ছা।

(১) কছম রাতের যখন আচ্ছন্ন করে। (২) দিনের যখন আলোকিত করে। ৩) এবং নর-নারীর সৃষ্টির।

٤ - ان سعيكم لشتى ط ٥ - فاما من اعطى واتقى لا ٦ - وصدق بالحسنى لا

৪। ইন্না ছা'ইয়াকুম্‌ লাশাত্তা। ৫। ফাআম্মা মান্‌ আ'ত্বা ওয়াত্তাকা। ৬। ওয়া ছাদ্দাকা বিল্‌ হুছ্‌না।

(৪) নিশ্চয়ই তোমাদের চেষ্টা বিভিন্ন ধরণের। (৫) ফলে যে দান করে ও ভয় করে। (৬) এবং উত্তমের প্রতি সমর্থন জানায়।

٧ - فسنيسره لليسرى ط ٨ - واما من بخل واستغنى لا ٩ - وكذب

৭। ফাছানুইয়াছ্‌ছিরুহূ লিল্‌ ইউছ্‌রা। ৮। ওয়া আম্মা মাম্‌ বাখিলা ওয়াছ্‌তাগ্‌না। ৯। ওয়া কাজ্জাবা

(৭) আমি তাহাকে সহজ পথের সামর্থ দান করিব। (৮) পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করে, নিজকে অভাব শূন্য মনে করে। (৯) এবং মিথ্যারোপ করে

بالحسنى لا ١٠ - فسنيسره للعسرى ط ١١ - وما يغنى عنه ماله

বিল্‌ হুছ্‌না। ১০। ফাছানুইয়াছ্‌ছিরুহূ লিল্‌ উ'ছ্‌রা। ১১। ওয়ামা ইউগ্‌নী আন্‌হু মা-লুহূ

উত্তমের প্রতি। (১০) আমি তাহাকে সঙ্কটজনক পথের সামর্থ দান করিব। (১১) বস্তুতঃ তাহার মাল তাহার কোন কাজে আসিবে না,

اذا تردى ط ١٢ - ان علينا للهدى ز صلے ١٣ - وان لنا للاخرة والاولى ○

ইজা তারাদ্দা। ১২। ইন্না আ'লাইনা লাল্‌হুদা। ১৩। ওয়া ইন্না লানা লাল্‌ আ-খিরাতা ওয়াল্‌ উলা।

যখন সে বিপর্যস্ত হইবে। (১২) নিশ্চয়ই হেদায়েত করা আমার দায়িত্ব। (১৩) এবং তোমাদের পরবর্তী ও পূর্ববর্তী আমারই আয়ত্তে।

١٤ - فانذرتكم نارا تلظى ج ١٥ - لا يصلها الا الاشقى ○ لا ١٦ - الذى

১৪। ফাআন্‌জারতুকুম্‌ নারান্‌ তালাজ্জা। ১৫। লা ইয়াছ্‌লাহা ইল্লাল্‌ আশ্‌কা। ১৬। আল্লাজী

(১৩) তাই আমি তোমাদিগকে সেই স্ফুলিঙ্গবর্ষী আগুনের ভয় প্রদর্শন করিলাম। (১৫) যাহাতে প্রবেশ করিবে না, সেই হতভাগ্য ব্যতীত (১৬) যে

كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ط ١٧ - وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى لا ١٨ - الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهُ

কাজ্জাবা ওয়া তাওয়াল্লা। ১৭। ওয়া ছাইউজ্বান্নাবুহাল্ আৎক্বা। ১৮। আল্লাজী ইউ'তী মা-লাহূ

মিথ্যা জানিয়াছে ও মুখ ফিরাইয়াছে। (১৭) পক্ষান্তরে সেই খোদাভীরু ব্যক্তিকে উহা হইতে বাঁচাইয়া রাখা হইবে (১৮) যে ধন-সম্পদ দান করে

يَتَزَكّٰى ج ١٩ - وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى لا ٢٠ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ

ইয়াতাযাক্কা। ১৯। ওয়ামা লিআহাদিন্ ই'ন্দাহূ মিন্ নি'মাতিন্ তুজ্বযা।
২০। ইল্লাব্‌তিগ্বা-আ ওয়াজ্ব্‌হি

যেন সে পাক হয়। (১৯) বস্তুতঃ তাহার কাছে কাহারও কোন অনুগ্রহ নাই যে, উহাকে শোধ করা হইতেছে। (২০) বরং শুধু তাহার মহান প্রভুর সন্তুষ্টির জন্যই।

رَبِّهِ الْاَعْلٰى ج ٢١ - وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ع

রাব্বিহিল্ আ'লা। ২১। ওয়ালা ছাউফা ইয়ারদ্বা। ع

(২১) এবং সত্বরই সে আনন্দিত হইবে। ع ১ — ১ রুকু

ছূরা দ্বুহা ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ع বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ১১ আয়াত এবং ১ রুকু।

١ - وَالضُّحٰى لا ٢ - وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى لا ٣ - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ط

১। ওয়াদ্ দ্বুহা। ২। ওয়াল্ লাইলি ইজা ছাজ্বা। ৩। মা ওয়াদ্দাআ'কা রাব্বুকা ওয়ামা কালা।

(১) কছম দিবালোকের। (২) এবং রাতের যখন আচ্ছন্ন করে। (৩) তোমার প্রভু না তোমাকে বর্জন করিয়াছেন, না বিরূপ পাইয়াছেন।

٤ - وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ط ٥ - وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ

৪। ওয়া লাল্ আ-খিরাতু খাইরুল্লাকা মিনাল্ উলা। ৫। ওয়ালা ছাউফা ইউ'তীকা রাব্বুকা

(৪) বস্তুতঃ তোমার পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থা অপেক্ষা উত্তম। (৫) এবং সত্বরই তোমার প্রভু তোমাকে দান করিবেন,

(১) একবার হজরত (সঃ) অসুস্থতাবশতঃ কয়েক রাত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িতে পারেন নাই। তখন এক কাফের রমণী বলিল, "বোধ হয় তোমার শয়তান তোমাকে ত্যাগ করিয়াছে।" সেই সময় কয়েক দিন অহীও বন্ধ ছিল। তাই অপর মোশ্‌রেকগণও বলিতে লাগিল, "তাঁহার প্রভু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে।" এই প্রসঙ্গে এই সূরা অবতীর্ণ হয়। (হূরে মনছুর)

فَتَرْضَىٰ ط ٥ - أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ص ٦ - وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ص

ফাতারদ্বা। ৬। আলাম্ ইয়াজ্বিদ্কা ইয়াতীমান্ ফাআ-ওয়া-। ৭। ওয়া ওয়াজ্বাদকা দ্বা-ল্লান্ ফাহাদা-।

তখন তুমি আনন্দিত হইবে। (৬) তিনি তোমাকে এতিম পান নাই কি? পরে আশ্রয় দিয়াছেন। (৭) এবং তোমাকে পথহারা পাইয়াছিলেন পরে পথ দেখাইয়াছেন।

٨ - وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ط ٩ - فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ط

৮। ওয়া ওয়াজ্বাদাকা আ'-ইলান্ ফাআগ্‌না-। ৯। ফাআম্মাল্ ইয়াতীমা ফালাতাক্‌হার।

(৮) এবং তোমাকে কাঙ্গাল পাইয়াছিলেন পরে ধনী করিয়াছেন। (৯) সুতরাং এতীমের প্রতি ক্রোধান্বিত হইও না।

١٠ - وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ط ١١ - وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ع

ع ১/১ রুকু

১০। ওয়া আম্মাছ্‌ছা-ইলা ফালা-তান্‌হার্। ১১। ওয়া আম্মা- বিনি'মাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিছ। ع

(১০) প্রার্থীর প্রতি ধমক দিও না। (১১) এবং তোমার প্রভুর নেয়ামত বর্ণনা করিতে থাক।

ছুরা—আলাম্ নাশ্‌রাহ্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৮ আয়াত এবং ১ রুকু।

١ - أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ط ٢ - وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ لا ٣ - الَّذِي أَنْقَضَ

১। আলাম্ নাশ্‌রাহ্‌লাকা ছাদ্‌রাক। ২। ওয়া ওয়াদ্বা'না-আ'ন্‌কা বিয্‌রাক। ৩। আল্লাজী আন্‌ক্বাদ্বা

১। আমি কি তোমার হিতার্থে তোমার বক্ষকে প্রশস্ত করিয়া দেই নাই? (২) তোমা হইতে নামাইয়া দিয়াছি সেই ভার। ৩। যাহা ভাঙ্গিয়া দিতেছিল

ظَهْرَكَ لا ٤ - وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ط ٥ - فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا لا

জাহ্‌রাক্। ৪। ওয়া রাফা'না লাকা জিক্‌রাক্। ৫। ফাইন্না মা'আল্ উ'ছ্‌রি ইউছ্‌রা।

তোমার পৃষ্ঠকে। (৪) এবং তোমার জন্য উঁচু করিয়াছি তোমার আলোচনা। (৫) কেননা, নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে সুখ আছে।

٦ - إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ط ٧ - فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ لا

৬। ইন্না মা'আল্ উ'ছ্‌রি ইউছ্‌রা। ৭। ফাইজা ফারাগ্‌তা ফান্‌ছাব্।

(৬) নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই সুখ আছে। (৭) অতএব যখন অবসর লাভ কর তখন এবাদতে প্রবৃত্ত হও।

٧ - وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ع

৮। ওয়া ইলা রাব্বিকা ফার্‌গ্বাব্। ع

(৮) এবং একমাত্র আল্লাহ্‌রই দিকে মনোনিবেশ কর।

ع ১ — ১ রুকূ

ছূরা—তীন্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিমিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	এই ছূরায় ৮ আয়াত এবং ১ রুকূ।

١ - وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ لا ٢ - وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ لا ٣ - وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ لا

১। ওয়াত্তীনি ওয়ায্‌যাইতুনি ২। ওয়া ত্বূরি ছিনীন। ৩। ওয়া হা-যাল্ বালাদিল্ আমীন।

(১) কছম আঞ্জির ও জয়তুন এর। (২) তুরে ছীনীন এবং (৩) এই নিরাপদ শহরের।

٤ - لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْۤ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ زه ٥ - ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ

৪। লাক্বাদ্ খালাক্‌নাল্ ইন্‌ছা-না ফী আহ্‌ছানি তাক্‌বীম। ৫। ছুম্মা রাদাদ্‌না-হু আছ্‌ফালা

(৪) নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দররূপে সৃষ্টি করিয়াছি। (৫) অতঃপর তাহাকে অধঃপতে পতিত করিয়াছি।

سٰفِلِيْنَ لا ٦ - اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ

ছা-ফিলীন। ৬। ইল্লাল্লাজীনা আ-মানু ওয়া আ'মিলুছ্ ছা-লিহা-তি ফালাহুম্ আজ্‌রুন্

(৬) ববং যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেককাজ করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে

غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ط ٧ - فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ط ٨ - اَلَيْسَ اللّٰهُ

গ্বাইরু মাম্‌নুন। ৭। ফামা-ইউকাজ্‌জিবুকা বা'দু বিদ্দীন। ৮। আলাইছাল্লা-হু

অফুরন্ত পুরস্কার (৭) অতঃপর কিসে তোমাকে বিচার-দিবস সম্পর্কে অবিশ্বাসী বানাইতেছে!

بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ع

বি আহ্‌কামিল্ হা-কিমীন্। ع

(৮) আল্লাহ কি সকল বিচারকের উপরে বিচারক নহেন?

ع ১ — ১ রুকূ

ছুরা—আ'লাক্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ০ বিছ্ মিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম্। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ১৯ আয়াত এবং ১ রুকু।

١ - اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ج ٢ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ج

১। ইক্‌রা' বিছ্‌মি রাব্বিকা ল্লাজী খালাক্। ২। খালাকাল্ ইন্‌ছা-না মিম্ আলাক্।

(১) কোরআনকে পাঠ কর, তোমার সেই প্রভুর নামে যিনি সমস্ত বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

(২) মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন জমাট রক্ত হইতে।

٣ - اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ لا ٤ - الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ لا ٥ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ

৩। ইক্‌রা' ওয়া রাব্বুকাল্ আক্‌রাম। ৪। আল্লাজী আ'ল্লামা বিল্ কালাম। ৫। আ'ল্লামাল্ ইন্‌ছা-না

(৩) পাঠ কর, বস্তুতঃ তোমার প্রভু সবার চেয়ে সম্মানিত। (৪) যিনি কলম দ্বারা শিক্ষাদান করিয়াছেন। (৫) মানুষকে জ্ঞান দান করিয়াছেন,

مَا لَمْ يَعْلَمْ ط ٦ - كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى لا ٧ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ط

মা-লাম্ ইয়া'লাম্। ৬। কাল্লা-ইন্নাল্ ইন্‌ছা-না লাইয়াত্ব্‌খা ; ৭। আর্‌রাআ-হুছ্‌তাগ্‌না।

যাহা সে জানিত না। (৬) না, বরং মানুষ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। (৭) নিজেকে সমৃদ্ধিশালী বলিয়া মনে করে।

٨ - اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ط ٩ - اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى لا ١٠ - عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ط

৮। ইন্না ইলা রাব্বিকার্ রুজ্‌আ'। ৯। আরাআইতা ল্লাজী ইয়ান্‌হা। ১০। আব্‌দান্ ইজা ছাল্লা-।

(৮) তোমার প্রভুরই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। (৯) তুমি কি দেখিবে যে বাধা দান করে।

১০) একজন বান্দাকে যখন সে নামাজ পড়ে।

١١ - اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى لا ١٢ - اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ط ١٣ - اَرَءَيْتَ

১১। আরা আইতা ইন্ কা-না আ'লাল্ হুদা। আউ আমারা বিত্তাক্‌ওয়া। ১৩। আ রাআইতা

(১১) দেখ, যদি সে ঠিক পথে চলিয়া থাকে ; (১২) বা পরহেজগারীর আদেশ দিয়া থাকে।

১৩। দেখ

(৪) আল্লাহ তাআলা কলমের দ্বারা মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার ধারক ও বাহক হইল এই কলম। সমস্ত প্রকার বিদ্যার উৎসও এই কলম। প্রতিটি ব্যক্তির কলমের ব্যবহার হইতেই তাঁহার জ্ঞানশীলতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়! (মানাফিউল কোরআন)

إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝ ١٤ - أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۝

ইন্ কাজ্‌জাবা ওয়া তাওয়াল্লা। ১৪। আলাম্ ইয়া'লাম্ বিআন্নাল্লা-হা ইয়ারা।

যদি বাধা দাতা মিথ্যা বলিয়া থাকে এবং মুখ ফিরাইয়া থাকে? (১৪) সে কি জানে না যে, আল্লাহ প্রত্যক্ষ করিতেছেন?

١٥ - كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۙ ١٦ - نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ

১৫। কাল্লা লাইল্লাম্ ইয়ান্‌তাহি লানাছ্‌ফাআ'ম্ বিন্না-ছিইয়াহ্। ১৬। না-ছিইয়াতিন্ কা-জিবাতিন্

(১৫) না, যদি সে বিরত না হয় তবে নিশ্চয়ই আমি ললাটের কেশ ধরিয়া টানিব। (১৬) মিথ্যা ও পাপে জড়িত ললাট-কেশ।

خَاطِئَةٍ ۚ ١٧ - فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۙ ١٨ - سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۙ ١٩ - كَلَّا ۖ

খা-ত্বিআহ্। ১৭। ফাল্ ইয়াদ্‌উ' না-দিইয়াহ্। ১৮। ছানাদ্‌উ'য্‌যাবা-নিইয়াহ্। ১৯। কাল্লা-।

(১৭) তখন সে তাহার পরিষদকে আহ্বান করুক। (১৮) আমি দোজখ-রক্ষিগণকে আহ্বান করিব। (১৯) না,

لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩

লা তুত্বি'হু ওয়াছ্‌জুদ্ ওয়াক্‌তারিব্। ۩

তাহার বাধাকে মানিও না এবং নামাজ পড়িতে থাক ও আল্লাহর নৈকট্য লাভে রত থাক।

ছিজদাহ্ ৩ | ১ | ১ রুকু

ছূরা—ক্বাদ্‌র্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৫ আয়াত এবং ১ রুকু।

١ - إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ صلے ٢ - وَمَا أَدْرَاكَ

১। ইন্না-আন্‌যাল্‌না-হু ফী লাইলাতিল্ ক্বাদ্‌র্। ২। ওয়ামা আদ্‌রা-কা

(১) আমি কোরআনকে শবে ক্বদরে অবতীর্ণ করিয়াছি। (২) এবং কিসে তোমাকে জ্ঞাত করিল,

(১) শবে ক্বদরের রাত্রেই কোরআন অবতীর্ণ শুরু হয়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই রাত্রির তিনটি বিশেষ গুণ রাখিয়াছেন। (১) এই রাত্রির নেক আমল হাজার মাসের এবাদতের সমান হইবে, যাহা নফল হিসাবে পরিগণিত হইবে। (২) এবং দুনিয়ার অন্তর্বর্তীকালিন সমুদয় কার্যাবলী সেই রাত্রে সুনির্দিষ্ট হয় ও পৃথিবীতে নাজিল হয়। (৩) পরন্তু আল্লাহর তরফ হইতে শান্তি ও নিরাপত্তা সমস্ত রাত্রিতে জিব্রাইল ফিরিশ্‌তা ও অন্যান্য রহমতের ফিরিশ্‌তাগণের দ্বারা অবতীর্ণ হইতে থাকে। সুতরাং এই রাত্রে আল্লাহর এবাদত করা বান্দাদের উচিৎ। (মোজেহুল কোরআন)

مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ط ٣ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ لا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ط

মা লাইলাতুল্ ক্বাদ্‌র। ৩। লাইলাতুল্ ক্বাদ্‌রি খাইরুম্ মিন্ আল্‌ফি শাহ্‌র।

শবে ক্বদর কি ? (৩) শবে ক্বদর সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

---

٤ - تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

৪। তানায্‌যালুল্ মালা-ইকাতু ওয়ার্‌রূহু ফীহা বিইজ্‌নি রাব্বিহিম্,

(৪) তন্মধ্যে ফেরেশ্‌তাগণ ও জিব্রাইল তাঁহাদের প্রভুর হুকুমে অবতরণ করে

مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ لا ٥ - سَلٰمٌ قف هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ع

মিন্ কুল্লি আম্‌র। ৫। ছালা-মুন্, হিয়া হাত্তা মাত্ব্‌লা'য়িল্ ফাজ্‌র্। ع

প্রত্যেক বস্তুকে লইয়া। (৫) শান্তিময় এক রাত, উহা ফজরের উদয় পর্যন্ত থাকে।

ع ১/১ রুকু

ছুরা—বাইয়্যিনাহ্‌	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝	ইহাতে ৮ আয়াত
ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম্। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	এবং ১ রুকু।

---

١ - لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ

১। লাম্ ইয়াকুনি ল্লাজীনা কাফারূ মিন্ আহ্‌লিল্ কিতা-বি ওয়াল্ মুশ্‌রিকীনা মুন্‌ফাক্কীনা

(১) আহ্‌লে কিতাব যাহারা কাফের ও মোশ্‌রেকগণ বিচ্ছিন্ন হয় নাই,

---

حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ لا ٢ - رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا

হাত্তা তা'তিইয়াহুমুল্ বায়্যিনাহ্। ২। রাছুলুম্ মিনাল্লা-হি ইয়াৎলু

যে পর্যন্ত না তাহাদের কাছে আসিয়াছে স্পষ্ট প্রমাণ। (২) আল্লাহর নিকট হইতে একজন রাসূল,

যিনি পাঠ করিতেন

صُحُفًا مُّطَهَّرَةً لا ٣ - فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ط ٤ - وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ

ছুহুফাম্ মুত্বাহ্‌হারাহ্। ৩। ফীহা-কুতুবুন্ ক্বাইয়্যিমাহ্। ৪। ওয়ামা তাফার্‌রাকা ল্লাজীনা

পবিত্র ছহীফা সমূহ। (৩) যাহাতে খাঁটি বিধান সমূহ রহিয়াছে। (৪) বস্তুতঃ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে

أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ط ٥ - وَمَا أُمِرُوا إِلَّا

উতুল্ কিতা-বা ইল্লা মিম্বা'দি মা-জ্বা-আৎহুমুল্ বাইয়্যিনাহ্। ৫। ওয়ামা উমিরূ ইল্লা

কিতাবীগণ স্পষ্ট প্রমাণ আসিবার পরেই ; (৫) অথচ তাহারা আদিষ্ট হয় নাই এই ব্যতীত যে,

لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لا حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

লিইয়া'বুদুল্লা-হা মুখ্লিছীনা লাহুদ্দীন, হুনাফাআ' ওয়া ইউকীমুছ্ছালা-তা

তাহারা যেন নিষ্ঠার সহিত আল্লাহর এবাদত করে ঐকান্তিকভাবে নামাজ আদায় করে,

তাহাও আনুগত্যের নিদর্শন হিসাবে

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ط ٦ - إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

ওয়া ইউ'তুয্যাকা-তা ওয়া জা-লিকা দীনুল কাইয়্যিমাহ্। ৬। ইন্না ল্লাজীনা কাফারূ

এবং জাকাত প্রদান করে, এবং ইহাই হইতেছে খাঁটী ধর্ম। (৬) নিশ্চয়ই

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ط

মিন্ আহ্লিল্ কিতা-বি ওয়াল্ মুশ্রিকীনা ফী নারি জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা ;

কিতাব হইতে বিচ্যুত কাফের ও মোশ্রেকগণ দোজখের অগ্নিতে চিরস্থায়ীভাবে থাকিবে।

أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ط ٧ - إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا

উলা-ইকা হুম্ শার্রুল বারিইয়্যাহ্। ৭। ইন্নাল্লাজীনা আ-মানু ওয়া আ'মিলুছ্ছা-লিহা-তি

তাহারাই সৃষ্টির অধম। (৭) নিশ্চয় যাহারা মু'মিন ও নেককার,

أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ط ٨ - جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ

উলা-ইকা হুম্ খাইরুল বারিইয়্যাহ্। ৮। জ্বাযা-উহুম্ ই'ন্দা রাব্বিহিম্ জ্বান্না-তু

তাহারাই সৃষ্টির উত্তম। ৮। তাহাদের প্রভুর কাছে তাহাদের প্রতিফল হইতেছে চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যান,

عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ط رَضِيَ اللَّهُ

আ'দ্নিন্ ত্বাজ্রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু খা-লিদীনা ফীহা আবাদা ; রাদ্বিইয়াল্লা হু

যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত হয়, তাহারা তাহাতে অনন্তকাল স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে।

আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট,

ع ১ — ১ রুকু

عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ع

আ'নহুম্ ওয়া রাদ্বু আ'নহু ; জা-লিকা লিমান্ খাশিইয়া রাব্বাহ্। ع

তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ; ইহা এইজন্য সে স্বীয় প্রভুকে ভয় করে।

ছূরা—যিল্যাল ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিছ্মিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম্। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৮ আয়াত এবং ১ রুকু।

١- اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ ٢- وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ

১। ইজা যুল্যিলাতিল্ আর্দ্বু যিল্যা-লাহা। ২। ওয়া আখ্রাজাতিল্ আর্দ্বু আছ্কা-লাহা।

(১) যখন জমিন কঠিন আলোড়নে আলোড়িত হইবে। (২) জমিন তাঁহার অভ্যন্তরস্থ বস্তুসমূহ উদ্গীরণ করিবে।

٣- وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ۚ ٤- يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ ٥- بِاَنَّ رَبَّكَ

৩। ওয়া কা-লাল্ ইন্ছা-নু মা লাহা-। ৪। ইয়াউমাইজিন্ তুহাদ্দিছু আখ্বা-রাহা।

৫। বি আন্না রাব্বাকা।

(৩) মানুষ বলিবে : উহার কি হইল ? (৪) সেদিন তাহার খবরসমূহ বিবৃত করিবে। (৫) এজন্য যে, তোমার প্রভু

اَوْحٰى لَهَا ۙ ٦- يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۙ

আউহা-লাহা। ৬। ইয়াউমাইজিই ইয়াছ্দুরুন্না-ছু আশ্তা-তাল লিইউরাউ আ'মা-লাহুম্।

তাহাকে আদেশ দিবেন। (৬) সেদিন মানুষগণ তাহাদের কার্য-লিপি প্রদর্শিত হইবার জন্য দলে দলে প্রত্যাবর্তন করিবে।

٧- فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۙ ٨- وَمَنْ يَّعْمَلْ

৭। ফামাই ইয়া'মাল্ মিছ্কা-লা জার্রাতিন্ খাইরাই ইয়ারাহু। ৮। ওয়া মাই ইয়া'মাল্

(৭) ফলে যে বিন্দুমাত্র নেক কাজ করিবে, উহা দেখিতে পাইবে। (৮) এবং যে

ع ১ — ১ রুকু

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ع

মিছ্কা-লা জার্রাতিন্ শার্রাই ইয়ারাহু। ع

বিন্দুমাত্র বদ কাজ করিবে, উহাও দেখিতে পাইবে।

ছুরা—আ'দিয়াত ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্মিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম্। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ১১ আয়াত এবং ১ রুকু।

١- وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ ٢- فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ ٣- فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ

১। ওয়াল্ আ'দিইয়া-তি দ্বাব্হা। ২। ফাল্ মুরিইয়া-তি ক্বাদ্হা। ৩। ফাল্ মুগ্বীরা-তি ছুব্হা।

(১) কছম হাঁপাইতে হাঁপাইতে ধাওয়াকারীর। (২) ক্ষুরাঘাতে অগ্নিৎক্ষেপণ কারীর। (৩) ও প্রত্যুষে লুণ্ঠনকারীদের।

٤- فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ ٥- فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ ٦- اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ

৪। ফাআছার্না বিহী নাক্আ'। ৫। ফাওয়াছাত্না বিহী-জ্বাম্আ'। ৬। ইন্নাল্ ইন্ছা-না লিরাব্বিহী

(৪) এবং যাহারা তৎসঙ্গে ধুলি উড়ায় ও (৫) শত্রু দলে প্রবেশ করে, (৬) নিশ্চয়ই মানুষ তাহার প্রভুর প্রতি

لَكَنُوْدٌ ج ٧- وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ج ٨- وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۙ

লাকানুদ। ৭। ওয়া ইন্নাহু আ'লা জা-লিকা লাশাহীদ্। ৮। ওয়া ইন্নাহু লিহুব্বিল্ খাইরি লাশাদীদ্।

বড়ই কৃতঘ্ন। (৭) এবং ইহা সে নিশ্চয়ই অবহিত আছে। (৮) এবং সে সম্পদ প্রিয়তায় অত্যন্ত দৃঢ়।

٩- اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۙ ١٠- وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ

৯। আ ফালা- ইয়া'লামু ইজা বু'ছিরা মা ফিল্ কুবুর। ১০। ওয়া হুছ্ছিলা মা ফিছ্ছুদুর।

(৯) তবে কি সে জানে না, যখন কবরস্থগণকে উত্থাপিত করা হইবে। (১০) এবং অন্তরস্থ বিষয়সমূহ প্রকাশিত করা হইবে,

١١- اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ع

১১। ইন্না রাব্বাহুম্ বিহিম ইয়াউমাইজিল্ লাখাবীর। ع

(১১) তাহাদের প্রভু তাহাদের সম্পর্কে সেদিন সম্পূর্ণ অবহিত থাকিবেন।

ع ১ / ১ রুকু

ছুরা ক্বারিয়াহ্‌ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌ রাহ্‌মা-নির্‌ রাহীম। অতি দয়ালু পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ১১ আয়াত এবং ১ রুকু

١ - اَلْقَارِعَةُ ۝ ٢ - مَا الْقَارِعَةُ ۝ ٣ - وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ ٤ - يَوْمَ

১। আল্‌ ক্বা-রিআ'হ্‌। ২। মাল্‌ ক্বারিআ'হ্‌। ৩। ওয়ামা আদ্‌রা-কা মাল্‌ ক্বা-রিআ'হ্‌।
৪। ইয়াউমা

(১) বিকট গর্জনকারী। (২) বিকট গর্জনকারী বস্তু কি? (৩) কিসে তোমাকে জ্ঞাত করিল, কি সেই বিকট গর্জনকারী (৪) যে দিন

يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝ ٥ - وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝

ইয়াকূনুন্‌ না-ছু কাল্‌ ফারা-শিল্‌ মাব্‌ছুছ্‌। ৫। ওয়া তাকূনুল্‌ জ্বিবা-লু কাল্‌ ই'হ্‌নিল্‌ মান্‌ফুশ।

মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত হইবে। (৫) এবং পাহাড়সমূহ হইবে নানা রং-এর ধুনিত পশমের মত।

٦ - فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝ ٧ - فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ ٨ - وَاَمَّا مَنْ

৬। ফাআম্মা মান্‌ ছাকুলাৎ মাওয়া-যীনুহূ। ৭। ফাহুওয়া ফী ঈ'শাতির্‌ রা-দ্বিইয়াহ্‌।
৮। ওয়া আম্মা মান্‌

(৬) অতঃপর যাহার ওজন ভারী হইবে। ৭। সে সন্তোষজনক জীবনযাত্রায় থাকিবে। ৮। এবং যাহার

خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝ ٩ - فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝ ١٠ - وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝

খাফ্‌ফাৎ মাওয়া-যীনুহূ। ৯। ফাউম্মুহূ হা-বিইয়াহ্‌। ১০। ওয়ামা আদ্‌রাকা মা হিইয়াহ্‌।

ওজন হাল্‌কা হইবে। ৯। তাহার আশ্রয়স্থল হইবে হাবিয়া। ১০। এবং কে তোমাকে জ্ঞাত করিল, হাবিয়া কি?

ع ১ — ১ রুকু

١١ - نَارٌ حَامِيَةٌ ۝ ع

১১। না-রুন্‌ হা-মিইয়াহ্‌। ع

১১। উহা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।

ছুরা তাকাছুর ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌ রাহ্‌মা-নির্‌ রাহীম। অতি দয়ালু পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৮ আয়াত এবং ১ রুকু

١- اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ ٢- حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۗ ٣- كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

১। আল্‌ হা-কুমুৎ তাকা-ছুর। ২। হাত্তা যুর্‌তুমুল্‌ মাকা-বির। ৩। কাল্লা ছাউফা তা'লামূন।

(১) প্রাচুর্য্যের নেশা তোমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। (২) এযাবৎ যে, তোমরা কবরস্থানসমূহের সাক্ষাতে পৌঁছিয়াছ। (৩) না, সত্বরই তোমরা বুঝিতে পারিবে।

٤- ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۗ ٥- كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۗ

৪। ছুম্মা কাল্লা ছাউফা তা'লামূন। ৫। কাল্লা লাউ তা'লামূন। ই'ল্‌মাল্‌ ইয়াক্বীন।

(৪) অতঃপর না, সত্বরই তোমরা বুঝিতে পাইবে। (৫) না, যদি বিশ্বাসের জ্ঞান অনুভব করিতে।

٦- لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۙ ٧- ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۙ

৬। লাতারাবুন্নাল্‌ জ্বাহীম। ৭। ছুম্মা লাতারাবুন্নাহা আইনাল্‌ ইয়াক্বীন।

(৬) নিশ্চয়ই তোমরা দোজখকে দেখিতে পাইবে। (৭) অতঃপর তোমরা উহাকে বিশ্বাসের দৃষ্টিতেও দেখিতে পাইবে।

٨- ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ع

৮। ছুম্মা লাতুছ্‌ আলুন্না ইয়াউমাইজিন্‌ আ'নিন্‌ নায়ী'ম।

(৮) তারপর নিয়ামত সম্পর্কে সেদিন তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে।

ع ১/১ রুকু

ছুরা আছ্‌র্‌ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌ রাহ্‌মা-নির্‌ রাহীম। অতি দয়ালু পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৩ আয়ায় এবং ১ রুকু

١- وَالْعَصْرِ ۙ ٢- اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ ٣- اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

১। ওয়াল্‌ আ'ছ্‌র। ২। ইন্নাল্‌ ইন্‌ছা-না লাফী খুছ্‌র। ৩। ইল্লাল্লাজীনা আ-মানু

(১) কসম যুগের। (২) নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। (৩) কিন্তু মু'মিন, নেককার,

৪ / ১ — ১ রুকু

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ لا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۳

ওয়া আ'মিলুছ্ ছা-লিহা-তি ওয়া তাওয়া-ছাউ বিল্ হাক্‌কি ওয়া তাওয়া-ছাউ বিছ্‌ছাব্‌র্। ৩

পরস্পরকে ন্যায়ের উপদেষ্টা ও পরস্পরকে ধৈর্য্যের উপদেষ্টাগণ ব্যতীত।

ছুরা হুমাযাহ্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম। অতি দয়ালু পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৯ আয়াত এবং ৯ রুকু

۱- وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ ۲- نِ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ ۳- يَحْسَبُ

১। ওয়াইলুল্লিকুল্লি হুমাযাতিল্ লুমাযাহ। ২। নিল্লাজী জামাআ' মা-লাঁউ ওয়া আ'দ্দাদাহ।
৩। ইয়াহ্‌ছাবু

(১) মহা অকল্যাণ প্রত্যেক নিন্দাকারী ও বিদ্রূপকারীর। (২) যে মালকে সঞ্চয় করে এবং উহাকে গণনা করিতে থাকে। (৩) যেন সে মনে করে

اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ ۴- كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ؗ ۵- وَمَاۤ اَدْرٰكَ

আন্না মা-লাহূ আখ্‌লাদাহ। ৪। কাল্লা লাইউম্বাজান্না ফিল্ হুত্বামাহ্। ৫। ওয়ামা আদ্‌রাকা

যে তাহার মাল তাহাকে চিরজীবি রাখিবে। (৪) না, নিশ্চয়ই সে হুতামাতে নিক্ষিপ্ত হইবে। (৫) এবং কিসে তোমাকে জ্ঞাত করিল,

مَا الْحُطَمَةُ ؕ ۶- نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ ۷- الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ ؕ

মাল্ হুতামাহ। ৬। নারুল্লাহিল্ মূক্বাদাহ্। ৭। আল্লাতী তাত্ত্বালিউ' আলাল্ আফ্‌ইদাহ্।

হুতামা কি? (৬) আল্লাহর এক প্রজ্বলিত আগুন। (৭) যাহা হৃদয়সমূহে উদয় হইবে।

৪ / ১ — ১ রুকু

۸ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ ۹- فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۳

৮। ইন্নাহা আ'লাইহিম্ মু'ছাদাহ্। ৯। ফী আ'মাদিম্ মুমাদ্দাদাহ। ৩

(৮) নিশ্চয়ই উহাকে তাহাদের উপর পরিবেষ্টিত করা হইবে। (৯) দীর্ঘ স্তম্ভসমূহের মধ্যে।

ফায়দা ঃ কারণ এই সকল অবস্থা এই জন্য হইবে যে, তাহারা অহঙ্কার, দীর্ঘাকাঙ্খা ও পৃথিবীর প্রতি আশক্ত ছিল। এইজন্য কখনও তাহাদের অন্তরে মৃত্যুর কথাও উদিত হইত না। তাহারা মনে করিত যে, তাহাদের দিন এই ভাবেই যাইবে। (জামেউল বয়ান)

ছুরা ফীল্ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম। অতি দয়ালু পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৫ আয়াত এবং ১ রুকু

١- أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْلِ ط ٢- أَلَمْ يَجْعَلْ

১। আলাম্ তারা কাইফা ফাআ'লা রাব্বুকা বিআছ্‌হা-বিল্ ফীল। ২। আলাম্ ইয়াজ্‌আ'ল্

(১) তুমি কি দেখ নাই, তোমাদের প্রভু হাতীওয়ালাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করিয়াছেন? (২) তিনি কি

كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ لا ٣- وَّأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ لا ٤- تَرْمِيْهِمْ

কাইদাহুম্ ফী তাদ্ব্‌লীল্। ৩। ওয়া আর্‌ছালা আ'লাইহিম্ ত্বাইরান্ আবা-বীল্। ৪। তার্‌মীহিম্

তাহাদের অভিসন্ধিকে ব্যর্থতায় পরিণত করেন নাই? (৩) এবং তিনি তাহাদের উপর ঝাঁক ঝাঁক পাখী প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৪) যাহারা নিক্ষেপ করিতেছিল তাহাদের উপর

بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ لا ٥- فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ ع ع

বিহিজ্বা-রাতিম্ মিন্ ছিজ্জীল্। ৫। ফাজ্বাআ'লাহুম্ কাআ'ছ্‌ফিম্ মা-কুল্। ১

কঙ্কর জাতীয় পাথর। (৫) ফলে আল্লাহ তাহাদিগকে চর্বিত ঘাসের ন্যায় করিয়া দিয়াছিলেন। ১ রুকু

আছ্‌হাবে ফীল্ঃ ইয়ামেনের শাসনকর্তা আবরাহা কাবা গৃহকে ধ্বংস করিবার জন্য হস্তী বাহিনী-সহ আক্রমন করিয়াছিল। অতঃপর সে ও তাহার সৈন্য দল আল্লাহর কুদরতে প্রেরিত 'আবাবিল' পাখীর আক্রমণে ধ্বংস হইয়া গেল। আবাবিল পাখীরা ঠোঁটে করিয়া কঙ্কর আনিয়া নিক্ষেপ করিত। ফলে উক্ত আঘাতে সবাই ধ্বংস প্রাপ্ত হইল এবং কাবাগৃহ নিরাপদ রহিল। (আজিজী)

মা'কুলঃ ঘাস কিংবা তৃণ খণ্ডকে ভালভাবে চর্বিত করিয়া দিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তদ্রূপ আল্লাহ্ তাআলার গজবে পড়িয়া হস্তী বাহিনীও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোন মানুষের অস্ত্রধারণের প্রয়োজন পড়ে নাই অথবা প্রতিরোধ ক্ষমতাও তখন কাহারও ছিল না। জালেমের জুলুম হইতে আল্লাহ স্বীয় ঘরকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং এই রূপ অক্ষত অবস্থায়ই উক্ত ঘর বেহেশ্‌তে নীত হইবে।

(মানাফিউল কোরআন)

ছুরা ক্বুরায়েশ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম্। অতি দয়াময় পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৪ আয়াত এবং ১ রুকু

١- لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ ٢- اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ ٣- فَلْيَعْبُدُوْا

১। লিঈলা-ফি ক্বুরাইশিন। ২। ঈলা-ফিহিম্ রিহ্‌লাতশ্‌ শিতা-ই ওয়াছ্‌ ছাইফ। ৩। ফাল্‌ইয়া'বুদু

(১) আশ্চর্য, কোরায়েশদের অনুরাগ। (২) শীত গ্রীষ্মের প্রবাস যাত্রায় তাহাদের অনুরাগ। (৩) অতএব তাহারা এবাদত করুক

رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ ٤- الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝ع

রাব্বা হা-জাল্ বাইত্। ৪। আল্লাজী আত্‌আ'মাহুম্ মিনজ্বুইউ ওয়া আ-মানাহুম্ মিন্ খাউফ। ৪

এই কা'বা গৃহের প্রভুর। (৪) যিনি তাহাদিগকে ক্ষুধায় অন্নদান করেন ও ভয় হইতে রক্ষা করেন।

১/১ রুকু

ছুরা মা-উন ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম। অতি দয়ালু পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৭ আয়াত এবং ১ রুকু

١- اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ؕ ٢- فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۙ

১। আরাআইতাল্লাজী ইউকাজ্জিবু বিদ্দীন। ২। ফাজা-লিকাল্লাজী ইয়াদুউ'ল্ ইয়াতীম্।

(১) বিচারের দিনকে যে অবিশ্বাস করে তাহাকে দেখিয়াছ কি? (২) সে ঐ ব্যক্তি, যে এতীমকে তাড়াইয়া দেয়

কোরায়েশ ঃ মহানবী (সঃ -এর উর্দ্ধতন দ্বাদশতম পুরুষ হইলেন নজর বিন্ কেনানা। তাহার আওলাদকে কোরায়েশ বলে। তাহারা সবাই মক্কায় বসবাস করিত। তাহারা ছিল কাবা গৃহের খাদেম। অন্যান্য আরববসীগণ তাহাদিগকে অত্যন্ত সম্মান ও ইজ্জত করিত। তাহাদের পেশা ছিল ব্যবসা। শীতকালে তাহারা ইয়ামেন প্রদেশে সফরে যাইত। অধিকন্তু গ্রীষ্মকালে শামদেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। তাহারা কাবা গৃহের খেদমত করিত বলিয়া অনেক টাকা পয়সা পাইত। এই ছুরায় আল্লাহ তাআলা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, কাবা গৃহের বদৌলতে তাহারা এহেন শান্তি, নিরাপত্তা ও সুখময় জীবন যাপন করিতেছে। কিন্তু এই গৃহের মালিকের এবাদত বন্দেগী করিতেছে না। এমনকি দান খয়রাতের প্রতিও উৎসাহ বোধ করিতেছে না। সুতরাং তাহাদের উচিৎ এক আল্লাহর এবাদতে মনোনিবেশ করা। (মোজেহুল কোরআন)

٣- وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ط ٤- فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ لا ٥- الَّذِيْنَ

৩। ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আ'লা ত্বাআ'-মিল্ মিছ্কীন। ৪। ফাওয়াইলুল্ লিল্ মু'ছাল্লীন। ৫। আল্লাজীনা

(৩) এবং মিস্কীনকে আহার্যদানে উৎসাহিত করে না। (৪) অতএব মহাক্ষতি সেই নামাজীদের জন্য। (৫) যাহারা তাহাদের

هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ج ٦- الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ لا ٧- وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ع

হুম্ আ'ন্ ছালা-তিহিম্ ছা-হূন্। ৬। আল্লাজীনা হুম্ ইউরা-উন। ৭। ওয়া ইয়াম্নাউ'নাল্ মাউ'ন। ع

নামাজ হইতে ভুলিয়া থাকে। (৬) যাহারা লোক দেখানোর জন্য কাজ করে। (৭) এবং জাকাত আদায়ে বিরত থাকে।

ع ১ — ১ রুকু

ছুরা কাউছার ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ০ বিছ্মিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম। অতি দয়ালু পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৩ আয়াত এবং ১ রুকু

١- اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ط ٢- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ط

১। ইন্না আ'ত্বাইনা-কাল্ কাউছার। ২। ফাছাল্লি লি রাব্বিকা ওয়ান্ হার।

(১) আমি তোমাকে প্রচুর কল্যাণ দান করিয়াছি। (২) অতএব তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় কর এবং কোরবানী প্রদান কর।

٣- اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ع

৩। ইন্না শা-নিয়াকা হুওয়াল্ আব্তার। ع

(৩) নিশ্চয়ই তোমাকে আবতর বলিয়া অভিহিতকারী তোমার শত্রুই আঁটকুড়ো।

ع ১ — ১ রুকু

---

(৫) নামাজ হইতে ভুলিয়া থাকার অর্থ হইল। (১) বিনা কারণে নামাজ কাজা করা। (২) নামাজকে সময় মত আদায় না করিয়া সংকীর্ণ সময়ে আদায় করা এবং (৩) নামাজকে হুজুরে কল্‌বের সহিত আদায় না করা বরং অমনোযোগী হইয়া নিজের খেয়াল বিভিন্ন দিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নামাজ আদায় করা এবং ছুরা, কেরাআত ও রুকু সেজ্‌দাহ ঠিক মত আদায় না করা। সুতরাং নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। কেননা নামাজ হইল বেহেশ্‌তের চাবি ও মু'মিনের জন্য মেরাজ স্বরূপ।

(মানাফিউল কোরআন)

ছুরা কাফিরূন ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌ রাহ্‌মা-নির্‌ রাহীম। অতি দয়ালু পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৬ আয়াত এবং ১ রুকু

١- قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لا ٢- لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ لا ٣- وَلَآ اَنْتُمْ

১। কুল্‌ ইয়াআইয়্যুহাল্‌ কা-ফিরূন্‌। ২। লা আ'বুদু মা তা'বুদুন। ৩। ওয়ালা আন্তুম্‌

(১) বল, হে কাফেরগণ! (২) আমি এবাদত করি না, যাহাকে তোমরা এবাদত কর। (৩) না, তোমরা

عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ج ٤- وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ لا ٥- وَلَآ اَنْتُمْ

আ'-বিদূনা মা আ'-বুদ। ৪। ওয়ালা আনা আ'-বিদুম্‌ মা আ'বাত্তুম্‌। ৫। ওয়ালা আন্তুম্‌

এবাদতকারী, যাহাকে আমি এবাদত করি। (৪) এবং না আমি এবাদতকারী, যাহাকে তোমরা এবাদত করিয়াছ। (৫) না, তোমরা

ع
১
—
১ রুকু

عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ط ٦- لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ع

আ'-বিদূনা মা আ'বুদ। ৬। লাকুম্‌ দীনুকুম্‌ ওয়া লিইয়াদীন। ع

এবাদত কর, যাহাকে আমি এবাদত করি। (৬) তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।

কাফিরূনঃ অলীদ বিন্‌ মুগিরা ও কতিপয় মোশরেক একবার মহানবী (সঃ)-কে বলিল যে, "হে মোহাম্মদ (সঃ)! আপনি আমাদের উপাস্যদিগকে মন্দ বলা পরিত্যাগ করুন এবং আমরা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া থাকিব। এক বৎসর আপনি আমাদের মূর্তির উপাসনা করিবেন, পর বৎসর আমরা আপনার খোদার এবাদত করিব।" উহাতে আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করেন। তবে জেহাদের আয়াতের দ্বারা এই ছুরার হুকুম মানছুখ হইয়া গিয়াছে। (মানাফিউল কোরআন)

ছুরা নাছর ইহা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌ রাহ্‌মা-নির্‌ রাহীম্‌। অতি দয়ালু পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৩ আয়াত এবং ১ রুকু

١- اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ لا ٢- وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ

ইজাজা-আ নাছ্‌রুল্লাহি ওয়াল্‌ ফাৎহ্‌। ২। ওয়া রাআইতান্না-ছা ইয়াদ্‌খুলুনা ফী দীনিল্লাহি

(১) যখন আল্লাহর সাহায্য ও জয়লাভ ঘটিয়া গেল। (২) এবং লোকদিগকে দেখিতে পাইলে দলে দলে আল্লাহর ধর্মে প্রবেশ করিতেছে।

اَفْوَاجًا لا ۳- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط

আফ্ওয়া-জ্বা। ৩। ফাছাব্বিহ্ বিহাম্দি রাব্বিকা ওয়াছ্তাগ্ফিরহ।

(৩) তখন তোমার প্রভুর প্রশংসার সহিত তছবীহ পাঠ কর ও তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ع

ইন্নাহূ কা-না তাউওয়া-বা। ع

৪। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।

ع ১ ১ রুকু

ছুরা লাহাব্

ইহা মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

বিছ্মিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম্।

অতি দয়ালু পরম কৃপাময় আল্লাহর নামে।

ইহাতে ৫ আয়াত

এবং ১ রুকু

١- تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ط ٢- مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ط

১। তাব্বাৎ ইয়াদা আবী লাহাবিঁউ ওয়া তাব্বা। ২। মা আগ্না আন্হু মা-লুহূ ওয়ামা কাছাব।

(১) আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ভঙ্গ হউক ও ধ্বংস হউক! (২) তাহার মাল ও উপার্জন তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না।

٣- سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ج صلے ٤- وَّامْرَاَتُهٗ ط حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ج

৩। ছাইয়াছ্লা নারান্ জা-তা লাহাব। ৪। ওয়াম্ রাতুহ ; হাম্মা লাতাল্ হাত্বাব।

(৩) সত্বরই সে শিখাযুক্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। (৪) এবং তাহার স্ত্রী ইন্ধনবাহিনী।

٥- فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ع

৫। ফী জ্বীদিহা হাব্লুম্ মিম্ মাছাদ। ع

(৫) তাহার গলায় দৃঢ়বদ্ধ রজ্জু থাকিবে।

ع ১ — ১ রুকু

আবু লাহাব ঃ আবু লাহাব হুজুর করিম (সঃ)-এর আপন চাচা। সে কুফুরীতে অত্যন্ত নিমগ্ন ছিল। মহানবীর ক্ষতি সাধন করা ও শত্রুতা পোষণ করাই ছিল তাহার অন্যতম ও প্রদান কাজ। এই জন্য তাহার উপর আল্লাহর লানৎ পতিত হইয়াছিল। (লুবাব)

ছুরা ইখ্‌লাছ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ع বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৪ আয়াত এবং ১ রুকু।

١ - قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ع ٢ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ ع ٣ - لَمْ يَلِدْ لا وَلَمْ يُوْلَدْ لا

১। কুল্ হুওয়াল্লাহু আহাদ। ২। আল্লাহুছ্‌ছামাদ। ৩। লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়া লাম্ ইউলাদ।

(১) বলিয়া দাও যে, আল্লাহ এক। (২) আল্লাহ সর্বনিরপেক্ষ। (৩) তিনি না জনন করিয়াছেন, না জনিত হইয়াছেন।

ع ১/১ রুকু

٤ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ع

৪। ওয়া লাম্ ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান্ আহাদ। ع

(৪) এবং না কেহ তাহার সমকক্ষ আছে।

ছুরা ফালাক ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ع বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৫ আয়াত এবং ১ রুকু।

١ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ لا ٢ - مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لا ٣ - وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ لا

১। কুল্ আউ'জু বিরাব্বিল্ ফালাক। ২। মিন্ শার্‌রি মা খালাক। ৩। ওয়া মিন্ শার্‌রি গ্বা-ছিকিন্ ইজা ওয়াকাব।

(১) বল, আমি প্রত্যুষের প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। (২) সৃষ্টির অনিষ্ট হইতে। (৩. অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হইতে; যখন উহা আগমন করে।

ইখ্‌লাছ : সূরায়ে ইখ্‌লাছের শানে নুযুল সম্পর্কে তিরমিজি শরীফ, মোছনাদে ইমাম আহমদ, তারিখ-ই-বুখারী, ছহীহ্ ইবনে খুজাইমা, মুস্তাদরেকে হাকেম ইত্যাদি কিতাবে হজরত উবাই ইবনে কা'ব ও অন্যান্য ছাহাবাগণ হইতে যে সকল রেওয়াত আছে, সেইগুলির সারমর্ম এই যে, মক্কার মোশ্‌রেকগণ আঁ হজরত (সঃ) কে একদিন বলিল, "আপনি আমাদিগকে যেই আল্লাহর এবাদত করিতে বলিতেছেন, সেই আল্লাহর পরিচয় জ্ঞাপক কিছু গুণাবলী বর্ণনা করুন দেখি?" তাহাদের এই কথার উত্তরে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন। অধিকন্তু বোখারী শরীফে আছে, "এই সূরা পাঠ করার ছওয়াব পবিত্র কোরআন শরীফের এক-তৃতীয়াংশের সমান।" (ইবনে কাছির, খাজেন, মানাফিউল কোরআন)

٤ - وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ ٥ - وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ع

৪। ওয়া মিন্ শার্‌রিন্ নাফ্‌ফা-ছা-তি ফিল্ উ'ক্বাদ। ৫। ওয়া মিন্ শার্‌রি হা-ছিদিন্ ইজা-হাছাদ।

(৪) গ্রন্থিসমূহে ফুৎকারকারিণী নারীগণের অনিষ্ট হইতে। (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট হইতে যখন হিংসা করে।

ছুরা নাছ ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিছ্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম। পরম কৃপাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।	ইহাতে ৬ আয়াত এবং ১ রুকু।

ع ১ — ১ রুকু

١ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ ٢ - مَلِكِ النَّاسِ ۙ ٣ - اِلٰهِ النَّاسِ ۙ

১। কুল্ আউজু বিরাবিন্না-ছ। ২। মালিকিন্না-ছ। ৩। ইলা-হিন্না-ছ।

(১) বল, আমি মানুষের প্রতিপালক। (২) মানুষের অধিপতি। (৩) মানুষের উপাস্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

٤ - مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۙ ٥ - الَّذِىْ يُوَسْوِسُ

৪। মিন্ শার্‌রিল্ ওয়াছ্ ওয়া-ছিল্ খান্না-ছ। ৫। আল্লাজী ইউওয়াছ্‌বিছু

(৪) কুমন্ত্রণাদাতা দ্বিধা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট হইতে। (৫) যে মানুষের অন্তরসমূহে

فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ ٦ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ع

ফী ছুদুরিন্না-ছ। ৬। মিনাল্-জ্বিন্না-তি ওয়ান্না ছ। ع

কুমন্ত্রণা প্রদান করে। (৬) জ্বিন ও মানুষদের মধ্যে।

ع ১ — ১ রুকু

শানে নুযুল ঃ লবিদ বিন আ'ছাম ইহুদীর কন্যাগণ মহানবী সঃ)-এর মাথার চুল ও চিরুণীর দ্বারা তাঁহাকে যাদু করিয়াছিল। ফলে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ১১ আয়াতের এই দুইটি সূরা অবতীর্ণ করিলেন এবং এই সূরাদ্বয় পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে মহানবী (সঃ) হইতে যাদুর আছর বিনষ্ট হইয়া যায়। (মানাফিউল কোরআন)

ফায়দা ঃ জ্বিন এবং মানুষ উভয় দলই মানুষের অন্তরে যে কোন রকম কুমন্ত্রণা ও মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করিবার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং এই দুই সম্প্রদায়ের কুমন্ত্রণা হইতে অন্তরকে মুক্ত রাখিতে হইবে। (তাফহীম)

تمت بالخير

ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াতের দোওয়া

صَدَقَ اللّٰهُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ٥ وَصَدَقَ

ছাদা-কা ল্লা-হু ছাদা-ক্বা ল্লা-হুল্ আ'লিয়্যুল্ আ'জীম্। ওয়া ছাদা-কা

আল্লাহর কথা সত্য মহান আল্লাহর কথা সত্য এবং

رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ ٥ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ

রাছূলুহুন্ নাবিয়্যুল্ কারীম্। ওয়া নাহ্নু আ'লা-জা-লিকা মিনাশ্

তাঁহার প্রেরিত শ্রদ্ধেয় নবীর কথাও সত্য। আমরা ইহার উপর

الشّٰهِدِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى

শা-হিদীন। ওয়াল্ হাম্‌দু লিল্লা-হি রাব্বিল্ আ'লামীন। ওয়া ছাল্লা ল্লা-হু তাআ'লা

সাক্ষ্যদানকারীদের অন্যতম। সব প্রশংসাই সর্বজগৎস্বামী আল্লাহর। এবং আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষিত হউক

عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

আ'লা খাইরি খাল্‌ক্বিহী ওয়া নূরি আ'র্‌শিহী ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া

তাঁহার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, তাঁহার আরশের নূর ও আমাদের নেতা মোহাম্মদ (সঃ

عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ٥

আ'লা আ-লিহী ওয়া আছ্‌হা-বিহী আজ্‌মাঈ'ন।

ও তাঁহার আওলাদ-আছহাব সবার উপর।

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِيْ فِيْ قَبْرِيْ ٥ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ٥

আল্লাহুম্মা আনিছ্ ওয়াহ্ শাতি ফী কাব্‌রী, আল্লাহুম্মার্ হাম্‌নী বিল্ কুর্‌আ-নিল্ আ'জীম।

হে আল্লাহ! আমার কবরের মধ্য হইতে আমার পেরেশানীকে দূর কর।

হে আল্লাহ! মহান কোরআনের বরকতে আমাকে রহম কর।

وَاجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً ۝ اَللّٰهُمَّ

ওয়াজ্‌আ'লহু লী ইমা-মাঁউ ওয়া নূরাঁউ ওয়া হুদাঁউ ওয়া রাহ্‌মাহ্।

এবং উহাকে আমার জন্য ঈমাম' নূর, হেদায়েত ও রহমতে পরিণত কর।

ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ

আল্লাহুম্মা জাক্কির্‌নী মিন্‌হু মা নাছীতু-ওয়া আ'ল্লিম্‌নী মিন্‌হু মা জ্বাহিল্‌তু

হে আল্লাহ! উহার যা কিছু আমি ভুলিয়া গিয়াছি, তাহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দাও; আর যাহা আমি জানি নাই, তাহা আমাকে জানাইয়া দাও,

---

وَارْزُقْنِيْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِيْ

ওয়ার্‌ যুক্‌নী তিলা-ওয়াতাহু আনা-আ ল্লাইলি ওয়া আনা-আ ন্নাহা-রি, ওয়াজ্‌আ'লহুলী

এবং আমাকে দিবারাত্র তেলাওয়াত করার সৌভাগ্য দান কর এবং উহাকে পরিণত কর আমার

حُجَّةً يَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

হুজ্জাতাঁই ইয়া রাব্বাল্‌ আ'লামীন।

পরিত্রাণের দলিলরূপে—হে সর্বজগতের প্রতিপালক।

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قُلُوْبَنَا وَقَرِّ عُيُوْنَنَا وَاسْتُرْ

আল্লাহুম্মা ত্বাহ্‌হির্‌ কুলুবানা ওয়া ক্বার্‌রি উ'ইউনানা ওয়াছ্‌তুর্‌

হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরসমূহ পাক কর, আমাদের চক্ষুসমূহকে ঠাণ্ডা কর, গোপন কর,

---

عَوْرَاتِنَا وَاشْفِ مَرْضَانَا وَاقْضِ دُيُوْنَنَا وَبَيِّضْ

আ'উরা-তিনা ওয়াশ্‌ফা মার্‌দ্বা-না ওয়াক্‌দি দুইউনানা ওয়া বাইয়্যিদ্ব্‌

আমাদের দোষসমূহকে, আরোগ্য কর আমাদের রোগসমূহকে, আমাদের ঋণসমূহকে পরিশোধ করাও, উজ্জ্বল কর

وُجُوْهَنَا وَارْفَعْ دَرَجَاتِنَا وَارْحَمْ اٰبَائَنَا وَاغْفِرْ لِاُمَّهَاتِنَا

ওয়া বুজ্বূহানা ওয়ার্‌ফাআ' দারাজ্বা-তিনা ওয়ার্‌হাম্‌ আ-বা-আনা ওয়াগ্‌ফির্‌ উম্মুহা-তিনা

আমাদের চেহারাসমূহকে, আমাদের মর্যাদাকে উন্নত কর, আমাদের বাপ-দাদাগণের প্রতি অনুগ্রহ কর, আমাদের মাতৃকুলের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর,

وَامْحُ سَيِّئَاتِنَا وَاَصْلِحْ دِيْنَنَا وَدُنْيَانَا وَرَطِّبْ لِسَانَنَا

ওয়ামহু ছাইয়্যিআ-তিনা ওয়া আছ্‌লিহ্‌ দীনানা ওয়া দুন্‌ ইয়া-না ওয়া রাত্তিব্‌ লিছা-নানা

আমাদের গোনাহ্‌সমূহকে মাফ কর, আমাদের দ্বীন দুনিয়াকে দুরস্ত কর, আমাদের জবানকে মধুময় কর,

---

وَقَوِّ اَجْسَادَنَا وَاخْرِبْ اَعْدَاءَنَا وَشَتِّتْ شُمُوْلَ اَعْدَائِنَا

ওয়া কাব্‌বি আজ্‌ছা-দানা ওয়া খার্‌রিব্‌ আ'দা-আনা ওয়া শাত্তিত্‌ শুমূলা আ'দাইনা

আমাদের দেহসমূহকে সবল কর, আমাদের অমঙ্গলকারীগণকে ধ্বংস কর, আমাদের শত্রুসংঘকে বিক্ষিপ্ত কর,

---

وَاحْفَظْ اَهْلَنَا وَاَمْوَالَنَا وَانْظُرْ اَوْلَادَنَا وَثَبِّتْ

ওয়াখ্‌ফাজ্‌ আহ্‌লানা ওয়া আম্‌ওয়ালানা ওয়ান্‌জুর্‌ আউলা-দানা ওয়া ছাব্বিত্‌

আমাদের পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদকে সংরক্ষণ কর, আমাদের আওলাদের প্রতি সুনজর রাখ, আমাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ

اَقْدَامَنَا عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝

আক্‌দা-মানা আ'লা দীনিল্‌ ইছ্‌লামি ওয়ানছুর্‌না আ'লাল্‌ ক্বাউমিল্‌ কা-ফিরীন।

দ্বীন ইসলামের উপর এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর

بِحُرْمَةِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝

বিহুর্‌মাতি হাজাল্‌ কুর্‌আ-নিল্‌ আ'জীম।

এই পবিত্র মহান কোরআনের সম্মানের বরকতে।

আখেরী মোনাজাত

হে আমার খালেক ও মালেক আল্লাহ! আমি তোমার নগণ্য গোনাহ্‌গার বান্দা। আমার সামান্য জ্ঞান দ্বারা তোমার পবিত্র কালামুল্লাহর কিছুটা মাহাত্ম্য মানুষের সামনে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যদি আমি ভুল করিয়া থাকি বা অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমার নিজ রহমতে আমার অপরাধ মার্জনা কর। আমাকে তোমার রহমতের সাগরে ডুবাইয়া রাখ।

হে দয়াময় আল্লাহ। তোমার অনেক বান্দা এমনও আছে, যাহারা আরবী ভাষা পড়িতে পারে না এবং উহার অর্থ সম্পর্কেও অবগত নয়। সুতরাং তাহারা যেন উচ্চারণ পাঠের মাধ্যমে মূল আরবী পড়িতে ও শিখিতে আগ্রহী হয় এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি মহব্বৎ রাখে, এই নিয়তেই আমি এই কঠিন কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছি। দুনিয়ার কোন গরজ বা মাকছুদ উহাতে আমার নাই। আমার এই নিয়তকে তুমি কবুল কর এবং যাহারা এই পবিত্র কোরআন পাঠ করিবে, তাহাদের সকলকে তুমি পূর্ণ ছওয়াব প্রদান কর।

হে বারে এলাহী। তোমার দয়ার শেষ নাই, তোমার করুণার কিনারা নাই, তোমার পবিত্র কালামের গুণ-গরিমার অন্ত নাই। অতএব যাহারা তোমার কালামকে তেলাওয়াত করিতে ভালবাসে, যাহারা অর্থ বুঝিতে চায়, তাহাদিগকে তুমি সর্ব প্রকার করুণার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দাও, তাহাদিগকে তোমার কালামের প্রেম-সাগরে ভাসিয়া যাইতে তৌফিক দান কর। তাহাদিগকে তোমার প্রেমিক বান্দায় সামিল কর।

হে রাহমানুর্ রাহীম! আমরা তোমারই বান্দা। তোমারই কাছে জীবনের সমস্ত অপরাধের ক্ষমা চাই। আমাদিগকে এবং আমাদের মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততীকে মাফ কর। তুমি ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নাই। তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা স্থল। আমিন! আমিন!! আমিন!!!

নাচিজ

এ· কে· এম· ফজলুর রহমান মুন্সী

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ

পবিত্র কোরআনে কারিমের অনুবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় করা হইয়াছে। তবে সকল অনুবাদকারীর নাম এবং বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তথাপি আমার ক্ষুদ্র অনুসন্ধানে যতখানি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি আমার এই পরিসংখ্যাণ দ্বারা ইহাই উপলব্ধি করা যাইবে যে, পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের খেদমত কত ব্যাপকভাবে করা হইয়াছে। আমি এই তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করিলাম মাত্র। এই পরিসংখ্যাণের প্রতি আগ্রহী হইয়া যদি আল্লাহর কোন আশেক বান্দা পৃথিবীতে প্রচলিত প্রায় আড়াই হাজার ভাষার মধ্যে কোন্ কোন্ ভাষায় পবিত্র কোরআনের কি কি অনুবাদ ও তফ্সীর সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন; তাহা হইলে ইস্লামের একটি বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেওয়া হইবে।

উর্দু ভাষা

১। মৌলভী আজিজ উল্লাহ হাম্‌যা (১২২৯ হিঃ) দাক্ষিণাত্যের আওরঙ্গাবাদ। তিনি কেবল ৩০শ' পারার উর্দু অনুবাদ করিয়াছেন। ২। হেকিম শরীফ উল্লাহ খান, দিল্লী (মৃঃ ১২২২ হিঃ)। তিনি পূর্ণ অনুবাদ করিয়াছেন। ৩। শাহ আবদুল কাদের দেহলবী (রাঃ) (১২৩০ হিঃ)। তাঁহার অনুবাদ অত্যন্ত প্রামাণ্য। পরবর্তীগণের প্রায় সবাই তাঁহার অনুবাদ হইতে সাহায্য লইয়াছেন। ৪। শাহ রফি উদ্দিন দেহলবী (রাঃ)-এর অনুবাদ। এই অনুবাদও প্রামাণ্য। ৫। মৌলভী ফতেহ মোহাম্মদ জলন্ধরীর অনুবাদ। ৬। মৌলভী ডিপুটি জনাব নাজির আহমদের অনুবাদ। ৭। স্যার সৈয়দ আহমদের অনুবাদ। ৮। মোহাম্মদ হোসেন কুলী খানের অনুবাদ। ৯। ফতেহ উদ্দিন আজহারীর অনুবাদ। ১০। আহমদ উল্লাহ আব্বাছীর অনুবাদ। ১১। মোঃ বাকের-এর অনুবাদ (লক্ষ্ণৌ)। ১২। মোঃ টি, শিরীনের অনুবাদ (লক্ষ্ণৌ)। ১৩। মৌলভী নজমুদ্দীন সিউহারীর অনুবাদ। ১৪। মৌলভী শামসুদ্দীন সায়েমের অনুবাদ। ১৫। খাজা দীন মোহাম্মদের অনুবাদ। ১৬। আগাশায়ের কিজিলবাশের অনুবাদ। ১৭। মৌলভী আবদুর রহীমের অনুবাদ। ১৮। মৌলভী মোহাম্মদ আবু মোহাম্মদ মোছলেহ-এর অনুবাদ। ১৯। মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানীর অনুবাদ। ২০। শেখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাছানের অনুবাদ। ২১। মাওলানা আবুল কালাম আজাদের অনুবাদ। ২২। মাওলানা আশেক ইলাহীর অনুবাদ (মিরাট)। ২৩। মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর অনুবাদ। ২৪। মাওলানা আবদুল হক হক্কানীর অনুবাদ। ২৫। খাজা হাসান নিজামীর অনুবাদ (দিল্লী)। ২৬। নওয়াব ভীকার নাওয়াজ জং-এর অনুবাদ। ২৭। মৌলভী আহমদ রেজা খান বেরেলভীর অনুবাদ। ২৮। ডাঃ আবদুল হাকিমের অনুবাদ। ২৯। মাওলানা সানা উল্লাহ অমৃতসরীর অনুবাদ। ৩০। মৌলভী

ফতেহ মোহাম্মদ তায়েব লক্ষ্ণৌবীর অনুবাদ। ৩১। মিঃ মোহাম্মদ লাহোরীর অনুবাদ। ৩২। মির্জা হায়বত দেহলভীর অনুবাদ। ৩৩। মৌলভী ইব্রাহীমের অনুবাদ। ৩৪। আবদুল্লাহ চকরালভীর অনুবাদ। ৩৫। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর অনুবাদ। ৩৬। ইকবাল খানশের অনুবাদ। ৩৭। মাওলানা আহমদ আলীর অনুবাদ। ৩৮। আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীর অনুবাদ। ৩৯। সৈয়দ মোহাম্মদ শাহর-এর অনুবাদ। তাছাড়া উর্দুতে অন্যুন ৯২টি অনুবাদ আছে। রাহমাতুল্লাহি তাআলা আ'লাইহিম আজমাঈ'ন।

ফারসী ভাষা

ফারসী ভাষায় পবিত্র কোরআনের প্রায় ৫২টি অনুবাদ আছে। তন্মধ্যে নিম্ন উল্লিখিত অনুবাদগুলি প্রামাণ্য বলিয়া আলেম সমাজ মনে করিয়া থাকেন ঃ

১। শেখ সাদী সিরাজী (রাঃ)-এর অনুবাদ। ২। আকাই নেয়ামত উল্লাহ তেহরানীর অনুবাদ। ৩। মীর্জা খলিল ইস্পাহানীর অনুবাদ। ৪। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রাঃ)-এর অনুবাদ। ৫। শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী (রাঃ)-এর অনুবাদ। ৬। কাজী সানাউল্লাহ পানিপথীর অনুবাদ। ৭। মুহাম্মদ শামসুদ্দীনের অনুবাদ। ৮। আবু আহমদের অনুবাদ এবং ৯। জনৈক অজ্ঞাত ইরানী মৌলভীর অনুবাদ।

হিন্দী ভাষা

১। পবিত্র কোরআন শরীফের অনুবাদ হিন্দি ভাষায় প্রায় ১৮টি আছে। তবে সর্বপ্রথম অনুবাদ করা হয় ২৫০ হিজরীতে। রাজা সরুগের আবেদন ক্রমে জনৈক ইরাকবাসী প্রখ্যাত আলেম এই অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি সূরা 'ইয়াছিন' পর্যন্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার পরে অন্য একজন বিজ্ঞ আলেম বাকী অনুবাদ শেষ করেন। রাজা সরুগ এই অনুবাদ পাঠ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২। সম্ভবতঃ ১৩৭০ হিজরীতে সেকেন্দ্রাবাদের বড় সওদাগর খান বাহাদুর আহমদ আল্লাহ দীন অত্যন্ত যত্ন সহকারে হিন্দী ভাষায় কোরআন শরীফের অনুবাদ করাইয়াছিলেন, যাহা অত্যন্ত মকবুল হইয়াছিল। ৩। দিল্লীর খাজা হাসান নিজামী হিন্দী ভাষায় কোরআন পাকের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের একপার্শ্বে বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীরের স্বহস্ত লিখিত কোরআন পাকের আরবী ছিল এবং অপর পার্শ্বে দেবনাগরী অক্ষরে ডাঃ নজীর আহমদের উর্দু তরজমা লিখিত ছিল এবং পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী অনুবাদ একত্র করিয়াছিল। এই অনুবাদ প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছিল। উহার সম্পাদনা শেষ হইতে সময় লাগিয়াছিল প্রায় চার বৎসর। খাজা হাসান নিজামী পাঁচজন বিশিষ্ট সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের সক্রিয় সহযোগিতায় এই কাজ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ৪। রেভারেণ্ড ডাঃ আহ্মদ মিশনারীও হিন্দী ভাষায় কোরআন পাকের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ৫। প্রখ্যাত 'নূর' পত্রিকার সম্পাদক শায়খ মোঃ ইউসুফ হিন্দী ভাষায় কোরআন পাকের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি গুরুমুখী ভাষায়ও একখানা অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মারহাটি ভাষা

মারহাটি ভাষায় বিখ্যাত হেকীম সুফী মীর মোহাম্মদ ইয়াকুব খান কোরআন পাকের অনুবাদ করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের নিজাম 'হিজ হাইনেস' মীর স্যার ওস্মান আলী খান এই অনুবাদের জন্য হেকীম সাহেবকে পুরস্কার স্বরূপ অনেক অর্থ দিয়াছিলেন। উক্ত অনুবাদের কয়েকশত কপি তিনি মারহাটি স্কুল ও কলেজের জন্য দান করেন এবং অনুবাদকের জন্য আজীবন মাসিক ভাতারও সুবন্দোবস্ত করেন।

গুজারটি ভাষা

গুজরাটি ভাষায় পবিত্র কোরআন পাকের বেশ কয়েকটি অনুবাদই রহিয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত অনুবাদগুলিই প্রধান।

১। আবদুল কাদির বিন্ লোকমানের অনুবাদ (১৮৭৯ খৃঃ)। ২। হাফেজ আবদুর রশীদের অনুবাদ (১২১১ হিঃ)। ৩। মোহাম্মদ ইসফাহানীর অনুবাদ (১৯০০ খৃঃ)। ৪। গোলাম আলীর অনুবাদ (১৯০৩ খৃঃ)।

তেলেগু ভাষা

১। গোদাবরী গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজের তেলেগু এবং সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ছিলেন মিঃ নারায়ণ রায়, এম. এ.। তিনি আহাম্মদী জমায়াতের মৌলভী আহম্মদ আলী সাহেবের ইংরেজী অনুবাদ হইতে তেলেগু ভাষায় পবিত্র কোরআন অনুবাদ করেন। ২। মিঃ অনন্ত রতনও একজন মারহাটি। তিনিও মৌলভী মোহাম্মদ আলীর ইংরেজী অনুবাদ হইতে তেলেগু ভাষায় পবিত্র কোরআন অনুবাদ করেন।

পাঞ্জাবী ভাষা

পাঞ্জাবী ভাষায় অনুবাদ-এর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান।

১। হাফেজ মোহাম্মদ বারেকের অনুবাদ (১৩৯৭ হিঃ) ২। হেদায়েত উল্লাহ গোলজারীর অনুবাদ (১৩০৫ হিঃ)। ৩। শামসুদ্দিন বোখারীর অনুবাদ (১৩১২ হিঃ)। এবং ৪। ফিরোজ উদ্দিনের অনুবাদ (১৯০৩ খৃঃ)।

আফগানী ভাষা

আফগানী ভাষায় অনুবাদের পূর্ণ বিবরণ জানা যায় নাই। তবে এই ভাষায় মাত্র একটি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল (১৩১৯ হিঃ)।

পশ্‌তু ভাষা

বাদশাহ শাহজাহানের শাসন আমলে ভূপালের বেগম-এর সুযোগ্য মন্ত্রী মৌঃ জামাল উদ্দিন খান পশতু ভাষায় কোরআন পাকের অনুবাদ করেন।

সিন্ধি ভাষা

১। সিন্ধি ভাষায় মোঃ আজিজ উল্লাহ আল্‌মোকলবী (১২৯৭ হিঃ) কোরআন পাকের অনুবাদ করেন। ২। অতঃপর মোহাম্মদ সিদ্দিক আবদুর রহমান (১২৯৭ হিঃ) আরও একটি অনুবাদ সিন্ধি ভাষায় প্রকাশ করেন।

ফরাসী ভাষা

১। ডিউরোয়ার (Due Royre) (১৬৪৭ খৃঃ) ফরাসী ভাষায় কোরআন মজীদের অনুবাদ করিয়া প্যারিসে চারবার এবং অন্যান্য স্থানে কয়েকবার ছাপাইয়াছিলেন। ২। মিঃ সিউরী (Seury) (১৭৮৩ খৃঃ) ফরাসী ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের ইটালী ভাষায় অনুবাদ করেন (১৮৭২ খৃঃ) মিঃ হাওয়ার্ড। ১৯১৩ খৃঃ ইহার অনুবাদ কান্তালানী ভাষায় করা হয় এবং (১৯১১ খৃঃ) ইহার অনুবাদ আর্মেনীয় ভাষায় করা হয়। ৩। পোলাণ্ডের বাসিন্দা ছিলেন কাস্‌মিরাস্কী (Kasimirski)। তিনি (১৮৫৪ খৃঃ) ফরাসী ভাষায় কোরআন পাকের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের ইটালী ভাষায় অনুবাদ করেন মিঃ গাল্‌জা (১৮৪৪ খৃঃ)। ৪। জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ এড্‌ওয়ার্ড মোণ্টার (E. Monter) ১৯২৯ খৃঃ ফরাসী ভাষায় কোরআন পাকের অনুবাদ করেন। ৫। মাড্‌রুস (Mudrus) ১৯২৬ খৃঃ ফরাসী ভাষায় কোরআন পাকের অন্য একটি অনুবাদ করেন। ৬। আল্‌জিরিয় মুসলমান লামীশ্‌ বিন্‌ দাউদ ১৯৩২ খৃঃ ফরাসী ভাষায় কোরআন পাকের অনুবাদ করেন।

বার্মিজ ভাষা

বার্মিজ মুসলমান আহমদ উল্লাহ পবিত্র কোরআন পাকের বার্মিজ ভাষায় অনুবাদ করেন এবং ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া উহা ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া দেন। অধিকন্তু বার্মার জমিয়তে উলামার মিশনারী বিভাগের মৌলভী রহমত উল্লাহ সাহেব পবিত্র কোরআনের অনুবাদ বার্মিজ ভাষায় করিয়াছেন এবং ত্রিশ খণ্ডে উহা প্রকাশ করেন।

ছুহেলী ভাষা (পূর্ব আফ্রিকা)

ইস্‌লাম বিদ্বেষী খৃষ্টানগণ প্রথমতঃ ছুহেলী ভাষায় কোরআন পাকের অনুবাদ করে। ইহা করিয়াছিল তাহারা স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। অতঃপর খৃষ্টানদের বিভ্রান্তি হইতে মুস্‌লমানদিগকে রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব আফ্রিকার আঞ্জুমানে ইসলামীর পক্ষ হইতে নাইরুবীতে ছুহেলী ভাষায় কোরআন পাকের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। অতঃপর জাঞ্জিবার হইতেও একটি প্রামাণ্য অনুবাদ বাহির হইয়াছে। এই উভয় অনুবাদ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, খৃষ্টানদের অনুবাদ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তুর্কী ভাষা

১। হোসাইন হাবীব আফেন্দীর অনুবাদ। ২। আল্লামা জামাল-এর অনুবাদ। ৩। ভূপালের সেকান্দর জাহাঁন বেগমও তুর্কী ভাষায় একটি অনুবাদ করিয়াছিলেন। ৪। তুর্কী গভর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে আরও একটি অনুবাদ বাহির হইয়াছে।

জাভা ভাষা

১। নিয়াও পাহ (Nyaupah) ১৯০৩ খৃঃ কোরআন পাকের অনুবাদ জাভা ভাষায় প্রকাশ করেন।

গ্রীক ভাষা

১। পেনটাটি (Pentatie) ১৮৮০ খৃঃ গ্রীক ভাষায় কোরআন মজীদের অনুবাদ করেন।

সুইডিশ ভাষা

১। সুইডিশ ভাষার প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ খৃঃ। এই অনুবাদ করেন 'ক্রসনটিস্ টুল্‌ফ'। ২। অতঃপর টুরেন বারগো (Torenbergo) ১৮৪৭ খৃঃ অপর একটি অনুবাদ করেন। ৩। তারপর জিটারেস্‌টীন (Zeiterstien) ১৯১৭ খৃঃ অপর একটি অনুবাদ করেন।

জার্মান ভাষা

১। শোয়েগার (Sohwigger) ১৬১৬ খৃঃ জার্মান ভাষায় পবিত্র কোরআন অনুবাদ করেন। ২। লংগীর (Longe) অনুবাদ করেন ১৬৮৮ খৃঃ। ৩। ডেভিড নারেটরের (David Narreter) অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৭০৩ খৃঃ। ৪। অর্নল্‌ড (Arnold)-এর অনুবাদ ১৭৪৭ খৃঃ। ৫। মাগরিলীর (Megrili) অনুবাদ ১৭৭২ খৃঃ। ৬। বোয়েসন (Boyson)-এর অনুবাদ ১৭৭৩ খৃঃ। ৭। আলমানা (Almana)-এর অনুবাদ ১৮৪০ খৃঃ। ৮। রোকার্ট (Rokert)-এর অনুবাদ ১৮৮০ খৃঃ। ৯। হেনিং (Haunig)-এর অনুবাদ ১৯০১ খৃঃ। ১০। গ্রীগোল (Grigull)-এর অনুবাদ ১৯০১ খৃঃ। ১১। গোল্ডস্মিথ (Goldsmith)-এর অনুবাদ ১৯১৬ খৃঃ। ১২। কীলামরোথ (Kilamroth)-এর অনুবাদ ১৯১০ খৃঃ। ১৩। গ্রীম (Grimm)-এর অনুবাদ ১৯২২ খৃঃ।

চীনা ভাষা

বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকেই চীনা ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

১। লুয়েন জোহুয়া জোজেজ-এর অনুবাদ ১৯২৩ খৃঃ। ২। চেন্-চোক্‌মীর অনুবাদ ১৯৩১ খৃঃ। ৩। পাউমান্ চিন্ চিং (Pawman Chin Ching)-এর অনুবাদ ১৯৩৫ খৃঃ। ৪। জী চেশং-এর অনুবাদ ১৯৩৫ খৃঃ।

আর্মেনীয় ভাষা

১। আমীর চেন্গীজ (Amir Changiz) ১৯০১ খৃঃ পবিত্র কোরআন অনুবাদ করেন।

২। লোরেন্জ (Lorenze)-এর অনুবাদ ১৯১১ খৃঃ।

৩। কাউর বিটিন্ (Kaur Betian)-এর অনুবাদ ১৯১২ খৃঃ।

ইরানী ভাষা

১। রোকনড্রক-এর অনুবাদ ১৮৫৭ খৃঃ।

২। রুলীন (Roline)-এর অনুবাদ ১৯৩২ খৃঃ।

জাপানী ভাষা

সেকমাটু (Sakmoto) নামক একজন জাপানী পণ্ডিত ১৯২১ খৃঃ পবিত্র কোরআনের কিছু কিছু অংশ জাপানী ভাষায় অনুবাদ করেন। অতঃপর শায়খ আবদুর রহীম ইব্রাহীম জাপানী উলামাদের সাহায্যে পবিত্র কোরআনের পুরা অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়ান ভাষা

অষ্ট্রেলিয়া ভাষায় পবিত্র কোরআনের দুইটি অনুবাদ প্রকাশ পাইয়াছে।

১। জেডমায়ার গেডোন (Sxedmgyer et Gedeon)-এর অনুবাদ।

২। গার্যন (Gerzon)-এর অনুবাদ।

হল্যাণ্ড ভাষা

১। শোয়েগর (Schwegger)-এর অনুবাদ ১৬৪১ খৃঃ।

২। গ্লাম মীটার (Glammeter)-এর অনুবাদ ১৬৫৬ খৃঃ।

৩। জোলেনস্ (Zollens)-এর অনুবাদ ১৮৫৯ খৃঃ।

৪। কাইজার (Keyser)-এর অনুবাদ ১৮৬০ খৃঃ।

৫। আহমদী সম্প্রদায়ের মিঃ মোহাম্মদ আলীর ইংরেজী অনুবাদকেও হল্যাণ্ড ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে।

ডেনিস্ ভাষা

১। পেডারসা (Pedersa)-এর অনুবাদ ১৯১৯ খৃঃ।

২। বুল (Bull)-এর অনুবাদ ১৯২১ খৃঃ।

বোহেমী ভাষা

১। ওয়েসলী (Wesely)-এর অনুবাদ ১৯২৫ খৃঃ।

২। নীকল (Nykl)-এর অনুবাদ ১৯৩৩ খৃঃ।

রুমানীয় ভাষা

১। ইউসুফ কুল রুমানীয় ভাষায় ১৯১২ খৃঃ পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করেন।

বুলগেরীয় ভাষা

১। ১৯৩৩ খৃঃ টোমুফ উস্ কোল্‌ফ পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করেন।

ইন্দোচায়না ভাষা

১। আহমদ কোয়েনজু ১৯১৮ খৃঃ পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করেন।

আলবেনীয় ভাষা

১। এ. এম. কে. নামক একজন মুসলমান পণ্ডিত আলবেনীয় ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করিয়াছেন।

ইটালী ভাষা

১। আরিভাবিন (Aerivabena)-এর অনুবাদ ১৫৪৭ খৃঃ।
২। কেল্‌জো (Calza)-এর অনুবাদ ১৮৪৭ খৃঃ।
৩। বেনজারী (Benzeri)-এর অনুবাদ ১৮৮২ খৃঃ।
৪। ভায়লানটি (Violante)-এর অনুবাদ ১৯১২ খৃঃ।
৫। ব্রান্‌ছি (Branchi)-এর অনুবাদ ১৯১৩ খৃঃ।
৬। ফারাকোসি (Faracossi)-এর অনুবাদ ১৯১৪ খৃঃ।
৭। ফ্রাজো (Frajo) এর অনুবাদ ১৯২৮ খৃঃ।
৮। বোনেলী (Bonelli)-এর অনুবাদ ১৯২৯ খৃঃ।

ল্যাটিন ভাষা

১। বেলইয়নডর (Belendor)-এর অনুবাদ ১৫৪০ খৃঃ।
২। মারুসী (Maruci)-এর অনুবাদ ১৬৯৮ খৃঃ।

স্পেনিস ভাষা

১। ডিরোলস্ (Deroles)-এর অনুবাদ ১৮৪৪ খৃঃ।
২। অরলিক্স (Orlix)-এর অনুবাদ ১৮৭২ খৃঃ।
৩। মারগিউন্‌ডু (Murguindo)-এর অনুবাদ ১৮৭৫ খৃঃ।
৪। ব্রোভো (Brovo)-এর অনুবাদ ১৯০৭ খৃঃ।
৫। ক্যাটো (Catto)-এর অনুবাদ ১৯১৩ খৃঃ।

সার্ভিয়া ভাষা

১। মেকো লোবিলার্টি (Mic Lubilrate)-এর অনুবাদ ১৮৯৫ খৃঃ।

পোলিশ ভাষা

১। বোশ্‌কাপিউ (Buscapio)-এর অনুবাদ ১৮৫৬ খৃঃ।

পর্ত্তুগীজ ভাষা

ফরাসী ভাষার অনুবাদ হইতে পর্ত্তুগীজ ভাষায় ১৮৮২ খৃঃ পবিত্র কোরআনের একটি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইংরেজী ভাষা

দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে (১১৪৬ খৃঃ) সর্বপ্রথম ল্যাটিন ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করা হয়। তারপর ছাপাখানা আবিষ্কৃত হওয়ার পর বাসেলা নামক স্থানে (১৫৪২ খৃঃ) উক্ত অনুবাদ ছাপা হয়। তারপর উক্ত অনুবাদ হইতে উন্নত মানের অনুবাদ বাহির হয় (১৬৯৮ খৃঃ)। এই অনুবাদ করিয়াছিলেন এল. মারুসী (L. Morocci)। উহা পেডওয়া নামক স্থানে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর ইটালী এবং ফরাসী ভাষায় বিভিন্ন অনুবাদ হইতে থাকে। বস্তুতঃ ১৬৪৮ খৃঃ হইতে ১৬৮৮ খৃঃ পর্যন্ত এই চল্লিশ বৎসর যাবত ইংরেজী ভাষায় যে সকল অনুবাদ বাহির হইয়াছিল, উহা ছিল ল্যাটিন ভাষা হইতে পবিত্র কোরআনের অনুবাদ মাত্র। ঐ সকল অনুবাদ এখন আর পাওয়া যায় না।

১। আলেকজাণ্ডার রস (Alexander Ross)-এর ইংরেজী অনুবাদ ১৬৪৯ খৃঃ লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। ১৬৮৮ খৃঃ পর্যন্ত উহা অনেকবার ছাপা হইয়াছিল। আমেরিকা হইতেও এই অনুবাদ (১৭০৬ খৃঃ) বাহির হইয়াছিল।

২। জর্জ সেল (George Sale)-এর অনুবাদ ১৭৪৩ খৃঃ প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদ অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল। এই অনুবাদের বাইশটি সংস্করণ বাহির হইয়াছে। লণ্ডন ওরিয়েন্টাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্যার ডন্সরস সাহেব এই অনুবাদের সঙ্গে একটি ভূমিকা জুড়িয়া দেন। এই ভূমিকা সংবলিত সংস্করণ ১৯১২ খৃঃ লণ্ডনে ছাপা হয় এবং আমেরিকাতেও উহার আটটি সংস্করণ ছাপাইয়াছিল।

৩। রড্‌ওয়েলের (Rodwell) অনুবাদ লণ্ডন হইতে ১৮৬১ খৃঃ বাহির হইয়াছিল। উহার অনেকগুলি সংস্করণ ছাপা হইয়াছে।

৪। ই. এইচ. পামার (E. H. Palmer) অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হইতে ১৮৮০ খৃঃ দুই খণ্ডে পবিত্র কোরআনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার অপর একটি সংস্করণ আমেরিকা হইতে ১৯০৯ খৃঃ বাহির হইয়াছিল।

৫। আবদুল হাকিম খান ১৯০৫ খৃঃ পবিত্র কোরআনের ইংরাজী অনুবাদ করেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন কাদিয়ানী মতাবলম্বী। অতঃপর তিনি সেই মত পরিত্যাগ করেন এবং আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল্ জমায়াত ভুক্ত হন।

৬। ১৯১১ খৃঃ মির্জা আবুল ফজল এলাহাবাদীর দুই খণ্ডে পবিত্র কালামে পাকের ইংরাজী অনুবাদ বাহির করেন।

৭। ১৯৩০ খৃঃ অক্সফোর্ড হইতে গোলাম সরওয়ার সাহেবের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

৮। একজন নও মুস্‌লিম ইংরাজ মার্মাডিউক পীকথল ১৯৩০ খৃঃ পবিত্র কোরআনের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯৩১ খৃঃ এই অনুবাদ নিউইয়র্ক হইতেও প্রকাশিত হয়।

৯। অধ্যাপক আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী ১৯৩৫ খৃঃ লাহোর হইতে একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদের ফুট নোটে অনেক মূল্যবান তথ্য সংযোজিত রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, ডঃ বেন লেনপুল প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও পবিত্র কোরআনের ইংরাজী অনুবাদ বাহির করিয়াছিলেন। ১০। আবদুল মাজেদ দরীয়াবাদী ১৯৬০ খৃঃ কোরআন শরীফের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। লাহোরের তাজ কোম্পানী লিঃ কর্তৃক উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলা ভাষা

পবিত্র কোরআনের বাংলা ভাষার অনুবাদগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ মূল আয়াতের সংযোজন ছাড়া শুধু বঙ্গানুবাদ। দ্বিতীয়তঃ মূল আয়াত সহ অনুবাদ এবং তফসীর সম্বলিত। বাংলা ভাষায় এই উভয়বিধ অনুবাদ ও তফসীরের বিভিন্ন সংস্করণ রহিয়াছে।

১। বাংলা ভাষায় পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন টাঙ্গাইলের সুরুজ গ্রাম নিবাসী জনাব মৌলভী আব্বাস আলী সাহেব।

২। ভাই গিরীশ চন্দ্র সেনের অনুবাদ।

৩। মাওলানা হাফেজ আবদুল মান্নান সাহেবের অনুবাদ।

৪। অধ্যক্ষ আলী হায়দার চৌধুরীর অনুবাদ।

৫। মাওলানা এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্সীর অনুবাদ।

৬। আবদুর রহমান খাঁর অনুবাদ।

৭। মাওলানা আকরম খাঁ সাহেবের অনুবাদ ও তফসীর।

৮। আবদুল হাকীম ও আলী হাসান সংকলিত তফসীর।

৯। ইসলামী ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কোরআনের অনুবাদ। এই অনুবাদের সঙ্গে বাংলাদেশের বিশিষ্ট মনীষীগণ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন।

১০। আলহাজ্জ নকীব উদ্দীন খাঁর অনুবাদ।

১১। মাওলানা আবদুল মজিদ সাহেবের অনুবাদ।

১২। বয়ানুল কোরআনের বঙ্গানুবাদ তফসীরই আশরাফী।

১৩। তাফহীমুল কোরআনের বঙ্গানুবাদ।

১৪। "মানাফিউল কোরআন" (অপ্রকাশিত) তফসীরে ইবনে কাছির অবলম্বনে রচিত বাংলা ভাষার সর্ববৃহৎ তফ্সীর ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত। তাহা ছাড়া আরও অনেকে পবিত্র কোরআনের কোন কোন আয়াত ও কোন কোন ছুরার অনুবাদ ও তফসীর বাংলা ভাষায় করিয়াছেন। তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। অধিকন্তু বাংলা ভাষার অনুবাদকারী ও অনুবাদের অনেক নামই হয়ত বাকী থাকিয়া যাইতেছে, সেগুলি আমার নজরে পড়ে নাই কিংবা পড়িবার সুযোগ হয় নাই। সুতরাং উপরোক্ত পরিসংখ্যাণই শেষ নহে। ভবিষ্যতে বাংলা ভাষায় প্রামাণ্য তফসীর হয়ত হইবে। আল্লাহ আমাদিগকে তৌফিক দান করুন।

ভারতীয় উপমহাদেশে পবিত্র ক্বোরআনের তফসীর

[ইক্ছির ফী উছুলিৎ তাফ্সীর. তালিফাতে উলামায়ে হিন্দ ও পাক, ফুনুনুৎ তাফ্সীর, গ্রন্থত্রয় অবলম্বনে রচিত]

পবিত্র ক্বোরআনের ব্যাখ্যা ও তফসীর করিতে গিয়া নীতি ও পদ্ধতির দিক দিয়া তফসীর-কারীগণ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যথা—(ক) মুহাদ্দেছ মুফাছ্ছের. (খ) মুতাকাল্লিমিন মুফাছ্ছের, (গ) অছুলী মুফাছ্ছের, (ঘ) লোগাতী মুফাছ্ছের, (ঙ) আদ্‌বি মুফাছ্ছের, (চ) ক্বারী মুফাছ্ছের এবং (ছ) ছুফী মুফাছ্ছের। নিম্নে তাঁহাদের কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

(ক) মুহাদ্দেছ মুফাছ্ছের : তাঁহারা আয়াতের অর্থ এবং তাৎপর্য খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য এই ধরনের যত ঘটনা বা বর্ণনা থাকিতে পারে, সবকিছুই বিনা বিচারে জড়ো করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা সত্যাসত্য নির্ণয় বা প্রাসঙ্গিগতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কোনটিরই নীতি নির্ধারণী পথ অবলম্বন করেন নাই। এইজন্য মুহাদ্দেছ মুফাছ্ছেরদের বর্ণনাকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত চয়ন করিতে হইবে। কেননা তাঁহাদের বর্ণনায় সহীহ্ হাদীস, গাইরে সহীহ্ হাদীস কিংবা কোনও তাবেঈ বর্ণিত অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা, এমন কি ইহুদীদিগের প্রচারণাও কোন কোন ক্ষেত্রে স্থান পাইয়াছে।

(খ) মুতাকাল্লিমিন মুফাছ্ছের : আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ব্যাখ্যা দান করাই ছিল তাঁহাদের প্রয়োজনীয় কাজ বা আদর্শ। অবশ্য তাঁহারা অমর্যাদার ভয়ে মূলতত্ত্ব পর্যন্ত অগ্রসর হইতে রাজী হন না। আয়াতে ক্বোরআনের তফসীরের ক্ষেত্রেও তাঁহারা এহ নীতিকে বহাল রাখিয়াছেন। যে আয়াতের সাধারণ অর্থ আল্লাহ তাআলার মর্যাদা হানিকর বলিয়া ভাবিয়াছেন, সেখানে তাঁহারা ঈমান ও আকায়েদের পরিপূরক আয়াতের সাহায্যে নূতন পদ্ধতিতে সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আকিদার খেলাফ কোন রকম বক্তব্য যাহারা করিয়াছেন, তাহাদিগকে তাঁহারা কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। মুতাকাল্লিমিন মুফাছ্ছেরদিগের ব্যাখ্যা এইজন্য সারা মুস্‌লিম জাহানে মক্‌বুল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

(গ) অছুলী মুফাছ্ছের : তাঁহাদের কাজ হইল আয়াতে ক্বোরআন হইতে শরীয়তের হুকুম আহ্কাম বাহির করা। নীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। যে ব্যাপারে তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন, ইহার স্বপক্ষে আয়াতে ক্বোরআনের দ্বারা বিভিন্ন দলিল তাঁহারা পেশ করিয়াছেন। অধিকন্তু স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তের বিপক্ষে যত রকম যুক্তি-প্রমাণ হইতে পারে,সবগুলিকে জড়ো করিয়া সেগুলির সঠিক উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এইজন্য অছুলী মুফাছ্ছেরদিগের বর্ণনাও মকবুল।

(ঘ) লোগাতী মুফাছ্‌ছের : তাঁহাদের রীতি হইল পবিত্র কোরআনের ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ নিয়া আলোচনা করা। তাঁহারা যে আয়াতের ব্যাখ্যা করিবেন, সেখানে এই আয়াতের ব্যবহারিক ভাষার সমর্থনে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে যত প্রকার উদাহরণ থাকিতে পারে, সাধ্যমত সেইগুলি জড়ো করেন। ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণের দিক দিয়া এইগুলির প্রয়োজনীয়তা থাকুক, চাই না থাকুক সেই বিচার বিশ্লেষণ তাঁহারা করেন না। ভাষার ব্যঞ্জনা, প্রয়োগ পদ্ধতির স্বরূপ উদ্ধারই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য।

(ঙ) আদ্‌বী মুফাছ্‌ছের : তাঁহারা পবিত্র কোরআনের অলঙ্কার এবং সমালোচনা শাস্ত্রের মানদণ্ডে কোথায় কি রহস্য ও সৌন্দর্য লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনুসন্ধানে তাঁহারা হাজারো রকম নূতন তথ্য জোড়ালো করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে তাঁহারা যথেষ্ট অবদান রাখিয়া গিয়াছেন।

(চ) ক্বারী মুফাছ্‌ছের : পবিত্র কালামুল্লাহর নানা ধরনের ক্বেরাত বা পাঠ পদ্ধতি লইয়াই তাঁহারা সাধনা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা বিভিন্ন উস্তাদগণের নিকট হইতে বর্ণিত ক্বেরাতকেই উদ্ধৃত করেন। কিন্তু তাঁহারা বিভিন্ন পাঠরীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপার নিয়া কোন রকম বিরোধ সৃষ্টি করাকে যথার্থভাবে অবৈধ মনে করিয়া থাকেন।

(ছ) সূফী মুফাছ্‌ছের : তাঁহারা পবিত্র কোরআনের আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সূত্র-গুলো খোঁজ করেন। আল্লাহর সহিত বান্দার যোগসূত্র স্থাপনের কোনও উপলক্ষ বা নির্দেশ যেখানেই তাঁহারা দেখিতে পান, সেইখানেই তাঁহারা পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রদান করিতে আগ্রহী।

বস্তুত : তফসীর শাস্ত্রের অঙ্গন অত্যন্ত প্রশস্ত ও বিস্তৃত। পবিত্র কোরআনকে বুঝিবার জন্য তাঁহাদের অবদান দ্বীন ও হেদায়েতের মশাল জ্বালিয়া রাখিয়াছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের কোরআন প্রেমিক মোহাক্কেক আলেমগণ পবিত্র কোরআনের তফসীর শাস্ত্রে যে অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাহা বিশেষ মর্যাদার আসন দাবী করিতে পারে। মূলতঃ এই উপমহাদেশের আলেমগণ পবিত্র কোরআন পাকের যে সমস্ত তফসীর করিয়াছেন, ইহা আমাদের জন্য বিশেষ এক গৌরবের বস্তু। নিম্নে তাঁহাদের নাম ও তফসীর সম্পর্কে আলোচনা করা গেল।

১। সিরাজুদ্দীন ওমর বিন্ ইছহাক হিন্দির (মৃত্যু-৭৭৩ হিঃ) 'তফসীরুল কোরআন'। ইহার পূর্ণ নোছ্‌খা এখন দুষ্প্রাপ্য।

২। শেখ মুহিউদ্দিন আরবীর পীর মোল্লা আলী বিন্ আহমদ মাহায়েমী গুজরাটির 'তাব্‌ছিরুর রহমান ওয়া তাইছিরুল মান্নান'। আল্লামা হক্কানীর মতে ইহা একটি উত্তম তফসীর। 'আল্‌বায়ানে' ইহার ভুয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। এই তফসীরে কালামুল্লাহ শরীফের আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগসূত্র দেখাইবার বিশেষভাবে প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা ১২৮৬ হিজরীতে দিল্লীতে এবং ১২৯৫ হিজরীতে মিশরে প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকেই মনে করেন যে, মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানবী (রঃ) তাঁহার 'বয়ানুল কোরআনে' ইহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। মালেকুল উলামা মাওলানা শাহাবউদ্দীন দৌলতাবাদীর (৮৪৯ হিঃ) 'তফ্সীরুল বাহারুল মাওয়াজ'। ইহা আদবী তফসীর। ইহাতে পবিত্র কোরআনের সাহিত্যিকদিকের প্রতি বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। নবাব ছিদ্দিক হাছান খাঁ সাহেব এই তফসীর সম্পর্কে মূল্যবান অভিমত প্রদান করিয়াছেন। আনুমানিক ৮০৩ হিজরীতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

৪। খাজা হাছান নাগুরীর (৯০৯ হিঃ) 'তফসীরে নূরুন্নবী'।

৫। সৈয়দ আবদুল ওহাব বোখারী হিন্দির (৯০৯ হিঃ) 'তফসীরুল কোরআন'। ইহার বর্ণনা বিন্যাস অত্যন্ত উন্নত মানের।

৬। মাওলানা আবদুল্লাহ বিন্ ইলাহ্দাদ তলবনী মুলতানীর (৯২২ হিঃ) "তফসীরুল কোরআন'!

৭। হাফেজ কুমেলী এবং হাফেজ তাশ্কান্দি মুলতানীর (৯৭৭ হিঃ) তফসীরে ছুরায়ে মুহাম্মাদ'।

৮। মাওলানা হাছান মুহাম্মদ গুজরাটীর (৯৮২ হিঃ) 'তফসীরে মোহাম্মদী'।

৯। শেখ ওয়াজিহুদ্দীন গুজরাটীর (৯৯৮ হিঃ) 'হাশিয়ায়ে তফসীরে বায়জাবী'। এই হাশিয়া অত্যন্ত মকবুল।

১০। দিল্লীর মোঘল সম্রাট আকবরের উজীর আবুল ফজল ও শেখ ফয়জীর পিতা শেখ মোবারক নাগুরীর (১০০১ হিঃ) 'তফসীরে মাম্বাউল উলুম'। ইহা সংক্ষিপ্ত হইলেও একটি মূল্যবান তফসীর।

১১। শায়খ ইয়াকুব ছরফী কাশ্মিরীর (১০০৩ হিঃ) 'তফসীরুল কোরআন'।

১২। সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন শেখ আবুল ফয়েজ ফয়জীর (১০০৪ হিঃ) "তফসীরে ছাওয়াতেউল্ ইল্হাম'। ইহাতে কেবল আরবী বে-নোক্তা অক্ষরগুলি দ্বারা শব্দ গঠন করিয়া তফসীর করা হইয়াছে। এই ধরনের তফসীর পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ইহা শেখ ফয়জীর অগাধ পণ্ডিত্য ও প্রতিভারই পরিচায়ক। ইহার একটি কপি আমি মাদ্রসা-ই আলিয়া' ঢাকার লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি।

১৩। কাজী আবদুশ্ শাহীদ ছিহারুবীর (১০১১ হিঃ) 'তফসীরে বয়ানুল কোরআন"। ইহা একটি বৃহৎ তফসীর। ইহা দশ খণ্ডে সমাপ্ত।

১৪। সম্রাট আকবরের উজীর শেখ আবুল ফজলের (১০১১ হিঃ) 'তফসীরে আয়াতুল কুরছি ও তফসীরে আকবরী'।

১৫। শেখ নিজামুদ্দীন থানেশ্বরী (১০২৪ হিঃ) 'তফসীরে নিজামী।

১৬। মোল্লা আবদুস্ সালাম লাহোরীর (১০৩৭ হিঃ) 'তফসীরে বায়জাবীর হাশিয়া।

১৭। আমীর আবুল মাআলীর (১০৪৬ হিঃ) "তফসীরে ছুরায়ে ইখ্লাছ"।

১৮। হাফেজ দরাজ পেশওয়ারীর (১০৫৮ হিঃ) 'তফসীরে ছুরায়ে ইউছুফ ও দোহা'।

১৯। মোল্লা আবদুল হাকীম শিয়াল কুটীর (১০৬৭ হিঃ) 'তফসীরে বায়জবীর হাশিয়া'।

২০। নওয়াব শেক্‌হুল মুলক আবদুল ওহাব খাঁর (১০৮৭ হিঃ) 'তফসীরে ওহাবী'।

২১। কাজী নছরুদ্দীন সোস্তরীর ১০৯০ হিঃ) 'তা ওকী বর তফসীরে ফয়জী'।

২২। আবুল মজদ মাহবুব আলম গুজরাটীর (১১১১ হিঃ) "তফসীরুল কোরআন" (ফারছি) এই তফসীরটি ছাহাবা ও তাবে তাবেঈনের রেওয়ায়েত অনুসারে লেখা হইয়াছে।

২৩। লেখক ঐ—জালালাইনের ধারায় লিখিত "তফসীরুল কোরআন (আরবী)।

২৪। শেখ আবদুন্নবী সাত্তারীর (১১২০ হিঃ) "দস্তুরুল মোফাচ্ছেরীন"। ইহা নাছেখ মানছুখ বিষয়ক।

২৫। মাওলানা আহমদ বিন্ মোহাম্মদ দেহলভীর (১১২০ হিঃ) তফ্সীরুল কোরআন"।

২৬। শেখ জামালুদ্দিন চিশ্‌তি ও শেখ জম্মন গুজরাটির (১১২৪ হিঃ) "তফসীরে নাছিরী"।

২৭। লেখক ঐ—হাশিয়ায়ে বায়জাবী।

২৮। লেখক ঐ—হাশিয়ায়ে মাদারেক।

২৯। লেখক ঐ—হাশিয়ায়ে তফসীরে হুসাইনী ও তফসীরে মোহাম্মদী।

৩০। গোলাম নক্‌শবন্দ লখ্‌নবীর (১১২৬ হিঃ) "তফসীরুল কোরআন"। ইহা পূর্ণাঙ্গ তফসীর নহে। ইহাতে কোরআনে পাকের অংশ বিশেষের তফসীর করা হইয়াছে।

৩১। মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের ওস্তাদ মোল্লা জিওন-এর (১১৩০ হিঃ) "তফসীরাতে আহমদী"। ইহা একটি উত্তম তফসীর। বলিতে গেলে তিনি ছিলেন হানফী মজহাবের একজন ইমাম। এই তফসীরে তিনি ৫০০ আয়াতুল আহকামের তফসীর করিয়াছেন। ইহার একটি কপি আমি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি।

৩২। হাফেজ আমানুল্লাহ বেনারসী এর (১১৩৩ হিঃ) "হাশিয়াতুল বায়জাবী"।

৩৩। মাওলানা আলী আছগর কান্নজীর (১১৪০ হিঃ) তফসীরে ছাওয়াকেবুত্ তান্‌জিল; ইহা জালালাইনের নিয়মে লেখা হইয়াছে। কিন্তু ইহা জালালাইন হইতে অনেক উত্তম।

৩৪। শেখ নুরুদ্দীন আহমদাবাদীর (১১৫৫ হিঃ) "তফসীরে কালামুল্লাহ"। ইহা একটি সংক্ষিপ্ত তফসীর।

৩৫। লেখক ঐ—"তফসীরে রহমানী"। ইহা ১২ হাজার লাইনে ছুরা ফাতেহার পদ্য তফসীর।

৩৬। লেখক ঐ—"তফসীরে রাব্বানী"। ইহা ৩০ হাজার লাইনে ছুরায়ে বাক্বারার পদ্য তফসীর।

৩৭। লেখক ঐ—বায়জাবীর প্রথম অংশের হাশিয়া।

৩৮। মাওলানা মোয়াজ্জাম বিন্ আহমদ সিদ্দিকী লক্ষ্ণৌবীর (১১৫৮ হিঃ) "তফসীরুল ক্বোরআন"। দুঃখের বিষয় এই মূল্যবান তফসীরটি অগ্নিকাণ্ডের ফলে পুড়িয়া গিয়াছে।

৩৯। মাওলানা মোহাম্মদ আবেদ লাহোরীর (১১৬০ হিঃ) হাশিয়াতুল বায়জাবী।

৪০। লেখক ঐ—"উজুহ ইজাজুল ক্বোরআন"।

৪১। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহ্লবীর (১১৭৬ হিঃ) "ফত হুল খাবীর"। ইহা খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান। ইহাতে শুধুমাত্র পবিত্র ক্বোরআনের দুর্বোধ্য শব্দসমূহের বিস্তৃত অর্থ করা হইয়াছে।

৪২। লেখক ঐ—"ফউজুল কবীর"। ইহা অছুলে তফসীর বিষয়ক অত্যন্ত মূল্যবান কিতাব।

৪৩। লেখক ঐ—"তফসীরুল জাহ্‌রা-ওয়াইন"। ইহা ছুরা বাক্বারাহ ও ছুরা আল্-ইম্‌রানের তফসীর। জনাব কাজী আবদুছ্ ছামাদ ছায়েম সাহেব তাঁহার কিতাব 'তারিখে তফসীর'-এ ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

৪৪। সৈয়দ মুরতজা হোছাইন বিল্‌গারামীর (১২০? হিঃ) 'তফসীরে ছুরায়ে রহমান।'

৪৫। লেখক ঐ -"ছুরায়ে ইউনুছ।

৪৬। মির্জা নূরুদ্দীন নেয়ামত খান আলীর (১২২১ হিঃ) "তফসীরে নেয়ামতে উজ্‌মা" (ফারছি)। ১৩?৩ বাং আজাদ পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় অধ্যাপক আদম উদ্দিন সাহেব ইহার সম্পর্কে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

৪৭। মাওলানা আজিজুল্লাহ হাম্‌রঙ্গ আওরঙ্গাবাদীর (১২২১ হিঃ) "চেরাগে আবাদী"। ইহা উর্দু ভাষায় লিখিত। অনেকেই মনে করেন যে, ইহাই উর্দু ভাষার প্রথম তফসীর।

৪৮। মাওলানা আবদুল বাছেত কান্নুজীর (১২২৩ হিঃ) "তফসীরে জুলফিকার খানা"। ইহা আংশিক তফসীর মাত্র।

৪৯। লেখক ঐ—"তফসীরে আজিজুল বয়ান"। ইহা খুব সংক্ষিপ্ত।

৫০। শাহ আবদুল আজীজ দেহ্‌লবী বিন্ শাহ ওয়ালি উল্লাহর (১১৩৯ হিঃ ?) "তফসীরে ফত্‌হুল্ আজীজ" (ফারছি)। ইহা প্রথম পারা ও শেষ দুই পারার তফসীর। ইহা ওয়াজের ধরনে লেখা। তবে ইহাতে অতি মুল্যবান তথ্যের অপুর্ব সমাবেশ রহিয়াছে।

৫১। কাজী ছানাউল্লাহ পানিপতির (১২২৫ হিঃ) "তফসীরে মাজহারী" ইহা অত্যন্ত মুল্যবান তফসীর।

৫২। মোহাদ্দেছ ছালামুল্লাহ রামপুরীর (১২২৯ হিঃ) "কামালাইন হাশিয়ায়ে জালালাইন"।

৫৩। শাহ আবদুল কাদের বিন ওয়ালি উল্লাহ দেহলবীর (১২৪২ হিঃ) "মুজেহুল কোরআন"। ইহা উর্দু তরজমার সংক্ষিপ্ত নোট মাত্র। কিন্তু অতি মূল্যবান তথ্যের সাগর। যাহারা এই সাগরে ডুব দেয় নাই, তাহারা নিতান্তই অনবগত।

৫৪। মাওলানা আশরাফ লখনবীর (১২৪৪ হিঃ) "তফসীরুল কোরআন" (আরবী)।

৫৫। সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ ফোরকোক্ আবাদীর (১২৪৯ হিঃ) "তফসীরে নজমুল জাওয়াহের"। ইহা তিন খণ্ডে সমাপ্ত।

৫৬। সৈয়দ আওলাদ হোসাইন কান্নুজির (১২৫৩ হিঃ) "তফসীরে ছুরায়ে মুতাফ্ফিফীন"।

৫৭। কাজী আবদুছ ছালাম বাদাউনীর (১২৫৫ হিঃ) "তফসীরে জাদুল আখেরাহ"। ইহা পদ্যে রচিত।

৫৮। দিল্লীর মিঞা সাহেবের সুযোগ্য শাগরেদ সৈয়দ আহমদ হাছান দেহলবীর (১২৫৮ হিঃ) "আহছানুত্ তাফসীর"।

৫৯। মুফ তী মুহাম্মদ আহমদ মাদ্রাজীর (১২৬১ হিঃ) 'তফসীরে গারায়েব্র রহমান'।

৬০। মাওলানা ওয়ালী উল্লাহ লখনবীর (১২৭০ হিঃ) 'তফসীরে মাদনুল জাওয়াহের'।

৬১। মাওলানা শাহ রউফ আহমদ ভূপালীর (১২৭২ হিঃ) 'তফসীরে রউফী'। ইহা তিন খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে।

৬২। নওয়াব কুতুব উদ্দিন খান দেহলবীর (১২৭৯ হিঃ) "জামেউত্ তাফাসীর"। তিনি মেশকাত শরীফের উর্দু শরাহ মোজাহেরে হকও রচনা করিয়াছেন। তিনি ছিলেন শাহ মোহাম্মদ ইছহাক সাহেবের শাগরেদ।

৬৩। মাওলানা তোরাব আলী লখনবীর (১২৮১ হিঃ) "হেলালাইন হাশিয়ায়ে জালালাইন"।

৬৪। মুফ্তি মুহাম্মদ ইউছুফ লখনবীর (১২৮৬ হিঃ) "বায়জাবীর হাশিয়া"।

৬৫। মাওলানা ফয়জুল হাছান শাহরান পুরীর (১২৮৭ হিঃ) "তালিকাতে জালালাইন"।

৬৬। মোল্লা আবদুল হালীম লখনবীর (১২৮৮ হিঃ) "তফসীরে বিস্মিল্লাহ"।

৬৭। লেখক—ঐ—তফসীরে বায়জাবীর হাশিয়া।

৬৮। মোঃ লুৎফুল্লাহ বাঙালী (১২৯০ হিঃ) "তফসীরে ছুরায়ে ফাতেহা"।

৭৯। মাওলানা নাছির উদ্দিন বোরহান পুরীর (১২৯২ হিঃ) "আৎতাইছির ফি মুহিম্মাতিৎ তাফসীর"।

৭০। লেখক ঐ—'বুরহানুল হুদা ফি তাফসীরে আর্রাহমানু আলাল্ আরশিছ তারয়া'।

৭১। শাহ আবদুল হাকীম দেহলবীর (১২৯৩ হিঃ) 'আৎতাফসীরুল ওজীজ'।

৭২। মুফ্তি ছাদুল্লাহ মুরাদাবাদীর (১২৯৪ হিঃ) 'তফসীরে নাওয়াদেরুল্ ক্বোরআন'।

৭৩। হাফেজ আবদু। আলী নেগরামীর (১২৯৬হিঃ) "তফসীরে আয়াতুল আহকাম"।

৭৪। মাওলানা নকী আলী খাঁ ব্রেলবীর (১২৯৭ হিঃ) "তফসীরে ছুরা ইন্‌শিরাহ।"

৭৫। কাজী মোহাম্মদ ইছমাইল ছিদ্দিকী নক্‌শবন্দীর (১৩০০ হিঃ) শাগরেদ, মাওলানা হেদায়েত উল্লাহর (১৩০০ হিঃ) "তাইছিরুল কালাম"।

৭৬। সৈয়দ মুঈনউদ্দিন যাশ্‌হাদী কড়বীর (১৩০৪ হিঃ) "রুমুজুল্ ক্বোরআন"।

৭৭। নওয়াব সৈয়দ ছিদ্দিক হাছান খাঁ ভূপালীর (১৩ ৭ হিঃ) "তাফসীরে ফত্‌হুল বয়ান"। ইহাতে তিনি আল্লামা শাউকানীর তফসীরে ফত্‌হুল ক্বাদীরের মূল অনুসরণ করিয়া ইহার সার সংকলন করিয়াছেন।

৭৮। লেখক ঐ- "তরজমানুল ক্বোরআন"। ইহা ষোল খণ্ডে সমাপ্ত। ইহা উর্দুতে লেখা।

৭৯। লেখক ঐ—(ফারসি) "ইক্‌ছির ফী অছুলিত্‌ তফসীর"। ইহাতে তিনি প্রথমে অছুলে তফসীরের বর্ণনা করিয়াছেন। এবং পরে অনেক তফসীরকারের নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। মুফাছ্‌ছিরীনদের নাম সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইহা একান্ত মূল্যবান কিতাব।

৮০। শেখ ফতেহ মুহাম্মদ জলন্ধবীর (৩১১ হিঃ) "খুলাছাতুৎ তফসীর"।

৮১। হাকীম মাজহার আলী সাহ্‌ছাওয়ানির (১৩.২ হিঃ) "তফসীরে মাজহারুল বয়ান।"

৮২। মাওলানা ইহতেশাম উদ্দিন মুরাদাবাদীর (১৩১৫ হিঃ) "তফসীরে ইকছিরে আজম"।

৮৩। স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ দেহলবীর (১৩১৫ হিঃ) "তফসীরুল ক্বোরআন"। ইহাতে আহলে ছুন্নাত ওয়াল্ জমায়াতের খেলাফ অনেক কথা রহিয়াছে। অনেক প্রখ্যাত আলেম ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহা ছয় খণ্ডে সমাপ্ত।

৮৪। হাকীম মোহাম্মদ হাছুন আম্রোহীর (১৩১৯ হিঃ) 'গায়াতুল বয়ান ফি তা'বিলিল ক্বোরআন"। ইহা একটি অগ্রহণযোগ্য তফসীর। ইহাতে তিনি পবিত্র ক্বোরআনকে বাইবেলের সহিত মিল করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, যাহা সর্বোতঃই ভুল।

৮৫। মাওলানা কাছেম দেওবন্দীর (১৩২৮ হিঃ) "আছরারে ক্বোরআনী"। ইহা প্রকৃতই তফসীর কিনা তাহা জানা যায় নাই। তবে অধ্যাপক আদম উদ্দিন সাহেব ইহাকে একটি তফসীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৮৬। মাওলানা আবদুল হক হাক্কানীর (১৩৩৫ হিঃ) "তফসীরে ফতহুল মান্নান ওয়া তফ্‌সীরে হাক্কানী"। উর্দু ভাষায় লিখিত তফসীরগুলির মধ্যে ইহা একটি বিরাট ও প্রামাণ্য তফসীর। তিনি 'আল বয়ান' নামে ইহার একটি মুল্যবান ও পৃথক ভূমিকা লিখিয়াছে।

ইহাতে তিনি খৃষ্টানদের এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ভ্রান্ত মতবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়াছেন ও সেই মতবাদগুলি খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি আল বয়ানে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বর্তমানে প্রচলিত বাইবেল অপ্রামাণ্য ও ইহার মূল্য নাই। এই ভূমিকাটির ইংরাজী অনুবাদও রহিয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ইংরেজ পণ্ডিত বা পাদরীর দল এই মূল্যবান ভূমিকার প্রতিবাদে কোন কিছু লিখিতে সাহস করে নাই।

৮৭। মাওলানা আবদুল বাছির 'আজাদ' ছিওয়ারবীর (১৩৩৫ হিঃ) 'তফসীরে ছুরায়ে ফীল"।

৮৮। সৈয়দ ক্বারী আবদুল আজিজের (১৩৪৯ হিঃ) 'আজিজুত্ তফসীর'।

৮৯। কাজী আবদুচ্ছামাদ ছারেম-এর (১৩৫৪ হিঃ) "তফসীরে ছুরায়ে মাউন"।

৯০। নওয়াব ওয়াহিদুজ্জামান খাঁ হায়দরাবাদীর (১৩৫৫ হিঃ) "তফসীরে ওয়াহিদী"।

৯১। লেখক ঐ—"তরতীবুল্ ক্বোরআন"। ইহাতে তিনি ক্বোরআনের আয়াতগুলিকে বিষয় অনুসারে বিন্যাস করিয়াছেন।

৯২। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর (১৩৬২ হিঃ) "বয়ানুল ক্বোরআন"। ইহা এই যুগের শ্রেষ্ঠ তফসীর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি বিভিন্ন তফসীরের সার সংগ্রহ করিয়া নানা রকম তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। "তফসীরে আশরাফী" নামে ইহার ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে।

৯৩। মাওলানা রুহুল আমীন ২৪ পরগনীর (১৩৬৭ হিঃ) 'তফসীরে ক্বোরআন'। ইহা আংশিক তফসীর হইলেও অতীব মূল্যবান। ইহার ভাষা বাংলা।

৯৪। মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওছমানীর (১৩৬৯ হিঃ) 'তফসীরুল ক্বোরআন'। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাছান দেওবন্দী ইংরেজদের কুটিল চক্রান্তের শিকার হইয়া মাল্টার জেলে বসিয়া পবিত্র ক্বোরআনের একটি উর্দু অনুবাদ করেন এবং প্রথম চারি পারা পর্যন্ত উহার সংক্ষিপ্ত তফসীর করেন। তাঁহার এন্তেকালের পর তাহার সুযোগ্য শাগরেদ মাওলানা শাব্বির আহামদ ওছমানী ইহার বাকী অংশ পূর্ণ করেন। যদিও ইহা সংক্ষিপ্ত তথাপি ইহা একটি প্রামাণ্য তফসীর। শায়খুল হিন্দের অনুবাদ সহ ভারতের বিজনৌর ও হংকং হইতে উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

৯৫। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর (১৩৭৫ হিঃ) 'তফসীরুল ক্বোরআন'। ইহা অত্যন্ত মূল্যবান তফসীর। ইহাতে পবিত্র ক্বোরআনের এক আয়াতের তফসীর অন্য আয়াত দ্বারা করা হইয়াছে। ইহার ভাষা আরবী।

৯৬। লেখক ঐ—'তফসীরে ছানায়ী'। ইহাতে তিনি স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ এবং মির্জা গোলাম আহমেদের ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডন ও তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

৯৭। মোহাম্মদ আলী কাদিয়ানী এল. এল. বি. (১৩৭১ হিঃ)-এর "তফসীরুল ক্বোরআন"। ইহা ইংরাজী অনুবাদের ফুটনোট মাত্র। ইহাতে তিনি মোতাজিলা ও

কাদিয়ানী মনের সমর্থন ও পোষকতায় বহু স্থানে পবিত্র কোরআনের অপ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লাহোরের কাদিয়ানী শাখার বিশিষ্ট নেতা ছিলেন।

৯৮। লেখক ঐ—"তফসীরুল কোরআন' উর্দু। ইহা তাহার উর্দু অনুবাদের ফুটনোট মাত্র।

৯৯। ইউছুফ আবদুল্লাহ হারুন-এর "তফসীরুল কোরআন" ইংরেজী। কয়েকটি স্থান ছাড়া ইহা একটি মূল্যবান তফসীর।

১০০। মোহাম্মদ আবদুল হাকীম ও মোহাম্মদ আলী হাসান-এর বঙ্গানুবাদ ও তফসীর সম্বলিত কোরআন শরীফ। বাংলা ভাষায় ইহা অত্যন্ত সুন্দর ও মূল্যবান সম্পদে পরিপূর্ণ।

১০১। মাওলানা মমতাজ আলী দেওবন্দীর 'তরতিবুল্ কোরআন'। ইহাতে বিষয় অনুসারে কোরআনকে বিন্যাস করা হইয়াছে।

১০২। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ-এর (১৮৮৮—১৯৩৮ খৃঃ) "তরজুমানুল কোরআন"। ইহা তিন খণ্ডে সমাপ্ত। ইহাতে প্রত্যেক ছুরার প্রথমে বিষয়াবলীর বিবরণ, তারপর উর্দুতে অনুবাদ এবং শেষের দিকে সারমর্ম দেওয়া হইয়াছে। উর্দু সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহা একটি সম্পদ। তবে ইহাতে মুতাকাদ্দিমিনের মত ও পথকে অনুসরণ করা হয় নাই বলিয়া অনেকেই অভিযোগ করিয়াছেন।

১০৩। মাওলানা মুফতি দীন মুহাম্মদ খাঁর "তফসীরে ছুরায়ে ইউছুফ" (উর্দু) ইহার বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান।

১০৪। মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর (১৩৭৬ হিঃ) "তফসীরুল কোরআন"। বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণ তফসীর। তবে এই তফসীরের ২৬টি স্থানের বর্ণনা সম্পর্কে আলেমগণ প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহা পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত।

১০৫। মৌলভী নৈমুদ্দিন সাহেবের "তফসীরুল কোরআন"। ইহা আংশিক তফসীর মাত্র।

১০৬। মাওলানা শামছুল হক সাহেবের "তফসীরে ছুরায়ে ইয়াছিন"।

১০৭। আলহাজ্জ আবদুর রহমান খাঁর (১৯০৫ খৃঃ) বঙ্গানুবাদ কোরআন।

১০৮। তাফহিমুল কোরআন-এর বঙ্গানুবাদ। মূল লেখক সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী। ইহা একটি উত্তম তফসীর।

১০৯। মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমানের, ফাতেহা, বাকারা ও ছুরা নেছার বঙ্গানুবাদ ও তফসীর। (কলমী)

১১০। মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীর "তফসীরুল কোরআন।"

১১১। মৌলভী আব্বাস আলীর বঙ্গানুবাদ কোরআন।

১১২। মোহাম্মদ তৈমুরের কোরআন প্রবেশিকা।

১১৩। মাওলানা হামীদুদ্দিন ফারাহীর (বি, এ,) 'তফসীরে নেজামুল কোরআন'। তিনি মাওলানা শিবলী নুমানীর অল্প পূর্বে এন্তেকাল করেন। ইহা পৃথক পৃথক ভাবে কয়েকটি ছুরার তফসীর। তিনি ছুরা সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তবে ইহার ভূমিকা "আকছামুল কোরআন" অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। মাওলানার সুযোগ্য শাগরেদ মাওালানা আমিন ইছলাহী ইহার উর্দু অনুবাদ করিয়াছেন এবং ১৩টি ছুরার তফসীরকে একত্রে মাজ্‌মুয়ায়ে তফসীরে ফরাহী' নামে প্রকাশ করিয়াছেন।

১১৪। মীর ইব্রাহীম শিয়ালকুটির। 'ওয়াজেহুল কোরআন'।

১১৫। জামেয়ায়ে মিল্লীয়ার অধ্যাপক খাজা আবদুল হাই-এর 'খেলাফতুল পেয়ারা।' কিন্তু ইহা সমর্থন যোগ্য নহে।

১১৬। মাওলানা মানাজির আহ ছান গিলানীর (১৩৭৬ হিঃ)। 'তফসীরে ছুরা কাহাফ'।

১১৭। মাওলানা হামিদুদ্দীন ফরাহী ও তাঁহার শাগরেদগণ কর্তৃক সংকলিত (ক) ইম্‌আন কি আকৃছামিল কোরআন, (খ) দালায়েলুন নেজাম, (গ) আছালিবুল কোরআন, (খ) উছুলুত্‌ তাবিল, (ঙ) কিতাবুররুছুল (চ) আসবাবুন্ নুজুল, (ছ) ফেক্বাহুল কোরআন-ও অত্যন্ত মূল্যবান কিতাব। এইগুলিতে কোরআনের কছম সমূহের ব্যাখ্যা ও হাকিকত, আয়াত ও ছুরা সমূহের সম্পর্ক, কোরআনের রচনা রীতি, তাবিল ও তফসীর করিবার নিয়ম, নাছেখ ও মানছুখ্‌ সম্বন্ধে আলোচনা, শানে নুজুল ও কোরআনের ফেক্বহী মাসায়েল সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে।

১১৮। কতিপয় ওলামায়ে হিন্দের সমবায়ে লিখিত, 'মাজমুয়ায়ে তাফাসীর'। হইাতে প্রথমে উর্দু অনুবাদ এবং পরে তফসীর করা হইয়াছে এবং আল্লামা ফয়জির ছাওয়াতেউল ইল্‌হামের উদ্ধৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা একটি চমৎকার তফসীর।

১১৯। সৈয়দ আবুল কাছেম লাহোরীর 'লাওয়ামেউত্‌তান্‌জিল'।

১২০। মাওলানা মোশ তাক আহমদ আমিঠুবীর 'তফসীরে ছুরা আলা'।

১২১। মাওলানা ছিব্‌গাতুল্লাহ বিন্‌ মোহাম্মদ গাওছ মাদ্রাজীর 'তফসীরে ফয়জুল করিম'।

১২২। সৈয়দ মোহাম্মদ আবুল মানছুর নাছের উদ্দিন দেহলবীর 'তব্‌জিলুত্‌ তান্‌জিল'।

১২৩। মাওলানা গাওছ মোহাম্মদ ডিকানীর 'তফসীরে গাওছি'।

১২৪। লেখকের নাম অজ্ঞাত—"তকবীহে শোয়ারায়ে তাবীন্‌"। তিনি শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবীর শাগরেদ ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

১২৫। মাওলানা মোহাম্মদ হাছান আম্রোহীর 'তফসীরে মোয়ামালাতুল্ আছরার'।

১২৬। মাওলানা মোহাম্মদ ইছ্রাইল সিলেটীর 'হাশিয়ায়ে বায়জাবী।' তিনি একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন।

১২৭। মাওলানা আমীর আলী মলিহাবাদীর, 'তফসীরে কোরআন'।

১২৮। মাওলানা আবদুল করীম টুংকীর, 'ছাবিলুর রাশাদ' ইহা নাছেখ ও মানছুখ বিষয়ক।

১২৯। শেখ মোহাম্মদ আহমদাবাদী ও শেখ হাছান মোহাম্মদ গুজরাটির 'তফসীরে মোহাম্মদী'।

১৩০। লেখকদ্বয় ঐ 'হাশিয়ায়ে বায়জাবী'।

১৩১। শাহ ইছা জুন্দুল্লাহ বোরহান পুরীর, 'তফসীরে আনওয়ারুল আছরার'।

১৩২। শেখ ছা'দুল্লাহ বনি ইস্রাইলী লাহোরীর 'শরহে জাওয়াহেরুল কোরআন তাজ্জালী'।

১৩৩। মাওলানা ইলাহদাদ জৌনপুরীর 'তফসীরে মাদারেকের হাশিয়া'।

১৩৪। শাহ ওলীউল্লাহ সাহেবের শাগরেদ, সৈয়দ মোরতাজা বিল্ গারামীর 'তফসীরে ছুরা ইউনুছ'।

১৩৫। দিল্লীর মুঘল সম্রাট হুমায়ুন বাদশাহর সমসাময়িক, মাওলানা হামীদ সম্বলীর, 'তফসীরে কোরআন'।

আল্লাহ তাআলা তাঁহাদের সকলকে রহম ও করম দান করুন! আমিন! ছুম্মা আমিন!!

———

